শেষ অধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী

(১৯৪৬ – ১৯৪৮)

নলীমাধব চৌধুরী

বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

লেখক পরিচিতি

প্রবীণ লেখক ননীমাধব চৌধুরী সবুজপত্র গোষ্ঠীর অল্পসংখ্যক জীবিত সভ্যদের মধ্যে একজন।

ফরাসী ও স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়। মোপাসাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসের কয়েকটি গল্পের ফরাসী থেকে বাংলা এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত স্প্যানিশ নাট্যকার যাসিন্তো বেনাভেন্তের একটি নাটিকার স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতী, আত্মশক্তি, বিজলী ও প্রবাসীতে মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প এবং বেনাভেন্তের আর একটি নাটিকার অনুবাদ এবং বের্গসঁর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের (La Science Française হতে গৃহীত) অনুবাদ নব্যভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। মোপাসাঁর গল্পগুলির অনুবাদ "মোপাসাঁর গল্প" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী। ফ্রাঁস, বের্গসঁর ও বেনাভেন্তে হতে অনুবাদগুলি বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় রয়ে গিয়েছে। অনুবাদ বিভাগে তাঁর বড় কাজ রুশোর বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনের ক্লাসিক গ্রন্থ *Du Contrat Social*-এর ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ, সামাজিক চুক্তি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সাহিত্য একাডেমী প্রকাশ করেছে (১৯৬৯)।

দ্বিতীয় পর্বে ননীমাধব চৌধুরী ইংরাজিতে ও বাংলায় গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের লেখকরূপে দেখা দিয়েছেন। এই দু'টি ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা একশত। ইংরাজিতে লিখিত প্রবন্ধগুলি Science and Culture, Journal of the ...scatic Society of Bengal, Indian Historical Quarterly, Indian ...ulture, Man the India, Calcutta Review-তে প্রকাশিত হয়েছে ...ংলায় লিখিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, আনন্দ ...জার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

...এছাড়া সমসাময়িক ঘটনা বা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ Modern ...iew, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika এবং ...esman-এ প্রকাশিত হয়েছে।

...গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীর জাতিপরিচয় সম্পর্কে ...জ্ঞানের গবেষণা, সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণের জাতি-পরিচয় ও ধর্ম সম্বন্ধে নৃ-বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতবাদের আলোচনা, ঋগ্বেদীয় রাজকুল ও

লেখক পরিচিতি

প্রবীণ লেখক ননীমাধব চৌধুরী সবুজপত্র গোষ্ঠীর অল্পসংখ্যক জীবিত সভ্যদের মধ্যে একজন।

ফরাসী ও স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম আরম্ভ হয়। মোপাসাঁ ও আনাতোল ফ্রাঁসের কয়েকটি গল্পের ফরাসী থেকে বাংলা এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত স্প্যানিশ নাট্যকার যাসিন্তো বেনাভেন্তের একটি নাটিকার স্প্যানিশ থেকে বাংলা অনুবাদ সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতী, আত্মশক্তি, বিজলী ও প্রবাসীতে মোপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁসের গল্প এবং বেনাভেন্তের আর একটি নাটিকার অনুবাদ এবং বের্গসঁর একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের (La Science Française হতে গৃহীত) অনুবাদ নব্যভারতে প্রকাশিত হয়েছিল। মোপাসাঁর গল্পগুলির অনুবাদ "মোপাসাঁর গল্প" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রমথ চৌধুরী। ফ্রাঁস, বের্গসঁর ও বেনাভেন্তে হতে অনুবাদগুলি বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় রয়ে গিয়েছে। অনুবাদ বিভাগে তাঁর বড় কাজ রুশোর বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক দর্শনের ক্লাসিক গ্রন্থ *Du Contrat Social*-এর ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ, সামাজিক চুক্তি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ সাহিত্য একাডেমী প্রকাশ করেছে (১৯৬৯)।

দ্বিতীয় পর্বে ননীমাধব চৌধুরী ইংরাজিতে ও বাংলায় গবেষণা-মূলক প্রবন্ধের লেখকরূপে দেখা দিয়েছেন। এই দু'টি ভাষায় রচিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা একশত। ইংরাজিতে লিখিত প্রবন্ধগুলি Science and Culture, Journal of the ...scatic Society of Bengal, Indian Historical Quarterly, Indian ...lture, Man the India, Calcutta Review-তে প্রকাশিত হয়েছে ...ংলায় লিখিত গবেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলি জ্ঞান ও বিজ্ঞান, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী, আনন্দ ...জার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়া সমসাময়িক ঘটনা বা প্রসঙ্গ নিয়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ Modern ...ew, Hindusthan Standard, Amrita Bazar Patrika এবং ...esman-এ প্রকাশিত হয়েছে।

...বেষণা-মূলক প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের অধিবাসীর জাতিপরিচয় সম্পর্কে ...জ্ঞানের গবেষণা, সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণের জাতি-পরিচয় ও ধর্ম সম্বন্ধে নৃ-বিজ্ঞানী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতবাদের আলোচনা, ঋগ্বেদীয় রাজকুল ও

বাংলা সাহিত্যে নূতন সংযোজন—

রাজনৈতিক উপন্যাস

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস বা রোমান্সের জন্ম হয় একশো বছরের কিছু আগে যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হল (১৮৬৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র দত্ত কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে দেশপ্রেমের মোটিভের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, রমেশচন্দ্রের দু'খানি উপন্যাসেও ঘটেছিল। এঁদের পরে আরও কয়েকজন লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। গল্পের কাল, চরিত্র ও আখ্যানবস্তু নির্বাচনে প্রায় কুড়ি বছর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। পরিবর্তন আনলেন চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির জীবনকাহিনী ও সমকালীন ইতিহাস উপন্যাসের আকারে রচনা করে (মহারাজা নন্দকুমার (১৮৮৫), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ঝাঁসীর রাণী, অযোধ্যার বেগম)।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঞ্চনমালা এবং সম্প্রতিকালে রচিত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুঙ্গভদ্রার তীরে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু অতীত সমাজ চিত্রের উপস্থাপনের প্রয়াস হিসাবে উল্লেখযোগ্য রচনা।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এরপরের পরিবর্তন দেখা গেল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবীতে। প্রধানতঃ বিপ্লবীদলের কর্মীদের কয়েকজনের প্রণয়-কাহিনীর গল্পগুচ্ছ ও বর্মায় ভারতীয় সমাজের আংশিক চিত্র হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবীদলের কর্মব্যস্ততার সামান্য উল্লেখ রয়েছে এই বইতে। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ে বিপ্লবীদলের কথা আছে। চার অধ্যায় বড় গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

রাজনৈতিক উপন্যাস: এরপর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নূতন পথ খুলে দিয়েছেন প্রবীণ সাহিত্যিক ননীমাধব চৌধুরী। তাঁর উপন্যাসগুলি ইতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশিষ্ট চরিত্র নিয়ে লিখিত নয়, তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু আমাদের পঞ্চাশ বছরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম। দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই সংগ্রামের গতি, প্রকৃতি, লক্ষ্যের পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার। এ সম্পর্কে আরও স্মরণ রাখতে

হবে যে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সকল দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি এদেশে। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তর্নিহিত এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী। এর ফল যা হয়েছে সকলের জানা।

ইতিহাসের ভিত্তিঃ ননীমাধব বাবুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অংশের ভিত্তি সুদৃঢ়। বাস্তব ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তার factual report তাঁর বিবৃত ইতিহাসের ভিত্তি। এ হেতু, তার উপন্যাসগুলিকে documentary political novels বলা চলে। সংগ্রামের আরম্ভ থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত সমকালীন ইংরেজী, বাংলা সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিবৃতি, আলোচনা, চিঠিপত্র, ভারতের সংগ্রাম সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত দেশী, বিদেশী সাংবাদিক ও লেখকদের রচিত বহুগ্রন্থ, প্রচুর সরকারী রিপোর্ট ও বিবৃতি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে এই ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে লেখক documentation আবশ্যক মনে করেছেন সত্যকে বিকৃতির সম্ভাবনা ও সন্দেহ থেকে রক্ষা করবার জন্য।

উপন্যাস কেনঃ দেশের পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসকে কেন উপন্যাসের আকারে পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করা প্রয়োজন হল এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক আমাদের জানিয়েছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপ দেশবাসীর জীবনে যে ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করেছিল, যাঁদের দেশপ্রেম সংগ্রামে সমর্থন ও সক্রিয় সহায়তা যুগিয়েছিল, সৈনিক ও নেতা যুগিয়েছিল, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, যাঁরা সংগ্রামের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের কথা, দেশবাসীর সকল দলের প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য মনে রেখে সংগ্রামের সামগ্রিক পরিচয় দেবার জন্য উপন্যাসের টেকনিক আশ্রয় করা আবশ্যক মনে হয়েছে তাঁর। তাছাড়া, সংগ্রামের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সংগ্রামীদলের আদর্শের, চিন্তাভাবনার যে পরিবর্তন অনেক সময় প্রকাশ্যে স্বীকৃত না হলেও বাস্তবিক ঘটেছে, দেশবাসীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, রাজনৈতিক লক্ষ্যে, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন অনেক সময় স্পষ্ট উপলব্ধিতে ধরা না পড়লেও ঘটেছে, দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ফলে নানাদিকে যে পরিবর্তনের তরঙ্গ দেশের ওপরে আছড়ে পড়ে প্রাচীন ভাবধারার দেয়াল ভেঙ্গে নানা দিগেশ হতে নূতন ভাবসম্ভার, রীতিনীতির হাওয়া এনেছে দেশবাসীর জীবনের সকল ক্ষেত্রে, কলমের সাহায্যে দেশের সমাজের সকল স্তরে সেই পরিবর্তনের চিত্র আঁকবার জন্য উপন্যাসের টেকনিকের আশ্রয় আবশ্যক মনে

পড়িয়াছে সে। শেখর দা, শিবনারায়ণ দা, বেথা বৌদি, তারা বৌদি তাহার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পিতাকে বাদ দিয়া নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে নাই সে এতদিন, এখনও ভাবিতে পারিতেছে না। তাহার সকল কাজের, জীবনের সকল আশার উৎস ছিলেন পিতা, সেই উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়াছে। গৌতম ভাবে জীবনে আশা করিবার, আকাঙ্ক্ষা করিবার আর কিছুই রহিল না তাহার। অব্যক্ত বিষাদের চাপে তাহার দিনগুলি ক্রমে ভারী হইয়া উঠিতেছিল। পিতার মৃত্যুতে এত বড় পৃথিবীতে মনের দিক দিয়া সে কতখানি একা হইয়া পড়িয়াছে অনুভব করিয়া তাহার অন্তর একেবারে উদাসীন হইয়া যায়। বিষাদ ও উদাসীনতার ছায়া ঘন হইতে থাকে। প্রতিদিন সকালে সে একবার মাত্র বাড়ীর বাহিরে যায় টোলপাড়ায় দিদিমা ও বড় মামার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। কয়েক মিনিট সেখানে বসিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে, তারপর পিতার লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া সারাদিন কাটায়।

কয়েক দিন পরে এই নিয়মের পরিবর্তন করিতে হইল কাগজপত্র লইয়া বনমালী সরকারের দুইবেলা বৈঠকখানায় নিয়মিত আবির্ভাবের ফলে। সরস্বতীর উপদেশে বনমালী সাহস সঞ্চয় করিয়া দুইবেলা বৈঠকখানায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। পিতার অবর্তমানে এই বৈষয়িক কর্তব্য ষোল আনাই তাহাকে পালন করিতে হইবে গৌতম বুঝিল। কয়েকদিন যাইতে আশ্বস্ত হইয়া সরস্বতী দেখিলেন গৌতম বিকালে বেড়াইতে যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। রাজনগরের চিরপরিচিত পথে ঘাটে, মাঠে, প্রান্তরে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইত সে, নাম-না-জানা কি বস্তুর যেন সন্ধান করিয়া ফিরিত চোখের দৃষ্টি।

বিষাদ ও উদাসীনতার ছায়া হাল্কা হইতে লাগিল।

বেড়াইয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার পরে পিতার পড়িবার ঘরে গিয়া বসিত গৌতম। চুপ করিয়া ভাবিত। কত রকমের ভাবনা আসিত মাথায়। মাঝে মাঝে পিতার সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজি গ্রন্থ-সংগ্রহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিত পিতার জীবন-যাত্রার পথ ধরিয়া অগ্রসর হওয়া কি তাহার পক্ষে সম্ভব নয়? কেন নয়? নিজেকে পিতার স্থানে বসাইয়া নানাভাবে পরখ করিয়া দেখিত কোন জায়গায় কোন অবস্থায় বে-মানান লাগিতেছে কিনা। শেখরের এক দীর্ঘ পত্র আসিয়া নিজের মনকে লইয়া গৌতমের এই পরীক্ষার অবসান ঘটাইল।

চিঠি লেখার ব্যাপারে গৌতমের উদাসীনতা সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া শেখর লিখিয়াছেন, আসবার সময়ে আমরা সকলে মিলে যে পরামর্শ দিয়েছিলাম

মনে হচ্ছে কোথায় যেন বাধা ঘটেছে সেই পরামর্শ মত কাজ করবার পক্ষে। সন্দেহ হচ্ছে এই বাধা তোমার নিজের মনের। এই সন্দেহবশে যা লিখেছি ভাল করে ভেবে দেখো।

হয়ত তুমি ভাবছ মামাবাবু যে জীবন যাপন করেছেন তোমার পক্ষেও সে জীবন যাপন করা সম্ভব। না, তা সম্ভব নয়। তুমি ইন্দ্রনারায়ণ নও, এ যুগও ইন্দ্রনারায়ণের যুগ নয়। রাজনগরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সকল শ্রেষ্ঠ সম্পদ অলঙ্কৃত করেছিল তাঁর চরিত্রকে। তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের এটা মাত্র একটা দিক। গভীর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, উদারতা, আদর্শনিষ্ঠা ও বাস্তববোধের শক্তির এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন তিনি নিজের চরিত্রে।

একদিকে আধুনিক জগতের অতি প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও ভাবসম্পদ নিজের মনে প্রবেশ-পথ দু'হাতে খুলে রেখেছিলেন, অন্যদিকে তার সকল মূঢ়তা, ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা সত্ত্বেও আধুনিক রাজনগরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন তিনি। এজন্য এবং অন্যান্য কারণে রাজনগরে বাস করেও অভিপ্রেত আদর্শ জীবন যাপন করা কঠিন হয়নি তাঁর পক্ষে। অর্থাৎ, প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আদর্শ জীবন যাপন করবার মত প্রচুর মানসিক সঙ্গতি তাঁর ছিল, তাই সাধারণ জমিদারদের মত গ্রাম ছেড়ে সহরে পালাবার ইচ্ছা হয়নি, রাজনগরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করবার কঠোরতা দুঃসহ হয়নি তাঁর কাছে।

কিন্তু সে রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সে অযোধ্যা, যার স্মৃতি তোমার কাছে এত পবিত্র, তাও অন্তর্হিত হয়েছে। বেশী বিলম্ব হবে না, শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে-রাজনগরের সঙ্গে আপনার মনকে জড়িয়ে রেখেছ তুমি, বাস্তবে কোনই অস্তিত্ব নাই তার। তুমি রাজনগরের স্মৃতির পূজারী, ইন্দ্রনারায়ণের মত রাজনাগরিক নও, নিজেকে পিতার আসনে বসাবার কল্পনা করো না…।

শেখরের চিঠি পড়িয়া ভাবিতে লাগিল গৌতম। মনে হইল শেখরদার বিশ্লেষণ ঠিক কিন্তু কোন একটা জায়গায় যেন একটু ফাঁক রহিয়াছে এই বিশ্লেষণের মধ্যে।

শীঘ্র ফিরিবে বলিয়া পিনাকী গোবিন্দপুরে চলিয়া গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই। দেবানন্দের শরীর কিছু সুস্থ হইয়াছিল কিন্তু বাড়ী ছাড়িয়া বিশেষ বাহির হন না, গৌতমের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ হইলেও বিশেষ কোন কথা বলেন না। একদিন ইহার ব্যতিক্রম হইল।

বনমালী সরকার তখন কাগজপত্র দেখাইতেছিল গৌতমকে, দেবানন্দ আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বনমালী কাগজপত্র গুছাইয়া তখনকার মত কাজ বন্ধ করিয়া

কাছারীতে ফিরিতেছিল। দেবানন্দ বলিলেন, ব'সো বনমালী, দু'একটা কথা আছে। সরস্বতীকে এখান থেকে জিনিসপত্র সরাবার কথা কি বলেছ তুমি?

মাথা চুলকাইয়া বনমালী বলিল, মাসীমাকে বলেছি বটে। সময় বড় খারা‍প পড়েছে বড় মামাবাবু, মনে হচ্ছে ক্রমে আরও খারাপ হবে। কে কথা রটাচ্ছে জানি না, চাষীরা বলাবলি করছে পাকিস্তান হবে, খাজনাপত্র দেবার দরকার হবে ন আর। চুরি ডাকাতি বেড়ে চলেছে; গাঁয়ের মধ্যে ক'টা চুরি হল, চোর ধর পড়েনি। থানার লোকেরা গা লাগাচ্ছে না এদিকে। হিন্দুরা বলাবলি করছে থান পুলিশ সব মুসলমান, হিন্দুদের নালিশ কানে তোলে না তারা। তাই মাসীমাকে বলেছি দামী জিনিসপত্র এখান থেকে সরানো ভাল। কর্তাবাবু সব কলকাত পাঠাবেন ভেবেছিলেন আমি জানি। তাঁর আজ্ঞায় লতা দিদিমণি সোনা-রূপা জিনিস গুছিয়েছিলেন। পিনাকী দাদাবাবুও একথা জানেন।

দেবানন্দ বলিলেন, আচ্ছা, এখন যাও তুমি।

কাগজপত্র লইয়া বনমালী চলিয়া গেল।

দেবানন্দ গৌতমকে বলিলেন, মার কাছে শুনলাম ইন্দ্র পলাশডাঙায় কিছুদি থাকবে স্থির করেছিল, দামী জিনিসগুলো এখান থেকে সরাবে মাকে বলেছিল বিষয়ের কি সব ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করেছিল তাঁর কাছে শুনলাম।

গৌতম। বনমালী বলেছে আমাকে। দূরবর্তী কতকগুলো সম্পত্তি জলের দা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে দুঃখ করছিল।

শুনিয়া দেবানন্দ হাসিলেন, বলিলেন, বনমালীর দুঃখ করবার কারণ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, পিনাকী জমিজমা সব বেচে দিয়ে শুধু বাড়ীটা আছে। ও চলে যাবে এখান থেকে, বলে মুসলমান রাজত্বে বাস ক চলবে না।

কি ভাবিতেছিল গৌতম। তিনি আবার বলিলেন, আমিও যাব মাকে যদি রা করতে পারি। তাঁকে আর একা ফেলে রাখা চলবে না।

চমকিয়া উঠিল গৌতম তাঁহার কথায়, বলিল, দিদিমাকে নিয়ে যাবেন রাজন থেকে? তাহলে আমি এখানে কি করে থাকব?

গৌতমের আর্ত মুখের প্রতি চাহিয়া ম্লান হাসিলেন দেবানন্দ। বলিলেন, এখানে থাকবে আমরা কেউ ভাবি না গৌতম। তোমার জন্যই ইন্দ্র এখান চলে যেতে প্রস্তুত হয়েছিল। সে এখানে থাকলে রাজনগর ছাড়বে না তুমি বু পেরেছিল ইন্দ্র। মাকে নিয়ে আমি লক্ষ্মী-আবাসে থাকব, যদি তাঁকে রাজি ক

পারি যেতে। বনমালী তোমাকে বলেনি বোধ হয় তাকে জমিজমার খদ্দের দেখতে বলেছি। সব সম্পত্তি মায়ের নামে, অর্দ্ধেক অংশ বেচে দেব।

চুপ করিয়া গৌতম তাঁহার কথা শুনিল। তাহার মনে হইল, ঘটনাচক্র ঘুরিতেছে তাহাকে রাজনগর হইতে সরাইবার জন্ত।

কয়েকদিন পরে দেবানন্দ জানাইলেন, দিনকয়েকের জন্ত তিনি সোনাগড় যাইতেছেন। ব্লোমফেল অসুস্থ হইয়া সোনাগড়ে আসিয়াছেন, একবার দেখা করিবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ জানাইয়াছেন। বলিলেন, এখানকার ব্যবস্থা শেষ করবার দিকে মন দাও তুমি, মার্চ মাসে চলে যেতে চাই।

দেবানন্দ চলিয়া গেলেন। দিন দুই পরে পিনাকী ফিরিল গোবিন্দপুর হইতে। যোগেন্দ্র ও পুষ্পের চিঠি গৌতমের হাতে দিয়া বলিল, ক'দিনের জন্ত গোবিন্দপুরে তোমাকে যেতে অনুরোধ করলেন ওঁরা, চিঠিতেও বোধহয় সেই কথা লিখেছেন।

গৌতম বলিল, আপনার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করবার আছে পিনাকীদা। সন্ধ্যার পরে সব বলব।

সন্ধ্যার পরে ইন্দ্রনারায়ণের লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া তাহার বড়মামার রাজনগর ছাড়িয়া যাইবার কথা তুলিল গৌতম। বলিল তাহাকেও কলিকাতা যাইতে বলিতেছেন তিনি।

কথায় কথায় রাজনগরের এবং গোবিন্দপুর অঞ্চলের বর্তমান অবস্থার কথা উঠিল। গোবিন্দপুর, রূপখালি, হাঁসমারী, তারাপুর, পঞ্চক্রোশী ও বিল অঞ্চলের কথা তুলিয়া পিনাকী বলিল, সব জায়গায় একই অবস্থা। যুদ্ধের সময়কার কালোবাজারী পর, দুর্ভিক্ষের সময়কার দুর্নীতির প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছে পাকিস্তানের আতঙ্ক। বয়স্ক লোকেরা ভবিষ্যতের চিন্তায় শঙ্কিত। সরকারী হাল চাল দেখে তারা বুঝেছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মুঠো আলগা হয়েছে, লীগ গভর্ণমেণ্টের হাতে সব ক্ষমতা এসেছে। প্রত্যেক বিষয়ে উগ্র লীগ-পন্থী মুসলিম দলের চাপ বাড়ছে, এই চাপ সোজাসুজি এসে পড়ছে হিন্দুদের ওপরে। পাবলিক ডিউটি, পাবলিক অনেষ্টি, ন্যায়বিচার, নীতিবোধ চলে যাচ্ছে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে থেকে, সুবিধাবাদ, ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব নির্লজ্জভাবে প্রকট হচ্ছে। মুসলমান সরকারী কর্মচারীরা হিন্দুদের অভাব অভিযোগে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে, প্রকাশ্যভাবে মুসলমান পক্ষের অনাচারের প্রশ্রয় দিচ্ছে। সবাই বুঝতে পারছে বর্তমান

ব্যবস্থা থাকবে না, কি যে আসবে তার জায়গায় পরিষ্কার ধারণা করতে না পারায় ভয় ও উৎকণ্ঠা বেড়ে চলেছে।

গৌতম। সেদিন বনমালীও এই ধরণের কথা বলছিল।

পিনাকী। অনেক গাঁয়ে মুসলমান চাষীদের মধ্যে ঘুরে, কথাবার্তা বলে, তাদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করেছি। বৃদ্ধদের বাদ দিলে সর্বত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব দেখলাম যুবকদের মধ্যে। বৃদ্ধরা এদের উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করে, কিন্তু আড়ালে করে, প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস পায় না। এদের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা, চুরি, ডাকাতি, নারীহরণ বেড়ে চলেছে।

গৌতম। উচ্ছৃঙ্খলতা হিন্দু ছেলেছোকরাদের মধ্যেও বেড়েছে পিনাকীদা। হিন্দু ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে লীডার দেখা যাচ্ছে না, বিপদের সম্ভাবনা দেখে যাদের আত্মরক্ষার চিন্তা করা আবশ্যক তারাও কিছু করছে না।

পিনাকী হাসিয়া বলিল, বিপদের যে চেহারা গোড়াতেই দেখা যাচ্ছে আত্মরক্ষার প্রশ্ন তাতে বাহুল্য হয়ে পড়েছে। আগে দেশে ছিল তিন পক্ষ, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট, হিন্দু এবং মুসলমান। এখন হয়েছে দু'পক্ষ, লীগ গভর্ণমেণ্ট ও মুসলমান এবং হিন্দু। বাংলায় সংখ্যালঘু, নিরস্ত্র, বিচ্ছিন্ন হিন্দুরা আত্মরক্ষার সুযোগ সুবিধা পাবে না, আর লীডারশিপের প্রশ্ন কংগ্রেস শেষ করেছে।

অনেকক্ষণ এই আলোচনা চলিল। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া পিনাকী বলিল, আসবার আগে দেখলাম, যোগেন্দ্রবাবু কিছু বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আশ্রমের কাজকর্ম অবশ্য এখনও চলছে একরকম। যাই হোক, তাঁকে ভরসা দিয়ে এলাম ফিরে আসব। ফেরবার আগে পলাশডাঙা আশ্রমে একবার যেতে চাই।

গৌতম। কবে যাবেন? বড়মামা সোনাগড় থেকে না ফেরা পর্যন্ত থাকুন এখানে।

হাসিয়া পিনাকী বলিল, তাড়া নাই আমার। ইচ্ছা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

গৌতম। আমার হাতে অনেক কাজ, এখন আমার যাবার অসুবিধা রয়েছে।

পিনাকী। কাজের একটা তালিকা করে ফেল দেখি। আমি যাবার পরে তোমার কাজ বিশেষ এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

পরদিন সকালে কাজের একটা তালিকা করিবার জন্য গৌতমের ঘরে আসিয়া পিনাকী দেখিল খুব সকালে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে সে, তখনও ফিরে নাই।

অন্দরে ঢুকিয়া সরস্বতীর খোঁজ করিতে শুনিল তিনি টোলপাড়ায় গিয়াছেন। টোলপাড়ার দিকে চলিল পিনাকী।

তাহাকে কাছে বসাইয়া ত্রিনয়নী বলিলেন, তুমি নিজেই এসেছ, ভাল হল, ভাবছিলাম ডেকে পাঠাব। কিছুক্ষণ আগে গৌতম এসেছিল। তাকে বললাম, তোর অবস্থা দেখে মরতে পারছি না আমি, এখান থেকে পালা তুই। বললাম বিষয় সম্পত্তির কিছু থাকবে না, কেন এখানে এমন করে পড়ে থাকবি? বনমালী যা পারে দেখবে, কলকাতায় চলে যা তুই। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে। আবার বললাম চোখে দেখবার জন্য বেঁচে থাকব না আমি, দিন আমার শেষ হয়ে এল, কালাশৌচের বছরটা কেটে গেলে যেখানে হোক বিয়ে করিস, রুদ্রনারায়ণ, হরিনারায়ণ, ইন্দ্রনারায়ণের বংশ লোপ করিসনে দাদা।

একটু দম লইয়া আবার বলিলেন, যাক্, যে কথা তোমাকে বলব বলে ভাবছিলাম। দেবুকে দিয়ে কিছু হবে না, গৌতম নিজে কেমন বুড়োর মত জবুথবু হয়ে রয়েছে। সরস্বতী ও বনমালীকে নিয়ে তুমি দামী জিনিসপত্র, আর যা যা কলকাতায় নেবার মত পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে লেগে যাও ভাই। দেবু ফিরলে সরস্বতী কলকাতায় চলে যাবে।

ত্রিনয়নী ও সরস্বতীর সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করিয়া পিনাকী উঠিল। সরস্বতী বলিলেন, একটু দাঁড়াও, মার রান্না শেষ করেছি, গুছিয়ে রেখে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

পিনাকী অপেক্ষা করিতেছে, মৃদঙ্গের ধ্বনি আসিল তাহার কানে। কোথায় সংকীর্তন হচ্ছে এত সকালে, ত্রিনয়নীকে প্রশ্ন করিল।

ঐ খোল বাজনার কথা বলছ? ত্রিনয়নী বলিলেন, কেত্তন নয়, লীলাগান হচ্ছে ললিতাসখী কুঞ্জে।

শুনিয়া পিনাকী চুপ করিয়া রহিল। এই ললিতাসখী কুঞ্জের অনেক কথা তাহার কানে আসিয়াছিল ইতিমধ্যে। ধর্মের ব্যবসায়, দুর্নীতির ব্যবসায়ের বৃহৎ কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এই কুঞ্জ। আগে গোপনে ব্যবসার চলিত, সাহস বাড়িয়াছে লোকের, এখন প্রকাশ্যে চলে। সখাসখীর সাধনার বিবরণ শুনিয়া পিনাকী নিজের মনে হাসিয়াছিল একটু। আকাশে অশনি সংকেত, থমথমে ভাব বাতাসে, এদিকে মেহেদীর বেড়ায় ঘেরা তমাল গাছের ছায়ায়, মাধবীলতার কুঞ্জে রাসলীলা চলিতেছে গাঁয়ের ভদ্রশ্রেণীর ছেলেবুড়োর। মন্দ নয়!

দেবানন্দ ফিরিলেন। গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে জানাইলেন ব্রোমফেলের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল তিনি জানিতেন না। অসুখ হইতে উঠিয়া সে এবার একটি ক্রিশ্চান ছাত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে স্থির করিয়াছে। বিয়ে দেখিয়া আসিবার সময় হইল না তাঁহার।

শুনিয়া গৌতম চুপ করিয়া রহিল, তাহার মনে হইল সোনাগড়ের পাট বোধহয় চুকাইয়া আসিলেন বড়মামা।

কয়েকদিন পরে প্রসাদ ও সরিতের যুগ্ম চিঠি আসিল গৌতমের নামে, বিরাজের একখানি চিঠিও আসিল ঐ তারিখে।

হৈমন্তীর অসুখের সংবাদ দিয়াছে বিরাজ, তারপর লিখিয়াছে অনুমান করছি রাজনগরে বসে তুমি জমিদারী শাসন করছ। পণ্ডশ্রম, ও জিনিস আর চলবে না। পাকিস্তান হোক আর না হোক জমিদাররা knocked out হবে প্রথম রাউণ্ডে। যে দলের হাতে ক্ষমতা আসুক ব্রিটিশের সৃষ্ট এই third line of defenceএর ওপরে প্রথম আঘাত আসবে।

দেশে ইনডাস্ট্রিয়ালিজমের যুগ আসছে। দেশী ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্টরা কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক, তারাই হবে নূতন যুগের স্তম্ভ, landed aristocracyর জায়গা দখল করবে industrial aristocracy. তারা থাকবে নূতন গভর্ণমেণ্টের কর্ণ ধারণ করে, হতভাগা, নির্বোধ জমিদারদের মত পদ ধারণ করে নয়। জমিদারী বেচে দিয়ে মোটা রকমের কিছু টাকা যদি আনতে পার তোমাতে আমাতে মিলে নূতন একটা ইনডাষ্ট্রি খুলতে চাই, তার নাম হবে Brain Trust Ltd. বা ঐ রকমের কিছু।...

তারপর লিখিয়াছে, তোমার বাবার মৃত্যু দেশে একটি যুগের অবসান ঘোষণা করছে। এই পুরনো যুগের সঙ্গে তোমার বন্ধন কেটে গিয়েছে, এখনও পড়ে রয়েছ কেন রাজনগরে? চারদিকে কালো মেঘ জমে উঠছে দেখছি, কানে আসছে গুরু-গম্ভীর গর্জন, ঝড়ের সংকেত পাচ্ছি কালো মেঘের স্তরে স্তরে। চলে এসো এখানে, আর দেরি করো না।

যুগ্মপত্রে সরিৎ এবং প্রসাদও কলিকাতায় চলিয়া আসিবার অনুরোধ করিয়াছে।

গৌতম জবাব দিল যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার দিদিমার শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। তিনি একটু ভাল হয়ে উঠলে তাঁকে নিয়ে যাব।

জামাতার অকালমৃত্যুর শোকের আঘাত কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিতেছিলেন না ত্রিনয়নী। ক্রমে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। প্রায় একমাস কাল শয্যাশায়ী রহিলেন। মাঝখানে অবস্থা আশাপ্রদ মনে হইয়াছিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতে পারিতেন। বেশীর ভাগ কথা হইত গৌতমের সঙ্গে। গৌতমের কাছে তাহার পিতামহী জগদ্ধাত্রী দেবীর গল্প মাতা লক্ষ্মীর গল্প বলিতেন, ইন্দ্রনারায়ণ ও দেবানন্দের ছেলেবেলার গল্প বলিতেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া ইন্দ্রনারায়ণের কথা বার বার আসিয়া পড়িত তাঁহার গল্পে। এপ্রিল

মাসের শেষের দিকে বিছানা ছাড়িয়া নামিবার শক্তি আসিল। আর দিন সাতেক পরে তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে সকলের মনে হইল। সাতদিন কাটিল না। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন আসনে বসিয়া জপ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ত্রিনয়নী।

রাজনগরে গৌতমের শেষ বন্ধন এবং অবলম্বন গেল।

দেবানন্দ অতিশয় কাতর হইলেন মাতার মৃত্যুতে। সারাজীবন যাঁহাকে অবহেলা করিয়াছিলেন, শৈশবের পর হইতে জীবনে যাঁহাকে শুধু কষ্টই দিয়াছেন প্রৌঢ় বয়সে তাঁহাকে হারাইয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য নিজেদের শোক চাপিয়া সরস্বতী ও গৌতম যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। পিনাকী তাহার সৈনিক জীবনের নানা গল্প করিত তাঁহার কাছে একই উদ্দেশ্যে।

শ্রাদ্ধ শেষ হইল।

বড় মামার জ্বর হইয়াছে খবর পাইয়া গৌতম ও পিনাকী টোলপাড়ার বাড়ীতে আসিল তাঁহাকে দেখিতে। দেবানন্দ শুইয়াছিলেন, তাহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

গৌতম লক্ষ্য করিল এই কয়দিনে তাঁহার চেহারা খুব খারাপ হইয়াছে। কিছুক্ষণ বসিবার পরে সরস্বতীকে কোন কথা বলিবার জন্য গৌতম উঠিতে দেবানন্দ বলিলেন, বসো গৌতম, এখনই উঠছ কেন?

গৌতম। মাসীমাকে একটা কথা বলে আসছি।

গৌতম চলিয়া গেলে দেবানন্দ বলিলেন, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে বুঝতে পারছি পিনাকী। অতি শক্ত অসুখে পড়েও আগে এ রকমটা হয়নি।

পিনাকী। পর পর দু'টো শোকের আঘাতে ওরকম হয়েছে।

দেবানন্দ। তা জানি না। এই দুর্বল মনে কতকগুলো কথা আসা যাওয়া করছে, এ সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলতে চাই। গৌতম আসুক।

গৌতম সরস্বতীকে বলিতেছিল বড় মামার চেহারা দেখে ভাল লাগছে না মাসীমা, চলুন এবার কলকাতা যাই ওঁকে নিয়ে। এখানে থাকলে ওঁকে হারাতে হবে মনে হচ্ছে।

সরস্বতী, আমি তৈরী যাবার জন্য। কিন্তু বড়দা কি কলকাতা যাবেন? গোবিন্দপুরে যাবার কথা বলছিলেন। মার জন্য কলকাতা যেতে চেয়েছিলেন।

গৌতম। গোবিন্দপুরে যেতে হয় সুস্থ হয়ে উঠে যাবেন। এখন কলকাতায় নিয়ে চলুন ওঁকে।

সরস্বতী। তোমরা বলো, আমিও বলব।

দেবানন্দের ঘরে ফিরিল গৌতম। তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন তাহার জন্য। গৌতম ও পিনাকীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, ক'দিন আগে অন্যমনস্ক হবার জন্য জীবনের ক'টা ঘটনার কথা লিখতে বসেছিলাম। দেখলাম কলম চলতে চায় না। কলমের দোষ দিই না, কলম চালাবার চর্চা কোনদিনই করা হয়নি। কিন্তু কলমের চাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতকতা করছে এই দুর্বল মন।

কতই না দেখেছি জীবনে, ছোট বড় কত ঘটনাই না ঘটেছে, কিন্তু সব স্মৃতি আবছা হয়ে যাচ্ছে। এ কি মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ? যাত্রা করেছিলাম চল্লিশ বছর আগে কবির কথায় 'উদয়ের পথ' ধরে। চল্লিশ বছর পরে দেখছি—

মাথা নাড়িয়া জোর দিয়া বলিলেন দেবানন্দ, না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু একটা যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি ছড়িয়ে রয়েছে দেহে মনে, জীবনব্যাপী উদ্যমের ব্যর্থতার যন্ত্রণা।

এ যন্ত্রণা ছিল না কিন্তু। মন শান্ত হয়ে এসেছিল, তিক্ততা দূর হয়েছিল চিন্তা থেকে। নূতন জীবন পেয়েছিলাম গোবিন্দপুরে গিয়ে, অপূর্ব শান্তি পেয়েছিলাম। আহা, কি মিষ্ট সেই শান্তির আস্বাদ।

সে শান্তি হারিয়েছি আবার। ইন্দ্র গেল, মা গেলেন, মন বিকল হয়ে গেল। ফিরে এসেছে আবার সেই ব্যর্থতার ক্লেশকর উপলব্ধি।

ব্যর্থতা কাকে বলছি জানো? দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহের আদর্শ দেশের লোক গ্রহণ করল না, খানিকটা তখনও দেশের লোকের মন তৈরী হয়নি বলে, নেতাদের যথেষ্ট ত্রুটি ছিল বলে, খানিকটা গান্ধীজীর অহিংস নীতির মাহাত্ম্য প্রচারের ফলে। সশস্ত্র জাতীয় বিদ্রোহের পথ ত্যাগ করে নিরস্ত্র জাতীয় বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করলেন গান্ধীজী। কিন্তু সাহস করে শেষ পর্যন্ত এ পথে এগোতে পারলেন না তিনি। দো-টানার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তাঁকে বরাবর।

কি দেখতে পাচ্ছি আজ চোখের সামনে? যে ব্যর্থতার গ্লানি বিপ্লবীদের গায়ে লেগেছিল একদিন সেই কালি আজ গান্ধীজীর গায়ে। Crisis এসেছে আজ তাঁর সম্মুখে, চরম পরীক্ষার দিন এসেছে। ভারতবর্ষের ঐক্য, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য—

গলার স্বর ক্রমে চড়িতেছিল দেবানন্দের, দরজার দিকে চাহিয়া হঠাৎ চুপ করিলেন তিনি। বিস্মিত দৃষ্টিতে পিনাকী তাঁহার দিকে চাহিল।

সরস্বতী ঘরে আসিলেন, হাতে গরম দুধের বাটি দাদার জন্য। দেবানন্দের কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, দুধটা খেয়ে নিন।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল দেবানন্দের বুকের গভীরদেশ হইতে। হাত বাড়াইয়া দুধের বাটি লইলেন তিনি।

খালি দুধের বাটি লইয়া সরস্বতী চলিয়া গেলে একটু হাসিয়া দেবানন্দ বলিলেন, এ সব কথা থাক। যা হবার তা হবে, কোন মানুষই সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান নয়। ঠিক কি যে তোমাদের বলতে চাইছিলাম ভুলে যাচ্ছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, রাতের আঁধারে সাগরের বুকে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হঠাৎ দীপ জ্বলে উঠলে কেমন দেখায় কখনও দেখেছ তোমরা? ঠিক যেন আলোর বিন্দু কাঁপছে বাতাসে। তেমনি ক'টা আলোর বিন্দু দেখতে পাচ্ছি পেছনের আঁধারের দিকে তাকিয়ে।

কিছুক্ষণ একটা বিন্দুব দিকে চেয়ে থাকলে তার আড়ালে ছবি ফুটে উঠছে। একখানা ছবি দেখছি কিশোর ইন্দ্রের। কি তার রূপ ছিল ছেলেবেলায় মা জানতেন।

হাসি ফুটল দেবানন্দের বিশীর্ণ মুখে, বলিলেন, একদিনের কথা মনে পড়ছে। লক্ষ্মী নিমন্ত্রণ করেছিল ইন্দ্রকে তার পুতুলের বিয়েতে। বিয়ে হয়ে গেলে বরকনেকে আশীর্বাদ করবার জন্য ডাক পড়ল ইন্দ্রের। নিমন্ত্রণটা কিছুক্ষণ আগে পথে হয়েছিল, ইন্দ্রের কাছে টাকা পয়সা ছিল না, হাতের দামী আংটি দিয়ে আশীর্বাদ সেরে নিজের মান রক্ষা করল সে। আংটি পেয়ে লক্ষ্মী সেটা নিজের আঙ্গুলে পরে বসল তখুনি। আমার ঠাকুমা লক্ষ্মীকে খেপিয়ে খুব হাসতে লাগলেন আংটি পরা নিয়ে।

চোখ বুঁজিয়া নিজের মনের আনন্দ উপভোগ করিলেন কিছুক্ষণ। পিনাকীও গৌতমের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, আর একটা বিন্দুর পিছনে দেখতে পাচ্ছি শীর্ণ কিন্তু বুদ্ধিতে, প্রেমে, শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল একখানা মুখ, সরস্বতীর স্বামী ব্রজনাথের মুখ। বাংলায় রাজরোষে একটা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবার দৃষ্টান্ত ব্রজনাথের পরিবার। তিন ভাই ব্রজনাথ, আদিনাথ, সোমনাথ, কাকা রঘুনাথ সবাই শেষ হয়ে গেলেন কয়েক বছরের মধ্যে। কি গভীর দেশপ্রেম ছিল ব্রজনাথের! আমার সামনে মারা গেলেন। আন্দামানের ধুলো আছে আমার পায়ে, সেই পায়ের ধুলো নেবার জন্য মুমূর্ষু ব্রজনাথের কি ব্যাকুলতা—

ওরে সরী, তোর পিঠে করা হল ভাই? আত্মবিস্মৃত দেবানন্দ চেঁচাইয়া ডাকিলেন।

হঠাৎ এই ডাক শুনিয়া অসুস্থ দেবানন্দের বিকার উপস্থিত হইল ভাবিয়া গৌতম পিনাকী ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, গৌতম হাত পাখা তুলিয়া লইল, জল ানিবার জন্য পিনাকী দরজার দিকে আগাইল। পাশের ঘরে সরস্বতী কি কাজ রিতেছিলেন, চিৎকার তাঁহার কানে যাইতে হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া াসিলেন ঘরে।

দেবানন্দের চোখ হইতে জলের ফোটা গড়াইতেছে, বাহ্যজ্ঞান রহিতের মত ্খের চেহারা। ভয় পাইয়া সরস্বতী তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, ডাকিলেন, দাদা!

চেতনা ফিরিয়া আসিল দেবানন্দের, বলিলেন, কে, সরী? বোস একটু, ্ইখানে বোস। বিছানায় নিজের পাশের জায়গা দেখাইয়া দিলেন।

একবার সরস্বতী একবার পিনাকী ও গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন ুল হয়ে গেল। ব্রজনাথ পিঠে খেতে চাইল, সরী পিঠে করতে গেল তাড়াতাড়ি।

শিয়রে বসে কবরেজ, ব্রজনাথের নাড়ী দেখে মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে তাঁর। ামি বার বার দোরের দিকে চাইছি পিঠে নিয়ে সরী আসছে কিনা। যখন দু'খানা ্পিঠে নিয়ে ও ঘরে ঢুকল, যে পিঠে খেতে চেয়েছিল সে তখন চলে গিয়েছে। চোখের সামনে সব স্পষ্ট দেখছিলাম, তাই ভুল হয়ে গেল।

একখানি শীর্ণ হাত সরস্বতীর পিঠে রাখিলেন দেবানন্দ, নত হইয়া তাঁহার কোলে মুখ গুঁজিলেন সরস্বতী।

কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, হঠাৎ কি হল আমার তোকে কাঁদিয়ে ছাড়লাম। যা, বাইরে যা এখন।

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে সরস্বতী চলিয়া গেলেন।

বড় মামার এই প্রকারের অবস্থা কখনও দেখে নাই গৌতম, মনে মনে সে অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, ভাবিতেছিল কিসের লক্ষণ এই সাময়িক বিকার?

আর একখানা মুখ মনে পড়ছে আজ, দেবানন্দ বলিলেন, ইন্দ্র, ব্রজনাথের মত আত্মীয় নয় সে, পরিচয়ও দীর্ঘ দিনের নয়। বেহালায় তাদের গৃহে আত্মগোপন করে গৃহ শিক্ষকের কাজ নিয়ে বাস করেছিলাম কিছুদিন। মাধবী নামে একটি মেয়ের মুখ মনে পড়ছে। জানি না সে বেঁচে আছে কিনা।

গৌতম চমকিয়া উঠিল বেহালা ও মাধবীর উল্লেখ শুনিয়া। মনে পড়িল রাপুরের বিশ্বাস বাড়ীর কথা, বাড়ীর দুইটি মেয়ে ও একটি বধূর কথা। মাধবী বীর সঙ্গে কি একটা সম্পর্ক ছিল বধূটির। কি যেন তাহার নাম স্মরণ হইতেছে । লক্ষ্মী-আবাসে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বড় মামাকে দেখিতে।

বেহালায়, পুরীতে বড় যত্ন করেছিল সে, দেবানন্দ বলিলেন, এখনও মনে আ৻ সে যত্নের কথা। পুষ্প ছাড়া এমন সেবা যত্ন আর কেউ করতে পারে কি জানি না। সেবা যত্নের কথা বলছি না, এমন আন্তরিক শ্রদ্ধা, নির্মল স্বভা পুষ্প ছাড়া আর কারো দেখিনি। অল্প বয়সে স্বামী মারা গিয়েছেন। পুরী৻ যখন দেখলাম তাকে বড় মায়া হল দেখে। বিপ্লবীদলের সঙ্গে কিসের একটা যো সূত্র ছিল মাধবীর, এখন আর মনে পড়ছে না, শুধু ওর কথাটাই মনে রয়েছে।

বিশ্বাস বাড়ীর বধূটির নাম স্মরণ হইল গৌতমের। বলিল মাধবী দেবী ত এক ননদ ও দেবরকে নিয়ে লক্ষ্মী-আবাসে দেখতে এসেছিলেন আপনাকে।

কিছুক্ষণ কাটিল।

দেবানন্দ বলিলেন, এবার তোমাদের ছুটি। বড় ক্লান্তি লাগছে, শোব একটু।

একটু থামিয়া বলিলেন, এই দেখো, আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছি বলতে শেষ শয্যা কোথায় পাততে হবে জানি না। যেখানে হোক পাতবার আগে একটা কাজ শেষ করতে হবে। পলাশডাঙায় যাই যাই করে ইন্দ্রের যাওয়া হল না, চলো তোমাদের সঙ্গে পলাশডাঙায় একবার ঘুরে আসি। গৌতম, নিয়ে যাবে তো আমাকে ?

গৌতম। ক'টা দিন যাক, আপনার শরীর কিছু না সারলে বেরুনো চলবে না।

দেবানন্দ। পিনাকী, তুমি কোথাও যেন পালিয়ো না এর মধ্যে। যাবে তো আমাদের সঙ্গে ?

পিনাকী। যাব, আমারও যাওয়া হয়নি পলাশডাঙায়।

দশ পনের দিন সময় লাগিল দেবানন্দের সুস্থ হইতে। এই সময়ের মধ্যে গৌত৻ গৃহের যে সকল মূল্যবান জিনিসপত্র লক্ষী-আবাসে পাঠানো স্থির হইয়াছিল তা পাঠানো প্রায় শেষ হইল। সঙ্গেও অনেক জিনিস যাইবে। যাইবার দিন স্থির করিবার কথা উঠিতে দেবানন্দ জানাইলেন তিনি গোবিন্দপুরে যাইতেছেন পরদিন পুষ্পের সঙ্গে দেখা করিয়া কয়েকদিন পরে কলিকাতায় রওনা হইবেন। সরস্বতী লইয়া গৌতম ও পিনাকী রওনা হইয়া যাউক যে দিন সুবিধা হয়।

এই ব্যবস্থা মনঃপুত হইল না সরস্বতীর, এখন দাদাকে নিজের কাছছাড়া করিতে অনিচ্ছুক তিনি। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পের পরিবর্তন করিলেন না দেবানন্দ।

গৌতমের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল বড়মামার সঙ্গে সেও গোবিন্দপুরে যাইবে, কলিকাতায় যাইবার আগে লতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। পিতার শেষ সময়ে লতা তাঁহার সেবা করিয়াছিল, তাহার কাছে কৃতজ্ঞতার দাবি রহিয়াছে লতার।

তাহার মনে পড়িল যাইবার সময়ে পুষ্পদি লতাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, একটি কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। সেই শোকের সময়ে সেও সবদিকে দৃষ্টি রাখিতে পারে নাই, সরস্বতীর কাছে গোবিন্দপুরে যাইবার ইচ্ছার কথা বলিতে গিয়া বলা হয় নাই।

পরদিন দেবানন্দ গোবিন্দপুরে চলিয়া গেলেন। শেষ মুহূর্তে পিনাকীও তাঁহার সঙ্গে চলিল। গৌতমকে বলিল আট দশ দিন পরে দেবানন্দকে সঙ্গে লইয়া সে কলিকাতা যাইবে।

বনমালী সরকারকে সব কাজের ভার বুঝাইয়া দিয়া জুন মাসের গোড়ায় সরস্বতীকে লইয়া গৌতম রাজনগর ছাড়িল।

২

কলিকাতা

রাজনগর হইতে ফিরিবার সময়ে কিংশুককে অনুরোধ করিয়াছিল গৌতম আপাততঃ লক্ষ্মী-আবাসে শঙ্করের সঙ্গে থাকিবার জন্য। সরস্বতী সায় দিয়াছিলেন, শঙ্করের সাগ্রহ সমর্থন ছিল এই প্রস্তাবে।

লক্ষ্মী-আবাসে উঠিয়া আসিবার ফলে প্রসাদের বাড়ীতে কিংশুকের যাতায়াত বৃদ্ধি পাইল। প্রসাদের বাড়ীতে শেখরের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হইত। বিংজের সঙ্গে দেখা হইত শেখরের বাড়ীতে। কিংশুক শঙ্করকে দক্ষিণ কলিকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-চক্র চিত্রিতা দিন্দার 'দীপশিখা সংঘে'র সভ্য সভ্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিল। চিত্রিতার স্বামী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অনুপম দিন্দার ছাত্রাবস্থার বন্ধু বলিয়া সংঘে কিংশুকের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। এই সাহিত্যিক দম্পতির কথা আগে কিছু বলা হইয়াছে। সংঘনেত্রী চিত্রিতা দিন্দা সমাদরের সঙ্গে শঙ্করকে গ্রহণ করিল। লেখক বলিয়া শঙ্করের ইতিমধ্যে কিছু নাম হইয়াছিল। সংবাদ-পত্রের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল এবং চেহারাটিও ছিল প্রিয়দর্শন।

শুধু দীপশিখা সংঘ নহে বহু প্রকারের আড্ডায় যাতায়াত করিত কিংশুক। শেখরনাথের সোশিয়ালিষ্ট বুরোতে যাইত, বুরোর সেক্রেটারী প্রোফেসর ডোরোথি সরকার এবং বিশিষ্টা সভ্যা স্কুলটিচার মিস ইভা হাজারিকা সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন ব্যাচিলর অধ্যাপক কিংশুকের প্রতি। গড়পার অঞ্চলে শেখরনাথের বাড়ীর কাছে যে

নূতন একটি আড্ডা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। শেখরনাথ খবর না রাখিলেও তাঁহার ছেলে এই আড্ডার খবর রাখিত। মৌলি একদিন কিংশুককে ধরিয়া লইয়া গেল সেখানে। পলাশডাঙা আশ্রমের কর্মসচিব শিবশঙ্করকে সেখানে দেখিয়া কিংশুক অনুমান করিল রীতিমত কোন ব্যাপার আছে এই আড্ডার পিছনে। মৌলির সঙ্গে কথাবার্তার ফলে এই ব্যাপারের কিছু পরিচয় পাইল সে।

অনুরূপ ব্যাপারের আয়োজন অন্য মহলেও আরম্ভ হইয়াছিল আরও ব্যাপকভাবে। বেনিয়াটোলার মুস্লিম বোর্ডিং হাউজ ও কলিঙ্গবাজারের ইসলামিয়া ক্যাবিনেট হাউজের আডডায় যাতায়াতের ফলে আগেই এ সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিয়াছিল কিংশুক।

রকমারি আড্ডা জমানোকে কিংশুক তাহার আবিষ্কৃত পোলিটিকো-সোশিও-লজিকেল রিসার্চের নূতন পদ্ধতি বলিত। সুযোগ বুঝিয়া বন্ধুবান্ধব মহলে তাহার রিসার্চের ফলে লব্ধ তথ্য প্রকাশ করিত।

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। আই, এন, এর অফিসারদের বিচার উপলক্ষ্যে ছাত্ররা হরতাল করিয়াছিল। কিছুক্ষণ খোলা রাখিবার পরে কলেজের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কিংশুক দেখিল ট্রামবাস বন্ধ। কোন আডডায় যাওয়া যায় কিনা রাস্তায় দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল, তারপর হাঁটিতে আরম্ভ করিল। শরীরটা একটু খারাপ লাগিতেছিল। পথের পাশে একখানি রিকসা দেখিয়া তাহাতে চাপিয়া বসিল সে। ফুটপাতে বসিয়া খইনি ডলিতেছিল রিকসাওয়ালা, সওয়ারী পাইয়াও উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না। ডলা শেষ হইলে সযত্নে মুখে ফেলিল খইনি, তারপর হাত ঝাড়িল, থুথু ফেলিল কিন্তু উঠিবার লক্ষণ দেখাইল না।

কিংশুক হাঁকিল, এবার গা তোল না বাবা।

কাঁহা যাওগে,-গম্ভীর মুখ করিয়া প্রশ্ন করিল রিকসাওয়ালা।

কালীঘাট। চলো, বকসিস মিলেগা।

কালীঘাট? হাত জোড় করিয়া মাথায় ছোঁয়াইল, বলিল, পৈদলমে চলা যাও বাবু।

কাহে?

আবার থুথু ফেলিয়া মাথায় বাঁধা গামছা খুলিয়া মুখ মুছিল রিকসাওয়ালা, গম্ভীর মুখে বলিল, হাম বোল দিয়া পৈদলমে চলা যাও। রিকসা ন জায়েগা। ক্যা, কুছ খবর মালুম নেহি তুমকো?

অতঃপর রিকসাওয়ালা যাহা বলিল তাহা হইতে কিংশুক বুঝিল রিকসায় ওয়ারী লইয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তাহার গাড়ী ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দবে, মাথার খুলিও গুঁড়া করিয়া দিবে। দুইটি মিলিটারী লরী পুড়িতে দেখিয়াছে সে পুলিশ গুলি চালাইতেছে। লাল বাজারের দিকে গিয়াছে তিন চার লাখ লাকের মিছিল।

অগত্যা রিকসা হইতে নামিয়া পাদলে রওনা হইল কিংশুক।

রাস্তার চেহারা এবং রাইফেলধারী পুলিশ বোঝাই ট্রাকের দৌড়াদৌড়ি দেখিয়া তাহার বুঝিতে দেরি হইল না যে অবস্থা সত্যই গুরুতর। অথচ কলেজে যাইবার সময়ে অবস্থা হঠাৎ এমন হইতে পারে বুঝা যায় নাই।

কিংশুক ভাবিল ডিসেম্বর মাস হইতে আই, এন, এর বিচার লইয়া হরতাল, ছাত্রদের মিছিল আর পুলিশের গুলি চালনা আরম্ভ হইয়াছে, এখনও থামিল না। ছাত্রদের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্য লোক যোগ দিতেছে মিছিলে, রাস্তায় গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া স্কোয়াট করিতেছে। এই স্কোয়াটারদের উপরে, মিছিলের উপরে গুলি চালাইবার জন্য গুর্খাদের আমদানি করিয়াছে সরকার।

শুধু আই, এন, এর বিচারের প্রতিবাদে মিছিল নয়, নেতাজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে য শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহার উপরেও গুলি চলিয়াছে। ৫ হাজার আই, এন, এ, রিলিফ কমিটির স্বেচ্ছাসেবক, ৩ শত নারী স্বেচ্ছাসেবিকা যোগ দিয়াছিল এই শোভাযাত্রায়।

নেতাজীর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী তারিখের বোম্বাইতে পুলিশ গুলিবর্ষণের হোলি উৎসব চালাইয়াছিল। ৫০০ শোভাযাত্রী আহত, ২২ জন নিহত হইয়াছিল।

হাঁটিতে হাঁটিতে ভবানীপুরের বাজার পর্যন্ত পৌছিল কিংশুক। পা আর চলে না। পান বিড়ির দোকান, চায়ের দোকান পর্যন্ত বন্ধ। রাস্তার মাঝখানে, ফুটপাতে দাড়াইয়া বহু পাঞ্জাবী বাঙালীদের সঙ্গে মিলিয়া জটলা করিতেছে। কিছু দূরে একখানা পুলিশের ভ্যান ও একখানা মেইল ভ্যান পুড়িতেছে। পুলিশের মতে এই অঞ্চল শহরের অন্যতম প্লেগ সেণ্টার, গোলযোগের কেন্দ্র। আশে পাশে কিন্তু কোন পুলিশকে দেখা গেল না।

কালীঘাট পার্কের আগে এক পরিচিত চায়ের দোকানের মালিককে বন্ধ দাকানের সম্মুখে লোহার চেয়ার পাতিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতে দেখা গেল। কংশুককে দেখিয়া আপ্যায়নের হাসি হাসিয়া মালিক বলিল, কলেজ থেকে রছেন বুঝি? ছাত্র ছিল, না বেঞ্চগুলোকে পড়িয়ে এলেন?

তাহার কানের কাছে মুখ নামাইয়া কিংশুক বলিল, এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন? হাঁটতে হাঁটতে শেষ হলাম।

উঠিয়া দাঁড়াইল মালিক, উচ্চকণ্ঠে বলিল, তাহলে বইখানা পেয়েছেন? আমি তো কোন দোকানে পেলাম না, মশায়। আসুন ভেতরে, বইখানা দেখি।

ভেজানো দরজা সন্তর্পণে খুলিয়া উভয়ে ভিতরে ঢুকিল, ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল মালিক।

কিংশুক দেখিল ভিতরে দড়ি বাঁধিয়া তাহার উপরে বিছানার চাদর, ধুতি প্রভৃতি ঝুলাইয়া একটি অস্থায়ী পার্টিশন তৈয়ারী হইয়াছে। পরদা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিতে দেখা গেল টেবিলে চায়ের কাপ, বিস্কুট, কেক সম্মুখে লইয়া কয়েকজন লোক গল্প করিতেছে।

হেম সংপতি ও রণেনকে এই দলের মধ্যে দেখিয়া কিংশুক বলিল, হেল্লো সংপতি, রণেন, তোমরা কি করে জুটলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কাফেতে?

রমেন হাসিয়া বলিল, On the same errand as yourself, চায় কে বাস্তে।

সংপতির মুখ কেকে ভর্তি, কথা বলিল না, ইশারা করিয়া পাশের চেয়ার দেখাইল।

চায়ের দোকানের মালিক কিংশুকের দিকে একটু ঘাড় কাৎ করিয়া বাহিরে গেল আগের মত সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া।

হেম সংপতি শঙ্কর ও কিংশুকের বন্ধু, আগে খবরের কাগজের অফিসে কাজ করিত, এখন রয়াল এক্সচেঞ্জ অঞ্চলে ঘোরাফেরা করে, আরও অনেক কিছু করে শোনা যায়। বাড়ীর অবস্থা ভাল, প্রচুর স্তোত জমি আছে। রাজনৈতিক মতে সংপতি মিলিটাণ্ট নেশনালিষ্ট, ফরোওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সংযোগ আছে। রণেন পয়সাওয়ালা লোহার ব্যবসায়ীর পুত্র, দুইটি রোটারী মেসিনের মালিক বড়লোক খবরের কাগজ ও পুস্তক ব্যবসায়ীর জামাতা, কেম্ব্রিজের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট, ক্রিটিক, কবি ও সিনিক এবং চিত্রিতা দিদ্দার দীপশিখা সংঘের বিশিষ্ট সভ্য।

সংপতির পাশের চেয়ারে বসিল কিংশুক। চা আসিল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়া নিজের পাদলে আসিবার গল্প বলিল। জিজ্ঞাসা করিল, ফাটকা বাজার ছেড়ে এ অঞ্চলে কেন?

হরতাল যে আজ, সংপতি বলিল, সব কাজকর্ম বন্ধ। ক'দিন চলবে এ হাল কে জানে? শুনছি মিলিটারী ট্রাক পোড়ানোতে গভর্ণমেণ্ট খেপে গিয়েছে, কাল থেকে গুর্খা লেলিয়ে দেবে পিটে ঠাণ্ডা করবার জন্য।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া রণেন বলিল, That's the medicine.

তাহার পিছনে ঠক্ করিয়া চেয়ার মাটিতে ঠুকিবার শব্দ হইল। পর মুহূর্তে একটি খর্বাকার মজবুত চেহারার মানুষ রণেনের পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, মোছায়ের কথা' মানে ?

তাহার দিকে চাহিয়া নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কাঁধ একটু ঝাঁকাইয়া রণেন বলিল, Try to guess it.

বড় গেছওয়ালা এছেছে রে ! ওছুদ এক ফোঁটা খাবে নাকি ?

একখানি স্থূল হস্ত তাহার দিকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল রণেন। আস্তিন গুটাইয়া বলল, ওছুদ নিজের জন্য রেখে দাও, আমার ওপরে এফেক্ট হবে না।

কিংশুক উঠিয়া হাত রাখিল লোকটির কাঁধে, বলিল, কি হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ? যান নিজের জায়গায়।

তাহার হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িতে বলিল, হাতের লোমগুলো পুড়িয়েছেন দেখছি ; পেট্রোলে বুঝি ? বাইরে বেরোবার সময়ে হাত ঢেকে বেরোবেন।

কিংশুকের মুখের দিকে চাহিয়া ঘোঁৎ করিয়া একটা আওয়াজ ছাড়িল লোকটি, নিজের চেয়ারে ফিরিয়া গিয়া হাঁকিল, আরেক কাপ লাও জলদি।

চা খাওয়া শেষ হইয়াছিল কিংশুকের, বলিল, চলো রণেন। সৎপতি যাবে নাকি ?

পয়সা দিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কাফে হইতে তিনজন বাহিরে আসিল। কাজ আছে বলিয়া রণেন চলিয়া গেল। কিংশুক ও সৎপতি লক্ষ্মী-আবাসের দিকে চলিল।

চলিতে চলিতে সৎপতি বলিল, এ ইংরাজি বুকনিওয়ালা গাঁজিলটা কে বলত ? আজ নির্ঘাৎ মার খেত তুমি না থাকলে, আস্তিন গোটাবার কায়দা ফায়দায় সুবিধা হত না। মারবার জন্য যে উঠেছিল বিলক্ষণ চিনি তাকে, নাম করা গুণ্ডা। সঙ্গে কয়েক জন সর্দারও ছিল ওখানে।

সংক্ষেপে রণেনের পরিচয় দিয়া কিংশুক বলিল দু'এক ঘা খাওয়া ওর দরকার, নইলে যেখানে সেখানে বাজে পোজ লাগাবার চাল ছাড়বে না। লোকটির মধ্যে ভাল জিনিসও আছে কিন্তু।

বাড়ী ফিরিয়া কিংশুক দেখিল শঙ্কর ইতিমধ্যে ফিরিয়াছে এবং মিস ডোরোথি সরকারের সঙ্গে গল্প করিতেছে বসিবার ঘরে।

প্রোফেসর মিস ডোরোথি সরকার এণ্টালীতে থাকেন। এ পাড়ায় গ্রীক চার্চের পিছনে এক বাড়ীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী থাকেন, প্রায়ই তাঁহার বাড়ীতে বেড়াইতে

আসেন। মিস সরকার ভারতীয় ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ভুক্ত, প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতের মানুষ। তিনি শেখরনাথের সোশিয়ালিষ্ট বুরোর সেক্রেটারী আগে বলা হইয়াছে।

হেম সৎপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া কিংশুক বলিল, এণ্টালী থেকে এ পাড়ায় এলেন কি করে মিস সরকার? ট্রাম বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেট তো রাস্তায় অদৃশ্য, হেলিওকপ্টার চেপে বা যোগ বলে?

হাসিয়া মিস সরকার বলিল, নাথিং অব দি কাইণ্ড। পরশু থেকে এ পাড়ায় রয়েছি। আমার দিদির অসুখ করেছিল। কাল ছাড়লেন না। আজ আটকে পড়েছি।

শঙ্কর দা, আপনার তো এমন আরাম করে বাড়ী বসে থাকবার কথা নয়, শঙ্করের দিকে চাহিয়া কিংশুক বলিল।

পথে পথে ঘুরছিলাম, ডাঃ মজুমদারের সঙ্গে দেখা হল রাস্তায়। লিফট দিলেন ট্রাম ডিপো পর্যন্ত, শঙ্কর বলিল।

কাপড় বদলাইয়া হাতমুখ ধুইয়া টাটকা হইয়া কিংশুক যখন আবার বসিবার ঘরে ঢুকিল শঙ্কর তখন আজকার অভিজ্ঞতার গল্প বলিতেছিল।

ডালহৌসি স্কোয়ারে দু'লাখ লোকের শোভাযাত্রা এবং পুলিশের গুলিতে ৮ জনের নিহত হইবার সংবাদ দিল সে।

বলিল, অবস্থা সত্যি খুব গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। হাওড়া ও হুগলীর কল-কারখানার মজুররা ষ্ট্রাইক করেছে। বি. এন. রেলে ট্রেন চালাবার ব্যবস্থায় গোলযোগ দেখা যাচ্ছে। খবর শোনা গেল মিছিলের ওপর গোর্খারা গুলি চালাবার ফলে নেপালীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, ক'টা জায়গায় তাদের ওপর মারপিট হবার সংবাদ পাওয়া গেল।

আই. এন. এ. অফিসারদের বিচার ও শাস্তির প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন ঠাণ্ডা করিবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় বেপরোয়া গুলি চালাইবার গল্প চলিল কিছুক্ষণ। এ সম্পর্কে যে সকল সংবাদ পরদিনের কাগজে যাইতেছে শঙ্কর তাহার কিছু আভাস দিল। কলিকাতা শহর মিলিটারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। নৈহাটি, দক্ষিণেশ্বর, কাকিনাড়ার মিল অঞ্চলে গুলি চলিতেছে। প্যাসেঞ্জার গাড়ী আটকাইতেছে জনতা এঞ্জিনের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া, টেলিফোনের তার কাটিতেছে।

গল্প চলিতেছিল। শঙ্করের দিকে চাহিয়া হেম সৎপতি বলিল, মনকুমার বসু ঠাকুরের এক আত্মীয়ের সঙ্গে কাল হঠাৎ দেখা হল। মনকুমারের কথা মনে আছে তোমার?

শঙ্কর—মনকুমার বসু ঠাকুর? বেঙ্গল কোষ্টাল ব্যাটারীর? যাঁর ফাঁসি হয়েছে?

মিস ডোরোথি সরকার—এ নাম শুনেছি মনে হয় না।

সৎপতি—১৯৪৩শের জুলাই আগষ্টের ব্যাপার, সেদিনকার কথা বললেও চলে। এর মধ্যে লোকে বেঙ্গল কোষ্টাল ব্যাটারীর বাঙালী ছেলেদের কথা ভুলে গিয়েছে!

মিস সরকারের অনুরোধে হেম সৎপতিকে বেঙ্গল কোষ্টাল ব্যাটারীর ছেলেদের বিদ্রোহ, বাঙ্গালোরে কোর্ট মার্শালে কয়েকজনের বিচার ও শাস্তির কাহিনী বলিতে হইল।

ভিত্তিহীন অভিযোগ আনা হইয়াছিল ইহাদের বিরুদ্ধে, বিচার প্রহসনের পরে নয় জনের প্রতি, মনকুমার বসু ঠাকুর, নন্দকুমার দে, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী, নিরঞ্জন বড়ুয়া, চিত্তরঞ্জন মুখার্জি, ফণী চক্রবর্তী, সুনীল মুখার্জি, কালিপদ আইচ এবং নীরেন্দ্র মুখার্জির মৃত্যুদণ্ড, দু'জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও এক জনের ৭ বছরের কারাদণ্ড হইল।

বেঙ্গল কোষ্টাল ব্যাটারীর পরে উঠিল জব্বলপুরে ইণ্ডিয়ান সিগন্যাল কোরের বিদ্রোহের কথা।

শঙ্কর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রিষ্টমাস আইল্যাণ্ডে ভারতীয় সৈন্য দলের বিদ্রোহের গল্প করিল। ঐ বৎসরের মার্চ মাসে জাপানী আক্রমণের সময়ে গ্যারিসনের ২৬ জন ভারতীয় সৈন্য, যাহারা দ্বীপের একটি মাত্র উপকূল কামানের চার্জে ছিল, ইংরাজ ক্যাপ্টেনের ব্যবহারের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ক্যাপ্টেন ও ৪ জন ইংরাজ এন. সি. ও. কে নিহত করে ও একজন আমেরিকান এবং একজন অষ্ট্রেলিয়ান অফিসারকে বন্দী করিয়া জাপানীদের হাতে তুলিয়া দেয়। পরে এই ভারতীয় সৈন্যদল পালাইয়া ইন্দোনেশিয়ায় চলিয়া যায়। জাপানীরা চলিয়া গেলে ব্রিটিশ সৈন্যদল ইন্দোনেশিয়া দখল করিবার সময়ে পলাতক দলের ৮ জন ধরা পড়িয়াছে। বাকী সকলে আত্মগোপন করিয়া সেখানে রহিয়াছে।

কিংশুক এদেশে Enemy Agents বা শত্রুর গুপ্তচরদের শাস্তিবিধানের কথা তুলিল।

নেতাজী চর পাঠাইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী এবং আরও কয়েকজন নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য। সাধু সিংহ, গঙ্গা সিংহ প্রভৃতি চারজনকে ৩রা অক্টোবর (১৯৪৪) কলিকাতার কাছে কোন স্থানে আই, এন, এ, প্লেন হইতে প্যারাসুটে নামাইয়া দেওয়া হয়। দুই জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, বাকী দুইজন আত্মগোপন

করিয়া কার্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়। এই চারজন ছাড়া মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও বাংলায় আরও ২৬ জন ধরা পড়িয়াছিল। Enemy Agents Ordinance বলে বিচার হইয়া ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে।

এই কাহিনী শেষ করিয়া একটু হাসিয়া কিংশুক বলিল, আরও কয়েকজন 'শত্রুচরের' খবর জানা যায়। কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত এই কয়েকজন সাবমেরিন হতে ভারতের উপকূলে নামামাত্র 'মিত্রচর' বনে যায়।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কাফের চা ও কেক অনেকক্ষণ হজম হইয়া গিয়াছিল, হেম সংপতি বলিল, ভেতর থেকে একটিবার ঘুরে এস না শঙ্কর, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

শঙ্কর উঠিতেছিল কিংশুক বলিল, বসুন শঙ্কর দা, আমি বলে এসেছি, আসছে। কিন্তু সংপতি পেট চুঁই চুঁই না করে যেন, দোকানপাট সব বন্ধ।

চিড়াভাজা, পাঁপর ও চা আসিল। একটি ডিশ টানিয়া লইয়া সংপতি সোল্লাসে বলিল, আদার কুচি দেখছি চিড়াভাজার সঙ্গে, ভেরী গুড। কই মিস সরকার একটা চিড়ে মুখে ফেলুন দেখি, লেডিজ ফার্ষ্ট।

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, ডিশটা টেনে নেবার বেলায় তো সকলের আগে ছোঁ মারলে।

অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, কিংশুক উঠিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

চা খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে, ভৃত্য আসিয়া শঙ্করকে জানাইল ফোনে ডাকিতেছে। ফোন তাহার ঘরে, শঙ্কর উঠিয়া গেল। মিনিট পাঁচ পরে ফিরিয়া জানাইল নয়টার সময়ে আফিসে যাইতে হইবে তাহাকে, রাত্রিবাস সেখানে।

সংপতি—আফিসে পৌছবে কি প্রকারে? হণ্টনযোগে?

শঙ্কর বলিল, না, আফিসের গাড়ী আসবে।

আরও কিছুক্ষণ গল্প বলিবার পরে সংপতি উঠিল, বলিল, এবার বাড়ী চলি। তা'হলে এ গোলমাল কয়েকদিন চলবে, কেমন? কাজকর্ম সব বন্ধ, ভাবছি এই ফাঁকে এক চক্কর বাড়ী ঘুরে আসি। শঙ্করের তো নট নড়ন চড়ন, নট কিছু, কিংশুক যাবে নাকি আমার সঙ্গে? তোমার কলেজও তো বন্ধ থাকছে।

হেম সংপতির বাড়ী মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম সীমান্তে, রেল ষ্টেশন হইতে মাইল দুই দূরে। শুকনো, কাঁকুরে লাল মাটি, উঁচুনীচু জমি, শালবন ও মহুয়া গাছের দেশ। শঙ্কর কয়েকবার গিয়াছে সেখানে সংপতিদের পুকুরের মাছ ও গৃহজাত খাঁটি দুধ ঘির লোভে। কিংশুককে একবার টানিয়া লইয়া গিয়াছিল সঙ্গে। তাহাদের বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া কিংশুকের বুঝিতে দেরি হইল না বাড়ীর সেকেলে

হালচালের সঙ্গে বনাইতে পারে না বলিয়া শিক্ষিত মানুষ হেম সংপতি কলিকাতায় থাকে, হয়ত স্বাধীনভাবে কলিকাতার খরচ চালাইবার জন্য রোজগার করিবার চেষ্টাও করে, নচেৎ পয়সার অভাব নাই তাহার পরিবারের।

সংপতির প্রশ্নের উত্তরে কিংশুক বলিল, হাজিরা দিতে হয় কলেজে। যাব সেই আমের সময়ে। ভাল কথা, ষ্টেশনের কাছে তোমার যে বাড়ী করবার কথা শুনেছিলাম তার কি হল?

বাড়ী তৈরী হয়েছে, মেজদা দোকান করেছেন সে বাড়ীতে।

শঙ্কর বলিল, হায়রে কপাল! কোথায় বাংলো হবে, বাগান হবে, আমরা মাঝে মাঝে গিয়ে আরামসে থাকব, তা নয় দোকানঘর হল শেষে!

সংপতি—লাইনের ওপাশে শালবনের কাছে বিঘে দুই জমি কিনেছেন মেজদা আমার নামে। বললেন টাকা দিচ্ছি, বাংলো তৈরী করে নাও।

কিংশুক—ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন বলো। বাড়ী লাগিয়ে দাও তাহলে।

সংপতি—যাচ্ছি তো ঐ মতলবে। নক্সা বুঝিয়ে ভার দিয়ে আসবো মেজদার হাতে।

কিংশুক—সাধু প্রস্তাব। কালই চলে যাও।

সংপতি বিদায় লইতে মিস ডোরোথি সরকার উঠিল। আর একটু বসিবার ইচ্ছা থাকিলেও ভাবিল ভাল দেখাইবে না আর অপেক্ষা করা।

কিংশুক বলিল, এক মিনিট বসুন মিস সরকার, জামাটা গায়ে ফেলে আসছি। মিস সরকার—কোথায় যাবেন এখন?

হাসিয়া কিংশুক বলিল—বেশী দূর নয়, গ্রীক চার্চ পর্যন্ত।

কিংশুক তাহাকে পৌছাইয়া দিতে যাইতেছে জানিয়া খুশী হইল ডোরোথি। কথার আড়ম্বর নাই, সরল, সহৃদয় ব্যবহার কিংশুকের। তাহার স্ব সম্প্রদায়ের এবং বাহিরের অন্য ইয়ংম্যানদের আলাপে, ভাবভঙ্গীতে গায়ে পাড়িয়া অন্তরঙ্গতা করিবার প্রয়াস হইতে কত প্রভেদ কিংশুকের সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের।

শেখরনাথের কথা মনে হইল ডোরোথির। এই পণ্ডিত, গম্ভীর মানুষটি কন্যার মত স্নেহ করেন তাহাকে। মিস সরকার না বলিয়া যখন ডোরোথি বলিয়া ডাকেন কত স্বাভাবিক, মিষ্ট লাগে তাহার। মৌলি তাহার চাইতে কয়েক বছরের ছোট। এক আধটুকু দুষ্টামি করে তাহার সঙ্গে, কখনো St. Dorothy dulcimer, কখনো বা St. Dorothy dolorus বলিয়া তাহাকে ডাকে, চকোলেটের বাক্স গুঁজিয়া দেয় হাতে কিন্তু শিষ্টতার, শালীনতার বাহিরে কখনো যায় না, সে ধাতুরই

নয়। খুব ভাল লাগে ডোরোথির। They are a fine set নিজের মনে বলে ডোরোথি।

কিংশুক ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চলুন।

বড় রাস্তায় পড়িয়া কিংশুক দেখিল দুই একটা পান বিড়ির দোকান খুলিয়াছে। একটা দোকানের কাছে গিয়া বলিল, একটু দাঁড়ান, একটা পান কিনি। আপনার তো পান চলে না, একটা টফি নিই আপনার জন্য ?

হাসিয়া ডোরোথি বলিল, নিতে পারেন আমার ক্ষুদে বোনঝির জন্য।

কিংশুক—ওঃ, বোনঝির জন্য ? আমার ধারণা ছিল সব বয়সের মেয়েরা টফি খেতে ভালবাসে।

ডোরোথি—এ রকম ধারণা করবার হেতু ? আমার মত কোন বুড়ো মেয়ে টফি খেতে চেয়েছে নাকি আপনার কাছে ?

হাসিয়া কিংশুক বলিল, জবাব মুলতবী থাকল for another time and another place, দাঁড়ান একটু।

এক হাতে পান অন্যহাতে একমুঠো টফি লইয়া ফিরিল কিংশুক। বলিল, ধরুন টফিগুলো ক্ষুদে বোনঝির জন্য।

হাসিয়া দুই হাত পাতিয়া টফি লইয়া ডোরোথি বলিল, ধন্যবাদ দেব ?

মাসী নয়, ক্ষুদে বোনঝি দেবে, কিংশুক বলিল।

গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইল তাহারা। ডোরোথির দিদির বাড়ীতে পৌঁছিয়া কিংশুক বলিল, এবার আসি তা হলে, গুড নাইট।

গুড নাইট, ডোরোথি বলিল।

কলিকাতার অবস্থা স্বাভাবিকের দিকে ফিরিতে দেরি হইতেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার পরে কিংশুক ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিল শঙ্কর ফিরিল অফিস হইতে। কিংশুকের ঘরে ঢুকিয়া পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বলিল, বোম্বায়ের খবর পড়ো, বিশেষ সংস্করণ বেরিয়েছে।

হাতের বই রাখিয়া কাগজখানা টানিয়া লইল কিংশুক।

১৬ই ফেব্রুয়ারী যে দিন আই. এন. এ.-র বিচারের প্রতিবাদে শোভাযাত্রীদের উপরে গুলিবর্ষণের ফলে ৪০ জন নিহত হইয়াছিল কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী মিল অঞ্চলে, কয়েক হাজার নেভাল রেটিং বোম্বাইয়ের ডক অঞ্চলে জড় হইয়া ধ্বনি তোলে, জয়হিন্দ ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ ! ভারত ছাড়ো ! ব্রিটিশ নেভাল রেটিং-গণের ক্যাম্প এইচ. আই. এম. এস. ব্রাগাঞ্জা জাহাজ আক্রান্ত হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের যে তারিখে একজন ব্রিটিশ কর্ণেল ৩০,০০০ ভারতীয় সৈন্যকে জাপানীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল সিঙ্গাপুরে, সেদিন এইচ. আই. এম. এস. তলোয়ারে ষ্ট্রাইক আরম্ভ হয় টেলিগ্রাফিষ্ঠ পি. সি. দত্তের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে।

১৯ তারিখে ৪০০০ হাজার আই. এন. এ.-র লোক বোম্বাইতে ধর্মঘট করিয়া রাস্তায় মিছিল বাহির করে।

ইহার পর বোম্বাই ও করাচীতে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিল।

বোম্বাইতে ২০ খানি জাহাজ ধর্মঘটী ভারতীয় নাবিকেরা দখল করিল, অস্ত্রাগার ভাঙ্গিয়া অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি দখল করিল। জাহাজের ও ডকের ব্রিটিশ পতাকা পোড়াইয়া দেওয়া হইল। ব্রিটিশ সৈন্য ও বিদ্রোহীদের মধ্যে তীব্র গোলাগুলি বিনিময় চলিতে লাগিল কাষ্ঠল ব্যারাকে। ছাত্রেরা, জি. আই. পি. এবং বি. বি. এণ্ড সি. রেলওয়ে ওয়ার্কসপের মজুর ও মিলের মজুররা ধর্মঘটে যোগ দিল। কোর্ট হইতে দাদার পর্যন্ত অঞ্চলে পুলিশ, মিলিটারী ও জনতার মধ্যে পুনঃপুনঃ সংঘর্ষ ঘটিতে লাগিল। ক্রমে বোম্বাই ও শহরতলী লইয়া ৫০ বর্গমাইল এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামা বিস্তৃত হইল। ট্রেণ চলাচল বন্ধ হইল, রাস্তায় রাস্তায় বেরিকেড তুলিয়া মিলিটারী ও পুলিশের সঙ্গে লড়াই স্বরু হইল, কাপড়ের কলগুলি, রেল ষ্টেশন, ব্যাঙ্ক, ডাকঘরগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল।

করাচীতে এইচ. আই. এম. এস হিন্দুস্তান এবং আরও কয়েকখানি জাহাজের নেভাল রেটিংস বিদ্রোহে যোগ দিয়া জাহাজে কংগ্রেস ও লীগ পতাকা উঠাইল। ব্রিটিশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ভারী কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল হিন্দুস্তানের রেটিংস। ব্রিটিশ প্যারা-সৈন্য আর্টিলারী হইতে গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল হিন্দুস্তানের উপরে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিল ২২শে তারিখে।

কলিকাতার ট্র্যানজিট ক্যাম্পের ৪৩জন আর. আই. এন. রেটিংস ধর্মঘট ঘোষণা করিলে কলিকাতার আরও ৫০০ রেটিংস যোগ দিল ধর্মঘটে। বি. এন. রেলওয়ের লোকো বিভাগের সকল কর্মীরা ধর্মঘটে যোগ দিল, শহরে হরতাল, ট্রাম ধর্মঘট হইল, কয়েকখানি রেলের বগি ও ভ্যান পুড়িল।

বোম্বাই এবং করাচীর এই গুরুতর নৌ-বিদ্রোহের মূলে কি কারণ ছিল?

ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল আই. এন. এ. অফিসারদের বিচারের প্রতিবাদে, তলোয়ারের টেলিগ্রাফিস্টের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ইহা সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ছড়াইয়া পড়ে। আই. এন. এ.-র সহিত সহানুভূতি ছিল, অন্য কারণও ছিল।

নৌ-দিবসের আগের দিন তলোয়ারের এস্টাব্লিসমেণ্টে এই লিখনগুলি দেখা যায় ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক! ভারত ছাড়ো! শাদা কুকুরদের হত্যা কর! টেলিগ্রাফিস্টকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁহার ঘরে নেতাজীর ছবি রাখিবার জন্য। তাঁহার ঘর তল্লাস করিয়া পাওয়া যায় আই. এন. এ. রিলিফ ফাণ্ডে ২০৬,০০ টাকা চাঁদা দিবার রসিদ, আজাদ হিন্দ্ দলের শপথ বাণীর কপি। তিনি আর. আই. এন.-র রেটিংদের কাছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস, কংগ্রেসী আন্দোলনের ইতিহাসের তথ্য ব্যাখ্যা করিতেন, বলিতেন তিনি আগস্ট বিদ্রোহের সমর্থন করেন, ভারতীয় বাহিনীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া উচিত। ১৯৪২শে সিঙ্গাপুর পতনের সময়ে তিনি সেখানে থাকিলে নিশ্চয় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগ দিতেন। ১৯৪৫শে রেঙ্গুনে ভারতীয় রেটিংসরা আই. এন. এ.-র অনেক গল্প শুনিতে পায়, আই. এন. এ.-র পুস্তিকা, নেতাজীর ছবি তাহাদের হাতে পড়ে, আই. এন. এ.-র গানগুলির গ্রামোফোন রেকর্ড শুনিতে পায়। কল্যাণ বন্দী-আবাসের একজন বন্দী বলিল, "ভাল খাদ্য ও বেশী বেতনের জন্য ধর্মঘট করিনি আমরা, আমাদের ধ্বনি ছিল জয় হিন্দ! ভারত ছাড়ো! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! রুটি, মাখন, জ্যাম নয়!"

আরও কারণ ছিল। অন্যতম প্রধান কারণ ব্রিটিশ অফিসারদের প্রবল জাতি-বিদ্বেষ। কম্যাণ্ডিং অফিসার কিং ভারতীয় রেটিংদের বলিত ভারতীয়েরা কুত্তার বাচ্চা, কুলির বাচ্চা, ব্রিটিশ অফিসাররা বলিত—You are the biggest Jai Hind bastards.

কাগজ পড়া শেষ করিয়া আবার বই টানিয়া লইল কিংশুক। কিছুক্ষণ পড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখিল মন লাগাইতে পারিতেছে না, নানারকমের চিন্তা ভিড় করিতেছে মাথায়। বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল শঙ্করের সঙ্গে একটু গল্প করিবে।

কড়া নাড়িবার শব্দ হইল। কে আসিল এখন ভাবিতেছে, শঙ্করকে বলিতে শুনিল, কি খবর দিলীপবাবু? এ সময়ে যে, বাড়ীর খবর ভাল তো?

দিলীপবাবু—অন্য লোকের যখন অসময় পুলিশের তখন সময়। হাঁ, বাড়ীর খবর ভাল। আপনি একা আছেন না প্রোফেসর ফিরেছেন?

শঙ্কর—কোন কাজ আছে কিংশুকের সঙ্গে? ডাকব?

দিলীপবাবু—কাজটাজ কিছু নাই, একটু গল্প করতে এলাম।

দিলীপবাবু প্রায় মধ্যবয়স্ক লোক, কলিকাতা পুলিশের এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, শীঘ্র ডেপুটি কমিশনার পদে উঠিবার আশা আছে। পাড়ায় কিংশুকের পিত্রালয়ের

কাছে একটি বাড়ীর ভাড়াটে। পুলিশের লোক কিন্তু বইটই পড়িবার অভ্যাস এতদিন চাকরি করিয়াও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই সূত্রে কিংশুক ও শঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জমিয়াছে। তাহা ছাড়া ভদ্র মনুষ্যোচিত দুই একটি গুণ তাঁহার চরিত্রে এখনও আশ্চর্য উপায়ে রহিয়া গিয়াছে, লর্ড সিংহ রোড ও লালবাজারের উষ্ণ আবহাওয়া শুকাইয়া ফেলিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কিংশুক এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছে যে দিলীপবাবু শিক্ষিতা, ভূতপূর্ব স্কুল মিস্ট্রেস, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রভাব হয়ত ইহার মূলে রহিয়াছে। ভদ্র মহিলা সাহিত্যিকা এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমের মাদারের ভক্ত। বয়স পাকিলেও এখনও হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়া মাদার সেণ্টারে ড্রিল করেন। সদানন্দ রোডের রিটায়ার্ড আই. সি. এস. আইচ সাহেবের বাড়ীর মাদার সেণ্টার এই ভদ্র মহিলার চেষ্টাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শোনা যায়।

কিংশুক আসিল। বলিল, কি খবর দিলীপবাবু, কোন মেসেজ টেসেজ আসল নাকি পঁদিচেরী আশ্রম থেকে আই. এন. এ. ও আর. আই. এন. এ.-র গোলযোগ সম্বন্ধে?

এই ধরণের ঠাট্টা করা কিংশুকবাবুর একটা দুর্বলতা দিলীপবাবু জানেন, গায়ে মাখেন না। বলিলেন, বিলাত থেকে যে মেসেজ এল তার কথা বরং বলুন।

শঙ্কর—বিলাতের মেসেজ? ওঃ, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কুইট ইণ্ডিয়া ঘোষণার কথা বলছেন?

কিংশুক—ল এণ্ড অর্ডারের রক্ষকদের পক্ষের এই ঘোষণার ব্যাখ্যাটা কি রকম আগে বলুন, শুনি।

দিলীপবাবু হাসিয়া বলিলেন, দু' বছর পরে বাবা তীর্থে যাবেন মাত্র এই সদভিপ্রায়ের কথাটুকু শুনে কি ব্যাখ্যা করা চলে? ক্যাবিনেট মিশন আসছে মার্চ মাসে, ভাগবাঁটোয়ারার কথাটা তখন জানা যাবে, ব্যাখ্যার কথা তখন উঠবে।

শঙ্কর—তা বটে। তবে দু' বছর পরে তোমরাই সব পাবে বাছারা, মনিবের মুখে এই আশ্বাসের কথা শুনে—

কিংশুক—বেটনের, মানে আপনাদের কোঁৎকার মুঠো আর একটু শক্ত করে ধরবার ইচ্ছা জাগে কি মনে?

হাসিয়া উঠিলেন দিলীপবাবু, বলিলেন, তেমন কিছু টের পাচ্ছেন নাকি?

শঙ্কর—তা পাচ্ছি বইকি, হরিলুটের বাতাসার মত গুলি ছড়াচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি।

দিলীপবাবু—সেটা তো অন্য ব্যাপার। আপনাদের ব্যাখ্যাটা কি এবার বলুন

কিংশুক—আপনার কথাই ঠিক, ব্যাখ্যার সময় আসে নাই। এইমাত্র বোঝা যাচ্ছে ভাগবাটোয়ার কথা উঠবে আর খেয়োখেয়ি আরম্ভ হবে।

শঙ্কর—আই. এন. এ., আর. আই. এন. এ.-র ব্যাপারে যা দেখছি দেশে খেয়োখেয়ি, মানে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আর ঘটবে না কোথাও মনে হয়।

কিংশুক—ঢাকায় কি হচ্ছে ?

শঙ্কর—বাংলা দেশে ঢাকা ব্ল্যাকস্পট, ঢাকার কথা ছেড়ে দাও।

দিলীপবাবু—এসব কথা থাক, যে জন্য আপনাদের ডিস্টার্ব করতে এলাম বলি। পরশু বিকেলে ছুটির দিন সেদিন, ছোটমত একটা ফাংশান হচ্ছে আমার গরীবখানায়। দু' চারজন সাহিত্যিক, সাহিত্যিকা আসছেন। আপনাদের দু'জনের পায়ের ধূলি দেবার অনুরোধ জানাচ্ছি আমার গৃহিণীর হয়ে।

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, দি ক্যাট ইজ আউট অব দি ব্যাগ নাউ। ভাবছিলাম সারাদিন কলকাতার অলিগলি চষে হয়রান দিলীপবাবু রাত আটটায় শুধু গল্প করবার জন্য এলেন—

হাসিতে লাগিলেন দিলীপবাবু, বলিলেন, কি বলেন আপনারা ? জবাব নিয়ে যেতে হবে।

শঙ্কর ও কিংশুক জানাইল সময়মত বাড়ী ফিরিতে পারিলে তাহারা যাইবে।

দিলীপবাবু উঠিলেন, বলিলেন, একটা কথা কিংশুকবাবু, কিছু মনে করবেন না। বেনিয়াটোলার মুস্লিম বোর্ডিং হাউজের আবু হুদা কি আপনার আলাপী ? কোথা থেকে একটা মেয়ে ভাগিয়ে এনে গুম করে রেখেছে লোকটা, কেস হবে।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, বোধহয় আমাকে যাতায়াত করতে দেখেছে তার কাছে আপনার চর। কিন্তু কেস করলে পস্তাবে পুলিশ। যদি কোন মেয়ে, হয়ত হিন্দুর মেয়ে, ভাগিয়ে এনে থাকে ইতিমধ্যে তাকে ইসলাম কবুল করিয়ে নিকা করেছে, নয় কড়েয়া বা কলিঙ্গবাজারে কোন খাপড়ার ঘরে পাঠিয়েছে।

এ রকম চরিত্রের লোক আপনার বন্ধু ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন দিলীপবাবু।

স্কুলে পড়েছি একসঙ্গে, সেই আলাপ চলছে, যদি বন্ধু বলেন তাহলে বন্ধু, কিংশুক বলিল, ওর বাবা গণ্যমান্য লোক ছিল এক সময়ে। সে কথা যাক্। যা দিনকাল পড়েছে, দুষ্টলোকের সঙ্গেও খাতির রাখতে হয় মশাই।

দিলীপবাবু বিদায় লইলে শঙ্কর বলিল, আবু হুদার নাম শুনেছি তোমার মুখে মনে হচ্ছে। তোমার সোশিও-পলিটিকেল রিসার্চ এগোলো কতদূর ?

কিংশুক—বসুন শঙ্কর দা, সেই গল্প বলছি একটু। দিলীপবাবুর পুলিশের দল

জানে না ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ফেব্রুয়ারীর ঘোষণার ফলে এখানকার কোন কোন মহলে কি ধরণের রিএকশন দেখা দিয়েছে। বেনিয়াটোলার আবু হুদার নাম শুনেছেন আমার কাছে। তার সঙ্গে খাতিরের ফলে টেরিটিবাজারের হক ও কুরেশীকে বন্ধুরূপে পেয়েছি। এরা ইউ. পি.-র লোক, বি. এ. পাশ, অফিসে চাকুরি করে দালালিও করে। দুইটিই রত্নবিশেষ। কুরেশী আবার খাকসার দলের মধ্যে আছে। কলকাতায় খাকসার দলের পশার হঠাৎ খুব বেড়েছে। মুসলমান মহল্লায় মহল্লায় এতগুলি কেন্দ্র রাতারাতি গড়ে উঠছে কেন বাইরের লোক জানে না। টেরিটিবাজার ছেড়ে ওয়েলেসলী স্ট্রীটে চলুন। ইসলামিয়া কেবিনেট সপ সাইনবোর্ডখানা দেখেছেন কখনও মাদ্রাসার উল্টোদিকে, ট্রামে যাতায়াতের সময়ে? ঐ কেবিনেট সপে বন্ধুরূপে পেয়েছি নোয়াখালির খোন্দকারকে, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লার কয়েকজনকে। সন্ধ্যার পরে দোকানে ঢুকে চটের পর্দার ওধারে গেলে কোন কোনদিন দেখতে পাবেন শ্রীমান কিংশুক কাশ্মিরী রেস্তোরাঁর মালাই চা খাচ্ছে খোন্দকার দলের সঙ্গে। পাটোয়ার বাগানে আমার সঙ্গে গেলে চা খাইয়ে আনব সুলতানিয়া বোর্ডিং থেকে। সেখানে দু'জন বন্ধু থাকেন, পেশা আমার মত মাস্টারী।

শঙ্কর—কি জানতে পারলে এত ঘোরাফেরা করে?

হাসিয়া কিংশুক বলিল, নির্দিষ্ট কিছু জানবার জন্য ঘুরি না, ঘুরে বেড়াই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য। অনেক ইন্টারেষ্টিং জিনিস, কথা, দেখতে ও শুনতে পাই। কিছু কিছু নোট করে রাখি। এই হুদা, হক, কুরেশী, খোন্দকার প্রভৃতি কেউ এমন কিছু খারাপ লোক নয়। এরা শিক্ষিত, হিন্দুদের সঙ্গে মেশে, ফেজ পকেটে রেখে হিন্দু রেঁস্তরায় চা খায়, ট্রাউজার বুশ সার্ট লাগিয়ে হিন্দু পাড়ায় সিনেমায় যায়, হয়ত হিন্দু মেয়েদের পাশে বসবার লোভে। এরা আলাপী, বন্ধু বৎসল, দশ বিশ টাকা হিন্দু বন্ধুকে ধার দিতে ইতস্তত করে না। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দুদের সঙ্গে যত ভাব থাক না কেন এদের দলগত বিশেষত্ব এই যে পোলিটিক্সে এরা সবাই দারুণ এণ্টি-হিন্দু। অথচ এরা কেউ পেশাদার রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নয়, লীগ দলভুক্ত নয়। এদের সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দুরা যতই বাধা দিক পার্টিশান হবেই এবং গোটা বাংলায় মুসলমানের শাসন এখানকার চাইতে আরও শক্ত করে কায়েম হবে।

শঙ্কর—রিএকশানের কথা কি বলছিলে?

কিংশুক—বেনিয়াটোলা, টেরিটি বাজার, ওয়েলেসলী, পাটোয়ার বাগান এলাকায় কিসের একটা whispering campaign আরম্ভ হয়েছে সম্প্রতি। জিনিসটা ঠিক ধরতে পারিনি এখনও, রিসার্চ আরও intensify করতে হবে।

আহার প্রস্তুত হইবার সংবাদে উভয়ে উঠিল। কিংশুক বলিল, রাজনগরের কোন খবর পেয়েছেন এর মধ্যে ?

শঙ্কর—মা'র চিঠি পেলাম কাল। লিখেছেন, দিদিমার শরীর ভাল নয়, বড় মামা সোনাগড় গিয়েছেন।

পরদিন কলেজে বাহির হইবার আগে কিংশুককে ফোনে ডাকিল শেখর, বলিল, গৌতমের চিঠিপত্র আসছে না, ও কি করছে রাজনগরে বসে বুঝতে পারছি না। তোমার সাক্ষাৎও মিলছে না কিছুদিন হল। যদি পারো কলেজ ফেরৎ একবার আসবে। কিংশুক জানাইল যাইবার চেষ্টা করিবে।

৩

ধর্মতলা স্ট্রীটে সোশিয়ালিস্ট বুরোর সভায় কিংশুক যখন উপস্থিত হইল সেক্রেটারী মিস ডোরোথি সরকারের রিপোর্ট পড়া শেষ হয়েছে। এক কোণে বসিয়া পড়িয়া পাশের দিকে চাহিতে দেখিল মৌলি তাহার দলবল লইয়া সেদিকটাতে বসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি ছেলেকে সে চিনিল, তাহার ছাত্র। তিনটি মেয়েও ছিল দলে, সম্ভবত মৌলির সহপাঠিনী বা বান্ধবী। কিংশুকের মনে পড়িল শেখরদা সেদিন হাসিয়া গল্প করিতেছিলেন মৌলি একজন উদয়োন্মুখ লীডর, ইতিমধ্যেই তাহার একটি ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলেমেয়ের মিশ্র গোষ্ঠী। দলের সকলেই অল্প-বিস্তর তর্কবাগীশ, তবে সিরিয়াস টাইপের। ইহারা সোশিয়ালিস্ট সাহিত্য স্ট্যাটিসটিক্স, অর্থনীতির বই পড়ে, অনেক খোঁজ খবর রাখে। রাজনৈতিক মত এখনও দানা বাঁধে নাই কিন্তু কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করে, কম্যুনিস্টদের ফিফ্‌থ কলামনিস্ট বলিয়া ঘৃণা করে। গল্প শেষ করিয়া শেখরদা বলিয়াছিলেন, নূতন টাইপের ছেলেমেয়ের দল দেখা দিচ্ছে দেশে। ভবিষ্যতে হয়ত খুব ভাল, এফিসিয়েন্ট লোক বেরুবে এদের মধ্যে থেকে।

কিংশুকের মনে হইল শেখরদার ইয়ং হোপফুলরা একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে সে পাশে বসাতে। তাহাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সে উঠিয়া আরও দুই লাইন আগে একখানি খালি চেয়ার দখল করিল। মিস ইভা হাজারিকা পাশের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। পাশের দিকে একটু হেলিয়া হাসিমুখে বলিলেন, এত দেরি হল যে কিংশুকবাবু ?

নমস্কার করিয়া হাসিমুখে কিংশুক জবাব দিল, ট্রাফিক জাম।

বয়স তেমন বেশী না হইলেও এম. এ., বি. টি. সেকেণ্ড মিসট্রেস মিস ইভা হাজারিকার চেহারাটি ভারীক্কি গোছের। মিস হাজারিকা এবং তাঁহার নামকরা ভ্রাতা ডাঃ নির্মল হাজারিকা উভয়েই উৎসাহী সোশিয়ালিস্ট।

আপনি কিছু বলবেন নাকি? মিস হাজারিকা প্রশ্ন করিলেন।

কিংশুক। বিরাজবাবু বলবেন শুনেছি, কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

মিস হাজারিকা কি বলিতেছিলেন সভাপতি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, গুড উইল মিশনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন সভ্য, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, মিঃ পেথিক লরেন্স এবং মিঃ আলেকজাণ্ডার এদেশে এসেছেন। দিল্লী ও সিমলায় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছেন কিছুদিন ধরে। কবে এই আলোচনা শেষ হবে, তাঁদের প্রস্তাব কি ধরণের হবে আমরা জানি না। তবু আজ এ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করতে চাই কয়েকটি কারণে।

আমাদের প্রশ্ন, এই তিন জন মাননীয় সভ্য কি উদ্দেশ্যে আলোচনায় এত সময় ব্যয় করছেন? কোন দলের কি মত লিখিতভাবে তাঁদের জানানো হয়েছে, জানবার কিছু বাকী থাকলে এক সপ্তাহ যথেষ্ট সময় তা জানবার পক্ষে। এঁরা জানেন আমাদের নেতারা কথার জাহাজ, কথা বলতে বড় ভালবাসেন তাঁরা। সন্দেহ হয়, এঁদের নিয়ে খেলাচ্ছেন ক্যাবিনেট মিশনের সভ্যরা।

আমাদের পুরনো বন্ধু ক্রীপস সাহেব ভার নিয়েছেন লীগ দলের সঙ্গে আলোচনা করবার, পেছনে অন্যরাও রয়েছেন। সিমলা কনফারেন্সে ওয়াভেলের গোপন ইঙ্গিতে লীগদল বীর রসের অভিনয় করেছিল 'and now the cabinet delegates are looking with an equally approving eye on the recalcitrant attitude adopted by the League.' লর্ড মিণ্টোর আমলের আগা খাঁ ডেপুটেশনের কম্যাণ্ড পারফরম্যান্সের কথা মনে পড়ে এই দৃশ্য দেখে। 'Cripps tried to fool us once in 1942 and now he is engaged in the same pastime'.

ক্রীপস, ওয়াভেল, এক কথায় এটলী গভর্ণমেণ্টের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার অনেক কারণ আছে। ওয়াভেল, আবেল, জেঙ্কিন্সের লীগ প্রীতির কথা, চার্চিলের সঙ্গে জিন্না সাহেবের চিঠি চালাচালি, টোরীদল শুধু কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে রাজি হবে না, জিন্না সাহেবকে চার্চিলের পক্ষ থেকে আবেলের আশ্বাস দেয়া, এসব আমরা জানি বলে এই সন্দেহ উঠছে। পাঞ্জাবে খিজির

হায়াত খাঁর মন্ত্রীদলকে জোর করে পদচ্যুত করা হয়েছে কি উদ্দেশ্যে, কার সমর্থনে ?

অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে আজ। আমাদের ভয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নয়, ভয় আমাদের নেতাদের দুর্বলতাকে।

এবার আপনাদের মধ্যে যিনি যা বলতে চান বলুন।

একজন মধ্যবয়স্ক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া হিন্দীতে বলিলেন, ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও লীগদলের মধ্যে একটা মিটমাট করতে চেষ্টা করছেন। যদি এদেশের ইংরাজ কর্মচারীরা লীগদলকে ক্রমাগত উস্কানি না দিয়ে নিরপেক্ষ থাকত হয়ত মিটমাট সম্ভব হত। কিন্তু মিটমাট করতে দেবে না টোরীদলের এজেণ্টরা। মিঃ আলেকজাণ্ডার বলেছেন, "If the Indians cannot agree the Mission will force its own settlemet." আর সে settlement যে হবে partition of India তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

একজন কালো, রোগা মত ভদ্রলোক উঠিলেন। ইনি ডাঃ নির্মল হাজারিকা।

ডাঃ হাজারিকা বলিলেন, আমাদের মধ্যে কোন কোন মহলে একটা মনোভাব দেখা যায় যে লীগপক্ষকে উসকানি দেবার সব দোষ এদেশের ইংরাজ কর্মচারীদের, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের এ সম্পর্কে তেমন দোষ নাই। ক্যাবিনেট মিশনের সভ্যদের আচরণে এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিশেষ করে স্যর স্ট্যাফোর্ডের আচরণে। কংগ্রেসের দাবি যাতে লীগ কোনমতে গ্রহণ না করে কূট ষড়যন্ত্র চলছে তার জন্য। সে দাবি এইটুকু মাত্র যে দেশ ভাগ হবে না। যে কোন দেশের লোক, ইংরাজ ছাড়া, অতি ন্যায্য মনে করবে এ দাবি। যে সব লোক-দেখানো আলাপ আলোচনা চলছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য ধুলি ওড়ানো, সময় কাটানো। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে যথা সময়ে যথোচিত আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে ঝোলার ভেতর থেকে ঘেয়ো বেরালটি বের করে সিমলায় ছেড়ে দেওয়া হবে, অথবা দিল্লীতে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ক্যাবিনেট মিশনের কাজের ধারা লক্ষ্য করে একখানা আমেরিকান কাগজ লিখেছে, "It is not easy for any one to believe that the British are not still playing the game of divide and rule, and it must be particularly difficult for Indians to believe it." সেকেলে মডারেটদের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সততা ও আন্তরিকতায় বিশ্বাসী কতজন নেতা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডে আছেন এখনও, হয়ত শীঘ্র দেশের লোক জানতে পারবে।

লীগের দাবি কংগ্রেসের গলনালীতে ঢুকিয়ে দেবার জন্য অতীতে ভারত সরকার যা করেছে তার কিছু কিছু অনেকের মনে আছে হয়ত, বর্তমানে যা করছে তার একটু আভাস দেওয়া দরকার।

বর্তমান আলাপ আলোচনার আড়ালে এক নূতন প্রচেষ্টা চলছে। কোন কোন প্রদেশে সৈন্যের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছে। পুলিশ ও মিলিটারীকে নূতন, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে। গান্ধীটুপীকে টার্গেট বানিয়ে সিপাহীদের চাঁদমারী শেখানো হচ্ছে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের সিপাহী ও পুলিশবাহিনীতে ভর্তি করা হচ্ছে এই শপথ করিয়ে যে হুকুম পেলে কংগ্রেসীদের ওপরে গুলি চালাতে হবে। অন্যান্য প্রদেশে ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চে নূতন লোক নেওয়া হচ্ছে আই. এন. এ., সি. পি. আই., ফরোয়ার্ড ব্লকের সভ্যদের ওপর নজর রাখবার জন্য। এঁদের এবং কংগ্রেসের সভ্যদের নামের তালিকা তৈরী হচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশনের মিশন ব্যর্থ হলে বেড়াজালে এঁদের ধরবার আয়োজন চলছে। নয়া দিল্লীতে সম্প্রতি সব প্রদেশের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলদের বৈঠক বসেছিল এইসব আয়োজন সম্পূর্ণ করবার জন্য। মিলিটারী অফিসারদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে সিভিল এডমিনিস্ট্রেশন চালাবার কাজে, যদি মার্শাল ল কায়েম করবার প্রয়োজন হয় এদেশে।

যে সব খবর দিলাম তার একটিও ভিত্তিহীন বা অতিরঞ্জিত নয়। সি. এটলীর গভর্নমেণ্ট ও লর্ড ওয়াভেলের গভর্নমেণ্টের লোক দেখানো সদিচ্ছার চিত্র সম্পূর্ণ হবে না প্রকাশিত খবর ও বিবৃতিগুলোর সঙ্গে এই খবরগুলো সাজিয়ে না দিলে।

ডাঃ হাজারিকার পরে আরও চারপাঁচজন বলিলেন। তারপর সভাপতি জানাইলেন ক্যাবিনেট মিশন যদি কোন বিবৃতি দেয় তখন আবার সভা হইবে। সেই সভায় আলোচনার পরে সোশিয়ালিস্ট বুরোর অভিমত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে।

সভার কাজ শেষ হইবার পরে কেহ কেহ চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

কিংশুক উঠিতে মিস হাজারিকা বলিলেন, এখনই উঠছেন?

কিংশুক—ডাঃ হাজারিকার সঙ্গে একটু আলাপ করে আসি।

ডাঃ হাজারিকা নিজের চেয়ার ছাড়িয়া শেখরের পাশে গিয়া বসিয়াছিলেন। একজন শিখ ভদ্রলোক, কিংশুক চিনিল সর্দার জ্ঞান সিং, যেখানে বসিয়াছিলেন। কিংশুকের সঙ্গে সঙ্গে কাজী ইউসুফ আলিও সভাপতির পাশে গিয়া বসিল।

ডাঃ হাজারিকা বিলাত-ফেরৎ পশারওয়ালা ডাক্তার। আগে কম্যুনিস্ট দলের

সঙ্গে চলিতেন। নেতাজী সম্পর্কে কম্যুনিস্টদলের আচরণের প্রতিবাদে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া সোশিয়ালিস্ট ব্যুরোতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু স্ট্যাডি সার্কেল, বছরে কয়েকখানা বুলেটিন প্রকাশ এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ, বুরোর এই প্রোগ্রাম লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিলেন না তিনি। এদিকে বুরোকে সক্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত করিবার দৃঢ় বিরোধী ছিলেন বুরোর সভাপতি শেখরনাথ। উৎসাহী ও উদ্যমশীল মানুষ ডাঃ হাজারিকা নূতন পথের অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

সর্দার জ্ঞান সিং কাগজের সম্পাদক। আগে কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট দলে ছিলেন, বছর দুই হইল বুরোতে যোগ দিয়াছেন। বুরোর রাজনীতি অপেক্ষা সভাপতির পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের সঙ্গে তাঁহার সংযোগের কথা এখনও সভাপতির কাছে প্রকাশ করেন নাই।

কাজি ইউসুফ আলির পিতা ছিলেন হোম রুলার, তারপর কংগ্রেসী। ইউসুফ আলির রাজনৈতিক উদারতা পিতার নিকট হইতে পাওয়া। কংগ্রেস সোসিয়ালিষ্ট দলে ঢুকিয়া ছিলেন। এই দল হইতে সরিয়া আসিয়া কিছুদিন পোলিটিকস বর্জন করিয়া কাব্য চর্চায় মাতিয়াছিলেন, সম্প্রতি সোসিয়ালিষ্ট বুরোতে যোগ দিয়াছেন। লীগ দল তাঁহার মতে রি-একসনারী, আন-ডেমোক্রাটিক, ফ্যানাটিক।

শেখর, কিংশুক, ডাঃ হাজারিকা ও সর্দার জ্ঞান-সিংহের মধ্যে আলোচনা শুনিতে শুনিতে কাজি ইউসুফ আলির হাই আসিল। উঠিয়া মিস ডোরোথি সরকারের পাশের চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

মৌলির দলের মধ্যে নিম্নস্বরে আলোচনা চলিতেছিল। মিস ইভা হাজারিকা তাহাদের পাশ দিয়া বাহিরে যাইবার সময়ে একটি মেয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথায় একটু জোরে হাসিয়া উঠিতে তীব্র দৃষ্টিতে তিনি দলটির দিকে চাহিলেন। তাহার পাশের মেয়েটি বলিল, এই মনীষা, কি হো হো করে হাসছিস? ঐ ভদ্র মহিলা ভাবলেন ওঁকে দেখে হাসলি তুই।

মনীষা বলিল, অবাক করলি তুই, আমি কারো দিকে চেয়ে দেখিনি, মৌলির কথায় হেসেছিলাম। কে রাগ করলেন রে?

একটি ছেলে বলিল, রোগা সেকেণ্ড মিসট্রেস।

ভর্ৎসনার সুরে মৌলি বলিল, কারো চেহারা, বিশেষ করে কোন ভদ্র মহিলার চেহারা নিয়ে ঠাট্টা ক'রো না অজিত। প্লিজ ট্রাই টু গেট রিড অফ দিস ব্যাড টেষ্ট এণ্ড ব্যাড হেবিট।

অজিত লজ্জিত হইল।

মনীষার পাশের মেয়েটি কৃষ্ণা। সে বলিল, মনীষা ভাল রাঁধতে পারে প্রমাণ করবার জন্য চ্যালেঞ্জ তো করলে মৌলি, এই পরীক্ষা দেবার বন্দোবস্ত কোথায় করছ শুনি?

মৌলি—পরীক্ষা দিচ্ছে নাকি মনীষা?

মনীষা—অফ কোর্স। আমার মানহানি করেছ তুমি রান্না জানি নে বলে।

মৌলি—বেশ, আসছে রবিবারে আমাদের বাড়ীতে পরীক্ষা হবে। মাকে বলে রাখব। অজিত, আর্য, ফণী, কৃষ্ণা, রেবা, তোমরা সবাই আসবে।

মনীষা—ঠিক বারোটার সময়ে আসবে, আগে নয়, পরে নয়।

আর্য—পরীক্ষায় তোমার সাকসেসের জন্য পাঁচ পয়সার হরির লুট মানসিক করব, কিছু ঘাবড়িয়ো না মনীষা।

হাসিয়া মনীষা বলিল, হরির লুট? আরে সে তো বাতাসা। এক কাপ করে কফি খাওয়াও তার চেয়ে। পয়সা কম পড়লে মৌলি ধার দেবে।

মৌলি—একটু বসো তোমরা, আমি যাচ্ছি বলে আসি। উঠিয়া পিতার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল সে।

শেখর বলিতেছিলেন, যাতায়াত করবার সময়ে পাড়ার ঐ বাড়ীটায় বাঙালী অবাঙালী নানারকমের লোক সমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ করল। গেরুয়াধারী লোকও ছিল তাদের মধ্যে। আগে এক মাদ্রাজী পরিবার থাকত বাড়ীটায়, তারপর বন্ধ ছিল কিছুদিন। পাড়ার মধ্যে কারা এল খোঁজ নেবার জন্য একদিন দাঁড়িয়েছি বাড়ীটার সামনে সকালে বেড়িয়ে ফেরবার পথে, দেখি পলাশডাঙা আশ্রমের কর্মসচিব শিবশঙ্করবাবু দু'টি গৈরিকপরা ছোকরাকে নিয়ে সেই বাড়ীতে ঢুকছেন ব্যস্তভাবে। তাঁকে ওখানে দেখে বিস্মিত হলাম। উনি আমাকে দেখতে পাননি, সঙ্গীদের সাথে কথা বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন।

শিবশঙ্করবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করি আমি তাঁর অরগ্যানাইজং এবিলিটি, অক্লান্ত উদ্যম, আন্তরিকতা এবং অনেষ্টির জন্য। মনে হল হয়ত আশ্রমের কাজের নূতন কেন্দ্র খুলছেন তিনি এ পাড়ায়। যা হোক, তখন আর ওঁকে বিরক্ত না করে বাড়ী ফিরলাম, ভাবলাম আমার বন্ধু প্রসাদকে ফোন করে কৌতূহল মেটাবার মত কোন খবর পাই কিনা আগে দেখা যাক।

চা খেতে খেতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলছি। আমার ছেলে মৌলি এল।

পিতার চেয়ারের পিছনে মৌলির দিকে চাহিয়া হাসিয়া কিংশুক বলিল, হাঁ, মৌলি এসেছে।

তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া মৌলিকে দেখিলেন শেখর, বলিলেন, কিছু বলবে ?

আমি যেতে পারি ? মৌলি জিজ্ঞাসা করিল।

শেখর—আচ্ছা যাও। আমার ফিরতে দেরি হবে। বিরাজবাবু কেন এলেন না খোঁজ নিয়ে যাব ভাবছি।

মৌলিরা সদলে চলিয়া গেল।

শেখর বলিতে লাগিলেন, আমার কথা শুনে মৌলি বলল, ও বাড়ীতে সে যায় ; কয়েকজনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। বলল, কোথাকার এক রাজা না জমিদার বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে শিবশঙ্করবাবুর গঠিত এক কমিটির হাতে দিয়েছেন আর. এস. এস.-র কাজের জন্য।

মৌলি অনেক খবর রাখে, তার দেওয়া খবর বিশ্বাসযোগ্য অনেকবার দেখেছি। তার কাছে এই নূতন খবর শুনে মনে প্রশ্ন উঠল আর. এস. এস.-এর কর্মক্ষেত্র এই কলকাতায়, বিশেষ করে বাঙালী পাড়ায় হঠাৎ প্রসারিত হবার কারণ কি ? শিবশঙ্করবাবুর কাছে অনুসন্ধান করবার সুযোগ হয়নি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম পলাশডাঙায় চলে গিয়েছেন তিনি।

কিংশুক লক্ষ্য করিল সর্দার জ্ঞান সিং এবং ডাঃ হাজারিকার মুখের ভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে শেখরের কথা শুনিয়া। মৌলি তাহাকে এই ৫৫ নং বাড়ীতে একদিন ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিয়াছিল। আলাপের ফলে সে যাহা জানিতে পারিয়াছিল এখানে তাহা প্রকাশ না করাই ভাল মনে করিল, পরে শেখরদার সঙ্গে আলোচনা করিবে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে সকলে উঠিল। কাজি সাহেব গল্প করিতেছিলেন, মিস ডোরোথি সরকার সেদিকে কান না দিয়া কাগজপত্র গুছাইয়া এটাচি কেসে পুরিতেছিল।

চলিতে চলিতে শেখর দাঁড়াইলেন, ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, মিস সরকার, এখন যাবে কি ?

কাজি কি বলিতেছিলেন মিস সরকার বলিলেন, হাঁ, আসছি, একটু শুনুন কিংশুকবাবু।

আপনারা এগোন, কিংশুক শেখরকে বলিল, মিস সরকারকে নিয়ে বেরুচ্ছি আমি।

সর্দার জ্ঞান সিং ও ডাক্তার হাজারিকার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে শেখর বাহিরে গেলেন।

কিংশুক আসিতে কাজি সাহেব উঠিলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম মিস সরকারের সঙ্গে কয়েকটা বই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা সেরে ওঁকে বাড়ী পৌছে দেব, তা আপনি যখন রইলেন—

মিস সরকার—ওঁদের পাড়ায় আমার দিদির বাড়ীতে যেতে হবে আমাকে। চলুন কিংশুক বাবু।

রাস্তায় নামিয়া মিস সরকার বলিল, অন্য কোথাও যাচ্ছিলেন কি, না বাড়ী ফিরবেন?

কিংশুক—আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে আরও কিছু দূর যাব। চলুন।

একখানি গাড়ী ফুটপাথ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, মুখ বাড়াইয়া গাড়ীর চালক বলিল, বাড়ীর দিকে যাবেন না কি কিংশুকবাবু? যান যদি আসুন।

স্বর নামাইয়া বলিল, সঙ্গিনীটি কে?

কিংশুক—মিস সরকার, যদি গাড়ীতে যেতে চান আসুন।

গাড়ীর চালকের দিকে চাহিয়া মিস সরকার বলিল, ভাবছি আজ আর যাব না, ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা নমস্কার, আপনি চলে যান।

দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথ ধরিয়া চলিতে লাগিল মিস সরকার; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া লইল বই সম্বন্ধে অসমাপ্ত আলোচনা শেষ করিবার জন্য কাজি সাহেব আসিতেছেন কিনা।

গাড়ীর চালক দীপেন, দীপশিখা সংঘের অন্যতম স্তম্ভ।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া দীপেন বলিল, আপনার সঙ্গিনীটি কে? বেশ স্মার্ট চেহারা। উনি এলেন না?

কিংশুক—আমার সম ব্যবসায়ী, আপনি চিনবেন না। থাকেন এণ্টালী পাড়ায়। আপনি কোথায় যাবেন?

দীপেন—সংঘের বিশেষ সভা আছে আজ, সেখানে চলেছি। একটু দেরি হয়ে গেল। আপনি চিঠি পাননি?

কিংশুক দীপশিখা সংঘের সভ্য নয়, দিব্দা দম্পতির সঙ্গে বন্ধুতার খাতিরে নিমন্ত্রণ পায়, অন্য কাজ না থাকলে যায় কখন সখন। তাহার মনে পড়িল একখানা দীপশিখা মার্কা চিঠি আসিয়াছিল দিন দুই আগে, সে খুলিয়া দেখে নাই।

বলিল, ভুলে গিয়েছিলাম চিঠির কথা। তা আপনি যখন যাচ্ছেন চলুন যাওয়া যাক।

দীপেন—আপনাকে কিছু বলতে হবে আজ আরতি দেবীর নূতন বই সম্বন্ধে। আমি তো মনে করি she is a great genius, অনুপম বাবু ওঁর কাছে দাঁড়াতে পারেন না। "ঢেউয়ের তালে"—নামটাই কত suggestive দেখুন। আপনার personal মত কি এই নূতন বইখানা সম্বন্ধে?

কিংশুক জানিত সে দুই চারিটা কথা বলিলে দীপেন তাহা মুখস্ত করিয়া রাখিবে এবং পাঁচজনের কাছে, হয়ত তাহার উপস্থিতিতেই, সেই কথাগুলি আওড়াইয়া হাততালি কুড়াইবে। 'ঢেউয়ের তালে'র নাম শোনে নাই সে, কিন্তু সে কথা বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিবার অবকাশ দিল না দীপেনকে, বলিল, পরে বলব।

গাড়ী হইতে মাথা বাহির করিয়া তাহার দিকে নির্লজ্জ দৃষ্টিতে তাকানোতে অসন্তুষ্ট হইয়া মিস সরকার চলিয়া গেলেন কিংশুক বুঝিতে পারিয়াছিল। দীপেনের সম্বন্ধে সে যাহা বিভিন্ন সূত্রে শুনিয়াছিল, মনে পড়িল।

পড়াশোনা কিছু দূর হয়ত করিয়াছিল ছেলেবেলায়, ইংরাজি বুকনি ছড়ায় কথার মধ্যে, কিন্তু সাহিত্য সে পড়ে নাই, বোঝে না, বুঝিবার কোন প্রয়োজন আছে মনে করে না। 'বিজনেস' করে দীপেন কিংশুক শুনিয়াছে, প্রসিদ্ধ মারোবাড়ী ব্যবসায়ী পরিবারের লোকের সঙ্গে মিলিয়া ছোটখাট যৌথ কারবার চালায়। ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন উঠে· আরও নূতন নূতন কারবারে মাথা না খেলাইয়া দীপশিখা সংঘে সে ঢুকিয়াছে কেন? হয়ত তাহার পয়সা আছে, চেহারা আছে, লোকের সঙ্গে মিশিবার সহজ দক্ষতা আছে বলিয়া ঢুকিয়াছে। হয়ত ঢুকিয়াছে কালচার্‌ড সার্কেলে প্রবেশ করিতে হইলে কালচারের উড়ানি বা স্কার্ফ ঝুলাইতে হয় বলিয়া। আবার ইহাও সম্ভব কোথায় তাহার অভীষ্ট মিলিতে পারে সে বিষয়ে চতুষ্পদ বিশেষের মত স্বাভাবিক তীব্র ঘ্রাণ শক্তি আছে বলিয়া ঢুকিয়াছে।

দীপেনের মুখে আরতির কথা শুনিয়া তাহার মনে পড়িল শঙ্কর দা যেন আরতি সম্বন্ধে কিছু ইণ্টারেষ্টেড, তাহার লেখার সুখ্যাতি করিলেন সেদিন একটু অতিরঞ্জিত ভাষায়।

কি ভাবছেন কিংশুক বাবু? দীপেন প্রশ্ন করিল।

কিংশুক—ভাবছি শরীরটা খারাপ লাগছে, আজ আর নাই বা গেলাম আপনাদের সংঘে। ডিপোর কাছে যদি নামিয়ে দেন—

দীপেন মনে মনে খুশী হইল এই প্রস্তাবে, কারণ বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে

চাওয়া এই ভদ্রলোকের অপ্রিয় অভ্যাস। বলিল, যদি সে রকম খারাপ,—আচ্ছা নামিয়ে দেব। মিসেস দিন্দাকে বলব আপনার কথা।

কিংশুক—ধন্যবাদ।

ডিপোর কাছে নামিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল কিংশুক। তখনও সে ভাবিতেছে শঙ্করের কথা। ভাল মানুষ ভদ্রলোক, এ কি গ্রহবিপাক! আর কোন মেয়ে কি তাঁহার চোখে পড়িল না ঐ একজিবিশানিষ্ট মেয়ে আরতি ছাড়া? একজিবিশানিষ্ট? নয় তো কি? শাড়ি পরবার ঐ দেখন-বাহার ঢং দেখিয়া স্কুলের এঁড়ে বাছুরগুলো পর্যন্ত শিষ দেয়। মেয়েদের ড্রেস রেগুলেশন নাই যে কেন—

—এই যে কিংশুকবাবু, ভাল আছেন?

কিংশুক দেখিল পাড়ার ডাক্তার কান্তিলাল।

নমস্কার করিয়া বলিল, আপনি ভাল আছেন?

গৌতমবাবু কবে আসছেন?

মাসখানেকের মধ্যে আসবেন লিখেছেন, একটা বিলিব্যবস্থা না করে আসতে পারছেন না।

তা তো বটেই, জমিদারীর হাঙ্গামা কত। আচ্ছা আসি।

৪

শেখরের বাড়ীতে মৌলির বন্ধু-বান্ধবীদের উৎসব সেদিন।

স্নান সারিয়া ছোট একটি সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া আটটার মধ্যে মনীষা সোজা অন্দরে ঢুকিল।

সন্ধ্যাতারা বলিলেন, এসো মনীষা। মৌলি বাজার থেকে ফেরেনি, ততক্ষণ চা খেয়ে নাও।

খুশী হইয়া মনীষা বলিল, সেই ভাল মাসীমা। কি রান্না করতে হবে জানেন কিছু?

হাসিয়া তারা বলিলেন, সে তো তোমাদের জানবার কথা। মৌলি কিছু বলেনি আমাকে। টাকা নিয়ে বাজারে গেল, কি তালিকা করেছে দেখালো না।

মনীষা চা খাইতেছে মৌলি ফিরিল।

ভৃত্যের মাথায় ঝুড়ির দিকে একবার চাহিয়া তারা বলিলেন, কি রান্না হবে ওকে বলিসনি মৌলি?

হাসিয়া মৌলি বলিল, বেশ কথা ? পরীক্ষার্থীকে আগেই প্রশ্নপত্র দেখিয়ে দিই আর ও মুখস্ত করে তৈরী হয়ে আসুক, না ?

ঝুড়ি হইতে জিনিস নামানো হইতেছে মৌলি বলিল, এবার শোন তা হলে, শোন মনীষা, শোন মা। মাংস, দুটো মাছ, একটা নিরামিষ তরকারী, চাটনি, ব্যস। মোদকের দোকানে বলে এসেছি দই মিষ্টি পাঠাবে।

মনীষা। ডাল হবে না ?

মৌলি। ডাল, ভাজা রেডিমেড পাবে, ঠাকুর করবে। ভাত ও ঠাকুর করবে।

মনীষা। ঘি ভাত হোক্ না।

মৌলি চটিয়া বলিল, বাড়াবাড়ি করো না বলছি মনীষা। মাংসটাই বাদ দেব ভেবেছিলাম, পেটুক আর্যর ভয়ে কিনতে হল। সকাল থেকে কি রকম ভ্যাপসা গরম পড়েছে না, মা ?

ছেলের বুদ্ধিবিবেচনা আছে। হাসিয়া তারা বলিলেন, সত্যিই গরম পড়েছে। বারান্দায় দুটো তোলা উনুনে রাঁধবে মনীষা, তেমন কষ্ট হবে না।

এবার ছেলে মাতার বুদ্ধিবিবেচনার প্রশংসা করিল মনে মনে। বলিল, রাজসিক আরামে রান্না চালাবে দেখছি। কিছু দেখিয়ে দিতে পারবে না মা, তা হলে নম্বর কাটা যাবে।

তারা। আচ্ছা, এবার তোমরা দু'জনে সরে পড়ো দেখি। সব রেডি হয়ে গেলে মনীষাকে ডাকব।

মনীষাকে পিতার ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া মৌলি গেল যেখানে বন্ধু বান্ধবীরা বসিবে সেই ঘর একটু সাজাইয়া রাখিতে।

শেখরের পাশের চেয়ারে গিয়া বসিল মনীষা।

কতক্ষণ এলে মনীষা ? চা খেয়েছ ? শেখর প্রশ্ন করিলেন।

কিছুক্ষণ আগে এসেছি। মাসীমা চা খাইয়েছেন।

শেখর। তোমাদের আয়োজনের উপলক্ষ্য কি একটা আছে শুনেছি, বল তো খুলে।

মনীষা হাসিল। বলিল, মৌলি দা বলেছিল আমি রান্না জানিনে, গুড-ফর-নাথিং। আমি বললাম আমার রান্না খেয়ে ট্যা,—চমকে যাবে।

খবরের কাগজের উপর দিয়া শেখর চাহিলেন মনীষার দিকে, একটু লাল হইয়াছে কানের পাশটা। প্রচলিত ইডিয়মটি আসিয়াছিল মুখে অজ্ঞাতসারে, ফেরৎ পাঠাইতে হইল। মৌলিদা কথাটিও ব্যবহার করিতে হইয়াছে, নিজেদের মধ্যে আলাপের সময় নাম ধরিয়া সম্বোধন চলে তিনি জানিতেন।

তাহলে চ্যালেঞ্জটা তোমার, মৌলির নয়, শেখর বলিলেন, অবশ্য গোড়ায় একটা ভুল করেছিল সে। এর আগে কোন দিন তাকে রান্না করে খাইয়েছিলে?

না তো।

শেখর, তাহলে ভুলই বা কি করে বলি মনীষা? রান্নার গল্প করেছিলে ওর কাছে?

চিন্তিত মুখে মনীষা বলিল, বোধহয় করেছিলাম।

হাসিয়া শেখর বলিলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার গান দু'একবার শুনেছি মনে হচ্ছে। গুণ গুণ করে একটা সুরু করো না।

আপত্তি না করিয়া মনীষা মৃদুকণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

জয় হে তোমার জয় হে তোমার জয়!
মন্দ্রিত হউক, ঝঙ্কৃত হউক
তোমার বন্দনা গান।
নব উৎসাহে হউক প্রদীপ্ত
আজ সবাকার প্রাণ।
নূতন আলোকে উজ্জ্বল হউক
সবার চলার পথ,
বিজয় গৌরবে চলিবে যে পথে
তোমার সোনার রথ।
জয় হে তোমার, জয় হে তোমার জয়।
বরণ করিব স্মরণ করিয়া বিগত দিনের অশ্রু
বরণ করিব দূরে ফেলি যত বিগত দিনের ভয়।
জয় হে তোমার জয়।

গান শেষ হইতে শেখর বলিলেন, বেশ। রবীন্দ্রনাথের ঢং রয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে নূতন। তাই নাকি?

মনীষা। হাঁ, নূতন।

কার রচনা? শেখর প্রশ্ন করিলেন।

একটু যেন লাল হইল সপ্রতিভ মেয়ে মনীষার মুখ, বলিল, মৌলিদার।

মৌলি তাহলে গানও রচনা করে, শেখর হাসিয়া বলিলেন, আমরা তো কিছু জানি না। প্রদীপের নীচে অন্ধকার একটা কথা আছে না মনীষা?

মনীষার ডাক আসিল অন্দর হইতে। সে উঠিয়া দাঁড়াইতে শেখর বলিলেন,

যাও রন্ধনশালায়। জয় হবে তব জয়। যদি ভোটাভুটি হয় আমার ভোট তোমার জন্ম তোলা রইল।

হাসি মুখে মাথা হেলাইল মনীষা।

বারোটার মধ্যে রান্না শেষ করিয়া আগে শেখরকে খাইতে দিল মনীষা। তারাকে বলিল, আপনারা দু'জন এক সঙ্গে বসুন না মাসীমা।

তারা হাসিয়া বলিলেন, ছেলেমেয়েদের শুকনো মুখে রেখে নিজে খেতে বসব, মা? তোমাদের খাওয়া শেষ হোক আগে।

শেখরের আসনের পাশে মনীষা ও কৃষ্ণা বসিল, তারাকে বলিল, এই ফাঁকে আপনি স্নান করে নিন।

মনীষা যে সত্যই ভাল রাঁধে রান্না করিবার সময়ে তাহা বুঝিয়াছিলেন তারা। আহারের সময়ে শেখর প্রত্যেকটি পদের প্রশংসা করিলেন।

তারা স্নান সারিয়া আসিয়া সবাইকে খাইতে দিলেন। খাইতে খাইতে মৌলি বলিল, অখাদ্য বলে মনে হচ্ছে না.

ছেলের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া তারা বলিলেন, কি বলছিস তুই? তোর বাবা কি সার্টিফিকেট দিয়েছেন শুনেছিস?

কৃষ্ণা। হার স্বীকার কর।

মৌলি। বাঃ, আমি হার স্বীকার করতে যাব কেন?

কৃষ্ণা। বলোনি যে মনীষা রান্না জানে না?

মৌলি। বলেছিলাম। এও বলেছিলাম প্রমাণ করো। প্রমাণ দিয়েছে রান্না জানে।

আর্য এতক্ষণ নীরবে খাইয়া যাইতেছিল, এবার বলিল, say ভাল রান্না জানে। আমাকে তুমি বলো পেটুক দি গ্রেট—

অজিত। There is no doubt about it.

চোখ দিয়ো না অজিত, আর্য ধমকাইল।

একটু পরে সিগারেট হাতে শেখর আসিলেন, তারার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি সুপারভাইজ করছি, এবার তুমি খেতে ব'সো। মৌলি কি মত প্রকাশ করেছে মনীষা?

অজিত। ফার্স্ট ক্লাস মার্কস দিয়েছে। কি তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছে দেখছেন না!

সারাদিন আনন্দ, কলরবে কাটিল। সন্ধ্যার সময়ে চা খাইয়া বিদায় লইবার জন্ম

সকলে প্রস্তুত হইলে আর্য বলিল, এর পরে আমাদের বাড়ীতে ব্যবস্থা করতে চাই, কৃষ্ণাকে রান্না করতে হবে।

অজিত, মৌলি, মনীষা, কৃষ্ণা সমস্বরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল।

বন্ধুদলের সঙ্গে মৌলিও বাহিরে গেল।

শেখর তারাকে বলিলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কেমন সহজে স্বচ্ছন্দভাবে মেশে দেখলে? আমাদের কাল হলে

চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর,—ব্যাপার ঘটে যেত।

হাসিয়া তারা বলিলেন, এ কালেও যে ঘটবে না কি করে জানলে? তবে একথা ঠিক এরা অনেক বেশী সেয়ানা হয়েছে।

শেখর—কেন, তোমার তৃতীয় নয়ন কিছু দেখতে পেয়েছে?

তারা—না, বলবার মত কিছু দেখতে পায়নি। সত্যি, এদের সহজ মেলামেশা ভাল লাগল।

৫

কয়েকদিন পরে ৫২নং বাড়ীর একটি যুবককে মৌলি বাড়ীতে আনিয়া পিতার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল।

নাম সত্যপ্রকাশ। বাঙালী, মানুষ হইয়াছে বেশীর ভাগ বাংলার বাহিরে। বাংলা কথার মধ্যে হিন্দী আসিয়া পড়ে, কথার টানও খানিকটা অবাঙালীর মত। আলাপের ফলে শেখর জানিল জলন্ধর, পুনা, নাগপুর ও পাটনা হইয়া সে পলাশডাঙা আশ্রমে আসিয়াছিল তাহার সঙ্গী বেদপ্রকাশকে লইয়া। তাহাদের কাছে শিবশঙ্করবাবুর নামে পত্র ছিল। শিবশঙ্করবাবু তাহাদের উভয়কে এখানে আনিয়াছেন। বেদপ্রকাশ কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে, সে এখানে কাজ করিতেছে।

শেখরের প্রশ্নের উত্তরে কাজের প্রকৃতির কথা বলিতে গিয়া সত্যপ্রকাশের একটু ইতস্তত ভাব দেখা গেল।

হাসিয়া শেখর বলিলেন, যদি বলবার বাধা থাকে তাহলে বলবেন না।

সত্যপ্রকাশ বলিল, বাধা নাই, কাজ কেবল আরম্ভ হয়েছে। একটা ব্যাপার

এখানে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। দুঃখের ব্যাপার তাই সঙ্কোচ হচ্ছে বলতে। অদূর ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ গুরুতর হবে বুঝিয়ে বললেও এখানে অনেকে বুঝতে চান না, মনে করেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, তাদের পুলিশ ও মিলিটারী যখন রয়েছে চিন্তিত হবার কারণ নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের honesty এবং sense of justice সম্বন্ধে অনেকের মনে অটুট বিশ্বাস রয়েছে এখনও। বড় রকমের আঘাতের প্রয়োজন এই বিশ্বাস নড়াতে হলে মনে হয়, কিন্তু আঘাত যদি হঠাৎ এসে পড়ে পিঁপড়ের মত মারা পড়বে লোকে, আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করবার অবকাশ পাবে না।

বয়সে তরুণ এবং বাংলার কার্যক্ষেত্রে নূতন হইলেও সত্যপ্রকাশ বেশ চিন্তাশীল, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি সম্পন্ন শেখর বুঝিতে পারিলেন তাহার কথা হইতে। বলিলেন, কি ধরণের বিপদ ঘটবে বলে আপনাদের অনুমান?

হাসিয়া সত্যপ্রকাশ বলিল, মুসলমান মহলের কোন খবর কি আপনাদের কাছে পৌছয় না? মৌলি বাবু অনেক খবর রাখেন, কিছু বলেন না?

শেখর। মৌলি কিছু বলে না। তবে আপনার কথায় আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা কয়েকটা কথা মনে পড়ছে। কিংশুক বাবুকে চেনেন আপনি?

সত্যপ্রকাশ, চিনি, মৌলিবাবু তাঁকে ৫৫নং বাড়ীতে এনেছিলেন।

শেখর। এ খবর মৌলি আমাকে জানায় নি।

আরও কিছুক্ষণ এ সম্বন্ধে আলাপের পরে সত্যপ্রকাশ বিদায় লইবার সময়ে শেখর বলিলেন, অবসর মত মাঝে মাঝে এখানে আসতে পারলে সুখী হব।

১৬ই মে তারিখের ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব লইয়া দেশের রাজনৈতিক মহল উত্তেজিত। খবরের কাগজ খুলিয়া বড় বড় অক্ষরে শিরোনামা British Government decides in favour of United India-র নীচে হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলির উপর তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইতেছেন শেখর, তারা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী-আবাস থেকে ফোন করলেন কিংশুকবাবু, গৌতমের দিদিমা মারা গেছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে শঙ্কর রাজনগরে গেছে।

কাগজ সরাইয়া রাখিলেন শেখর, বলিলেন, অনেক কষ্ট পেয়েছেন ভদ্র মহিলা সারাজীবন ধরে। সে দিক থেকে দেখলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন বলা যায়।

কি ভাবিলেন কিছুক্ষণ নিজের মনে। তারপর বলিলেন, রাজনগরের শেষ বন্ধন গেল, ওখানে আর থাকতে পারবে না গৌতম।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন, গৌতমের বড়মামা ওখানে আছেন?

তারা। গৌতমের শেষ চিঠি থেকে তাইতো জানা যায়।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তারা বাহিরে গেলেন। কয়েকমাস আগে পিতার মৃত্যুর আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই গৌতম, আবার নূতন শোক পাইল। গৌতমের জন্য সমবেদনায় তারার মন ভারী হইল।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন শেখর। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খবরের কাগজখানা আবার হাতে লইলেন।

মোটা টাইপে ছাপা একটি অংশ চোখে পড়িল—"They found from evidence submitted to them that there was an almost universal desire outside the supporters of the Muslim League for the unity of India and they were unable to advise H. M. G. that the power which at present resides in British hands should be handed over to two entirely separate sovereign States"—

সম্মুখের খোলা দরজার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন শেখর, দুই ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। পাতা উল্টাইতে চোখে পড়িল ওয়াশিংটনের খবর, "A united India is also in the interests of America. World equilibrium which means world peace, is today more than ever a major aim of the U. S. A. and this aim cannot be served if India is divided and turned into a battle ground of international power politics."

খবরটি পড়িলেন, ওষ্ঠের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

একটি সিগারেট ধরাইয়া কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা আবার দেখিতে লাগিলেন।

"We were greatly impressed by the very genuine and acute anxiety of the Muslims that they should find themselves subjected to perpetual Hindu majority rule." ...

মুসলমানদের এই ভয় দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের প্রস্তাব, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও কমিউনিকেশনস, এই তিনটি বিষয়ে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার সাপেক্ষে প্রদেশগুলির সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব থাকিবে, কার্যকরী করা অসুবিধাজনক। তাহা ছাড়া শুধু কাগজে কলমে মুসলমানদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিলে হইবে না, 'effective measures are to be taken to assure to the Muslims a control in

all matters vital to their culture, religion, economic and other interests'. এই effective measure হইল আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন প্রদেশগুলিকে সমবায় বা গ্রুপ গঠন করিবার অধিকার দিতে হইবে।

দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সার্বভৌব ক্ষমতা নূতন গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া চলিবে না।

অর্থাৎ, নিজের মনে বলিলেন শেখর, আত্মকর্তৃত্ব-সম্পন্ন হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির গ্রুপের মধ্যে দেশ শাসনের ক্ষমতা ভাগাভাগি হইবে, ভারতবর্ষের unity-র কুশপুত্তলিকা কোলে করিয়া দিল্লীতে বসিয়া থাকিবে ঠুঁটো কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট।

এটলী সাহেবের কুইট ইণ্ডিয়া ঘোষণার মর্ম তাহা হইলে এই! তিন মাসের এত দেখাশোনা, আলাপ আলোচনার বিরাট পাহাড় গড়া হইতেছিল এই মূষিক প্রসব করিবার জন্য ?

কাগজ ফেলিয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন শেখর।

তিন দিন পরে মিস ডোরেথি সরকার আসিল শেখরের গৃহে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য সোশিয়ালিষ্ট বুরোর সভা ডাকিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিল তাঁহাকে।

আরও কয়েকটা দিন থাক, কোন মহলের রি-একশন কি ষ্টাডি করো আগে। বুরো নন-একটিভ অরগানাইজেশন, তার মতের দাম এখন কোন পক্ষই দেবে না। তবু যেখানে যে ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে জানিয়ে দিতে হবে দেশবাসীকে।

মিস সরকার। আমি প্রেস কাটিংস তৈরী করছি।

শেখর। হ্যাঁ, তাই করো আপততঃ।

মিস সরকার। আচ্ছা দু' সপ্তাহের মধ্যে ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্ট ও কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লী গঠনের কাজ আরম্ভ হবে বলা হয়েছে, তাই হবে কি ?

হাসিয়া শেখর বলিলেন, কাজ আরম্ভ হতে বাধা কি ? তবে যত তর্কবিতর্ক, দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা আবশ্যক হবে এ দু'টি বস্তু গঠনের আগে তাতে দু'চার ছ'মাস লাগতে পারে।

চা ও খাবার আসিল মিস সরকারের জন্য। খাবারের ডিস সে হাতে তুলিয়াছে কিংশুক ঢুকিল ঘরে। হাতের ব্যাগ মাটিতে রাখিয়া চেয়ার টানিয়া বসিল, বলিল, ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।

একবার হাতের ডিশের দিকে একবার কিংশুকের দিকে চাহিল মিস সরকার।

শেখর। তুমি হাত চালাও, কিংশুকের ঠিক সময়ে আসবার খবর গিয়েছে ভিতরে। তারপর কি খবর এনেছ কিংশুক?

কিংশুক। খবর আনিনি, এনেছি ভাবনা।

শেখর। ভাবনা মানে মেওয়া যদি ফসকে যায় হাত থেকে?

কিংশুক। ফসকানো ভাল না গলায় বেধে যাওয়া ভাল স্থির করতে পারিনি।

হাসিয়া শেখর বলিলেন, অনেকের অবস্থা ঐ প্রকার। মহাত্মাজীর মতে—"The Mission has brought forth something of which they have every reason to be proud", কিন্তু এ সম্পর্কে ওয়াভেল সাহেব এবং ক্যাবিনেট মিশনের সভ্যরা god-fearing men বলে সার্টিফিকেট দেবার সাফাই সাক্ষী হিসাবে এনড্রুজ সাহেবের নাম উল্লেখ করবার প্রয়োজন বোধ করেছেন মহাত্মাজী।

কিংশুক। প্রয়োজন বোধ করেছেন সম্ভবত সমালোচনার প্রকৃতি লক্ষ্য করে। ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলির গ্রুপ গঠনের ব্যবস্থা কেউ কেউ খিড়কিদোর দিয়ে পাকিস্তান চালু করবার বন্দোবস্ত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

শেখর। মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে দশ বছরের জন্য ট্রায়াল দেবার পরামর্শ কংগ্রেসকে দেবেন মহাত্মাজী শোনা যাচ্ছে।

কিংশুক। বোধহয় দেবেন। অবশ্য তাঁর প্রকৃত মত "The scheme has dangerous and ugly features and could be rejected outright if Indians had an inherent strength to do so and evolve a constitution of their own," তাও ঐ সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

মিস সরকার। স্কীমের ভেতরে ugly ও dangerous features রয়েছে, আবার 'it is something to be proud of,' 'it contained the seed to convert this land of sorrow into one without sorrow and suffering,'—কথাগুলো পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে।

শেখর। তার কারণ মহাত্মাজীর মধ্যে দু'টো জিনিস রয়েছে, তাঁর স্বভাবগত সত্যপ্রিয়তা এবং অনুচরবৃন্দ ও দেশের একদলের মুখ চেয়ে কথা বলবার অভ্যাস।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, একটা বহু সম্ভাবনাপূর্ণ জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না। ওয়াভেল সাহেবের বেতার বক্তৃতায় এবং হোয়াইট পেপারে একটা শাসানি আছে। সাহেব বলেছেন,—'It is choice between peaceful construction or the disorder of civil strife, between co-operation and disunity, set, ordered progress and confusion". হোয়াইট

পেপারে বলা হয়েছে,—"Alternative to peaceful settlement by agreement would be a danger of violence, chaos and civil war.… It would be a terrible disaster for many millions of men, women and children." কাকে লক্ষ্য করে এই ভয় দেখানো হচ্ছে?

কিংশুক। আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছে জিনিসটা। মনে হয় কংগ্রেস ও লীগ ছু'দলকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

শেখর। তাহলে এই ছু'দলের মধ্যে একটি দল যদি কো-অপারেট করতে রাজি না হয় তাকে বাধ্য করবার জন্ম লেবর গভর্ণমেণ্ট চাপ দেবে?

মিস সরকার। পেথিক লরেন্স সাহেব বলেছেন এই প্রস্তাবগুলো award নয়, so the question of using British troops to enforce them does not arise.

শেখর। থ্যাঙ্ক ইউ। তাহলে—

কিংশুকের জন্ম চা ও খাবার আসিল।

মিস সরকারের দিকে চাহিয়া শেখর বলিলেন, তোমার চা টা ফেরৎ দাও, ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে।

ভৃত্যকে বলিলেন, আরেক কাপ চা নিয়ে এস ওঁর জন্ম।

মিস সরকার প্রতিবাদ করিবার আগেই ভৃত্য কাপটি উঠাইয়া লইল।

খাবার শেষ করিয়া চায়ের কাপে চুমুক দিয়া কিংশুক বলিল, administrative, economic এবং military কারণে লেবর গভর্ণমেণ্ট লীগের দেশ বিভাগের দাবি মেনে নিতে পারে নাই। Paper safeguards-এ বিশ্বাস নাই এবং difficulty of working the scheme হেতুতে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিতে পারে নাই, ছু'দলের মুখ চেয়ে পাকিস্তান এবং united India সম্বলিত নিজের এক বিচিত্র স্কীম উপস্থিত করেছে। এর মধ্যে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাকিস্তান যে সুবিধার ব্যাপার হবে না বোঝাবার জন্ম বলেছে সার্বভৌম পাকিস্তানের আকার লীগ যেমন চাইছে তেমন বড় হবে না, পাঞ্জাব থেকে জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ বাদ পড়বে, শ্রীহট্ট ছাড়া সমগ্র আসাম বাদ পড়বে, কলকাতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বড় অংশ বাদ পড়বে। যে পাকিস্তানের দাবি অতগুলো কারণে মেনে নিতে পারো না বলছ তার সম্ভাবিত আকারের এমন পরিচ্ছন্ন বিবরণ দিচ্ছ কেন?

মিস সরকার। ধরুন লীগ যদি বলে হোক ছোট, আমরা ছোট পাকিস্তানই নেব তাহলে?

শেখর। কংগ্রেসকে বলবে একটা বাজে জিনিস নিয়ে যদি খুশী হয় লীগ, দাও না দিয়ে।

কিংশুক ও মিস সরকার হাসিয়া উঠিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে কিংশুক বলিল, মৌলি কোথায়? তার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

শেখর। বাড়ীতে নাই; তাকে আমিও বড় চোখে দেখতে পাই না।

কিংশুক। মিস সরকার, বসবেন আরেকটু, না যাবেন?

শেখর। রাত হয়েছে, আর বসবে না। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

॥ ছয় ॥

জুন (১৯৪৬) মাসের গোড়ায় গৌতম কলিকাতায় পৌছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সে দেখিল শেখর, মৌলি, প্রসাদ, বিরাজ, কিংশুক ও টাটু ষ্টেশনে আসিয়াছে। বিরাজ দুই হাতে জড়াইয়া গৌতমকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। প্রসাদ তাহার পিঠে হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল, কি চেহারা হয়েছে তোমার?

গৌতমকে তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়া বন্ধুদের আনন্দ দেখিয়া সরস্বতীর চোখে জল আসিল।

মালপত্র নামানো হইলে কিংশুক গৌতমকে বলিল, বাকী মালের রসিদগুলো দিন, মৌল ও আমি সব গুছিয়ে নিয়ে পরে যাচ্ছি। আপনি বাড়ী যান।

গৌতমকে লইয়া বাকী সকলে লক্ষ্মী-আবাসে রওনা হইল।

সন্ধ্যাতারা, সরিৎ, দুর্গা, মৃণালিনী ও তাহার দুই মেয়ে এবং জগদীশ লক্ষ্মী-আবাসে গৌতমের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

এতগুলি লোকের সমবেদনা ও স্নেহ পাইয়া পিতার মৃত্যুর পরে এই প্রথম গৌতমের মনে হইল সংসারে সে বাস্তবিক একা নহে, রাজনগরে তাহাকে ভাল বাসিবার আর কেহ অবশিষ্ট নাই কিন্তু কলিকাতায় অনেকে আছেন, এই অনুভূতিতে তাহার শূন্য হৃদয়ের একাংশ পূর্ণ হইল।

শঙ্কর অফিসের কাজে দিল্লী গিয়াছিল। সে ফিরিলে কিংশুক নিজের বাড়ীতে চলিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল গৌতমের কাছে। প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিল গৌতম।

কয়েক দিন পরে কলিকাতার কোন বিখ্যাত মিশনারী কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে নূতন নিয়োগের সম্ভাবনা সংবাদ আনিল প্রসাদ। বলিল, একখানা দরখাস্ত লিখে দাও, যা করবার আমি করব। বিজ্ঞানের ডক্টরেট নিয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকে চলবে না।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইল একবার। আলাপ অন্তে তাঁহারা বলিলেন কয়েক দিন পরে নিয়োগপত্র পাঠানো হইবে, কলেজ খুলিলেই তাহাকে যোগ দিতে হইবে।

কলিকাতায় ফিরিবার কিছুদিনের মধ্যে মনের যে দুঃসহ একাকীত্ব রাজনগরে পাথরের মত চাপিয়া ধরিয়াছিল গৌতমকে তাহার অনেকখানি হালকা হইয়াছিল। কিন্তু প্রসাদের পীড়াপীড়িতে চাকুরি লইতে স্বীকার করিলেও কাজে উৎসাহ ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছিল না।

গত কয়েক বছরের ঘটনাবলীর ছাপ পড়িয়াছে তাহার মনের উপরে। যুদ্ধ, শরণার্থী সংকট, দুর্ভিক্ষ, অগণিত মানুষের মৃত্যু ও দুর্দশা, সর্বস্তরে ব্যাপ্ত দুর্নীতি তাহার মনকে নিরন্তর নিপীড়িত করিয়াছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতার অকাল মৃত্যু শোক আনিয়াছে। ইহারই মধ্যে জীবন চলিয়াছে আগাইয়া। এক সময়ে ভালবাসাও দেখা দিল দ্বন্দ্ব, তিক্ততা, নিরুপায়তার মধ্যে। অবশেষে তাহার শেষ আশ্রয় পিতাও চলিয়া গেলেন। শেষ সময়ে দেখা পর্যন্ত হইল না। তারপরে গেলেন তাহার পরম স্নেহময়ী দিদিমা।

আর সব অবলম্বনশূন্য হইয়া নিজের মনকে বুঝাইয়াছে সে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের সাধনায় আপনাকে নিয়োজিত করিবে। কিন্তু আবিষ্কার করিতে দেরি হইল না তাহার আগেকার নিষ্ঠা আর নাই, মন তাহার বিক্ষিপ্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, দুর্বল হইয়াছে, কর্মের সাহস দূরের কথা, চিন্তার সাহসও যেন নষ্ট হইয়াছে।

জুলাই মাসে কলেজ খুলিলে চাকুরিতে যোগ দিল গৌতম। কাজের চাপ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল।

যে অবসর এই কাজের ফাঁকে পাওয়া যাইত বিরাজ, শেখর, প্রসাদ, কিংশুক ও শঙ্কর নানা রকম আলাপ আলোচনায় তাহা পূর্ণ করিত। এই আলাপ আলোচনার বেশীর ভাগ ছিল রাজনৈতিক। রাজনৈতিক আলোচনা বিস্বাদ মনে হইলেও ইহাতে যোগ না দিয়া উপায় ছিল না। কখনো সোশিয়ালিষ্ট ব্যুরোতে, কখনো বিরাজ, শেখর বা প্রসাদের গৃহে, কখনো লক্ষ্মী-আবাসে বৈঠক বসিত। এই সকল বৈঠকে গৌতম কোন মত প্রকাশ করিত না। নীরবে সকলের কথা শুনিয়া যাইত। তাহার

মনে হইত দেশে কোন সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন নাই। আন্দোলনের দিন শেষ হইয়াছে, আছে শুধু প্রচুর উত্তেজনা, তর্কবিতর্ক। একদিকে হিন্দুমহলের আশঙ্কা বাড়িতেছে ছেঁদো কথার আড়ালে লেবর গভর্ণমেণ্ট পাকিস্তান চাপাইয়া দিবে বলিয়া, অন্যদিকে পাকিস্তান আসিতেছে বলিয়া মুসলমান মহলে উল্লাস বাড়িতেছে।

বন্ধুদলের মধ্যে কিংশুকের সঙ্গে আলাপে গৌতম একটু বেশী খুশী হয়। নানাসূত্রে বহু বিভিন্ন মহলের খবর সংগ্রহ করিয়া আনে সে, কখনো বা দুই একজন বন্ধুকে আনে গৌতমের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিবার জন্য। মিস ডোরেথি সরকারকে একদিন আনিয়াছিল সে। কথাবার্তায় বেশ লাগিল তাহার। বেশ শান্ত, চিন্তাশীল, নরম প্রকৃতির মেয়ে। আরেকদিন আনিয়াছিল দুই মুসলমান বন্ধু বা সহকর্মীকে। একজন, ইংরাজি একজন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। আলাপে বোঝা গেল ইহারা পড়াশোনা করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান, বাঙালী কালচার ও মানসিকতার মধ্যে ইসলামিক উদার দৃষ্টি ও বিশ্বমানবতা-বোধের প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে বেশ বক্তৃতা করিলেন।

কথাবার্তার মধ্যে শেষে অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল।

একজনের কথার উত্তরে গৌতম বলিল, যদি পাকিস্তান হয় বাংলার হিন্দুদের অবস্থা কি হবে? তাদের ধর্ম, নিজস্ব কালচার বলে যদি কিছু থাকে তার অবস্থা কি হবে?

ইংরাজির অধ্যাপক। বজায় থাকবে। পাঠান, মুঘল, ইংরাজ আমলে যদি তা থাকতে পেরে থাকে, পাকিস্তানের আমলে, যখন হিন্দুমুসলমানের সমান অধিকার হবে, কেন বজায় থাকবে না?

গৌতম। বজায় থাকবে না বলে অনেকে ভয় পাচ্ছেন।

ইংরাজির অধ্যাপক। তার কারণ inferiority complex. তা ছাড়া পাকিস্তানে মাইনরিটি হবে আমাদের স্পেশাল রেসপনসিবিলিটি। তারা হবে আমাদের জিম্মি।

কিংশুক। জিম্মি কেন হবে? এই না বললে সমান রাইটস থাকবে।

ইংরাজির অধ্যাপক। নিশ্চয় থাকবে। We shall make it our special responsibility to see that they enjoy and exercise these rights.

গৌতম। এই যদি আপনাদের আন্তরিক ইচ্ছা হয় দেশ ভাগ করতে চাইছেন কেন?

বাংলার অধ্যাপক। সেটা সত্যি চাইছেন পাঞ্জাবীরা, কথাটা প্রথমে তুলেছিলেন তাঁরা। আর ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থ করবার জন্য কায়দে—

ইংরাজীর অধ্যাপক। That's all rot. ধরুন দুই ভাই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে স্বাধীন ভাবে বাস করতে চায়। What is wrong in it ? এতে আপত্তির কথা উঠছে কেন ? যে ভাই যৌথ সম্পত্তির undue advantage নিচ্ছে আপত্তি করে সে। এটা তো commonplace fact.

কিংশুক প্রতিবাদ করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া গৌতম বলিল, এ আলোচনা থাক। একটা কথা জানতে চাই, গ্রুপিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে United India স্কীমে। তবু এই স্কীমে মুসলমান নেতারা আপত্তি তুলছেন। গ্রুপিং মানে তো substance of Pakistan.

ইংরাজির অধ্যাপক। কংগ্রেসও তো গ্রুপিংয়ে আপত্তি তুলেছে। হাতে ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস আর গ্রুপিংয়ের মধ্যে substance রাখবে না। Defence, মানে আর্মি, য়ুনিয়নের দখলে থাকবে, তার মানে হিন্দুদের দখলে যাবে। civil war ছাড়া মুসলমানদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় থাকবে না।

গৌতম। দু' দুটো প্রদেশ হাতে পেয়েও এই ভয় ?

বাংলার অধ্যাপক মাথা নাড়িতে লাগিলেন, ইংরাজির অধ্যাপক বলিলেন, যুক্তি-সঙ্গত কারণ আছে ভয়ের।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া গৌতম অন্য আলোচনা তুলিল।

অধ্যাপক যুগল বিদায় লইলে কিংশুক তাহার বেনিয়াটোলা, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট, টেরিটি বাজার ও পাটোয়ার বাগানের বন্ধুদের গল্প করিতে লাগিল গৌতমের কাছে।

গল্প শুনিয়া গৌতম বলিল, সোসিয়ো-পোলিটিকেল রিসার্চ আমার ভাল লাগছে না কিংশুক। ঐসব আড্ডায় ঘোরা বন্ধ কর।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, ভাবছেন একদিন ছোরা নয় লোহার ডাণ্ডা খেতে হবে ? আমার বন্ধুরা বন্ধুবৎসল, সে রকম দুঃসময় আসবার আগে ওয়ার্নিং দেবে।

গৌতম। সেই ভরসায় বেশী নিশ্চিন্ত থেকো না।

কিংশুক। আমার অধ্যাপক বন্ধুরা সিভিল ওয়ারের কথা বলায় আপনার মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। তাহলে চলুন আমার সঙ্গে দীপশিখা সংঘে, মেজাজ খুশ হয়ে উঠবে সেখানকার আলাপ আলোচনা শুনলে।

গৌতম। ভাল কথা মনে পড়ল। সেদিন শঙ্করদা এই সংঘের কথা বলছিলেন। সেখানে নাকি বাংলাদেশের নব্যযুগের সেরা সাহিত্যিকরা যাতায়াত করেন। একখানা

বইয়ের নাম করছিলেন, নোবেল প্রাইজ পাবার উপযুক্ত। বইয়ের নামটা মনে করতে পারছি না।

একটু গম্ভীর হইল কিংশুকের মুখ। বলিল, শঙ্করদাকে ঐ সংঘে ইণ্ট্রোডিয়ুস করেছিলাম আমি, ভেবেছিলাম he is fool-proof against—

কথা শেষ না করিয়া থামিয়া গেল সে।

গৌতম। কি ব্যাপার কিংশুক, হঠাৎ গম্ভীর হল কেন তোমার মুখ? শঙ্করদার কথা কি বলছ বুঝলাম না কিছু।

ঈষৎ হাসিয়া কিংশুক বলিল, বলছিলাম দীপশিখা সংঘের এক প্রতিভাশালিনী সাহিত্যিকা শঙ্করদার মন হরণ করেছে। মুখ গম্ভীর হয়েছিল এইজন্য যে তাঁর অদৃষ্টে কিছু দুর্ভোগ আছে, he does not know the tribe.

গৌতম। রোমাণ্টিক কাহিনীর আভাস পাচ্ছি তোমার কথায়। একটু সবিস্তারে বল।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, আপনি ফ্রয়েডের বই পড়েছেন?

গৌতম। না।

কিংশুক। শঙ্করদার বইয়ের সেলফ থেকে একখানা বই নিয়ে পড়ুন আগে। গ্রাউণ্ড তৈরী হোক। তারপর চিত্রিতা দিন্দার দীপশিখা সংঘে নিয়ে যাব একদিন। যদি দেরি করতে না চান তো ফোন করে জানিয়ে দিতে পারি কাল যাচ্ছি আমরা।

গৌতম। যাবার তাগাদা নাই আমার, তবে শঙ্করদার ব্যাপারের ওপর আরো একটু আলোকপাত কর।

কিংশুক। করছি। চিত্রিতা দিন্দার এই সংঘের একজন নূতন রিক্রুট আরতি নামে লেখিকা। বাজারে তার খুব নাম। খুব ক্লেভর। কলমের জোর আছে, লজ্জাশরমের বালাই নাই। তারপর যে টাইপের চেহারাকে আজকালকার ভাষায় sex-appealing বলে সেই টাইপের চেহারা আরতির। লেখাতে যেমন কথা-বার্তাতেও তেমনি তুখোড়। তার ফ্যানের সংখ্যা নামকরা ফিল্ম আর্টিস্টদের ফ্যানের চাইতে কম নয়। আরতিকে দেখে, তার লেখা পড়ে কলেজের ছেলেদের কচি-মাথাগুলো গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয় কিন্তু শঙ্করদার মত বয়স্ক লোকের এই infatuation আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শঙ্করদা খবর রাখেন কিনা জানি না, দীপশিখা সংঘের ভেতরে আরতিকে নিয়ে লড়াই বেধেছে।

গৌতম। সেই মেয়েটির এটিচুড কি রকম?

কিংশুক। এ সম্বন্ধে একটু খটকা রয়েছে আমার মনে। এটিচুড শঙ্করদার প্রতি একটু পার্শিয়াল না হলে তিনি আকৃষ্ট হবেন কেন? শঙ্করদা খবরের কাগজের অফিসের লোক, তাঁর পিছনে দল আছে। ভাল পাবলিসিটির লোভে আরতি বোধ হয় তাঁকে একটু অনুগ্রহের চোখে দেখে বা দেখবার অভিনয় করে, আমার মনে হয়। এর ফলে শঙ্করদা উৎফুল্ল হয়েছেন। আবার এও হতে পারে আরতির মধ্যে তিনি ভাল জিনিস কিছু দেখেছেন যা আমার চোখে পড়ে নি।

গৌতম। দীপশিখা সংঘের উদ্দেশ্য কি?

কিংশুক হাসিয়া বলিল, উদ্দেশ্য? এই সংঘ একদল লোকের, যারা লাইম লাইটে আসতে চায়, তাদের এডভার্টাইজিং এজেন্সী। বিজ্ঞাপনের মিডিয়াম হিসাবে এরা বেছে নিয়েছে সাহিত্য বা literary craft. য়ুরোপের latest literary fad, fashion, cult, mannerism এরা নিজেদের লেখায় অনুকরণ করে adolescent পাঠক পাঠিকাদের আকৃষ্ট করবার জন্য। অনুপম ও চিত্রিতা দিন্দা এই পথ ধরে নাম করেছে। এই দম্পতিকে ঘিরে নূতন লেখক লেখিকার আমদানী হচ্ছে সংঘে যারা দিন্দাদের চাইতে আরও প্রোগ্রেসিভ।

গৌতম। দেশের বর্তমান সমস্যাগুলো নিয়ে এরা আলোচনা করে না?

কিংশুক। রাজনৈতিক সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, সামাজিক সমস্যা,—এসব পুরনো সমস্যা এদের কাছে সমস্যাই নয়, abnormal psychology, perverted sexuality, exhibitionism এদের সমস্যা। একদিন চলুন না সংঘে, স্টাডি করবার মত ইণ্টারেষ্টিং জিনিস চোখে পড়বে।

হাসিয়া গৌতম বলিল, যাবার ইচ্ছা হলে তোমাকে বলব। আপাততঃ শঙ্করদার কথা ভেবে—

কিংশুক। ভাববেন না। তেমন ভাববার যোগ্য ব্যাপার হয়ে ওঠবার আগেই শঙ্করদার মোহ ভেঙ্গে যাবে আশা করছি।

পরদিন সরিৎকে দেখতে গেল গৌতম তাহার অসুখের খবর পাইয়া। খবর দিয়াছিলেন সরস্বতী।

সামান্য জ্বর হইয়াছিল, বন্ধ হইয়াছে। সরিৎ বসিয়া Resurrection of India-র দ্বিতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিল। বইখানির প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছে, বইয়ের চাহিদা দেখিয়া প্রকাশক নিজের ব্যয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইবার ভার লইয়াছে।

গৌতম বলিল, আপনাকে শয্যাশায়ী দেখব মনে করেছিলাম, দেখছি একগাদা প্রুফ নিয়ে বসেছেন।

হাসিয়া সরিৎ বলিল, মাসীমা অসুখের খবর দিয়েছেন বুঝি? ব'সো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কিছুক্ষণ অন্য আলাপের পরে সরিৎ এই কথা উঠাইল, বলিল, ডাঃ রায়ের সঙ্গে তুমি দেখা করেছ ফেরবার পরে?

গৌতম মাথা নাড়িল।

সরিৎ। ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে দু'দিন আগে। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। দেখা করা উচিত।

গৌতম নীরব রহিল।

সরিৎ। এখনও কি রাগ পুষে রেখেছ বেবীর ওপরে?

ম্লান হাসিয়া গৌতম বলিল, কারো ওপর আমার রাগ নাই সরিৎদি। বিস্মৃত, অপ্রীতিকর কথা আবার উঠুক এ আমি চাই না।

সরিৎ মুখ তুলিয়া চাহিল গৌতমের দিকে, তাহার মনের কতখানি পরিবর্তন হইয়াছে মুখের ম্লান হাসি নূতন করিয়া জানাইয়া দিল তাহাকে।

সে কি যেন বলিতে যাইতেছিল তাহার মেয়ে মালা ঘরে ঢুকিল। অনেকদিন না দেখায় গৌতমকে চিনিতে পারিল না মালা, মাতার চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া গৌতমের মুখের দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল বারবার।

গৌতম উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া কোলে তুলিল, বলিল, দেখুন সরিৎদি মালা ভুলে গিয়েছে আমাকে।

বার দুই নামিবার চেষ্টা করিয়া হঠাৎ দুই হাতে গৌতমের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিল মালা।

সরিৎ বলিল, দেখেছ দুষ্টুমি? এতক্ষণ এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন চিনতে পারে নাই।

মালার চুলে চুমা খাইয়া গৌতম বলিল, সত্যি চিনতে পারে নাই, কোলে ওঠবার পর মনে পড়েছে, তাই না মালা?

উত্তরে মালা গৌতমের বুকে মুখ লুকাইল।

সরিৎ। তোমার বড় মামার খবর কি গৌতম? মাসীমা বলছিলেন উনি আসছেন এখানে, পলাশডাঙা যাবেন।

গৌতম। পিনাকীদা চিঠি লিখেছেন ওঁরা দু'জন আসছেন। পিনাকীদাকে চিনলেন ? বর্মায় আজাদ হিন্দ দলে ছিলেন।

সরিৎ। তোমার মুখে পিনাকীবাবুর কথা অনেক শুনেছি।

গৌতম। চমৎকার লোক, আলাপ হলে দেখবেন।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে গৌতম বিদায় লইবে ভাবিতেছে প্রসাদ বাড়ী ফিরিল পলাশডাঙা আশ্রমের কর্মসচিব শিবশঙ্করকে সঙ্গে লইয়া।

গৌতমকে দেখিয়া বলিল, তুমি এখানে রয়েছ, আসবার পথে তোমার বাড়ীতে খোঁজ করে এলাম আমরা।

রাজনগর হইতে ফিরিবার পরে শিবশঙ্করের সঙ্গে এই প্রথম দেখা হইল গৌতমের। কিছুক্ষণ তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া গৌতম বিদায় লইতে চাহিলে প্রসাদ বলিল, এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় না। ব'সো।

ভিতরে ঢুকিয়া সরিৎকে কি বলিয়া ফিরিয়া আসিল প্রসাদ, বলিল, প্রুফ দেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি ক'দিন প্রকাশকের তাগিদে, কথাবার্তা বলবার অবসর পাই না। অনেক প্রশ্ন জমেছে মনে। ঠাণ্ডা হয়ে ব'সো গৌতম, তোমার বাড়ীতে লোক গেল, রাত্রে বাড়ীতে খাবে না বলে আসতে।

বসিবার ঘরে আসিয়া তিন জন বসিল।

আলাপ আরম্ভ হইল দিল্লীতে কংগ্রেস ও লর্ড ওয়াভেলের মধ্যে আলোচনার অচল অবস্থা লইয়া। ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের সভ্যসংখ্যা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমান সংখ্যায় ভাগ করিবার দাবি তুলিয়াছিলেন মি. জিন্না। প্রকাশ পাইল যে ওয়াভেল সাহেব Parity-র সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন তাঁহাকে। কংগ্রেস প্রতিনিধিরা ইহা জানিতে পারিয়া প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদ করিবার বিষয় আরও ছিল। ওয়াভেল সাহেব দাবি করিলেন কংগ্রেস ও লীগের তরফ হইতে যাঁহাদের মনোনীত করা হইবে অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তাঁহারা ছাড়া মাইনরিটি সম্প্রদায়-গুলির প্রতিনিধি তিনি স্বয়ং মনোনীত করিবেন। কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীতে নির্বাচনের জন্য দাঁড়াইবার বা নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকার য়ুরোপীয়ানদের থাকিবে না, কংগ্রেসের এ দাবিও গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না ওয়াভেল সাহেব।

শিবশঙ্কর বলিল, ক্যাবিনেট মিশন ও লর্ড ওয়াভেল মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহেরুকে অনুরোধ জানিয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে কংগ্রেসের কর্তব্য parity-র দাবি মেনে নেয়া।

হাসিয়া গৌতম বলিল, বড় ভাই ও ছোট ভাইয়ের তুলনাটা আরও জুতসই হত না কি ? ছোট ভাই আবদার ধরেছে—

প্রসাদ। আবদার ধরেছে ? ওয়াভেল সাহেবের গোপন প্রতিশ্রুতির কথা ফাঁস করে মি. জিন্না ভয় দেখিয়েছেন সভ্য সংখ্যা বাড়ালে লীগ অসহযোগ ঘোষণা করবে।

শিবশঙ্কর। ১৮ই জুন তারিখে মহাত্মাজীর পরামর্শে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি লং টার্ম ও সর্ট টার্ম প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হয়েছিল। লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে গোলমালের ফলে ২৫শে তারিখে কংগ্রেস ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে, কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর প্রস্তাব মেনে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। লীগ united Indiaর প্রস্তাব ও কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলী সম্বন্ধে প্রস্তাবে মৌন, কিন্তু অন্তবর্ত্তী সরকার গঠনের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে।

গৌতম। সেদিন বিরাজ দা ওয়াভেল-আবেল-জেনকিন্স-ইসমে ব্লকের কথা কি বলছিলেন। লীগের এই এটিচুডের পেছনে কোন মতলব আছে হয়ত।

প্রসাদ। মতলব মি. জিন্নার নয়, লর্ড ওয়াভেলের। ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্ট হবে কিন্তু সব ক্ষমতা থাকবে বড়লাটের হাতে। গভর্ণমেণ্টের যৌথ দায়িত্ব থাকবে না। এর ফল হবে লীগ দল বাধা সৃষ্টি করবে কেবল। গুরুদেবের কথায় Lord Wavell wants partition at the top.

গৌতম। লর্ড ওয়াভেল তাহলে লেবর গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের বিরোধী ?

শিবশঙ্কর। বিরোধী কি করে বলা যায় ? মি. জিন্নার প্রত্যেকটি অযৌক্তিক দাবি মেটাবার জন্য লর্ড ওয়াভেল যেমন ব্যগ্র, ক্যাবিনেট মিশনের সভ্যরা, মানে লেবর গভর্ণমেণ্ট তেমনি ব্যগ্র। All of them are using Mr. Jinnah's veto as a spoke.

গৌতম। কংগ্রেস নেতারা কি এ কথা বোঝেন নাই ?

শিবশঙ্কর। বুঝেছেন বই কি। গ্রুপিংয়ের প্রস্তাবের পেছনে যে মতলব আছে তাও বুঝেছেন, তবু তাঁরা রাজি হয়েছেন সেণ্টারে unity থাকবে, কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্বলীর হাতে unlimited ক্ষমতা আসবে এই আশায়।

আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন লর্ড ওয়াভেল লেবর গভর্ণমেণ্টের বিরোধী কিনা ? ওয়াভেল সাহেব এবং তার পার্শ্বচরেরা টোরীদলের লোক, একটু বিরোধ আছে। লেবর গভর্ণমেণ্ট Indian Army ভাগ করতে চায় না অবশ্য রুশিয়ার কথা ভেবে, তাদের ভয়, Army দুর্বল হয়ে যাবে, কিন্তু ওয়াভেল—আবেল ইসমে-দল Army

ভাগ করতে প্রস্তুত, কারণ তাঁরা জানেন পাকিস্তান ডোমিনিয়নের মধ্যে থাকবে, কতকগুলি দেশীয় রাজ্যও থাকবে।

প্রসাদ। গুরুদেবের কথা যথার্থ বলে আমার বিশ্বাস। লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ বুরোক্রেসীর অভিপ্রায় সেণ্টারে আসল ক্ষমতা আপাততঃ বড়লাটের হাতে রেখে দেশকে ইতিমধ্যে কার্যতঃ দুইভাগে ভাগ করে ফেলা, এর ফলে হয়ত এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেও পার্টিশানের দাবি উঠবে।

আলোচনা চলিতে লাগিল। প্রসাদ লক্ষ্য করিল গৌতম অন্যমনস্ক, কথাবার্তায় যোগ দিতেছে না। রাজনৈতিক আলোচনা বন্ধ করিয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিল সে।

গৌতম সত্যই অন্যমনস্ক হইয়াছিল। সে ভাবিতেছিল দিল্লী-সিমলার এই অন্তহীন আলাপ আলোচনার পিছনে কিসের যেন একটা আয়োজন চলিতেছে। কংগ্রেস নেতৃপক্ষ কি এই আয়োজনের কোন খবর রাখেন না? অষ্ট্রিচ পাখীর মত চোখ বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা বিপদ এড়াইবেন ভাবিতেছেন?

প্রসাদ ও শিবশঙ্করের মধ্যে দেশের অবস্থা, আশ্রমের কাজকর্ম সম্বন্ধে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য লীগমন্ত্রীদল কর্তৃক গুপ্তচর নিয়োগ, ৫৫নং বাড়ীতে যে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে তাহার কাজের প্রসার ইত্যাদি সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতে লাগিল সরিৎ আহারের জন্য তাগিদ না দেওয়া পর্যন্ত।

আহারাদি শেষ করিয়া গৌতম যখন বাড়ী ফিরিল বেশ রাত হইয়াছে তখন।

দেবানন্দ ও পিনাকী গোবিন্দপুর হইতে আসিবার দিন পিছাইয়া দিয়াছিল খাদি আশ্রমের পরিচালক যোগেন্দ্রের অসুস্থতার জন্য। পিনাকীর চিঠি আসিল তিনচার দিনের মধ্যে তাহারা রওনা হইতেছে।

শঙ্কর আগের দিন দিল্লী হইতে ফিরিয়াছিল। কলেজ হইতে ফিরিয়া গৌতম তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে তাহার ভগ্নীপতি জগদীশ আসিল। হঠাৎ তাহার লক্ষ্মী-আবাসে আগমনে একটু বিস্মিত হইল গৌতম।

জগদীশ লক্ষ্মী-আবাসে বড় আসে না। শুধু সময়ের অভাব নয়, অন্য কারণও ছিল। ইন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকিতেই ভগ্নীপতি ও ভগ্নীর সহিত গৌতমের হৃদ্যতা নানা কারণে কমিয়া আসিতেছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে দুইপক্ষের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়াছে। জগদীশের পরিবার রেঙ্গুনে সাহেবী ষ্টাইলে চলিত, আলাদা বাড়ী ভাড়া করিবার পরে এই রীতিতে তাহাদের নূতন সংসার যাত্রা আরম্ভ হইল। তাহার দিদি ও দিদির ছেলেমেয়েরা এই রীতিতে অভ্যস্ত ছিল ইহা জানা থাকিলেও গৌতমের মন একটু অপ্রসন্ন হইল ইহাতে। তারপর বাড়িতে ঘন ঘন পার্টি, পার্টিতে

মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, এংলো-বর্মী অতিথিদের আমদানী, মেয়েদের ইংরাজ পাড়ায় হোটেল ও ক্লাবে যাতায়াত, সোসাইটি গার্ল বলিয়া খ্যাত হইবার জন্য যে সকল বিধি আছে তাহার অনুশীলন গৌতমের মনকে বিরূপ করিয়া তুলিল। সে নিজে দিদির বাড়ীতে যাতায়াত কমাইয়া দিল, তাহাদের কাহাকেও লক্ষ্মী-আবাসে আহ্বান করা বন্ধ করিল। গৌতমের ধারণা হইল ভগ্নীপতি জগদীশ শুধু টাকা রোজগার করিতে জানে, আসলে সে মেরুদণ্ডহীন দুর্বল-চিত্ত মানুষ। তাহার দিদি ও বড় ভাগ্নী লিজির যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির জন্য দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে পিতাকে ও তাহাকে জগদীশের দুর্বলতা ও প্রশ্রয় যে তাহার জন্য দায়ী, নূতন ব্যবস্থায় দিদির সংসার চালু না হওয়া পর্যন্ত সে বুঝিতে পারে নাই। হয়ত প্রচুর অর্থ, দেশের সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন জীবন যাত্রা, স্থানীয় পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি নানা কারণে রুচি বিকৃতি ও আদর্শহীনতা আসিয়াছিল। বহু দুঃখ, ও ক্ষতি সহ্য করিয়া দেশের সমাজের মধ্যে ফিরিয়া আসিবার পরে রেঙ্গুনের সেই পুরাতন ধারা আবার অনুসরণ করিবার কোন কৈফিয়ৎ তাহার চোখে পড়িল না। কৈফিয়ৎ সে চাহেও নাই। কিন্তু যখন সে দেখিল যাহাদের সে ভালবাসিত সেই মিনি ও টাট্টুও অত সহজে গত তিন চার বছর রাজনগরে ও কলিকাতায় তাহাদের কাছে বাস করিবার অভিজ্ঞতা, তাহাদের প্রতি আকর্ষণ সহজে ভুলিল, যখন লিজির সম্বন্ধে অপ্রীতিকর কানাঘুষা বিভিন্নসূত্রে তাহার কাছে পৌঁছিতে লাগিল দিদির বাড়ীতে যাতায়াত সে একেবারে বন্ধ করিয়া দিল।

ভগ্নীপতির অপ্রত্যাশিত আগমন এবং মুখের উদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়া গৌতম অনুমান করিল সম্ভবত বাড়ীতে কেহ অসুস্থ হইয়াছে। কোন প্রশ্ন করিবার আগে জগদীশ পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া গৌতমের হাতে দিল।

চিঠি লিজির লেখা, ইংরাজি ভাষায়। সে লিখিয়াছে তাহার পাঞ্জাবী বন্ধু সুজন সিংহের সঙ্গে দিল্লী রওনা হইল। দিল্লীতে তাহাদের বিবাহ হইবে, বিবাহের পরে দিল্লী হইতে মণ্টোগোমেরী জেলায় সুজন সিংহের দেশের বাড়ীতে যাইবে, তারপর কাশ্মীর যাইবে। সুজন সিংহ কায়স্থ বলিয়া মাতার আপত্তি না থাকিলে কলিকাতায় বিবাহ হইতে পারিত।

পড়া শেষ হইলে চিঠি শঙ্করের হাতে দিল গৌতম। চিঠি পড়িয়া শঙ্কর বলিল, ছেলেটির পরিচয় কিছু জানেন?

চেয়ারে বসিয়া দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতেছিল জগদীশ, শঙ্করের প্রশ্নে মাথা তুলিয়া বলিল, বিশেষ কিছু জানি না। বাপ বড়লোক, পূর্ব ও পশ্চিম

পাঞ্জাবে, দিল্লীতে, কলকাতায় ব্যবসায় আছে শুনেছি। ছেলেটি য়ুরোপের অনেক জায়গায় ঘুরেছে, অনেক খরচ করে শুনেছি। দু'চার বার দেখেছি, চেহারা ভাল, বয়েস ত্রিশের মধ্যে মনে হয়েছে।

লিজি ওকে বিয়ে করতে চায় দিদি আগে আপনাকে বলেনি? গৌতম প্রশ্ন করিল।

না, এই চিঠি আসবার পরে বলেছে, জগদীশ উত্তর দিল।

শঙ্কর। বাঁপের নাম কি, কিসের ব্যবসায়, এখনকার ঠিকানা, দিল্লীর ঠিকানা জানেন?

জগদীশ। না। সাউথ ক্লাবে লিজির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শুনেছি। কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

গৌতম। দিদি কিছু জানেন? লিজি বিয়ের কথা দিদিকে জানাবার পরে ছেলেটির সঙ্গে কোন কথা হয়নি তাঁর?

জগদীশ। কিছু জানে বলে মনে হয় না। কায়স্থ ছেলের সঙ্গে বিয়েতে আমাদের আপত্তি আছে লিজিকে জানিয়েছিল, ভাবে নাই এভাবে পালিয়ে যেতে পারে লিজি।

শঙ্কর। পুলিশে খবর দেবেন?

জগদীশ। বিয়ে বন্ধ করা যাবে কি পুলিশের সাহায্য নিয়ে?

শঙ্কর। ছেলেটির যে বাস্তবিক বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল তা জানেন কি?

চমকিয়া উঠিল জগদীশ শঙ্করের কথা শুনিয়া, কি বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল।

শঙ্কর। এখানে কোথায় থাকত ছেলেটি?

জগদীশ। শুনেছিলাম গ্রেট ইষ্টার্নে থাকত।

শঙ্কর উঠিল, বলিল, চলুন, কলকাতা ও দিল্লী পুলিশের সাহায্যে ছেলেটির খবর বের করতে হবে। বিয়ে বন্ধ করতে পারবেন না, বিয়েটা যাতে হয় দেখতে হবে। আমি ফোন করে জানছি দিলীপবাবু বাড়ী আছেন কি না।

দিলীপবাবু বাড়ী আছেন জানিয়া জগদীশকে লইয়া শঙ্কর ও গৌতম তাঁহার গৃহে গেল।

দিলীপবাবু ধীরভাবে সকল কথা শুনিলেন। শুনিবার পরে যে কথাটি জগদীশকে বলিবার জন্য তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে আসিল গৌতমের চিন্তিত, ক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া জানাইলেন গ্রেট ইষ্টার্নে তিনি নিজে যাইতেছেন, ঠিকানা ও কোন খবর তাহাদের জানা থাকিলে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে

কোন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। পাঞ্জাবে অনুসন্ধান করিতে হইলে দিল্লী পুলিশ সে ব্যবস্থা করিবে। জানাইবার মত কিছু খবর দুই তিন দিনের মধ্যে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। খবর পাওয়া গেলে তিনি লক্ষ্মী-আবাসে গিয়া জানাইবেন।

দিলীপবাবুর বাড়ী হইতে জগদীশ নিজের গৃহে গেল, গৌতমের অনুরোধ সত্বেও লক্ষ্মী-আবাসে আর বসিল না। এতদিন মেয়ের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রশ্রয় দিয়া আসিলেও হয়ত এই প্রকারের পরিণতির কথা সে ভাবে নাই তাহার অভিভূত ভাব দেখিয়া গৌতম ও শঙ্করের মনে হইল।

বাড়ী ফিরিয়া সরস্বতীকে সব কথা জানাইল গৌতম। লিজির দুঃসাহসের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন সরস্বতী। বলিলেন, ওর মা মানুষ নয়; বাপ যে রকমের মানুষ জানবার পর থেকে একটা বিপদের আশঙ্কা করছিলাম। কিংশুকের সঙ্গে বিয়ের কথা তুলেছিলাম, ওরা কানে তোলে নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দুর্ভিক্ষের বছরে জোর করে লিজিকে রাজনগরে না পাঠালে সেই সময়েই ও একটা কেলেঙ্কারী করত।

কোন জবাব না দিয়া গৌতম চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

দিলীপবাবুর মারফৎ কোন খবর আসিবার আগে যেদিন দেবানন্দ ও পিনাকী কলিকাতায় পৌছিল সে দিন সকালের দিকে জগদীশ টেলিগ্রাম পাইল লিজি ও সুজন সিংহের কাছ হইতে তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাহারা মণ্টোগোমেরী রওনা হইতেছে। জানাইয়াছে সেখানে পৌছিয়া আবার খবর দিবে।

জগদীশ টাট্টুর হাতে এই টেলিগ্রাম গৌতমের কাছে পাঠাইল তাহাকে খবর জানাইবার জন্য। সরস্বতী এই খবর শুনিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। নিজের সমাজ ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া মেয়েটার যে আর কোন দুর্গতি ঘটে নাই ইহা স্বস্তির কথা বই কি।

গোবিন্দপুর হইতে দেবানন্দ ও পিনাকী পৌছিল।

দেবানন্দের শরীর গোবিন্দপুরে কিছু ভাল হইয়াছে দেখিয়া গৌতম ও সরস্বতী আনন্দিত হইলেন।

পিনাকী পুষ্পের সংসারের কথা, লতার কথা বলিল, সেখানকার অবস্থার কথা বলিল। বলিল অবস্থা বাহিরে শান্ত মনে হয় কিন্তু লোকের মনে শান্তি নাই। পাকিস্তান আসিতেছে হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই বিশ্বাস। হিন্দুরা মুষড়িয়া পড়িয়াছে, আতঙ্কিতও হইয়াছে মুসলমান ছেলে ছোকরাদের ভাব দেখিয়া।

আক্রান্ত হইলে দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবার কল্পনা কোন হিন্দ মাথায় নাই। মেয়েদের কথা ভাবিয়া বিশেষ উদ্বেগ দেখা দিয়াছে হিন্দুমহলে। পু তাহার মেয়ে মণিমালার বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। মণিমাল সতের আঠারো বছর বয়েস হইল, খুব সুন্দরী মেয়ে। একদিন কথায় কং পিনাকীকে বলিয়াছিল পুষ্প মণিমালা ও লতাকে পলাশডাঙা পাঠাইবার ইচ্ছা আছে যদি গৌতম ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। পিনাকীর নিজের মতে বেশী দুশ্চিন্তা করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। লতাকে তাহার আনিবার ইচ্ছা ছিল, সে অন্য কারণে। যোগেন্দ্রবাবুর অবর্তমানে খাদি আশ্রমের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত মনে হওয়াতে লতার জন্য স্থায়ী আশ্রয়ের সন্ধান করিতেছে সে। লতা আসিতে ইচ্ছুক নয়। তাহা ছাড়া এখন মণিমালাকেও না আনিয়া শুধু লতাকে আনিলে তাহার ব্যাখ্যা অন্য রকম হইতে পারে। পলাশডাঙা আশ্রমের কাজকর্ম নিজের চোখে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল পিনাকী।

দেবানন্দের আসিবার খবর পাইয়া প্রসাদ, শেখর, বিরাজ আসিল। শেখর ও বিরাজ, যাহাদের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব পরিচয় ছিল, আলাপ করিয়া লক্ষ্য করিল একট গভীর মানসিক অবসাদ আসিয়াছে দেবানন্দের মধ্যে, সেই সঙ্গে আসিয়াে উদাসীনতা। শেখর মনে করিলেন অসুস্থতা এবং শোক অকাল বার্ধক্য আনিয়াছে. দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিরাজের মনে হইল বিপ্লবীকর্মী দেবানন্দের মৃত্যু হইয়াছে, দেশপ্রেমিক দেবানন্দের তিরোধান সম্ভব অদূরবর্তী। প্রসাদ তাঁহার সঙ্গে আলাপে অন্য রকম বুঝিল। পলাশডাঙা অশ্রেমে কোন রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মধারা আছে কিনা, বাহিরের কোন দলের সং আশ্রম কর্মীদের সংযোগ আছে কিনা, ডাঃ মাইতির বই ও প্রসাদের বইয়ের কি রকম আদর হইয়াছে বাংলায় এবং অন্যান্য প্রদেশে, এই দুইখানি বইয়ের পরিকল্পনায় মধ্যে যে আদর্শবাদ আছে তাহা কখনও বাস্তবক্ষেত্রে কর্মের প্রেরণা আনিতে পারিবে বলিয়া প্রসাদ নিজে বিশ্বাস করে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এব তাহার প্রদত্ত উত্তর লইয়া এমনভাবে তাহাকে জেরা করিলেন যে তাহার ধারণ হইল বাহিরে অবসাদ এবং উদাসীনতার দেয়াল তুলিয়া এই প্রবীণ বিপ্লবী নূতন বিপ্লবের বীজের অনুসন্ধান করিতেছেন।

নিজের ধারণার কথা স্ত্রীর-কাছে প্রকাশ করিয়া সে বলিল, সরিৎ, গৌতমের বড়মামাকে আশ্রমে ধরে রাখতে হবে। তোমাকে ও দুর্গাকে এ জন্য একটু তৎপর হতে হবে।

হাসিয়া সরিৎ বলিল, মানুষটির যে পরিচয় দিলে আমার ও দুর্গার বিদ্যায় কুলোবে কিনা সন্দেহ। উনি আশ্রমে যাবেন কবে?

প্রসাদ। আমার যখন সুবিধা হয় যাবেন বলেছেন। আমি আজ গুরুদেবকে লিখছি ওঁর কথা। শিবশঙ্করবাবুকে সঙ্গে নিতে হবে। পাঁচ ছ'দিন পরে যাওয়া যেতে পারে। তুমি দুর্গাকে একটু লিখে দাও।

॥ সাত ॥

জুলাই মাসের শেষের দিকে।

সরিৎ আগেই আশ্রমে চলিয়া গিয়াছিল, শিবশঙ্করও গিয়াছিল। পিনাকী ও দেবানন্দকে লইয়া প্রসাদ রওনা হইল।

যে কামরায় তাহারা ছিল পথে একটা ষ্টেশনে জমকালো পরিচ্ছদে
তেছে
মুসলমান ভদ্রলোক. য়ুনিফরম ও বেরেট ক্যাপে সজ্জিত দুইজন অনুচ
পাশে
সেই কামরায় উঠিলেন। আলাদা বেঞ্চিতে বসিয়া এই তিনজন নিজে
ওয়া।
নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিল। বক্তা প্রধানত সেই ভদ্রলোক, শ্রো
গ
অনুচর।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তার কিছু কিছু পিনাকীর কানে আসিতে সে সঙ্গী দুইজনের মনযোগ সে দিকে আকর্ষণ করিল। বক্তা বলিতেছিলেন ইংরাজরা অকৃতজ্ঞ, হিন্দুপক্ষপাতী, নহিলে যে রাজ্য তাহারা মুসলমানের হাত হইতে লইয়াছিল তাহা ভাগ বাটোয়ারার কথা বলিত না, মুসলমানকে ফিরাইয়া দিয়া নিজের মুলুকে চলিয়া যাইত। ইংরাজরা চলিয়া গেলে এই বাটোয়ারা কোথায় থাকিবে? হিন্দুদের সাধ্য হইবে মুসলমানের ন্যায্য দাবি রুখিতে? লড়াইতে হিন্দুরা চিরকাল কম মজবুত, নহিলে সতের জন তুর্কী সওয়ার আসিয়া অপদার্থ হিন্দুর হাত হইতে বাংলা কাড়িয়া লইত না। ইংরাজ সৈন্য আগে যাউক, তারপর নিজামকে বাদশাহ বানাইয়া আসফশাহী রাজ কায়েম করিবে মুসলমানরা তামাম হিন্দুস্তানে। লড়াই জানে না হিন্দুরা তাই অহিংসা অহিংসা করিয়া চিল্লাইয়া কাম ফতে করিতে চাহে।

দেবানন্দ এই আলাপ শুনিয়া হাসিতেছিলেন। পিনাকীর মুখের চেহারার পরিবর্তন হইতে দেখিয়া প্রসাদ বলিল, ঐ লোকটার বাড়ী মুন্সীডাঙায়, স্থানীয় খাকসার দলের নেতা। মাথায় একটু দোষ আছে, সব হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত

করিবার, এদেশে মুশ্লিম রাজত্ব কায়েম করিবার স্বপ্ন দেখে সব সময়ে। তাই লোকে ঠাট্টা করে ওর নাম দিয়েছে আলিমুদ্দীন বাদশা। আলিমুদ্দীন মিয়া নারী হরণে জন্য দু'বছর জেল খেটেছে।

প্রসাদের কথার কিছু বোধহয় তাহাদের কানে গিয়াছিল। অনুচর দুইটি বারবা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রসাদের দলের দিকে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া নেতাকে কি বলিতে লাগিল, বক্তৃতা বন্ধ করিয়া তিনি মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে প্লাটফরমে গেরুয়াধারী কয়েকজন যুবক এবং ভগ্নীপতি জ্ঞানীশ্বরকে দেখিয়া প্রসাদ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহাদের ডাকিল। এই দলটি পলাশডাঙা যাইবে। সদলে জ্ঞানীশ্বর প্রসাদদের কামরায় উঠিল।

গেরুয়াধারী দলটিকে দেখিয়া আলিমুদ্দীন মিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। এই দলের দুইজনকে সে চিনিয়াছিল। নারীহরণের মোকদ্দমায় ইহারা তাহাকে বড় হয়রান করিয়াছিল। নেতার ভাবান্তর দেখিয়া সঙ্গী দুইটিও মুখ ফিরাইয়া বসিল।

'দবানন্দ ও পিনাকীর সঙ্গে জ্ঞানীশ্বরের পরিচয় করিয়া দিল প্রসাদ, জ্ঞানীশ্বরের
'.ন কি দুই চারটি কথা বলিল। শুনিয়া সে একটু চমকিত হইল, পায়ে
বিরাজ দেবানন্দকে প্রণাম করিল।

গভীর শ্বরের চমকিত হইবার কারণ এককালে সে বিপ্লবী দলে ছিল এবং পুলিশের
ৗয় দেশ ছাড়িয়া তাহাকে বাহিরে পালাইতে হইয়াছিল। দেবানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না তাহার কিন্তু বিপ্লবী দলের মধ্যে দেবানন্দের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা সে জানিত।

তাহার কাছে সকলে শুনিল মুন্সীডাঙা অঞ্চলে কিছু গোলমালের আশঙ্কা করিয়া শিবশঙ্কর জ্ঞানীশ্বরকে দেশের বাড়ী হইতে অবিলম্বে আশ্রমে ফিরিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিল।

পলাশডাঙা ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে দেখা গেল আশ্রমের লোক ছাড়া শহরের বহুলোক আসিয়াছিল দেবানন্দ ও পিনাকীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। সকলেই শুনিয়াছিল একজন দেশপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা এবং নেতাজীর একজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিতেছেন পলাশডাঙায়। আশ্রমের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনাকারী দলের মধ্যে শিবশঙ্কর ও প্রসাদের ভগ্নী দুর্গা ছিল।

দুই অতিথিকে প্লাটফরমের বাহিরে লইয়া যাইবার সময়ে শহরবাসীর পক্ষ হইতে যাহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা অনুরোধ জানাইলেন কিছু বলিবার জন্য। শিবশঙ্কর ও প্রসাদকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল কয়েকদিন পরে শহরে সভা আহবান করা হইবে

উদ্দেশ্যে। অতিথিরা আশ্রমে কিছুদিন থাকিবেন এ কথাও জানানো হইল। অধিকারীরা নিরস্ত হইলেন।

আশ্রমের দ্বারে পরমানন্দদেব দেবানন্দ ও পিনাকীকে অভ্যর্থনা করিলেন। পলাশী নদীর বাঁধের কাছে প্রসাদের কুটিরের পাশে নূতন একটি কুটিরে দেবানন্দ পিনাকীর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুটিরে তাঁহাদের পৌছাইয়া দিয়া দুর্গাকে দেখাইয়া পরমানন্দদেব বলিলেন আমার এই মায়ের হাতে আপনাদের ভার পড়েছে। রাত হয়ে এল। আজ আর আপনাদের বিরক্ত করব না। ওঁর হাতে আপনাদের রেখে আজ বিদায় নিচ্ছি, কাল সকালে আবার দেখা হবে।

দিন দুই কাটিল প্রসাদ ও শিবশঙ্করের সঙ্গে ঘুরিয়া আশ্রমের কাজকর্মের ব্যবস্থা দেখিতে। আশ্রমের পরিচালিকা শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে, বিশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইল।

জায়গাটি দেবানন্দের বড় ভাল লাগিল। কত রকমের কাজকর্ম চলিতেছে সুবিস্তীর্ণ আশ্রমে, কত লোকের আনাগোনা, কিন্তু পলাশী নদীর বাঁধের পাশে সুপরিচ্ছন্ন, সুন্দর কুটিরগুলিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে শান্তির আবহাওয়া। গোবিন্দপুরের দিগন্ত বিস্তৃত, অবারিত সমতল মাঠ এখানে নাই, ঈষৎ আর্দ্র, স্নিগ্ধ শ্যামলিমার অজস্র ঐশ্বর্য নাই, মন এখানে গাছে, লতায়, ঝোপে ঝাড়ে, শস্যসম্ভাবিতা মাঠে তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িবার অবকাশ পায় না, পলাশী নদীর এপাড়ে উঁচু নীচু, ঈষৎ রুক্ষ গেরুয়া রংয়ের মাটিকে শ্যামল শোভায় সাজাইয়াছে মানুষের হাত। চোখে পড়ে নদীর বাঁধের ওপারে সবুজ আচ্ছাদনে আবৃত টিলাগুলি, উপরে নীল আকাশ।

সকালে পলাশীর বাঁধের উপরে কিছুক্ষণ বেড়াইয়া কুটিরের সম্মুখে মালতীকুঞ্জের কাছে মোড়া পাতিয়া বসেন দেবানন্দ, বিশ্রাম করেন। দুর্গা আসিয়া দাঁড়ায় কাছে, বলে এই বেড়িয়ে ফিরলেন, একটু পরে খাবার দেব, কেমন?

দেবানন্দ বলেন, তাই দিয়ো, বসো আমার কাছে।

বারান্দা হইতে আরেকটি মোড়া আনিয়া দুর্গা বসিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটে। বাতাসের দোলা লাগিয়া মালতীলতা হইতে একটি ফুল ঝরিয়া পড়িল দুর্গার কোলে।

তাহার শান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেবানন্দ বলেন, তোমাদের এই জায়গাটা ভাল লেগেছে আমার। চুপ করে বসে ভাবছিলাম এই ভাল লাগার কারণ কি। ইন্দ্র আমাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসতে চেয়েছিলেন। ঠিক জানিনা বোধ হয় তাঁর

ইচ্ছা ছিল গৌতমের বিয়ে দিয়ে এখানে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাবেন। তা হল না, আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে সব শেষ করে দিল।

হঠাৎ ইন্দ্রনারায়ণের কথা উঠিতে দুর্গার মন বিচলিত হইল। দৃষ্টি নত করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

চাহিয়া দেখিলেন দেবানন্দ। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, ইন্দ্রের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চাই, যদি তোমরা একটু স্বাধীনতা দাও আমাকে।

দেবানন্দের দিকে চাহিল দুর্গা, তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে পারে নাই সে।

দেবানন্দ বলিলেন, ইন্দ্রকে তোমরা মেয়ের মত সেবা করেছ শুনেছি। ইন্দ্র ছিলেন জমিদার মানুষ। আমি অবিসম্বাদী ভবঘুরে। সতের আঠারো বছর বয়সে বাড়ী ছেড়েছি। কখনও কারো সেবা প্রয়োজন হয় নি। বুড়ো বয়সে রোগে পড়ে অকর্মণ্য হয়েছিলাম, সেই সুযোগে যেটুকু স্বাবলম্বন অবশিষ্ট ছিল পুষ্প তা হরণ করেছে। কিন্তু আবার স্বাবলম্বী হতে চাই আমি। সাধারণ কর্মীদের জন্য যে ব্যবস্থা আছে তার অতিরিক্ত কিছু আমি চাই না। কিছু কাজও আমাকে দিতে হবে। ছেলে পড়াতে পারি। গোবিন্দপুরের খাদি আশ্রমের শিল্পালয়ে সুতো কাটা, তাঁত চালানো, সাবান তৈরী, গুড় তৈরী করবার কাজগুলো মোটামুটি শিখে নিয়েছি। এর কোন একটা কাজ দাও আমাকে।

দুর্গা হাসিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, গুরুদেবকে বলব এ কথা। এখন আপনার খাবার আনি।

প্রসাদের কুটিরে গেল দুর্গা, সেখানে অতিথিদের জন্য আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

দেবানন্দকে খাওয়াইয়া, পিনাকী ও প্রসাদ ফিরিলে তাহাদের খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দুর্গা বলিল, চলুন, আমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসবেন একটু।

দেবানন্দ। কোথায় নিয়ে যাবে?

দুর্গা। গুরুদেব ও মা আসছিলেন আপনার কাছে, বললাম বেড়িয়ে ফিরলে ওঁকে খাইয়ে আমি নিয়ে আসব সঙ্গে করে।

দেবানন্দ। চলো তাহলে।

পরমানন্দদেব অপেক্ষা করিতেছিলেন দেবানন্দের জন্য। তাঁহাকে বসাইয়া দুর্গাকে বলিলেন—ওঁকে খবর দাও।

একটু পরে শকুন্তলা দেবী আসিলেন।

দেবানন্দ নমস্কার করিলেন আশ্রম পরিচালিকাকে। উত্তরে একটু হাসিয়া পায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন শকুন্তলা দেবী, বলিলেন, আপনার আশীর্বাদ ও স্নেহপ্রার্থিনী আমি।

তাহার শান্ত, স্নিগ্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া দেবানন্দ বলিলেন, আপনাকে আশীর্বাদ করবার যোগ্যতা বয়েস ছাড়া আর কোন দিক দিয়ে আমার নাই। পথের শেষে পৌছে দিন গুনছি আমি, একটু শান্তির জন্য লালায়িত।

শকুন্তলা দেবী বলিলেন, সারা জীবন ছুটে বেড়িয়েছেন, এবার স্থির হয়ে এখানে থাকুন কিছুদিন এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে শকুন্তলা দেবী উঠিলেন, বলিলেন, আজ আপনাদের দু'জনের মধ্যে আলাপ হোক, আরেকদিন আমাদের আলাপ হবে।

দুর্গা তাঁহার সঙ্গে গেল।

পরমানন্দদেবের প্রশ্নের উত্তরে দেবানন্দ নিজের কথা কিছু বলিলেন। শেষে হাসিয়া বলিলেন, আমার অবস্থা এবং গান্ধীজীর এখনকার অবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। আমার মত তিনিও যুদ্ধে হেরে গেছেন, তফাৎ এই যে দেশবাসীর ওপরে এখনও তাঁর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সে কথা স্মরণ রেখে তাঁকে দলের মানে কংগ্রেসের এডভাইজরের পদ দেয়া হয়েছে। আমার দল ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই আমি বেকার।

একটু থামিয়া, আবার বলিলেন, কম্প্রোমাইজের পথে চলতে চলতে নেতারা এখন যে সর্বনাশের মুখে পৌছেছেন তার স্বরূপ ধারণা করবার বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি কারো আছে বলে মনে হয় না। ক্যাবিনেট মিশন এদেশে আসবার পরে পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা করলেন, "The congress is not going to agree to the League demand for Pakistan under any circumstances whatsoever, even if the British Government agrees to it" (6.4.46)। আবার ঐ বক্তৃতাতেই তাঁকে বলতে শোনা গেল, "Particular areas which wanted to part company would not be compelled to remain…" যে মাসে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যানের রচয়িতাদের, ইংরাজ জাতির sincerityর জয়গান শুনেছি গান্ধীজীর মুখে। একটু হাসিয়া বলিলেন, এমনতর অদ্ভুত ব্যাপার জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দেখা গিয়েছে কিনা সন্দেহ।

পরমানন্দদেব আশ্রমের ইতিহাস ও আদর্শের কথা বলিলেন। বলিলেন, হিন্দুদের কাপুরুষতা ও অনুদারতার জন্য সমাজে ভাঙ্গনের ফলে যে পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল

তাকে ঠেকাবার জন্য মাতাজী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমার গুরুদেব ব্রহ্মচারী বিমলদেবের প্রেরণায় আশ্রমের কার্যক্ষেত্র এবং আদর্শের বিস্তার হয়েছে। ক্লীবতার বীজাঙ্কুর আক্রমণে ব্যাধিগ্রস্ত হিন্দুসমাজের চিকিৎসা, সঙ্ঘবদ্ধতা, সাহস, রাজনৈতিক স্বচ্ছবুদ্ধি, জাতীয়তার আদর্শ প্রচার, এই সব মৌলিক আদর্শ নিয়ে আশ্রম বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে কাজ করছে। আমি নিজে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সংস্রব বর্জন করে চরিত্রগঠন, আদর্শবাদ ও সঙ্ঘবদ্ধ কর্মশক্তির চর্চা, এইসব গঠনমূলক প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করছি।

মনযোগ দিয়া শুনিতেছিলেন দেবানন্দ। পরমানন্দদেব থামিতে হাসিয়া বলিলেন, বড় একটা কথা বাদ দিলেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়দেব জন্য যে আদর্শবাদের বীজ বপন করছেন আশ্রমের কর্মীরা আপনার প্রেরণায়, আমি ডাঃ মাইতি ও প্রসাদের কথা বলছি, তার কথা বাদ দিলেন। দেশের ইনটেলেকচুয়ালদের চোখে ভবিষ্যতে আশ্রমের কর্ম-তালিকায় এই অংশ হবে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এখনও তাঁদের চোখ পড়েনি এদিকে।

মৃদু হাসিয়া পরমানন্দদেব মাথা নত করিলেন। বলিলেন, এ আলোচনা আরেক দিন হবে। আপনি আসন্ন সর্বনাশের কথা বললেন। আপনার কাছে গোপন করব না, ইংরাজ যে পথে আমাদের স্বাধীনতার দাবির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে তার ফলে দেশবাসীর ভাগ্যে কি আছে ভেবে আতঙ্ক বোধ করছি।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে পরমানন্দদেব বলিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক। চলুন, কুটিরের ভেতরটা একটু দেখবেন।

পরদিন পিনাকীকে উপাসনা মন্দিরে নেতাজীর সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইল উপাসনার পরে। আগের দিন পলাশডাঙ্গা শহরে বড় সভায় তাহাকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাহিনী সম্বন্ধে বলিতে হইয়াছিল।

দিন চার পরে সকালে দেবানন্দ ও পিনাকী পলাশীর বাঁধের উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে আলাপ করিতেছিল। দুর্গা ও তাহার ছেলে বাঁধের উপর উঠিয়া আসিল। পিনাকীকে দেখিয়া ভোম্বল হাত তুলিয়া বলিল, জয় হিন্দ!

পিনাকী বলিল জয় হিন্দ! তারপর তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া বলিল—চলো, শিবশঙ্কর বাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি।

পুত্রকে মহানন্দে পিনাকীর কাঁধে সওয়ার হইতে দেখিয়া দুর্গা হাসিল। তাহারা বাঁধ হইতে নামিয়া গেলে বলিল, চলুন, আমরা বাঁধের ওপরে একটু বেড়াই।

দেবানন্দের পাশে চলিতে চলিতে সে বলিল, গৌতমের বিয়ে দেয়া দরকার এবার। কি করছেন আপনারা ভাই বোনে?

হাসিয়া দেবানন্দ বলিলেন, অনেককাল আগে আমি পুষ্পের বিয়েতে ঘটকালি করেছিলাম বটে, তারপর থেকে সাংসারিক কোন ব্যাপারে থাকি না। ইন্দ্র তাঁর কাজ শেষ না করে চলে গেলেন। এবার তোমরা উদ্যোগী হও, আমাদের দিয়ে কিছু হবে না।

দুর্গা। একটি মেয়ে কাকাবাবু দেখেছিলেন, পছন্দও করেছিলেন শুনেছি। সে সম্বন্ধ যদি না ভেঙ্গে দিয়ে থাকে—

দেবানন্দ। সরস্বতীকে লিখে খবর নিতে পারো, আমি কিছু বলতে পারি না।

কথাবার্তা চলিতেছে দুর্গা দেখিল শিবশঙ্কর, পিনাকী ও তাহার স্কন্ধারূঢ় ভোম্বল আসিতেছে।

বাঁধের উপরে উঠিয়া দেবানন্দকে নমস্কার করিয়া শিবশঙ্কর বলিল, গুরুদেব আপনার কাছে পাঠালেন আমাকে, আসুন।

দেবানন্দ। কোন খবর আছে? আপনাকে একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছে যেন।

শিবশঙ্কর। খবর আছে। পিনাকী বাবুও চলুন।

সকলে বাঁধ হইতে নামিয়া ব্রহ্মচারী বিমল কুটিরের দিকে চলিল।

পথে দুর্গা বলিল, ভোম্বলকে নামিয়ে দিন, ওকে বাড়ীতে রেখে আসছি আমি।

কুটিরে পৌঁছিয়া দেবানন্দ দেখিলেন জ্ঞানীশ্বর এবং আশ্রমের আর জন দুই কর্মীর সঙ্গে পরমানন্দদেব কথা বলিতেছেন। জ্ঞানীশ্বরের হাতে কয়েকখানি খবরের কাগজ।

কাগজে ২৯শে জুলাই তারিখে মুস্লিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনের বিবরণ এবং ১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির হইবার খবর দিল।

সকলে বসিলে জ্ঞানীশ্বর লীগের সভার বিবরণ পড়িয়া শুনাইল। একটি প্রস্তাবে লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের ৬ই জুন তারিখের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবি আদায় করিবার জন্য ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্তের হেতু কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কংগ্রেস গ্রুপিংয়ের ব্যবস্থা অকেজো করিয়া দিবে এবং কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে এই আশঙ্কা ("They will wreck the basic form of the grouping of the provinces and extend the scope, powers and subjects of the Union centre")। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের

উদ্দেশ্য "to launch a struggle against all the forces that stand in the way of achieving Pakistan."

লীগ সভার তৃতীয় দিনে লীগ নেতারা যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন শিবশঙ্কর তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িয়া শুনাইতে লাগিল :

"On this day we bid good bye to constitutional methods.·· We were moved by a desire not to allow the situation to develop into civil war or bloodshed. The situation should be avoided if possible. In our auxiety to try to come to a peaceful settlement with the other major party we made the sacrifice of giving three subjects to the centre and accepted a limited Pakistan. We offered this unequivocal sacrifice at the altar of the Congress··· We have learnt a bitter lesson···Now there is no room for compromise. Let us march on···We cannot agree to a Quisling Muslim sent by the Congress to the Executive Council,···(Quotation from Firdousi) 'If you seek peace we do not want war, but if you want war we will accept it unhesitatingly." (Jinnah).

আরও কয়েকটি বক্তৃতার কিছু অংশ, পড়িল শিবশঙ্কর। পরমানন্দদেব বলিলেন, মিঃ জিন্নার বক্তৃতাটি সম্পূর্ণ পড়ো আবার।

পড়া শেষ হইলে পরমানন্দকে বলিলেন, মিঃ জিন্না লীগের পক্ষ থেকে reason, justice, fair play, statesman shipএর দাবি করেছেন, কংগ্রেস তাঁর মতে perfidious। পার্লামেণ্টারী কমিশনের রিপোর্ট তাঁর মতে devoid of political ethics, every manner of principle and morality. তাঁর ক্রোধের কারণ, ছয়টি প্রদেশের কর্তৃত্ব পেয়েও ক্রোধের কারণ, কেন্দ্রে তাঁর সমান সংখ্যার দাবি মেনে নেয়া হচ্ছে না, আর একজিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান সভ্য মনোনীত করবার দাবি অগ্রাহ্য করা হচ্ছে না। মি. জিন্নার ক্রোধের আসল কারণ কেন্দ্রেও কেন তাঁকে কংগ্রেসের সমান সংখ্যক সভ্য দেয়া হবে না, যখন ওয়াভেল সাহেব এই দাবি মেনে নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন? একবার এই দাবি গৃহীত হলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টেও তাঁর ভেটোর ক্ষমতা অপ্রতিহত হত।

দেবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, মি. জিন্নার

বক্তৃতার সুর আবদারে ছেলের বায়নার সুর। লর্ড ওয়াভেল এবং মি. চার্চিলের চিঠি পকেটে রেখে তিনি ক্যাবিনেট মিশনকে গালাগালি করেছেন। মনে হয় পেথিক লরেন্স সাহেবের ওপর তাঁর রাগটা একটু বেশী। কিন্তু এটা তো বাহ্য। তাঁর ক্রোধ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ডাইরেক্ট একশানের লক্ষ্য তা হলে কংগ্রেস বা হিন্দু? উদ্দেশ্য কংগ্রেসকে parityর দাবি বা দেশবিভাগের দাবি মানতে বাধ্য করা? একশনটা কি ধরণের হবে? অহিংস অসহযোগ নয় বোধ হয়?

শিবশঙ্কর। একশানের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। মুস্কিল এই যে সাধারণ হিন্দুরা, যারা হবে একশানের লক্ষ্য, কোন সতর্কবাণী কানে তুলতে চায় না তারা, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ওপরে তাদের বিশ্বাস এখনও অটুট।

দেবানন্দ। টোরীদল ও তাদের মনোনীত ভারত গভর্ণমেণ্ট লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসরে অবতীর্ণ হচ্ছে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার মানে গৃহ-যুদ্ধ ঘোষণা। শিবশঙ্কর বাবু, ১৬ই মে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় শেষের ওয়ার্নিংয়ের কথাগুলো কি?

শিবশঙ্কর। "Alternative to peaceful settlement by agreement would be a danger of violence, chaos and even civil war.…It would be a terrible disaster for many millions of men, women and children."

এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল পিনাকী। শিবশঙ্কর থামিতে বলিল, ১৯৪৫-এ জিন্না সাহেবের নেতৃত্ব প্রায় খতম হয়ে এসেছিল, প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে তাঁকে পাগলামির এই স্তরে এনেছে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট। মুস্লিম লীগ হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ইম্পিরীয়ালিষ্ট দলের হাতের অস্ত্র হিসাবে চিরকাল কাজ করেছে, এখনও করছে, পরেও করবে। যদি গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে রক্তপাত ঘটবে তার প্রতিটি বিন্দুর জন্য দায়ী হবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট।

পরমানন্দদেব। দেবানন্দবাবু, গৃহযুদ্ধ বাধবে বলে আপনার বিশ্বাস?

দেবানন্দ। বাধবে মনে হচ্ছে। লর্ড ওয়াভেল ও তাঁর সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র সেই পথে নিয়ে চলেছেন আমাদের, পেছনে রয়েছে টোরীদল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। পরমানন্দদেব ও দেবানন্দকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া শিবশঙ্কর উঠিল, ইসারায় জ্ঞানীশ্বরকে ডাকিল, পিনাকীও উঠিয়া বাহিরে গেল তাহাদের সঙ্গে।

দুই তিন দিনের মধ্যে আশ্রমের কর্মীদলের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল। পলাশ-ডাঙা শহরে আশ্রমের সংযোগ অফিসে শিবশঙ্কর ও জ্ঞানীশ্বর শহরের হিন্দু প্রধানদের

পরামর্শ সভায় আহ্বান করিয়া আসন্ন দুর্যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। শহরের খাকসার ও লীগদলের গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। মুসলমান প্রধান মুন্সীডাঙার উপকণ্ঠে আদিবাসী কর্মকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য শিবশঙ্কর ও জ্ঞানীশ্বর উভয়ে গেলেন। আদিবাসীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইল।

বাংলার লীগমন্ত্রীদল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষ্যে ১৬ই আগষ্ট ছুটি ঘোষণা করিল। জনসভায় এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করা হইল এবং গভর্ণর সি বারোজের কাছে প্রতিনিধিদল গেল এই ঘোষণা প্রত্যাহার করিবার জন্য, কিন্তু কোন ফল হইল না।

দুইদিন ধরিয়া পরমানন্দদেবের সঙ্গে শিবশঙ্করের নিভৃতে আলোচনা হইল। শিবশঙ্কর কলিকাতার একখানি চিঠি দেখাইলেন তাঁহাকে। চিঠিতে জানানো হইয়াছে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে বাংলার লীগদলের প্রধান মন্ত্রী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন কলকাতায় fire works দেখাইবেন বোম্বাই হইতে ফিরিবার সময়ে তাঁহার লীগ সহকর্মীদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আলোচনার দ্বিতীয় দিন মৌলির এবং কলিকাতা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সহকর্মীর দুইখানি টেলিগ্রাম আসিল শিবশঙ্করের নামে, অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে হইবে।

শিবশঙ্করের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পিনাকী দেবানন্দকে স্বীয় সঙ্কল্পের কথা জানাইল। দেবানন্দ বলিলেন—যাও, কোন কাজে আসতে পারো কিনা দেখ। তবে কোন দিকে ছিটকে প'ড়ো না, শিবশঙ্করবাবুর সঙ্গে থেকো। আর তাঁকে বলো আমি এখানে রইলাম।

জ্ঞানীশ্বরের হাতে আশ্রমের ভার দিয়া পিনাকীকে লইয়া শিবশঙ্কর কলিকাতা রওনা হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১৯৪৬)

॥ এক ॥

কলিকাতা আগষ্ট, ১৯৪৬

গৌতম পুষ্পকে চিঠি লিখিয়াছিল মণিমালা ও লতাকে কলিকাতা পাঠাইবার জন্য যদি গোবিন্দপুরের অবস্থা ভাল বলিয়া মনে না হয়। ১৫ই বিকালে প্রতীক্ষিত উত্তর আসিল। পুষ্প লিখিয়াছে : লতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে যেতে ইচ্ছুক নয়। বলে কাজ ফেলে কোথাও যাবার সময় নাই, ইচ্ছাও নাই আমার। ওঁর শরীর ভাল নয় বলে আমি নিজে বেশী সময় পাই না, আমার কাজগুলো লতা তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। বিনয়, লতা ও মণি মিলে সব চালায় আজকাল। মণির বিয়ের জন্য আমরা দু'জনেই চিন্তিত। দেখতে যেমন ভাল তেমনি গুণের মেয়ে হয়েছে মণি। তাই যার তার হাতে তুলে দিতে চায় না মন। যদি ভাল ছেলের খোঁজ পাও আমাদের জানিয়ো। তোমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তেমন ছেলে নাই কি? অসুস্থ শরীরে মণির জন্য উনি খুব ভাবেন। তোমার চিঠি আসবার পরে বললেন, যদি মণির বিয়ে দেবার আগেই আমাকে যেতে হয় ওকে এখানে রেখো না, গৌতমের কাছে পাঠাবে।

তারপর লিখিয়াছে : পাকিস্তান হবে বলে এদিককার মুসলমানদের খুব আনন্দ। হিন্দুদের জমিজমা, বাড়ীঘরের ওপর চোখ পড়েছে ওদের, কারণ ওরা ধরে নিয়েছে পাকিস্তান হলে হিন্দুরা থাকবে না। যারা চলে গিয়েছে তাদের জমিজমা, জিনিসপত্র সস্তায় কিনে অনেকের লোভ বেড়েছে। হিন্দুদের তাড়াবার জন্য চাপ দেবার কথা বিল এলাকা থেকে কিছু কিছু শোনা যাচ্ছে, এদিকটাতে সে ভাব এখনও দেখা দেয় নাই। তা ছাড়া এখানকার বহু মুসলমান আমাদের কাছে উপকৃত, খুব সম্মান করে ওঁকে। কতদিন এভাব বজায় থাকবে বলা কঠিন। কোনরকম গোলমালের সূচনা দেখলে লতা ও মণিকে তোমার কাছে পাঠাব ভেবে রেখেছি। আমরা গোবিন্দপুর ছেড়ে কোথাও যাব না যাই ঘটুক।

পুষ্পের চিঠির শেষ লাইনে 'যাই ঘটুক' পড়িয়া নিজের মনে প্রশ্ন করিল গৌতম,

কি ঘটিতে পারে ? প্রশ্নের উত্তরের কথা ভাবিতে গিয়া মনে পড়িল আগামীকাল ‘ডাইরেক্ট একসানের দিন। হরতাল হইবে, মিছিল হইবে, ময়দানে সভা হইবে আর কোন প্রোগ্রাম আছে নাকি ? আয়োজন চলিতেছে কিছুকাল ধরিয়া কিংশুকের কাছে আভাস পাইয়াছে, এই আয়োজন কি ডাইরেক্ট একশানের জন্য ? কিংশুকের দেখা পাওয়া কঠিন। দুইদিন আগে আসিয়াছিল কয়েক মিনিটের জন্য। কি কাজে সে ব্যস্ত প্রশ্ন করিলে হাসিয়া বলিল, সোসিও-পোলিটিকেল রিসার্চের নূতন phase আরম্ভ হবে শীগগির। আমার টেরিটি বাজার ও কলিঙ্গ বাজরের বন্ধুরা জানিয়ে দিয়েছেন আর যেন না যাই তাঁদের কাছে। দেখলাম দু’জায়গাতেই অনেক নূতন লোকের আমদানী হয়েছে এবং সকলের বড় ব্যস্ত ভাব। এঁদের অনেকের আমার ওপরে দৃষ্টিপাতটা তেমন মিষ্টি বলে মনে হল না। রাস্তায় বেরিয়ে কলিঙ্গবাজারের এক পুরণো বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, ডাইরেক্ট একশনে তোমরা কি করবে ? বলল, হরতাল, মিছিল, মিটিং।

বললাম, এ তো জানি, আর কিছু হবে ?

মুচকি হেসে বঙ্গোর্দু জবানে বলল—ক্যা বাতাউঙ্গা ? কুছ রোশনাই ভি হো শকতা।

বললাম, রোশনাই ? Illumination ?

বলল, জি, হাঁ, illumination. এয়সা illumination কভি নহী দেখা। তারপর বলল, আচ্ছা আসি ভাই, হাতে কাম আছে। আল্লার মরজি হলে আবার দেখা হবে। আর এসো না এ সব মহল্লায়।

চায়ের ফরমায়েস করিয়াছিল কিংশুক। চা খাইতে খাইতে বলিল, রোশনাই কথাটা কি অর্থে বলল আমি এখনও বুঝতে পারিনি। Illumination না fire works ?

চা খাইয়া চলিয়া গেল কিংশুক, তারপর আর দেখা হয় নাই।

পুষ্পের চিঠি হাতে বসিয়া গৌতম ভাবিতেছে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল বিরাজদা খবর পাঠাইয়াছেন হৈমন্তীদির অসুখ। একবার যাইতে হইবে সে ভাবিল।

হাতে কিছু কাজ ছিল, সেদিন আর বাহির হইতে পারিল না। পরদিন সকালে চা খাইয়া বিরাজের গৃহে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আজ ১৬ই আগষ্ট, ছুটি ঘোষণা করিয়াছে গভর্ণমেণ্ট, সুতরাং কলেজ বন্ধ। ফিরতে দেরি হইলেও ক্ষতি নাই। জামা গায়ে দিয়া সরস্বতীকে বলিয়া শঙ্করের ঘরে ঢুকিল। কাল হইতে শঙ্করের জর

হইয়াছে, অফিসে যাইতে পারে নাই। শঙ্কর তখনও ঘুমাইতেছে দেখিয়া রাস্তায় বাহির হইল।

রাস্তায় চলিতে চোখে পড়িল বড় দোকানগুলি খোলে নাই, ছোট ছোট দোকান খোলা। লোকে জটলা করিতেছে রাস্তায় দাঁড়াইয়া, গাড়ীঘোড়ার চলাচল কম।

বিরাজের বাড়ী পৌঁছিয়া শুনিল হৈমন্তীর অবস্থা ভাল নয়, ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। বিরাজ বলিল, রাঁচীতে বাড়ী নিয়েছি। আর সপ্তাহখানেকের মধ্যে অবস্থার কোন উন্নতি না দেখলে এখান থেকে চলে যাব। যা দেখছি অবস্থা শহরে হয়ত এর মধ্যে চলে গেলে ভাল হত। সকালে ডাক্তারের কাছে যাবার দরকার হল। গাড়ী বের করতে বলাতে শুনলাম মুসলমান ড্রাইভার অনুপস্থিত। উড়িয়া মালী ও চাকরবাকরদের নাকি কি সব ভয় দেখিয়ে গিয়েছে যাবার সময়। রিক্সা করে যেতে হল। মালী বাইরে গিয়েছিল, একটু আগে ফিরল। কোথায় নাকি খুব গোলমাল হচ্ছে শুনে এসেছে। বাজার থেকে চাকর খবর আনল এ পাড়ার মুসলমান বিড়িওয়ালা, ফলওয়ালারা কাল দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছে, আজ কেউ আসে নাই। মুসলমান ছাতাওয়ালা, ধুনুরী, ঘোড়াগাড়ীওয়ালা, সবাই অনুপস্থিত।

হৈমন্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিল গৌতম, তারপর বেলা হইয়াছে দেখিয়া বিদায় লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বড় রাস্তায় পড়িয়া দেখিল রাস্তায় জটলাকারীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকলের মুখেই গোলমালের কথা, কি গোলমাল, কোথায় গোলমাল কেহ সঠিক জানে না। ডিপোর কাছে আসিয়া একজন ট্রাম কর্মচারীর মুখে শুনিল ট্রাম বন্ধ, এসপ্লানেডে, ধর্মতলায় গোলমাল বাধিয়াছে। আরও কোন খবর পাওয়া যায় কিনা জানিবার জন্য সে কর্মচারীকে প্রশ্ন করিতে যাইবে ভিড়ের মধ্যে তাহার পাশ হইতে কে বলিল, নমস্কার, গৌতমবাবু।

গৌতম দেখিল সোশিয়ালিস্ট ব্যুরোর সেক্রেটারী মিস ডোরোথি সরকার।

মিস সরকার জানাইল আজ ছুটি আছে বলিয়া কাল সন্ধ্যার সময় সে দিদির বাড়িতে আসিয়াছিল। আজ বাড়ী ফিরিবার জন্য বাহির হইয়া দেখে ট্রাম বন্ধ, ট্যাক্সি পাওয়া যাইতেছে না।

গৌতম বলিল, তাহলে দিদির বাড়িতে থেকে যান।

মিস সরকার। বাড়ীতে ছোট বোন ও বুড়ো অন্ধ বাবা আছেন, আর কেউ নাই এখন। মুসলমান চাকর ও দাই আছে। তারা অবিশ্যি খুব বিশ্বস্ত, অনেকদিন

রয়েছে। কয়েকদিন থেকে পাড়ায় খুব কুচকাওয়াজ, সভা হচ্ছে দেখছি। ইণ্টালীতে ক্রিশ্চিয়ান পাড়ায় কি গোলমাল হতে পারে বুঝতে পারছি না, তবু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যেতেই হবে বাড়ীতে, বাবা, আমার বোন বড্ড ভাববে না গেলে।

গৌতম। চলুন তাহলে, একখানা ট্যাক্সির চেষ্টা করা যাক।

অনেক চেষ্টায় এক পাঞ্জাবী ট্যাক্সি চালককে বেশী ভাড়া স্বীকার করিয়া যাইতে রাজি করানো গেল। মিস সরকারকে ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিল গৌতম।

বাড়ী ফিরিতে সরস্বতী বলিলেন, নানারকম গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছে, মারামারি, লুটতরাজ আরম্ভ হয়েছে নাকি? তুই কিছু জানতে পারলি?

গৌতম। রাস্তায় শুনলাম, গড়ের মাঠে, ধর্মতলায় গোলমাল হচ্ছে, ট্রাম বাস সব বন্ধ। মারামারির খবর কোথায় শুনলেন?

সরস্বতী। পাড়ার কয়েকটি ছেলে এসেছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে, তারা বলল। পাড়ায় রক্ষী পার্টি করবে, বন্দুক, পিস্তল বাড়ীতে আছে কি না, কতজন পুরুষ মানুষ থাকে. বাড়ীতে নানারকম প্রশ্ন করল। ওরাই বলল, সারা কলকাতায় নাকি দাঙ্গা হবে, আজ সকাল থেকে নাকি দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। আবার আসবে ছেলেরা।

স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল গৌতম। তারপর বলিল, পিনাকীদা এখনও ফিরল না। তাঁর ভাত ঢেকে রেখে সবাই মিটিয়ে নিন। আমি স্নান করে নিচ্ছি, শঙ্করদাকে কি খেতে দিলেন?

সরস্বতী। রুটি খেল। ওর অফিস থেকে ফোন করেছিল যেতে পারবে কিনা, তাহলে গাড়ী পাঠাবে।

কি জবাব দিলেন শঙ্করদা? গৌতম প্রশ্ন করিল।

সরস্বতী। আজ যেতে পারবে না, কাল জানিয়ে দেবে যেতে পারবে কিনা।

বিকালের দিকে কোন খবর পাওয়া যায় কিনা জানিবার জন্য গৌতম বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে ভৃত্য একখানি চিঠি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া জানাইল প্রসাদবাবুর বাড়ীর লোক আনিয়াছে।

প্রসাদ লিখিয়াছে: শিবশঙ্করবাবু ফোন করেছিলেন, তোমাকে জানাতে বলেছেন পিনাকীবাবু কাজে ব্যস্ত আছেন, ফিরতে পারবেন না। হাতে কাজ না থাকলে সন্ধ্যার আগে চলে এসো এখানে, খবর আছে।

নানারকম গুজব বাড়ীর ভৃত্যদের মারফৎ তাহার কানে আসিতেছিল ইতিমধ্যে।

আগুন লাগাইয়া দিতে দিতে এবং হিন্দু দোকান লুট ও হিন্দুদের প্রহার ও হত্যা করিতে করিতে এই জনতা ধর্মতলা ধরিয়া স্থরেন্দ্র ব্যানার্জি রোড ও ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌছিল। এই জায়গায় অবস্থিত ইসলামিয়া কলেজকে একটি বৃহৎ ঘাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছিল। হাজার কয়েক অবাঙালী মুসলমান, মুসলমান ছাত্র, লীগের স্বেচ্ছাসেবক, খালাসী এবং স্থানীয় মুসলমান কলেজের ঘরগুলিতে, বারান্দায়, প্রাঙ্গণে, জড় হইয়াছিল। এখানে আগে হইতে সংগৃহীত লাঠি, ছোরা, লোহার ডাণ্ডা, লোহার রেঞ্চ, সিন্দুক ভাঙ্গিবার যন্ত্র জনতাকে দেওয়া হইতেছিল। প্রচুর লুটের মাল এখানে জড় করা হইয়াছিল। ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটের হিন্দুদের ফার্ণিচারের দোকানের খাট, আলমারী, চেয়ার, টেবিল, সোফা, কৌচ, গদি প্রভৃতি রাস্তায় বাহির করিয়া ভাঙ্গিয়া, ছিঁড়িয়া, আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইতেছিল, হিন্দুদের সোনারূপার দোকানের বহু লোহার আলমারী, সিন্দুক ভাঙ্গা অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়াছিল।

সার্কুলার রোডে মুক বধির বিদ্যালয়ের সম্মুখে সশস্ত্র পিকেট ছিল। ময়দানের সভা হইতে প্রত্যাগত জনতার এক অংশ লরীতে লুটের মাল বোঝাই করিয়া কাড়া বাজাইয়া ধ্বনি দিতে দিতে ফিরিতেছিল। সেই সময়ে বাদুড় বাগানের হিন্দু পল্লীর উপরে আক্রমণ আরম্ভ হয়। সাহায্যের আবেদনের উত্তরে সশস্ত্র পিকেট জানাইল বল প্রয়োগ করিবার আদেশ নাই তাহাদের উপরে। সার্জেন্ট ও সশস্ত্র পুলিশ বোঝাই চলতি ট্রাকের কাছে আবেদন জানাইলে শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিল, বোলো জয়হিন্দ। ওয়েলেসলী-রয়েড ষ্ট্রীট-ইলিয়ট রোডের মোড়ে সশস্ত্র পিকেট ও সার্জেন্টের সম্মুখে হিন্দুর দোকানে লুট ও আগুন দেওয়া হইতেছিল। হ্যারিসন রোডের ভারত কলা-ভাণ্ডার লুট করিয়া রূপার বাসন, সিল্ক ও জরির কাপড়, কার্পেট প্রভৃতি লইয়া লুণ্ঠনকারীর দল পুলিশ পেট্রোল ট্রাক ও সশস্ত্র পিকেটের সম্মুখ দিয়া বিনা বাধায় জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিতে থাকে। পুলিশের সম্মুখেই ছোরা ও লোহার ডাণ্ডা মারিয়া হিন্দু পথচারী ও আক্রান্ত দোকান ও গৃহের হিন্দুদের হত্যা করা হইতেছিল।

পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তা, লুট, পেট্রোল ঢালিয়া আগুন দেওয়া, লুটের মাল গাড়ীতে তুলিয়া লুণ্ঠনকারীদের প্রস্থান, চোখের সম্মুখে হত্যা দেখিয়া ও সন্ত্রস্ত, দুঃস্থ হিন্দুদের করুণ আবেদনের উত্তরে নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়া মুসলমান জনতা ও গুণ্ডাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে পাকিস্তান কায়েম হইয়াছে, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।

বিবরণ শেষ করিয়া প্রসাদ বলিল, দিলীপবাবুকে নরম, সাহিত্যরসিক লোক বলে জানতাম। তাঁর যে চেহারা দেখলাম আজ, ওয়াকার-কেয়ারওয়েদার দলের উদ্দেশ্যে যে অশ্রাব্য গালাগালি তাঁর মুখে শুনলাম তা থেকে হিন্দু পুলিশ কর্মচারীদের মানসিক অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যায়।

চৌরঙ্গিতে বন্দুকের দোকান লুটের কথা শুনিয়া গৌতম চমকিত হইয়াছিল। সেই কথা তুলিয়া বলিল, কোন সিভিলাইজড্ গভর্ণমণ্ট এই ধরণের ব্যাপার ঘটতে দিতে পারে এটা কল্পনার বাইরে ছিল।

প্রসাদ। গুণ্ডার সর্দার গুণ্ডারাজ কায়েম করেছে কলকাতায়। এদের হাতে পাকিস্তান হবে গুণ্ডাস্তান।

গৌতম। কলকাতার মত হিন্দুপ্রধান শহরে এই একতরফা মার ক'দিন চলবে?

প্রসাদ কি ভাবিতেছিল, গৌতমের প্রশ্নের জবাব দিল না। একটু পরে বলিল, শিবশঙ্করবাবু ফোনে কিছু বলতে চাইলেন না সতর্কতার প্রয়োজনে, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে জানা যেত ওঁরা কি করছেন।

গৌতম। কিংশুকের সঙ্গে দেখা হলেও কিছু জানা যেত। বিভিন্ন মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে আজকার এই কাণ্ডের জন্য প্রস্তুতি চলছিল এ খবর সে অনেকবার দিয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও গুণ্ডার দল মিলে যে এই প্রকারের অবস্থা ঘটাতে পারে কল্পনাতেই আসে নাই।

অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দাঙ্গা সম্পর্কিত নানা বিষয়ের আলোচনা চলিল। অবশেষে সরিৎ আসিয়া আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, রাত হয়েছে, গৌতমকে ছেড়ে দাও, আমি গাড়ী বের করতে বলেছি। এখানে দুটো খেয়ে নাও গৌতম।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, বলিল, এত রাত হয়েছে খেয়াল হয় নি। মাসীমা ভাবছেন। আজ আর খাব না সরিৎদি, আমার জন্য নিজে না খেয়ে বসে আছেন মাসীমা।

গৌতম গাড়ীতে চড়িতেছে প্রসাদ বলিল, কাল কলেজে যেও না, স্কুল কলেজ দু'চার দিনের মধ্যে খুলবে মনে হয় না। বিকালের আগে আমি তোমার ওখানে যেতে পারি।

বড় রাস্তায় পড়িয়া গৌতম দেখিল চারিদিক নিঝুম হইয়া গিয়াছে, পান-বিড়ির দোকানগুলি পর্যন্ত বন্ধ হইয়াছে। অনেকগুলি সাইকেল আরোহী যুবক নির্জন রাস্তায় টহল দিতেছে। ইহাদের একজনের কাছে সে শুনিল নিকটবর্তী সাহেব-

বাগান বস্তীর মুসলমানরা গোলমাল লাগাইয়াছিল সন্ধ্যার পরে, তাহাদের ঠাণ্ডা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাড়ী ফিরিয়া গৌতম শুনিল সন্ধ্যার পরে কিংশুক আসিয়াছিল। সারাদিন খাওয়া হয় নাই বলিয়া খাবার চাহিয়া লইয়া খাইয়া তখনই চলিয়া গিয়াছে। সরস্বতী বলিলেন, আমাকে বলল দাদাকে বলবেন অবস্থা খুব খারাপ। এ পাড়ায় আমাকে আসতে হচ্ছে মাঝে মাঝে, যদি সময় পাই দেখা করে যাব।

গৌতমের খাওয়া হইলে নিজের পাট মিটাইয়া সরস্বতী গৌতমের কাছে আসিয়া বসিলেন, গায়ে কাপড় জড়াইয়া শঙ্করও আসিয়া বসিল প্রসাদের কাছে গৌতম কি শুনিল জানিবার জন্য। যাহা শুনিয়াছিল গৌতম সংক্ষেপে জানাইল।

সকলে শুইতে গেল। আলো নিভাইয়া কিছুক্ষণ বিছানায় শুইয়া থাকিয়া গৌতম দেখিল তাহার মাথা উত্তেজিত হইয়াছে, শীঘ্র ঘুম আসিবে বলিয়া মনে হইল না। বিছানা ছাড়িয়া উঠিল সে, ব্যালকনির দরজা খুলিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইল, নিস্তব্ধ, অন্ধকার নগরীর দিকে চাহিল একবার, তারপর আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

এলোমেলো ভাবনার মধ্যে একটা কথা বার বার তাহার মনে উদয় হইতেছিল, বাংলার লীগমন্ত্রীদলকে কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ স্বরাজ দিয়াছে, have the Government abdicated in favour of murderers, looters and incendiaries? ব্রিটিশরা চলিয়া যাইবে বলিতেছে, যাইবার আগে তাহারা এই উপায়ে কি দেশকে পোড়াইয়া শ্মশান করিয়া দিতে চাহে? শতাব্দীর পর শতাব্দী যাহারা পাশাপাশি বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে সদ্ভাবের সব সম্ভাবনাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিতে চাহে? ব্রিটিশের এই হিংস্র, বীভৎস রূপ কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

নিজের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে তাহার মনে পড়িল ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দের কথা যখন পূর্ব বাংলার গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের প্রকাশ্যে লেলাইয়া দিয়াছিল হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনকারী হিন্দুদের শাস্তি দিবার জন্য। লুট, গৃহদাহ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, এবং সর্বোপরি হিন্দুদের পারিবারিক সম্মান এবং সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য হিন্দু নারীহরণ ও বলাৎকার। পাইকারী হিসাবে পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে এই যে অত্যাচার চলিয়াছিল দেশের গভর্ণমেণ্টের প্রশ্রয়ে, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে repression by rape বলিয়া। দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসৃত এই নীতির ফসল ফলিয়াছে দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পৌনঃপৌনিক

তাণ্ডবে। কলিকাতার হিংস্র উন্মত্ততা কি এই নীতির শেষ পর্যায়? কলিকাতায় কি ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে?

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গেল গৌতম, শিয়রে রক্ষিত জলের গেলাস লইয়া জল খাইল, চোখে, কপালে জলের হাত বুলাইল। শুইবে মনে করিয়া ব্যালকনির দরজা বন্ধ করিতেছে দূর হইতে শাঁখের শব্দ আসিল কানে। উৎকর্ণ হইয়া ব্যালকনিতে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে আবার শাঁখের শব্দ হইল, তারপরেই হল্লার ক্ষীণ শব্দ। মনে হইল দক্ষিণ দিক হইতে শব্দ আসিল। একটু পরে কয়েকজন সাইকেল আরোহী দ্রুতবেগে সাইকেল চালাইয়া চলিয়া গেল রাস্তা দিয়া। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল গৌতম নিস্তব্ধ, অন্ধকার মহানগরীর দিকে চাহিয়া, তারপর দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল।

॥ দুই ॥

ক্লান্ত দেহ ও ক্লান্ত মন লইয়া গৌতম পরদিন সকালে দেরি করিয়া বিছানা ছাড়িল। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভোরের দিকে একটু ঘুম আসিয়াছিল।

তাহার ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি দেখিয়া সরস্বতী আসিয়া দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল হয়ত অসুস্থ হইয়াছে গৌতম। আরও কারণ ছিল। সকাল হইতে ঝি, চাকর, ঠাকুরের মুখে যে সকল খবর পাইতেছিলেন তিনি, দুশ্চিন্তা বাড়িতেছিল তাহাতে।

এ পাড়ায় অনেক দোকান খোলে নাই এত বেলাতেও। বালিগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ভবানীপুর পর্যন্ত মুসলমানদের বন্ধ করা দোকানগুলি নাকি ভাঙ্গিয়া লুট করা হইয়াছে, বস্তী, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা, মসজিদ ছাড়িয়া মুসলমানরা সব পালাইয়াছে এ অঞ্চল হইতে। লুটের মাল লইয়া যে সব মুসলমান বালিগঞ্জ ষ্টেশন দিয়া পালাইতে ছিল তাহাদের অনেকে নিহত হইয়াছে হিন্দুদের হাতে। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে হিন্দুদের বাড়ী লুট করিয়া পোড়াইয়া দিতেছে মুসলমানরা, দল বাঁধিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাহারা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির হিন্দুদের বাড়ী আক্রমণ করিতেছে। গার্ডেন রীচ, মেটেবুরুজ মোমিনপুরে মুসলমানরা হিন্দুদের কাটিয়া ফেলিতেছে, টালিগঞ্জে, চেতলায় খুনোখুনি চলিতেছে।

যদিও এ পাড়ায় ভয়ের কোন কারণ নাই সরস্বতীর মন মানিতে চাহিতেছিল না। গৌতমের দরজায় বার দুই টোকা দিয়া সাড়া না পাইয়া শঙ্করের ঘরে ঢুকিলেন তিনি। শঙ্করের আর জ্বর হয় নাই, সে ভালই ছিল। যে সব গুজব তাঁহার কানে আসিয়াছিল শঙ্করকে জানাইলেন। মাতার ভয় দেখিয়া আশ্বাস দিয়া শঙ্কর বলিল, এ সব খবরের বারো আনা মিথ্যা মা।

সে কথা বলিতেছে ফোন বাজিয়া উঠিল। শঙ্করের অফিস হইতে ফোন করিতেছে ন'টা দশটার মধ্যে আপনি আসবার জন্য তৈরী থাকবেন, এসকর্ট নিয়ে গাড়ী যাবে।

শঙ্কর। জ্বরের পর আমি যে এখনও ভাত খাইনি।

উত্তর হইল, অফিসের কাজ অচল, আসতেই হবে।

শঙ্কর। ওদিককার অবস্থা কেমন?

উত্তর, খুব খারাপ। ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি তৈরী থাকবেন।

সরস্বতী আপত্তি করিলেন শঙ্করের অফিসে যাইবার প্রস্তাবে। শঙ্কর বলিল, এই গোলমালের মধ্যেও ওরা যখন নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী পাঠাচ্ছে অফিসের কাজ ঠেকেছে বোঝা যায়। শহরের বাইরে যারা থাকে তারা হয়ত কেউ আসতে পারেনি।

গৌতম নীচে নামিয়া আসিল চোখমুখে জল দিয়া। বলিল, কি হয়েছে মাসীমা? শঙ্করদা কেমন আছেন?

সব শুনিয়া বলিল, নিরাপদে নিয়ে যাবার মত ব্যবস্থা না করতে পারলে গাড়ী হয়ত পাঠাবে না। যদি গাড়ী আসে যাওয়া ভাল। যা হোক, সকাল সকাল ওঁর খাবার ব্যবস্থা করে দিন।

সরস্বতী। ব্যবস্থা কি আর করব? বাজারে আলু, কুমড়ো ছাড়া কিছু পায়নি, মাছ আসেনি, ডিম, মাংসও পায়নি। ভাল কথা, কিছু বেশী করে চাল, আটা, তেল ঘি কিনে রাখতে হবে গৌতম, কতদিন এ অবস্থা চলবে কে জানে?

শঙ্করের ঘরে গিয়া ফোনে কয়েকবার শেখরনাথকে ধরিবার চেষ্টা করিল গৌতম, জবাব পর্যন্ত মিলিল না। ফোন ছাড়িয়া দিয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া সরস্বতীর হাতে দিয়া চা খাইয়া রাস্তায় বাহির হইল।

প্রথমে সে প্রতিবেশী দিলীপবাবুর বাড়ীতে গেল। সেখানে শুনিল তিনি কাল লালবাজারে গিয়াছেন, বাড়ী ফিরেন নাই, কিছুক্ষণ আগে ফোন করিয়া জানাইয়াছেন ভাল আছেন, কখন ফিরিতে পারিবেন ঠিক নাই।

দিলীপ বাবুর বাড়ী হইতে সে কিংশুকের বাড়ীর দিকে চলিল যদিও তাহাকে বাড়ীতে পাইবে কিনা সন্দেহ ছিল।

পথে চলিতে চলিতে বন্ধ দোকানগুলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহারা দাঙ্গার খবর বলাবলি করিতেছে তাহাদের মুখে শুনিল কাল লুট তরাজ হইয়াছে, আজ কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান পাড়ার হিন্দু আর হিন্দুপাড়ার মুসললান আজ শেষ হইবে।

কিংশুকের বাড়ী পৌঁছিয়া কড়া নাড়িতে হেম সংপতি বাহিরে আসিল। গৌতম বলিল, আপনি এখানে? কিংশুক বাড়ী নাই?

সংপতি বলিল, আসুন ভেতরে, কিংশুক বাড়ীতে নাই, থাকেও না।

ঘরে ঢুকিয়া গৌতম বুঝিল বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছে। কিংশুক একা থাকে, এত লোক কোথায় হইতে আসিল তাহার বাড়ীতে বুঝিতে পারিল না সে।

সংপতি বলিল, কিংশুকের বাড়ী এখন শরণার্থী ক্যাম্প হয়েছে। আজ সকালে আমার শ্বশুর বাড়ীর সবাইকে নিয়ে এখানে এসেছি।

গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে সংপতি বলিল, বুধু ওস্তাগর লেনে আমার এক খুড় শ্বশুর থাকতেন। তিনি ডাক্তার। অসুখের চিকিৎসার জন্য আমার শ্বশুর বাড়ীর সবাই, সংখ্যায় আট জন, সেখানে উঠেছিলেন। পরশু তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে আটক হই আমি। মুসলমান পাড়ার মধ্যে বাড়ী, বেরোবার দুটো রাস্তা গুণ্ডারা বন্ধ করেছে। কাল সকাল থেকে আশেপাশে লুট তরাজ আরম্ভ হল। খুড় শ্বশুর অনেকদিন ও পাড়ায় আছেন, বিনা পয়সায় গরীব হিন্দুমুসলমানের চিকিৎসা করেন, ভেবেছিলেন তাঁর বাড়ীতে কিছু হবে না। অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে দেখে বাড়ী ছেড়ে বেরোবার অনেক চেষ্টা করলেন তিনি, সব চেষ্টা বিফল হল। পাড়ার মুসলমানরা ভাল মানুষ সেজে আশ্বাস দিল, আপনার বাড়ীতে কিছু হবে না ডাক্তারবাবু, এখন রাস্তায় বেরোলে প্রাণ যাবে, কেন যাবেন? আমরা থাকতে কোন ভয় নাই আপনার। মোট কথা বাড়ী ছেড়ে আমাদের বেরোতে দেবে না বোঝা গেল। বিকালের দিকে বাড়ীর দরজা ভাঙবার চেষ্টা হতে খুড়শ্বশুর মাতব্বরদের কাছে গেলেন। শুনলাম তারা বলেছে বাইরে থেকে বদমাইসরা ঢুকেছে গলির মধ্যে, শ' দুই টাকা দিলে তারা চলে যাবে। টাকা দেয়া হল। রাত্রে আবার একবার এই কাণ্ড হল। খুড়শ্বশুর মাতব্বরদের হাতে ধরে বললেন, বাড়ীতে যা কিছু আছে নিয়ে আমাদের ছেড়ে দাও। তারা আবার আশ্বাস দিল এ সব বাইরের দুষমনদের কাজ, কোন ভয় নাই আপনার। কারো ঘুম নাই, সবাই বসে কাঁপছে ভয়ে। মাঝ-রাত্রে হঠাৎ ভীষণ হল্লা হল গলিতে, চারপাঁচটা পরের এক বাড়ী থেকে মেয়েদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে সেই বাড়ীর একতলায় আগুন দেখা গেল।

এই সময়ে দু'জন মাতব্বর এল। তারা প্রস্তাব করল নগদ টাকা গহনাগাটি তাদের হাতে দিলে তারা বড় রাস্তা পর্যন্ত পার করে দেবে। তাই স্বীকার করে বাড়ীর সবাই প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বৈঠকখানা রোডের কিছু দূর পর্যন্ত এসে তারা খুড়শ্বশুরকে বলল, কলেজ বাড়ীতে চলে যান, রাস্তায় দাঁড়াবেন না। প্রাণ নিয়ে এক বস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সবাই রিপন কলেজে ঢুকলাম। একজন নেতাগোছের ছেলে আমাদের সবাইকে ফরডাইস লেনের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কালীঘাটে আমাদের থাকবার জায়গা আছে শুনে বললেন, তাহলে অপেক্ষা করুন, ট্রাক এলে যাবেন। রাস্তায় গোলমালের ভয়ে কৈলাস বোস স্ট্রিটে আমার বাড়ী পর্যন্ত যেতে সাহস হল না, তাই কিংশুকের বাড়ীতে আসবার কথা বললাম। ঘণ্টা দুই পরে ট্রাক এল, আমাদের সঙ্গে আরও কিছু আশ্রয়প্রার্থী উঠল ট্রাকে। ডিপোর কাছে সবাইকে নামিয়ে দিল।

একটু থামিয়া সৎপতি বলিল, রিপন কলেজে বিভিন্ন জায়গা থেকে আশ্রয়প্রার্থী এনে জড় করা হচ্ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে হামলা হচ্ছিল। শুনলাম আগের দিন রাত্রে বৈঠকখানা, শিয়ালদা অঞ্চলের মুসলমান দোকানীরা নিজেদের মাল সরিয়ে ফেলেছে, আজ সকালে পাটোয়ার বাগান, দপ্তরীপাড়া, রাজাবাজার থেকে দলে দলে গুণ্ডারা এসে লুটপাট আরম্ভ করেছে। এই গুণ্ডাদলের মধ্যে ভদ্রলোক মুসলমানও আছে শুনলাম। আরও শুনলাম মির্জাপুরের মোড়ে ইটপাটকেল, সোডার বোতল নিয়ে লড়াই চলছে।

তারপর মন্তব্য করিল, মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলির মধ্যে আবদ্ধ হিন্দু পরিবার-গুলি, যারা ইতিমধ্যে পালাতে পারে নাই, তারা বোধহয় সব শেষ হয়ে যাবে। আমরাও তো যেতে বসেছিলাম।

গৌতম। কিংশুকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার ?

সৎপতি। এখানে আসবার পর জীপে করে এসেছিল, সঙ্গে ভলাণ্টিয়ার ছিল। এখান থেকে আশুতোষ কলেজের আশ্রয়কেন্দ্রে গেল।

গৌতম উঠিল, বলিল, তাহলে সেখানে যাই যদি দেখা হয়।

সৎপতি। একটু বসুন, আমিও যাব।

পথে চলিতে চলিতে গৌতম ও সৎপতি দেখিল পুলিশ রক্ষী ও লীগ ভলাণ্টিয়ারসহ স্ত্রী পুরুষ বালকবালিকা ও শিশু বোঝাই দুইখানি ট্রাক দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

সৎপতি বলিল, লীগ ভলাণ্টিয়ার ও পুলিশ মুসলমানদের হিন্দু পল্লী থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

॥ তিন ॥

আশ্রয়কেন্দ্রে পৌছিয়া অবস্থা দেখিয়া গৌতম স্তম্ভিত হইল। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, শিশুর অসম্ভব ভিড়, চেঁচামিচি, কান্নাকাটি চলিতেছে। ক্ষুধার্ত শিশুরা চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। এতটুকু স্থান নাই। তাহার উপর ট্রাকে, জীপে, পায়ে হাঁটিয়া নূতন আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে। পার্শ্ববর্তী পার্কে ঢুকিয়া এক একটি দল বসিয়াছে, কতকগুলি দল ফুটপাত দখল করিয়াছে, কোন কোন দল অবস্থা দেখিয়া কালীঘাটের দিকে যাইতেছে। গৌতম এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করিল রাস্তায় চলমান জনতার বড় একটি অংশ আশ্রয়প্রার্থীদের।

হেম সংপতি কর্মীদের সঙ্গে মিশিয়া আলাপ করিতেছিল, গৌতম ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ভাবিতেছিল বেশীর ভাগ লোক তো এক বস্ত্রে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাদের আহারের ব্যবস্থা কে করিবে? কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল একখানি লরী হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দল নামিল এবং প্রচুর টিন, বস্তা, ঝুড়ি নামাইল। তালাবন্ধ একটি ঘর খুলিয়া এই সব জিনিস বহিয়া সেই ঘরে লইয়া গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিশৃঙ্খল আশ্রয়প্রার্থী জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিয়া চিড়া, গুড়, রুটি, গুঁড়া দুধ, চাল, ডাল ইত্যাদি বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল।

সংপতি আসিল যেখানে গৌতম চুপচাপ দাঁড়াইয়া খাদ্য বিতরণ দেখিতেছিল। সে জানাইল মোমিনপুর, মেটেবুরুজ, পার্ক সার্কাস, বেনিয়াপুকুর অঞ্চল হইতে এই শরণার্থীদের আনা হইয়াছে। এ অঞ্চলের সব কলেজ ও স্কুল বাড়ী, পার্ক, খোলা জায়গায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হিন্দুদের সরাইয়া আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। আহার্য বিতরণ করিবার ব্যবস্থা অন্য দলের হাতে। লীগ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের গুদাম হইতে হিন্দুদের জন্য খাদ্যবস্তু দিতেছে না, খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করিবার অসুবিধার জন্য কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।

তারপর মোমিনপুর ও মেটিয়াবুরুজে যে সব স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধার কার্যে গিয়াছিল তাহাদের কয়েকজনের কাছে যাহা শুনিয়াছিল সে গল্প করিল। মোমিনপুরে হিন্দুদের গৃহে কোন অস্ত্র আছে কিনা অনুসন্ধান করিবার জন্য ভীত হিন্দুদের সম্মতি-ক্রমে গুণ্ডারা কোন কোন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। শাবল, কুড়াল দিয়া দরজা ভাঙিয়া অন্য বাড়ীগুলিতেও ঢুকিয়া পড়ে। বাড়ীতে ঢুকিয়া দা, ভোজালী, লাঠি হাতে

মাথায় লাল ফিতা বাঁধা গুণ্ডারা লুট করিতে আরম্ভ করে। মেয়েদের গা হইতে সব গহনা কাড়িয়া লয়, কানের গহনা কাড়িয়া লইবার সময়ে অনেকের কান ছিঁড়িয়া রক্তপাত হইতে থাকে। এক বাড়ীতে পুরুষরা ইহাতে বাধা দিবার ফলে বাড়ীর এগারো জন পুরুষের মধ্যে দশজনকে তাহাদের মাতা, স্ত্রী, কন্যার সম্মুখে দা দিয়া কোপাইয়া কাটিয়া ফেলে। আভারাণী নামে এক মহিলার সম্মুখে তাঁহার স্বামী ও ছেলেকে এই ভাবে কাটিয়াছে। হিন্দুদের অনেকে স্থানীয় গুরুদ্বারে আশ্রয় লইয়াছে, কিছু লোককে এখানে আনা হইয়াছে। মেটিয়াবুরুজ এলাকায় স্থানীয় মুসলমান দর্জিরা লুট ও হত্যাকাণ্ডে যোগ দেয়। ভাঙ্গাখালি ও কাঞ্চনতলায় নদীতে নৌকা আক্রমণ করিয়া পাইকারী ভাবে হিন্দু মাঝিদের হত্যা করা হইয়াছে। থানায় বারবার খবর দেওয়া হইলেও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

সংপতি থামিল। কিছুক্ষণ পরে গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিল, এবার বাড়ী যাই চলুন। একটু দাঁড়ান, আমি জেনে আসছি টাকা দিতে হলে কার হাতে দিতে হবে, কিংশুকবাবুর দেখা তো পাওয়া গেল না।

গৌতম। আমার নাম ঠিকানা দিয়ে বলে আসবেন কিংশুক যখনই আসুক তাকে পাঁচ মিনিটের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয় যেন।

বাড়ী ফিরিতে গৌতমের মুখের চেহারা দেখিয়া সরস্বতী ভয় পাইলেন, বলিলেন, কোথায় গিয়েছিলি ? শঙ্কর চলে গেল, পুলিশ নিয়ে অফিস থেকে গাড়ী এসেছিল। তোর দেরি দেখে ঘরে বসে আমি ভেবে মরি। যা স্নান করে নে, বেলা পড়ে এল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আবার বাহিরে যাইবার জন্য গৌতম প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল এই রকম সময়ে বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসহ্য, অসম্ভব, যেটুকু কাজ পারে করিতে হইবে। টাকা পয়সা দিয়া, শরীর দিয়া যেভাবে হউক কিছু করিতেই হইবে তাহাকে। আর কিছু করা সম্ভব না হয় আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করিবে।

আলমারী খুলিয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া পকেটে পুরিয়া সে বাহিরে যাইবে সরস্বতী ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, এখনই কোথায় বেরোচ্ছিস ?

গৌতম। কাছেই হাজরা পার্কে যাব। দাঙ্গায় বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজনও গিয়েছে যাদের সেই সব হিন্দুদের আনা হয়েছে সেখানে।

সরস্বতী। বেশ যাবি, একটু বিশ্রাম করে যা। এই দু' দিনের মধ্যে কি চেহারা হয়েছে নিজে বুঝতে পারছিস না। কি শুনলি বাইরে ? হিন্দুদের বাড়ী লুঠ হচ্ছে,

পুড়িয়ে দিচ্ছে, তারা যাতে বাধা দিতে না পারে সেজন্য পুলিশ কাঁদুনে বোমা ছুড়ছে, লাঠি নিয়ে তাড়া করছে তাদের ?

বিস্মিত হইয়া গৌতম বলিল, এ খবর আপনি কোথায় পেলেন মাসীমা ?

সরস্বতী। পাড়ার অনেক বাড়ীতে নানা অঞ্চল থেকে আত্মীয়-স্বজন পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে। লোক আসে নাই এমন বাড়ী কম আছে পাড়াতে। এরা কত রকমের খবর ছড়াচ্ছে।

সরস্বতী ও গৌতম কথা বলিতেছে ভৃত্য আসিয়া জানাইল কিংশুকবাবু আসিয়াছেন, গৌতম ও সরস্বতী নীচে নামিলেন।

দেহ এলাইয়া চেয়ারে পড়িয়াছিল কিংশুক। সেই অবস্থাতেই বলিল, মাসীমা, বাড়ীতে যা থাকে কিছু খাবার চট করে দিন, আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এখনই যাব।

খাবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরস্বতী বাহিরে যাইতে কিংশুক বলিল, আমাকে ডেকেছিলেন কেন দাদা ?

গৌতম। আশ্রয় কেন্দ্রে আমাকে যে কোন কাজের ভার দিতে হবে, আর কিছু টাকা দিতে চাই।

কিংশুক। চলুন আমার সঙ্গে, কাজের ভার দিচ্ছি, টাকা পাওয়া যাচ্ছে। মাড়োয়ারী, বাঙালী হিন্দু ব্যবসায়ীরা টাকা, খাদ্যবস্তু দিচ্ছেন, কাপড়-চোপড়ও আসছে। এই সব বিতরণের ব্যবস্থা ঠিকমত করা যাচ্ছে না। আজ বা কাল শিব-শঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে একবার। আর একটা নূতন বিপদ হয়েছে, মুসলমান পাড়াগুলিতে হিন্দুদের পরিত্যক্ত বাড়ী ও দোকানে লীগওয়ালারা আশ্রয়প্রার্থী মুসল-মানদের ঢোকাচ্ছে। এর মানে কলকাতায় এরা পাকিস্তান কায়েম করতে চাইছে আগে।

একটু থামিয়া বলিল, টাকা যদি বাড়ীতে বেশী থাকে শ' দুই টাকা সঙ্গে নিয়ে চলুন, দরকার হলে চাইব।

খাবার আসিল। খাইতে খাইতে কিংশুক বলিল, হেম সৎপতিরা বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে কি বিপদে পড়েছিল শুনেছেন বোধহয় তার মুখে। খবর পেলাম ঐ গলিতে ডাক্তারের বাড়ীর কাছে যে বাড়ী আক্রান্ত হয়েছিল সেই বাড়ীর ২৫ জন অধিবাসীকে হত্যা করে ঠেলা গাড়ীতে চাপিয়ে সার্কুলার রোডের ওপরে রেখে আসে গুণ্ডারা। সকালের দিকে এই মড়ার গাদা থেকে শেফালি দত্ত নামে একজন আহত মহিলা বেরিয়ে আসেন। তাঁকে এম্বুলেন্স গাড়ীতে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গলির আর ক'টি বাড়ীর হিন্দুদের মধ্যে কিছু লোক কোন প্রকারে পালিয়েছিল, বাকী সবাইকে ফয়ডাইস লেনের আশ্রয়-কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

খাওয়া শেষ হইলে গৌতম ও কিংশুক কথা বলিতে বলিতে জীপে উঠিয়া রওনা হইল।

পথে কিংশুক কি কাজ করিতেছে গৌতম জিজ্ঞাসা করিল। কিংশুক জানাইল এদিকটাতে শিবশঙ্করবাবুর অর্গানাইজেশনের কাজের খানিকটা ভার পড়িয়াছে তাহার উপরে। স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার শিক্ষা দেওয়া হয়, তারপর বিভিন্ন দলে তাহাদিগকে ভাগ করিয়া পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ ব্যূহ গঠন, বিপন্ন হিন্দুদিগকে উদ্ধার করা ও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছাইয়া দেওয়া এবং খাদ্যবস্তু ও অর্থ সংগ্রহ করা, এই সকল কাজের ভার দেওয়া হয়। লোক, অর্থ এবং খাদ্যবস্তু পাওয়া যাইতেছে কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার জন্য, বিশেষ করিয়া খবর পাইবার ও পাঠাইবার অসুবিধার জন্য, আশানুরূপ ভালভাবে কাজ করা যাইতেছে না।

আশ্রয় কেন্দ্রে পৌছিয়া স্বেচ্ছাসেবকদলের নেতাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিয়া ও তাহাদের সঙ্গে গৌতমের পরিচয় করিয়া দিয়া কিংশুক চলিয়া গেল।

কিংশুক চলিয়া যাইবার একটু পরে সংপতি আসিল।

গৌতম দেখিল এ বেলা কাজের অনেকটা শৃঙ্খলা আসিয়াছে। কয়েকজন অল্প-বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল সে।

কয়েকটি অঞ্চলে বিপন্ন হিন্দুদের নিরাপদে রাখিবার আশ্বাস দিয়া গুণ্ডারা কিভাবে বারবার protection money আদায় করিয়া শেষে জিনিসপত্র, নগদ টাকা, অলঙ্কার লুট করিয়া বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে ও হিন্দুদের হত্যা করিয়াছে শরণার্থীদের কাছে শোনা কয়েকটি গল্প করিল তাহারা। কয়েকটি এলাকায় গুণ্ডাদের সঙ্গে মিশিয়া পুলিশও লুট করিয়াছে, সার্জেণ্টরা লুটের ভাগ লইয়াছে তাহারা বলিল। গুণ্ডারা লুট করিবার, আগুন লাগাইবার ও চোখের সম্মুখে হিন্দুদের হত্যা করিবার সময়ে পুলিশ যে শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়াইয়া দেখিয়াছে তাহা নয় গুণ্ডাদের সঙ্গে তাহাদের অন্য প্রকারের মিতালির পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। পুলিশের ভ্যানে উঠিয়া গুণ্ডারা লুন্ঠিত সিগারেট, লেমোনেডের ভাগ দিয়াছে পুলিশকে। কয়েকটি অঞ্চলে আক্রমণকারী গুণ্ডাদের পাড়ায় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিবার পরে পুলিশের ভ্যান আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। হিন্দুরা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে পুলিশ তাঁহাদের দিকে বন্দুক তাক করিয়া সরাইয়া দিয়াছে তাহাদের।

গৌতম জানিতে চাহিল মুসলমান ভদ্রলোকেরা দাঙ্গায় ও লুটে যোগ দিতেছে এ গুজব সত্য কিনা। স্বেচ্ছাসেবকগণ জানাইল পার্ক সার্কাস, হ্যারিসন রোড, মির্জাপুর, চিৎপুরে মুসলমান ভদ্রলোকদের রাস্তায় গুণ্ডাদের সঙ্গে দেখা গিয়াছে। লুটের ভাগ যে ইহারা লয় নাই কে বলিবে? পার্ক সার্কাসের কয়েকজন খান বাহাদুর ও খান সাহেবের বাড়ীতে লুটের মাল জমা রাখা হইতেছে পুলিশের কাছে এ খবর পৌঁছিলেও পুলিশ কিছু করে নাই।

রাত্র ন'টার সময়ে নূতন স্বেচ্ছাসেবকদল আসিল, দিনে যাহারা কাজ করিতেছিল তাহাদের কয়েকজন চলিয়া গেল।

সৎপতি ও গৌতম ফিরিল। পথে সৎপতি বলিল, গুজব রটেছে পুলিশের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে হিন্দু এলাকায় মুসলমান পুলিশকে তারা আক্রমণ করছে।

তারপরে বলিল, পরশু যদুবাবুর বাজারের কাছে লরী বোঝাই লীগওয়ালারা এসে গোলমাল লাগিয়েছিল। ফলে হিন্দু ও পাঞ্জাবীরা ক্ষেপে উঠলে বাজারের কয়েকজন মুসলমান দোকানীকে হিন্দু দোকানীরা আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, পুলিশ এসে আজ তাঁদের নিয়ে গেল।

গৌতম। একজন স্বেচ্ছাসেবক বলল মুসলমান পাড়ায় আশ্রয়প্রার্থী দু' চারজন হিন্দুকে মুসলমান গৃহস্থ গোপনে আশ্রয় দিয়েছে জানা গিয়েছে।

সৎপতি কিংশুকের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। গৌতম নিজের মনে চিন্তা করিতে করিতে বাড়ীর দিকে চলিল।

বড় রাস্তার মোড়ে ডাঃ কাঞ্জিলালের ডিসপেন্সারী। ডিসপেন্সারী ছাড়াইয়া গৌতম অগ্রসর হইতেছে পিছন হইতে ডাঃ কাঞ্জিলাল ডাকিলেন, গৌতমবাবু!

ফিরিয়া ডিসপেন্সারীতে ঢুকিল গৌতম, বলিল, কি খবর ডাক্তারবাবু? হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন, কি হল আপনার?

ডাঃ কাঞ্জিলাল। বসুন মশাই। মা কালীর কৃপায় আজ প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি, নইলে লাসের গাদায় পড়ে থাকতাম এতক্ষণ।

ডাঃ কাঞ্জিলাল বলিলেন ১৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকালে কেশব সেন স্ট্রীটে তাঁহার শ্বশুরের গৃহে বিধবা, রুগ্না শাশুড়ীকে দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি। রাত্রে ফেরা সম্ভব হইল না, ভাবিলেন পরদিন সকালে ফিরবেন। খুব সকাল হইতে রাস্তায় হল্লা আরম্ভ হইল, বাড়ীর লোকের ঘুম-ভাঙিয়া গেল শব্দে। একটু বেলা হইতে যে সব খবর আসিতে লাগিল ও বাড়ীর ছাদ হইতে যে সব দৃশ্য চোখে পড়িল তাহার ফলে বাড়ীর বাহিরে যাইতে ভরসা পাইলেন না তিনি। তাঁহার শ্বশুর ওপাড়ায় নাম-

করা ব্যক্তি ছিলেন, ছেলেরাও নামকরা। তাহাদের ধারণা ছিল তাহাদের বাড়ী নিরাপদ। এই ধারণা হইতে এবং ট্রাম-বাস চলাচল বন্ধ হইয়াছে জানিয়া তাহারাও আসিতে দিল না।

বেলা ১১টা নাগাদ লুটতরাজ আরম্ভ হইল। বাড়ীর নীচতলায় বড় কাপড়ের দোকান ছিল শ্যালকদের। বড় শ্যালক দোকান হইতে থানায় সাহায্যের জন্য ফোন করিয়া শুনিলেন থানা হইতে তাঁহাকে কোন প্রকার সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। বিকালের দিকে স্থানীয় প্রায় সমস্ত দোকান লুট হইল এবং তাঁহার শ্বশুর-গৃহের উপর ইট পাটকেল, বর্ষণ আরম্ভ হইল। গুণ্ডাদলের প্রতিনিধি সাজিয়া এক পরিচিত রাজমিস্ত্রী বাড়ীর উপরে আক্রমণ হইবে না আশ্বাস দিয়া ৫০০ টাকা দাবি করিল। বড় শ্যালক তাহাকে অনেক স্তুতি করিয়া টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। সন্ধ্যার পরে পিছনের এক হিন্দু বস্তী আক্রান্ত হইল। বস্তীর প্রায় ৩০ জন স্ত্রীলোক ও পুরুষ প্রাণভয়ে শ্বশুরের গৃহে আশ্রয় লইল। ডেপুটি কমিশনারের কাছে, থানা অফিসারের কাছে বারবার ফোন করিয়াও কোন সাহায্য পাওয়া গেল না।

রাত্রে মাঝে মাঝে ইটপাটকেল বর্ষণ চলিতে লাগিল। পিছনের বস্তী পুড়িতেছিল। ছাদ হইতে আরও অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য চোখে পড়িল। মাঝে মাঝে বন্দুক ও বোমার শব্দ কানে আসিতেছিল।

শেষরাত্রে দরজা ভাঙ্গিয়া গুণ্ডারা দোকান লুট করিতে আরম্ভ করিল, বাড়ীতে ঢুকিবার দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। নীচতলায় আশ্রয়প্রার্থী স্ত্রীলোকদের আর্ত চিৎকার শোনা গেল।

বাড়ী লুট করা আরম্ভ হইল। বাড়ীর মেয়েদের ও বালক বালিকা ও শিশুদের লইয়া ডাঃ কাঞ্জিলাল ছাদে উঠিলেন। সঙ্গে দ্বিতীয় শ্যালক, তেতলার একটি ঘরে তাঁহার বড় শ্যালক এবং দুই পুত্র রহিল, বাড়ীর বাকী পুরুষ সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল দোতলায়। তাহাদের সকলের হাতে কোন না কোন অস্ত্র। দরজা ভাঙ্গিবার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল, বহুকণ্ঠের চিৎকারও শোনা যাইতেছিল। কিছুক্ষণপরে, তখন সকাল হইতেছে, নীচতলা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। ছাদের উপর হইতে রাস্তায় মিলিটারী পেট্রোলের গাড়ী দেখিতে পাইয়া মেয়েরা পাগলের মত চিৎকার করিতে লাগিলেন বাঁচাও, বাঁচাও। গুণ্ডারা পালাইতেছে দেখিয়া ছাদ হইতে নামিলেন ডাঃ কাঞ্জিলাল। দেখিলেন তেতলায় বড় শ্যালক ও তাঁহার এক পুত্র ছোরার আঘাত পাইয়া মেঝেতে পড়িয়া আছেন। দোতলায় সাতজন আহত হইয়াছে অল্পবিস্তর। লড়াই হইয়াছে

দোতলায়, তাহার অনেক চিহ্ন রহিয়াছে। একতলায় আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে দশজনকে ছোরা ও লোহার ডাণ্ডা মারা হইয়াছিল, আটজনের মৃত্যু হইয়াছে।

আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু ব্যবস্থা করিয়া দ্বিতীয় শ্যালকের উপর ভার দিলেন লোকজনদের কৈলাসবোস স্ট্রীটে এক আত্মীয়ের গৃহে লইয়া যাইবার, আহতদের লইয়া তিনি স্বয়ং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটিলেন এম্বুলান্সে। এম্বুলান্স কে ডাকিয়াছিল তিনি জানেন না। গাড়ীতে উঠিবার সময়ে তাঁহার কানে আসিল কে বলিতেছে রাস্তায় কয়েকটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে, দেখিয়া মনে হয় মুসলমানের।

গৌতম। মুসলমানের? আচ্ছা, হাসপাতালের অবস্থা কেমন দেখলেন?

ডাঃ কাঞ্জিলাল। গৌতমবাবু, যুদ্ধক্ষেত্রে যাইনি কখনও, জানিনা এরকম দৃশ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বা সামরিক হাসপাতালে দেখা যায় কি না। এম্বুলান্স, ফ্রেগুস সার্ভিস যুনিট পুলিশ ট্রাক গাদা গাদা জখমীদের রক্তাক্ত দেহগুলো ঢেলে দিচ্ছিল, রিক্সাতে, ঠেলাগাড়ীতে করে আহতদের এনে নামিয়ে দিচ্ছিল মেঝেতে। কতক জখমী ইতিমধ্যে খতম হয়ে গিয়েছিল। দেখলাম হাসপাতাল প্রাঙ্গনে একখানা খোলা গরুর গাড়ী রয়েছে, তাতে মড়া গাদা করা রয়েছে। দেখুন গৌতমবাবু, হাসপাতালে যাবার পথে যা দেখেছিলাম হাসপাতালের দৃশ্য তারপরে আর অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি আমার। ম্যুনিসিপালিটির কাজ কয়েকদিন বন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনা স্তূপ, ফুটপাতে রাস্তার ওপরে গলিগুলোর মোড়ে মোড়ে বীভৎস ভঙ্গীতে বহু মৃত দেহ পড়ে রয়েছে, শকুনি উড়ে উড়ে বসছে তার উপরে, কাক ঠোকরাচ্ছে, কুকুরগুলো খেয়োখেয়ি করছে, অসহ্য দুর্গন্ধ চারদিকে।

একজন ডাক্তার বললেন কারমাইকেল, ক্যাম্পবেল, সবগুলো হাসপাতালে এই অবস্থা। বেড কোথায় এত? মেঝেতে শুইয়ে আহতদের চিকিৎসা হচ্ছে।

চেনা ডাক্তার দু'একজন ছিল। তাঁদের হাতেপায়ে ধরে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করে বাইরে এলাম। ফিরি কি করে ভাবছি হঠাৎ টালিগঞ্জ ফাঁড়ির এক চেনা অফিসারের সঙ্গে দেখা হতে তিনি দয়া করে তাঁর ট্রাকে তুলে পৌঁছে দিলেন।

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিলেন, বাড়ী ফিরে দেখি এখানেও বিভ্রাট। আমার কম্পাউণ্ডার ইন্টালীর ডঃ সুরেশ সরকার রোডে থাকে। তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সেই অবস্থায় বউ, দুটি বাচ্চা ও এক বোনকে নিয়ে, মা কালী জানেন কি করে পালিয়ে, এখানে এসে উঠেছে। প্রথমে কসবা গিয়েছিল এক আত্মীয়ের বাড়ীতে,

সেখানে স্থান হয়নি। তার চিকিচ্ছে করতে হচ্ছে। ইণ্টালীতে খুব কাটাকাটি চল্‌ছে শুনলাম। আপনার কোন আত্মীয়স্বজন বে-পাড়ায় নাইতো?

গৌতম। একজন আছেন গড়পারে।

ডাঃ কাঞ্জিলাল। গড়পারে হিন্দুরা খুব অরগানাইজড, সেখানে ঢুকতে পারবে না। শুনেছি আর. এস. এস. দলের আড্ডা আছে সেখানে, পাড়ায় পাড়ায় কালোয়ার, পাঞ্জাবী, নেপালী আর বাঙালী ছোকরাদের লাগিয়ে দিয়েছে এরা শুনলাম।

রাত হইয়াছে, শঙ্করদা বোধহয় ফিরেন নাই, মাসীমা হয়ত খুব ভাবিতেছেন, ডাঃ কাঞ্জিলালের কাছে বিদায় লইল গৌতম। শরীরও ভাল মনে হইতেছিল না।

বাড়ী পর্যন্ত ঐটুকু রাস্তা যাইতে তাহার পা টলিতে লাগিল। শঙ্কর আসিতে পারে নাই। আহারে রুচি ছিল না গৌতমের, সামান্য কিছু খাইয়া শুইতে গেল।

চোখে নিদ্রা নাই তাহার। সারাদিন যাহা শুনিয়াছে, দেখিয়াছে সেই সব কথা মাথায় ঘুরিতে লাগিল। যাহা শুনিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় বালক, বালিকা, শিশু, স্ত্রীলোক কেহ রেহাই পাইতেছে না। এ কি হিংস্র উন্মত্ততায় পাইয়াছে এই জনাকীর্ণ নগরীর জনতাকে? সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, মানবতা সব পুড়িয়া গেল, সভ্যতার পালেস্তারা খসিয়া পড়িয়া লুব্ধ, হিংস্র পশুপ্রবৃত্তির নগ্ন ভয়াবহতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেন, কিসের জন্য মানুষ এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে? কাহারা উন্মত্ততার জীবাণু, রাশি রাশি জীবাণু, দিনের পর দিন ছাড়িয়া দিয়া বিষাক্ত প্রাণ-ঘাতী আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে এই মহানগরীতে?

উত্তপ্ত, এলোমেলো চিন্তার স্রোত বহিয়া চলিল মাথায় কতক্ষণ ধরিয়া, অসহায়ভাবে গৌতম বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল, ক্রমে দেহ মন এলাইয়া পড়িল অবসাদে।

রাত্রের অন্ধকার হালকা হইতেছে, আকাশের গায়ে দুইচারিটা তারা তখনও মিটমিট করিতেছে, গৌতমের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অবসন্ন দেহ লইয়া বিছানা ছাড়িয়া ছাদে উঠিয়া গেল সে কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার জন্য। ক্রমে সূর্যোদয়ের সময় হইল। আসন্ন শরৎকালের অগ্রদূত হালকা মেঘখণ্ড ভাসিয়া বেড়াইতেছে আকাশের গায়ে। দেখিতে দেখিতে নবারুণের ছটায় দীপ্ত হইয়া উঠিল শাদা মেঘখণ্ডগুলি। সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল গৌতমের। মানুষের অতি পরিচিত ঐ প্রদীপ্ত সূর্য, ঐ শাদা মেঘরাশি, কিন্তু মানুষের কেহ নয় ইহারা, মানুষের দুঃখ দুর্ভাগ্য স্পর্শ করে না ইহাদের। আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিল।

ভাল করিয়া স্নান করিয়া একটু সুস্থ বোধ করিল গৌতম। কিছু খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল। বাহিরে যাইবার সময়ে সরস্বতীকে বলিল আশুতোষ কলেজে যাচ্ছি। কখন ফিরতে পারব ঠিক নাই। আমার ভাত ঢেকে রেখে মিটিয়ে নেবেন দেরি হলে।

॥ চার ॥

আগের দিন কিংশুক গৌতমকে আশুতোষ কলেজ ছাড়া মিত্র ইনষ্টিটিউশন, সাউথ সুবার্বান ব্র্যাঞ্চ স্কুল, শিখ গুরুদ্বারের শরণার্থীর মধ্যে খাদ্যবস্তু, ধুতি, শাড়ি ইত্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিল, টালিগঞ্জ, মোমিনপুর, মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, ইণ্টালী, পার্কসার্কাস প্রভৃতি অঞ্চলের শরণার্থীরা এই সব কেন্দ্রে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

গৌতম আসিবার কিছুক্ষণ পরে হেম সংপতি আসিল। কলেজের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া উভয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একখানি লরীতে লইয়া চলিয়া গেল।

পথে সংপতি বলিল, আসবার সময় খবর পেলাম উদ্ধার কাজের জন্য কর্তৃপক্ষ ময়দানের ক্যাম্প থেকে মিলিটারী ভ্যান ও রক্ষী দিচ্ছে আবার পাড়ায় পাড়ায়, বিশেষ করে মুসলমান পাড়ায় যে সব হিন্দু যুবক আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করেছে। অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানের জন্য হিন্দুদের বাড়ী সার্চ হচ্ছে।

গৌতম বলিল, এর অর্থ হিন্দুরা গুণ্ডার হাতে মরুক আপত্তি নাই, আত্মরক্ষার চেষ্টা যেন না করে।

কয়েকটি ক্যাম্প ঘুরিয়া কাজ শেষ করিয়া উভয়ে যখন আশুতোষ কলেজে ফিরিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সংপতি প্রস্তাব করিল বাড়ী গিয়া আহার ও বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার পরে আবার আসিবে তাহারা। তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া হাজরা পার্কে ঢুকিয়া একটু ফাঁকা জায়গায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল গৌতম। একটু বিস্মিত হইয়া সংপতি তাহার অনুসরণ করিয়া কাছে বসিল, বলিল, আপনার মুখের চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্ছে, শরীর খুব খারাপ লাগছে কি?

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না গৌতম, মাটির দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, লিচুবাগান, পার্কসার্কাস, ইন্টালীর কথা যা শুনলাম কয়েকটা ক্যাম্পে ঘুরে—

গৌতম যাহা শুনিয়াছিল হেম সংপতিও তাহাই শুনিয়াছিল। সংক্ষেপে বলিলে ঘটনাগুলো এইরূপ :

মেটিয়া বুরুজের লিচুবাগান অঞ্চলে সশস্ত্র, দলবদ্ধ গুণ্ডারা কুলি লাইন আক্রমণ করিয়া পাইকারী হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করে। এই আক্রমণের ফলে স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা লইয়া ৬০০ মানুষ নিহত হইয়াছে। ২০০ মৃতদেহ বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির করা হইয়াছে। নিহতদের সব উড়িয়া। এমনভাবে কুলি লাইন ঘিরিয়া আক্রমণ চলিতে থাকে যে প্রাণ লইয়া কেহ পালাইতে পারে নাই। সাতটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস হইয়াছে এই অঞ্চলে। গুরুদ্বারের শরণার্থীদের ক্যাম্পে একজন শিখ কর্মীর মুখে এই বিবরণ পাওয়া গেল।

পার্ক সার্কাসে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির গৃহের নিকটে অবস্থিত তিনটি হিন্দু গৃহ শনিবারে (১৭ই আগষ্ট) দুইবার আক্রান্ত হয়। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিয়া দুইটি বাড়ী লুট করিয়া লীগ সভাপতির গৃহের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত এক অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু জেলা জজের গৃহ আক্রমণ করে গুণ্ডারা। প্রহারের ফলে তাঁহার দুই পুত্র ও জামাতা গুরুতর আহত হন এবং অবসরপ্রাপ্ত, বৃদ্ধ জজ নিহত হন। ইহার পরে গুণ্ডারা গৃহের মহিলাদিগকে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া আনে এবং তাঁহাদের গায়ের সমস্ত অলংকার ছিনাইয়া লয়। গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং বাড়ীর যাবতীয় আসবাবপত্র ঐ আগুনে নিক্ষেপ করে। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক মহিলাদিগকে রাস্তা হইতে সরাইয়া একটি গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে মিলিটারী পুলিশের গাড়ী ঐ স্থানে আসিয়া পড়িলে গুণ্ডারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। মিলিটারী পুলিশের সাহায্যে নিহত বৃদ্ধ জজের শব গৃহ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আক্রমণ করিবার আগে গুণ্ডারা নাকি গৃহস্বামীর নিকটে মোটা টাকা দাবি করিয়াছিল।

ইন্টালীতে সুরেশ সরকার রোডের কিয়দংশে, ডিহি ইন্টালী রোডে, গোপ লেন ও দেব লেনে অবস্থিত হিন্দুদের গৃহ ও দোকান লুট করিয়া আগুন লাগাইয়া দেয় মুসলমান গুণ্ডারা। আপোষের নাম করিয়া রাস্তায় ডাকিয়া আনিয়া স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু নেতাকে হত্যা করা হইয়াছে। নিহত হিন্দুদের বহু মৃতদেহ দেব লেনের পুকুরে, রাস্তার আবর্জনা স্তূপের পাশে দেখা গিয়াছে। ডিহি ইন্টালী রোডের কয়েকটি গৃহ লুট করিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। একটি গৃহের ধ্বংসস্তূপ

হইতে একটি স্ত্রীলোকের ও তিনটি পুরুষের শব পাওয়া গিয়াছে। স্ত্রী লোকটির শবের একটি স্তন কর্তিত। লোকের মুখে শোনা গেল এই গৃহে দেশীয় খ্রীষ্টান পরিবার থাকিত, হিন্দুগৃহ বলিয়া ভুল করিয়া বাহিরের গুণ্ডারা এই পৈশাচিক কাণ্ড করিয়াছে।

ডিহি ইণ্টালী রোডের এই বিবরণ শুনিয়া বিদ্যুৎচমকের মত গৌতমের মনে প্রশ্ন উঠিল, মিস ডোরোথি সরকারের গৃহে এই পৈশাচিক কাণ্ড হয় নাই তো? তিনি ডিহি ইণ্টালী রোডে থাকিতেন গৌতম জানিত।

আশঙ্কার কথা হেম সৎপতির কাছে প্রকাশ করিল না গৌতম, মিস সরকার তাহার অপরিচিত। শুক্রবার সকালে কালীঘাট ডিপোর কাছে তাঁহাকে ট্যাক্সীতে তুলিয়া দিবার কথা মনে পড়িল। গৃহে তাঁহার বৃদ্ধ, অন্ধ পিতা, একটি ভাই ও ছোট ভগ্নী থাকিত। ছোট ভগ্নীটির কি হইল?

গৌতমের মনে হইল মিস সরকারকে সে চিনিত, কিংশুকের বন্ধু, শেখরদার স্নেহের পাত্রী ছিলেন তিনি সে জানিত, তাই সঠিক খবর না পাইলেও তাঁহাব সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে মনে, কিন্তু এই তিন দিনে এই জনাকর্ণ মহানগরীতে এমন পৈশাশিক কাণ্ড আরও কতকগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে কে জানে? কখনও জানা যাইবে কি?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল উভয়ে। তারপর সৎপতি বলিল, উঠুন গৌতমবাবু, কাগজপত্রগুলো কারো হাতে দিয়ে বাড়ী যাওয়া যাক। কিছু খাবার ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না।

গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চলুন।

এ বেলা অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক শরণার্থী আসিয়াছে ক্যাম্পে গিয়া উভয়ে শুনিল। গৌতমের হাত হইতে বিভিন্ন ক্যাম্পের শরণার্থীদের মধ্যে ধুতি, শাড়ি বিতরণ সংক্রান্ত কাগজগুলি হইয়া একজন কর্মীর হাতে দিল সৎপতি কিংশুক আসিলে তাহাকে দিবার জন্য। কর্মী জানাইল আরও কিছু ধুতি, শাড়ি, ছেলেদের জামা প্রভৃতি আসিয়াছে। কাল সকালে তাঁহারা উভয়ে সেগুলি বণ্টন করিবার ভার লইলে ভাল হয়। শিশুদের জন্য গুঁড়া দুধ ও চিনির অভাব হইয়াছে সে জানাইল। গৌতম ও সৎপতি পাড়ার দোকানগুলিতে যাহা পাওয়া যায় কিনিবার জন্য বাহির হইতেছে দেখিল, প্রসাদ একজন কর্মীকে কি প্রশ্ন করিতেছে।

প্রসাদ লক্ষ্মী আবাসে গিয়াছিল। সরস্বতীর কাছে গৌতমের সকাল হইতে অনুপস্থিতির সংবাদ পাইয়া এখানে খোঁজ করিতে আসিয়াছিল। গৌতমকে দেখিয়া সে কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার চিন্তাগ্রস্ত, বিমর্ষ, ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া শুধু বলিল, মাসীমা কান্নাকাটি করছেন, বাড়ী চল।

গৌতম। কিছু গুঁড়ো দুধ ও চিনি কিনতে হবে।

প্রসাদ। এসো গাড়ীতে, কিনে আনছি। সৎপতির দিকে ফিরিয়া বলিল আপনিও চলুন। গুঁড়ো দুধ, পাড়ার দোকান গুলিতে বেশী মিলিল না। বার্লি, সাবু, সটি ও চিনি কিনিয়া ক্যাম্পে পৌছাইয়া দিয়া প্রসাদ লক্ষ্মী-আবাসের দিকে চলিল। পথে সৎপতি নামিয়া গেল।

সারাদিনের মধ্যে বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় করতে পারলে না, কি কাজের ভার পড়েছিল? প্রসাদ প্রশ্ন করিল।

কাজের কথা জানাইল গৌতম।

প্রসাদ বলিল, খবর পেলাম হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে, এদিককার আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর কাজের চাপ হয়ত কিছু কমবে। The Muslims are now facing attacks in turn.

লক্ষ্মী-আবাসে পৌছিয়া প্রসাদ বলিল, ভাল করে স্নান করে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। কাল সকালে আমাকে একবার শিবশঙ্করবাবুর কাছে যেতে হবে, কিছু টাকা পৌছবার জন্য। তুমি যদি যাও সকালে তৈরী থেকো, আমি তুলে নিয়ে যাব।

গৌতম। যাব। যাবার আগে হেমবাবুকে বলে যেতে হবে।

হেম সৎপতির কিংশুকের গৃহে আশ্রয় লইবার কাহিনী প্রসাদকে জানাইল গৌতম। শুনিয়া প্রসাদ বলিল, আচ্ছা, খবর দেওয়া যাবে।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন প্রসাদের সঙ্গে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গৌতম অপেক্ষা করিতেছিল; প্রসাদের ভৃত্য একখানি চিঠি আনিল। চিঠিতে প্রসাদ জানাইয়াছে আশ্রম হইতে দুইজন কর্মী আসিয়াছে আজ সকালে। শিবশঙ্করবাবু তাহাদিগকে আসিতে লিখিয়াছিলেন। ইহাদের লইয়া দুপুরে সে বাহির হইবে এবং পথে গৌতমকে তুলিয়া লইবে। খাওয়া দাওয়া সারিয়া সে যেন তৈয়ারী হইয়া থাকে।

সরস্বতীকে চিঠির মর্ম জানাইয়া হেম সৎপতিকে লইয়া আশ্রম ক্যাম্পে যাইবার জন্য কিংশুকের গৃহে গেল। সৎপতির সঙ্গে দেখা হইতে সে বলিল, একখানা গাড়ীর যোগাড় হয়েছে, দুপুরের দিকে আসবার কথা। গাড়ী আসলে আত্মীয়দের সবাইকে নিয়ে কৈলাস বোস ষ্ট্রীটে আমার বাড়ীতে যাব।

তারপর বলিল, চলে গেলে আর দেখা সাক্ষাৎ হবে না সহজে, বসুন একটু।

গৌতম বসিল। সৎপতি বলিল, সকালে আশ্রয় ক্যাম্পে একবার গিয়েছিলাম আমি। দেখলাম ক্যাম্পে ভিড় একটু কমে আসছে। শিখ গুরুদ্বারের লোক অনেকে চলে যাচ্ছে শুনলাম। মুসলমান পাড়া থেকে হিন্দু ও হিন্দুপাড়া থেকে মুসলমান সরে গিয়েছে। মিশ্র পাড়া গুলিতে শান্তি কমিটি দাঙ্গা থামাবার চেষ্টা করছে। শুনলাম শেয়াল দা ও হাওড়া ষ্টেশনে বিষম ভিড় হচ্ছে; মুসলমানরা দলে দলে পালাচ্ছে, হিন্দুরাও পালাচ্ছে।

তারপর বলিল, কিংশুকের কোন খবর পেলাম না। আজ সকালে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর খোঁজে। তাঁর মুখে শুনলাম কিংশুকের এক বন্ধু, বড় লোকের ছেলে ও বড় লোকের জামাই, নাম শুনলাম রণেন, দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন থেকে নিরুদ্দেশ। গুণ্ডারা আক্রমণ করতে আসছে শুনে রিভলবার পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল রাস্তায়, আর ফেরে নাই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে গৌতম উঠিল, বলিল, কিংশুকের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে গড়পারে গেলে। দুপুরে সেখানে যাবার কথা আছে।

সৎপতি। গড়পারে যাবেন? রাস্তা এখনও নিরাপদ নয়। মিলিটারী গাড়ী দেখলে গুণ্ডারা গা ঢাকা দেয় গলিতে, গাড়ী চলে গেলে বেরিয়ে এসে খুন জখম করে।

গৌতম। গাড়ী নিয়ে যাব। বিপদের সম্ভাবনা তো রয়েছেই।

কিংশুকের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আশুতোষ কলেজের আশ্রয় ক্যাম্পে গেল গৌতম। খোঁজ লইয়া জানিতে পারিল কাপড় আরও দুই গাঁইট আসিয়াছে, তাহার ও সৎপতির তৈয়ারী তালিকা দেখিয়া ধুতি, শাড়ি বিতরণ করা হইতেছে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও কিছু আসিয়াছে, আরও আসিবে। বিভিন্ন আশ্রয় ক্যাম্পে সেগুলি পাঠানো হইবে। কয়েকজন মেডিকেল ছাত্র ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরিয়া অসুস্থ আশ্রয় প্রার্থীদের দেখিতেছে ও ঔষধপত্র দিতেছে গৌতম শুনিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে ডাঃ কান্তিলালকে ডিসপেন্সারীতে দেখিতে পাইয়া গৌতম বলিল, আপনার আত্মীয়দের খবর কি ডাক্তার বাবু?

ডাঃ কান্তিলাল। আমার বড় শালার অবস্থা খারাপ, তাঁর ছেলেটির অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। শালা বাঁচবে কিনা সন্দেহ। খবর পাওয়া কি সোজা কথা! দিলীপ বাবু অনুগ্রহ করে হাসপাতাল থেকে খবর এনে দিয়েছেন। কিন্তু আমার কম্পাউণ্ডারটির কোন খবর দিতে পারলেন না।

গৌতম। সে ইন্টালী থেকে পালিয়ে এসেছিল বলেছিলেন না? আবার কি হল?

ডাঃ কাঞ্জিলাল। সাধ করে মরণ ডেকে এনেছে। শান্তি কমিটি হয়েছে; ইণ্টালীতে দাঙ্গা বন্ধ হয়েছে খবর পেয়ে বাড়ীঘরের অবস্থা দেখবার জন্য গিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোন খবর নাই তার। মেরে হয়ত কোন পুকুরে ফেলে দিয়েছে না হয় ম্যানহোলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার বিধবা মা ও বৌটি কেবল কাঁদছে।

সবিস্ময়ে গৌতম বলিল, ম্যানহোলে ঢুকিয়ে দিয়েছে?

ডাঃ কাঞ্জিলাল। মিলিটারী বেরোবার পর থেকে পুকুরে, ডোবায়, ম্যানহোলে লাস ফেলে দেয়, রাস্তায় ফেলে রাখে না। শুনলাম মোমিনপুর পাম্পিং ষ্টেশন, বালিগঞ্জ পাম্পিং ষ্টেশনে অনেক শব তুলেছে পুলিশ ও করপোরেশনের লোক।

শুনিয়া নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল গৌতম কিছুক্ষণ। তারপর ডাঃ কাঞ্জিলালের কাছে বিদায় লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

বেলা দুইটা নাগাদ গাড়ী লইয়া আসিল প্রসাদ।

গৌতম দেখিল চালকের পাশের আসনে একজন শিখ ও ভিতরের আসনে দুইজন গেরুয়াধারী যুবক বসিয়া, চালক স্বয়ং প্রসাদ। ষ্টার্ট দিবার আগে একগোছা নোট গৌতমের হাতে দিয়া প্রসাদ বলিল, এগুলো তোমার পকেটে রাখো।

চৌরঙ্গী-ধর্মতলা ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছুতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নগরীর চেহারা চোখে পড়িল। মোড়ের একটু আগে দাঙ্গার প্রথম দিনে লুণ্ঠিত সেই বন্দুকের দোকান। এই দোকানের লুণ্ঠিত বন্দুক, রাইফেল, ছোরা, কুকরী ইত্যাদি গুণ্ডাদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। মসজিদের প্রবেশ পথে দাঁড়াইয়া কতকগুলি বালক মাঝে মাঝে ধ্বনি দিতেছে, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান! ফুটপাতে বেশ জনতা। হঠাৎ চলমান গাড়ীর উপরে পরপর দুইটি সোডার বোতল নিক্ষিপ্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। ফুটপাতের ভীড় ছাড়া রাস্তা জনশূন্য। কয়েকটি দোকানের গায়ে শাদা চকে উর্দু হরফে 'ইসলাম' লেখা দেখা গেল, কয়েকটি দোকান লুঠ করিয়া আগুন লাগাইবার চিহ্ন চোখে পড়িল। রাস্তায় আবর্জনা স্তূপ ছড়ানো, দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। নিউ সিনেমা ছাড়াইয়া আগাইতে ডানদিকের এক গলির মোড় হইতে ইট পাটকেল বর্ষিত হইল গাড়ী লক্ষ্য করিয়া। মারকে লেঙ্গা পাকিস্তান চিৎকার করিতে করিতে একপাল ছেলে ছোকরা দৌড়াইতে লাগিল গাড়ীর পিছনে। বিপরীত দিক হইতে একখানি মিলিটারী গাড়ী আসিতে দেখিয়া ইহারা ও ফুটপাতের জনতা দ্রুত গলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঁদিকে কমলালয় ও সেলাইয়ের কলের

দোকান দুইটিই লুন্ঠিত। মোড়ে কয়েকটি লুন্ঠিত দোকানের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়িল। পুলিশ পিকেট সত্ত্বেও ওয়েলেসলী স্ট্রীটে বৃহৎ জনতা দেখা গেল। ওয়েলিংটন ও বহুবাজার স্ট্রীটে দোকানপাট বন্ধ। দুইধারে ফুটপাতে লোকের জটলা। এডেন' ইসপিটাল রোডের মোড়ে ভাঙা রিক্সার নীচে কয়েকটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে; ডাস্ট-বিনের চারিপাশে শকুনি বসিয়াছে। হাসপাতালের সম্মুখে বহু পুলিশ পাহারা, ভিতরে জনতা, পুলিশ ভ্যান, এম্বুল্যান্স গাড়ী। আহতদের লইয়া একখানি ট্রাক সেই মুহূর্তে ভিতরে প্রবেশ করিল।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে সব দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় জনতা জমিতে পুলিশ লাঠি লইয়া তাড়া করিতেছে। মেছোবাজারের মোড়ে দুইদিকে দাঁড়াইয়া দুই মারমুখী জনতা ইটপাটকেল ছুড়িতেছে। কয়েকটা ইট আসিয়া গাড়ীর উপরে পড়িল, উইণ্ডস্ক্রীন ভাঙ্গিয়া গেল, পাশে উপবিষ্ট গৌতমের বাম বাহুতে আঘাত লাগিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রুমাল দিয়া আহত স্থান চাপিয়া ধরিল গৌতম। রাস্তার মধ্যে কয়েকটি ডাষ্টবিন উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছে, একটি ডাষ্টবিনের নীচে একখানি পা চোখে পড়িল। লুন্ঠীত ভাঙিয়া দোকান দেখা গেল। ঠনঠনিয়া কালী-বাড়ীর সম্মুখে, আশেপাশে জনতা, পুলিশ লাঠি লইয়া জনতাকে রাস্তা হইতে হটাইতেছে। ইহার'পর হইতে রাস্তার চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। কৈলাস বোস স্ট্রীটের মোড়ে বাঁদিকে এক ডাক্তারখানা খোলা দেখিয়া গাড়ী থামাইল প্রসাদ, ডাক্তারখানায় গিয়া গৌতমের আহত বাহুর চিকিৎসা করানো হইল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া গৌতম গাড়ীতে ফিরিল। গাড়ী কৈলাসবোস স্ট্রীট, সারকুলার রোড পার হইয়া রামমোহন রায় রোডে ঢুকিল।

শিবশঙ্করের অফিসের সম্মুখে পৌছিতে দেখা গেল দুইখানি জীপ ও একখানি প্রাইভেট গাড়ী কয়েকজন কর্মীকে লইয়া চলিয়া গেল। অফিসে বেশ ভিড়। প্রসাদের দল ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল পাশের একটি ঘরে টেবিলের উপরে একখানি ম্যাপ রাখিয়া শিবশঙ্কর উপস্থিত কয়েকজন যুবক ও বয়স্ক ভদ্রলোককে কি বুঝাইতেছেন। প্রসাদ, গৌতম ও তাহাদের সঙ্গীদের দেখিয়া তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, শ্রোতাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, একটু বসুন আপনারা, এঁদের সঙ্গে কিছু কাজের কথা সেরে আসছি।

একটি তালাবন্ধ ঘর খুলিয়া প্রসাদের দলকে ভিতরে আনিয়া দরজায় ছিটকানি লাগাইলেন তিনি। আশ্রমের কর্মীদ্বয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমরা এসেছ, কাজের ভার বুঝে নাও এবার।

গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনার হাতে টাটকা ব্যাণ্ডেজ দেখছি, চোট লেগেছে ?

হাসিয়া মাথা নাড়িল গৌতম।

শিবশঙ্কর। মৌলি জখম হয়েছে, পিনাকীবাবু এখন আমার ডানহাত। বার চারেক তাঁকে মারবার চেষ্টা হয়েছে। কালও হিন্দু বেশে দু'জন ঢুকেছিল এ পাড়ায় ঐ উদ্দেশ্যে ; মৌলির দল তাদের ধরে ফেলেছে।

গৌতম। মৌলির আঘাত কি রকম ?

শিবশঙ্কর। কাঁধে, পিঠে ছোরা মেরেছিল। বাহাদুর ছেলে। ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আজ সকালে এখানে এসেছিল, জোর করে বাড়ী পাঠিয়েছি।

প্রসাদ গৌতমের নিকট হইতে টাকা লইয়া শিবশঙ্করকে দিল, বলিল, দু'হাজার আছে। গৌতমের কাছে আরও টাকা আছে।

শিবশঙ্কর। এক হাজার ফিরে নিয়ে যান। দরকার হলে আবার চাইব। আজ দুপুরে মোটা টাকা পেয়েছি। কিংশুকবাবুও টাকা এনেছিলেন সকালে।

গৌতম। কিংশুক ভাল আছে ?

শিবশঙ্কর। সকাল পর্যন্ত ভাল ছিলেন জানি। দু'বার হাত-বোমায় মৃত্যু থেকে বেঁচে গিয়েছেন, সামান্য চোট লেগেছে দ্বিতীয় বার।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, পুলিশ উৎপাত সুরু করেছে, এখানকার কর্মীদের ছড়িয়ে দিতে হবে, ভার নেবার লোক খুঁজছিলাম। নীচের ঘরগুলিতে শরণার্থীদের রাখতে হবে পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য। দু'জন পুলিশের বড় কর্মচারী সেই উপদেশ দিয়েছেন। এঁরা অনেক সাহায্য করেছেন আমাদের। পিনাকীবাবুকে এখান থেকে সরাবার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা, তিনি যে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ছিলেন এ খবর নাকি কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছেছে। আজ সন্ধ্যার পরে পিনাকীবাবু ও এদের দু'জনকে তিনটি কেন্দ্রের ভার দিয়ে অন্যত্র পাঠাব, আমি এখানেই থাকব।

তারপর বলিলেন, শুক্রবার শনিবারের মত ব্যাপক খুনোখুনি বন্ধ হয়েছে প্রায়। এখনকার বড় কাজ হিন্দুদের পরিত্যক্ত গৃহগুলি দখল করা, কলকাতা থেকে হিন্দুদের পলায়ন বন্ধ করা, রুগ্নদের জন্য ঔষধপত্র এবং নিঃস্বদের জন্য বস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এ ছাড়া আরও কাজ আছে, হিন্দুদের লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার করা, হাওড়া ও শেয়ালদাতে মুসলমান যাত্রীদের ওপর নজর রাখবার জন্য কর্মী পাঠানো। মুসলমানরা লুটের মাল নিয়ে কলকাতা থেকে পালাচ্ছে। এই ব্যবস্থা করবার জন্য

আমাকে সময় দিতে হচ্ছে। সবচেয়ে শক্ত কাজ অপহৃতা হিন্দু নারীদের উদ্ধার করবার কাজ। শোনা যাচ্ছে পার্ক সার্কাসে অনেক পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের গৃহে, নাখোদা মসজিদে বহু অপহৃতা নারীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। প্রচুর লুণ্ঠিত মালও পার্ক সার্কাসে রাখা হয়েছে।

গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিলেন,-আপনাদের ওদিকে আশ্রয়ক্যাম্পগুলোর কাজ ভাল চলছে?

গৌতম। ভালই চলছে। কিছু কিছু লোক চলে যাচ্ছে।

শিবশঙ্কর। প্রসাদবাবু ও আপনি ওদিকে আশ্রয়ক্যাম্পগুলোর ভার নিন। কিংশুকবাবু প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করবার ব্যবস্থা করবেন।

প্রসাদ। গৌতম ও হেম সৎপতি নামে কিংশুকের এক বন্ধু এই কাজ করছিলেন, আমিও যোগ দেব ওঁদের সঙ্গে।

শিবশঙ্কর। আপনারা বোধহয় শেখরবাবুর বাড়ীতে যাবেন। তাঁর শরীর কিছু অসুস্থ। ফেরবার সময়ে দেখা করে যাবেন, ততক্ষণ আমি হাতের কাজ সেরে নিই।

প্রসাদ ও গৌতম অফিস হইতে বাহির হইয়া শেখরের গৃহে চলিল।

শেখরের সামান্য জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু শক্ত রোগ হইতে উঠিবার পর রোগীর মত চেহারা হইয়াছিল তাঁহার। প্রসাদ ও গৌতম আসিবার খবর পাইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন তিনি।

হাতের ব্যাণ্ডেজের ইতিহাস বলিতে হইল গৌতমকে। প্রসাদ ও গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে শেখর জানাইলেন শনিবারে রাজাবাজারে আক্রান্ত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য গিয়া মৌলি কাঁধে, পিঠে ছোরার আঘাত পাইয়া আহত হইয়াছে। পিনাকীবাবু না থাকিলে মারা পড়িত। সৌভাগ্যক্রমে আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই, পিনাকীবাবুর হাতের অস্ত্র দেখিয়া গুণ্ডারা সরিয়া পড়ে। পিনাকীবাবু নিজে সামান্য আহত হইয়াছেন। মৌলির বন্ধুর দলের মানিকলাল কেশব সেন ষ্ট্রীটে বিপন্ন হিন্দুদের উদ্ধার করিতে গিয়া নিখোঁজ হইয়াছে, আরেকটি বন্ধু অজিত ছোরার আঘাতে আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। তাহাদের দলের আর. এস. এস. কর্মী সত্যপ্রকাশ হাতবোমায় সাংঘাতিক আহত হইয়া হাসপাতালে আছে, বাঁচিবার আশা কম।

রাজাবাজার, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের পাশে একটি হিন্দুবাড়ী, রতি লেনের সংস্কৃত কলেজের নিস্তারিনী ছাত্রাবাস ও রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীটের পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রাবাসের কথা বলিলেন শেখর।

ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের পাশের হিন্দু বাড়ী অধিবাসিগণের নিকট হইতে প্রাণ-

রক্ষার আশ্বাস দিয়া বার বার টাকা আদায় করিয়াছে গুণ্ডারা, মেয়েদের অলঙ্কার লইয়াছে, তারপর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া ঘরে ঘরে গিয়া স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করিয়াছে। একটি ঘরে কয়েকটি শিশুর মৃতদেহ দেয়ালে বড় বড় পেরেক মারিয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছে দেখা গেল। প্রতিটি ঘর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শবদেহে পূর্ণ ছিল। রতি সেনের সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবাসে যে বারোটি ছাত্র ছিল এবং উড়িয়া পাচক ও ভৃত্য ছিল সবাইকে হত্যা করিয়া মৃতদেহগুলি লরীতে করিয়া সরাইয়া ফেলে গুণ্ডারা, রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীটের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রাবাসের ছয়টি ছাত্রকে নৃশংসভাবে হাত পা কাটিয়া কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

আলাপ চলিতেছে মৌলি ঘরে আসিল। গৌতম উঠিয়া হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইল তাহাকে, সস্নেহ স্বরে বলিল, কি চেহারা হয়েছে তোমার।

মৌলি। আপনার হাতে কি হল?

গৌতম। ছোট আধখানা ইট লেগেছিল, ছড়ে গিয়েছে মাত্র।

পুত্রের দিকে চাহিয়া শেখর বলিলেন, অনেক কান্নাকাটি করে শিবশঙ্করবাবুর অফিস পর্যন্ত মৌলির গতি সীমাবদ্ধ করেছেন ওর মা।

তারপর বলিলেন, বাংলার লীগদলের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় fireworks দেখাবে বলে গর্ব করেছিল। বন্দোবস্তও পাকাপাকি করা হয়েছিল সেজন্য। হিন্দুপ্রধান কলকাতা শহরের আঠাশটি থানার মধ্যে ছাব্বিশটিতে মুসলমান ও. সি. নিযুক্ত করা হয়েছে, বাকী দু'টো থানাতেও হিন্দু ও. সি.র ঘাড়ের ওপরে একজন করে মুসলমান স্পেশাল অফিসার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখের ওপর লুট, আগুন লাগানো, লুটের মাল রিকসা, ঘোড়ার গাড়ী, ট্যাক্সি, লরীতে করে পাচার করা দেখলেও, লোহার ডাণ্ডা, ছোরা, হাত বোমায় হিন্দু হত্যা হতে দেখলেও পুলিশের নিষ্ক্রিয় থাকবার আদেশ ছিল। কলকাতার বিহারী হিন্দু পুলিশের দল চাকুরির মায়ায় এই আদেশ ভালভাবেই পালন করেছে বলতে হবে। গভর্ণর বারোজ সাহেবের সহায়তায় মিলিটারীকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। এদিকে থানাগুলোর ব্যবস্থা করবার পর মসজিদে মসজিদে সভা করে মুসলমান মহল্লা-প্রধানদের তালিম দেয়া হয়েছে, বাইরে থেকে গুণ্ডার দল আমদানী করা হয়েছে, এদের সহায়তা করবার জন্য একসটার্ণ গুণ্ডাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে, আগাম রেশন দেয়া হয়েছে তাদের। আলিগড়, ওয়াজিরাবাদ থেকে বাক্স বাক্স ছোরা আনা হয়েছে, মুসলমান বস্তীতে বস্তীতে কামারশালা বসিয়ে ছোরা, পাইপগান তৈরী করা হয়েছে দিনের পর দিন, বন্দুকের দোকান লুট করে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে

এম্বুলান্স গাড়ীতে লুকিয়ে। করপোরেশনের মুসলমান মেয়র করপোরেশনের ট্রাক-গুলো গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, গভর্ণমেণ্টের ইনডাষ্ট্রিজ বিভাগের গাড়ী ও ট্রাকগুলোও গুণ্ডাদের কাজে লেগেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং দু'হাতে পেট্রোলের কুপন বিতরণ করেছে চেলাদের, করপোরেশনের পেট্রোল ডাম্প থেকে শত শত গ্যালন পেট্রোল পাচার করা হয়েছে রহস্যজনক উপায়ে।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কলকাতায় fire works-এর বন্দোবস্ত খুব ভাল ভাবেই করা হয়েছে, একটুখানি গলদ ছিল, উল্টোমারের সম্ভাবনাকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই, দরিদ্র মুসলমানদের ওপর দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করা হয় নাই। দম্ভস্ফীত মস্তিষ্কে এ কথার উদয় হয় নাই যে কলকাতা after all হিন্দু-প্রধান নগর।

শেখর থামিবার পরে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল সকলে।

সন্ধ্যাতারা ঘরে আসিলেন, প্রসাদ, গৌতম ও মৌলি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার চেহারা মলিন। গৌতমের হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখিয়া বলিলেন, তুমিও লড়নেওয়ালাদের হাতে মার খেয়েছ?

গৌতম। ছিটে ফোঁটা, কিছু নয়।

সরস্বতীর, সরিতের খবর জিজ্ঞাসা করিলেন সন্ধ্যাতারা। তারপর ম্লান হাসিয়া বলিলেন, এমনি আতঙ্কের মধ্যে দিন রাত কাটছে যে তোমরা এসেছ শুনে আনন্দ হবে তা নয়, মনে হল কেন এই বিপদের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছ। তোমাদের ওদিকটাতে কোন গোলমাল হয়েছে গৌতম?

গৌতম। শুক্রবারে কিছু হয়েছিল, থেমে গিয়েছে।

মেছুয়া বাজার ও রাজা বাজারের গুণ্ডারা দলবদ্ধ হইয়া কিভাবে এ পাড়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল সেই গল্প করিতে লাগিল মৌলি।

সন্ধ্যাতারা চা ও খাবার দিলেন প্রসাদ, গৌতম ও ছেলেকে, বলিলেন, গৌতম, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে তোমাদের, খারাপ জায়গা পার হতে হবে, আর দেরি করো না।

প্রসাদ বলিল, মৌলি, পিনাকীবাবুর সঙ্গে দেখা হলে ব'লো আমরা এসেছিলাম। শিবশঙ্কর বাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি বললেন পিনাকীবাবু অন্যত্র যাচ্ছেন, দেখা হবে কিনা জানিনা।

শেখর ও সন্ধ্যাতারার কাছে বিদায় লইল প্রসাদ ও গৌতম। মৌলি বলিল, চলুন অফিস পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে যাব।

তাহারা রাস্তায় নামিতে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল বাড়ীর সম্মুখে। দুইটি মেয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া মৌলির কাছে আসিল।

তাহাদের দেখিয়া হাসিয়া মৌলি বলিল, তোমরা বেঁচে আছ তাহলে ?

মেয়ে দুইটি মৌলির বান্ধবী মনীষা ও কৃষ্ণা।

কোন উত্তর না দিয়া মনীষা মৌলির গায়ের চাদর সরাইয়া কাঁধ ও পিঠের ব্যাণ্ডেজ দেখিল, কৃষ্ণাকে দেখাইল।

প্রসাদ ও গৌতমের সঙ্গে ইহাদের পরিচয় করিয়া দিল মৌলি। প্রসাদ বলিল, তোমরা কোন পাড়ায় থাক ?

মনীষা বলিল, আমি বালিগঞ্জে, কৃষ্ণা শ্যামবাজারে থাকে। বিষ্যুদবার থেকে কৃষ্ণার বাড়ীতে আটক রয়েছি, বাড়ী ফিরতে পারিনি। আজ সকালে মৌলিদার খবর পেলাম। অনেক বলে কয়ে কৃষ্ণার মামার গাড়ী যোগাড় করে তবে আসতে পারলাম।

প্রসাদ চাহিয়া দেখিল ড্রাইভারের পাশে গুর্খা দারোয়ান। বলিল, মৌলি, এদের নিয়ে যাও, আমরা আসি তাহলে।

॥ ছয় ॥

অফিসে ফিরিয়া জানা গেল কিছুক্ষণ আগে শিবশঙ্কর বাবু বাহিরে গিয়াছেন, আশ্রমের দুই কর্মীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পিনাকী ফিরে নাই অনুসন্ধানে জানা গেল। এ অবস্থায় অপেক্ষা করা নিরর্থক বুঝিয়া তাহারা বাড়ী রওনা হইল। যে পথে গাড়ী আসিয়াছিল সেই পথ ধরিল।

রাস্তার চেহারার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ফিরিবার সময়ে। গলিগুলির মাথায় লোক দাঁড়াইয়া, রাস্তার মোড়ে মোড়ে লোক, সাইকেল-আরোহী যুবকেরা পথচারীদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে রাস্তায় টহল দিতেছে। গাড়ী ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ী ছাড়িয়া আগাইতে কয়েকজন যুবক গাড়ী থামাইবার ইঙ্গিত করিল। গাড়ী কালীঘাটের দিকে যাইবে শুনিয়া তাহারা বলিল, বেচু চ্যাটার্জির ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হয়ে কলেজ ষ্ট্রীটে যান। মেছুয়া বাজার মোড় থেকে হ্যারিসন রোড পর্যন্ত গোলমাল চলছে। কিছুক্ষণ আগে হ্যাণ্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মোটরের আরোহী এক হিন্দু ভদ্রলোককে মেরেছে, তাঁর ড্রাইভারও জখম হয়েছে। মিলিটারী এসেছে, পুলিশ হিন্দুদের ধর পাকড় করছে।

নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া বহুবাজারে পৌছতে দেখা গেল মোড়ে গোলমাল হইতেছে, বহু লোক সম্মুখের দিকে দৌড়াইতেছে। শোনা গেল চিত্তরঞ্জন এভিন্যু হইতে দলবদ্ধ মুসলমানরা নাকি আক্রমণ করিতে আসিতেছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ধাবমান জনতার মধ্যে গাড়ী চালানো সম্ভব নয়, প্রসাদ বাঁদিকের ফুটপাত ঘেঁসিয়া গাড়ী দাঁড় করাইতে নাকে দুর্গন্ধ আসিল। আবর্জনা স্তূপ পচিতেছে। হঠাৎ হুইসিলের শব্দ কানে আসিল, শিয়ালদহের দিক হইতে একখানি মিলিটারী লরী আসিতেছে। দুই পাশের গলি, দোকান, বাড়ীর মধ্যে জনতা অদৃশ্য হইল ভোজবাজির মত। গাড়ী চালাইয়া ধর্মতলার মোড়ে পৌছিতে কিছুকাল আগের খণ্ডযুদ্ধের চিহ্ন সমূহ রাস্তায় দেখা গেল। এক মোটরবাইক আরোহী সার্জেন্ট যাইতেছিল, তাহার পিছনে পিছনে গাড়ী চালাইয়া বিপজ্জনক এলাকা প্রায় পার হইয়াছে, মসজিদের আগের গলির ফুটপাত হইতে গাড়ী লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত বস্তুটি রাস্তায় পড়িয়া ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল। সম্ভবত বস্তুটির কয়েকটি টুকরো ফুটপাতের উপরে দণ্ডায়মান অসতর্ক একটি লোকের দেহে বিদ্ধ হইয়াছিল, কারণ, চিৎকার করিয়া তাহাকে মাটিতে পড়িয়া যাইতে দেখা গেল। মোটর বাইক ঘুরিল, প্রসাদের গাড়ী বাঁদিকে দক্ষিণ মুখে ছুটিল। সারা রাস্তায় নিস্তব্ধ শিখ ড্রাইভারটির মুখে এতক্ষণ পরে কি একটা মন্তব্য শোনা গেল।

গৌতমকে বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া প্রসাদ বলিল, ঘণ্টা দুই পরে আসব, আশ্রয় ক্যাম্পের কাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা হবে।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর আসিল অফিসের গাড়ীতে, সঙ্গে দুইজন সহকর্মী। গৌতমের কাছে ইহাদের পরিচয় দিয়া বলিল, শুক্রবার থেকে এরা অফিসে রয়েছে, বাড়ী ফিরতে পারে নাই। আমাকে ধরল আজ রাতটা এখানে কাটাবে। কাল ১০টায় অফিসের গাড়ী আসবে আমাদের নিয়ে যেতে।

গৌতম ভিতরে গিয়া মাসীমাকে শঙ্করের দুই অতিথির কথা বলিল।

অতিথিরা শঙ্করকে বলিল তাহারা রাস্তায় কিছুক্ষণ বেড়াইয়া আসিবে, এ কয়দিন অফিসে জালের মধ্যে ইন্দুরের মত কাটাইতে হইয়াছে। তাহারা বাহিরে গেলে শঙ্কর জানাইল ফরসা মত সহকর্মীর নাম অবনী, অন্যটির নাম ভবানী। উভয়েই কলিকাতার বাহিরে থাকে। দুই তিনটি বিপজ্জনক এলাকা পার হইয়া বাড়ী যাইতে পারে নাই। বলিল, অফিসে আরও অনেকের এই অবস্থা।

শঙ্করের সহকর্মীরা ফিরিবার আগেই প্রসাদ আসিল। আশ্রয় কেন্দ্রগুলির এখনকার কাজ, রেশন দিতে কর্তৃপক্ষের হিন্দু ও মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে

বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল অবনী বাবু ও ভবানীবাবু ফিরিলেন। গৌতম তাহাদের পরিচয় করিয়া দিল প্রসাদের সঙ্গে। শঙ্করও ঘরে আসিল।

প্রসাদ বলিল, আপনারা সংবাদ-সরবরাহ কেন্দ্রের লোক। বসুন, দাঙ্গার খবর কিছু শুনি আপনাদের কাছে।

শঙ্করের দুই সহকর্মীর মধ্যে অবনীবাবুর বয়স কিছু বেশী। তিনি পান চিবাইতেছিলেন। বাহিরে গিয়া মুখের পান ফেলিয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, কয়েকদিন যেন খাঁচার মধ্যে বন্ধ ছিলাম, পান সিগারেট মেলে নাই।

তারপর বলিলেন, দাঙ্গার আয়োজনের কথা, দু'তিন মাস আগে থেকে গোপন প্রোপাগাণ্ডার কথা সবাই জেনেছে আজ। হিন্দু মহলে যারা খবর রাখত, সতর্ক হবার কথা বারবার বলেও আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেনি সাধারণকে। কেউ মোটেই বিশ্বাস করেনি, কেউ ভেবেছে এ সব কথা উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগাণ্ডা সম্প্রদায়বাদীদের। সত্যি কেউ কল্পনা করতে পারেনি লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে লর্ড ওয়াভেলের গভর্ণমেণ্ট হিন্দু জনসাধারণের জীবন, ধনসম্পত্তি ধ্বংস করবার জন্য বাংলার গুণ্ডা গভর্ণমেণ্টকে এতখানি নির্লজ্জ, নীতিহীন প্রশ্রয় দিতে পারে। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সাফাই সাক্ষীরা বলছে প্রোভিন্সিয়াল অটোনোমিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট। প্রোভিন্সিয়াল অটোনোমি? কলকাতা শহর যখন পুড়ছিল, রাস্তায় রাস্তায় রক্তের স্রোত বইছিল চৌরঙ্গি ও লাটভবনের সামনের হোটেলগুলোতে যে সব বিদেশীরা নাচ গান, খানাপিনা করছিল তাদের কয়েকটার মাথা লুঙ্গিমার্কা গুণ্ডারা লোহার ডাণ্ডায় ফাটালে কোথায় থাকত প্রোভিন্সিয়াল অটোনোমি?

আজ রব উঠেছে হিন্দুরা মুসলমানদের মারছে। মুসলমানদের ক'টা বস্তি গিয়েছে কিন্তু তারা অসংখ্য অবস্থাপন্ন হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করেছে বাড়ীঘর, বড় বড় দোকান লুট করে, পুড়িয়ে দিয়ে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নাশ করে।

হত্যাকাণ্ড, নৃশংস, বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড, অনেকগুলি হয়েছে, পথেঘাটে, বৃধুওস্তাগরের লেনে, কলুটোলায়, রাজা বাজারে, দু'টি ছাত্রাবাসে। পাইকারী হত্যার তালিকায় মেটিয়া বুরুজের লিচু বাগানের পরে টেরিটি বাজারের উল্লেখ করতে হয়।

বর্ধমান রাজের সম্পত্তি টেরিটি বাজারে লুট ও হত্যা সম্বন্ধে বহু গুজব প্রচার হইয়াছিল।

প্রসাদ বলিল, টেরিটি বাজারের ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি নি।

অবনী বাবু ও ভবানী বাবু যে বিবরণ দিলেন তাহার মর্ম এইরূপ: লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারের অতি নিকটে অবস্থিত এই বাজারের ফটকগুলি ১৬ই তারিখে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বাহিরের গুণ্ডাদের প্রবেশ বন্ধ করিবার অজুহাতে এবং চাবি বাজারের মুসলমান দোকানীদের হাতে দেওয়া হয়। এই দোকানীরা গুণ্ডাদের হাত হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিবার আশ্বাস দিয়া তাহাদের সকলের নিকটে চাঁদা ও কয়েকজনের কাছে মোটা 'প্রোটেকশন মণি' আদায় করে ১৭ই তারিখে। ১৮ই তারিখে বড় ফটক খুলিয়া দেওয়া হয় ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গুণ্ডারা দলে দলে বাজারের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর হিন্দুদের দোকানে দোকানে, ঘরে ঘরে ঢুকিয়া লুট এবং তাহাদিগকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া হত্যা করা হইতে থাকে। ২ ঘণ্টাকাল ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়াছিল। অন্যূন ২৫০ হিন্দু এই সময়ের মধ্যে নিহত হয়। ইহার পর হঠাৎ সার্জেণ্টদের আবির্ভাব ঘটে এবং লুটের মাল লইয়া গুণ্ডারা চলিয়া যাইতে থাকে। বাজারের সম্মুখে যে ফায়ার ব্রিগেডের দল বসিয়া থাকে তাহারাও লুটের বখরা পাইয়াছিল অভিযোগ করা হইয়াছে। শুধু তাহারা নয়, ভুক্তভোগীরা এমন অভিযোগও করিয়াছে যে কতকগুলি ভদ্রবেশী অবাঙালী মুসলমানকে গুণ্ডাদের মধ্যে ঘুরিয়া তাহাদের কাজে প্ররোচনা দিতে এবং লুণ্ঠিত মালের মধ্যে ফাউণ্টেন পেন, হাতঘড়ি প্রভৃতি পকেটে ফেলিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজনকে বগলে কয়েকটি ছাতা ও হাতে ষ্টোভ লইয়া বাজার হইতে বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। উভয়েই নাকি সরকারী কর্মচারী।

ভবানীবাবু। কয়েকটি পাড়ায় ভদ্রবেশী মুসলমানকে সাধারণ গুণ্ডাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে দেখা গিয়াছে। হিন্দু হত্যার প্ররোচনা দেয়া ছাড়া লুটের বখরা পাবার আশা তাদের মনে ছিল না কে বলবে? লুটের মাল নিয়ে বাইরে পালাচ্ছে মুসলমানরা, আবার পার্ক সার্কাস, ওয়েলেসলী, মেছুয়া বাজার, চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর কতকগুলি বাড়ীতে জমা রেখেছে, বস্তিগুলিতেও রেখেছে।

অবনীবাবু। অপহৃতা মেয়েদের অনেককেও বাইরে চালান করা হচ্ছে।

দাঙ্গায় পুলিশের আচরণের কথা উঠিল। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, গুণ্ডাদের সঙ্গে দোস্তি, লুটের ভাগ লওয়া, আক্রান্ত হিন্দুদের দিকে বন্দুক তাক করা, তাহাদের উপর লাঠি চার্জ করা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল।

তারপরে উঠিল লালবাজারের কণ্ট্রোল রুমে লীগদলের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি,

পেট্রোলের স্পেশাল কুপন বিতরণ, হত্যা ও লুটের অপরাধে গ্রেপ্তার গুণ্ডাদের পুলিশের হাত হইতে ছাড়াইয়া লইবার কথা। অবনী বাবু বলিলেন জেনারেল বুচার অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর অনবরত হস্তক্ষেপের ফলে তিনি কিছু করতে পারছিলেন না। ('he was unable to do anything due to his constant interference')। আর একজন মিলিটারী অফিসারের কথা, 'the Chief Minister's plans affected military plans'. পুলিশের কর্তা (হার্ডউইক) স্বীকার করেছেন লুটের মাল যে সব লরীতে সরানো হচ্ছিল তাদের পেট্রোলের স্পেশাল কুপনে Chief Minister-এর স্বাক্ষর দেখা গিয়েছে। চীফ সেক্রেটারী ওয়াকার সাহেবের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, 'he allowed the Muslim League to start a planned attack and connived at the League utilising the resources of the State for the purpose."

ভবানীবাবু। এই ওয়াকারই বলেছে 'he was strongly in favour of declaring 16th as holiday'.

প্রসাদ। মনে হয় ডাইরেক্ট একশনের উদ্দেশ্য কলকাতায় ব্যাপক সম্পত্তি নাশ এবং পাইকারী হত্যাকাণ্ডের সাহায্যে হিন্দুদের terrorise করে দেশের হিন্দু মুসলমানের মনে স্থায়ী বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেটা কাজে লাগানো।

দেশে লীগের ডাইরেক্ট একশনের কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সেই আলোচনা চলিতেছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে কিংশুক ঘরে ঢুকিল।

তাহাকে দেখিয়া প্রসাদ ও গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইল। গৌতম বলিল, কি খবর কিংশুক? দু' দিন দেখা পাইনি, গড়পারে গিয়েও কোন খবর পেলাম না।

চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া কিংশুক বলিল, খবর কিছু খেতে চাই, শোবার একটু জায়গা চাই। নড়বার ক্ষমতা নাই আমার।

প্রসাদ বলিল, আমার ওখানে চল, এখানে দু'জন অতিথি আছেন।

গৌতম। কোন অসুবিধা হবে না সেজন্য, মাসীমাকে বলে আসছি আমি।

এক কাপ গরম দুধ নিজের হাতে লইয়া ফিরিল গৌতম। বিনাবাক্যে দুধের কাপ শেষ করিয়া কাপ নীচে নামাইয়া রাখিল কিংশুক। সে কি বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ নূতন আগন্তুকের আবির্ভাবে আর বলা হইল না।

আগন্তুক ডাঃ রায়ের কন্যা বেবী।

কিংশুক ও শঙ্কর বেবীকে চিনিত না, যদিও গৌতমের সঙ্গে তাহার প্ৰ
সম্পর্কের কথা কিছু কিছু জানিত।

গৌতম ও প্রসাদ একসঙ্গে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উভয়েই বুঝিল কোন গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছে বেবী।

গৌতম বলিল, ভেতরে এসো।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া গৌতম ভিতরে গেল, প্রসাদও তাহাদের অনুসরণ করিল কিংশুক ও শঙ্করের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে তাহার পরিচয় দিয়া বলিল, সম্ভবতঃ ডাঃ রা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা আর কোন রকম বিপদ ঘটেছে। আসছি আমি।

মিনিট পনেরো পরে প্রসাদ ও গৌতম বাহিরে আসিল। বেবীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল সকলকে জানাইল প্রসাদ।

ডাঃ রায় আজ দুপুরের পরে শঙ্কর ঘোষের লেনে গিয়াছিলেন তাঁহার এক মুমূর্ষু আত্মীয়াকে দেখিবার জন্য। গাড়ীতে গুর্খা ড্রাইভার ছিল। যাইবার সময়ে বলিয়াছিলেন ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ফিরিবেন। ৫টার পরেও তিনি না ফেরাতে শঙ্কর ঘোষের লেনের বাড়ীতে কয়েকবার ফোন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কানেকশন পাওয়া যায় নাই। দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া এখানে আসিয়াছে বেবী যদি খবর পাইবার কোন উপায় হয়।

শুনিয়া কিংশুকের মুখ গম্ভীর হইল। গৌতম বলিল, মনে হচ্ছে তুমি কিছু খবর জানো। কি খবর?

কিংশুক। গড়পার থেকে কখন, কোন পথে ফিরেছিলেন প্রসাদদা?

প্রসাদ। পাঁচটা নাগাদ রওনা হয়েছিলাম। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ধরে ঠনঠনে পেরুতে গাড়ী আর এগোতে দিল না ছেলেরা, বলল মোড়ে খুব গোলমাল চলছে, এক মোটরগাড়ীর আরোহীকে হাতবোমা ছুঁড়ে মেরেছে, বেচু চ্যাটার্জির ষ্ট্রীট হয়ে যান।

কিংশুক। সাড়ে তিনটা থেকে চারটার মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ডাঃ রায়। সন্ধ্যার আগে মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম শনিবারের দাঙ্গায় আহত এক বন্ধুকে দেখবার জন্য। তার পাশের বেডের রোগীকে দেখিয়ে আমাকে বলল, এঁকে চেনেন? বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ রায়, আমার প্রোফেসর লীগের ডাইরেক্ট একশানের অন্যতম ভিক্‌টিম।

বলল, ডাক্তারদের কাছে খবর নিয়ে জানলাম মেছুয়া বাজারের মোড়ে পুলিশের নির্দেশে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। সেই সুযোগে গাড়ীর পাশে এসে হাতবোমা ছোঁড়ে পাঁজরায় ক্ষত হয়ে রক্তস্রাব হতে থাকে। গুর্খা ড্রাইভার জখম হয়েও গাড়ী চালিয়ে

হাসপাতালে নিয়ে আসে। বেশ কিছুক্ষণ অচিকিৎসিত অবস্থায় পড়েছিলেন। আমার পাশের বেডে ওঁকে আনবার পরে আমি ডাক্তারকে ওঁর পরিচয় দিতে বড় ডাক্তার এলেন, রীতিমত চিকিৎসা শুরু হল। আসবার সময়ে অল্প জ্ঞান ছিল, এখন জ্ঞান নাই। ড্রাইভারটি এখনও এমার্জেন্সীতে পড়ে আছে।

বিবরণ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে গৌতম বলিল, বাঁচবার আশা আছে?

মাথা নাড়িল কিংশুক, বলিল, আশা কম।

প্রসাদ। এখন হাসপাতালে গেলে দেখতে দেবে?

কিংশুক। ডাঃ রায়ের পরিচয় প্রকাশ পাবার পরে ডাক্তাররা স্পেশাল কেয়ার নিচ্ছেন। চারজন ডাক্তারকে তাঁর বেডের পাশে দেখে এসেছি। হয়ত পারমিশন দেবে।

গৌতম। গাড়ীর দরকার, মিসেস রায় ও মিস রায়কে নিয়ে যেতে হবে।

প্রসাদ নিজের গাড়ী দিতে চাহিল।

কিংশুক। গাড়ীতে গেলেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। আচ্ছা, আপনারা তৈরী হন, আমি দিলীপবাবুর কাছে যাচ্ছি। তাঁকে পেলে একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

কিংশুক চলিয়া গেল।

মিনিট পনের পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিলীপবাবু লালবাজারে যাচ্ছিলেন, হাসপাতালে পৌঁছে দেবেন আমাদের। প্রসাদদা, আপনি বাড়ী গিয়ে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিন, এখান থেকে মিস রায়কে নিয়ে আমরা ডাঃ রায়ের বাড়ী থেকে মিসেস রায়কে নিয়ে দিলীপবাবুর বাড়ীতে যাব।

প্রসাদ বলিল সে যাইতে প্রস্তুত আছে। গৌতম আপত্তি করিল, বলিল, সরিৎদি ভাববেন। আমি যাচ্ছি, কিংশুকও যাবে।

সেই ব্যবস্থা হইল।

হাসপাতালে পৌঁছিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, চলুন ডাঃ রায়কে দেখে আসি।

অনুমতি পাইবার জন্য কিংশুককে একটু ছুটোছুটি করিতে হইল। হাসপাতালের অবস্থা দেখিয়া গৌতম স্তম্ভিত। ডঃ কাঞ্জিলালের বর্ণনা মনে পড়িল তাহার। দাঙ্গার এই চতুর্থ দিনেও আহত ও মৃতে বোঝাই এম্বুলান্স ট্রাক আসিতেছে, অব্যবস্থা দূর করা সম্ভব হয় নাই।

ডাঃ রায় অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছেন। পুলিশের য়ুনিফর্ম পরা দিলীপবাবুকে আড়ালে লইয়া গিয়া একজন ডাক্তার জানাইলেন অতিরিক্ত হেমারাজের ফলে অবস্থা খারাপ। অপারেশন করতে হবে, কিন্তু করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

ড্রাইভারের সম্বন্ধে খোঁজ লইয়া জানা গেল তাহাকে ভর্তি করা হইয়াছে, অবস্থা গুরুতর নয়।

আধঘণ্টা পরে দিলীপবাবু বিদায় লইলেন। কিংশুক ও গৌতমকে বলিলেন, ঘণ্টা খানেক পরে এসকর্ট গাড়ী পাঠাব, এঁদের বাড়ী নিয়ে যাবেন।

যথাসময়ে পুলিশের গাড়ী আসিল। বেবী বাড়ী যাইবে না বলিল। সকালে তাহাকে হাসপাতালে আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া গৌতম ও কিংশুক অনেক বলিয়া কহিয়াও তাহাকে রাজি করাইতে পারিল না। অগত্যা তাহাদের থাকিবার অনুমতি পাইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইল কর্তৃপক্ষকে। অনুমতি মিলিল। গৌতম কিংশুককে বলিল, আমি থাকছি, তুমি যাও, প্রসাদদাকে সব ব'লো, মাসীমাকে ব'লো। জ্ঞান হলে আমি ফোন করে জানাব তোমাকে, লক্ষ্মী-আবাসে থেকো তুমি।

কিংশুক চলিয়া গেলে ডাঃ রায়ের বেডের পাশে মিসেস রায় ও বেবীকে দুইটি টুলে বসাইয়া গৌতম একবার ভাল করিয়া ডাঃ রায়ের মুখের দিকে চাহিল। শান্ত, বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল তাহার বুকের গভীর দেশ হইতে।

বারান্দায় আসিয়া সিঁড়ির এককোণে বসিল গৌতম। এমার্জেন্সী-ওয়ার্ডে কর্মব্যস্ততা এত রাত্রেও কমে নাই। এম্বুলান্স গাড়ী আসিতেছে, লরী আসিতেছে, রিক্সা আসিতেছে ঠেলাগাড়ীও দুই একটি আসিতেছে আহতদের লইয়া, মৃতদের লইয়া। এখান হইতে গোঙানি শোনা যাইতেছে। ষ্ট্রেচার আসিতে দেরি হইতেছে, আহত ও মৃতরা উন্মুক্ত-আকাশের তলে অপেক্ষা করিতেছে। ফটকের বাহিরে লোকের ভিড়, পাহারাদার পুলিশের কাছে কাকুতি মিনতি করিতেছে লোকে ভিতরে আসিবার অনুমতির জন্য। শনিবারের একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছিল গৌতম, মনে পড়িল এখন। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ফটক দিয়া সশস্ত্র গুণ্ডারদল হাসপাতাল এলাকার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, বোধ হয় রোগী ও ডাক্তারদের উপরে অস্ত্র চালাইয়া পাকিস্তান কায়েম করিবার জন্য। একজন ডাক্তার কিছুক্ষণ আগে গল্প করিতেছিলেন এডেন হাসপাতালে ঢুকিবার দক্ষিণ দিকের ফটকের পাশে একখানি রিক্সার গাদা করা শব কাহারা রাখিয়া গিয়াছিল সন্ধ্যার পরে।

সিঁড়ির সকলের নীচের ধাপে কে একজন এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ দিয়াশলাই জ্বালাইল, বোধহয় সিগারেট ধরাইবার জন্য। অন্ধকারে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল গৌতম, ভাবিল লোকটি মাথায় কাপড় জড়াইয়াছে কেন? একটু পরে উঠিয়া বাঁদিকে চলিয়া গেল লোকটি, গৌতমও উঠিল।

ডাঃ রায়ের বেডের পাশে ডাক্তার ও নার্স দাঁড়াইয়া। ডাক্তার ইনজেকশন দিলেন, ঘড়ি দেখিয়া নার্সকে কি বলিয়া চলিয়া গেলেন। মিসেস রায় টুলে বসিয়া আছেন, মুখে নিস্পন্দভাব, জোর করিয়া ঘুম ঠেকাইয়া রাখিতেছেন মনে হয়। বেবী টুল ছাড়িয়া পিতার শিয়রে দাঁড়াইয়া, দুই গালে জলের দাগ, মুখে গভীর বিষণ্ণতা। বেডের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল গৌতম, বেবীর দিকে চাহিল একবার, আবার বারান্দায় ফিরিল।

ডাঃ রায়ের নূতন থিওরী লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচনা চলিতেছিল হঠাৎ গৌতমের মনে পড়িল। কাগজে পড়িয়াছিল এই থিওরী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমেরিকার দুইটি য়ুনিভার্সিটি হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন তিনি, শুনিয়াছিল সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা যাইবেন। যে হিংস্র উন্মত্ততার বন্যা নামিয়াছে দেশে—

গৌতম! পিছনে মৃদুকণ্ঠে কে ডাকিতে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল গৌতম। কেহ নাই পিছনে, কাহারও মূর্তি চোখে পড়িল না। কে ডাকিল তবে গৌতমকে নাম ধরিয়া? কে ডাকিল? বিস্মিতভাবে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল গৌতম অনেকক্ষণ।

একজন নার্স বারান্দায় আসিল, মনে হইল কাহাকে খুঁজিতেছে। তাহার দিকে অগ্রসর হইতে ইসারায় নার্স তাহাকে ডাকিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ডাঃ রায়ের বেডের একপাশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন মিসেস রায়, অন্য পাশে বেবী বসিয়া আছে। দুইজন ডাক্তার কিংশুকের বন্ধুর বেডের পাশে দাঁড়াইয়া। গৌতমকে দেখিয়া একজন তাহাকে ইসারা করিয়া বারান্দার দিকে সরিয়া আসিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, Passed away five minutes back. বলিয়াই বিপরীতদিকে চলিয়া গেলেন।

ডাঃ রায়ের বেডের কাছে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল গৌতম। তারপর বাহিরে গেল এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে গিয়া কিংশুক ও প্রসাদকে ফোন করিবার জন্য।

সকাল সাতটায় প্রসাদ ও সরিৎকে লইয়া কিংশুক হাসপাতালে পৌঁছিল, আধ-ঘণ্টা পরে দিলীপবাবু আসিলেন। সরিৎ বেডের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে বেবী মাতাকে ছাড়িয়া সরিৎকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দিলীপবাবুর ব্যবস্থায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডাঃ রায়ের মৃতদেহ তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া কিংশুক ও গৌতম রওনা হইল, তাহার গাড়ীতে মেয়েদের লইয়া প্রসাদও

অনুসরণ করিল। গাড়ীতে উঠিবার আগে গৌতম খোঁজ করিয়া ডাঃ রায়ের আহত ড্রাইভারের কাছে গিয়া প্রভুর মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া বলিল ভাল হইয়া ছাড়া পাইলে সে যেন তাহার সঙ্গে দেখা করে। দিলীপবাবু জীপ লইয়া এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত দুই গাড়ীর সঙ্গে গিয়া লালবাজারে ফিরিয়া গেলেন।

গৃহে ফিরিয়া মিসেস রায় মূর্চ্ছিত হইলেন, সরিৎ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। ডাঃ রায়ের ছেলে মাউতে ছিল, তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে গেল গৌতম। কিংশুক ও প্রসাদ মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করিতে বাহির হইল।

টেলিগ্রাম করিয়া গৌতম যখন ফিরিল কিংশুক ও প্রসাদ তখনও ফিরে নাই। ডাঃ রায়ের লাইব্রেরী ঘরে গিয়া বসিল সে। ডাঃ রায়ের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া তাহার চোখে জল আসিল।

কিছুক্ষণ পরে বেবী ঘরে আসিল। একবার দেয়ালে ঝোলানো পিতার ফটোর দিকে চাহিয়া তাঁহার শূন্য চেয়ার দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল সে। তাহার শোকার্ত মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল গৌতম, তারপর উঠিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজের পাশে বসাইল। গৌতমের কোলের উপরে মুখ রাখিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল বেবী। ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বেবীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল গৌতম।

কিছুক্ষণ পরে সরস্বতী, শঙ্কর, তাহার দুই সহকর্মীকে লইয়া প্রসাদ ফিরিল। আরও কিছুক্ষণ পরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লইয়া কিংশুক ফিরিল।

॥ সাত ॥

দাঙ্গার তীব্রতা কিছু কমিয়া আসিল ডাঃ রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পরে কয়েক-দিনের মধ্যে। পথে ঘাটে অতর্কিত আক্রমণ এবং কোন কোন অঞ্চলে গৃহদাহ ও লুটতরাজ চলিতে লাগিল। এতদিনে সৈনিক-কবি বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলিকাতা পরিদর্শনের সময় পাইলেন। মিলিটারী ও পুলিশ প্রায় ছয় হাজার মৃত-দেহ ইতিমধ্যে শহরের রাজপথগুলি হইতে সরাইয়াছিল, গঙ্গায়, ক্যানেলে, পুকুরে ও ডোবায়, করপোরেশনের ময়লাবাহী নর্দমায়, খোলা ড্রেনে, কচুবন, খড়ের ও বাঁশের গাদায়, বস্তীগুলির ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যে সকল দেহ পচিতেছিল, শকুনি, কুকুর ও কাক যে সকল দেহ খাইয়াছিল, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া যে সকল দেহ

ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল, বন্ধ গৃহে আগুন লাগাইয়া যে সকল দেহ পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল সেগুলি বাদে। কলিকাতার হাসপাতালগুলিতে বারো হাজারের অধিক আহত স্ত্রী পুরুষ চিকিৎসিত হইতেছিল।

দাঙ্গার তীব্রতা কমিল কিন্তু কলিকাতা শহর প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু ও মুসলমান এলাকায় ভাগ হইয়া গেল। এক এলাকার লোক সহজে অন্য এলাকায় যাইত না। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ স্থায়ীভাব লইল।

কলিকাতায় আসিয়া বড়লাট সাহেব, গভর্নর, মন্ত্রীদল, সেনা বিভাগের বড় অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, জীপে চড়িয়া দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কয়েকটি অঞ্চল ঘুরিলেন। আশুতোষ কলেজ ও লেডী ব্রাবোর্ন কলেজে হিন্দু ও মুসলমান শরনার্থীদের ক্যাম্প দেখিলেন। লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের ফটকে দলবদ্ধ মুসলমান বালকদের জেহাদী জিগির 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শুনিলেন, তারপর রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া গেলেন।

ইহার পরে পুলিশী ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা একটু শক্ত করা হইল।

গ্রেপ্তার, লুণ্ঠিত মাল উদ্ধারের জন্য তল্লাসী, হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে মুসলমান যাত্রীদিগকে তল্লাস, পাইকারী জরিমানা আদায়ের পালা আরম্ভ হইল। বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্ট বহু সংখ্যক অতিরিক্ত পাঠান পুলিশ আমদানী করিতে লাগিল ঐ সঙ্গে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের মাতব্বররা হিন্দু অধিবাসীদের কাছে সহি করা বিবৃতি আদায় করিতে লাগিল এই মর্মে যে দাঙ্গার সময়ে তাহারা হিন্দুদের জান-মান-সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছে গুণ্ডাদের হাত হইতে।

ডাঃ রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পরে শোকার্ত পরিবারকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিবার, তাহার পুত্র না আসিয়া পৌছানো পর্যন্ত তাঁহাদের সর্বপ্রকার অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করা গৌতম নিজের কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। সরস্বতী, প্রসাদ, সরিৎ ও কিংশুক তাহাকে এই কর্তব্য পালনে সাহায্য করিতেছিল। সান্ত্বনা ও আশ্বাসের জন্য বেবীও গৌতমকে আশ্রয় করিয়াছিল। তাহার শোকার্ত, বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া গৌতমের মনে পূর্বের বিরূপতা ক্রমে লুপ্ত হইতেছিল, ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল বেবীর হঠকারিতার ফলে তাহা প্রায় দূর হইয়া আসিল।

এই অবস্থায় পিতার মৃত্যুর প্রায় ছয় দিন পরে ডাঃ রায়ের পুত্র মেজর রায় আসিয়া পৌছিল। ডাঃ রায়ের পুত্রের সঙ্গে গৌতমের কখনও চাক্ষুষ দেখা বা আলাপ হয় নাই, শুনিয়াছিল সে একটু অতিরিক্ত সাহেবী মেজাজের মানুষ। আরও

শুনিয়াছিল সিঙ্গাপুরের পতনের পরে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হইলে সে তাহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিল, বন্দী ক্যাম্পে থাকিয়াছে, 'ফেটিগ' করিয়াছে।

মেজর রায়ের আসিবার খবর পাইয়া গৌতম দেখা করিতে গেল। মিসেস রায় পুত্রের কাছে গৌতমের পরিচয় দিলেন স্বামীর একজন ভূতপূর্ব ছাত্র, কাছেই থাকে। দুঃসময়ে সে যাহা করিয়াছে তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না। বেবী কি বলিতে যাইতেছিল মিসেস রায় এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন যে সে নীরব রহিল। মেজর রায় গৌতমের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিল, আমি এখন ব্যস্ত আছি, যদি দরকার থাকে পরে আসবেন।

মিসেস রায়কে নমস্কার করিয়া গৌতম ফিরিল। মাতা ও ভ্রাতার ব্যবহারে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল বেবী। গৌতমকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার পিছনে কয়েক পা অগ্রসর হইল। পদশব্দে গৌতম ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল, মিসেস রায় সেই মুহূর্তে কন্যাকে ডাকিলেন। বেবী লক্ষ্য করিয়াছিল গৌতমের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা। মিসেস রায়ের ডাক শুনিয়া গৌতম আর একবার চাহিল বেবীর বিস্মিত, ব্যাকুল মুখের দিকে, তারপর চলিয়া গেল।

এতদিনের আলাপে মিসেস রায়ের এই মূর্তির পরিচয় পায় নাই গৌতম, বেবীর চোখে এমন ব্যাকুল দৃষ্টি দেখে নাই কখনও। ফটকের বাহিরে আসিয়া রাস্তায় পড়িতে তাহার মুখের হাসি মিলাইল, কি চিন্তা করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রসাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া নিজের মনে বলিল, ঠিক জায়গায় এসেছি দেখছি। ডাঃ রায়ের বাড়ীর ফটকের বাহিরে পা দিয়া প্রথমেই এই কথা জাগিয়াছিল তাহার মনে যে প্রসাদদা, সরিৎদি'কে নিষেধ করিতে হইবে আর যেন ও বাড়ীতে না যান। যে অপমান তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে সেটুকু তাহার পাওনা বলিয়া মনে করিবে সে।

প্রসাদ বাড়ী ছিল না। সরিতের দেখা পাইতে বলিল, এক কাপ চা দিন সরিৎ-দি, একটা ভাল খবর এনেছি এই বাজার বাজারে।

সরিৎ উৎসুক হইল খবর শুনিতে। হাসিয়া গৌতম বলিল, চা খেয়ে চাঙ্গা হই আগে।

সরিৎ। ভাল খবর বলতে চায়ের সাহায্যে চাঙ্গা হতে হবে কেন? আচ্ছা, বসো এক মিনিট।

চায়ের কথা বলিয়া সে ফিরিল, বলিল, চা আসছে, এবার বলো।

ডাঃ রায়ের পুত্র মেজর সাহেবের আগমন সংবাদ দিয়া গৌতম তাহার অভ্যর্থনার কাহিনী শুনাইল সরিৎকে, বেবীর কথা বাদ দিয়া।

শুনিয়া সরিতের মুখ একটু লাল হইল। হাসিয়া সে বলিল, ছেলে এসেছে আমাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন নাই, এই তো কথা? ভদ্র উপায়ে সেটা প্রকাশ করা যেত। একদম বাজে খবর এনেছ গৌতম, তবে এনে ভালই করেছো ভাই। আজ বিকেলেই হয়ত মেজর সাহেবের সামনে পড়ে যেতাম।

তারপর বলিল, এসব কথা থাক। বেলা হল, এখানে নেয়ে খেয়ে যাও। একটা কথা মনে হল, বেবী উপস্থিত ছিল যখন তোমার সঙ্গে কথা হয়?

গৌতম। ছিল। আপনার পরের প্রশ্নের জবাবও দিচ্ছি, তাকে মিসেস রায় বাকস্ফূট করতে দেন নাই। যাক্, খাওয়া চলবে না আজ সরিৎদি। মাসীমা ভেবে অস্থির হবেন।

সরিতের কন্যা মালা ডল কোলে নাচিতে নাচিতে ঘরে ঢুকিল। গৌতমকে দেখিয়া তাঁহার কোল ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ডল বলছে কাকুবাড়ী যাব। যাবি নাকি ডল?

নিজেই মাথা নাড়িয়া বলিল, বললে যাবে।

হাসিয়া সরিৎ বলিল, ডলের মারফৎ আজকাল সব কথাবার্তা চলে, ডলের খিদে পেয়েছে, ডল বলছে আর পড়তে ভাল লাগছে না এখন খেলা করবে, ডল বলছে বাবার কোলে উঠবে।

মালাকে কোলে তুলিয়া গৌতম বলিল, তাহলে ডল চলল, খেয়ে দেয়ে বিকেলে ফেরৎ আসবে।

সরিৎ। সত্যি ওকে নিয়ে চললে? অস্থির করে দেবে তোমাকে।

গৌতম। অস্থির করবার জন্য এত বড় দুনিয়াটা আছে সরিৎদি, ও কেন অস্থির করবে?

সরিৎ। এখনও চান করে নাই যে।

গৌতম। ও বাড়ীতে করবে।

সরিৎ। পুলিনকে পাঠাচ্ছি ওর ইজের ফ্রক দিয়ে। কোলে করে পৌছে দেবে।

মালা। ডল হেঁটে যাবে মা মণি।

গৌতম। ডল ইজ এ ভেরি গুড গার্ল, রিকসায় যাবে এখন। দিন আমাকে ওর শাড়ি সেমিজ।

খিল খিল করিয়া হাসিল মালা, বলিল, শাড়ি পরে তো মা মণি, ডল ছোট্ট মেয়ে, ইজের ফ্রক পরে।

ছোট স্যুটকেসে মালার ইজের, ফ্রক, প্রসাধনের জিনিস গুছাইয়া ভৃত্যের হাতে দিল সরিৎ। গৌতমের কোলে চড়িয়া মালা চলিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ ফিরিল। গৌতমের কাহিনী তাহাকে শুনাইয়া সরিৎ বলিল, ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পরে ওদের দু'জনের মধ্যে মিটমাট হবে আশা করেছিলাম, হয়ত হয়েও যেত। বেবীর মায়ের মনোভাব অন্যরকম। এতদিন চুপ করে ছিলেন, ছেলে আসতে মনের ভাব আর চাপতে পারলেন না।

আরও বলিল, গৌতম আঘাত পেয়েছে মনে হল, যদিও স্বীকার করল না; থুকু যেতে চাইল, না করতে পারলাম না।

কোন উত্তর দিল না প্রসাদ, কি ভাবিতে লাগিল।

ডাঃ রায়ের শ্রাদ্ধে গৌতম, প্রসাদ বা তাহাদের মধ্যে আর কেহ নিমন্ত্রিত হইল না, যদিও ডাঃ রায়ের শেষকৃত্য গৌতম করিয়াছিল। বেবীকে শ্মশানে যাইতে দেন নাই মিসেস রায়। কয়েকদিন পরে গৌতম খবর পাইল ডাঃ রায়ের মূল্যবান লাইব্রেরী জলের দামে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে তাঁহার ছেলে। গাড়ীখানা বিক্রয় করা হইয়াছে। পিতার শ্রাদ্ধ এবং এই দুই কাজ শেষ করিয়া চাকুরিস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে সে। ডাঃ রায়ের ছেলে চলিয়া গিয়াছে শুনিবার পরে গৌতম আশা করিতে লাগিল এইবার বেবী তাহার গৃহে না হউক প্রসাদ দার গৃহে একবার আসিবে। সাধারণ ভদ্রতার দিক হইতে যাহা হউক একটু কৈফিয়ৎ দিবার ছিল প্রসাদদা ও সরিৎদিকে। সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে অন্তবর্তী সরকারের সভ্যদের নাম ঘোষিত হইয়াছিল। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় হঠাৎ কলিকাতায় দাঙ্গা আবার তীব্র আকার ধারণ করিল। যাত্রী ভর্তি ট্রাম বাস আক্রমণ, হিন্দু পথচারীদের ছোরা মারিবার ঘটনা অনেকগুলি ঘটিল। গুণ্ডাদের রাইফেল, ষ্টেনগান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিবার কয়েকটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল।

ঢাকা শহরে ইতিমধ্যে লুট, গৃহদাহ, হত্যা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭ই আগষ্ট হইতে চট্টগ্রাম শহরে গুরুতর দাঙ্গা চলিতেছিল। সেখানে সাঁজবাতি আইন ভঙ্গ করিয়া মুসলমানরা রাস্তায় কুচকাওয়াজ করিতেছিল। সংবাদ রটিয়াছিল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে স্থানীয় লীগ সেক্রেটারীর শলাপরামর্শের পরে শহরে দাঙ্গা শুরু হইয়াছিল। নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরেও হঠাৎ হিন্দুদের উপরে আক্রমণ

আরম্ভ হইল। বাংলার বাহিরে দিল্লী, এলাহাবাদ, বোম্বাই; নাসিক, আমেদাবাদেও দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছিল।

এই ডামাডোলের মধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্যরা পদত্যাগ করিলেন, নূতন অন্তবর্তী সরকার গঠিত হইল।

কলিকাতায় স্কুল কলেজ খুলিয়াছে, কাজ কর্মও চলিতেছে, কিন্তু হঠাৎ এক একদিন কোন বিশেষ অঞ্চলে দাঙ্গার খবর ছড়াইয়া পড়ে, দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, পথে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হইয়া আসে।

প্রসাদ ও গৌতম আশুতোষ কলেজের শরণার্থী ক্যাম্পে কাজ করিতেছিল। কলেজের কাজ আরম্ভ হইলে বিকালের দিকে যাইত, সকালে প্রসাদ কর্মীদের যথা-সাধ্য সাহায্য করিত। কিংশুকের কলেজও খুলিয়াছিল। অগত্যা দৌড়োদৌড়ি বন্ধ করিয়া দক্ষিণ কলিকাতার কাজ লইয়া থাকিতে হইত তাহাকে। দাঙ্গার ব্যাপকতা কমিয়া আসিতে পিনাকী গড়পারের কেন্দ্রে থাকিয়া শিবশঙ্করকে সাহায্য করিত।

সেদিন সন্ধ্যার পর অফিস হইতে ফিরিয়া শঙ্কর গৌতমের হাতে কয়েকখানি সংবাদপত্র দিল। কলিকাতার দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, দাঙ্গা সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌতম পড়িল কয়েকদিন দাঙ্গার ফলে কলিকাতা শহরে অনুমান ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি লুট ও ধ্বংস হইয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক তাঁহাদের বিবৃতিতে গুণ্ডাদের সঙ্গে পুলিশের সদ্ভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের, পুলিশ, সার্জেণ্ট ও এংলো ইণ্ডিয়ানদের লুণ্ঠনে অংশগ্রহণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে আপার সার্কুলার রোডের এক বিশিষ্ট চিকিৎসকের (সরকারী কর্মচারী) বিবৃতি গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে একখানি কাগজ প্রশ্ন করিয়াছে, "আজ পর্যন্ত লীগদলভুক্ত মুখ্যমন্ত্রী কৈফিয়ৎ দিতে পারেন নাই কেন ১৬ই আগষ্ট তারিখে পুলিশ পাহারা ছিল না, মিলিটারীর পাত্তা ছিল না, ১৪৪ ধারা বা সাঁজবাতি আইনও ছিল না। শুক্রবার ও শনিবারে লক্ষ লক্ষ লোকের বাসভূমি কলিকাতা শহরকে সম্পূর্ণরূপে গুণ্ডার হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেন তাহার কৈফিয়ৎ দিতে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ কমিশনার বাধ্য।" তারপর লিখিয়াছে, "নাদির শাহ দি গ্রেট বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েটের উপরে দাঁড়াইয়া নাগরিকদিগের উপরে তাঁহার গুণ্ডা রেজিমেণ্ট লেলাইয়া দিয়াছেন। সেই গুণ্ডার দল সামান্য তিন দিনের মধ্যে এত বড় একটা শহরের জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে।... একালের এই নাদির শাহের আচরণ হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের

প্রতি বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য হরণ করিয়া লইয়াছে।...হয়ত তিনি ভাবিতে পারেন ইহা কম লাভ নহে। কারণ হিন্দু মুসলমানের বিশ্বাস ও সৌহার্দ্যের অভাবের উপরেই লীগনীতি প্রতিষ্ঠিত। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল যতই প্রসার লাভ করিবে লীগের প্রতিষ্ঠাও ততই বাড়িবে।"

কিম ক্রিষ্টেনের লিখিত 'War was never like this' রচনাটি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সমগ্র রচনাটি পড়িল সে। তারপর ঐ লেখকের আরেকটি রচনা পড়িতে লাগিল—"এই দাঙ্গার বীভৎসরূপ কল্পনা করিতেও ভয় হয়। যে রাস্তায় কয়েকদিন আগে হাট বাজার বসিয়াছে, লোকজন নির্ভয়ে চলাফেরা করিয়াছে সেই রাস্তা আজ আবাল বৃদ্ধ বনিতার শবে সমাকীর্ণ। এদিকে বিজ্ঞান কলেজের নিকটে জনৈকা হিন্দু মহিলার স্তনদ্বয় ছুরিকার দ্বারা কর্তন করা হইতেছে অন্যদিকে উন্মুক্ত রাস্তার উপরে একদল শিখ জনৈক মুসলমানকে ধীরে ধীরে নিপুণভাবে কাটিয়া ফেলিতেছে।

"প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রকৃত রূপ আজ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই সংগ্রাম প্রথম দিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই শুরু হইল বলিয়া প্রচারিত হয়। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার যুক্তিও হয়ত আছে। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিবসে একমাত্র ব্রিটিশেরাই নির্ভয়ে ও নিরাপদে চলাফেরা করিয়াছেন। ইংরাজগণ এই দিনে রবিবারের ছুটি উপভোগ করিয়াছেন।...ছুটির আনন্দে টেনিস খেলিয়া, সাঁতার কাটিয়া হুটোহুটির মধ্যে কাটাইয়াছেন। যুবকবৃন্দ যথারীতি যুবতীদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইয়াছেন। সূর্যাস্তের পর প্রশস্ত সবুজ লনে ধীরে ধীরে হুইসকী আস্বাদন করিয়াছেন এবং সন্ধ্যার পর মহানগরীর অগ্নিশিখা যখন আকাশ স্পর্শ করিয়াছে সেই সময় ইহারা নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী ক্লাবে মদ্য পান করিয়াছেন।..."

কাগজ রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে গৌতম, সরস্বতী ঘরে আসিলেন। কাগজগুলি সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, বলিল, কোন খবর আছে মাসীমা?

সরস্বতী। এমন কিছু খবর নয়। বোস তুই। শুনলাম বেবীরা নাকি বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে? ওরা কি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছে?

গৌতম ভাবিল ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পরে যে ব্যবহার তাহারা পাইয়াছে তারপরেও মাসীমা বেবীর আশা ছাড়িতে পারিতেছেন না। বলিল, কোথায় খবর পেলেন আপনি?

সরস্বতী। শঙ্কর বলছিল কাগজে নাকি বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

গৌতম। আমি কিছু জানি না।

গৌতমের অনুমান সত্য, সরস্বতী বেবীর আশা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। মেয়েটিকে একসময়ে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। গৌতমের বৌ হইয়া সে এ বাড়ীতে আসিবে ধরিয়া লইয়াছিলেন। হঠাৎ কি হইল, গৌতম চাকুরি ছাড়িয়া রাজনগরে চলিয়া গেল, সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পরে মনে নূতন আশা লইয়া তিনি সান্ত্বনা দিতে গিয়াছিলেন বেবীকে, তাহার মাকে। যে গৌতম ছেলের মত ডাঃ রায়ের শেষ কাজ করিয়াছে তাহাকে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করা হইল না শ্রাদ্ধে। কি ঘটিল ইতিমধ্যে?

অপমানিত হইয়া ডাঃ রায়ের গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে গৌতমের মনে যে ক্ষীণ একটু আশা ছিল তাহার সঙ্গে না হউক সরিৎদির সঙ্গে দেখা করিবে বেবী সে আশা পূর্ণ হইল না। সে জানিত না মিসেস রায়ের মনে তাহার প্রতি কতখানি গভীর বিরূপতার সৃষ্টি হইয়াছিল বিবাহের ব্যাপার লইয়া। স্বামীর মৃত্যুকালে ও পরে কয়েকদিন নিরুপায় হইয়া গৌতম ও তাহার বন্ধুদের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতা বোধ করিবার পরিবর্তে তাঁহার বিরূপভাব ইহাতে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গৌতম আবার বেবীর সঙ্গে মিশিতেছে ইহা অসহ্য হইয়াছিল তাঁহার কাছে। ছেলের আসা পর্যন্ত কোনমতে ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। বেবী বার বার বলিলেও তাঁহার অনিচ্ছাতেই গৌতমের দলকে নিমন্ত্রণ করা হইল না। বেবীর মনে গৌতমের প্রতি নূতন করিয়া যে অনুকূলভাবের সৃষ্টি হইতেছিল তাহা নষ্ট করিবার জন্য পরলোকগত স্বামীর কথা তুলিয়া দিনের পর দিন তিনি কন্যাকে শুনাইতে লাগিলেন কৃতজ্ঞতার ঋণ ভুলিয়া গৌতম তাঁহাকে জঘন্য অপমান করিয়াছিল, তাঁহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এই অপমানে। একই কথা মাতার মুখে বার বার শুনিতে শুনিতে বেবী নিজে গৌতমকে যে অপমান করিয়াছিল তাহা ভুলিয়া গেল, ধীরে ধীরে মাতার উক্তির প্রতিধ্বনি তাহার মনেও জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল শুধু পিতাকে নয় তাহাকেও অপমান করিয়াছে গৌতম।

ডাঃ রায়ের ছেলে দিল্লী বদলী হইয়াছিল ইতিমধ্যে। তাহার প্রস্তাবে কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া কন্যাকে লইয়া দিল্লীতে যাওয়া স্থির করিলেন মিসেস রায়। মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন দিল্লীতে গিয়া যেমন করিয়া পারেন মেয়ের বিবাহ দিবেন।

ধীরে ধীরে কলিকাতার অবস্থা কতকটা স্বাভাবিক হইয়া আসিল। দাঙ্গা

অনুসন্ধান কমিটী বসিল; কমিটীর নিকটে পুলিশ কমিশনার, চীফ সেক্রেটারী, মিলিটারী অফিসারদের সাক্ষ্যে দাঙ্গা সম্বন্ধে লীগ দলের মুখ্যমন্ত্রীর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইল। এইসব তথ্য নূতন নয়, নানাসূত্রে লোকে যাহা জানিতে পারিয়াছিল সরকারীভাবে তাহা স্বীকৃত হইল।

অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিতে পিনাকী শিবশঙ্করের সঙ্গে পলাশডাঙা আশ্রমে চলিয়া গেল সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে। বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়াছিল উভয়ের। তাহাদের সঙ্গে প্রসাদ ও সরিৎ কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে গেল।

সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল। চা খাইয়া গৌতম কিংশুকের বাড়ীর দিকে চলিল। ডাঃ কাঞ্জিলালের ডিসপেন্সারী ছাড়িয়া কিছুদূর আগাইতে দেখিল কিংশুক আসিতেছে। সে বলিল, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম কোথায় চলেছেন?

গৌতম। তোমার কাছে। এসো, ফিরি।

পথ চলিতে চলিতে কিংশুক বলিল, একটা ভাল খবর পেলাম। খবরটা যাচাই করবার জন্য এসেছিলাম এদিকে।

গৌতম। ভাল খবরের দুর্ভিক্ষ চলেছে, কি ভাল খবর পেলে?

কিংশুক। মিস ডোরেথি সরকারের কথা মনে আছে আপনার? তিনি বেঁচে আছেন।

সাগ্রহে গৌতম বলিল, সত্যি? কোথায় খবর পেলে? তিনি এখন কোথায়?

কিংশুক। তিনি বেঁচে আছেন এ খবর সত্যি। কাল এক জায়গায় খবর পেয়েছিলাম। আজ তাঁর বড় বোনের বাড়ী থেকে confirmation পেলাম। তাঁকে ও বাড়ীর সবাইকে মেরে ফেলেছে গুণ্ডারা এই ধারণা মনে এতটা বদ্ধমূল হয়েছিল যে তাঁর বোনের বাড়ীতে খবর নেবার কথা মনেই হয় নাই। শুনলাম তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে, তবে দাঙ্গায় নয়। তাঁর কাছে যে ছোট বোন থাকতেন তিনিও বেঁচে আছেন।

গৌতম। কোথায় আছেন সবাই এখন?

কিংশুক। চাইবাসায় এক ক্রিশ্চান মিশন হাউজে। মিস সরকারের বাড়ী আক্রান্ত হবার আগে ঐ পাড়ায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নেন সকলে। সম্ভবত মিস সরকারের মুসলমান ভৃত্য সপরিবারে খালি বাড়ী দখল করেছিল। এ খবর গুণ্ডারা জানবার আগেই বাড়ী আক্রান্ত হয়। সেম সাইডে গোল আর কি!

গৌতম। দাঙ্গার মধ্যে মিস সরকার চাইবাসা গেলেন কি করে?

কিংশুক। কিভাবে, কবে গেলেন খবর পাইনি। তাঁর ভগ্নীর বাড়ীতে চাকর ছাড়া আর কেউ নাই। এঁরাও চাইবাসা গিয়েছেন।

গৌতম। যেখানেই থাকুন বেঁচে আছেন, ভাল আছেন এ খবর পেয়ে আন্তরিক আনন্দ পেলাম। মেয়েটি বড় ভাল।

কিংশুক। দীপশিখা সংঘের রণেনকে চিনতেন? বোধহয় চিনতেন না। বড় লোকের ছেলে, বড় লোকের জামাই রণেন, বাইরে খুব সিনিকের পোজ নিয়ে বেড়াত। দোষ-ত্রুটিও হয়ত কিছু ছিল, but he had a great heart. গুণ্ডার আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বলি পড়েছে। এমনি আরেকটি লোক সোশিয়ালিষ্ট বুরোর কাজি ইউসুফ আলি। আক্রমণকারী গুণ্ডারদলকে বোঝাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছে। মাথার আঘাত সেরেছে কিন্তু একখানি পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

একটু থামিয়া বলিল, দীপশিখা সংঘের চ্যাম্পিয়ন লেখিকা আরতি রায়ের কথা মনে আছে আপনার?

গৌতম। শঙ্করদার fascinator আরতি?

কিংশুক। হাঁ। আরতি কাল আমার বাড়ীতে এসেছিল।

আরতির গল্প আর অগ্রসর হইবার আগে উভয়ে লক্ষ্মী-আবাসে পৌছিল। কিংশুকের জন্য চায়ের কথা বলিয়া গৌতম বাহিরে আসিয়া বসিল। বলিল, আরতি তোমার কাছে এসেছিল কেন?

কিংশুক। বিপদে পড়ে। আরতি লেকের কাছে থাকে। দাঙ্গা যে দিন আরম্ভ হল দু'জন মুসলমান রাজ মিস্ত্রি ও দু'জন কাঠের মিস্ত্রি তার বাড়ীতে কাজ করতে এসেছিল। বিকালের দিকে অবস্থা দেখে রাস্তায় বেরোতে সাহস পায় না, আশ্রয়ের জন্য কাঁদাকাটি করতে থাকে। চারদিন এই চারটি মুসলমানকে বাড়ীতে লুকিয়ে রেখেছিল আরতি। চারদিন পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। ব্যাপারটা জানা-জানি হওয়াতে পাড়ার লোক উৎপাত আরম্ভ করেছে। অপমান ও প্রহারের ভয়ে বাড়ীর লোক রাস্তায় বেরোতে সাহস পায় না। কোন ফাঁকে পালিয়ে আরতি আমার কাছে এসেছিল নূতন বাড়ীর খোঁজে।

গৌতম। চাঁদা বলে মোটা টাকার দাবি হয়েছে কি?

হাসিয়া কিংশুক বলিল, আপনি কি করে জানলেন? ঠিক তাই। আরতি জেদী মেয়ে, বলেছে এক পয়সা দেবে না।

গৌতম। হিন্দু ও মুসলমান পাড়ায় এ রকম চাঁদার দাবি করছে 'রক্ষাদল' নামে

পরিচিত একশ্রেণীর ছোকরাদের দলগুলো। এরকম দু'চারটে ঘটনার কথা বলাবলি হচ্ছিল কলেজে।

কিংশুক। তাহলে একটি ভুখোর 'রক্ষাদল' নেতার গল্প বলি শুনুন। দীপশিখা সংঘের অন্যতম রত্ন হচ্ছে দীপেন। পয়সা-ওয়ালা ব্যবসায়ী লোক। বয়স বেশী নয়। কীর্তি অনেক, রক্ষীদল নাম দিয়ে বকাটে ছোকরাদের নিয়ে রীতিমত গুণ্ডার দল তৈরী করেছে। নিয়মিতভাবে গৃহস্থ, দোকানদারদের কাছ থেকে প্রোটেকশন মনি বা চাঁদা আদায় করে, কেউ চাঁদা দিতে আপত্তি করলে অপমান, প্রহার, চুরি বা ডাকাতির ভয় দেখায়। দীপেনের এই স্পেশাল ব্র্যাণ্ড রক্ষাদলের কর্মক্ষেত্র শুধু জোর করে চাঁদা আদয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ফরডাইস লেন শরণার্থী ক্যাম্পের পরিবারগুলোর মধ্যে দু'টি মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে খবর পেয়েছি।

চা আসিয়াছিল। চা খাইতে খাইতে কলিকাতার দাঙ্গার ফলে নূতন ধরনের গ্যাংষ্টারিজমের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল উভয়ের মধ্যে। তারপর গৌতম বলিল, দাঙ্গা বাধিয়ে লীগওলারা ট্যাকটিকেল জয়লাভ করেছে। হিন্দুরা বলতে আরম্ভ করেছে মুসলমানের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করা অসম্ভব। উত্তরে মুসলমানরা বলছে তাহলে আলাদা হতে চাচ্ছ না কেন? কেন পাকিস্তান স্বীকার করছ না? কলকাতার দাঙ্গায় যে বিষ-বাষ্পের উদ্ভব হয়েছে সারা দেশে তা ছড়িয়ে পড়বে।

কিংশুক। সে ভয় আছে। এই সাইকোলজিকেল অবস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছে ব্রিটিশারদের মতলব। গভর্নর বারোজ সাহেবের নাকের সামনে দু'ঘণ্টা ধরে লুট-তরাজ হতে দেখে প্রোভিন্সিয়াল অটোনোমির ধুয়ো তুলে চুপচাপ বসে থাকা, রায়টস এনকোয়ারী কমিটির কাছে সাক্ষ্য থেকে এই মতলব বোঝা যায়। creation of a state of lawlessness হচ্ছে এই মতলব সিদ্ধির ট্যাকটিক্যাল নেসেসিটি।

গৌতম। তাই বোধহয় লীগ-শাসিত বাংলায় প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট হল।

কিংশুক। সেদিন শেখরদা বলেছিলেন কলকাতার এক্সপেরিমেণ্ট আশানুরূপ সফল হয়নি। মুসলমানরা পালাচ্চে কলকাতা থেকে। হিন্দুরা পালাবে যেখান থেকে এমন জায়গা বেছে নিয়ে বোধহয় আরেকবার এক্সপেরিমেণ্ট হবে। আরও বলছিলেন লর্ড ওয়াভেল দুই পরস্পর বিরোধী গ্রুপ জড়ো করে ইণ্টারীম গভর্নমেণ্ট বানিয়েছেন with the object of effecting partition at the top.

সম্ভাবিত নূতন 'ব্যাটল-ফ্রণ্টের' বিষয় লইয়া কিছুক্ষণ আলাপ চলিল। তারপর কিংশুক বলিল, ভাল কথা, আমার বন্ধু হেম সৎপতি এক চিঠি লিখেছে দেশ থেকে।

তার নূতন বাড়ী তৈরী হয়েছে, পুজোর বন্ধে আপনাকে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে যেতে। লিখেছে আপনাকে আলাদা চিঠি লিখবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া গৌতম বলিল, তুমি যদি যাও, ক'টা দিন বেড়িয়ে আসলে মন্দ হয় না।

বেলা হইয়াছিল। শীঘ্রই আবার আসিবে বলিয়া কিংশুক বিদায় লইল।

পূজার ছুটির আগে সৎপতির চিঠি পাইল গৌতম। সৎপতির নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া সরস্বতী বলিলেন, ক'টা দিন বাইরে ঘুরে আয়, দেহ মন ভাল হবে।

শেখরের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া মৌলিকে সঙ্গী হইতে অনুরোধ করিল গৌতম। মৌলির শরীর ভাল যাইতেছিল না, সে যাইতে রাজি হইল।

কালীপূজার পরে সকলে ফিরিল। কলিকাতায় পৌছিয়া দুইটি খবর পাইল গৌতম। প্রথম খবর ডাঃ রায়ের স্ত্রী ও কন্যা বাড়ীভাড়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় খবর নোয়াখালিতে ভয়ানক অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে। খবর দিল শঙ্কর।

শুনিয়া গৌতম বলিল, তাহলে নূতন ব্যাটল ফ্রণ্টে ডাইরেক্ট একশনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে?

তৃতীয় খণ্ড

নোয়াখালি ও বিহার (১৯৪৬)

॥ এক ॥

কলিকাতায় ব্যাপক দাঙ্গা, লুটতরাজ, গৃহদাহ, নরহত্যা বন্ধ হইয়াছিল কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোন না কোন অঞ্চলে পথচারীদের উপর ছোরা লইয়া আক্রমণ, এসিড বাল্ব নিক্ষেপের খবর প্রায় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছিল। কলিকাতার বাহিরে বাংলায় ঢাকায়, চট্টগ্রামে, ময়মনসিংহে, বরিশালে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছিল, বাহিরেও কয়েকটি শহরে হাঙ্গামা চলিতেছিল। এই অবস্থায় নোয়াখালি ও কুমিল্লা হইতে যে সকল খবর পৌছিতে লাগিল ভয়াবহতায় তাহা ১৬ই আগষ্ট হইতে কলিকাতার কয়েক দিনের কাণ্ডকেও যেন ম্লান করিয়া দিল।

বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্ট এক সপ্তাহকাল নোয়াখালির সকল খবর চাপিয়া রাখিয়াছিল। বাংলার সংবাদপত্রগুলিতে নোয়াখালির খবর প্রকাশিত হইবার আগেই দিল্লীতে সে খবর পৌছিয়াছিল। বিচলিত হইয়া মহাত্মা গান্ধী খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে তার পাঠাইলেন, অবস্থা জানিয়া আসিবার জন্য অবিলম্বে একদল কর্মী পাঠাইতে হইবে। তারপর হইতে দিনের পর দিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলি নোয়াখালি ও কুমিল্লার খবরে পূর্ণ হইয়া হিন্দুদিগকে ভীত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল।

পিনাকী পলাশডাঙ্গা আশ্রমে গিয়াছিল শিবশঙ্করের সঙ্গে। হঠাৎ সে কলিকাতা ফিরিয়া আসিল মহাত্মাজীর তার আসিবার পরে দ্বিতীয় দিনে। গৌতমকে জানাইল খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদলের সঙ্গে তাহার নোয়াখালি যাইবার অভিপ্রায় আছে। ব্যবস্থা করিবার জন্য সে সোদপুর চলিয়া গেল। পরদিন সে নোয়াখালি রওনা হইল। গৌতম বলিল, সম্ভব হলে সেখানকার অবস্থা নিজের চোখে যা দেখবেন আমাদের জানাবেন তার কিছু।

পিনাকী চলিয়া যাইবার সম্ভবত দিন দুই পরে শঙ্কর অফিস হইতে ফোন করিয়া জানাইল শেখরদা পথে আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছেন। গৌতম কলেজ হইতে ফিরিলে সরস্বতী এই খবর জানাইলেন। ট্যাক্সি লইয়া গৌতম তখনই শেখরের গৃহে ছুটিল।

কিংশুকের সঙ্গে দেখা হইল শেখরের গৃহে। সেও কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়াছিল।

সৌভাগ্যক্রমে শেখরের আঘাত গুরুতর হয় নাই। আপার সার্কুলার রোড ধরিয়া হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন তিনি। হঠাৎ এক গলির মোড় হইতে একটি লোহার রিং নিক্ষিপ্ত হয় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া। বাহুর একপাশে লাগে রিং। অতর্কিতে আঘাত পাইয়া ভূপতিত হন তিনি। আরও গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারিত কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একখানি প্রাইভেট গাড়ী ঘটনাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়। আরোহী ও ড্রাইভার নামিয়া তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া এক ডাক্তারখানায় লইয়া যায়। গাড়ীর আরোহীটি ছিলেন স্বয়ং ডাক্তার। ডাক্তারখানায় তাঁহাকে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দেন তিনি।

আক্রমণের কাহিনী শেষ করিয়া শেখর বলিলেন, ডাক্তারবাবুর ড্রাইভারটি পাঞ্জাবী। আমাকে গাড়ীতে তুলে বড় একখানি লোহার ডাণ্ডা নিয়ে গলির মধ্যে ঢুকছিল সে। অনেক চেষ্টায় ডাক্তারবাবু তাকে ফিরিয়ে আনেন।

একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, তারপর আর এক বিপদ। মৌলি তার দলবল নিয়ে ছুটেছিল ঐ গলি সাফ করবে বলে। আজ সকালে পুলিশ এসেছিল শিবশঙ্কর বাবুর অফিসে। খবর পেয়ে মৌলি বাড়ী থেকে সরে পড়েছে।

ইহার পর নোয়াখালি দাঙ্গার কথা উঠিল।

কিংশুক বলিল, নোয়াখালি থেকে শরণার্থীর দল আসতে আরম্ভ করেছে শঙ্করদা বলছিলেন। শিবশঙ্কর বাবুর চিঠি পেলাম, কাল আসছেন তিনি।

পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কিছুক্ষণ নিজের মনে পড়িল কিংশুক, তারপর বলিল, শিবশঙ্করবাবু চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন "কলিকাতার উত্তরে নোয়াখালি, নোয়াখালির উত্তর কোথায় দেওয়া হইবে এখনও বলিতে পারিতেছি না, তবে দেওয়া হইবে নিশ্চয়। কলিকাতায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র লীগদলের সঙ্গে মিলিয়া যে মারাত্মক চাল দিয়াছে তার ফলে বাজিমাৎ হইবে, হিন্দুদের মুখ দিয়া দেশবিভাগের কথা বাহির করিয়া লইবে ইংরাজ।

"ইংরাজ দেশ ভাগ করিবেই, ভারতবর্ষ ভাগ করা ইংরাজের প্রয়োজন, আমেরিকার প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি ইংরাজের এই চালে বাধা দিতে চায় তাহাকে ইংরাজ ও লীগদলের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে, বক্তৃতা, বিবৃতির লড়াই নয়, হাতিয়ারের লড়াই। এক কাঁধে অহিংসার বুলির ঝোলা, অন্য কাঁধে হিন্দু মুসলমানের একতার বুলির ঝোলা, এই দুই বুলির ঝোলার ভারে কংগ্রেস চলৎশক্তি রহিত হইয়াছে। আসল কথা বিনা লড়াইতে ক্ষমতা দখল করিতে চায় কংগ্রেস। Two nations

theory মানিনা শুধু সে মুখে বলে, এজন্য লড়াই করিতে প্রস্তুত নয়। বিপক্ষ দলের কথা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, তাহারা লড়াই করিতেছে, আরও করিবে। নোয়াখালি তাহাদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্র।"......

কিংশুকের চিঠি পড়া শেষ হইলে শেখর ও গৌতম চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল শিবশঙ্করের কথাগুলি। কিছুক্ষণ পরে শেখর বলিলেন, সম্মুখে দেখছি রক্তের স্রোত ও ধ্বংসের আগুন। কারা তলিয়ে যাবে এ স্রোতে, কারা পুড়ে ছাই হবে? এক দেশের লোক, পরস্পরের প্রতিবেশী—

গৌতমের মুখে বেদনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল। সে বলিল, নোয়াখালির খবর যতটা পাওয়া গিয়েছে তাতে মনে হয় it is a war of extermination against Hindus.

কিংশুক। তাই বটে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে সন্ধ্যাতারার সঙ্গে দেখা করিয়া বিদায় লইল গৌতম। কিংশুক শিবশঙ্করবাবুর অফিস পর্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়া বলিল, আপনি বাড়ী যান, আমি কিছুক্ষণ পরে যাব। শিয়ালদা ষ্টেশনে কর্মী পাঠাতে হবে, লোক কি রকম পাওয়া যাবে খোঁজ নিয়ে যাব।

গৌতম। কাল পরশু সুবিধে হলে একবার দেখা করো।

কিংশুক। আচ্ছা।

রাত্রে পড়িবার ঘরে কতকগুলি সংবাদপত্র সম্মুখে রাখিয়া গৌতম বসিয়া ভাবিতেছিল।

নোয়াখালি জেলায় ৩০০ এবং কুমিল্লা জেলায় ১৬০, মোট ৪৬০ বর্গমাইল এলাকায় হাঙ্গামা ঘটিয়াছে। শুধু নোয়াখালি জেলায় চল্লিশ খানা গ্রামের হিন্দু অধিবাসীরা বিধ্বস্ত হইয়াছে।

১০ই অক্টোবর তারিখে যেদিন নোয়াখালির হিন্দুদের গৃহে গৃহে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন চলিতেছে সেইদিন হাঙ্গামা সুরু হইল, এখনও চলিতেছে হাঙ্গামা। উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ঘিরিয়া রাখিয়াছে হাঙ্গামাকারীরা, রাস্তা খুঁড়িয়া, গাছ ফেলিয়া, সাঁকোগুলি ভাঙ্গিয়া দ্রুত সাহায্য আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়াছে, ২০০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবেশ ও নির্গমন পথগুলিতে সতর্ক পাহারা রাখিয়াছে, ফেরিঘাট-গুলিতে কড়া পাহারা বসিয়াছে. হাঙ্গামাকারীদের প্রদত্ত পারমিট বা পাশ না লইয়া কোন হিন্দু এই অবরুদ্ধ অঞ্চলের মধ্যে চলাফেরা করিতে বা এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে বা ইহার বাহিরে যাইতে পারে না।

উপদ্রুত অঞ্চলে প্রায় সকল হিন্দুগৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে। নোয়াখালি জেলায় ৯১১৯ এবং কুমিল্লা জেলায় ৬৫২০ হিন্দুগৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

শুধু মূল্যবান অলঙ্কার, জিনিসপত্র ও অর্থ লুণ্ঠিত হয় নাই, কাঠের আসবাবপত্র, ঘরের টিন, গৃহস্থালির পিতল কাঁসার বাসনপত্র, গৃহপালিত পশু লুণ্ঠিত হইয়াছে, সঞ্চিত খাদ্যশস্য, ক্ষেতের ফসল লুণ্ঠিত হইয়াছে।

গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নরহত্যার ভয়াবহতা ম্লান হইয়াছে নারী-হরণ, বলপূবক হিন্দু নারীকে নিকা, হিন্দুনারীর উপরে দলবদ্ধ পাশবিক অত্যাচার ও বলপূর্বক ধর্মান্তর-করণের ব্যাপক বীভৎসতায়। নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহের সংখ্যা মিলে নাই, একটি অঞ্চলে তিনশত ও অপর একটি অঞ্চলে চারিশত দলবদ্ধ পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে। বলপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা কুমিল্লায় প্রায় এক হাজার এবং নোয়াখালিতে কয়েক হাজার ঘটিয়াছে।

উপদ্রুত অঞ্চলে হিন্দুদিগকে লুঙ্গি ও ফেজ পরিতে, গো-মাংস খাইতে ও নামাজ পড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। তাহাদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করা হইয়াছে। অপহৃতা বিবাহিতা হিন্দুনারীদিগকে মাথার সিন্দুর মুছিয়া ফেলিতে ও শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

গৌতম ভাবিতে লাগিল।

পররাজ্যলোলুপ শত্রুদল সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দেশ আক্রমণ করে নাই, বিজেতার রক্তপায়ী, লুণ্ঠনলুব্ধ, নারীধর্ষণকামী সেনাবাহিনী পরাজিত দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই। পৃথিবীর দুই প্রান্ত হইতে উৎপাটিত, পরস্পরের অপরিচিত, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, হিংস্র দুইটি জাতিকে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। এক ভাষাভাষী, একই মাটিতে প্রতিপালিত, শতাব্দীর পর শতাব্দী পরস্পরের প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখদুঃখের ভাগী, একই জাতির দুইটি ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষ, সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে একদল অপরদলের প্রতি এমন ঘৃণিত আচরণ করিতে পারিল! ধর্মান্ধতা, রাজনৈতিক স্বার্থ, সভ্য মানুষকে পশু অপেক্ষা নীচের স্তরে অবনমিত করিল!

দেশে গভর্ণর আছে, মন্ত্রীমণ্ডল আছে, বিপুল সরকারী কর্মচারীদল, শান্তিরক্ষাকারী বিরাট পুলিশবাহিনী আছে, সেনাবাহিনী আছে, জনসাধারণের অর্থে তাহারা প্রতি-পালিত ও পুষ্ট হয়। রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, ছোরা, তরবারি লইয়া, লোহার শিরস্ত্রাণ পরিয়া, পেট্রোলের টিন ও ষ্টীরাপ পাম্প লইয়া দলবদ্ধ হাঙ্গামাকারীরা যখন দিনের পর দিন হিন্দুদের আক্রমণ করিতেছিল তখন কি করিতেছিল তাহারা?

সাতদিন নোয়াখালি, কুমিল্লার ভয়াবহ খবর চাপিয়া রাখিবার জন্য দায়ী দেশের শাসনভারপ্রাপ্ত লীগ গবর্ণমেণ্ট। কেন চাপিয়া রাখিয়াছিল? ঘটনার গুরুত্ব পুনঃপুনঃ লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছে কেন সরকারপক্ষ?

গৌতম ভাবিতে লাগিল।

রুশিয়া, পোলাণ্ড, জার্মেনীতে য়িহুদী নির্যাতনের কাহিনী মনে পড়িল গৌতমের, মানুষের প্রতি মানুষের বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী বারবার ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে। এই দেশেই কতবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটিয়াছে ভাবিল সে, কিন্তু নোয়াখালি, কুমিল্লার মত জঘন্য ব্যাপার আর কখনও ঘটিয়াছে কি?

গৌতমের দেরি দেখিয়া তাহাকে খাইতে ডাকিবার জন্য ঘরে ঢুকিয়া সরস্বতী চমকিত হইলেন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া। টেবিলের উপরে ছড়ানো কাগজগুলির উপরে দৃষ্টি পড়িতে তিনি বুঝিতে পারিলেন কি হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহাকে নোয়াখালি, কুমিল্লার ব্যাপার কিছু জানাইয়াছিল।

ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন, খেতে আয় গৌতম, শঙ্কর বসে আছে তোর জন্য।

মাসীমার দিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, বলিল, এই যাচ্ছি মাসীমা।

নোয়াখালির চৌ-মোহানী হইতে পিনাকীর চিঠি আসিল গৌতমের নামে। অতি সংক্ষিপ্ত পত্রে লিখিয়াছে চাঁদপুর থেকে আরম্ভ করে যে সব দৃশ্য চোখে পড়ছে সময় পেলে জানাব। এখন খুব ব্যস্ত আছি, পৌঁছা সংবাদ দিয়ে রাখলাম।

কিংশুক আসিল দুই দিন পরে, সে খবর দিল শিবশঙ্করবাবু আসিয়াছেন। নোয়াখালি রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট একটি দল পিনাকীবাবুর সঙ্গে যোগ দিবার জন্য কাল রওনা হইবে।

সংবাদ দিয়া কিংশুক বলিল, শেয়ালদা ষ্টেশনে ও বঙ্গবাসী কলেজে যাচ্ছি, জরুরী কাজ না থাকলে চলুন।

নোয়াখালি ও কুমিল্লা হইতে শরণার্থীরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ট্রেন হইতে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইতেছিল এবং বঙ্গবাসী কলেজ ও আরও ছাব্বিশটি বে-সরকারী ক্যাম্পে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। কিংশুক জানাইল চাঁদপুরে ত্রিশ হাজার সর্বস্বান্ত শরণার্থী জমা হইয়াছে, খাদ্য, জল, কাপড়-চোপড়, উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবে কষ্ট পাইতেছে তাহারা। নোয়াখালি ও কুমিল্লার তিনটি সরকারী ক্যাম্পে কুড়ি হাজার শরণার্থী স্থান পাইয়াছে। খাদ্য ও আচ্ছাদনের অভাবে তাহারাও দুর্দশা ভোগ করিতেছে।

২২শে (অক্টোবর) তারিখের মধ্যে প্রায় দশ হাজার শরণার্থী কলিকাতায় আসিয়াছে, তারপর হইতে প্রতিদিন প্রায় বারো শত করিয়া পৌছিতেছে। হাজারের উপরে শরনার্থী নবদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে, পাঁচ হাজারের উপর নানা পথে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। স্বাধীন ত্রিপুরাতে বহু শরণার্থী গিয়াছে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের অবস্থা দেখিয়া গৌতম স্তম্ভিত হইল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এক হাজারের উপরে কর্মী কাজ করিতেছে ষ্টেশনে। অগণিত আশ্রয়প্রার্থীর, শিশু, বৃদ্ধ, নরনারী, বালক বালিকার ভিড়। একজন কর্মী বলিল, সোমবারে একদিনে চার হাজার এসেছে।

পলাশডাঙ্গা আর্যসংঘ মাতাজী আশ্রমের কর্মীরাও কাজ করিতেছিল। গৌতমকে সঙ্গে লইয়া কিংশুক তাহাদের কাছে গিয়া শরণার্থীদের জন্য আবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলিল। পলাশডাঙায় কয়েকটি পরিবার যাইতে সম্মত হইয়াছে শুনিয়া বলিল কাল যেভাবে হউক তাহাদিগকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। কিছু কাপড়, কম্বল ও শিশু ও রুগ্নদের জন্য পথ্যের ব্যবস্থা আজই করা হইবে আশ্বাস দিয়া কিংশুক দুইজন কর্মীকে সন্ধ্যার আগে গড়পারের অফিসে যাইতে উপদেশ দিল।

ষ্টেশন হইতে উভয়ে বঙ্গবাসী কলেজের ক্যাম্পে গেল। মধ্যবৃত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু শরণার্থী এখানে আশ্রয় লইয়াছে। কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা বলিয়া কিংশুক অফিসে চলিয়া গেল, গৌতম তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। একটি ঘরের কোণে এক বৃদ্ধা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিল। একজন কর্মী বলিল দুই দিন এই বৃদ্ধাকে কিছু খাওয়ানো যায় নাই। ইহার একটি পুত্র নিহত হইয়াছে, একটি বধূ ও একটি বয়স্কা পৌত্রী অপহৃতা হইয়াছে। বাড়ীর আর সকলে ধর্মান্তরিত হইতে স্বীকৃত হইয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে। বাড়ী ঘর অবশ্য কিছুই নাই, ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ধর্মান্তরিত হইবার পরে ইহাদিগকে 'পাশ' দেওয়া হইয়াছিল, সেই পাশ লইয়া চলিয়া আসিতে পারিয়াছে। কর্মীটি বলিল, অনেকের অবস্থাই এইরূপ। কেহ কেহ একেবারে নির্বাক, তাহাদের পরিবারের কাহার কি ঘটিয়াছে বলিতে চাহে না। একটি পরিবারের এক বৃদ্ধার সঙ্গে দুইটি নাতনী আসিয়াছে। বড়টির বয়স দশ এগারো হইবে। গৌতম দেখিল মেয়েটির দৃষ্টি অস্বাভাবিক, আতঙ্কের ছাপ। কর্মীটি বলিল মেয়েটি কথা বলে না, কোন প্রশ্ন করিলে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। বৃদ্ধার কাছে জানা গিয়াছে তাহার পুত্রকে সুপারী গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহার ও মেয়েদের সম্মুখে তাহার

স্ত্রীকে উলঙ্গ করিয়া ধর্ষণ করা হয়। পুত্রকে পরে হত্যা করা হইয়াছে, পুত্রবধূ জলন্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মেয়েটিকে কাছে আনিয়া দুই একটি প্রশ্ন করিল গৌতম। নির্বাক মেয়েটি ভয়ার্ত-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া দৌড়াইয়া তাহার ঠাকুমার পিছনে গিয়া লুকাইল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গৌতম বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া দুই চাঙারী খাবার কিনিয়া আবার ক্যাম্পে ঢুকিল। যে কর্মীটির সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া অনুরোধ করিল খাবারগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য।

অসুস্থ শিবশঙ্করবাবুকে দেখিবার ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য কিছু টাকা তাঁহার হাতে দিবার উদ্দেশ্যে গড়পার যাইবে ঠিক করিয়া বঙ্গবাসী কলেজ হইতে বাহিরে আসিতেছিল গৌতম, ছোট একটি দলকে ভিতরে ঢুকিতে দেখিল। দুইটি সাহেবী পোষাকপরা যুবক, একজনের কাঁধে ক্যামেরার বাক্স ঝোলানো। অবাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল একজনকে, আধুনিকা একটি তরুণী এবং শঙ্কর আলাপ করিতে করিতে তাহার পাশ কাটাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। শঙ্করকে সঙ্গে দেখিয়া গৌতম ভাবিল সম্ভবত ইহারা প্রেসের লোক বা বন্ধু। শঙ্কর গৌতমকে দেখিতে পায় নাই। যুবক দুইজনের ও যুবতীটির বেশভূষা এবং চালচলন দেখিয়া কাহারও মনে হইতে পারে ইহারা প্রমোদভ্রমণে বাহির হইয়াছে।

শিবশঙ্করবাবুর অফিসে পৌঁছিয়া শুনিল একটু সুস্থ হইয়াছেন তিনি এবং কিছুক্ষণ আগে কিংশুকবাবুর সঙ্গে বাহিরে গিয়াছেন। আরও শুনিল, আগামীকাল তিনি নোয়াখালি রওনা হইবেন কথা আছে। শুনিয়া গৌতম ভাবিল সম্ভবতঃ এখানে শরণার্থী সম্পর্কিত কাজ শিবশঙ্করবাবু অন্য কাহারও হাতে দিয়া যাইবেন।

অফিস হইতে বাহির হইয়া শেখরের বাড়ীতে চলিল গৌতম।

সেখান মৌলির সম্বন্ধে নূতন কাহিনী শুনিল। তিন চার দিন আগে মৌলি বাড়ী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। কোথায় যাইতেছে কাহাকেও বলিয়া যায় নাই, একখানি চিঠি রাখিয়া গিয়াছিল সে কলিকাতার বাহিরে যাইতেছে, ফিরিতে হয়ত কিছু দেরি হইবে। আজ সকালে তাহার এক বন্ধু আসিয়া খবর দিল মৌলি পাটনায় আছে। এই বন্ধুটির কাছে আরও খবর পাওয়া গেল পাটনায় গোলমাল সুরু হইয়াছে।

সন্ধ্যাতারা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, রাজাবাজারের হাঙ্গামায় মৌলির প্রাণ যেত সময়মত পিনাকীবাবু দলবল নিয়ে না পৌঁছলে। আমরা আপত্তি করব ভয়ে কিছু

না জানিয়ে পাটনায় পালিয়েছে। সত্যি যদি সেখানে হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে প'ড ওকে ফিরে পাবার আশা কম।

গৌতম। মৌলি একা গিয়েছে না কোন দলের সঙ্গে গিয়েছে জানেন?

শেখর। তা জানি না. ওর আর. এস. এস. দলের বন্ধুরা কেউ এখানে নাই এ খবর পেয়েছি। মৌলির এক বান্ধবী আছে, পাটনায় তাদের বাড়ী। তাকে চিঠি দিয়েছি মৌলির কোন খবর সে জানে কিনা লিখতে।

সন্ধ্যাতারাকে দুই একটি সান্ত্বনার কথা বলিয়া গৌতম তাহার শিয়ালদহ ষ্টেশনে এবং বঙ্গবাসী কলেজ ক্যাম্পের অভিজ্ঞতার গল্প বলিতে লাগিল। বার বার শিহরিয়া উঠিলেন তারা গল্প শুনিতে শুনিতে।

পরদিন রাত্রে অফিস হইতে ফিরিয়া শঙ্কর গৌতমের ঘরে আসিল। কয়েকখানি ইংরাজী, বাংলা সংবাদপত্র তাহার হাতে দিয়া বলিল, মহাত্মাজী কলকাতা আসছেন শীঘ্র, নোয়াখালি যাবার অভিপ্রায় আছে তাঁর।

গৌতম। বসুন শঙ্কর দা। শুনলাম বিহারে নাকি গোলমাল আরম্ভ হয়েছে।

শঙ্কর। হাঁ, বিস্তৃত খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। রাত্রের মধ্যে অনেক সংবাদ আসবে।

গৌতম। কাল আপনি বঙ্গবাসী কলেজ ক্যাম্পে গিয়েছিলেন, সঙ্গে কারা ছিলেন?

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, তুমি জানলে কি করে?

গৌতম। আমি তখন বেরিয়ে আসছি. আপনাকে ঢুকতে দেখলাম।

শঙ্কর। আমি গিয়েছিলাম খবর সংগ্রহ করতে, সঙ্গে যাদের দেখলে তারা রাস্তায় জুটেছিল। যে মেয়েটিকে দেখেছ তার নাম আরতি. নাম করা লেখিকা শরণার্থীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে লেখবার মালমশলা সংগ্রহ করবার অভিপ্রায় আছে। যুবক দুটির একজন দীপেন, দীপশিখা সংঘের সভ্য, ব্যবসায় জগতে ফ্রি লান্স।

গৌতম। কথাটার মানে কি দাঁড়াল?

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, মানে কাঁচা পয়সা কামাবার জন্য যখন যে সুযোগ আসে তাই ধরে। অবশ্য রুটিন ব্যবসা আছে একটা, পৈতৃক লোহার কারবার কালচারড্ ইয়ংম্যান। দীপশিখা সংঘ ছাড়া আরও দু' একটি 'হাই ব্রাউ ক্লাবের সভ্য।

গৌতম। সব্যসাচী মনে হচ্ছে। ব্যবসা করে আবার কালচারের অনুশীলন করে। অন্য লোকটি কে?

শঙ্কর। বিখ্যাত পরিবারে ছেলে, লছমীদাস জয়পুরিয়া নাম। দীপেনের বন্ধু, কিছু কারবার একসঙ্গে করে শুনেছি।

গৌতম। শরণার্থী ক্যাম্পে এঁরা কি অভিপ্রায়ে যাতায়াত করছেন?

শঙ্কর। দীপেন বলছিল শরণার্থীদের মধ্যে যারা কাজকর্ম কিছু করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য একটা 'হোম' খোলবার আইডিয়া আছে। হয়ত সেইজন্য খোঁজ খবর নিচ্ছে।

গৌতম। ভাল আইডিয়া।

মহাত্মা গান্ধী সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে আসিয়াছেন খবর দিয়া কিংশুক জানাইল সে সোদপুর যাইতেছে, কয়েকদিন থাকিবে সেখানে। মহাত্মাজী নোয়াখালি যাইবেন। বাংলার লীগ গর্ভমেণ্ট তাঁহাকে নোয়াখালি যাইতে দিতে ইচ্ছুক নয়, সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের অজুহাতে আটকাইয়া রাখিতে চায় এখানে।

গৌতম। নোয়াখালি যাবার ইচ্ছা আছে না কি তোমার?

কিংশুক। তাঁর দলের সঙ্গে যাবার জন্য মহাত্মাজীর অনুমতি পেলে হয়ত যেতে পারি।

কিংশুক বিদায় লইবার পরে গৌতম অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর নিজের পড়িবার ঘরে গিয়া টেবিলের একপাশে রক্ষিত কয়েকখানি খবরের কাগজ টানিয়া লইল। নোয়াখালির হাঙ্গামা সম্বন্ধে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে কাগজগুলিতে। বিবৃতিগুলি পড়িতে লাগিল।

নোয়াখালির দেওয়ানজী বাড়ী হইতে মিস মুরিয়েল লিষ্টার বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন: "গত কয়েক সপ্তাহে এই বে-সরকারী গৃহে বহু সহস্র লোক আশ্রয় লইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা লইয়া এখানে আসিয়াছে, কিন্তু মহিলাদের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। তাহাদের মধ্যে অনেকের স্বামী তাহাদের চোখের সম্মুখেই নিহত হইয়াছে ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং স্বামী-হন্তাদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। এই মহিলাদের চোখে প্রাণহীনতার ছায়া পড়িয়াছে। এ ছায়া নৈরাশ্যের নয়, এ যেন সম্পূর্ণ চেতনাহীনভাব। মুসলমান গৃহে বিবাহিতারূপে যাঁহারা অবস্থান করিতেছেন রিলিফ কর্মীরা তাঁহাদের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইতেছে না। দুর্বৃত্তগণ মহিলাদের এই বলিয়া শাসাইতেছে যে সরকারী কর্মচারীদের নিকটে তাহাদের বলিতে হইবে এই নূতন অবস্থা তাহারা পছন্দ করে, নতুবা তাহাদের পরিবারের সকলকে হত্যা করা হইবে"।

"জীবনের বিনিময়ে বহু সহস্র লোককে জোর করিয়া গো মাংস ভক্ষণ করান হইয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করান হইয়াছে।"

"বাংলাদেশে যত গুণ্ডাই থাকুক না কেন এই হাঙ্গামা তাহাদের নিজেদের দ্বারা কখনই সম্ভব হইত না। পেট্রোল ছড়াইয়া গৃহ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, রেশনের এই জিনিস তাহাদের সরবরাহ করিল কে? পল্লী অঞ্চলে ইহারা ষ্টীরাপ পাম্প কোথা হইতে সংগ্রহ করিল?......"

আচার্য কৃপালনী তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "বলা হইয়াছে বহিরাগত গুণ্ডারাই সকল দুষ্কার্য করিয়াছে ......বাহিরের গুণ্ডারা দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস-পত্র যথা, বাসন কোসন, কাপড় চোপড় ও খাদ্যদ্রব্য লুট করিবে না। গৃহপালিত পশুসকল তাড়াইয়া লইয়া যাইবে না। বাহিরের গুণ্ডাদের বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ কিংবা বলপূর্বক বিবাহে কোন স্বার্থ নাই। ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে তাহারা মৌলভী সঙ্গে লইয়া বেড়ায় না। ...উপদ্রুত অঞ্চলে মুসলমান জনসাধারণের পক্ষ হইতেই এই আক্রমণ চালান হইয়াছিল সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র সমাজের সমর্থন না থাকিলে ব্যাপক ধর্মান্তরকরণ ও বলপূর্বক বিবাহ সম্ভব নয়।"

"হাঙ্গামার জন্য গুণ্ডারাই দায়ী" জেনারেল বুচারের এই উক্তির সমালোচনা করিয়া পণ্ডিত কুঞ্জরু তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "নোয়াখালির হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং বাহিরের ও স্থানীয় মুসলমানরা উহাতে যোগ দিয়াছিল। ...অসহায় ও আতঙ্কগ্রস্ত হিন্দুদের এই কথা বলা হয়, হয় ধর্মান্তরিত হও নতুবা মৃত্যু বরণ কর। এই অবস্থায় গভীর মানসিক যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া তাহারা ধর্মান্তরিত হয়। যদি তাহারা ইহাতে বাধা দিত তবে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটিত সে সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।"

একখানি কাগজে প্রকাশিত আচার্য কৃপালনীর অন্য একটি বিবৃতির প্রতি গৌতমের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল : "In this connection I would keep before every Bengalee the example of Shri Rajendralal Roy and his family, who defied a mob for full two days and fell fighting."

এই বিবৃতির নীচে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, "Rajendra Babu's head was offered to the leader of the hooligans, an ex-M. L, A. of the area, as booty, with 59 other heads."

কাগজগুলি একপাশে ঠেলিয়া সরাইয়া রাখিল গৌতম, দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। সে নেতা নয়, সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ করিয়া

কর্ত্তব্যের ভার ও হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার সুবিধা নাই। বহু কর্মী ছুটিয়া যাইতেছেন, মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, মানুষের পিশাচ-প্রবৃত্তির পরিচয় স্বচক্ষে দেখিতেছেন। যতটুকু পারেন দুর্গতদের দুর্দশা লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মহৎ কাজ, সৎ কাজ। কিন্তু এই সব মহৎ কাজ, সৎ কাজ আগুন নিভাইতে পারিবে? যে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—

কি কাজে ঘরে ঢুকিয়া গৌতমের দিকে চাহিলেন সরস্বতী, তাহার কাছে গিয়া পিঠে হাত রাখিয়া মৃদু, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, গৌতম, এমন করে কি ভাবছিস বাবা?

মাথা তুলিয়া বিষাদক্লিষ্ট গৌতম বলিল, হাঁ, ভাবছিলাম মাসীমা।

৩রা কি ৪ঠা নভেম্বর তারিখে কিংশুক আসিল, আধ ঘণ্টা পরে চলিয়া গেল।

তাহার কাছে গৌতম শুনিল বাংলার লীগদলের মুখ্যমন্ত্রী এখন মহাত্মাজীর নোয়াখালি যাওয়া বন্ধ রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সফল হন নাই, নোয়াখালির অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মহাত্মাজী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আরও শুনিল লাট সাহেবের নিমন্ত্রণে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কোন মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের মধ্য দিয়া ফিরিবার সময়ে তাঁহার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া একটি লোহার রিং নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে উহা মহাত্মাজীর গায়ে লাগে নাই।

গৌতম বলিল, বহু লোক মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, আলাপ, আলোচনা করছেন কাগজে দেখছি। অবস্থার কোন উন্নতি হবে মনে হয়? কলকাতায় তো আবার হাঙ্গামা লেগেছে।

কিংশুক। অবস্থার উন্নতি? সাম্প্রদায়িক হিংসার যে আগুন জ্বালিয়াছে লীগ, অহিংস কার্যক্রম, জাতীয়তার বাণী, কোন উপদেশ সে আগুন নেবাতে পারছে না সকলেই দেখছেন। নোয়াখালিতে হিন্দু ধ্বংসের কার্যক্রম বিহারে মুসলমান ধ্বংসের আগুন জ্বালিয়েছে। কংগ্রেস অসহায়, নেতারা অসহায়। সোদপুরে যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদের প্রত্যেকের চোখে এই অসহায়ভাব দেখছি। মহাত্মাজীর শান্ত, প্রসন্ন মুখও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে দেখলাম।

গৌতম। তুমি নোয়াখালি যাচ্ছ অবস্থা নিজের চোখে দেখবার জন্য?

কিংশুক। কতকটা তাই। অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রত্যক্ষ আগুন দু'দিন আগে পরে নেবানো সম্ভব হবে হয়ত কিন্তু এই আগুনের পরোক্ষ ফল, দুই সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের দেশময় প্রসার। নোয়াখালিতে

মহাত্মাজী এই আগুন রোধ করবার কি উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন স্বচক্ষে দেখতে চাই। নোয়াখালির চ্যালেঞ্জ মহাত্মাজীর জীবনব্যাপী সাধনার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ।

গৌতম। যা দেখবে, যা শুনবে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রেখো আমাদের জন্য।

কিংশুক। চেষ্টা করব।

আরও কিছু কথাবার্তার পরে কিংশুক উঠিল, বলিল, দু'মাসের ছুটি নিয়েছি। বাড়ী হেম সংপতির তত্ত্বাবধানে রেখে গেলাম।

গৌতম। মৌলির আর কোন খবর পাওয়া গেল কিনা জানো?

কিংশুক। মৌলি পাটনায় আছে এর বেশী খবর জানি না।

কিংশুক বিদায় লইলে কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করিল গৌতম। নোয়াখালিতে মহাত্মাজীর এক্সপেরিমেণ্ট সম্বন্ধে কিংশুক যাহা বলিয়াছিল তাহার মাথায় তাহাই ঘুরিতেছিল। হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করিয়া একটা জামা গায় দিয়া সরস্বতীকে বলিয়া বাড়ী হইতে বাহিরে গেল সে। প্রসাদ অসুস্থ কয়েকদিন হইতে, দুই দিন কোন খবর লওয়া হয় নাই। খবর লইবার জন্য প্রসাদের গৃহের দিকে চলিল।

॥ দুই ॥

গান্ধীজী সদলে নোয়াখালি রওনা হইয়া গেলেন। তাঁহার কয়েকদিনের চেষ্টাতেও কলিকাতায় সম্পূর্ণ শান্তি ফিরিয়া আসিল না। কোন অঞ্চলে পথচারীদের উপরে হঠাৎ আক্রমণ, কোন অঞ্চলে অতর্কিতে হত্যার ঘটনা ঘটিতে লাগিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিল।

গান্ধীজী নোয়াখালি রওনা হইবার আগে বিহারে অশান্তির খবর তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছিল। খবর শুনিয়া তিনি আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছিলেন। বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের কাছে অশান্তি দমন করিবার জন্য তাঁহারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতেছেন এই আশ্বাস পাইয়া নোয়াখালি যাত্রা করিলেন তিনি।

বিহারের অশান্তির খবর ক্রমে ছড়াইয়া পড়িল। বিহারের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যভাবে জানাইলেন নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপরে বীভৎস অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এবং বিহারের লীগদলের বাড়াবাড়ির ফলে অশান্তি আরম্ভ হইয়াছে বিহারের কয়েকটি

জেলায়। বড়লাট ওয়াভেল সাহেবকে লিখিত পত্রে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীও এই কথা জানাইলেন।

গৌতম সেদিন সংবাদপত্রে পড়িতেছিল মহাত্মা গান্ধী চাঁদপুরে পৌছিয়া শরণার্থী:দর আশ্বাস দিয়াছেন উপদ্রুত হিন্দুদের চোখের জল মুছাইবার জন্য তিনি নোয়াখালি যাইতেছেন। ভৃত্য অনন্ত আসিয়া জানাইল ফোনে শেখর বাবু ডাকিতেছেন। শঙ্করের ঘরে গিয়া গৌতম ফোন ধরিল। শেখর জানাইলেন পাটনা হইতে মৌলির খবর পাওয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত সে ভালই আছে চিঠি হইতে বোঝা যায়। তারপরে বলিলেন, যদি তেমন কাজ হাতে না থাকে বিকালের দিকে এসো একবার। গৌতম জানাইল সে যাইবে।

সন্ধ্যার সময়ে শেখরের গৃহে পৌছিল গৌতম। দেখিল সন্ধ্যাতারা ছেলের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, বলিলেন, মনীষা লিখেছে মৌলিদা আমাদের বাড়ীতে আছে, ভাল আছে, আপনারা তার জন্য চিন্তা করবেন না। আর কোন কথা নাই চিঠিতে, এতবড় দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে, একটা কথা নাই সে সম্বন্ধে। এতে করে ভাবনা আরও বেড়েছে। যে ছেলে মৌলি, শুধু হাওয়া বদলাবার জন্য পাটনায় গিয়েছে কি করে বিশ্বাস করব?

শেখর বলিলেন, পলাশডাঙার একদল কর্মী গিয়েছে পাটনায় খবর পেলাম, আর, এস, এস, দলের কয়েকজন আগেই গিয়েছে।

সন্ধ্যাতারা। মনীষাদের বাড়ীতে আছে মৌলি, এইটুকু আমার ভরসা। মনে হচ্ছে পাটনায় ছুটে যাই, ছেলেকে ধরে নিয়ে আসি।

দাঙ্গায় মৌলির জড়াইয়া পড়িবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে গৌতম জানিত তবু দুই চারিটা মামুলী সান্ত্বনার কথা বলিল সন্ধ্যাতারাকে আশ্বাস দিবার জন্য।

ইহার পরে নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ চলিল শেখর ও গৌতমের মধ্যে।

শেখর বলিলেন, বিহারের অশান্তি বন্ধ করবার জন্য মহাত্মাজীর অনশন আরম্ভ করবার সঙ্কল্প পাটনায় ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান অবস্থায় মহাত্মাজীর অনশন দেশে chaos ও confusion বৃদ্ধি করবে বলে শ্যামপ্রসাদবাবু এই সঙ্কল্পের সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনা যথার্থ মনে হয়।

গৌতম। নোয়াখালির হাঙ্গামা সম্পর্কে ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য ও জড়তা এবং বিহারের হাঙ্গামা সম্পর্কে তৎপরতার সমালোচনাও করেছেন তিনি।

হাসিয়া শেখর বলিলেন, তফাৎটা লোকের চোখে বড় ঠেকেছে কিনা!

গৌতম। লক্ষ্য করেছেন ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের লীগ সদস্যরা কেউ কেউ পাটনায় এসেছেন যদিও দাঙ্গার সময়ে কলকাতায় বা নোয়াখালিতে তাঁদের কাউকে দেখা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে বিহারে দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের কোন সদস্যের এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষণ করিবার হুমকির কথাও উঠিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে গৌতম বিদায় লইয়া উঠিল, বলিল, মৌ'লর কোন নূতন খবর আসলে আমাকে জানাবেন শেখর দা।

শেখর। জানাবো। সেখানে যা অবস্থা শোনা যাচ্ছে কাগজে এবং লোকের মুখে, রাবণের হাতে যতটা বিপদের আশঙ্কা রামের হাতে বিপদের আশঙ্কা তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়।

কয়েক দিন পরে, সেদিন ছুটি ছিল, গৌতম পড়িবার ঘরে টেবিলের টানা খুলিয়া কি খুঁজিতে গিয়া কাগজপত্রের নীচে একখানি চিঠি পাইল। কাহার চিঠি স্মরণ করিতে না পারিয়া খাম হইতে চিঠি বাহির করিয়া দেখিল ডাঃ রায়ের কন্যা বেবীর লেখা সেই চিঠি যাহা তাহার ও বেবীর মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল। কয়েক বছরের পুরাতন এই চিঠিখানা এতদিন তাহার টেবিলের টানায় রহিয়া গিয়াছে সে ভাবে নাই, কবে এই চিঠির কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে।

চিঠিখানা হাতে করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে ভাবিল। এলোমেলো নানা রকমের কথা ঘুরিতে লাগিল মাথায়। শুধু বেবীর কথা নয়, তাহার জীবনের কয়েকটি বৎসরের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, বাহিরের নানা সংঘাতের ফলে যাহা একেবারে চাপা পড়িয়াছিল, সুযোগ পাইয়া আজ তাহার মনের উপরের তলায় ভাসিয়া উঠিল।

বেবী এক সময়ে তাহাকে সত্যই আকৃষ্ট করিয়াছিল। আলাপের গোড়া হইতে তাহাকে ভাল লাগিয়াছিল, ক্রমে তাহার হৃদয়ে বেবীর জন্য আসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। বিবাহের কথা উঠিতে এই আসনে আসিয়া বসিবার জন্য বেবীকে নিমন্ত্রণ করিতে প্রস্তুত হইতেছিল সে, এমন সময়ে তাহার এই পত্র আসিল নিষ্ঠুর আঘাতের মত। চিঠি পড়িয়া তাহার হাসি পাইল ভাবিয়া যে এই স্থুলদৃষ্টি, অমার্জিত রুচি, অসংযতবাক মেয়েকে সে করিতে চাইয়াছিল ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রবধূ। কলিকাতা হইতে পলাইয়া রাজনগরে পিতার কাছে চলিয়া গেল সে। বেবীর উপর বিশ্বাসের ভিত্তি এই আঘাতে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে সে অনুতপ্ত ও ক্ষমা-প্রার্থী জানিতে পারিয়াও গৌতমের পক্ষে নষ্ট বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইল না।

ইহার পরে আরেকটি মেয়ের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার একেবারে চমকাইয়া দিল তাহাকে। সে লতা। করুণা ও আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত এক অপরিচিত অনুভূতিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। সেই বিজয়ার সন্ধ্যায় যখন কয়েক মুহূর্তের জন্য আপনাকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহার হাতখানি নিজের মুখের উপরে চাপিয়া ধরিয়াছিল লতা। লতার প্রতি গভীর মায়ায় তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই তীব্র মিশ্রিত অনুভূতি তাহাকে বিকল করিয়াছিল রাজনগর হইতে যাত্রার সময়ে লতার আর্ত আবেদনে। ইহা ভালবাসা কি না সে জানে না। আনন্দ এক ফোটা ছিল না এই অনুভূতির মধ্যে, ছিল আপন মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত বালিকার প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি, তাহার বেদনায় তীক্ষ্ণ বেদনাবোধ, তাহাকে সুস্থ, স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সুখের কথা গোবিন্দপুরে পুষ্পদির কাছে আশ্রয় পাইয়া ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে লতার মন, আপনার দেহ ও মনের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করিবার সকল গ্লানি, সকল বেদনা দূর হইয়াছে।

তারপর আসিল পিতার মৃত্যু, দেশে একটার পরে একটা সংঘাত, বেবী, লতা, তলাইয়া গেল কোথায়।

বেবীর পুরাতন চিঠিখানি আর একবার পড়িয়া নিজের মনে একটু হাসিল গৌতম, চিঠিখানি ছিঁড়িয়া ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিল। মনে পড়িল কলিকাতার দাঙ্গায় পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পরে শোকাহতা বেবী নূতন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল তাহার মনকে। ইহার পরিণতি কি হইত তাহার অজ্ঞাত, কিন্তু বেবীর মাতা ও ভ্রাতা দেয়াল তুলিয়াছিল পথের মধ্যে। গৌতম ভাবিল ভালই হইল। ইন্দ্রনারায়ণ নাই, রাজনগর ছাড়িয়া আসিয়াছে সে, কলিকাতার সমাজে বেবীকে লইয়া গৃহধর্ম পালন করা হয়ত চলিত, কিন্তু চিরদিন মনের বাহিরেই রহিয়া যাইত তাহার বিবাহিতা স্ত্রী। ভালই হইয়াছে এই বাধা আসিয়া।

কি একটা কথা মনে হইতে একটু হাসিল গৌতম নিজের মনে। স্বগত বলিল প্রেম তাহার জীবনে আসিল না, আসিবার পথও রাখে নাই সে। ইতিমধ্যে স্থবিরত্ব লাভ করিয়াছে তাহার মন। এই স্থবিরত্বের খোলশ ভাঙিয়া জোর করিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এত বড় শক্তিশালিনী মেয়ের সাক্ষাৎ তো মিলিল না জীবনে। বোধহয় কোনদিন মিলিবে না। নাই বা মিলিল, নিজের মনে গৌতম বলিল, কিসের খেদ—

ভৃত্য একখানি চিঠি লইয়া ঘরে ঢুকিল, গৌতমের আত্মচিন্তায় ছেদ পড়িল।

চিঠি লিখিয়াছে বিরাজ রাঁচী হইতে।

কলিকাতায় তাহার স্ত্রী হৈমন্তীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বিরাজ অনেকদিন হইল রাঁচীতে বাস করিতেছিল। মাঝে মাঝে রাঁচী হইতে শেখর, গৌতম প্রভৃতি বন্ধুকে পত্রাঘাত করিয়া জানাইত বিরাজ the elect এখনও আছে। তাহার একখানি চিঠির কথা তুলিয়া শেখর একদিন গৌতমকে বলিয়াছিলেন, বিরাজবাবুর চিঠি থেকে মনে হচ্ছে তাঁর মেজাজ কিছু রুক্ষ হয়ে উঠছে। কেন ঠিক বুঝতে পারছি না। অবান্তরভাবে হঠাৎ কিছু কথা বেরিয়েছে কলমের মুখ থেকে। এর একটা কথা Life has cheated me. সম্ভবত কোন কারণে frustration বোধ এসেছে মনে।

গৌতম। বিরাজদা এক সময়ে খুব নাম করবেন সবুজ সংসদের প্রেসিডেণ্ট মি. চ্যাটার্জী এই আশা পোষণ করতেন। ওঁকে বলতেন My young friend of brilliant promise. যে কারণে হোক এই promise এখনও promise রয়ে গেল। কিছু করতে পারছেন না, frustration-এর কারণ হয়ত এই।

শেখর প্রশ্ন করিয়াছিলেন পারিবারিক জীবনে বিরাজবাবু কি সুখী হতে পারেন নাই?

হৈমন্তীর সঙ্গে তাহার পরিচয়ের গোড়ার দিকটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। গৌতম শেখরের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় নাই তৎক্ষণাৎ। বিরাজদার sense of frustration-এর পিছনে অসুখী পারিবারিক জীবন থাকিতে পারে শেখরের এই ইঙ্গিতাত্মক প্রশ্ন ভাল লাগে নাই তাহার, ইহা লইয়া আলোচনা করিবার উৎসাহও বোধ করে নাই সে।

অনেকদিন পরে বিরাজের চিঠি পাইয়া সে দিনের এই কথাগুলি নূতন করিয়া মনে পড়িল তাহার।

হৈমন্তীর খবর দিয়া বিরাজ পত্র আরম্ভ করিয়াছে। হৈমন্তীর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক কলিকাতা হইতে আসিবার সময়ে যেরূপ ছিল তাহা হইতেও খারাপ হইয়াছে। হঠাৎ হয় নাই। ক্রমে ক্রমে এই অবনতি ঘটিয়াছে। হাঁটিয়া বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইয়াছে, গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে হয়। তাহাও প্রতিদিন নয়, মাঝে মাঝে। ডাক্তারের মতে শীত গিয়া গরম না পড়িলে অবস্থার উন্নতি দেখা যাইবে না।

তারপর লিখিয়াছে, হৈমন্তীর জন্য আমাকে মাত্র দু'টো কাজ করতে হয়। গাড়ীতে করে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এবং সন্ধ্যার সময় তাকে বই পড়ে শোনানো। বাকী কাজগুলো, এক খৃষ্টান ও কিছু শিক্ষিতা একটি ওরাওঁ মেয়ে রাখা হয়েছে, সেই

করে। বিস্তারিত না বললেও বুঝতে পারছ হৈমন্তীকে বই পড়ে শোনানো আমার পক্ষে হয়েছে এক প্রকার intellectual regimentation. আমার আলাপ আলোচনা ও পরিপাক করতে পারে না, বোধ হয় blasphemous মনে করে। আমাদের দু'জনের বইয়ের পছন্দ একেবারে আলাদা। আধুনিক ইংরাজ, আমেরিকান লেখকদের গল্প উপন্যাস ওর অরুচিকর, বলে মহাত্মাজীর autobiography পড়ে শোনাও। ঐ বই পড়া আমার কাছে intellectual chastisement. টলষ্টয়ের Confession, Amiel's Journal, Imitation of Christ, রবি ঠাকুরের বলাকা ও খেয়া পড়ে শোনানো আমার পক্ষে শাস্তি নয় কি? with বৈষ্ণবীয় humility এই শাস্তি বহন করি রোজ দু'ঘণ্টা ধরে। পড়তে পড়তে বিরক্তি প্রকাশক interjection ও exclamation সব সময়ে চেপে রাখা অসাধ্য হয়। দু'ঘণ্টা পরে নার্স খাওয়াতে আসে, আমি ছুটি পাই, হাঁফ ছেড়ে নিজের ঘরে গিয়ে ওমর খাইয়াম টেনে নিয়ে বসি। টেবিলের ওপর মম, জয়েস, ভাজিনিয়া উলফের বই রয়েছে, আপটন সিনক্লেয়ার, হেমিংওয়ে, ও হেনরী, ফকনারের বই রয়েছে, আর খুলতে ইচ্ছে হয় না। আরেকটা ব্যাপার সম্বন্ধে তোমাকে কিছু লিখব বলে মনে করেছি, নইলে এই আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে মন খোলশা করে কিছু বলতাম।

ব্যাপারটি হচ্ছে বিহারের দাঙ্গা। এই দাঙ্গা সম্বন্ধে অনেক খবর তোমরা পেয়েছ নিশ্চয়। যে খবর পাওনি সম্ভবতঃ হচ্ছে তার দু'একটা দিচ্ছি। বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গা বাধাবার জন্য কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত অবাঙালী, মুস্লিম গুণ্ডাদের ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, আগাম রেশন দিয়েছিল তাদের, সরকারী ট্রাক ও বিনা পয়সায় দেদার পেট্রোল দিয়েছিল, ওয়াজিরাবাদ থেকে ছোরা ও বন্দুকের দোকান থেকে লুট করা বন্দুক দিয়েছিল, পাঠান পুলিশ এনেছিল। বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গা থামাবার ভার দিয়েছে মুস্লিম সরকারী কর্মচারী, মুস্লিম পুলিশ ও সৈন্যদলের হাতে। পাটনা, গয়া, ছাপরা, মুঙ্গেরে এরা মিলে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে দাঙ্গা থামাচ্ছে। গুলি বর্ষণের ফলে ছাপরায় দু'হাজারের ওপর লোক মরেছে শোনা যায়, মুঙ্গেরের একটা গাঁয়েই পাঁচশয়ের ওপর মারা গিয়েছে। চাঁই চাঁই কংগ্রেস নেতাদের চোখের সামনে এই ব্যাপার চলছে। এঁদের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসী সভ্যরা আছেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু এঁদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত। এঁদের ব্যবহারে বিহারে বিরক্তি ও ক্ষোভের সীমা নাই। ছাত্র সভায় একজন প্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতার গলা টিপে ধরেছিল কয়েকজন উত্তেজিত লোক, এক ব্যক্তির হস্তক্ষেপে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। পাটনা ষ্টেশনে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দেখতে

পেয়ে লোকে বিড়াল ডেকেছিল। নোয়াখালিতে মুসলমানরা হিন্দুদের মেরেছে। বিহারে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের মুসলমানদের দিয়ে হিন্দুদের মারবার এই ব্যবস্থা অতি উপাদেয়। যতদূর জানা যায় বিহারে দাঙ্গা বাধবার কারণ Provocations from the followers of the Muslim League. তাদের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীগঠন এবং চোরাই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার কথা ইতিমধ্যে কিছুকিছু প্রকাশ পেয়েছে সরকারী সূত্র থেকে, আরও পাবে। নেহেরুর threat of air bombing in Bihar is a first class joke.—

ভৃত্য খবর আনিল শেখরবাবুর বাড়ী হইতে ফোন আসিয়াছে। বিরাজের চিঠি কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়া নীচে নামিয়া গেল গৌতম।

শেখর জানাইল পাটনা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে মৌলি গুলিতে আহত হইয়া পাটনা হাসপাতালে আছে। অপারেশন হইয়াছে। ডাক্তারদের মতে বিপদের আশঙ্কা কাটিয়াছে। আপনার আসিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

খবর জানাইয়া শেখর বলিলেন, তারা কান্নাকাটি করছে। তোমার মাসীমা এসে দু'টো দিন যদি এখানকার ভার নেন তারাকে নিয়ে আমি যেতে পারি।

গৌতম বলিল, বৌদিকে নিয়ে চলে যান। রওনা হবার আগে মাসীমাকে নিয়ে পৌছব।

চারদিন পরে শেখর একা পাটনা হইতে ফিরিলেন। খবর পাইয়া গৌতম তাঁহার গৃহে গেল।

শেখর জানাইলেন ছেলেকে ছাড়িয়া তারা আসিল না এখন, ছয় সাত দিন পরে আসিবে।

গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, মৌলির বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছিল, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। ডাক্তারদের মতে তিন চার সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। দেখলাম খুব দুবল কিন্তু মনের জোর হারায়নি। হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স সবাই খুব যত্ন নিচ্ছেন, মনীষা ও তার বাড়ীর সকলের কথা বলাই বাহুল্য। কলকাতার দাঙ্গায় ওর আহত হবার কথা কি করে রটে গিয়েছে, সকলের চোখে ও একজন হিরো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর বলিলেন, পাটনা থেকে মাইল কয়েক দূরে একটা গ্রামে গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল মৌলি, সঙ্গে পলাশডাঙা আশ্রমের কয়েকজন কর্মী ছিল। আশপাশের গ্রাম থেকে সশস্ত্র লীগওয়ালারা গ্রামে ঢুকেছিল। দু'দলের লড়াই যখন প্রায় শেষ হয়েছে, কয়েকজন লীগওয়ালার সঙ্গে একদল পুলিশ উপস্থিত হ'য়ে বেপরোয়া গুলি চালাতে আরম্ভ করল। এক বাড়ীর উঠানে বসে মৌলি ও আরও

কয়েকজন কথা বলছিল একটা গুলি এসে মৌলির কাঁধে লাগে। ওকে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে আর সকলে। পুলিশ চলে গেলে এরাই তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে অজ্ঞান অবস্থায়। আশ্রমের এক কর্মী মনীষাদের বাড়ীতে খবর পৌছে দেয়। এত বেশী সংখ্যক আহত লোক হাসপাতালে পৌছেছিল সেদিন যে মনীষাদের বাড়ীর লোকজন খোঁজ নিতে হাসপাতালে না আসা পর্যন্ত মৌলির চিকিৎসার বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, মনীষা, তার বাড়ীর লোক, মৌলির পাটনার বন্ধুরা আন্তরিক যত্ন করছেন মৌলিকে, তার আহত হবার সংবাদ পাবার পর থেকে। ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি চোখে পড়ল না। আশ্রমের কর্মীদের জন্য সব ব্যবস্থার ভারও ওরাই নিয়েছেন।

গৌতম। রাঁচী থেকে বিরাজদার এক চিঠি পেয়েছি আজ। লিখেছেন বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের ওপরে সকলে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই দাঙ্গা বন্ধ করবার ভার মুসলমান অফিসার, সৈন্য ও পুলিশের ওপর দেবার জন্য।

শেখর। সে অসন্তোষের পরিচয় আমি এই ডামাডোলের মধ্যেও পেয়েছি। হিন্দু জনসাধারণ কেন সরকারী কর্মচারী মহলেও এই অসন্তোষ দেখা গেল! কংগ্রেসের দলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মৌলির খোঁজ খবর নিচ্ছেন। সেটা অবশ্য কতকটা মনীষার বাবার জনপ্রিয়তা ও পোজিশানের জন্য। একজন সরকারী কর্মচারীকে বলতে শুনেছি বাংলায় লীগ গভর্নমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করেছে বিহারে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট কেন সে নীতি অনুসরণ করবে না? নোয়াখালি থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া যদি তাদের পলিসি হয় বিহার থেকে কেন মুসলমান-দের তাড়িয়ে দেয়া হবে না?

মৌলির বন্ধুদের কথা তুলিলেন শেখর। বলিলেন, এই বন্ধুদের মধ্যে বিহারী ছেলেরাও আছে। কলকাতা থেকে কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে খবর পেয়ে পাটনায় দৌড়েছিল মৌলিকে দেখবার জন্য। এর আগে মৌলির বন্ধুবান্ধবীদের সাথে আলাপ হয়েছে। এবারে আরও কয়েকজনের সঙ্গে হল। দেশের এই দুঃসময়, grim experience, চার দিকের অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, chaos সত্ত্বেও একটা robust optimism-এর সুর পাওয়া যায় এদের কথাবার্তায়। আমি আশ্বস্ত বোধ করেছি এদের দেখে, কথাবার্তা শুনে।

গৌতম। এরা average-এর ওপরে; average, below average টাইপও বিস্তর দেখা যায়।

হাসিয়া শেখর বলিলেন, তা তো যাবেই।

তারপর বলিলেন, ভাল কথা, তুমি রাজনগরে যাবে শুনেছিলাম।

গৌতম। হ্যাঁ, বাবার সপিণ্ডকরণ রাজনগরেই করব ঠিক করেছি। যাবার কিছু দেরি আছে, এর মধ্যে বৌদি পাটনা থেকে ফিরবেন আশা করছি।

শেখর। দু'চারদিনের জন্য পঞ্চক্রোশী থেকে ঘুরে আসব ইচ্ছা ছিল। তুমি রাজনগর যাচ্ছ শুনে কথাটা মনে পড়ল।

গৌতম। সুস্থ হয়ে মৌলি বাড়ী না ফেরা পর্যন্ত কি করে যাবেন?

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পরে গৌতম উঠিল। বলিল, দু'তিন দিনের জন্য আমি পলাশডাঙা যাচ্ছি, বড়মামার শরীর কিছু খারাপ হয়েছে প্রসাদ দা লিখেছেন। ফিরে এসে দেখা করব।

পলাশডাঙা আশ্রমে পৌছিয়া গৌতম দেখিল তাহার বড়মামা দেবানন্দ ইতিমধ্যে কিছু সুস্থ হইয়াছেন কিন্তু তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। শুনিল এই শরীর লইয়া আশ্রমের কাজে তিনি বহু পরিশ্রম করেন। মুন্সীডাঙা অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে তাঁহার বেশী সময় কাটে।

আশ্রমে সে খবর পাইল বিহারে আশ্রমের যে সকল কর্মী গিয়াছিল বিহার সরকার তাহাদিগকে হাজতে আটক করিয়াছে। কুমিল্লার হাজিগঞ্জ হইতে শিবশঙ্কর বাবুর চিঠি আসিয়াছে। তাঁহাকে তাড়াইবার জন্য স্থানীয় মুসলমানরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে জানাইয়াছেন। লিখিয়াছেন এতদিন শুধু ভদ্রশ্রেণীর হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করিতেছিল, এবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও গ্রাম ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দুদের উপর প্রকাশ্য উৎপীড়ন কমিয়াছে কিন্তু অপ্রকাশ্য উৎপীড়ন বাড়িয়াছে।

প্রসাদ ও সরিৎ গৌতমের সঙ্গে আশ্রম হইতে ফিরিল। গাড়ী হইতে নামিয়া হাবড়া ষ্টেশনে অবাঙালী মুসলমানদের ভিড় এবং পুলিশ পাহারার কড়াকড়ি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল। ইহাদের দেখিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের নোয়াখালি ও কুমিল্লার শরণার্থীদের কথা মনে পড়িল গৌতমের। ষ্টেশনের কর্মচারীদের একজনকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল ইহারা বিহার হইতে আগত শরণার্থী। কর্মচারীটি হিন্দু, হাসিয়া বলিলেন, লীগ সরকারের অতিথি এরা, দু'হাতে খরচ করছে অতিথিদের জন্য, এরা তো শিয়ালদার শরণার্থী নয়।

ইহার দুইদিন পরে শঙ্করের কাছে বাঙলায় বিহারী মুসলমান শরণার্থীর ভিড়ের কথা শুনিল গৌতম। শিয়ালদহ অঞ্চলে হিন্দু শরণার্থীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান

করিতে গিয়াছিল শঙ্কর। তাহাদের দুর্গতির বর্ণনা করিয়া বলিল, এই হতভাগ্যদের অবস্থার সঙ্গে বিহারী শরণার্থীদের অবস্থার তুলনা করতে পার। বাংলা থেকে এক মুসলমান আই. সি. এস. কর্মচারীকে বিহারে পাঠিয়েছে লীগ সরকার অবস্থা দেখবার অজুহাতে। সে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের জন্য লীগ সরকারের দরদ জানিয়ে বাংলায় চলে আসবার জন্য তাদের নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে। তার ব্যবস্থায় আসানসোলে তিন হাজার মুসলমান শরণার্থী জমা হয়েছে, কলকাতাতেও অনেকে আসছে। কৌতুকের কথা এই যে বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এই কর্মচারীটির কার্যকলাপ সম্বন্ধে চোখ বুঁজে রয়েছে। শুধু তাই নয়, চোখ বুঁজে এর কাজের জন্য পেট্রোলের পারমিট দিচ্ছে উদার হাতে।

শুনিয়া বিস্মিত হইল গৌতম। শঙ্কর বলিল, এই ব্যক্তির চেষ্টায় মুসলমান শরণার্থীদের ফটো ও চলচ্চিত্র তুলে মধ্য এশিয়ার মুসলমান রাষ্ট্রগুলিতে হিন্দু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার কাজের জন্য পাঠানো হচ্ছে। মতলব ইসলাম বিপন্ন ধুয়া তুলে পাকিস্তান গঠনের পক্ষে তাদের সাহায্য ও সহানুভূতি আদায় করা।

গৌতম। এত কাণ্ড চলছে আর বিহার গভর্ণমেণ্ট চুপ করে রয়েছে?

শঙ্কর। হিন্দুদের ঠেঙ্গাবার জন্য যারা বিশেষ করে মুসলমান কর্মচারী, পুলিশ ও সৈন্য নিয়োগ করতে পারে তাদের পক্ষে এটা আর অসম্ভব কি?

ইহার পরে শঙ্কর যাহা বলিল, শুনিয়া গৌতম হতবাক হইল।

শিয়ালদহ ষ্টেশন ও অন্যান্য ক্যাম্পের শরণার্থীদের মধ্যে দালালদের যাতায়াত সুরু হইয়াছিল বয়স্থা মেয়েদের সন্ধানে। ভুয়া শরণার্থী ক্যাম্প, স্ত্রী শরণার্থী শিক্ষাকেন্দ্র সাহায্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে, অবৈধ ব্যবসায়ের জন্য শরণার্থী নারী সংগ্রহ করিবার কেন্দ্র হিসাবে।

গৌতম। এই কাজের উদ্যোগী কারা?

শঙ্কর। হিন্দুরাই। বাঙালী আছে, মাড়োয়ারী আছে, অন্য লোকও কিছু আছে।

গৌতম। পুলিশ এ খবর রাখে না?

শঙ্কর। পুলিশের হাত অলস করবার বিদ্যা এ নাটের গুরুদের জানা আছে।

শুনিয়া গৌতম চুপ করিয়া রহিল।

শঙ্কর বলিল, শীঘ্রই এ ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ কাগজে বের করবার চেষ্টা করছি। এদের অসাধ্য কোন কাজ নাই। অত্যন্ত সাবধানে এগোতে হচ্ছে। দু'টো দলের সন্ধান পেয়েছি, সময়মত এদের পরিচয় দেব।

গৌতম ভাবিতে লাগিল, দুর্ভিক্ষের সময়ে এই ব্যাপার দেখা গিয়াছিল, শরণার্থী-

দের লইয়াও আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ করিতে পারে না এমন কোন নিকৃষ্টতম পর্যায়ের কাজও কি আছে সংসারে?

রাজনগরে রওনা হইবার আগের দিন শেখরের গৃহে গেল গৌতম। সন্ধ্যাতারা পাটনা হইতে ফিরেন নাই শুনিল। চিঠি আসিয়াছে মৌলির অবস্থা অনেকটা ভাল, শীঘ্রই হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিবে।

সরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া রাজনগরে রওনা হইল গৌতম।

রাজনগর

ষ্টেশন হইতে সেই অতি পরিচিত পুরাতন পথ বাহিয়া রাজনগরে পৌঁছিল গৌতম। যে পথে রাজনগরের দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে আগে আনন্দ ও আবেগে হৃদয় পূর্ণ হইত, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেই পথ অতিবাহিত হইল।

কয় মাসের অনুপস্থিতিতে কতকটা পোড়ো বাড়ীর মত চেহারা হইয়াছিল গৃহের। আসন্ন কার্য উপলক্ষ্যে অনেক লোক খাটিতেছে বাড়ীতে, হাঁক ডাক চলিতেছে, আগাছা কাটাইয়া, আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া বনমালী সরকার চেষ্টা করিয়াছে বাড়ীর চেহারা কিছু ফিরাইতে, কিন্তু এই চেষ্টায় আন্তরিকতা ছিল না, কারণ সে জানিত এই সংস্কার অল্প কয়েক দিনের জন্য। গৌতম সব দেখিল। ভাবিল এরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক, অভিযোগ করিবার কিছু নাই, তবু মনের এক-কোণে বেদনার অনুভূতি জাগিল। টোল পাড়ায় পিতৃগৃহ দেখিতে গিয়াছিলেন সরস্বতী। বাহিরের উঠানে এত জঙ্গল হইয়াছে যে পড়ন্ত বেলায় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার সাহস পাইলেন না, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিলেন।

যোগেন্দ্র ও পুষ্পকে পিতার কার্য উপলক্ষে রাজনগরে আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল গৌতম। পুষ্পের চিঠি আসিল। স্বামী বিশেষ অসুস্থ বলিয়া তাহার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হইল না জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। ছোটমামা উমানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল গৌতম, সেও নিমন্ত্রণ রক্ষায় অক্ষমতা জানাইয়াছে। গ্রামে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য বাহির হইয়া ভদ্রশ্রেণীর সংখ্যাল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইল গৌতম। তাহাদের কয়েক শরিক মিলিয়াই একদা এক বৃহৎ গোষ্ঠী ছিল। অনেক বাড়ী আজ প্রায় ফাঁকা, দুই চারিটি বিধবা, বৃদ্ধ দুই একজন করিয়া পুরুষ রহিয়াছেন, আর রহিয়াছে নায়েব, গোমস্তা, লোকজন। এতগুলি পাড়া রাজনগরে, ভদ্রলোকের পাড়াগুলি বারো আনা শূন্য। গ্রামের ইতর ভদ্র ছাড়া নিকটবর্তী মহালগুলির

মাতব্বরদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল গৌতম। সকলে আসে নাই, যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ মাতব্বর পরান মোল্লা ছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিবার সময়ে পরান মোল্লা বলিল, বাবু, মেলাই ধকল গেল আপনার আজ, দুটো কথা ছিল, এখন আর কইলাম না। সামনের হাটের পরদিন আসব হুকুম হলে।

গৌতম বলিল, আরো আট দশ দিন আছি, যেদিন তোমার সুবিধা হয় কাছারীর সময় এসো। ভাল কথা, আজাহার সর্দারের বাড়ীর কাউকে তো দেখলাম না। তারা কেউ এলো না?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরান মোল্লা বলিল, সর্দারের বাড়ীতে গোটা কয়েক নাবালক ছাড়া কেউ বাঁইচ্যা নাই বাবু, সব মরেছে। অতবড় গুষ্টি; একদম ফৌত।

সেলাম করিয়া পরান মোল্লা বিদায় লইল।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে একদিন সন্ধ্যার দিকে শিবনারায়ণের বৃদ্ধ কাকা ব্রজনারায়ণ গৌতমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ব্রজনারায়ণের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

জীবনের অর্দ্ধেক শহরে কাটাইয়া গ্রামে আসিয়া বসিয়াছিলেন তিনি। বি. এল. পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন যৌবনে। পশার ভালই জমিয়াছিল। খামখেয়ালী স্বভাব ও অমিতব্যয়িতা, বিশেষ করিয়া ক্রিয়াকর্মে জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণের ফলে অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া আইনের বইগুলি বেচিয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন। জমিদারীর অধিকাংশ আগেই গিয়াছিল, দেনার দায়ে আরও কিছু গেল। গ্রামের সমাজ ফেল-মারা উকিল বলিয়া বিদ্রূপ করিল তাঁহাকে। এসব গৌতমের বাল্যকালের কথা।

গ্রামে ফিরিয়া কিছুদিন শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চায় কাটাইলেন। তারপরে এক নূতন নেশা পাইয়া বসিল তাঁহাকে। রাজনগরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য মহাশয়ের একটি মূল্যবান প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ছিল। তিনি কাশীতে দেহরক্ষা করিলে এই সংগ্রহ জলের দামে তাঁহার গুণধর, মদ্যপ পুত্র ব্রজনারায়ণের কাছে বিক্রয় করিয়া দিল। অবহেলিত অবস্থায় এই সংগ্রহ পড়িয়াছিল অনেকদিন। কৌতূহল বশে একদিন এইগুলি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ব্রজনারায়ণ রাজনগরের ভূস্বামী গোষ্ঠীর একখানি হস্তলিখিত কুলজি ও রাজনগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার অধস্তন কয়েক পুরুষের একটি হস্তলিখিত কাহিনী-সংগ্রহ আবিষ্কার করিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের এক পূর্বপুরুষ এই কুলজি ও কাহিনী-সংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন।

এই দুইখানি পুঁথি হাতে পাইয়া ব্রজনারায়ণ উল্লসিত হইলেন। স্থির করিলেন

কুলজি ও কাহিনী তিনি সম্পূর্ণ করিবেন পরবর্তী কালের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া। সংগ্রহের কাজ করিতে করিতে রাজনগরের ইতিহাস লিখিবার কল্পনা আসিল মাথায়। নানা সূত্র হইতে রাজনগরের প্রাচীন কাহিনী ও কিম্বদন্তী, রাজনগরের পল্লীগীতি, ব্রতকথা, লোকাচার, পাল-পার্বণের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরের ইতিহাস লেখাও আরম্ভ হইল।

এই কাজে তাঁহার প্রধান উৎসাহ ও পরামর্শদাতা এবং সহায় ছিলেন গৌতমের পিতা।

প্রৌঢ় ব্রজনারায়ণ আজ বৃদ্ধ। রাজনগরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে কত গ্রামের, কত একদা-প্রসিদ্ধ ভূস্বামী পরিবারের কাহিনী, বিস্মৃত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, উত্তরবঙ্গের প্রজা বিদ্রোহের কাহিনী জড়াইয়াছিল যে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও রাজনগরের ইতিহাস রচনা এখনও শেষ করিতে পারেন নাই ব্রজনারায়ণ।

ইতিহাস লিখিবার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে গৌতম জানে না কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায়ের কথা পিতার মুখে শুনিবার পর হইতে ব্রজনারায়ণের সম্বন্ধে সে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিত মনে। রাজনগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় যাইবার পরে এই শ্রদ্ধা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল, রক্তের সম্পর্কের অতিরিক্ত একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার সঙ্গে। এই সম্পর্কের ভিত্তি রাজনগরের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ।

ব্রজনারায়ণের আহ্বান পাইয়া গৌতম তাঁহার গৃহে গেল। দেখিল স্কুলের হেড-মাষ্টার মহাশয় ও অপর একজন শিক্ষক উপস্থিত ব্রজনারায়ণের বৈঠকখানায়। গৌতম আসন গ্রহণ করিলে ব্রজনারায়ণ বলিলেন, বাড়ীতে একা একা মন খারাপ করবে, নয়তো বনমালীর নির্জলা মিথ্যা দুঃখের কাহিনী শুনবে তাই ডেকে পাঠিয়েছি। দেশের অবস্থার কথা কিছু শোনাও আমাদের।

নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গা, ইংরাজের প্রকৃত অভিপ্রায় ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল।

হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, পাকিস্তান হবে মনেহং

ব্রজনারায়ণ, মনে হবার হেতু ?

হাসিয়া হেডমাষ্টার বলিলেন, হেতু বাইরে থেকে তেমন গুরুতর মনে হবে না সকলের। গত ছয় মাসের মধ্যে স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা নীচের শ্রেণীগুলিতে শতকরা ৫০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে, হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা আগের চাইতে শতকরা ৩০ জন কমেছে। মুসলমানদের মধ্যে নূতন একটা উৎসাহ এসেছে। এই উৎসাহ এসেছে পাকিস্তান হবার আশা থেকে। অন্য হেতুগুলোর কথা বলুন আপনি।

ব্রজনারায়ণ মাথা নাড়িলেন। হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, আমি বলছি তাহলে। চারিদিকেই ভদ্র ইতর সব শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে, আসন্ন বিপদের আশঙ্কা। নানারকম ভীতিজনক গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, যথা, হিন্দুদের জমিদারী থাকবে না, হিন্দুদের বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে আসবে। আপনি বাইরে বেরোন না ব্রজবাবু, নইলে দেখতেন হিন্দুদের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তনের অর্থ এতদিন তোমরা মজা লুটেছ, এবার আমরা মনিব হচ্ছি, তোমরা হয় চলে যাবে নয় আমাদের তাঁবে থাকবে। কাছারীতে প্রজারা আগের মত দরবার করতে আসে কি?

ব্রজনারায়ণ মাথা নাড়িলেন আবার।

হেডমাষ্টার। তাহলে বুঝুন। এবার হেতুগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখুন, হিন্দুদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করুন।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল বৃদ্ধ ব্রজনারায়ণের বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, করেছি মাষ্টার। রাজনগরের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে কিছু বাকি নাই। চারদিকে জঙ্গল, কেবল জঙ্গল। আদিম অরণ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে, সব গ্রাস করবে। রাজনগর যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ রায় গোষ্ঠীর ভাঙ্গা দালানগুলোর দিকে চেয়ে দেখ। ভেঙ্গে, গলে, খসে পড়ছে সব। চামচিকের আবাস হয়েছে সেখানে, এরপর আসবে সাপ, বাঘ, শুয়োর, শেয়াল। ভাঙ্গা ইটের স্তূপের ওপরে গজিয়ে উঠবে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আর বেতের জঙ্গল। কিছু থাকবে না মাষ্টার, কোন চিহ্নই থাকবে না রাজনগরের, কোন চিহ্নই থাকবে না—

ব্রজনারায়ণের সুর ক্রমে চড়িতেছিল, হঠাৎ খাদে নামিয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তিনি। তারপর গৌতমের দিকে চাহিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন, চোখ বুজে দেখতে পাই কোলাহল-মুখরিত, ঐশ্বর্যময়ী রাজনগরের ইন্দ্রাণীর ছবি, চোখ খুলে দেখি তার বর্তমান দীর্ণ শীর্ণ চেহারা। তুলনা করে অভিভূত হয়ে যাই সময়ে সময়ে। সঙ্কল্প করেছি পাকিস্তান হোক কি না-পাক খুন-স্থান হোক ব্রজনারায়ণ এই মাটিতেই মরবে, পূর্বপুরুষের ধূলোর সঙ্গে তার ধূলো মিশবে। হাঁ, তাই মিশবে—

আবার হঠাৎ থামিলেন তিনি। এই সুযোগে হেড মাষ্টার মহাশয় অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন। আবহাওয়া ক্রমে সহজ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া গৌতমকে জানাইল মাসীমা বাবুকে ডাকিতেছেন।

গৌতমের সঙ্গে হেড মাষ্টার মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীও উঠিলেন। গৌতম বলিল, মাষ্টার মশায়, কাল আসবেন, আমিও আসব।

হাসিয়া তিনি বলিলেন, আমি রোজ আসি ব্রজবাবুর কাছে। উনি মনের কথা বলে একটু শান্তি পান। আর ক'দিন? তা ছাড়া বসে দু'দণ্ড কথা কইবার লোক কই গাঁয়ে? গাঁ তো ছাড়তে হবে?

গৌতম। আপনারা চলে যাচ্ছেন রাজনগর থেকে?

হেড মাষ্টার। যেতেই হবে। ব্রজনারায়ণ বাবু যে ক'দিন আছেন থাকবার চেষ্টা করব।

কাছারীতে বসিবার আগে গৌতম একা রাজনগরের গ্রাম্যপথে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আসিত প্রতিদিন। এ যেন বিদায়ের আগে দেখা করিয়া আসিবার মত। কোন কোন পথ আগাছায় আকীর্ণ হইতেছিল, কোন পথ আবার দুই পাশের জঙ্গল ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অগম্য করিয়াছিল। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া যাইত গৌতম।

কাছারীতে ভিড় বাড়িতেছিল। বনমালী প্রচার করিয়াছিল বাবু খাস জমি পত্তন করিবেন। যে সকল মাতব্বর গৌতমের পিতার কাজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নাই, জমি পাইবার আশায় তাহারাও আনাগোনা করিতেছিল। 'কর্তা আমাগো ছাওয়ালের মত ভালবাসত্যান বাবু' এই ভূমিকা করিয়া তাহারা আবেদন পেশ করিত।

বৃদ্ধ পরাণ মোল্লা আসিল। কাছারীতে না বসিয়া বৈঠকখানা দালানের বারান্দায় আসিয়া বসিল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলিল গৌতমের সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে বলিল, কি হাওয়া আইছে দ্যাশে বুড়ার মালুম হয় না বাবু। ছোঁড়ারা কয় নতুন বাদশাই হবি দ্যাশে। হেঁদুদের খ্যাদায় দিমু মুলুক থেনে। কয় আমরা নওয়াবের গুষ্টি, হেঁদুরা গোলামের গুষ্টি, আমরা আলাদা, আমরা এক নয়, দুই। কই ওরে কিনে মোড়লের ব্যাটা, মিন্টু মিঞার ব্যাটা, তোরা কস কি মাথামুণ্ডু? এক তল্লাটে বসত করে হেঁদু মোছলমান, এক মাটির ফসল খায়্যা, এক নদীর পানি খায়্যা, বাঁচে হেঁদু মোছলমান, এক জবান দুয়ের মুখে, হেঁদুরা আলাদা হয় ক্যামনে? যাবি ক্যান তারা তোর কথায়? হালারা কয় কি জানেন বাবু? কয় মাইর‍্যা খেদামু। কই বড় যে জোশ হইবে তোগরে অই মারনে-য়ালা ব্যাঙাচির বাণ্ডিল! তোগরে মারবার কেউ নাই বুঝি? জানেন বাবু হক কথা কই বুল্যা ছোঁড়ারা বেজায় খাপ্পা আমার উপুর।

আবার বলে, মুখে যাই কই না বাবু মনে মালুম হচ্ছে সময়ডা বড় খারাব আসতেছে। সাত পুরুষ আপনাগো মাটি চষ্যা খাচ্ছি, কর্তারে জন্মাতি দেখলাম চোখে, তাঁর কর্তারে বিয়্যা দিয়া আনলাম, সুখে দুখে একসাথে রইছি এতকাল।

সোনার সোমসার আপনার মেছসার হতি দেখলাম চোখে, ক্যামুন করে কই গাঁও ছাড়ল্যান ক্যান বাবু? ছুটিছাটায় আসা হলি বুড়ারে খপর দিয়েন একটা। বাঁচ্যাবুত্তে থাকেন, ভাল থাকেন আল্লার কাছে এই দোয়া করি।

সেলাম করিয়া বিদায় লইল পরাণ মোল্লা। বৈঠকখানা বারান্দা হইতে নামিয়া কাছারীর পাশ দিয়া লাঠি হাতে ঠকঠক করিয়া চলিল। তাহার দিকে চাহিয়া রহিল গৌতম যতক্ষণ দেখা গেল। সে ভাবিতেছিল প্রাচীন চাষী সমাজের শেষ প্রতিনিধি এই বৃদ্ধ, আর এই টাইপের সাক্ষাৎ মিলিবে না। পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়াছে দেশে, দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে।

পুষ্পের দ্বিতীয় চিঠি আসিল। স্বামীর অসুখের খবর দিয়া লিখিয়াছে, তাঁর স্বাস্থ্য যেভাবে ভেঙে পড়েছে কবে সুস্থ হয়ে আগের মত কাজকর্ম করতে পারবেন বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে বিলান মুলুকে চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠেছে, বিহারের দাঙ্গার অতিরঞ্জিত কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শোনা যাচ্ছে থানার মুসলমান কর্মচারীরা এর পিছনে আছে। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী না হলে হিন্দুদের হত্যা করা বা তাড়িয়ে দেওয়া হবে, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে, আন্দোলনের নেতারা না-কি এইসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। মনে যাই থাক হিন্দুদের প্রতি প্রকাশ্যে অসদ্ব্যবহারের বিশেষ কোন ঘটনার কথা এ পর্যন্ত শোনা যায় নাই। তবে একটি ব্যাপার ঘটেছে। পরান সাধু নামে এক ব্যক্তি পঞ্চক্রোশীতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। আগে সে গোবিন্দপুরে থাকত। ৪২-শের আন্দোলনের সময়ে এই অঞ্চলে আন্দোলনের নেতা হয়েছিল সে, পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছিল। কিছুদিন হতে সাধুর পঞ্চক্রোশীর আশ্রমের ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়েছিল। আশ্রমে নাকি হিন্দুদের লড়াই করবার শিক্ষা দেওয়া হত। দিন দশ আগে সাধু বিলের মধ্যে হাঁসমারি গ্রামে গিয়েছিল কি কাজে, আর ফিরে আসে নাই। লোকের সন্দেহ হাঁসমারির দুষ্ট লোকেরা তাকে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে। আশ্রমে তার শিষ্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, কখন কি অঘটন ঘটে বলা যায় না।

পত্রের শেষে পুষ্প লিখিয়াছে, গোবিন্দপুর হিন্দুপ্রধান গ্রাম যদিও চারদিকে সব মুসলমান। গোবিন্দপুর হতেও লোক সরতে আরম্ভ করেছে। লতা, মণিমালা ও ছোট ছেলে দুটিকে সরাতে পারলে তারা স্বামী স্ত্রী নিশ্চিন্ত হতে পারে, অবশ্য তাড়াহুড়া করবার কারণ আছে মনে হয় না।

চিঠি পড়িয়া ভাবিতে লাগিল গৌতম। পাকিস্তান হইবে কিনা স্থির হয় নাই এখনও, কিন্তু লীগ গভর্ণমেন্টের দাপটে সারা দেশে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে হিন্দুরা

ইতিমধ্যে। বাংলায় হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নাই, স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে তাহাদের মনে। লতা ও মণিমালার সম্বন্ধে পুষ্পের কথায় তাহার মনে হইল হিন্দু নারীর বিপদের আশঙ্কা কতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে লীগ-শাসিত বাংলার হিন্দুদের মনে।

সে পুষ্পকে লিখিল এখানে বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটে সে ব্যস্ত, ফিরিবার সময়ও নিকটবর্তী। তাহার হাতে আর সময় নাই, নহিলে গোবিন্দপুরে একবার ঘুরিয়া আসিত। লতা, মণিমালা ও ছেলেদের সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কারণ আছে বুঝিলে তাহাদের কলিকাতায় লক্ষ্মী-আবাসে পাঠাইয়া দিবেন, এ সম্বন্ধে কোন সঙ্কোচ বোধ করিবেন না।

পরদিন তারাপুর হইতে বৃদ্ধ ময়ান মোল্লা আসিল, সঙ্গে তাহার যুবক পুত্র। তাহার উপরে সরস্বতীর বিষয় সম্পত্তি দেখিবার ভার ছিল। রাজনগরে পৌঁছিয়া তাহাকে আসিবার কথা সরস্বতী লিখিয়াছিলেন। অনেকগুলি টাকা সে সঙ্গে আনিয়া-ছিল, তাই সঙ্গী হিসাবে ছেলেকে সঙ্গে আনিয়াছিল।

হিসাবপত্র বুঝাইয়া টাকাগুলি সরস্বতীর হাতে দিয়া বলিল, একবার তুমি গাঁয়ে গেলে ভাল ছিল বৌমা, তয় অবস্থা যা হইচে যাতি কইতে ভরসা পাই না। কাছে ভিতে পাড়াপড়শী নাই, বিশ্বাস বাড়ী খালি, জোতজমি বেচাকেনা সারা তেনাদের। অ্যাও ভাবি কিইবা করব, তুমি যায়্যা। শয়তানের আণ্ডা ফুটি বাচ্চা বারাইছে, কিলবিল করতিছে চারো তরফে। বেলাবেলি আর জমি জমা যা আচে বেচ্যা ফ্যালো, যা পাও তাই সই। মোল্লা বুড়া চোখ বোঁজলে কানাকড়িও পাবা না আর, গালে থাপ্পড় দিয়া কাড়াকুড়্যা খাবি দশ ভূতে।

বাকী জমিগুলি বন্দোবস্ত দিবার ভার দেওয়া হইল বৃদ্ধের হাতে। বনমালী সরকার একটু খুঁত খুঁত করিল। ভার খানিকটা তাহার হাতে থাকে ইচ্ছা ছিল বনমালীর। চারিদিকে হিড়িক পড়িয়াছে জমিজমা বেচিবার, আমলা গোমস্তাদের মরসুম পড়িয়াছে কিছু কামাইয়া লইবার। বনমালীর মনের ইচ্ছা বুঝিলেও গৌতম ময়ান মোল্লার হাতে সব ভার দিল।

ময়ান মোল্লা বিদায় লইবার পরদিন শেখরের পত্র আসিল কলিকাতা হইতে। শেখর লিখিয়াছে, মৌলিকে নিয়ে তারা ফিরেছে পাটনা থেকে। মৌলি ভাল আছে। পলাশডাঙা আশ্রমের যে স্বেচ্ছাসেবক দলকে আটক করা হয়েছিল মুক্তি দিয়ে বিহার ত্যাগ করবার আদেশ হয়েছে তাদের ওপর। এদের দু'তিনজনের সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝলাম বিহারে দাঙ্গা থামাবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেছে

কংগ্রেস সরকার, হিন্দুদের মধ্যে তার ফলে অসন্তোষ এত প্রবল হয়েছে যে মহাত্মাজীকে বিহারে আনবার কথা ভাবছেন তাঁরা। বিহারের অশান্তি থেমে যাবে কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু অশান্তির আগুন অন্যত্র জ্বলে উঠবে সকলে এইরূপ আশঙ্কা করছেন।

পত্রের শেষে লিখিয়াছেন, কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে হাঙ্গামা এখনও চলছে। লীগশাসক দলের আমদানী পাঠান পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের ইংরাজ কর্মচারী ও কর্তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে হিন্দুদের মধ্যে। পাঠান পুলিশদলের বে-পরোয়া অত্যাচারের ফলে কোন কোন অঞ্চলে তারা চোরা আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে।

কয়েকদিনের ছুটি শেষ হইল। হাতের কাজ মিটাইয়া গৌতম রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ব্রজনারায়ণকে প্রণাম করিতে গিয়াছিল সে রওনা হইবার আগে। তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কম্পিত হস্তে নূতন শালুতে বাঁধা একটি কাগজের পুঁটলি দেখাইয়া গৌতমকে বলিলেন, রাজনগরের ইতিহাস যতখানি লেখা হয়েছে তার এক প্রস্ত নকল রইল এতে, যত্ন করে রেখে দিয়ো কাছে। বাকীটা শেষ করতে পারব কিনা ভগবান জানেন। মৃন্ময়ী রাজনগরের কি দশা হবে জানি না, চিন্ময়ী রাজনগরের উত্তরাধিকার ঐ কাগজগুলোর মধ্য দিয়ে তোমার হাতে গেল। বেঁচে থাকো তুমি, বেঁচে থাকুক রাজনগর তোমাদের মধ্যে।

বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাত হইতে পুঁটুলিটি লইল গৌতম।

কলিকাতা

॥ তিন ॥

কলিকাতায় ফিরিয়া গৌতম দেখিল প্রসাদের বাড়ীর বিশ্বস্ত ভৃত্য লক্ষ্মী-আবাস আগলাইতেছে। শুনিল জরুরী কাজে শঙ্করকে দিল্লী যাইতে হইয়াছে।

কিংশুকের একখানি চিঠি আসিয়াছিল দিন দুই আগে। চিঠি খুলিল গৌতম। নোয়াখালির জগৎপুর হইতে কিংশুক লিখিয়াছে, মহাত্মাজীর কাজের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ তৈরী করছি আপনাকে পাঠাবার জন্য। আজ একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখছি। উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে হিন্দু স্ত্রীপুরুষের অনেকে এমন পৈশাচিক অত্যাচার সহ্য করেছে যে মহাত্মাজীর উপদেশে তাদের পক্ষে মনে সাহস ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। কয়েকদিন আগে বিকালে নারীদের এক সভায়

মহাত্মাজী মৃত্যু স্বীকার করেও সম্মান রক্ষা করবার চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বললেন। সভায় যারা এসেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন মহিলা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।: এঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। দাঙ্গার সময়ে এঁর স্বামী নিহত হয়েছিলেন আরও অনেকের সঙ্গে। নিহত হিন্দুদের শবগুলি কবর দিয়েছিল মুসলমান দাঙ্গাকারীরা। মহিলাটি কবর হতে মৃত স্বামীর দেহের একখানি হাত সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরনের কাপড়ে ঢেকে এই হাতখানি নিয়ে মহাত্মাজীর সভায় এসেছিলেন।

সভান্তে দাঙ্গার সময় অপহৃতা হয়েছিলেন এমন কয়েকজন মহিলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার আদেশ দিলেন মহাত্মাজী। এঁদের মধ্যে একজন তরুণী মেয়ে ছিলেন যিনি গোপন না করে সব কথা বলে গেলেন। বিস্মিত হলাম যখন তাঁর মুখে শুনলাম যে মুসলমান গৃহে তাঁকে বলপূর্বক নেয়া হয়েছিল সেই গৃহের মেয়েরা অসহায়া একটি মেয়ের এই অবস্থা দেখে আমোদ উপভোগ করছিলেন। গৃহের পুরুষদের সংযত করবার চেষ্টা না করে মেয়েটিকে অবস্থা মেনে নিয়ে তাঁদের মধ্যে একজন হয়ে থাকার জন্য তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগলেন।

পরদিন এই মেয়েটির মাতার সঙ্গে তাঁর এক প্রতিবেশীর গৃহে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর নিজের গৃহ ভস্মীভূত করা হয়েছিল। এই প্রতিবেশী গৃহের একটি যুবকের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা চলছিল। দুর্ঘটনার পরে এই যুবকটিই বিপন্ন পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল। মাতার কাছে শুনলাম মেয়েটির অদৃষ্টে যা ঘটেছে তারপরেও যুবকটি বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করে নাই। মাতার অনুমতি নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে তাদের ভস্মীভূত গৃহে গেলাম। ভাঙ্গা ভিটের ওপরে কতকগুলি পোড়া কাঠ ছড়িয়ে আছে। সব টিনগুলি মুসলমান গ্রামবাসীরা সরিয়েছে। বাগানের পথের পাশে মেয়েটির দু'টি ভ্রাতাকে হত্যা করে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। পোড়া কয়লার মধ্যে থেকে কয়েক টুকরা হাড় খুঁজে পেলাম। দাঙ্গাকারীরা কেমন করে এল, কি করল মেয়েটি সব বলল।

আমি প্রশ্ন করলাম, যে সব দৃশ্য সে কখনও ভুলতে পারবে না তার মধ্যে ফিরে এসে বাস করতে পারবে সে? কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রইল সে। দূরের মাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে বলল, হাঁ, পারব। আর তারা আমার কি করবে? তাদের ক্ষমতায় যা ছিল সব করেছে তারা। আবার যদি আসে হয়ত মরে আত্মরক্ষা করতে পারব।

মেয়েটির উত্তর শুনে তার সাহসের উৎস কোথায় ভাবতে লাগলাম। মহাত্মাজীর উপদেশ হতে কি এ সাহস এসেছে? বোধহয়, না। তার সব দুঃখ ও দুর্দশা সত্ত্বেও

যাকে সে ভালবাসে তার শ্রদ্ধা হারায় নি এই উপলব্ধি তাকে নির্ভয়ে ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবার সাহস দিয়েছে।

ইহার পরে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া নোয়াখালিতে মহাত্মাজীর কাজ যে কতখানি কঠিন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছে, প্রায় আড়াই মাসে আসল ব্যাধির প্রতিকারের ব্যাপারে, অর্থাৎ দাঙ্গাকারী এবং তাদের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক-দের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে ও উপক্রুত হিন্দুদের মনে ব্যাপকভাবে সাহস ফিরিয়ে আনতে আমরা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করেছি বলতে পারি না।

কিংশুকের চিঠিখানি হাতের মধ্যে রাখিয়া ভাবিতে লাগিল গৌতম।

বিকালের দিকে সরিৎ আসিল গাড়ী লইয়া, গৌতম ও সরস্বতীকে তুলিয়া লইয়া গাড়ী শেখরের গৃহে আসিল।

শেখর ও তারা অভ্যর্থনা করিয়া সরস্বতী ও সরিৎকে বসাইলেন, গৌতম মৌলির সন্ধানে তাহার পড়িবার ঘরে গেল। গৌতম ঘরে ঢুকিতে চেয়ার হইতে উঠিয়া মৌলি বলিল, কবে ফিরলেন কাকাবাবু?

গৌতম। ফিরছি আজ। তোমার শরীর কেমন আছে?

মৌলি। দৌড় ঝাঁপ করতে পারি না, তাছাড়া অল রাইট।

গৌতম দেখিল মৌলি অনেকটা রোগা হইয়াছে, তাহার চোখে মুখে, গতিভঙ্গীতে পূর্বের প্রাণশক্তির উচ্ছ্বসিত স্ফুরণের অভাব, নূতন গাম্ভীর্য আসিয়াছে তাহার মধ্যে।

বিহারের দাঙ্গার অবস্থা, কিভাবে মৌলি পুলিশের গুলিতে আহত হইল ইত্যাদি সম্বন্ধে অল্প কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া মৌলির কাঁধে হাত রাখিয়া গৌতম বলিল, নীচে চলো, মাসীমা ও সরিৎদি এসেছেন তোমাকে দেখবার জন্য।

নীচে তারা পাটনার অভিজ্ঞতার গল্প করিতেছিল। সরস্বতী ও সরিৎকে প্রণাম করিল মৌলি। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইয়া সরস্বতী বলিলেন, ধন্যি ছেলে তুমি বাবা! বাপ মাকে লুকিয়ে পাটনায় গিয়েছিলে কি করে? প্রাণটা তো যেতে বসেছিল সেখানে।

মৌলি নীরবে হাসিল।

শেখর ও গৌতম ঘরের এক কোণে বসিল। রাজনগরের অবস্থার কথা হইল কিছুক্ষণ, তারপর বিহারের কথা উঠিল। শেখর বলিলেন, মুসলিম লীগ বিহার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে বিহার থেকে মুসলমানদের জোর করে তাড়াচ্ছে তারা। এদিকে বাংলার লীগমন্ত্রীদল বিহারে এজেণ্ট পাঠিয়েছে নানা রকমের লোভ দেখিয়ে বিহারী মুসলমানদের বাংলায় আনবার জন্য। নানা রকম

উল্টোপাল্টা চাপে পড়ে বিহারের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট নির্বোধের মত কিছু কাজ করেছে ও করছে সন্দেহ নাই।

কিংশুকের চিঠির কথা বলিল গৌতম। চিঠিখানি সঙ্গে আনিয়াছিল সে, শেখরকে পড়িতে দিল। পড়িয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন শেখর। গৌতম লক্ষ্য করিল চোখ বুজিয়া মানসিক আবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন তিনি।

কথাবার্তা চলিতেছে মৌলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘরে ঢুকিয়া খবর দিল মনীষাদিরা আসছেন।

সরস্বতী ও সরিতের দিকে চাহিয়া তারা বলিল, মৌলির কলেজের বন্ধু মনীষা। পাটনায় ওদের বাড়ীতে ছিলাম আমি। ওরা সকলে মিলে যা করেছে মৌলির জন্ত তার ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।

মনীষা, কৃষ্ণা ও আর্য ঘরে আসিল। তারা উঠিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল তিনজনকে, সরস্বতী, সরিৎ ও গৌতমের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় করিয়া দিল।

গৌতম বলিল, মনীষার সঙ্গে আগে আলাপ হয়েছে আমার, কেমন নয় কি ?

হাসিয়া মনীষা বলিল, হাঁ।

শেখর বলিলেন, মৌলি, এদের তোমার ঘরে নিয়ে যাও।

সরিৎ উঠিয়া মনীষা ও কৃষ্ণার কাছে গেল, বলিল, তোমরা দু'জনে মৌলির সহপাঠী ?

কৃষ্ণা। আমরা কিছু পিছিয়ে আছি, সহপাঠী নয়।

সরিৎ। তা হলে সহকর্মী।

কৃষ্ণা। কর্ম মৌলি দা করে, আমরা পাশে থেকে বাহবা দিই।

সরিৎ। সহপথচারী বলব তবে ?

কৃষ্ণা। বলুন।

হাসিয়া আর্য বলিল, সহ আড্ডাবাজ বললে বোধহয় করেক্ট হয়।

কৃষ্ণা। আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছে তুমি কেন নাক গলাচ্ছ ?

আর্য। ঐটি যে আমার জীবনের মিশন।

মনীষা এতক্ষণ পরে বলিল, চলো মৌলিদা, তোমার ঘরে যাই। সরিতের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কৃষ্ণা একটু বেশী কথা বলে।

উত্তরে কৃষ্ণা বলিল, মনীষা একটু কম কথা বলে, দোষ নেবেন না।

মৌলির সঙ্গে তিনজন বাহিরে চলিল। ঘাড় ফিরাইয়া কৃষ্ণা বলিল, আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ গল্প করব মাসীমা।

হাসিয়া তারা বলিলেন, তা কয়োগে, রসদ পাঠিয়ে দেব ঠিক সময়ে।

চাপাস্বরে মনীষা বলিল, বড্ড ফাজিল হয়েছিস কৃষ্ণা।

মনীষার গল্প বলিলেন তারা। মনীষার বাবা পাটনায় বড় ব্যারিষ্টার, অগাধ পয়সা। চার ছেলের মধ্যে দুই ছেলে পাটনায় পড়ে, দুই ছেলে বিলাতে। দুইটি মেয়ের মধ্যে মনীষা বড়, ছোটটি সবে কলেজে ঢুকিয়াছে। বাড়ীর সব মানুষগুলি চমৎকার স্বভাবের। বাড়ীতে রাজনীতির চর্চা চলে খুব, কিন্তু একদলের নয় সকলে। মেয়ের বন্ধু মৌলিকে বাড়ীর লোকের মত মনে করে সকলে, ভালও বাসে খুব।

তারপর বলিলেন, মৌলির বিপদের খবর পেয়ে প্রাণের দায়ে আমরা ওদের বাড়ীতে উঠলাম। মনীষা ছাড়া বাড়ীর কাউকে চিনতাম না। মনে আশঙ্কা ছিল বেশ। ছেলের ছেলে বন্ধুর আদর করেন বাপ মা, মেয়ের ছেলে বন্ধুকে কি চোখে দেখেন জানা ছিল না। ধারণা ছিল বোধহয় ভাল চোখে দেখেন না। দু' একদিন যেতে সে ধারণা বদলে গেল। মনীষার ভাই বোন থেকে বাপ মা পর্যন্ত মৌ বলতে অজ্ঞান, মৌলি সকলের চোখে হিরো। একটা নূতন শিক্ষা হল পাটনায়।

হাসিয়া সরিৎ বলিল, মৌলির মেয়ে বন্ধুদের আপনি অনাদর করেন বলে তো মনে হয় না তারাদি। ছেলের মেয়ে বন্ধুকে অনেকে সহ্য করতে পারেন না এখনও, পুরাতন সংস্কারবশে সন্দেহ উঁকি দেয় তাঁদের মনে।

শেখর বলিলেন, ছেলের খাতিরে দায়ে পড়ে মডার্ণ হয়েছে তারা, গোড়ায় কিছু বক্তৃতাবাজি করতে হয়েছিল।

সরস্বতী। তারার চাইতে আমি অনেকদিন আগেকার মানুষ। তখনকার দিনে অনাত্মীয় ছেলেমেয়ের মেশামিশি চলত না। কিন্তু নূতন নূতন হাওয়া আসছে যুগে যুগে। পুরনো দিনের কথা মনে করে এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করা বা গালাগালি করা মনের অনুদারতার পরিচয় নয় কি? আমার অস্বীকার বা গালাগাল করাতে, কি পরিবর্তন ঠেকে থাকবে? পরিবর্তন যদি মন্দ না হয়, সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর না হয়, তবে মেনে নিতে বাধা কি?

গৌতম মাসীমার দিকে চাহিল একটু বিস্ময়ের সঙ্গে। হাসিয়া বলিল, আপনি যে মনে এতখানি মডার্ণ জানতাম না মাসীমা।

শেখর বলিলেন, তোমার চাইতে অনেক মডার্ণ উনি। তোমার বাবাও তোমার চাইতে অনেক বেশী মডার্ণ ছিলেন গৌতম।

গৌতম কি জবাব দেয় শুনিবার জন্য সরিৎ তাহার দিকে চাহিল, গৌতম নীরব রহিল।

কিছুক্ষণ অন্য আলাপের পর শেখর বলিলেন, কিংশুকের বন্ধু হেম সৎপতি এসেছিলেন একদিন। ওর দেশের কথা হল অনেকক্ষণ। মনে পড়ল মৌলি, তুমি ও কিংশুক ওর বাড়ীতে ক'দিন ছিলে। যা বর্ণনা শুনলাম ওর বাড়ীর, I am looking for a refuge from Calcutta, seriously.

কথাটা শুনিতে পাইয়াছিল তারা, হাসিয়া বলিল, একটা নূতন বাতিক গজাচ্ছে মাথায়।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গৌতমকে চাহিতে দেখিয়া শেখর বলিলেন, বয়স বাড়ছে গৌতম। কিছু দিন থেকে মন একটা বিশ্রাম-স্থানের জন্য তৃষ্ণাকাতর হয়েছে। তোমাকে বলিনি দু'তিন দিন করে পলাশডাঙা আশ্রমে কাটিয়ে এসেছি এর মধ্যে। আশ্রম যাত্রার পৌনঃপুনিকত্বে তারা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাই আশ্রমগন্ধহীন কোন জায়গার খোঁজ করছি।

তারা উঠিলেন মৌলির বন্ধুদের চা খাবার পাঠাইবার জন্য। তারা ফিরিলে সরিৎ বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যাইবার মুখে গৌতম প্রশ্ন করিল, মৌলি কি এবার পরীক্ষা দেবে? পড়াশোনার ব্যাঘাত হল অনেক।

শেখর। আমি বলেছিলাম পরীক্ষা বন্ধ রাখতে, মৌলি রাজি নয়। নিজের সামর্থ্য বোঝে ও, কাজেই আর কিছু বলিনি। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে পড়াশোনা করত দেখেছি।

গৌতম। মেক আপ করে নেবে মনে হয়।

ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় গোবিন্দপুর হইতে পুষ্পের চিঠিতে গৌতম খবর পাইল পিনাকী নোয়াখালি হইতে ফিরিয়া আশ্রমে রহিয়াছে, তাহার শরীর ভাল নয়। কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতা ও সেখান হইতে পলাশডাঙা আশ্রমে যাইবে বলিল।

শঙ্কর ফিরিল দিল্লী হইতে। গৌতমের সঙ্গে দেখা হইতে বলিল, ব্যাগ ভর্তি খবর এনেছি গৌতম। অফিসে যেতে হবে এখনই, ফিরে এসে ব্যাগ খুলব।

প্রসাদকে সন্ধ্যার পরে আসিবার জন্য খবর পাঠাইল গৌতম।

শঙ্কর ও হেম সৎপতি একসঙ্গে আসিল। শঙ্কর কাপড় বদলাইবার জন্য ভিতরে গেল, গৌতম ও সৎপতি কথাবার্তা বলিতে লাগিল। কথাবার্তার বিষয় সেদিন কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদ। সংবাদটি গৌতম দেখে নাই, সৎপতি উল্লেখ করিল।

পূর্ববঙ্গের শরণার্থী নারী ও বালিকাদের লইয়া কলিকাতার ব্যবসায় আরম্ভ

হইয়াছিল, এতদিন পরে পুলিশের চোখ পড়িয়াছে সেদিকে। একটি ভুয়া শরণার্থী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের খবর পাইয়াছে পুলিশ।

প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্রে হানা দিয়া কয়েকটি মেয়েকে উদ্ধার করিয়াছে পুলিশ। এই মেয়েরা পরিচালকদের দুইজনের নাম বলিয়াছে, একজন বাঙালী, অপরটি অবাঙালী। সমাজে উভয়েই প্রতিষ্ঠাপন্ন। পুলিশের অনুমান একাধিক ভুয়া প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইহাদের যোগ রহিয়াছে। উদ্ধার-প্রাপ্ত মেয়েদের একজনের প্রদত্ত খবরের উপর নির্ভর করিয়া দুই মাসাজ ক্লিনিক ও একটি নাইট ক্লাবে হানা দিয়াছিল পুলিশ। এই তিনটি স্থান হইতে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে কিনা এবং কি প্রমাণাদি পাইয়াছে আমাদের সংবাদদাতা বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশের নিকটে তাহা জানিতে পারে নাই। প্রভাবশালী সরকারী মহল হইতে এই ব্যাপার ধামাচাপা দিবার চেষ্টা হইতেছে আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

সংবাদপত্রের খবর উল্লেখ করিয়া সৎপতি বলিল, শঙ্করবাবু একটা গল্প বলছিলেন। দিল্লী যাবার সময়ে এক প্রৌঢ় আবাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দুইটি সুশ্রী, প্রাপ্তবয়স্কা অবিবাহিতা বাঙালী মেয়েকে গাড়ীর এক রিজার্ভ কামরায় দেখেছিলেন। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে দিল্লীতে আলাপ হয়েছে তাঁর। ইনিও একজন নাম-করা লোক। মস্তবড় কারবারের মালিক, ধার্মিক, পোলিটিশিয়ান, নিষ্ঠাবান গান্ধী-ভক্তও বটেন।

গৌতম। আপনার মনে হয় দিল্লীতে যে মেয়ে দু'টিকে চালান দেয়া হয়েছে শরণার্থী ক্যাম্পের এবং ভুয়া প্রতিষ্ঠানের মারফৎ তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে?

সৎপতি। শঙ্কর বাবুর ধারণা তাই, আমারও তাই মনে হয়।

প্রসাদ আসিল, শঙ্করও ফিরিল। গৌতম বলিল, আপনার ব্যাগভর্তি খবরের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি শঙ্কর দা।

প্রথমে যে খবর জানাইল শঙ্কর সকলে বিস্মিত হইল সে খবর শুনিয়া। খবরটি দিল্লী-সিমলার বড়লাটের পদত্যাগের গুজব। শঙ্কর বলিল, আর ক'দিনের মধ্যে সবাই জানতে পারবে।

প্রসাদ। এটলী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে গোলমাল হয়েছে কি? ইসমে-আবেল-জেঙ্কিনস, খুদে চার্চিল নামে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের নিয়ে ওয়াভেল-জিন্না ব্লক গঠনের কথা শোনা গিয়েছে। এই ব্লকই মি. জিন্নার কব্জিতে শক্তি সঞ্চার করবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে একথাও শোনা গিয়েছে। লেবর গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর গোলমাল বাধল কি নিয়ে?

শঙ্কর। ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের লীগ সদস্যরা এক জোট হয়ে কংগ্রেসী সভ্যদের কাজে বাধা দিবার নীতির ফলে সংকট দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেসী সভ্যরা দুইবার পদত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কংগ্রেস দাবি করেছিল লীগ কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে যোগ না দিলে ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের লীগ সদস্যদের পদত্যাগ করতে হবে। এই দাবি মেনে না নিলে কংগ্রেসী সদস্যরা পদত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার প্রয়োজন হল। লর্ড ওয়াভেল এটলী গভর্ণমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করলেন ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চল এখুনি ছেড়ে দেয়া হোক। ("Wavell) favoured prompt relinquishment of certain areas".) ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখবার পক্ষে ছিলেন তিনি। এটলী গভর্ণমেণ্ট এই মত গ্রহণ করল না। তাদের ইচ্ছা ভারতে দুই দলের মধ্যে আপোষ হয়। তারা গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসী সভ্যদের দাবি সমর্থন করল। লর্ড ওয়াভেলকে বলল লীগের ওপর চাপ দিতে হবে কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে যোগ দেবার জন্য। লর্ড ওয়াভেল এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না ("British Governments' pressure on the Muslim League to enter the Constituent Assembly brought a final rupture between the British Cabinet and Wavell.")

প্রসাদ। ওয়াভেল সাহেবের জায়গায় কে আসছেন খবর পাওয়া গিয়েছে?

শঙ্কর। আসছেন লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। তাঁর কাজ হবে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আপোষের সূত্রে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে কিনা চেষ্টা করে দেখা।

গৌতম। লীগের সঙ্গে আপোষ কি করে হবে পাকিস্তান মেনে না নিলে? আপোষের একমাত্র সূত্র তো তাই।

প্রসাদ। চেষ্টা সফল না হলে?

শঙ্কর। ভারত বিভাগ হবে।

সৎপতি। কংগ্রেস ভারত বিভাগ মানবে কেন?

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, মানবার হেতু ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে।

সৎপতি। কি বলতে চান আপনি বুঝলাম না।

শঙ্কর। অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে বললাম। একদিকে কংগ্রেস, তার পক্ষে এটলী গভর্ণমেণ্টের ক্ষীণ সদিচ্ছা যার অর্থ আত্মস্বার্থে ইণ্ডিয়ান আর্মি ভাগ করে দুর্বল করবার অনিচ্ছা, অন্যদিকে লীগ, তার পিছনে শক্তিশালী চার্চিল প্রমুখ টোরী পার্টি এবং দেশের শাসনযন্ত্র যাদের মুঠোর মধ্যে সেই ব্রিটিশ আমলাবর্গ। ("There is a

mental alliance between the League and senior British officials in India".)

প্রসাদ। চিত্রটা সম্পূর্ণ কর। ইণ্ডিয়ান আর্মি ভাগ করবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটলী গভর্ণমেণ্ট মি. জিন্নাকে power of veto দিয়েছে। চার্চিল সাহেব তাঁকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কোন প্রকার আপোষে তাঁর রুচি হবে কেন? আসল কথা ওয়াভেল সাহেব একটু ব্লাণ্ট, একটু কম ট্যাক্টফুল, লীগের সঙ্গে মিতালী প্রয়োজনাতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ করে ফেলেছেন। He has proved himself an unsuitable instrument. তাই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য দরকার পড়েছে একজন more tactful, more polished ব্যক্তির।

গৌতম। তার মানে the replacement of Wavell is not to be interpreted as a stiffening of attitude towards the League?

হাসিয়া প্রসাদ বলিল, Not at all, এ প্রশ্ন ওঠেই না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। তারপর পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও সিন্ধুতে অশান্তির কথা উঠিল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে প্রসাদ বিদায় লইল হাতে কিছু কাজ আছে বলিয়া।

শরণার্থী মেয়েদের লইয়া ব্যবসায়ের কথা আবার উঠিল। কথাবার্তার মধ্যে শঙ্কর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আরতি রায় নামে দিদাদের সংঘের এক লেখিকার কথা মনে আছে গৌতম?

আরতির প্রতি শঙ্করদা একসময়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল মনে পড়িল গৌতমের। বলিল, মনে আছে। তাঁর কোন নূতই বই বেরিয়েছে?

শঙ্কর। তা জানিনা। এবার তাকে দিল্লীতে দেখলাম। বড় বড় অফিসার সার্কেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা হলে আমাকে চিনতে পারছে না ভান করল। ওকে নিয়ে কেউ খেলাচ্ছে মনে হল।

সংপতি। খেলাচ্ছে মানে?

শঙ্কর। মানে ওকে ব্যবহার করছে গভর্ণমেণ্টের বড় বড় কর্মচারীদের হাত থেকে কনট্রাক্ট, পারমিট, লাইসেন্স ইত্যাদি সংগ্রহ করবার জন্য।

সংপতি। তাতে ওর নিজের লাভ?

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, মোটা লাভের ব্যবস্থা না থাকলে আরতি করবে কেন এ কাজ? ওর সাজপোশাক, গাড়ী দেখে বোঝা যায় বেশ চালাচ্ছে।

ইহার পরে নোয়াখালিতে কিংশুকের কাজের কথা উঠিল। নোয়াখালি ও

বিহারের অশান্তির কথা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা চলিল। রাত্র হইয়াছে দেখিয়া সৎপতি বিদায় হইল।

শঙ্কর বলিল, একটা বড় খবর তোমাকে বলতে ভুলে গেছি গৌতম। এতদিন পরে জ্ঞান দার খবর পেলাম।

জ্ঞান গৌতমের পিশতুতো ভাই, পাকা কমুনিষ্ট। আগে লক্ষ্মী-আবাসে থাকিত, অনেক দিন হইল লক্ষ্মী-আবাস ত্যাগ করিয়া বোম্বাই চলিয়া গিয়াছিল।

কি খবর পেলেন? গৌতম প্রশ্ন করিল।

শঙ্কর। জ্ঞানদা মস্কো গিয়েছে তার মালাবারী স্ত্রীকে নিয়ে দু'বছর আগে।

হাসিয়া গৌতম বলিল, দিল্লী থেকে এবার অনেক খবর এনেছেন।

কয়েকদিন পরে পিনাকী আসিল গোবিন্দপুর হইতে। দুই দিন লক্ষ্মী-আবাসে থাকিয়া প্রসাদের সঙ্গে সে পলাশডাঙা আশ্রমে চলিয়া গেল। তাহার কাছে নোয়াখালির অবস্থার যে বিবরণ পাওয়া গেল তাহা হইতে মহাত্মাজীর নোয়াখালি মিশনের সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিল গৌতমের মনে।

॥ চার ॥

নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধী

নভেম্বর ৭,১৯৪৬—মার্চ ২, ১৯৪৭

"খুদে চার্চিলদের" এদেশে রাখিয়া লর্ড ওয়াভেল বিদায় লইলেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয়েস হাউজে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মার্চ মাসের গোড়ায় কিংশুকের প্রতিশ্রুত মহাত্মাজীর নোয়াখালি মিশনের বিবরণ পৌছিল গৌতমের হাতে।

কিংশুকের প্রেরিত রেজেষ্টারী প্যাকেট খুলিল গৌতম।

৭ই নভেম্বর বেলা ১টার পরে মহাত্মাজী সদলে নোয়াখালির চৌমুহানীতে পৌছিলেন।

তাঁহার বাসস্থানের অদূরে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদলের ক্যাম্প। খাদি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস, অভয় আশ্রম এবং রিভোল্যুশনারী সোশিয়ালিষ্ট পার্টির কর্মীদল একসঙ্গে কাজ করিতেছিলেন সেখানে। প্রবর্তক সংঘের এবং আরও দুই একটি সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা অন্যত্র কাজ করিতেছিলেন।

ঐই তারিখে মহাত্মাজী দত্তপাড়া রওনা হইলেন। এই সময় হইতে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে উপদ্রুত গ্রামগুলি ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন তিনি। গ্রামে গ্রামে ভস্মীভূত হিন্দু গৃহসমূহ, অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে সর্বস্বান্ত হিন্দু স্ত্রী, পুরুষ বালক বালিকাদিগকে দেখিলেন। শুনিলেন বলপূর্বক ধর্মান্তরিত এবং বিবাহিত হিন্দু স্ত্রীলোকদের এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। দেখিলেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, হিন্দুদের মনে ভয় ও সন্দেহ বিদ্যমান। মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের প্রতি হিন্দুদের অবিশ্বাস, তাদের নিরপেক্ষতায় সন্দেহ হিন্দুরা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিল। আরও দেখিলেন মুসলমান দুষ্কৃতকারীদল অননুতপ্ত ও উদ্ধত, সহানুভূতি ও সহৃদয়তার কোন আবেদন তাহারা কানে তোলে না।

দত্তপাড়া হইতে ১৫ই নভেম্বর মহাত্মাজী কাজিরখিল রওনা হইলেন। তাহার আগের দিন পিনাকীদার সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হইয়া গেল। শিবশংকরবাবুর খবর আগেই পাইয়াছিলাম। চৌমুহানীতে এক সপ্তাহ থাকিয়া তিনি সদলে কুমিল্লার হাজিগঞ্জ মহকুমার উপদ্রুত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় খাদি প্রতিষ্ঠানের দলের সঙ্গে পিনাকীদা আসিয়াছিলেন, তারপর দুইটি সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, উপদ্রুত হিন্দুদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যাহা করিয়াছেন তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেন। পরিত্যক্ত গ্রামে হিন্দুদের ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই, অনেকগুলি অঞ্চলে কর্মীরা প্রবেশ করিতে পারে নাই লাল ব্যাজধারী লীগ ভলান্টিয়ারদের বাধায়। তিনি জানাইলেন আশ্রয়প্রার্থীদের ক্যাম্পের উপরে দল বাঁধিয়া হানা দিবার ঘটনার সংখ্যা কম নয়। আশ্রয় ক্যাম্প হইতে পথে বাহির হইবার সময়ে হিন্দু নারীরা শাঁখা না খুলিয়া বা সিন্দুর না মুছিয়া বাহির হইতে সাহস পায় না। রিলিফ কর্মীদের উপরে আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়াছে, জন দুই কর্মী নিহত হইয়াছে।

বিবরণ শেষ করিয়া তিক্তকণ্ঠে পিনাকীদা বলিলেন, ইংরাজ সরকারী কর্মচারীদের পরোক্ষ অনুমোদন, সকল শ্রেণীর মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের সক্রিয় সমর্থন নিয়ে এই পূর্ব-কল্পিত, সংঘবদ্ধ, সামগ্রিক আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল অসহায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের ওপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিবেশী হিসাবে যারা পাশাপাশি বাস করে আসছে তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে একদলের ওপর অন্যদলের এই ধরণের ব্যাপক, কাপুরুষোচিত আক্রমণের নজির ইতিহাসে দেখতে পাই না। রাজনীতির খেলা আছে এর মধ্যে, সকলেই জেনেছেন। সবাই জানেন চক্রান্তপ্রিয়, স্বার্থসন্ধী নেতাদের হাতের যন্ত্র হয়ে আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এদেশের একশ্রেণীর মুসলমান

জন সাধারণ দলবদ্ধভাবে সভ্যমানুষ নামের অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আসছে তাদের প্রতিবেশী সমাজের প্রতি ব্যবহারে ও কাজে।

একটু থামিয়া বলিলেন, লীগ গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত মি. সিম্পসন ১০০ দলবদ্ধ নারী ধর্ষণের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। নিকার নাম করে যাদের মুসলমান পরিবারে আটক রাখা হয়েছে তাদের সংখ্যা কত এখনও জানা যায়নি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিলেন পিনাকীদা। তারপর বলিলেন, আমার কথাগুলো হয়ত খারাপ শোনাবে কিংশুক, কিন্তু এই তিন সপ্তাহে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার ফলে মনে হয়েছে এই শ্রেণীর বর্বরতা যাদের মধ্যে রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রতিবেশী হিসাবে বাস করা চলে না।

আই. এন. এর. অভিযানের সময়ের কয়েকটি দলত্যাগের (desertion)-এর কাহিনী বলিলেন পিনাকীদা এই প্রসঙ্গে। পরদিন স্বেচ্ছাসেবকদলের সঙ্গে তিনি অন্যত্র যাইবেন জানাইলেন।

২০শে নভেম্বর তারিখে কাজিরখিল হইতে চার মাইল দূরে শ্রীরামপুর রওনা হইলেন মহাত্মাজী।

তাঁহার কার্যক্রমের পরিবর্তন করিয়াছিলেন মহাত্মাজী। অনুচরগণের কাছে কার্যক্রমের এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি জানাইলেন, "গত ষাট বছর ধরিয়া যে সত্য ও অহিংসার অনুসরণ করিয়াছি, বর্তমানে সেই সত্য ও অহিংসার আলোক দেখিতে পাইতেছিনা। সেই সত্য ও অহিংসার পরীক্ষা করিবার জন্য অথবা নিজেকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একাকী শ্রীরামপুর গ্রামে যাইতেছি। আমার অভিপ্রায় সেই গ্রামে কোন মুস্লিম লীগভক্ত পরিবারে বাস করিব। মুসলমানগণের সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ গ্রামে যোগাযোগ স্থাপন করা আমার অভিপ্রায়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নিজেদের গ্রামে তাহারা আবার শান্তিতে বাস করিতেছে ইহা না দেখিয়া বাংলা ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় নাই আমার ("I do not propose to leave Bengal till I am satisfied that mutual trust has been established between the two communities and the two have resumed the even tenor of their lives in their villages".)

পরিবর্তিত কার্যক্রম অনুসারে মহাত্মাজী অধিকাংশ অনুচরকে বিভিন্ন পল্লীতে পাঠাইলেন এবং শ্রীরামপুরে প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা আরম্ভ হইল। আমি তাঁহার সঙ্গে থাকিবার অনুমতি পাইলাম।

স্থানীয় মুসলমান গ্রামবাসীদের গৃহে উপস্থিত হইয়া আলাপ আলোচনা করিতেন

তিনি। শান্তি কমিটি গঠনের উদ্যম আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু প্রতিনিধিরা বলিল গভর্ণমেণ্ট দুষ্কৃতকারীদলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে নাই, ইহাদিগকে গ্রেপ্তার না করিলে শান্তি গঠন করিয়া কোন লাভ হইবে না। উত্তরে মহাত্মাজী বলিলেন, "অভিজ্ঞতার ফলে বলিতে পারি মনোভাব পরিবর্তনের কোন পরিচয় পাই নাই, কিন্তু কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন (a change of plan) নিঃসন্দেহে ঘটিয়াছে। আমার মত অবস্থা বিবেচনায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে।" হিন্দুদের পক্ষ হইতে নোয়াখালির পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বদলী করিবার দাবির উত্তরে তিনি বলিলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় এই কর্মচারীর দ্বারা কাজে পরিণত করা হইয়া থাকিতে পারে, কারণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কাজ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সম্ভবতঃ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কলকাঠি। তিনি কি করিতে পারেন সমস্ত পৃথিবীকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন তিনি। ("The Chief Minister's" wishes might have been carried out by this officer, for he could not obviouslyacton his own initiative. The chief Minister was perhaps the fulcrum. He wanted to show the whole world what he was capable of doing···")

গ্রামের মুসলমান অধিবাসীদের গৃহে গিয়া আলাপ, হাঙ্গামার আগে গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান, প্রার্থনা সভা ও বক্তৃতা, সাক্ষাৎপ্রার্থী আগন্তুকগণের সঙ্গে আলোচনা চলিতে লাগিল দিনের পর দিন। ২৪শে তারিখে কলিকাতা হইতে একজন নেতা ও সঙ্গে আরও কয়েকজন ব্যক্তি আসিলেন শ্রীরামপুরে। তাঁহার ভবিষ্যৎ প্ল্যান কি নেতার এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মাজী বলিলেন, "যতদিন প্রত্যেক হিন্দু নিজের মতে চলিবার স্বাধীনতা পুনরায় না লাভ করে ততদিন আমি পূর্ব বাংলায় থাকিব" (···"He was going to remain in East Bengal until he was satisfied that every single Hindu had found freedom of growth.") নোয়াখালিতে অত্যাচারের বীভৎসতার কথা উঠিতে তিনি বলিলেন, "গোড়ার অন্যায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে। ১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট তারিখে ছুটি ঘোষণা করা প্রথম অন্যায়, দ্বিতীয় অন্যায় বলপূর্বক অমুসলমানদিগকে ধর্মান্তরিত করা। ইহা অসম্ভব নয় যে এই কল্পনা (বলপূর্বক ধর্মান্তর করণ) লীগ দলের বড় কর্তাদের মাথা হইতে বাহির হইয়াছিল। ইহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের একটি অংশ হইতে অমুসলমানগণকে তাড়াইয়া, সম্ভব হইলে মুঘল আমলের মত ভারতবর্ষকে ইসলামিক প্রভুত্বের অধীনে আনা।" ("We must look at the original faults. These lay, firstly, in the declaration of 16th August, 1946, as a holiday, and secondly, in the

forcible conversion of non-Muslims. It is not impossible that the idea (of forcible, conversion) might-have emnated from the highest quarters in the League command, the political intention being to free a portion of India from non-Muslims, and if possible to place India under Islamic domination as in Mughal times.")

মিঃ জিন্নার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, তিনি এক অবাস্তব স্বপ্নের পশ্চাতে ধাবমান পাগল ("He had become like a maniac pursuing an unreal dream.")

স্বীয় কার্যক্রমের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন, তাঁহার অভিপ্রায় প্রতি উপদ্রুত গ্রামে একজন করিয়া সাহসী হিন্দু এবং একজন করিয়া সাহসী মুসলমান স্থাপন করিবেন জীবনহানির ভয় না করিয়া যাহারা অধিবাসীদের জীবন, সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষা করিবে। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে মুসলমান কর্মী পাওয়া যাইবে না, শুধু হিন্দু কর্মী লইয়া তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে ("···But as he was beginning to feel that Muslim workers would not be forthcoming, he would have to carry on with Hindu workers alone.")।

আগন্তুক দল চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রার্থনা সভায় ৩৬ জনের অধিক শ্রোতা উপস্থিত হইল না। সেদিন চিন্তাগ্রস্ত মহাত্মাজীকে নিজের মনে মৃদু স্বরে বলিতে শোনা গেল, ক্যা কঁরু? দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে দুইবার এই উক্তি করিলেন তিনি। মহাত্মাজীর মুখে এই হতাশা ও সংশয়ের উক্তি শুনিয়া চমকিত হইলাম আমি। ক্যা কঁরু? বিশ্বাসের শক্তি যাঁহার পাহাড়ের মত অটল আজ তিনি কি পথ দেখিতে পাইতেছেন না নিজের সম্মুখে? তাহা না হইলে এই প্রকার উক্তি কেন করিবেন? ভাবিলাম সম্মুখে যে বাধার পরিচয় পাইয়া এই উক্তি দীর্ঘশ্বাসের মত তাঁহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল সেই বাধাকে জয় করা সম্ভব হইবে তো শেষ পর্যন্ত?

রামগঞ্জে শান্তি কমিটির সভায় বক্তৃতা করিলেন মহাত্মাজী, সিন্দুর ও শাঁখা আসিয়াছিল হিন্দু নারীদের জন্য। ইহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, বাড়ীতে সিন্দুর পরেন, বাহিরে আসিবার সময় মুছিয়া ফেলেন এমন মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে আমার। মুসলমানদের কর্তব্য এই ভয় দূর করা।

গ্রামের একজন মুসলমান অধিবাসীর পুত্র কালাজ্বরে ভুগিতেছিল। তাহার চিকিৎসার ভার লইলেন মহাত্মাজী।

কয়েকজন বাহিরের সাক্ষাৎপ্রার্থী জানাইল আগামী ৯ই ডিসেম্বর কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীর অধিবেশন আরম্ভ হইবে, ঐ দিনে নূতন গোলমালের আশঙ্কা করিতেছে হিন্দুরা। নোয়াখালিতে সর্বদলের সভা আহ্বান করিয়া নূতন কার্যপ্রণালী অবলম্বন করিবার অনুরোধ জানাইল তাহারা। উত্তরে মহাত্মাজী জানাইলেন নিজের প্রণালী মতে কাজ করিয়া যাইবেন তিনি। বলিলেন, "পরাজিত ভীরুর মত আমি বাংলা ত্যাগ করিতে চাই না। প্রয়োজন হইলে এখানে ঘাতকের হাতে আমি মৃত্যু বরণ করিব।" ("I don't want to retire from Bengal as a defeated coward. I would like to die here, if need be, in the hands of an assassin.")

গোরখপুরের গীতা প্রেসের পক্ষ হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণের জন্য এক লক্ষ টাকা মূল্যের কম্বল লইয়া কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছিলেন। মহাত্মাজী উপদেশ দিলেন কম্বল বিতরণ করিয়ো না এখন। আশ্রয়প্রার্থীদের কর্তব্য গভর্ণমেণ্টের কাছে গরম কাপড়ের দাবি করা। গভর্ণমেণ্ট না দিলে তখন বিতরণ করিয়ো।

শ্রীরামপুরে থাকিবার সময়ে বাংলার লীগগভর্ণমেণ্টকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন মহাত্মাজী। প্রশ্নগুলির মর্ম ছিল এই যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের হিত-সাধন এবং পূর্ববঙ্গে শান্তি স্থাপন করিবার আশ্বাস শুধু মৌখিক নয়, আন্তরিক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি কার্যকর ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করিতে হইবে। একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে আলোচনার সময়ে তিনি জানাইলেন যদি তিনি বুঝিতে পারেন যে উপদ্রুত জেলাগুলি হইতে সকল হিন্দুকে অপসারণ করা ছাড়া উপায় নাই তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে নিরাপদ অঞ্চলে লইয়া যাইবেন এবং সেখানে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ("If he finds total removal of Hindus from the disturbed districts unavoidable, he will himself lead them to safer zones and arrange to establish them there.")

লীগ সরকারের নিকট হইতে কোন উত্তর না আসাতে ৩রা ডিসেম্বর মহাত্মাজী লীগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এক জরুরী পত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের স্ব স্ব গ্রামে ফিরিবার অসুবিধা, তাহাদের মনে বিশ্বাসের অভাবের কারণ, বিভিন্ন স্থানে হত্যা ও গৃহদাহ, স্বেচ্ছাসেবকদের উপরে বাধা নিষেধের আরোপ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

নোয়াখালির কয়েকটি উপদ্রুত অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া কয়েকজন ভারতীয় ও বিদেশী ভদ্রলোক মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। ইহাদের মতে অবস্থার উন্নতি সাধনের পক্ষে প্রধান বাধা দুষ্কার্যকারীদের অনমুতপ্ত, উদ্ধত এমন কি বিজয়

লাভ করিবার আনন্দের মনোভাব। উত্তরে মহাত্মাজী লিখিতভাবে জানাইলেন আনন্দ বোধ করিবার তাহাদের নিজস্ব কারণ আছে জানি। আমি আলোকের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য হাতড়াইতেছি...আমার চারদিকে অন্ধকার...এখানকার এই বিষাদজনক অবস্থা ও কাজের জন্য যে ধৈর্য ও টেকনিক আবশ্যক তাহা আমার নাই, দুর্দশা ও অন্যায় দেখিয়া আমি অভিভূত হই এবং নিজে যন্ত্রণা ভোগ করি। (..."I am groping for light, I am surrounded by darkness···I find that I have not the patience and the technique needed in these tragic circumstances; suffering and evil often overwhelm me and I stew in my own juice···")

কলিকাতা হইতে আগত কয়েকজন নেতার সঙ্গে নোয়াখালির হিন্দু অধিবাসিগণকে নিরাপত্তার জন্য পৃথক বাসস্থানে স্থাপন করিবার (segregation) প্রশ্ন আলোচিত হইল। মহাত্মাজী এই প্রস্তাবের সমালোচনা করিলেন। বলিলেন, দল বাঁধিয়া আলাদা বাস করিলে বাস্তবিক মুস্লিম লীগের দুই জাতির অনিষ্টকর থিওরী স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তারপর বলিলেন, যদি বাসস্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হয় তাহা সামগ্রিক হইতে হইবে।...পাকিস্তান মানিয়া লইবার অভিপ্রায় আমার নাই। যদি বাসস্থান ত্যাগ করা বন্ধ না করিতে পারি এবং সকল হিন্দু যদি চলিয়া যায় তবু আমি এখানে থাকিব। ("If there is to be migration at all, it must be complete···I am not going to be a willing party to Pakistan. Even if I fail to prevent it and all Hindus go away I shall still remain here.") একজন নেতা বাংলার প্রতি এই সহানুভূতির জন্য মহাত্মাজীকে ধন্যবাদ দিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, "সহানুভূতির কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় ইহা আমার নিজের প্রতি সহানুভূতি। আমার নিজের মতবাদ অসার্থক প্রতিপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া আমি মরিতে চাহি না, কৃতকার্য মানুষরূপে মরিতে চাহি। কিন্তু এমনও হইতে পারে ব্যর্থ মনোরথ ব্যক্তিরূপে আমার মৃত্যু ঘটিবে। ("My own doctrine was failing. I don't want to die a failure, but as a successful man. But it may be that I may die a failure.")

সেদিন স্নান করিবার সময়ে মহাত্মাজী বলিলেন হয়ত কয়েক বছর তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইবে যদি তাঁহাকে হত্যা না করা হয়। এজন্য তিনি প্রস্তুত আছেন, অবশ্য তাঁহার বিশ্বাস মিঃ সুরাবর্দী বা মিঃ জিন্না কেহ তাঁহার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন না।

একজন মহিলা নোয়াখালিতে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ করিবার উদ্দেশ্যে আসিবার জন্ত মহাত্মাজীর অনুমতি চাহিয়া পত্র দিয়াছিলেন। নিষেধ করিয়া উত্তর দিতে আদেশ করিয়া তিনি বলিলেন, জীবনে আমার সম্মুখের পথ আর এত অনিশ্চিত, এত অস্পষ্ট মনে হয় নাই। সুরাবর্দী সাহেব যদি আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অর্দ্ধেকও বিশ্বাস করিতেন, এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহার প্রতিটি কথা অন্তর হইতে বলিয়াছি, তাহা হইলে পথ খুলিয়া যাইত আমার সম্মুখে। কিন্তু আজ আমার বুদ্ধি পরাজিত হইয়াছে। কিভাবে তাঁহার সঙ্গে চলিব বুঝিতে পারিতেছি না। ("Never in my life has the path been so uncertain and so dim before me. If Suhrawardy Sahib had believed half of what I said, and of which I meant everything, a road would have opened up before me. But today my intelligence is beaten. I do not know how to deal with him.")

এই দিনও আমি তাঁহাকে কয়েকবার নিজের মনে মৃদুস্বরে বলিতে শুনিলাম, "ক্যা করু ? ক্যা করু ?"

বাংলার বাহির হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন বর্তমান সময়ে কর্তব্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপদেশ লইতে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হইল। আলাপের মধ্যে গান্ধীজী বলিলেন, জীবনে এ রকম অচলায়তনের সম্মুখে আমি কখনও দাঁড়াই নাই, ("He had never come across such a dead wall in his life.") তারপর বলিলেন, খোশামদের ভঙ্গী লইয়া মুসলমানদের বুঝাইবার কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়, যদিও আংশিকভাবে তিনি এজন্য দায়ী বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়াছে এবং তাঁহার মতে এরূপ করা অবিবেচিত হইয়াছে। ("...It might even be justifiably said that he himself had partly been responsible for such an attitude. But his eyes were now open and he held that it had been unwise to do so.")।

আলোচনার শেষে গান্ধীজী বলিলেন বর্তমানে তাঁহার নিজের জন্যই অহিংস সমাধানের পথ খুঁজিতেছেন। সমষ্টির জন্য অহিংস প্রতিবিধানের পথ অনুসন্ধান করা বর্তমানে বন্ধ রাখিয়াছেন তিনি। বর্তমান সমস্যার অহিংস সমাধান সম্ভবপর কিনা তাহার পরীক্ষা হয় নাই এখনও।

ইহার দুইদিন পরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী পদব্রজে নোয়াখালির গ্রামগুলি ভ্রমণ করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলেন।

শ্রীরামপুরে থাকিবার সময়ে একজন পত্রলেখক বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব করিয়া

গান্ধীজীকে এক পত্র লিখিলেন। প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া গান্ধীজী উত্তর দিলেন।

গান্ধীজীর শরীর ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, পদযাত্রা এই অবস্থায় আরম্ভ করা সম্ভব হইবে কিনা তাঁহার নিজের মনে সে সন্দেহ উঠিয়াছিল। একদিন তাঁহাকে রাত্রে তেল মালিশ করিবার সময় স্বগত উক্তির মত তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম, নোয়াখালির ঘটনা আমাকে অভিভূত করিয়াছে। মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা ও ক্রোধের উদয় হয় মনে। মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, দেখা যাউক কোন ফল হয় কিনা।

কয়েকদিন পরে নোয়াখালির সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন মহাত্মাজী। মনে হইল বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংঘর্ষ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারের প্রাদেশিক মুস্লীমলীগ কর্তৃক সংকলিত বিহারে দাঙ্গার ছাপানো রিপোর্ট আসিল মহাত্মাজীর কাছে। রিপোর্ট পড়িয়া তিনি বলিলেন, রিপোর্টে যাহা বলা হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকও যদি সত্য হয় এবং বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীরা তাঁহার কাছে কিছু লুকাইয়া থাকেন বুঝিতে হইবে তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাকে বিহারে যাইতে হইবে এবং অনশনে মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

শীঘ্রই পণ্ডিত নেহেরু আসিতেছেন এবং সত্য ঘটনা কয়েকদিনের মধ্যে তিনি জানিতে পারিবেন বলা হইলে উত্তরে বলিলেন, আমি বিহারে চলিয়া গেলে হিন্দুদের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর হইবে, আমি জানি না তখন হিন্দুরা কি করিবে। যদি সামগ্রিক ভাবে দেশ ত্যাগের প্রশ্ন অনিবার্য হয় তাহাই করুক তাহারা। এখন আমার স্থান বিহারে। সেখানে আমি যাইব প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণের প্রতিনিধি হিসাবে, সত্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। ("...I do not know what the Hindus will do then. Even if it comes to wholesale migration, let them do it.…My place is now in Bihar. I shall go there practically as a representative of the Muslims to find out the truth",).

ইতিমধ্যে গান্ধীজীকে নোয়াখালি হইতে সরাইয়া বিহারে পাঠাইবার জন্য লীগ পার্টির অভিযান আরম্ভ হইয়াছিল।

পণ্ডিত নেহেরু এবং আরও কয়েকজন নেতা পৌছিলেন। প্রায় তিন দিন ধরিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ আলোচনা চলিল। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন মুস্লিম রাজনৈতিক ভারতের দেখাদেখি এখন হিন্দু রাজ-

নৈতিক ভারতের কথা উঠিয়াছে। ("There is now a Hindu political India just as they have made a Muslim political India"). তিনি আরও বলিলেন, ঘটনাচক্রে সকলকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। নেতারা বিদায় লইবার সময়ে লীগ কনষ্টিটুয়েন্ট এসেমব্লী বয়কট করিবার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত উপদেশ দিলেন গান্ধীজী।

প্রায় দেড় মাস শ্রীরামপুরে কাটাইয়া গান্ধীজী নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে পদযাত্রা আরম্ভ করিলেন। পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান কৃষকদের গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা, তাহাদের সঙ্গে আলাপ ও প্রার্থনা সভায় আলোচনার দ্বারা তাহাদের প্রতীতি জন্মানো যে তিনি হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

৭ই জানুয়ারী তারিখে যে পদযাত্রা আরম্ভ হইল ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে হাইমচরে আসিয়া তাহা শেষ হইল।

মুসলমানগণ ইতিমধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট আরম্ভ করিয়াছিল। জানুয়ারীর শেষের দিকে জয়াগে পৌছিবার পরে জানা গেল, হিন্দু জমিদার, চাষী, জেলে, কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর বিরুদ্ধে এই বয়কট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

গান্ধীজীর প্রার্থনা সভাও বয়কট করিতে আরম্ভ করিয়াছিল মুসলমানগণ। আর্ত-ত্রাণ কার্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকগণের উপরে, যে সকল হিন্দু প্রার্থনা সভায় যোগ দিত, কোন কোন গ্রামে তাহাদের উপরে আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গেল। গ্রাম্য মুসলমান-গণের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ ও আবেদনের বিশেষ কোন প্রভাব লক্ষিত হইল না। শুধু তাহাই নহে, লীগ গভর্ণমেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মুসলমান চাষীদের মধ্যেও গান্ধীজীকে নোয়াখালি হইতে সরাইয়া বিহারে পাঠাইবার অভিপ্রায় ক্রমে অধিকতর প্রকট হইতে লাগিল। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে গান্ধী-বিরোধী মনোভাব লইয়া যে সকল পথ দিয়া গান্ধীজী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতেন মলত্যাগ করিয়া সেই সকল পথ নোংরা করিয়া রাখা হইত।

ধীরভাবে গান্ধীজী এই সকল উৎপাত সহ্য করিতেন। নোয়াখালি ভ্রমণের প্রথম দিকে যে দুশ্চিন্তা ও ক্রোধের পরিচয় পাওয়া যাইত তাঁহার কথাবার্তায় ক্রমে তাহা দূর হইয়া এই সময় হইতে তাঁহার মনে মুসলমানসমাজের প্রতি, বিশেষ করিয়া যে কোন স্থানে ও যে কোন উপায়ে উৎপীড়িত মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি সক্রিয় এবং গভীর সহানুভূতি যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাঁহার মনে।

আমি গান্ধীজীর এই মানসিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাইয়া তাহার রহস্য বুঝিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সফল হইলাম না। নোয়াখালিতে লীগ সরকারের ঔদাসীন্যের এবং লীগদলের মুসলমানগণের বিরোধিতার ফলে সৃষ্ট dead wall এবং হিন্দুদের rehabilitation-এর উদ্যমের ব্যর্থতার গ্লানি হইতে কি কারণে তাঁহার মন একেবারে বিপরীত কোণে গিয়া আশ্রয় লইল তাহা এক বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিল আমার কাছে।

হাইমচরে পৌঁছিবার পরে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রী সৈয়দ মামুদের চিঠি লইয়া একজন পত্রবাহক গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

ইহার আগে দেবীপুরে আমি পিনাকীদার একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। চিঠিতে পিনাকীদা লিখিয়াছিলেন শিবশঙ্করবাবু গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া তিনি দুই একদিনের মধ্যে কলিকাতায় ফিরিতেছেন। আরও লিখিয়াছিলেন নোয়াখালিতে আর তিনি ফিরিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। এই সন্দেহের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া পিনাকীদা লিখিয়াছিলেন হিন্দু গ্রামবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, তাহাদের মনে সাহস ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করিয়াই লীগ-গভর্ণমেণ্ট শরণার্থী ক্যাম্পগুলি বন্ধ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। শরণার্থীদের মধ্যে সাহায্য বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা স্পষ্ট পক্ষপাত দেখাইতেছে। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর উপস্থিতি সত্ত্বেও কোন কোন গ্রামে হিন্দু অধিবাসীদের গৃহ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে জীবন্ত পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা হইয়াছে, উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হিন্দুদের নিকট হইতে তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মত্যাগ করিয়াছে, স্থানীয় মুসলমানরা বাহিরের গুণ্ডাদের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, এই মর্মে স্বীকারোক্তি আদায় করা হইতেছে। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট ক্রমে উগ্র হইতেছে। সরকারী কর্মচারীদের ঔদাসীন্যের ফলে অপহৃতা হিন্দুনারীদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইতেছে না। পিনাকীদা লিখিয়াছিলেন গান্ধীজীর নোয়াখালি মিশন ব্যর্থ হইয়াছে, হিন্দুদের হয় সদলে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করিতে হইবে, অথবা সকলের ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে হইবে। অথবা মুসলমানদের ক্রীতদাসের মত বাস করিতে হইবে, ইহা ছাড়া আর কোন উপায় আমার চোখে পড়িতেছে না।

ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের পত্র গান্ধীজীর হাতে পৌঁছিবার পরে শোনা গেল গান্ধীজী নোয়াখালির কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া বিহারে যাইবেন।

শুনিয়া আমি ভাবিলাম তাহা হইলে হাইমচরে মহাত্মাজীর পদযাত্রা শেষ হইল.

বোধ হয়, তাঁহার নোয়াখালি মিশন সমাপ্ত হইল। মহাত্মাজীর নিজের উক্তির কথা মনে পড়িল আমার, "He was going to remain in East Bengal until he was satisfied that every single Hindu had found freedom of growth." পদযাত্রা আরম্ভ হইবার আগে শ্রীরামপুরে তিনি বলিয়াছিলেন, "I do not propose to leave Bengal till I am satisfied that mutual trust has been established between the two communities and the two have resumed the even tenor of their lives in their villages." রামগঞ্জে দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "I don't want to retire from Bengal as a defeated coward."

মনে প্রশ্ন উঠিল, তিনমাসকাল স্থায়ী নোয়াখালি মিশনের প্রত্যক্ষ ফল কি পাওয়া গেল? মহাত্মাজী তিনমাস আন্তরিক চেষ্টা করিয়া লীগ গভর্ণমেণ্ট এবং নোয়াখালির মুসলমান অধিবাসীদের হিন্দুবিরোধিতা দূর করিতে পারিলেন না। এদিকে বাংলায় নোয়াখালির বাহিরে ঢাকা, মৈমনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ফরিদপুরে সাম্প্রদায়িক অশান্তি চলিতেছে, বাংলার বাহিরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে, পাঞ্জাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চলিতেছে। চারিদিকে কালো মেঘ জমিতেছে ক্রমশঃ। নোয়াখালিতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আবশ্যক হইলে বাকী জীবন এইখানেই অতিবাহিত করিবেন বলিয়াছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু তাহা হইল না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিবার বহু বাধা এবং বিলম্ব স্বচক্ষে দেখিয়াও তিনি বিহারে যাইতেছেন "practically as representative of the Muslims, to find out the truth." নোয়াখালিতে সত্য আবিষ্কার করা শেষ হইয়াছে তাহা হইলে? সত্য আবিষ্কার করিবার পরে করিবার মত আর কিছু রহিল না? ভাবিতে লাগিলাম। কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া হঠাৎ বিহারে চলিয়া যাওয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায়নের মত দেখায় না কি?

ভাবিতে ভাবিতে হাইমচরে গান্ধী ক্যাম্পের অদূরে শুপারী বনের দিকে যাইতেছিলাম। অস্তগামী সূর্যের লাল ছটা শুপারী গাছগুলির মাথায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

একটা কথা মনে হইল। নোয়াখালি বাসের শেষের দিকে গান্ধীজীর মনে মুসলমান সমাজের প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল লক্ষ্য করিয়াছি। প্রশ্ন জাগিয়াছিল, কোন সত্যের সন্ধান পাইয়া এই পরিবর্তন ঘটিতেছিল গান্ধীজীর মনে? বিহারের দাঙ্গার কাহিনী কি এই পরিবর্তন আনিয়াছিল? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হইল does it mean a change of tactics? সন্দেহ থাকিয়া যায় মনে।

পিছন হইতে কে ডাকিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম মানু গান্ধী। ফিরিলাম। ক্যাম্পে ফিরিতে মানু গান্ধী বলিল যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, বাপুজী তোমার খোঁজ করিতেছেন।

২রা মার্চ গান্ধীজী হাইমচর হইতে যাত্রা করিলেন। অন্যান্যের সঙ্গে আমিও তাঁহার অনুগামী হইলাম।

* * * *

বিবরণীর শেষে একখানা চিঠি। চিঠিতে কিংশুক লিখিয়াছে, ডায়েরী হতে তুলে খাপছাড়া গোছের একটা রিপোর্ট পাঠালাম। এই আশা নিয়ে নোয়াখালি এসেছিলাম যে নিজের চোখে দেখব দেশে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবসানের নূতন ফরমুলা প্রয়োগ করে দুই জাতি থিওরীর অসারত্ব প্রমাণ করবেন মহাত্মাজী দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে, পাকিস্তান দাবির ভিত্তি নষ্ট করে দেবেন। আশা যে সফল হল না বিবরণী থেকে বুঝতে পারবেন।

নোয়াখালি ছাড়বার দু'দিন আগে এক গোপন সরকারী ডকুমেণ্ট হাতে এসে পড়েছিল। কিছু উদ্ধৃতি পাঠালাম ডকুমেণ্ট থেকে এই সঙ্গে। এই গোপন ডকুমেণ্টের রচয়িতা একজন ইংরাজ আই. সি. এস.।

"Apart from being the main victim of the crime wave the Hindus are being persecuted in many more subtle ways.······What is happening is that a section of Muslims is taking advantage of the demoralised condition of the Hindus to insult, threaten, and cow them down into a state of resigned submission, after which they fatten on their property and treat them as an inferior race. It is quite usual for Hindus while moving about to be addressed as *malaun* or *kafir*. Sometimes they are searched by parties of Muslims and deprived of any thing the latter fancy. Cases have occurred of Hindus returning to their houses with their daily bazar and having their purchases snatched away ; the removal of cocoanuts and betel-nuts from the garden of Hindu homesteads is a common occurrence ; corrugated iron sheets and timber are taken away from Hindu houses with the frightened consent of the inmates ; cattle belonging to Hindu households have developed a habit of freeing themselves

from their tethers and disappearing ; the paddy plants of Hindus have been uprooted and thrown away. If an aggrieved reports those occurrences to the thana his sufferings are increased and there have been cases in which such reports have led to the burning of the victim's huts……There is a move to rid the bazars of Hindu merchants……Long established Hindu shop-keepers are being ousted from the markets to make way for Muslims. Hindus who have rebuilt their houses (including women) have been told that they will not be allowed to live in them and that it will be better for them to to leave the district.……

……"Two leading absconders are still known to be visiting the district and even holding meetings. In fact, these men are now giving out that they made a mistake in the last disturbances by not killing all the Hindus and that they will not make the same mistake next time.

……The lack of confidence engendered by these aspects of the situation has been increased by the laxity on the part of the magistracy in releasing persons on bail owing to political pressure, and the failure of the Police to keep a tag on those released on bail.…

"A sign of weakness in the police administration is the fact that the police are not receiving information of what is going on in the interior of the district and they appear to be making no attempt to obtain such information. The District Intelligence Branch is either paralysed or intentionally dermant, and the lack of information is so remarkable that one can not but suspect that when information does come within the grasp of the police they shut their eyes to it.…… *

কয়েকদিন পরে কিংশুক কলিকাতায় ফিরিল পাটনা হইতে। সে ফিরিবার আগের দিন শঙ্কর আবার দিল্লী চলিয়া গেল।

* নোয়াখালি পরিক্রমার উপরের বিবরণ সমকালীন সংবাদ পত্রের রিপোর্ট ও স্বর্গীয় নির্মলকুমার বসুর My days with Gandhi-র বিবরণ হইতে সংকলিত।

কিংশুকের শরীরের অবস্থা দেখিয়া গৌতম তাহাকে লক্ষ্মী-আবাসে আটকাইল। সৎপতির হাতে কিংশুকের ছোট ফ্লাটটির ভার ছিল, কয়েকদিন আগে সে দেশে গিয়াছিল। দিন দুই বিশ্রাম করিয়া কিংশুক তাহার কাজে যোগ দিল। গৌতম তাহাকে নিজের বাড়ীতে যাইতে দিল না।

বিহারের অবস্থা সম্বন্ধে কিংশুক বলিল, বিহারের দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছিল লীগ-দলের তৎপরতায়। দাঙ্গা থামাবার জন্য যে সব কাজ করা হয়েছে তাতে করে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ও প্রেষ্টিজ নষ্ট হয়েছে। এই নষ্ট জনপ্রিয়তা ও প্রেষ্টিজ পুনরুদ্ধারের জন্য মহাত্মাজীকে টেনে আনা হয়েছে নোয়াখালি থেকে। জনসাধারণের ওপরে তাঁর ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের ফলে এই উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষিত মহলে তাঁর বক্তৃতায় অতিরিক্ত মুসলমান প্রীতির প্রকাশ খানিকটা বিরক্তি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে লক্ষ্য করেছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল কিংশুক, তারপর বলিল, প্রায় চার মাস নোয়া-খালির উপদ্রুত অঞ্চলে বাস করে, দাঙ্গার ফলাফল, হিন্দুদের দুর্দশা, লীগ গভর্ণমেন্টের মুসলমান সরকারী কর্মচারীদের এবং দাঙ্গাকারী ও সাধারণ মুসলমান পল্লীবাসীদের এটিচ্যুড ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার পরে শেষের দিকে মহাত্মাজীর মনে মুসলমানদের প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতির উৎপত্তির রহস্য অনেকে বুঝতে পারেন নাই, আমিও পারিনি। এর ফলে misunderstanding-এর সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও হবে।

গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিল, নোয়াখালির অবস্থার উন্নতি হয় নাই। সেখানে নূতন নূতন অশান্তির সংবাদ টেলিগ্রামে ও পত্রে মহাত্মাজীর কাছে আসছে প্রায়ই। তাঁর অভিপ্রায় বিহার থেকে নোয়াখালি যাবেন মে মাস নাগাদ, সেখানকার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্য। বাস্তবিক আবার নোয়াখালি যাবার সময় পাবেন কিনা তিনি সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সময় করে সেখানে গিয়ে পড়লেও তিন চার মাসে যা করা সম্ভব হয়নি—

কথা শেষ না করিয়া চুপ করিল কিংশুক।

গৌতম আর কোন প্রশ্ন করিল না।

চতুর্থ খণ্ড

॥ এক ॥

একখানি প্রসিদ্ধ বিলাতী বৈজ্ঞানিক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত গৌতম এক বছর আগে তাহার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল এই পত্রিকায়। এক মাস আগে পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর একখানি পত্র আসিয়াছে। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ফরাসী, জার্মান ও রুশীয় বৈজ্ঞানিকের সমালোচনার কাটিং ছিল সম্পাদক-মণ্ডলীর পত্রের সঙ্গে এবং একটি নূতন প্রবন্ধে দুইজন সমালোচকের উপস্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার অনুরোধ করা হইয়াছে পত্রে। প্রবন্ধটি লিখিবার জন্য বেশ খাটিতে হইতেছে তাহাকে। তাহা ছাড়া বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ মন ও চিন্তাকে শান্ত করিয়া কাজ করিবার মত অবস্থায় আনিবার জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিতে হইতেছে। গরমের বন্ধের আগে প্রবন্ধটি শেষ করা আবশ্যক।

সে কাজ করিতেছে, কিংশুক ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল, আসতে পারি? একটু ডিষ্টার্ব করব।

কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া গৌতম বলিল, এসো, কি খবর?

কিংশুক। মিনিট পাঁচেকের জন্য নীচে নামতে হবে, আমার সাহিত্যিক বন্ধু অনুপম দিন্দা সস্ত্রীক এসেছেন আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে।

গৌতম। কিসের নিমন্ত্রণ হে?

কিংশুক। দীপশিখা সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবং তামিল সাহিত্য সংঘম ও হিন্দী সংসাহিত্য প্রচারিণী সভা কর্তৃক অনুপম দিন্দাকে মানপত্র দান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ।

হাসিয়া গৌতম বলিল, তোমার বন্ধু ও বন্ধুপত্নী এসেছেন, যাচ্ছি, কিন্তু আমি তো অসাহিত্যিক, বিজ্ঞানের আগাছার মধ্যে ভ্রমণ করি।

কিংশুক। আমার ও শঙ্করদার নিমন্ত্রণ হয়েছে, অসাহিত্যিক হলেও বাড়ীর মালিককে বাদ দেয়া ওরা অসৌজন্যের পরিচায়ক মনে করেন।

গৌতম। মানপত্র দানের ব্যাপারটা কি বলো তো।

কিংশুক। অনুপমের নূতন বইয়ের চারটি ভারতীয় এবং দুইটি য়ুরোপীয় ভাষায়

অনুবাদ বেরিয়েছে, তামিল ও হিন্দীওয়ালারা তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে অগ্রণী হয়েছেন।

গৌতম। ছ'টা ভাষায় অনুবাদ বেরিয়েছে! কি বই হে?

কিংশুক। উপন্যাস, নাম "আমি মা হব"।

হাসিয়া গৌতম বলিল, গুড নিউজ। বইখানা লিখেছেন কে বললে, মি. না মিসেস দিন্দা।

কিংশুক। লেখক মি. অনুপম দিন্দা।

গৌতম। ভারি এক্সট্রা-অর্ডিনারী ব্যাপার তো, যুক্তার্পেশন অব ফিমেল ফাংশন।

কিংশুক। আপনি সত্যি অসাহিত্যিক দাদা।

গৌতম। সে কথা তো আগেই বলেছি। আচ্ছা, চলো।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক অনুপম দিন্দাকে না হউক তদীয় প্রখ্যাতা পত্নী চিত্রিতা দিন্দাকে গৌতম এই প্রথম দেখিল। সুশ্রী, ফিটফাট, পার্সোনালিটি-সম্পন্না, ডিগনিফায়েড চেহারার মহিলা। স্বামীকে তাঁহার পাশে নিষ্প্রভ মনে হয়। সম্ভবতঃ গোলগাল চেহারার উপরে চোখে মুখে একটা অন্যমনস্কতার ভাব আঁটিয়া আছে বলিয়া।

চিত্রিতা নমস্কার করিয়া কার্ড দিল গৌতমের হাতে, বলিল, আসবেন অনুগ্রহ করে। যতক্ষণ ভাল লাগে থাকবেন, যখন ইচ্ছা উঠে যাবেন, কোন ফরম্যালিটি নাই। নাচ গান আছে কিছু, আমরা বিভিন্ন প্রদেশের লোকগীতি, লোকনৃত্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

চিত্রিতাকে ধন্যবাদ দিয়া অনুপমের দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, আপনার নূতন বইয়ের সাফল্যের জন্য কনগ্রাচুলেট করছি। বইয়ের নামকরণে বেশ ওরিজিনালিটি আছে, ইট ইজ এ হেপি চয়েস।

অনুপম। থ্যাঙ্ক য়ু।

চিত্রিতা। কন্টিনেন্টের লেটেষ্ট লিটরারী ট্রেণ্ড ইন্ট্রোডিয়ুস করা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসের মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্য পিছিয়ে থাকবে কেন? মাদার কাল্ট এদেশে পুরনো জিনিস, আমরা ইন্ট্রোডিয়ুস করতে চাই গ্লোরিফিকেশন অব মাদারহুড।

কিংশুক স্বগত বলিল, out of wedlook.

অনুপম কি বলিতেছিল বাধা দিয়া চিত্রিতা বলিল, কিংশুক বাবু, শঙ্কর বাবুর কার্ডখানা রাখুন, বলবেন তিনি না গেলে চলবে না, প্রেসকে আমাদের পাশে চাই। আরও বলবেন দিল্লী থেকে আরতির আসবার কথা আছে।

নিশ্চয় বলব, কিংশুক জবাব দিল।

নমস্কার করিয়া দিব্দা দম্পতি বিদায় লইল।

শঙ্কর ইতিমধ্যে কলিকাতার বাহিরে কি একটা কনফারেন্সে গিয়াছিল। নির্দিষ্ট দিনে কিংশুক এক রকম জোর করিয়া গৌতমকে দীপশিখা সংঘের অনুষ্ঠানে লইয়া গেল।

কিংশুকের উদ্দেশ্য সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নাম করিয়া এই দুঃসময়েও এদেশে কি কাণ্ড চলিতেছে গৌতমকে দেখাইবে। দেখাইবে বিভিন্ন শ্রেণীর সন্দেহভাজন চরিত্রের কতলোক এক জায়গায় সমবেত হইতেছে, পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইতেছে সংস্কৃতির নামে, অর্থের কি অজস্র অপব্যয় হইতেছে, কত রকম গোপন কারবারের পত্তন হইতেছে এই ধরনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলনের সুযোগ লইবার জন্য সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রীতির মুখোশ আটিয়া কত দুষ্ট প্রকৃতির লোক আনাগোনা করিতেছে এই ধরনের অনুষ্ঠানে এবং অল্প কয়েকজন চক্রীর ভাঁওতায় কতলোক প্রতারিত হইতেছে। যাইবার পথে এই অভিপ্রায়ের একটু আভাস দিল সে গৌতমকে।

গৌতম বলিল, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভাল ও প্রয়োজনীয় জিনিস। ভাল ও প্রয়োজনীয় জিনিসের অবৈধ ব্যবহার তো বরাবর হয়ে আসছে। তাই বলে এগুলো বন্ধ করতে চাও নাকি তুমি?

কিংশুক। মোটেই না। আর আমি চাইলে বন্ধই বা হচ্ছে কোথায়? আমি সোশিওপোলিটিকেল রিসার্চ করি জানেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার চেষ্টা করা সুসভ্য সমাজের রীতি। সন্তর্পণে শাকের আবরণটি তুলে আবৃত বস্তুর স্বরূপ নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করি আমি। শাক রূপক অর্থে ব্যবহার করছি, মানে গিল্টি। কবির ভাষা একটু বদলে বলি।

গিল্টি? তা সে যতই গিল্টি হোক
দেখেছি তার কটা, কুটিল চোখ।

গৌতম হাসিল। বলিল, আমি সোশিও-পোলিটিকেল রিসার্চ ওয়ার্কার কিংশুকের একজন এডমায়ারার। আমি ধরে নিই ভালমন্দ মিশিয়ে রয়েছে মানুষের সব কিছুতে, তাই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি ভোঁতা হয়ে রয়েছে আমার। তোমার জাগ্রত, সতর্ক, সক্রিয় অনুসন্ধিৎসাকে আমি বলি spirit of inquiry. কোন জাতের শাক সরিয়ে কোন জাতের মাছ দেখাবে আজ তার জন্য উৎসুক হয়েছি।

সাদার্ণ এভিন্যুতে দিব্দা দম্পতির বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার দুইপাশে অপেক্ষমান মোটর গাড়ীর সংখ্যা, রাস্তায় ভিড় এবং প্রবেশ-পথের দুই ধারে ভিড়ের মধ্যে

বেটনধারী পুলিশের প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইল গৌতম। দীপশিখা সংঘের বাৎসরিক অনুষ্ঠান যে এমনতরো জমকালো ব্যাপার সে ভাবে নাই।

এত পুলিশ কেন কিংশুক? অপরের কান বাঁচাইয়া গৌতম প্রশ্ন করিল।

কিংশুক। অনাহূত গেট-ক্র্যাশারদের উপদ্রব রোধ করবার জন্য। কতবার বেটন চার্জ করতে হবে দিল্দাভবনের রেলিং, বাগান, জানালার কাচ, প্যাণ্ডেল বাঁচাবার জন্য বলা যায় না।

উভয়ে যখন বাহিরে আসিল তখন অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ সঙ্গীত চলিতেছে, প্রথমাংশ মানপত্র দান এবং দ্বিতীয়াংশ নৃত্য শেষ হইয়াছে। বাড়ীর সম্মুখে ভীড় আরও বাড়িয়াছে, রাস্তা জাম। মাইক্রোফোন ও এমপ্লিফায়ারের ব্যবস্থা আছে। মিশ্র জনতা শান্তভাবে গান শুনিতেছে, চিনা বাদাম খাইতে খাইতে বাহবা দিতেছে কেহ জনতার মধ্যে।

ভিড় হইতে বাহিরে আসিয়া কিংশুক বলিল, লক্ষ্মীদাস জয়পুরিয়া ও দীপেন সমাদ্দারকে দেখলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারূপে। হিন্দী মানপত্র স্বয়ং জয়পুরিয়া দিল। বড়বাজারের যাঁরা দক্ষিণ কলকাতার বড় বড় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছেন, যাঁদের বাড়ীর মেয়েরা বাঙালী মেয়েদের পোশাক ধরেছেন, ছেলেরা পায়জামা পাঞ্জাবী পরেন তাঁদের প্রগতিশীল অংশকে দেখলেন এই অনুষ্ঠানে। ফেশনেবল 'হি' এবং 'সী' দলের প্রাচুর্যও দেখলেন। গায়েগায়ি, মুখোমুখি, চোখাচোখিও হয়ত দেখেছেন। আপনার অভিমতটা শুনি এবার।

হাসিয়া গৌতম বলিল, শাকের নীচে মাছের কথা জানতে চাইছ? রাঘব বোয়াল বলে মনে হল।

কিংশুক হাসিয়া উঠিল গৌতমের কথায়। বলিল, রাঘব বোয়াল বটে। যাদের কর্মক্ষেত্র শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র থেকে সাদার্ণ এভিন্যুর হাইব্রাউ দীপশিখা সংঘ পর্যন্ত বিস্তৃত, তাদের আর কি বলা যায়?

জয়পুরিয়া ও সমাদ্দারের নানা জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত জালে কি প্রকারের মৎস অর্থাৎ অল্পবয়স্কা মেয়েরা ধরা পড়ে ও কি প্রকারের সদগতি তাহাদের ভাগ্যে থাকে কিংশুক বলিয়া চলিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিল, অশোক ডাক্তারের কথা আপনার মনে আছে?

গৌতম। তোমার দাদার কথা বলছ?

কিংশুক। হ্যাঁ, দাদার কথা বলছি। মাসাজ ক্লিনিক চালাচ্ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নাকি শরণার্থী ত্রাণকার্যেও হাত লাগিয়েছেন, to recruit girls for his clinics. জয়পুরিয়া ও সমাদ্দারের মোনোপোলি নয় এই আড়কাটির ব্যবসা।

গৌতম। তোমার ভগ্নীও নাকি দাদার কারবারের মধ্যে ছিলেন বলেছিলে?

কিংশুক। ছিলেন, ছাড়াছাড়ি হয়েছে। ভগ্নী ও মাতা গুরুদেব চিদানন্দ স্বামী পরমহংসদেবের সঙ্গে আমেরিকা যাত্রা করেছেন। অভিপ্রায়, সেখানে চিদানন্দ স্পিরিচুয়েল হোম খুলবেন।

গৌতম। তোমার বাবা? ডেপুটি মিনিষ্টার আছেন নাকি এখনও?

কিংশুক। না, প্যারালিসিস হয়ে পড়ে আছেন বাড়ীতে।

গৌতম। একা আছেন?

কিংশুক। না, চিদানন্দীরা আছে। বাড়ীটা নাকি তাদের হাতে গিয়েছে। স্ত্রীর নামে ছিল কিনা, তিনি গুরুদেবের পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিয়েছেন শুনলাম। অশোক ডাক্তারকে তাড়িয়েছে তারা মাতলামো করবার জন্য।

গৌতম। তাহলে তোমার বাবা খুব কষ্টে পড়েছেন এই বয়সে?

কিংশুক। ব্যারামের কষ্ট, উপায় কি? যতদিন হাতে কিছু থাকবে চিদানন্দীরা দেখাশোনা করবে হয়ত। হাত খালি দেখলে যতশীঘ্র সম্ভব চিদানন্দধামে প্রয়ানের ব্যবস্থা করবে ঔষধপত্র বন্ধ করে।

কিংশুকের কাঁধে হাত রাখিয়া গৌতম বলিল, যে তোমার হিস্ট্রি জানে না কথা-গুলো শুনে মনে করবে তুমি হার্টলেশ।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, তারা বিংশ শতাব্দীর লোক নয়। এ শতাব্দীর মিশন হচ্ছে to prove that blood is not thicker than water.

গৌতম। এ যে ইণ্টার-নেশনালিজমের কথা হল হে।

কিংশুক। তা হল।

কথাবার্তায় উভয়ে বাড়ী পৌছিল।

পরদিন কিংশুক খবরের কাগজে ৫ কলম দীর্ঘ দীপশিখা সংঘের অনুষ্ঠানের বিবরণ দেখাইল গৌতমকে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পরের কলমে "আমি যা হব" উপন্যাসের ভাবগর্ভ দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহাও দেখাইল। সমালোচনাটি মন দিয়া পড়িল গৌতম, সুবোধ্য মনে হইল না। কিংশুককে বলিল, উপন্যাসটি পড়া নাই, সমালোচনা বুঝলাম না।

কিংশুক। পড়া থাকলেও সুবিধা হত না। স্টাইল দেখে মনে হচ্ছে দিল্দা স্কুল অব ফিকশনের এই পাব্লিসিটি অফিসারকে চিনতে পেরেছি। বিলাতী সাহিত্যের খিড়কী পুকুরে সাঁতার কেটে দেশে ফিরেছেন সম্প্রতি 'নূতন-কিছু-করব' মিশন নিয়ে। দিল্দা কোম্পানীর ব্রেন-ট্রাষ্টীর পদটি যোগাড় করেছেন। বিলাতে,

শুধু বিলাতে কেন সারা য়ুরোপে এখন 'মা হব'-র যুগ, লাখে লাখে ওয়ার বেবী পয়দা হয়েছে, হচ্ছে। ইয়াঙ্কি আর্মির কল্যাণে জাপানেও এযুগ প্রসারিত হয়েছে।

গৌতম। তারপর ?

হাসিয়া কিংশুক বলিল, তারপর ? হাতে কলম চলে এমন কোন unmarried মাদারের দরদী বন্ধু ষ্টাণ্টটা চালিয়েছিলেন গোড়ায় অবিবাহিতা-মাতাদের সোশাল প্রেষ্টিজ একটু বাড়াবার জন্য, the cry has been taken up by others in the world of scribes. প্রস্তরযুগের প্রেগনান্সী কাল্টের, পরবর্তীযুগের ফার্টিলিটি কাল্টের বিংশ শতাব্দীর সংস্করণ আর কি।

গৌতম। এদেশে এটি চালু করবার কি প্রয়োজন ?

কিংশুক। এ প্রশ্ন কে করছে ? য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক খাবলা sewage এখানে জর্ডানের বালি, মানে গঙ্গা মৃত্তিকার মত পবিত্র বস্তু—

প্রসঙ্গ বদলাইয়া কিংশুক বলিল, তারপর শঙ্করদার কোন চিঠিপত্র এল দিল্লী থেকে ?

গৌতম। না। Inter-Asian Relations কনফারেন্স নিয়ে ব্যস্ত আছেন হয়ত। কনফারেন্সের স্পীচগুলো পড়ছ ?

কিংশুক। তুলে রাখছি পড়ব বলে। ষ্টুডেণ্ট'স মিটিংয়ে বক্তৃতা দেবার ডাক এলে যাবার আগে পড়ে নেব। অনেক ভাল ভাল সেণ্টিমেণ্ট অতি উত্তম ভাষায় প্রকাশ করবার সুবিধা হবে অল্প আয়াসে। একটা কথা মনে পড়ল। দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার রিপোর্ট পড়েছেন কাগজে ?

গৌতম। তুমি বোধহয় প্রার্থনা সভায় কোরান থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করবার বিরুদ্ধে আপত্তির কথা বলছ ?

কিংশুক। হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা ছিল এই ব্যাপার হতে পারে। নোয়াখালিতে ব্যর্থতার পরে বিহারে তাঁর বক্তৃতার সুর অনেকের ভাল লাগেনি। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পাঞ্জাবে হাঙ্গামা চলছে, মুসলমানরা অগ্রেসর। প্রার্থনা সভায় কোরান পাঠ অনেকের কাছে a relic of an idealism (Hindu-Muslim unity) which is fast disintegrating.

গৌতম। মহাত্মাজী তাঁর আদর্শ ছাড়বেন কেন ? দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল কিংশুক। তারপর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, যে আদর্শের সব appeal নষ্ট হয়েছে, সে আদর্শ প্রচার করে চললে বিরক্তির কারণ না হয়ে পারে না। শুধু বিরক্তি নয়, আমি ভয় পাচ্ছি—

কথা শেষ না করিয়া কিংশুক আবার চুপ করিল।

গৌতম কোন কথা বলিল না আর। কিংশুকের কথা হইতে মহাত্মাজীর নেতৃত্বের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে এক অজানা আশঙ্কা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল, সবলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল সে। নীরবে কিছুক্ষণ কাটিলে কিংশুক বলিল, এসব কথা থাক এখন। আজ আমার ক্লাস নাই, সংপতির কাছে যাব একবার, তার মাথায় কি একটা স্কীম আছে, আলোচনা করতে চায় আমার সঙ্গে।

॥ দুই ॥

কয়েকদিন পরে স্নান করিবার জন্য উঠিতেছে গৌতম ফোনে শেখর ডাকিলেন, বলিলেন, কলেজে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছ বোধহয়। আচ্ছা, বিরাজবাবুর কোন খবর জানো? জানো না। আজ সন্ধ্যার পরে যাচ্ছি তোমার ওখানে, বাড়ী থেকো।

কিছুদিন আগে বিরাজের এক চিঠিতে তাঁহার স্ত্রীর অসুখের বাড়াবাড়ির খবর পাইয়াছিল গৌতম। শেখরের প্রশ্নে মনে হইল হৈমন্তীদির সম্বন্ধে কোন খবর আছে কি-?

কলেজ হইতে ফিরিতে সেদিন দেরি হইল গৌতমের মিটিংয়ের জন্য। বাড়ী ফিরিয়া হাতমুখ ধুইল। সরস্বতী খাবার লইয়া আসিলেন, বলিলেন, শঙ্করের দেরি হবে দিল্লী থেকে ফিরতে লিখেছে। গৌতম খাইতেছে শেখর আসিলেন। তাঁহাকে উপরে ডাকিয়া পাঠাইলেন সরস্বতী। তাঁহার জন্য মিষ্টি ও ফল আনিলেন, বলিলেন, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গৌতম বলিল, বিরাজদার খবরের কথা কি বলছিলেন শেখর দা।

শেখর। খেয়ে নিয়ে নীচে যাই চল।

নীচে বসিবার ঘরে আসিয়া আরামচেয়ারে বসিলেন শেখর, বলিলেন, বিরাজ বাবুর স্ত্রী কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছেন।

চমকিয়া উঠিল গৌতম, হৈমন্তীদি মারা গিয়েছেন!

হৈমন্তীর জন্য একটা বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল গৌতমের মনে। কমনীয় মূর্তি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, কোমল, মৃদু কণ্ঠ, শান্ত গতিভঙ্গী, প্রথম আলাপের দিনে আলট্রা-ইন্টেলেকচুয়াল বিরাজদার এই কল্যাণী গৃহিণীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুভব করিয়াছিল সে, তিনিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাপ্য স্নেহ ও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাকে।

মনোহরপুকুর রোডের "হৈমন্তী-কুটির"-এর সঙ্গে গৌতমের পরিচয় কলিকাতায় ছাত্র জীবনের গোড়া হইতে। হৈমন্তীর প্রাক্-বিবাহিত জীবনের কথা কিছু শুনিয়াছিল সে। নন-কো আন্দোলনের সময় জেলে গিয়াছিলেন, তারপর কিছুদিন সবরমতী আশ্রমে কাটাইয়াছিলেন। প্রথম আলাপের সময়ে তাঁহাকে শুধু খদ্দরের শাড়িতে দেখিয়াছে সে, প্রত্যহ চরকা কাটিতেন। আলাপের পরে বিরাজ ও হৈমন্তীর প্রায় পরস্পরবিরোধী চরিত্র ষ্টাডি করিয়া আমোদ পাইত সে। ঘোর নাস্তিক, উগ্র ইণ্টেলেকচুয়াল, ক্ষুরধার এনালিটিক বুদ্ধি, গভীর পণ্ডিত গ্রন্থকীট ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপ্রিয় স্বভাবের মানুষ বিরাজদা। হৈমন্তীদি শান্ত, আত্মপ্রতিষ্ঠ, সদা স্নিগ্ধহাসি মুখে, কথা বলেন মৃদুকণ্ঠে, আন্তরিকতার সুর মিশাইয়া। ইণ্টেলেকচুয়ালিজমের তীক্ষ্ণতা, প্রগলভতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের রঙের লেশমাত্র নাই তাহার বাচনে। মাত্র দুইটি বিষয়ে এই দুই বিপরীত-ধর্মী চরিত্রের মিল ছিল, গভীর দেশপ্রীতি এবং হৃদয় ও মতের উদারতা। দুইজনকেই গৌতম শ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিত এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের জন্য।

সেই পুরণো অসুখেই মারা গেলেন হৈমন্তীদি? গৌতম প্রশ্ন করিল।

হাঁ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না শেষের মাস দুই। অনেক কষ্ট পেয়েছেন। মুক্তি পেয়েছেন মারা গিয়ে।

একথা বলছেন কেন শেখরদা? একটু বিস্মিত হইয়া গৌতম প্রশ্ন করিল।

শেখর। জ্ঞান ছিল শেষ পর্যন্ত, নিজের অবস্থা বুঝতে পারতেন। জানো বোধহয় স্ত্রীকে দেখবার জন্য একটি খৃষ্টান ওরাওঁ নার্স রেখেছিলেন বিরাজ বাবু। এই নার্সটির হাতের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি।

একটি বিস্ময়সূচক শব্দ বাহির হইল গৌতমের দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে। বলিল, এ খবর কোথায় পেলেন?

শেখর। স্ত্রীর মৃত্যুর খবর দিয়ে আমাকে রাঁচী থেকে চিঠি লিখেছেন। সেই চিঠিতেই নিজের বর্তমান অবস্থার কথা খানিকটা জানিয়েছেন নিজেই। It is an interesting but painful letter,

পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া গৌতমের হাতে দিলেন, বলিলেন, পড়ো।

দীর্ঘপত্র। বিরাজ লিখিয়াছে, "একটা খবর দিচ্ছি আপনাকে, গৌতমকে জানাবেন। হৈমন্তী মারা গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ছিল, কথা বলতে পারতেন কিন্তু সাধারণতঃ বলতেন না। I am glad there is an end to her sufferings, হাঁ, sufferings কায়িক ও মানসিক। আমার আচরণে তাঁর

মর্মাহত হবার কথা, নব্বই পার্সেণ্ট সাধারণ সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর ব্যভিচারে তাই হয়ে থাকেন। কিন্তু মুখের ভাব, কথা, আচরণ থেকে আমি ধরতে পারিনি কি চিন্তা বা সেন্টিমেণ্ট ক্রিয়া করছিল তাঁর মনে জীবনের শেষের মাস দু'টিতে। যে আবেগহীন, শান্ত ভাব তাঁর সুস্থ অবস্থায় দেখেছি সেই ভাব অটুট ছিল তাঁর রোগ শয্যায় এবং মৃত্যু শয্যায়। She uttered not a single word when on an unexpected impulse I confessed to her my relations with the nurse and shed bitter tears on her pillow. আমার কথা শুনে ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলেন হৈমন্তী।

"তাঁর মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই confession-এর কি প্রয়োজন ছিল, কেন করলাম বুঝতে পারিনি এখনও। স্বামী স্ত্রীরূপে ১৫ বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা কিন্তু হৈমন্তী ভালবাসতে পারেননি আমাকে, প্রথম যৌবনে ভালবেসেছিলেন একজন রিভোল্যুশনারীকে। আমার কাছে এসেছিলেন আমার পীড়াপিড়িতে, কতকটা আশ্রয়ের জন্যও বটে। She always had a lot of respect for me. আমাদের দুইজনের মধ্যে আঁতাত হয়েছিল, প্রেম হয়নি। ভেবেছিলাম যেটুকু পাব ক্ষুধা মিটবে তাইতে। I was mistaken. She denied me nothing but she could not give me what she had not, the ardour of love. প্রেম না থাকলে এই ardour আসে না। কয়েক বৎসর কেটে গেল এইভাবে। তারপর ধীরে ধীরে আমার মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটল। কতকটা unjustifiably বটে I had the feeling of having been cheated, I came to feel that I was only wallowing in mud and I sought to drown this wretched feeling in wine. এই অবস্থায় এসে পৌছেছি হৈমন্তী শয্যা নিলেন। The ugly beast, held back, began to sulk. Then it broke loose from the chain, ran after and jumped greedily at whatever meat came in its way.

"দুটো লাইন ধেবড়ে গেল চোখের জলে। বেচারা হৈমন্তীর জন্য নয়, ইণ্টেলেকচুয়াল বিরাজ সোমের প্রতি গভীর সহানুভূতির চোখের জল। হৈমন্তীকে সে ভালবাসত, যথার্থ সুখী করতে চেয়েছিল তাঁকে। She had an adorable character, a great heart. বিরাজের সঙ্গে তাঁর চুক্তি যথাযথ পালন করেছিলেন হৈমন্তী। All the same poor Biraj came to grief. What was wrong? Who was responsible? এ প্রশ্নের আর বেশী আলোচনা করব না। একটা কথা

বলছি। তাঁর শেষ অসুখের আগে, তখন ভালই ছিলেন। হৈমন্তীর জন্য independent provision এর ব্যবস্থা করেছিলাম। I suggested that if she wanted she might live her own life independently anywhere she liked. এই মুক্তির সুযোগ গ্রহণ করলেন না তিনি। কেন?

"বিরাজ মরতে বসেছিল ঘটনাচক্রের পেষণে; মরেছিলই বলতে হয়। But having deep faith in the inherent honesty of Biraj the intellectual, I wished not to allow him to die. ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য লাভ করছে সে। দেহ ও বুদ্ধিকে partition করছে সে। দেহের দোষে বুদ্ধি মরবে কেন? দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও নাশ প্রাকৃতিক কারণে, প্রাণী জগতের ক্ষুদ্রতম কীটের সঙ্গে মানুষ এক আইনের অধীন দেহের দিক দিয়ে। বুদ্ধি দেহাতীত, অবিনশ্বর।

গৌতমকে বলবেন রাঁচীতে স্থায়ীভাবে বাস করব স্থির করেছি। আমার দেহের খবরদারি করবার ভার নিয়েছে ওরাওঁ নার্সটি; তাকে বিয়েও করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে।* মনোহরপুকুরের বাড়ী থেকে লাইব্রেরীটা সরিয়ে এনে বাড়ীটা বিক্রি করে দেব ভাবছি।"

শেখরের সম্মুখে চেয়ারের হাতলের উপরে চিঠিখানা রাখিয়া গৌতম বলিল, দু'টো নিশ্চিত খবর পেলাম, হৈমন্তীদি মারা গিয়াছেন, বিরাজ দা কলকাতার বাস তুলে দিলেন। চিঠির বাকীটা ফালতু।

গৌতমের মুখের দিকে চাহিয়া শেখর বলিল, একথা থাক এখন, একটা জবাব দিতে হবে বিরাজ বাবুকে। তুমি কিছু লিখবে?

কি ভাবিতেছিল গৌতম, বলিল, লিখব হয়ত। চিঠিখানা দু'একদিন আমার কাছে রাখতে পারবেন? ভাববার মত কিছু আছে চিঠিতে মনে হচ্ছে?

শেখর। রাখো। তোমার দেখা শেষ হলে পাঠিয়ে দিয়ো। জবাব একটা দিতে হবে।

কিছুক্ষণ অন্য কথাবার্তার পরে সরস্বতী ও গৌতমের কাছে বিদায় লইলেন শেখর।

॥ তিন ॥

শঙ্করের চিঠি আসিল দিল্লী হইতে।

তাহার মাতা সরস্বতীকে শঙ্কর লিখিয়াছিল ফিরিতে দেরি হইবে। গৌতমকে লিখিয়াছে অফিসের উপদেশ হইতে বুঝিতেছে আপাততঃ তাহাকে দিল্লীতে থাকিতে

হইবে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশের অবস্থা দেখিয়া দ্রুত গতিতে চলিতেছেন, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে ঘন ঘন। অর্থাৎ টেম্পো বাড়িয়াছে। অতএব দিল্লী হইতে কলিকাতা ফিরিবার কথা ভাবিয়ো না এখন।

তারপর লিখিয়াছে, টেম্পো বেড়েছে সন্দেহ নাই। সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের কয়েকটি জেলায় এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সবগুলি জেলায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার চলছে, পাটনা, গয়া মুঙ্গেরের হাঙ্গামা এই দলবদ্ধ গুণ্ডামি ও অত্যাচারের কাছে অতি সামান্য ব্যাপার। পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে এর কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

দাঙ্গা দমন করবার জন্য সকল সরকারী উদ্যম নাকি ব্যর্থ হয়েছে। সরকারী মহলে এই কথাই বলা হচ্ছে পুনঃ পুনঃ। এদিকে পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলের হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি নাশ, হিন্দুনারীর ওপর পৈশাচিক অত্যাচার সম্পর্কে সরকারী মহল খালি নিষ্ক্রিয় নয় দলবদ্ধ ভাবে হিন্দুনিধন ও হিন্দু বিতাড়নের পশ্চাতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের উসকানি এবং সক্রিয় সমর্থন রয়েছে, এই অভিযোগ করা হয়েছে।

এ বড় ভয়ানক অভিযোগ। সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের দাঙ্গা দমন করবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তারা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করেও উত্তর পাচ্ছেন না কেউ, স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের সভ্য সর্দার প্যাটেল আপনাকে অসহায় মনে করছেন এ ব্যাপারে। দলবদ্ধ আক্রমণে হিন্দু উৎসাদনের, গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংসের, নারীদের ওপর বর্বর অত্যাচারের অভিযোগ ও করুণ কাহিনী নানা সূত্রে এসে জমা হচ্ছে তাঁর দপ্তরে।

নানা ভাবে জিন্না সাহেবকে তুষিয়ে পুষিয়ে শান্তির জন্য এক আবেদনে স্বাক্ষর করতে রাজি করেছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। মহাত্মাজীও স্বাক্ষর করেছেন এই আবেদনে। দু'একদিনের মধ্যে এই আবেদন কাগজে বের হবে।

কেউ কেউ বলছেন এই জয়েণ্ট আবেদন ১নং মাউণ্টবেটনী স্টাণ্ট। দেশের লোক শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ, সৈন্যদল, কর্মচারী পোষণ করছে, নিজেদের কর্তব্য না করে এরা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। জেলা অফিসারদের নামে অতি গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে। এদের কাউকে একটি কথা বলা হল না, কাউকে সসপেণ্ড বা ট্রান্সফার করা হল না, কারো কৈফিয়ৎ তলব করা হল না। জয়েণ্ট আবেদনের কবচ দেশের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে শান্তি আনতে চান লর্ড মাউণ্টব্যাটেন? এদেশের সব লোক কি অপোগণ্ডবয়স্ক?

এখানকার ছোট বড়, সরকারী, বে-সরকারী হিন্দুমহলের কথা there is British conspiracy behind the riots. Wavell-Jenkins-Ismay-Abell চক্রের কথা আগে শোনা গিয়েছে। কোন কোন মহলের অভিযোগ, "The disturbances in the Panjab were carefully planned and were part of the conspiracy to install the Muslims power as a step towards the final installation of Pakistan. Among the participatots in this conspiracy are Governor Jenkins and his British colleagues. In districts where rioting broke out were precisely the districts ruled by British officers" সিন্ধুতে আল্লা বকশ মন্ত্রীসভা বিতাড়নের জন্য যা করা হয়েছিল পাঞ্জাব লীগের হাতে দেবার জন্য ওয়াভেল ও জেঙ্কিন্স তাই করেছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে লণ্ডনে কোন কোন মহলে জোর গুজব টোরীদল এদেশে দাঙ্গা চালাবার জন্য রি-একশনারীদলকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে আসছেন।

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ শেষ করিয়া শঙ্কর তাহার মার্ণ্টি-মিলিওনেয়ার ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট আলাপী জয়পুরিয়ার খবর দিয়াছে। লিখিয়াছে, সরকারী মহলে ইনি জে. ডি. নামে পরিচিত। সেক্রেটারিয়েট থেকে ভাইসরিগাল হাউজ পর্যন্ত এঁর অবারিত গতি। আবার কংগ্রেসী হাইকম্যাণ্ড এঁর হাত ধরা। মহাত্মাজীর নৈষ্ঠিক ভক্ত, প্রায়ই হরিজন কলোনীতে তাঁর কাছে যান। এঁর গৃহে বড় বড় রাষ্ট্রের কন্সাল প্রভৃতি, সেক্রেটারিয়েটের বিভাগীয় কর্তারা আসেন, টপ নেতারা আসেন, বিজনেস ম্যাগনেটরা আসেন, সোসাইটি লেডীরা আসেন।

এঁর আরেকটা দিক আছে, সংস্কৃতি প্রীতি। রোটাক রোডের ওপর এঁর এক বাগান বাড়ীতে প্রাইভেট রঙ্গমঞ্চ আছে। Relax করবার ইচ্ছা হলে এখানে নাচ গানের আয়োজন করেন। একটি ছোটখাট আন্তর্জাতিক হারেমও নাকি সেখানে আছে শোনা যায়। এই বাগান বাড়ীর ভার মিসেস সেনের হাতে। হারেমে যে সব raw recruit আসে তাদের গড়ে পিটে তোলবার ভারও নাকি তাঁর হাতে। এঁর বাড়ীর মেয়েরা শিক্ষিতা, মডার্ণ। বাঙালী মেয়েদের মত শাড়ি পরেন, পাঞ্জাবী সোসাইটি মেয়েদের মত বিউটি কালচর করেন। বিরাট রোলস রয়েসে চড়ে জে. ডি. নিয়মিতভাবে মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হন বাড়ীর দু'চারটি মেয়েদের নিয়ে। মহাত্মাজীর প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রার্থনা সভার শেষে জে. ডি, কয়েকদিন আমাকে ডেকে আলাপ করেছেন, তাঁর বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন একদিন। আর কেউ নিমন্ত্রিত ছিল না সেদিন। চা খেতে খেতে আলাপ চলল। দেখলাম জে. ডি. খুব অমায়িক, সদালাপী ব্যক্তি, সুরসিক, সুশিক্ষিত, মতবাদে বেশ এনলাইটেণ্ড। এদিকে খুব ধর্মনিষ্ঠ। রাজনীতি বাদ দিয়ে আলাপ চলছিল। কথায় কথায় বাংলার শরণার্থী সমস্যা উঠল। জে. ডি. বললেন তাঁর সাধ্যমত কিছু করবার চেষ্টা করছেন এ সম্বন্ধে। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র লক্ষ্মীদাস কয়েকটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেণ্টার করেছেন বাঙালী শরণার্থীদের জন্য, অনেক টাকা খরচ হচ্ছে। কলকাতায় গিয়ে তার কাজ দেখবেন, কাগজে কিছু লিখবেন ভাল জিনিস দেখতে পেলে। আমি জানালাম সে কথা শুনেছি, নিজের চোখে সেণ্টারের কাজ দেখবার সুযোগ হয়নি বলে লিখতে পারিনি।

জে. ডি বললেন, আচ্ছা, আমি তাকে লিখব আপনাকে নিমন্ত্রণ করবে কাজ দেখবার জন্য। এখানে আমার তত্ত্বাবধানে কিছু কাজ হচ্ছে, সুযোগ মত একদিন দেখাতে নিয়ে যাব আপনাকে। সিন্ধু, সীমান্ত অঞ্চল, পশ্চিম পাঞ্জাব থেকেও প্রচুর শরণার্থী আসছে। The refugee problem will become a big problem for us, আপনি খবরের কাগজের লোক, অবস্থা বুঝতে পারছেন তো।

এরপর রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উঠল। খুব সংযত ভাষায় গভর্ণমেণ্টের 'সোসিয়ালিষ্টিক ফ্যাডস' সম্বন্ধে, অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু বললেন, যুক্তির চেয়ে হিউমার বেশী কথায়। একঘণ্টা পরে যখন বিদায় নিলাম জে, ডির একজন এডমায়ারার বনে গিয়েছি আমি। একটা কথা বলা হয়নি। জাতভাই অন্য বহু শেঠজীদের মত মেদবহুল, স্ফীতোদর বপু নয় জে,ডি,র, মানানসই সুদর্শন চেহারা, যেমন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবীতে তেমনি ইংরাজি পোশাকে মানায়।

চিঠি পড়া শেষ হইলে গৌতমের মনে প্রশ্ন উঠিল, এই জে. ডি.র কথা এতখানি লিখিয়াছেন কেন শঙ্করদা ?

কিংশুক বাড়ী ফিরিলে শঙ্করের চিঠিখানি তাহাকে পড়িতে দিল গৌতম। চিঠি পড়িয়া কিংশুক বলিল, জে, ডি, সম্পর্কে কিছু খবর শঙ্করদা চেপে রেখেছেন মনে হচ্ছে। এঁর গুণধর ভাইপো লক্ষ্মীদাসকে দীপশিখা সংঘের অনুষ্ঠানে সেদিন নেতৃত্ব করতে দেখেছেন আপনি। মনে হচ্ছে বড় শেঠজীর হারেমে raw recruit কিছু কিছু সংগ্রহ হয় ছোট শেঠজীর তথাকথিত ট্রেনিং সেণ্টার থেকে।

॥ চার ॥

কয়েকদিন পরে।

কলেজের ছুটির পরে অধ্যক্ষের ঘরে গৌতমের সঙ্গে লেবরেটরী সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল।

আলোচনা শেষ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিল গৌতম। ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, বেয়ারাকে এক গ্লাস জল দিতে বলিল। জল খাইয়া চেয়ারে বসিল খুচরা কাজগুলি শেষ করিবার জন্য। কাজ শেষ হইল এবার উঠিবে ভাবিতেছে মনে পড়িল বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়ে একখানি চিঠি দিয়াছিল ভৃত্য, দেখিবার সময় হয় নাই। পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিল। হাতের লেখা দেখিয়া চিনিল পিনাকীর পত্র।

পিনাকী এখন গোবিন্দপুরে। পলাশডাঙা আশ্রমে কিছুদিন ছিল নোয়াখালি হইতে ফিরিবার পরে, তারপর গোবিন্দপুরে গিয়াছে। যাইবার সময়ে জানাইয়াছিল যোগেন্দ্রবাবুর অসুখ, লতা যাইতে লিখিয়াছে।

খাম খুলিয়া পড়িতে লাগিলল গৌতম। কয়েক লাইন পড়িয়া সর্পদংশিতের মত হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যন্ত্রণা-সূচক শব্দ বাহির হইল মুখ হইতে। পিনাকী লিখিয়াছে যোগেন্দ্রবাবু মারা গিয়াছেন।

চেয়ারে বসিয়া দুই হাতের উপরে মাথা রাখিল গৌতম। মহাত্মা গান্ধীর গ্রামোন্নয়ন আদর্শের একনিষ্ঠ সাধক, সৌম্যদর্শন, সর্বজনের শ্রদ্ধাভাজন, নিরলস, আদর্শকর্মী যোগেন্দ্রদা চলিয়া গেলেন। স্বামীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পুষ্পদি কেমন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন? দুই চোখ জ্বালা করিয়া উঠিল।

গৃহে পৌছিয়া সরস্বতীকে যোগেন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ জানাইল গৌতম।

চোখের জল মুছিতে মুছিতে যোগেন্দ্রের সহিত তাহাদের পরিবারের সম্পর্কের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন সরস্বতী। কত বৎসরের কথা, যোগেন্দ্র রাজনগরের স্কুলের মাষ্টার হইয়া আসিয়াছিল। স্বভাবগুণে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিল। তাহার স্বর্গীয় পিতা, গৌতমের পিতা অতিশয় স্নেহ করিতেন যোগেন্দ্রকে। বড় দাদা দেবানন্দ খুব ভালবাসিতেন তাহাকে। মামাতো ভাইয়ের মেয়ে পুষ্পের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন তাহার। তারপর বলিলেন, দেশের অবস্থা ভাল নয়। বয়স্থা দু'টি

মেয়ে, মণিমালা ও লতা তাহার ঘাড়ে, দু'টি নাবালক ছেলেও আছে, আশ্রমে প্রতিপালিতা অনাথাও আছে ক'টি। বিষয় সম্পত্তি ভালই আছে, কিন্তু দেখবে কে?

গৌতমের মনেও এইসব চিন্তা উঠিয়াছিল। বলিল, পিনাকীদা আছেন ওখানে, আশ্রমে আরও লোকজন আছে। আমি ভাবছি শ্রাদ্ধের সময় একবার ঘুরে আসব গোবিন্দপুর থেকে।

সরস্বতী বসিলেন, তাই যাস। তোকে দেখলে একটু ভরসা পাবে পুষ্প।

কিংশুক বাড়ী ফিরিবার পরে সব শুনিল গৌতমের মুখে। বলিল, আর কয়েক-দিন পরে কলেজ বন্ধ হচ্ছে, সময়ের অভাব হবে না আপনার। ভেবে চিন্তে, সকলে মিলে পরামর্শ করে কাজ করবার অবকাশ পাবেন। যতদূর মনে হয় আপাততঃ নূতন গোলমাল হবে না বাংলায়। তাড়াহুড়ো করে কিছু করবার দরকার নাই।

তারপর বলিল, নোয়াখালিতে দেখা যাচ্ছে উপদ্রব শান্ত হওয়া দূরে থাক বেড়ে যাচ্ছে। গান্ধীজীর কাছে তারের পর তার যাচ্ছে শুনলাম। তিনি লীগদলের প্রধান মন্ত্রীকে এইসব তারের নকল পাঠিয়ে প্রতিবিধান করবার জন্য লিখছেন। দিল্লীর খবর প্রতিবিধান না হলে আবার তিনি নোয়াখালি যাবেন।

গৌতম অন্য কথা ভাবিতেছিল। পুষ্পদি ও তাঁহার ছেলেমেয়েদের পলাশডাঙা আশ্রমে আনিলে কেমন হয়? পুষ্পদি কি রাজি হইবেন? লতার জন্য ভাবনা নাই, পিনাকীদা যাহা ভাল বোঝেন করিবেন, লতা এখন আর আগের মত নিরাশ্রয়া নয়।

কলেজ বন্ধ হইবার কয়েক দিন পরে গৌতম গোবিন্দপুর রওনা হইল। কিংশুক ষ্টেশনে আসিয়াছিল। তাহার কাছে গৌতম শুনিল বিহার হইতে দিল্লীতে গিয়াছেন গান্ধীজী। সোদপুর খাদি আশ্রমে খবর আসিয়াছে তাঁহার বাংলায় আসিবার সম্ভাবনা আছে।

গোবিন্দপুর

গোবিন্দপুরে পৌছিবার পরে যোগেন্দ্রের শোক নূতন করিয়া জাগিল গৌতমের মনে। খাদি আশ্রমের ভবিষ্যতের কথাও মনে উঠিল। সে দেখিল আশ্রমের পরিচালনা ভার, এক কথায় সব ব্যবস্থারই ভার, স্বাভাবিকভাবে পিনাকীদার কাঁধে পড়িয়াছে।

যোগেন্দ্রের শ্রাদ্ধ মিটিবার পরে খাদি আশ্রমের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথা হইল গৌতমের সঙ্গে। পিনাকী বলিল, আপাততঃ পলাশডাঙা ফিরছি না আমি, সেখানে কর্মীর অভাব নাই। এখানে যোগেন্দ্রবাবুর এত বড় কাজ বন্ধ না হয়ে যায়

দেখতে হবে। মুসলমানদের মধ্যে একদলের সমর্থন আছে এই কাজে, যথা সম্ভব সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তারা।

বলাবাহুল্য পিনাকীর এই সিদ্ধান্তে আনন্দিত হইল গৌতম। সে খবর লইয়াছে মাঝে মাঝে বিল অঞ্চল হইতে অশান্তির সংবাদ আগে, গুজবও শোনা যায়, কিন্তু গোবিন্দপুরের সাধারণ অবস্থা এখন অনেকটা ঠাণ্ডা। হিন্দুদের মধ্যে পয়সা-কড়িওয়ালা কিছু লোক চলিয়া গিয়াছে কিন্তু বাড়ীঘর বন্ধ বা বিক্রয় করিয়া যায় নাই, বাড়ীতে কেহ না কেহ রহিয়াছে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে এক সময়ে পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে হইতে পারে এ আশঙ্কা হিন্দুদের মনে রহিয়াছে এবং ধীরে ধীরে, জানাজানি না করিয়া সেদিনের জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা চলিতেছে তাহাদের মধ্যে।

পুষ্প জানাইলেন লতা, মণিমালা ও দুই ছেলেকে এখনই স্থানান্তর করা অনাবশ্যক। বলিলেন, পিনাকী সব ভার নেয়াতে আমার সাহস বেড়েছে। আর কিছুদিন দেখা যাক।

গৌতম বলিল, যখন আবশ্যক মনে হবে নিঃসঙ্কোচে সবাইকে কলকাতায় পাঠাবেন।

একটা জিনিস এই কয়দিনে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার অবসর পাইল গৌতম। লতার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অনেকখানি। তাহার দেহে আগের দিনের বিলম্বিত পরিণতির কারুণ্য ও মাধুর্য আর নাই, চলিবার ভঙ্গীতে সে সলজ্জ, সনম্র মৃদুলতা নাই, কোরকিত কৈশোর অতিক্রম করিয়া পুষ্পিত যৌবনে পৌছিয়াছে লতা।

দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে মনের পরিবর্তনেরও আভাস পাওয়া যায়। ব্যবহারের পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট হইয়া গৌতমের চোখে পড়িল। আগের দিনের কথা ভুলিয়াছে সে, যে সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল নিঃসংশয়ে তাহাও ভুলিয়াছে। গৌতমকে এড়াইবার চেষ্টা নাই, দৃষ্টিভূত হইবার চেষ্টাও নাই লতার, আত্মীয় পরিজনের মত নিঃসঙ্কোচ, স্বচ্ছন্দ ব্যবহার তাহার। বিস্ময় বা ব্যথা জাগিল না গৌতমের মনে। এই পরিবর্তন যে ঘটিবে লতার সে যেন জানিত। গৌতমের নিজের মনে তো পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আগের দিনের বেদনা ও করুণাবোধ গিয়াছিল, মধুর, করুণ একটি স্মৃতি, দৈনন্দিন জীবনের পথের পাশে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, তরুলতার স্নিগ্ধ ছায়াতলে লব্ধ, ক্ষণিকের একটি অভিজ্ঞতার স্মৃতিরূপে কিশোরী লতার কাহিনী পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহার মনে। লতাকে দেখিয়া তাহার

মধ্যে নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিল গৌতম, মনে হইল আরও পরিবর্তন ঘটিবে লতার।

পুষ্পদির মেয়ে মণিমালাও বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে। লতার মত শ্যামা নয় সে, মায়ের মত গৌরবর্ণা। পিতৃশোকে বিষণ্ণ, গম্ভীর মণিকে কাছে ডাকিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতে তাহার দুই চোখ ছাপিয়া জল নামিল। চোখের জলের মধ্য দিয়া গৌতমের দিকে চাহিয়া সে রুদ্ধস্বরে বলিল, মা মণির কি হবে, অপু তপুর কি হবে মামাবাবু? বাবু অসময়ে চলে গেলেন। নিজের কথা বলিল না সে। তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিল গৌতম। একটা কথা মনে হইল তাহার। এত শোক, এত ব্যস্ততার মধ্যেও পুষ্পদি মণিমালার বিয়ের কথা বলিয়াছেন, দেশের অবস্থা বিবেচনায় এই বয়স্থা, সুন্দরী মেয়েকে লইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা জানাইয়াছেন। মণির পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে গৌতম প্রশ্ন করিল, এখন নয়, আর কিছুদিন পরে আমার কাছে গিয়ে থাকতে পারবে মণি?

মাথা নত করিয়া মণি বলিল, পারব, মা মণি যদি বলেন।

পূর্ব পরিচিত খাদি আশ্রমের কর্মীদের মধ্যে বিনয়ের সঙ্গে নূতন করিয়া আলাপ হইল। কর্মী, উৎসাহী যুবক বিনয়, গৌতমের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। নিজের জীবনের কথা বলিল বিনয়। তাহারা তিন পুরুষ মধ্যপ্রদেশের অধিবাসী। তাহার পিতামহ রায়পুর জেলায় উকিল ছিলেন, সেখানে বাড়ীঘর, বিষয়সম্পত্তি করিয়াছেন। তাহার পিতাও উকিল ছিলেন, মারা গিয়াছেন। বি. এস. সি. পড়িবার সময়ে বিনয় '৪২শের বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, জেলও খাটিয়াছে। তাহার মাতুলালয় পঞ্চক্রোশী। বৃদ্ধা দিদিমাকে দেখিবার জন্য মাতাকে লইয়া পঞ্চক্রোশী আসিয়াছিল সে। সেখানে যোগেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হয়। আশ্রমের কাজ দেখিয়া এখানে থাকিবার সঙ্কল্প করে সে এবং মাতাকে রায়পুরে রাখিয়া ফিরিয়া আসে আশ্রমে। সেই সময় হইতে আশ্রমের কাজ করিতেছে।

বলিল, আমার উদ্দেশ্য ছিল এখানে কাজ শিখে রায়পুরে ফিরে নিজের কাজের পত্তন করব, শিল্পশালা ও কৃষিশালা খুলব। আশ্রম গড়ব না, সে যোগ্যতা আমার নাই। জীবিকা অর্জনের জন্য এই কাজ করব। অনেক জমি আছে কিনা আমাদের। কাজ শেখা হয়েছে। মা চিঠির পর চিঠি লিখছেন কিন্তু গুরুদেব, তাঁর পরিবারের সবাইকে ছেড়ে যেতে পারছিনা। মায়ায় আবদ্ধ হয়েছি আর কি।

এই বলিয়া একটু হাসিল সে। তারপর বলিল, গুরুদেব অসুস্থ হয়ে পড়লে যাবার কল্পনা একরকম ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর পিনাকীবাবু আসলেন, সব

ভার নিচ্ছেন তিনি। এবার আমার ছুটি। মাকে লিখেছি দু'এক মাসের মধ্যে ফিরছি।

গৌতম বলিল, আপনার শিল্পশালা ও কৃষিশালার কাজ চালু হলে খবর দেবেন দেখে আসব। ওদিকটা যাইনি কখনও।

বিনয় বলিল, সত্যি যাবেন? নিমন্ত্রণ করে রাখছি এখন থেকে। কাজ চালু হতে বছর খানেক লাগবে

গোবিন্দপুর হইতে গৌতমের রওনা হইবার সময়ে বিনয় নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিল তাহাকে। ইতিমধ্যে পুষ্পের দুই একটি কথা হইতে বিনয়ের সম্বন্ধে আরও কিছু খবর পাইয়াছিল সে। এই খবর পাইবার পরে লতার দিকে ভাল করিয়া চাহিল সে। মনে হইল সত্যই লতার মধ্যে নূতন প্রাণের স্পন্দন চলিতেছে।

বিদায়ের সময়ে মণি, তপু, অপুর মত লতাও প্রণাম করিল তাহাকে। গৌতম লতাকে আশীর্বাদ করিল, সুখী হও লতা। চমকিত দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল লতা।

॥ পাঁচ ॥

কলিকাতা

মে, ১৯৪৭

নোয়াখালির কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া বিহারে গিয়াছিলেন মহাত্মাজী। ইতিমধ্যে ভাইরিগেল হাউজের অধিবাসীর পরিবর্তন হইয়াছিল। নূতন অধিবাসী লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও লীগকর্তাদের লইয়া আসর জমাইয়াছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর নাগাল পাইতেছিলেন না। ইণ্টার-এশিয়ান রিলেসনস্ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে তাঁহাকে পাটনা হইতে দিল্লীতে আনিবার সুযোগ মিলিল। উভয়ের মধ্যে আলাপান্তে গান্ধীজী ভাইসরয়কে বলিলেন, দিল্লীতে আমি আপনার বন্দী। শুনিয়া সকলে ভাবিলেন মহাত্মাজীর কি অতুলনীয় ভদ্রতা! সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্তে এক তরফা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিতেছিল, ভাইসরয়ের উপদেশে জিন্না সাহেবের সঙ্গে জয়েণ্ট আপিলে স্বাক্ষর দিলেন মহাত্মাজী। পাটনায় ফিরিলেন, কিন্তু থাকিতে পারিলেন না, আবার দিল্লীতে ছুটিতে হইল তাঁহাকে।

দাঙ্গা ভয়াবহ আকারে ছড়াইয়া পড়িতেছিল সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তে। যৌথ আবেদনে কোন ফল হইল না। গান্ধীজী বলিলেন, যৌথ আবেদনের ব্যর্থতা ভাইসরয় এবং জিন্না সাহেবের পক্ষে সম্মান হানিকর। আবেদনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগ চিরতরে বন্ধ করিতে হইবে জিন্নাসাহেব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগামীদল তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করে না একথা জিন্নাসাহেব বলিতে পারেন না, তাঁহার নেতৃত্বের দাবি তাহা হইলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। "Where was the authority of the Leauge if the Muslims resorted to violence for gaining the political aim which was summed up in the word Pakistan?" হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজী বলিলেন, was Pakistan to be seized by terrorism such as they seemed to be witnessing in the Frontier Province, in the Panjab, in Sind and elsewhere? দাঙ্গার ভয়াবহতায় বিচলিত হইয়া কি উপায়ে প্রতিবিধান সম্ভব আলোচনা করিবার জন্য উপযাচক হইয়া জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন গান্ধীজী। দীর্ঘ আলোচনার পরেও প্রতিবিধানের কোন সূত্র মিলিল না।

ইতিমধ্যে দেশবিভাগের কথা শোনা যাইতে লাগিল বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলগুলি হইতে। লীগ তরফ হইতে বলা হইল দেশ বিভাগ স্বীকার করিয়া লইলে দাঙ্গার হেতু থাকিবে না, non-Muslims in the Muslim majority Province would be put on absolute equality with the Muslims. গান্ধীজী বলিলেন, এ আশা অসম্ভব স্বপ্ন। 'If the Muslims were taught otherwise while Pakistan was not established they could not be expected to behave better after Pakistan had become a settled fact? বলিলেন, দেশবিভাগ হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে সমানভাবে অনিষ্টকর হইবে। If the Panjab and Bengal today are the hall mark of Pakistan then it can never exist.

বাংলায় নোয়াখালি হইতে দুঃসংবাদের পরে দুঃসংবাদ আসিতেছিল। লুট, নরহত্যা, অগ্নিপ্রদান সম্পর্কিত ৫০০ মোকদ্দমায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবের অজুহাতে আসামীদের খালাস দেওয়া হইয়াছিল, পলাতক ও অপরাধী ব্যক্তিরা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতেছিল। হিন্দুদের জমি চাষ করিতে বাধা দেওয়া হইতেছিল। চুরি, ডাকাতি, ঘরে ও খড়ের গাদায় আগুন দেওয়ার ঘটনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল।

একজন সংবাদদাতাকে (M. L. A.) গান্ধীজী লিখিলেন, "If what you say is true clear case for exodus or perishing in the flames of madness and fanaticism." গান্ধী ক্যাম্পগুলির স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া সাহায্য কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। লীগদলের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পত্র ব্যবহারের ফল সন্তোষজনক মনে না হওয়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য গান্ধীজী বাংলায় আসা আবশ্যক মনে করিয়া দিল্লী ত্যাগ করিলেন।

দিল্লীতে ভাইসরয়ের সঙ্গে গান্ধীজীর দেশবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। আলোচনা শেষ হইবার পূর্বে তিনি বাংলায় রওনা হইলেন। রেলে ভ্রমণকালের অবসরে ভাইসরয়কে নিজের সুচিন্তিত বক্তব্য জানাইয়া পত্র পাঠাইলেন। পত্রে লিখিলেন, "It would be a blunder of first magnitude for the British to be party in anyway whatsoever to the divison of India. If it has to come let it come after the British withdrawal, as a result of understanding between the parties or an armed conflict which according to Qaid-e-Azam is taboo." জিন্নাসাহেবের সঙ্গে আলোচনাকালে দেশবিভাগের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই পত্রে ইহাও জানাইলেন।

মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ায় যখন তিনি বাংলায় পৌছিলেন পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবি উঠিয়াছে তখন।

গোবিন্দপুর হইতে গৌতম যে দিন কলিকাতায় ফিরিল তাহার দুই দিন পরে গান্ধীজী সোদপুর হইতে বিহারে প্রস্থান করিলেন। কিংশুক নিয়মিতভাবে সোদপুরে যাইত, কোন কোন দিন সেখানে থাকিত। গৌতম ফিরিয়া লক্ষ্মী-আবাসে তাহাকে দেখিতে পাইল না, মহাত্মাজী চলিয়া গেলে সে ফিরিল। তাহার মুখে বিস্তারিত খবর পাইল গৌতম। কিংশুকের ফিরিবার খবর পাইয়া প্রসাদও লক্ষ্মী-আবাসে উপস্থিত হইল, মহাত্মাজীও নেতাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ফলাফল জানিবার জন্য।

United Sovereign Bengal-এর কথা উঠিল। কিংশুক বলিল, যাঁরা এই প্রস্তাবের সম্বন্ধে মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলার লীগ-দলের মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন। দেশবিভাগের বিরোধী মহাত্মাজীর সমর্থন লাভের অভিপ্রায়ে কয়েকবার সোদপুরে গিয়েছিলেন তিনি।

প্রসাদ। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কারো কাছে আর গোপন নাই। পাঞ্জাব ও

বাংলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, দাবি উঠেছে ভারত বিভাগ হলে পাঞ্জাব ও বাংলাও ভাগ হবে। সেই দাবির প্রতিরোধ করবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দল উঠে পড়ে লেগেছে।

গৌতম। যতদূর মনে পড়ে ক্যাবিনেট মিশনের হোয়াইট পেপারে এ দাবি উঠতে পারে, এবং উঠলে তা অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না ইঙ্গিত ছিল।

কিংশুক। তা ছিল। গান্ধীজী মনে করেন United Sovereign Bengal-এর দাবি প্রবল হলে লীগের দু'জাতের থিওরী মার খাবে এবং ভারত বিভাগের দাবি বানচাল হতে পারে। তাই ধৈর্য ধরে এই প্রস্তাবের কর্তাদের বক্তব্য শুনেছেন।

প্রসাদ। জিন্না সাহেবের সাহায্যকারী টোরীদল, ওয়াভেল সাহেবের বিশ্বস্ত অনুচরদল ও ইংরাজ আমলারা মিলে উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ করে এনেছে দেশে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়ে, ধ্বংসের আগুন জ্বেলে। গান্ধীজী পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন দেশের বহুলোকে বিশ্বাস করে দেশে যে দাঙ্গা চলছে তার পিছনে ভারতের ব্রিটিশ কর্মচারীদের হাত আছে। সর্দার প্যাটেল অভিযোগ করেছেন ভাইসরয়ের (লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের) পক্ষে নিজের হাতে ক্ষমতা রেখে দিয়ে সিন্ধু, সীমান্ত, পাঞ্জাবের দাঙ্গা সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার অর্থ দেশকে গৃহযুদ্ধের পথে এগিয়ে দেয়া, "If the Viceroy stood out there would be peace in the country within a week." দাঙ্গার হিংস্রতা দেখে হিন্দুদের মধ্যে দেশবিভাগের কথা উঠেছে।

কিংশুক। এ কথা ঠিক যে কলকাতায়, নোয়াখালি ও কুমিল্লায় দাঙ্গার বীভৎস হিংস্রতা দেখে বাংলার হিন্দুদের মনে বাংলা বিভাগের কথা উঠেছে।

প্রসাদ। উন্মাদ প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় হিসাবে হিন্দুদের মনে এ কথা উঠেছে। সাধারণ হিন্দুরা বুঝতে পেরেছেন ধাপে ধাপে প্রশ্রয় দিয়ে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সমস্যা সমাধানে জিন্না সাহেবের হাতে ভেটোর ক্ষমতা দিয়ে, লীগকে সক্রিয় সাহায্য দিয়ে এই chain of riots ঘটানো হচ্ছে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য অতিষ্ঠ, উৎপীড়িত, frustrated হিন্দু জনসাধারণের মনে প্রতিকারের ও উদ্ধার পাওয়ার উপায় হিসাবে দেশবিভাগের অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি করা। হিন্দুদের উপলব্ধি হয়েছে যে armed conflict বা দেশবিভাগ মেনে নেয়া ছাড়া জীবন, ধনসম্পত্তি রক্ষার, শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে বাস করবার আর কোন রাস্তা খোলা নাই। সশস্ত্র সংঘর্ষের আইডিয়া কংগ্রেসের কাছে taboo. আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে কংগ্রেস বা হিন্দুদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র সংঘর্ষের

কথা প্রচার করা আরম্ভ হলে, সে জন্য কোন প্রস্তুতির লক্ষণ দেখা গেলে ভাইসরয়ের তথাকথিত নিরপেক্ষতা কর্পূরের মত উবে যাবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং জিন্না সাহেবের পক্ষে ভারি সুবিধার ব্যাপার হয়েছে কংগ্রেসের নন-ভায়োলেন্স ক্রীড। ভারত বিভাগ করবার জন্য দেশের বুকে ব্রিটিশ সাহায্য-পুষ্ট লীগ ফ্যানাটিকদের উন্মত্ত হিংস্রতার ফ্রাঙ্কেষ্টাইন ছেড়ে দিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখে peaceful transfer of power-এর বুলি যেমন মিথ্যা ভাঁওতা, এটলী সাহেব কর্তৃক ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে কংগ্রেসের মুখে moral victory of non-violence-এর বুলি তেমনি বাজে ভাঁওতা। Moral victory of non-violence! ছোঃ!

সর্বদা শান্তস্বভাব প্রসাদের উত্তেজনা দেখিয়া গৌতম ও কিংশুক বিস্মিতভাবে চাহিল তাহার প্রতি।

কিছুক্ষণের জন্য নীরব রহিল তিনজন। সিগারেট ধরাইল প্রসাদ। কয়েকবার টান দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, য়ুনাইটেড সভরেইন বেঙ্গলের কত সুবিধা হিন্দুদের বোঝাতে চান লীগদলের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু নির্বোধ হিন্দুরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে চায় না বলে গান্ধীজীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তিনি, তাই না কিংশুক?

তাহার কথার ভঙ্গীতে হাসিয়া কিংশুক বলিল, হাঁ।

প্রসাদ। কি জবাব দিলেন গান্ধীজী?

কিংশুক। বললেন তোমার কীর্তির রথ যে ভাবে চালিয়েছ বাংলায় হিন্দুরা কি তা ভুলতে পারে? সত্যিই যদি তুমি হিন্দুদের তোমার কথা শোনাতে চাও এসো আমরা দু'জনে এক বাড়ীতে কিছুদিন বাস করি। আমি তোমার অবৈতনিক সেক্রেটারীর কাজ করে দেব। হিন্দুরা অন্তত ধৈর্য ধরে তোমার বক্তব্য শোনে সে ব্যবস্থা করব আমি।

গৌতম। রাজি হলেন মুখ্যমন্ত্রী?

কিংশুক। গান্ধীজীর অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে হতবাক হলেন তিনি। নীরবে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়ীতে ওঠবার মুখে স্বগত উক্তি করলেন, What a mad offer! I have to think ten times before I can understand its implications.

প্রসাদ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল কথা শুনিয়া।

গৌতম। শ্যামাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে কি কথা হল?

কিংশুক। গান্ধীজীকে তিনি বললেন United Sovereign Bengal-এর দাবি লীগ মুখ্যমন্ত্রীর নামে চললেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলার ইংরাজ ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্টরা কথাটা তুলেছে ব্যবসায়ের স্বার্থে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে এ দাবিতে।

উত্তরে গান্ধীজী বললেন, ঠাণ্ডা মাথায় প্রস্তাবটা ভেবে দেখ। "An admission that Bengali Hindus and Bengali Musalmans were one would really be a severe blow against the two nations theory of the League."

হাত হইতে সিগারেট ফেলিয়া দিল প্রসাদ, হতাশভাবে একহাত উঠাইয়া বলিল, the poor old man is clutching at any straw.

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদ বিদায় লইয়া উঠিল। গৌতম বলিল, আপনার নূতন বই ছাপা শেষ হল? কি নাগাদ বেরুবে?

প্রসাদ। এই মাসের শেষে বের করবার চেষ্টা করছি, দেখি হয়ে ওঠে কিনা।

॥ ছয় ॥

এই কথাবার্তার কয়েকদিন পরে দিল্লী হইতে লিখিত শঙ্করের চিঠি পড়িতেছিল গৌতম। অন্যান্য কথার পরে সে লিখিয়াছে, সম্প্রতি একটি বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তোমার শিক্ষক ডাঃ রায়ের কন্যা গৌরীদেবীর সঙ্গে এক পদস্থ শিখ সামরিক কর্মচারীর বিবাহ হল। এক জার্নালিষ্ট বন্ধুর কাছে রিপোর্টটি পেলাম ইণ্টারেষ্টিং, আন্তর্প্রাদেশিক অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত হিসাবে।

চিঠিখানি হাতে করিয়া গৌতম অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছে কিংশুক ঘরে আসিল। বলিল, আমাকে একটু বাইরে যেতে হচ্ছে, কখন ফিরব বলতে পারি না।

হাতের চিঠি টেবিলে রাখিয়া গৌতম বলিল, এত বেলায় না খেয়ে বেরোচ্ছ?

কিংশুক। এইমাত্র খবর পেলাম বাবা মারা গেছেন। ত্যজ্য পুত্রটি তাঁর মুখাগ্নি করবে মরবার আগে এই ইচ্ছা নাকি প্রকাশ করে গিয়েছেন তিনি।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, বলিল, তোমার খালি পা, গায়ে জামা নাই দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল কিছু ঘটেছে। আমি যাব তোমার সঙ্গে?

কিংশুক। না, আপনার যাবার দরকার নাই। আচ্ছা, চললাম। যে লোকটি খবর এনেছে সে অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

কিংশুক চলিয়া গেল। মাসীমাকে খবর জানাইবার জন্য নীচে নামিল গৌতম।

বেশ রাত হইল কিংশুকের ফিরিতে। তাহার হবিষ্যান্নের জোগাড় রাখিয়াছিলেন সরস্বতী, ফল মিষ্টি, দুধও রাখিয়াছিলেন। স্নান করিয়া জলযোগ করিল কিংশুক,

সরস্বতীকে বলিল, আজ আর হাঙ্গামা করবেন না, কাল থেকে আপনার নিরামিষ রান্নাঘরে আমার ব্যবস্থা করবেন।

পরের দিন কিংশুক তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অশোক ডাক্তারের খোঁজে বাহির হইল। অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল কয়েকদিন আগে সে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে, কবে ফিরিবে জানাইয়া যায় নাই। সে বুঝিল শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে। শ্রাদ্ধের দুই দিন আগে এটর্নীবাড়ীর রেজেষ্টারী চিঠি আসিল কিংশুকের নামে। চিঠিতে কিংশুকের পিতা জ্ঞানদাবাবুর উইলের মর্ম জানাইয়া তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। জ্ঞানদাবাবু তাঁহার একখানি বাড়ী, লক্ষ্মী-আবাসের নিকটের বাড়ী, দ্বিতীয় পুত্র কিংশুককে দিয়াছেন এবং সঞ্চিত অর্থের অবশিষ্টাংশ যাহা তাঁহার নিজের নামে ব্যাঙ্কে আছে তাহাও দিয়াছেন। এই টাকার পরিমাণ বাইশ হাজার, পাশ বই এটর্নীর জিম্মায় আছে।

গৌতমকে চিঠি দেখাইল কিংশুক। চিঠি পড়িয়া গৌতম বলিল, শেষ পর্যন্ত তোমার বাবার জ্ঞান ফিরেছিল তাহলে?

কিংশুক। স্ত্রী ও কন্যা তাঁকে ফেলে গুরুর সঙ্গে আমেরিকা চলে যাওয়াতে বোধহয় আঘাত পেয়েছিলেন মনে। তারপর অসুখে পড়লেন। ভাবছি আমার কথা শেষ সময়ে যদি মনে পড়েছিল খবর পাঠালেন না কেন আমাকে।

গৌতম চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল কিংশুকের পরিবারের কথা।

জ্ঞানদাবাবু শিক্ষিত, বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোক ডাক্তার, তাঁহার স্ত্রী, কন্যা সকলেই শিক্ষিত। যুদ্ধ, বাংলায় লীগশাসন, এবং একদল ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর, কুচক্রী দেশী বিদেশী লোকের সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেশের মজ্জায় মজ্জায় লোভের বিষ ঢুকাইয়া দিল। মানুষের মনুষ্যত্ব, সাধুতা, বিবেকবুদ্ধি সে বিষের ক্রিয়ায় নিঃশেষ হইল, সর্বপ্রকার দুর্নীতির অবাধ-স্রোত পঙ্কিল করিয়া তুলিল গোটা দেশকে। অসাধু, নিষ্ঠুর উপায়ে দেশবাসীর সর্বনাশ করিয়া, তিলে তিলে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে হত্যা করিয়া টাকার থলি যাহাদের স্ফীত হইল, সমাজের মাথায় যাহারা চড়িয়া বসিল তাহাদের সর্বনাশ করিবার জন্য আবির্ভূত হইল চিদানন্দী সম্প্রদায়ের জীবগুলি গেরুয়া ভেক ধরিয়া।

কি ভাবছেন দাদা? কিংশুক প্রশ্ন করিল।

কি ভাবছি? ভাবছি তোমাদের পরিবারের কথা, গৌতম বলিল। যুদ্ধের বাজারে ঔষধের কালোবাজারী, ইয়াংকি, গোরা সামরিক কর্মচারীদের জন্য মেয়ে যোগাবার

দালালি, দুর্ভিক্ষের ফলে নিঃস্ব মেয়েদের নিয়ে পাপের ব্যবসা করে কত টাকা কামিয়েছিল তোমার দাদা? কোথায় গেল সে টাকার পাহাড়?

কিংশুক। মাসাজ ক্লিনিকের ব্যবসাটা বাদ দিচ্ছেন।

গৌতম। চালের, গমের, চিনির চোরা কারবারে কত টাকা এসেছিল তোমার বাবার পকেটে? সব কি চিদানন্দীদের পেটে গিয়েছে?

কিংশুক। অন্তত বাইশ হাজার যায়নি। কিন্তু তারা শুধু টাকা খায়নি, আমার মা, বোনকেও খেয়েছে। And our family is not the only instance. হঠাৎ-বড়লোকদের ঘরে ঘরে খবর নিলে অনেক তথ্য বেরুবে।

কিছুক্ষণ কি ভাবিল কিংশুক, তারপর বলিল, আমার ধারণা কি জানেন, চিদানন্দইজম একটা ক্রনিক ব্যাধির হঠাৎ-চোখে-পড়া সিম্পটম। আর একটা সিম্পটম কিছুদিন আগে দেখেছেন দিন্দাদের সার্কেলে। কখনো ধর্ম, কখনো সাহিত্য ও সংস্কৃতির মনোহারী ভেকে যা প্রচার করা হয় তার গোড়ায় থাকে urge for sexual promiscuity.

কি বলছ তুমি? বিস্মিত কণ্ঠে গৌতম বলিল।

কিংশুক কি বলিতে যাইতেছিল বাধা দিয়া গৌতম বলিল, এ আলোচনা এখন থাক কিংশুক। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। যুদ্ধোত্তর যুগের সব রকমের পাপ মিলে ধ্বসিয়ে দিয়েছে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি। শুধু crisis of character নয়, crisis of faithও দেখা দিয়েছে।

কিংশুক। crisis of faith কথায় কি বোঝাতে চান?

গৌতম। ফেথ মানে তেত্রিশ কোটি বা একটি মাত্র দেবতায় বিশ্বাস নয়। পূজা নমাজ, প্রার্থনা, মানে ধর্মের কোন অনুষ্ঠানে বিশ্বাস নয়, ফেথ মানে মানুষের মনুষ্যত্বে, সত্যনিষ্ঠায়, আদর্শে বিশ্বাস। যুদ্ধের দুর্নীতি, লীগ শাসনের দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষের দুর্নীতি আমাদের আদর্শে, মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ধ্বংস করেছে তিলে তিলে। যে আদর্শবাদটুকু এসেছিল আমাদের মধ্যে জাতীয়বোধ উন্মেষের পর থেকে, দেশের বড় কয়েকটি আন্দোলনে যার পরিচয় মিলেছে, আজ খুঁজে দেখ—

কিংশুক। পাওয়া যাবে শুধু sex and money worship. এই কথা কি বলতে চান?

গৌতম। হ্যাঁ। আরও একটা কথা বলবার আছে।

কিংশুক। বলুন।

গৌতম। আমাদের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে সব চাইতে বড় পরিবর্তন

আসন্ন মনে হচ্ছে। দেশ খণ্ডিত বা অখণ্ডিত যাই হোক দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা আসবে। চরিত্র এবং ফেথের দিক দিয়ে মূলধন যা জমেছে তাতে আশঙ্কা হয়—

হাসিয়া কিংশুক বলিল, আশঙ্কা কিসের দাদা? Sex ও money worshipকে ষ্টেট রিলিজিয়ন করা হবে বলে? হোক, আমরা দু'জন হেরেটিক বনে যাব, দেখবেন নাম হবে, চেলাও জুটবে।

গৌতম বুঝিল এই আলোচনা আর চালাইতে চায় না কিংশুক। বলিল, আচ্ছা এ সব কথা থাক এখন। যে বাড়ীটা পেলে সেটায় ভাড়াটে রয়েছে না?

কিংশুক। তাই তো শুনেছি। থাক ওরা। ঐ বাড়ী থেকে একদিন অশোক ডাক্তার তার লোকজন দিয়ে মেরে বের করে দিয়েছিল আমাকে। ও বাড়ী আমার নিজের হাতে এসেছে তবু ও বাড়ীতে বাস করবার রুচি সহজে হবে না। It is too full of unpleasant memories.

নীচে বসিবার ঘরে উভয়ের আলাপ চলিতেছিল, হেম সংপতি ঘরে ঢুকিল।

সংপতি চেষ্টা করিতেছিল কয়েকটি শরণার্থী পরিবার তাহাদের গ্রামে বসাইবার জন্য। চাষী ও কারিগর পরিবার অর্থাৎ কামার, ছুতার, তাঁতী পরিবার। জমি দিবে, বাড়ী করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিবে, কারিগরদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করিবে। জমি, কাজ, টাকার ভাবনা নাই, ভাবনা স্থায়ীভাবে বাস করিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত লোকের অভাব। যাহাদের বাড়ীঘর আগুনে গিয়াছে, সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহারাও আবার বাসভূমিতে ফিরিবার আশা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাহার এই চেষ্টার কথা কিংশুক জানিত।

সংপতিকে দেখিয়া কিংশুক বলিল, এসো, বসো। মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কিছু করতে পারছ না।

সংপতি। পারছি না। দেখলাম ভিক্ষার পয়সায় এক বেলা খেয়ে থাকবে, অনিশ্চিত অবস্থায় মাসের পর মাস কাটাবে তবু যেতে রাজি নয় কেউ। সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে এসেছে গ্রাম থেকে কিন্তু এখনও গ্রামের মায়া কাটাতে পারছে না; বলছে ঠাণ্ডা হলে আবার গাঁয়ে যাবে।

কিংশুক। সে আর যেতে হবে না। পার্টিশানের কথা উঠতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সব জায়গায় হিন্দুদের জমিজমা বাড়ীঘর বেচবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে খবর পাচ্ছি। আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, আশ্রয়প্রার্থীর ভিড় লেগে যাবে, তোমার স্কীম মাঠে মারা যাবে না।

সংপতি। আমি পরশু দেশে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তোমার পক্ষে এখন—

কিংশুক। বাবার শ্রাদ্ধটা শেষ হলে একবার বেরোব ভাবছি। কলেজের ঘানিতে কাঁধ দেবার আগে বাইরে দু'চার দিন ঘুরে আসতে চাই।

উৎসাহিত হইয়া সংপতি বলিল, আমার বাংলোর মাঠের মধ্যে যে বড় মহুয়া গাছ দেখেছিলে তার নীচেটা বাঁধিয়ে দিয়েছি বেশ চওড়া করে, শোয়া যায়।

গৌতমের দিকে চাহিয়া কিংশুক বলিল, চলুন না দাদা, দিন দুই ঘুরে আসি। লক্ষ্মী-আবাসে বসে দেশের ভাবনা ভেবে ভেবে কাঠ হয়ে উঠব কেন? যে ক'দিন পায়া যায় দেহমনের একটু তোয়াজ করে নিই।

হাসিয়া গৌতম বলিল, তোয়াজ করা মানে তো সংপতির পুকুরের মাছ খাওয়া আর মহুয়া গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকা?

কিংশুক। মানে আরও ব্যাপক। হেম, মহুয়া গাছের ফুল কি এখনও ফোটে? দু'চারটে ফুল পেটে পড়লে রাজসিক খোয়াব দেখতে পারব।

সংপতি। ফুল শেষ হয়ে গিয়েছে, দু'একটা পেতে পারো।

কিংশুক। ব্যস, তাইতে চলে যাবে। দাদা, আপনি রাজি?

মাথা হেলাইল গৌতম, বলিল, আপনার বাংলোটা ভাল লেগেছিল সেবারে। এতদিনে ফুলের বাগানটা বোধহয় জেঁকে উঠেছে।

কিংশুক ও গৌতম যাইতে রাজি হওয়াতে খুব খুশী হইয়াছে সংপতি তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। বলিল, দেখবার মত হয়েছে একটু। বড় মাঠটার মধ্যে কয়েকটা ঝোপঝাড় তৈরী করেছি, নেড়া মাঠ চোখে পড়বে না।

সংপতি দেশে চলিয়া গেল। নির্দিষ্ট দিনে গৌতম ও কিংশুক রওনা হইল।

সংপতির বাংলোর বারান্দায় আরাম চেয়ারে বসিয়া, উদ্যান, মাঠ, ও মাঠের একধারে শালবনের দিকে চাহিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল গৌতমের। নূতন করিয়া তাহার উপলব্ধি হইল গাছপালা, মাঠের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে তাহার নাড়ীর, তাহার অন্তরাত্মা পুলকিত হইয়া উঠে শুধু চোখ ভরিয়া ইহাদের দেখিবার আনন্দে, মাথার ভাবনা, মনের সন্তাপ মিলাইয়া যায় কোথায়।

সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া রহিল সে, আরামের নিশ্বাস পড়িল বুক হইতে। অজ্ঞাতসারে সম্মুখের দৃশ্যের জায়গায় তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল রাজনগরের

একটি দৃশ্য। বিলের উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত মাঠ। আম-জাম-কাঁঠাল-কলাগাছের বাগান, বাঁশের ঝাড়, বেতের ঝাড় গ্রামের সীমান্ত-প্রাকার রচনা করিয়াছে। পায়ে চলা সরুপথ মাঠে নামিয়াছে। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে বিলের দিকে। বাগান ঝোপঝাড়ের উদ্ভিজ্জপ্রাকার অতিক্রম করিয়া মাঠে নামিতে দুই চোখের দৃষ্টি বন্দী হয় মাঠের সীমান্তে প্রসারিত বিলের কাছে; সদ্য জাগরিত রবির আলোকে ঝলমল করিতেছে তাহার আরামে শায়িত দেহ।

শালবনের মধ্য হইতে বেড়াইয়া ফিরিল কিংশুক, হাতে কয়েকটি শালের মঞ্জরী। বারান্দায় পা দিয়া ডাকিল, দাদা।

চমকিয়া উঠিল গৌতম, রাজনগরের রোদে ঝলমল বিল পলকে অন্তর্হিত হইল মানস দৃষ্টি পথ হইতে।

খুশীতে দীপ্ত কিংশুকের মুখ, বলিল, একটা অপূর্ব জিনিস দেখে এলাম শালবনের মধ্যে।

কি জিনিস? শান্ত হাসিয়া গৌতম প্রশ্ন করিল।

কিংশুক। সংপতি যে মনে মনে একজন কবি ওর ঐ দেহ এবং অত্যন্ত ভাল মানুষী মুখ দেখে কে ভাবতে পারত? আপনি কি বলেন?

হাসিয়া গৌতম বলিল, কি দেখে এলে শুনি আগে।

কিংশুক। তা বলিনি এতক্ষণ? শুনুন। মাঠের পশ্চিম দিকে ঐ শালবনের মধ্যে ঢুকেছিলাম। বন খুব ঘন হয়েছে সেখানে। হঠাৎ দেখি একটি লাল, ছোট্ট কুঁড়ের সামনে পৌঁছে গেছি। লাল রং করা ছোট্ট টিনের চালা, মাটির দেয়াল। একটুখানি বারান্দা আছে। দোর বন্ধ দেখলাম। খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিলাম। একখানা তক্তপোষে মাদুরের বিছানা গোটানো। জলের কুঁজো, লণ্ঠন, গোটা দুই বেতের মোড়া চোখে পড়ল। বুঝলাম শালবনের অন্তর্দেশে এই মৃৎকুটির সংপতির নিভৃত চিন্তা, ধ্যান ধারণা বা কবিতা রচনার স্থান। একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারটা। আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে ভেবে।

গৌতম হাসিল কিংশুকের উচ্ছ্বাসে।

তারপর বলিল, জানো কিংশুক, ভাব-সাধনা অনেকে করেন, এর মধ্যে কবিয়ানা না থাকতেও পারে। এই সাধনার অর্থ সংসারের আকর্ষণ বিকর্ষণ থেকে মনকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে আনা। সরিয়ে-আনা মনকে কি অবলম্বন দেয়া হয় সেটা প্রত্যেকের রুচির ওপরে নির্ভর করে। ভগবান আছেন, শাস্ত্রতত্ত্ব আছে, কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা কত রকমের অবলম্বন আছে।

কিংশুক কি বলিতেছিল অন্দর হইতে সৎপতি বাহিরে আসিল চা লইয়া, তাহার পিছনে আসিল একটি মেয়ে দুই হাতে খাবারের থালা লইয়া।

সৎপতি বলিল, বেড়িয়ে ফিরতে দেরি করলে কিংশুক, গৌতমবাবু না খেয়ে—

মেয়েটি গৌতমের পাশে খাবারের থালা রাখিল। তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিতকণ্ঠে গৌতম বলিল, হেমবাবু, এঁকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কলেজের ছাত্রী?

হ্যাঁ স্যর, মৃদু হাসিয়া বলিল মেয়েটি, তারপর কিংশুকের পাশে দ্বিতীয় খাবারের থালা রাখিল।

গৌতম। তোমার নামটি মনে পড়ছে না ঠিক।

আমার নাম অপর্ণা।

সৎপতিকে প্রশ্ন করিল গৌতম, এর সঙ্গে কি সম্পর্ক আপনার হেমবাবু?

সৎপতি। আমার জন্য এক কাপ চা আনবে অপর্ণা?

অপর্ণা ভিতরে গেল।

সৎপতি বলিল, আমার ছোট ভাই রজত, যে ব্যারিষ্টার, তার কি রকম শালী হয় মেয়েটি। ওর বাপ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের বড় চাকুরে, বদলী হয়ে কলকাতায় এসেছেন। রজতের বাড়ীতে আমার সঙ্গে আলাপ। তার স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে এসেছে এখানে। কলেজে পড়ে শুনেছি, আপনার ছাত্রী জানতাম না। মেয়েটি পড়াশোনায় ভাল শুনেছি, এদিকে খুব ফরোয়ার্ড।

বিকালে বেড়াইয়া ফিরিয়া বাংলোর বারান্দায় একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া কিংশুক বলিল হেম, তোমার ভ্রাতার শ্যালিকাকে ডাকো, আলাপ করব।

সৎপতি উঠিয়া ভিতরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সৎপতির সঙ্গে অপর্ণা আসিল, সৎপতির হাতে একটি সেতার।

ভৃত্য আসিয়া পাটি বিছাইল বারান্দায়। সেতার রাখিয়া সৎপতি বলিল, ভাল গীটার, সেতার বাজায় অপর্ণা শুনেছি। ওর নিজের যন্ত্র আনেনি, একটা যন্ত্র বাড়ীতে পড়ে ছিল, তোমাদের একটু বাজিয়ে শোনাবে বলে আনিয়েছি।

কতদিন বাজাচ্ছ তুমি? গৌতম প্রশ্ন করিল।

তিনচার বছর নিয়মিত বাজিয়েছি আগে, এখন মাঝে মাঝে হাত দিই মাত্র। অনেকটা ভুলে গেছি স্যর। আমাকে না বলে সেতার আনিয়েছেন হেমদা, আগে জানলে নিষেধ করতাম।

সেতার টানিয়া লইয়া বাজাইতে বসিল অপর্ণা।

পূর্ণিমার রাত, সন্ধ্যার শুরু হইতে বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে শালবনের মাথায় রুপালী আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শালবনের দিকে দৃষ্টি পড়িতে চোখ ফিরাইতে পারিল না গৌতম, নির্মল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ দেখাইতেছিল বন।

এই বহুবিস্তৃত দেশের কোথায় রক্তক্ষয়ী হানাহানি চলিতেছে, মাটি নরশোণিতে সিক্ত হইতেছে, অগণিত নরনারী শিশু অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা, দুর্দশার মধ্যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে সর্বগ্রাসী অগ্নির লেলিহান শিখা দেখিয়া, সশস্ত্র ঘাতক-দলের পৈশাচিক উল্লাস ধ্বনি শুনিয়া, কোথায় ব্যস্ত রাজনীতিক দলের গোপন বৈঠক, শলা পরামর্শ চলিতেছে অসহায়, নিরুপায় দেশবাসীর ভাগ্য লইয়া, ভুলিয়া গেল গৌতম। সকল ভাবনা, উদ্বেগ বিস্মৃত হইয়া আলোকের বন্যা যে অপরূপ মায়া বিছাইয়াছিল শালবনের, মহুয়াগাছের মাথায়, মাঠের বুকে, তাহার মন ধরা দিল তাহার জালে। ধরা দিল কয়েকটি তারের উপরে কোমল অঙ্গুলির দ্রুত সঞ্চালনে যে অপূর্ব, মধুর ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কাছে।

কিংশুকও মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল, দৃষ্টি মাঝে মাঝে গিয়া আলগোছে আবদ্ধ হইতেছিল মুদিত নয়নে একাগ্রচিত্তে যে মেয়েটি সুরতরঙ্গের সৃষ্টি করিতেছিল তাহার তদ্গত মুখে, বসিবার ভঙ্গীতে, বাহুর তরঙ্গায়িত সঞ্চালনে।

বাজনা থামিল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। নীরবতা ভাঙ্গিয়া গৌতম বলিল, চমৎকার! বাজনা তুমি খুব ভাল করে শিখেছিলে বুঝলাম, হাতও তোমার খুব মিঠে। এত ভাল লাগল যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারলাম না।

সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল গৌতম। প্রশংসা শুনিয়া তাহার দিকে চকিতে চাহিয়া মাথা নত করিল অপর্ণা।

কিংশুক, তোমার কেমন লাগল বললে না? গৌতম বলিল।

অনেকগুলো প্রশংসাসূচক কথা ভিড় করে তালু জাম করেছে, হাসিয়া কিংশুক বলিল, পথ পাচ্ছে না বেরোবার। সঙ্গীত অনভিজ্ঞ আমি, তবু মনে হচ্ছে সার্থক শিখেছে। হেম, তোমার বক্তব্য?

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমি, হেম বলিল, একটা গান অপর্ণা।

গান পারবো না হেম দা।

আরও কয়েকটি দিন আনন্দে কাটাইয়া গৌতম ও কিংশুক কলিকাতায় ফিরিল।

সরস্বতীর জন্য কিছু ক্ষেতের ভাল আতপ চাল, বাগানের ওল ও কয়েক রকম তরকারী পাঠাইয়াছিল সংপতি গৌতমের সঙ্গে। চাল ও ওল পাইয়া খুশী হইলেন সরস্বতী। বলিলেন, প্রসাদ কাল এসেছিল তোর খোঁজ নিতে। বলল,

গৌতমকে বলবেন আমার বই বেরিয়েছে, কিংশুককে নিয়ে গৌতম যেন যায় আমার ওখানে।

পরদিন সকালের দিকে কিংশুককে লইয়া গৌতম প্রসাদের গৃহে গেল। নূতন বইয়ের দুইখানি কপি দুইজনকে উপহার দিল প্রসাদ। বইখানির নাম Life of Dr. Maity, an Apostle of Idealistic Patriotism। বইয়ের লেখক প্রসাদ ও সরিৎ।

ছোট বই। কয়েকটি পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া কিংশুক বলিল, Ressurrection of Indiaর Supplement বলে মনে হচ্ছে। দেশবিভাগের মুখে বিগত, বিস্মৃত, প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক রূপের পুনরুদ্ধারের আদর্শ প্রচার করাতে সবাই হাসবে এখন। বলবে এটা স্বপ্ন, অবাস্তব আইডিয়া।

প্রসাদ। স্বপ্ন, আইডিয়াল, আইডিয়া সবই তো অবাস্তব। পাকিস্তানকে অবাস্তব আইডিয়া বলে এতদিন উড়িয়ে দিতে চাইছিলেন কংগ্রেসী নেতারা।

কিংশুক। আমার কথা নয় দাদা, লোকে কি বলবে সেই কথা বলছিলাম।

গৌতম। যে মহা মহীরূহ ছোট্ট বীজের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে সেও স্বপ্ন, সেও অবাস্তব যতক্ষণ উর্বর মাটিতে পড়ে বীজ ফেটে অঙ্কুর বেরিয়ে স্বপ্নকে সত্য করে না তোলে। দেশবিভাগের সম্ভাবনার কথা ভেবেই ডাঃ মাইতি এই বীজ দিয়ে গিয়েছেন আমাদের হাতে। বাতাস ছড়িয়ে দিক এ বীজ দেশের অগণিত মানুষের মনে ও মাথায়। একদিন, আমরা কেউ হয়ত থাকব না তখন, অঙ্কুরোদগম হবে এ বীজের।

গৌতমের দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া কিংশুক বলিল, সফল হোক এই আশা।

গুরুদেবের হাতে ও আশ্রমের লাইব্রেরীতে দিবার জন্য বইয়ের কতকগুলি কপি লইয়া প্রসাদ পরদিন আশ্রমে যাইতেছে শুনিয়া গৌতম ও কিংশুক তাহার সঙ্গী হইবে জানাইল।

হয়েছে লেখকের কাছে। বাইরের ঘটনাসমূহের গতির অন্তরালে রয়েছে মানুষের মন, কাজ ও কথা। অন্তরালে যে প্রবাহ গতিশীল, তার পরিচয় দিতে হলে ঐতিহাসিক অপেক্ষা গল্পকারের ভূমিকার প্রয়োজন বেশী। ইতিহাস অক্ষুন্ন রেখে গল্পকার চারদিকে তাকাতে তাকাতে পথ ভাঙ্গতে পারেন, এটা জানা কথা।

কাহিনী ঃ আমাদের জাতীয় জীবনের পঞ্চাশ বছরের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ইতিহাস ননীমাধববাবু আট খণ্ডে বিভক্ত বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক উপন্যাসের আকারে রচনা করেছেন। এই উপন্যাসের কাহিনী ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘোষণার (১৯০৫) কিছু আগে থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং শেষ হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর গান্ধীজীর হত্যার বছরে (১৯৪৮)। ১৯১৯ থেকে সংগ্রামের সৈনাপত্য গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সৈনাপত্য শেষ হল বিদেশী শত্রুর আঘাতে নয়, দেশবাসীর একজনের হাতে চরম আঘাত পেয়ে। এই মর্মান্তিক ট্রাজেডীর মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের নিষ্ঠুর মর্মকথা।

কাহিনীর ধারাবাহিকতা ঃ দেশের অর্ধ-শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন যার বর্ণনার বিষয় ভিন্ন নামে পরিবেশিত উপন্যাসের আটখণ্ডে বিবৃত সে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে উত্তর-বাংলার রাজনগর নামে পরিচিত একটি প্রাচীন পল্লীগ্রামের দু'টি পরিবারের পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর সাহায্যে। এই দু'টি পরিবারের কাহিনীর গতি স্বাধীনতা সংগ্রামের গতির সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য ঃ অসংখ্য গল্প ও চরিত্র এসে মিশেছে পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর মধ্যে, কাহিনীর স্থান পরিবর্তন ঘটেছে বহুবার, সংগ্রামের বিভিন্ন দিকের কথা বলবার জন্য। লক্ষণীয় বিষয় এই যে পল্লী অঞ্চলের আবির্ভাব ঘটেছে বারবার গণ সংগ্রামের বাস্তব রূপের পরিচয় দেবার জন্য। ছোট ছোট গল্পের প্লট অনেক আছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় প্লট নাই এই বিরাট উপন্যাসে। রাজনৈতিক ঘটনার নিরবচ্ছিন্ন গতি আশ্রয় করে যে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে তার পক্ষে এটা স্বাভাবিক। সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নেপথ্যে রয়েছেন, সংগ্রামের যাঁরা পদাতিক সিপাহী, তাঁদের আশা নিরাশা, চিন্তা ভাবনা, বাক্য ও কর্মে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে সংগ্রামের ইতিহাসের ছোট বড় সব ঘটনার রূপায়নে সেইটে হয়েছে প্রধান অবলম্বন। সংগ্রামের বিরোধী ও সমালোচক দলের কথাও ছেঁটে দেয়া হয়নি।

প্রথম পাঁচ খণ্ড ১৯০৫-২৬ ঃ আট খণ্ডের এই বিরাট উপন্যাসের প্রথম পাঁচ খণ্ড রাজনগর (১৯০৫-৬) দেবানন্দ (১৯০৭-৯), স্ফুলিঙ্গ (১৯১০-১৪), অভিযাত্রী (১৯১৫-

১৯) এবং আবির্ভাব (১৯২০-২৫) প্রকাশিত হয়েছে। এই পাঁচ খণ্ডে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) থেকে অসহযোগ আন্দোলন, বর্দোলি সিদ্ধান্ত ও তার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার কথা (১৯২৫) পর্যন্ত বলা হয়েছে।

অপ্রকাশিত দুই খণ্ড: উপন্যাসের ষষ্ঠখণ্ডে (১৯২৬-৪১) এবং সপ্তম খণ্ডে (১৯৪২-৪৫) স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, বিপ্লবী আন্দোলনের তৃতীয় অধ্যায়, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বর্মার পতন, বর্মা হতে শরণার্থীদের ভারতে আগমন, ব্ল্যাক রুট ও হোয়াইট রুটের কেলেঙ্কারী, বাংলায় পোড়ামাটি নীতি, আগষ্ট বিদ্রোহ, বাংলায় দুর্ভিক্ষ, নেতাজীর আজাদ হিন্দবাহিনী ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন, ইম্ফল অভিযান, নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ, আই. এন. এ বিচারের কথা রয়েছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যকার কুড়ি বছরের কাহিনীর প্রকাশ স্থগিত রেখে ননীমাধববাবু অষ্টম খণ্ডে শেষ দুই বছরের (১৯৪৬-৪৮) কাহিনী পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করেছেন। স্থগিত রাখবার হেতু আমরা জানি। তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলে না, বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ, তাঁদের জন্য পাঠ্য নির্বাচন করবার খবরদারি যাঁরা করেন এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য যাঁরা মৌখিক উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন অভিযোগের পাত্র তাঁরা।

অষ্টম খণ্ড শেষ অধ্যায়: অষ্টম খণ্ডে আছে ডাইরেক্ট একশানের প্রস্তুতি, কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহারে দাঙ্গা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত সাতান্ন মাইল দীর্ঘ রেফুয়ুজী কলামের দিল্লী মুখে অভিযান, চারদিকে দাঙ্গাহাঙ্গামার বিস্তৃতি, দেশবিভাগের দাবি স্বীকার, পূর্ব ও উত্তর বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর পলায়ন, তাঁদের দুর্দশার কথা, স্বাধীনতার উৎসব ও গান্ধীজী, কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দারাবাদের কথা, দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বোমা, ক্যাশ ব্যালান্স, গান্ধীজীর অনশন, গান্ধী হত্যার কথা। গল্পের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস গ্রন্থকার পাঠকসমাজকে শুনিয়েছেন, জমাট গল্পের মধ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

আমাদের বক্তব্য: আধুনিক ও অতি আধুনিক পাঠকসমাজের প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে পারব না, বয়সে প্রাচীন আমরা অভিভূত হয়েছি ননীমাধববাবুর এই বিরাট মর্মস্পর্শী এপিক উপন্যাস পড়ে, বাংলা সাহিত্যে এই বইয়ের তুলনা নাই।

ননীমাধববাবুর প্রথম চারখানি উপন্যাসের আলোচনা আমরা এর আগে করেছি, ভাষার ওপরে তাঁর অসামান্য দখলের, তাঁর সার্থক রচনাশৈলীর, সকল বয়সের ও অবস্থার

.রনারীর চরিত্রের বাস্তবানুগ রূপায়নের স্বাভাবিক দক্ষতার আন্তরিক প্রশংসা করেছি। ...াদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর শেষ দু'বছরের কথা 'শেষ অধ্যায়' পড়ে বলতে ...ই অসামান্য বিষয়বস্তুর সার্থক রূপদানে উপযুক্ত ভাষার ব্যবহারে আশ্চর্য ক্ষমতার ...রিচয় দিয়েছেন লেখক। ননীমাধববাবুর এই রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি নিজস্ব দাবিতে ...লা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দখল করে থাকবে, স্মরণীয়, সার্থক সংযোজনরূপে।

আর একটা কথা বলে আমাদের বক্তব্য শেষ করব। ননীমাধববাবুর বিবৃত ...তিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তির কথা বলেছি। দেশের যে পঞ্চাশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস ননীমাধববাবু উপন্যাসের আকারে আমাদের শুনিয়েছেন সে ইতিহাসের বারো আনা ...র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, সংগ্রামের বাইরের চেহারা ও ভেতরের চেহারা নিজের চোখে দেখেছেন ... গভীর সত্যনিষ্ঠা নিয়ে প্রশংসনীয় সাহসের সঙ্গে, পরিণত বয়সে অসাধারণ শ্রম স্বীকার করে এই ইতিহাসের সম্পূর্ণ কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের। এর মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই, গোপনতা নাই, অতিরঞ্জন নাই, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ নাই। গভীর দেশপ্রেম ও সত্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা নিয়ে এই পণ্ডিত, স্থিতধী, শক্তিশালী লেখক যে সম্পদ উত্তরপুরুষের জন্য রেখে গেলেন সে সম্পদ হবে দেশের সত্য-সন্ধানী ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের আকরগ্রন্থ, এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই।

আশা করছি উপন্যাসের ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক ননীমাধব চৌধুরীর কয়েকখানি বই

সামাজিক চুক্তি : রুশোর বিশ্ববিখ্যাত বই Contrat Social-এর মূল ফরাসী থেকে বাংলা অনুবাদ। সাহিত্য আকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত ২য় সংস্করণ মূল্য ৬.০০ টাকা

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয় : বঙ্গীয় বিজ্ঞানপরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের অধিবাসীর নৃ-বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়। রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত। মূল্য ৩.৫০ পয়সা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী সিরিজ : স্বদেশী যুগ হতে গান্ধীজীর হত্যা পর্যন্ত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনীর বাস্তব রূপায়ণ। বাংলা সাহিত্যে নূতন সংযোজন। রাজনৈতিক উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড **রাজনগর** (১৯০৫-৬) জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। মূল্য ৪.০০ টাকা। মনস্বী অতুল গুপ্তের ভূমিকা

দ্বিতীয় খণ্ড **দেবানন্দ** (১৯০৭-৯) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ৪.০০ টাকা

তৃতীয় খণ্ড **স্ফুলিঙ্গ** (১৯১০-১৪) মূল্য ২.৫০ পয়সা। বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড

চতুর্থ খণ্ড **অভিযাত্রী** (১৯১৫-১৯) মূল্য ৪.০০ টাকা। বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিমিটেড

পঞ্চম খণ্ড **আবির্ভাব** (১৯২০-২৫) বাক্‌সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ। মূল্য ১০.০০ টাকা

অষ্টম খণ্ড **শেষ অধ্যায়** (১৯৪৬-৪৮) বাক্-সহিত্য (প্রাঃ) লিঃ। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস এবং জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। মূল্য ১৬.০০ টাকা

নূতন স্বাদের ছোট উপন্যাস সিরিজ :

প্রোঃ ইন্দ্রাণী সান্যাল, বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ। মডার্ণ বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ। মূল্য ৪.০০ টাকা

সুপুংগুটু (গল্প সংগ্রহ) মডার্ণ বুক এজেন্সী। বাক্-সাহিত্য (প্রাঃ) লিঃ। মূল্য ৩.০০ টাকা

অনুবাদ :

মোপাসাঁর গল্প। সবুজপত্রে প্রকাশিত মোপাসাঁর নয়টি বিখ্যাত গল্পের ফরাসী হতে বাংলা অনুবাদ। প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা।

প্রথম খণ্ড

(১৯৪৫-১৯৪৬)

১

রাজনগর

জামাতা ইন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধা ত্রিনয়নী ছুটিলেন টোলপাড়ার বাড়ী হইতে। চোখে জল নাই, মুখে শব্দ নাই, হাঁফাইতে হাঁফাইতে দৌড়াইতেছেন, মাঝে মাঝে মাটিতে বসিয়া পড়েন, দুই হাত উপরে তোলেন প্রার্থনা জানাইবার ভঙ্গীতে। লতা আনিতে গিয়াছিল তাঁহাকে। অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে হইল দিদিমা একবার মাটিতে বসিয়া পড়িবেন, হয়ত আর উঠিবেন না, পথের মধ্যেই তাঁহার জীবন শেষ হইবে।

বোধহয় সেই প্রার্থনাই জানাইতেছিলেন ত্রিনয়নী শোকাকুল অন্তরে।

জামাতার শয়নকক্ষে ঢুকিয়া খাটের পাশে দাঁড়াইলেন ত্রিনয়নী। ইন্দ্রনারায়ণের চিরনিদ্রিত, প্রশান্ত মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া পরম স্নেহে কপালের চুলগুলি হাত দিয়া সরাইয়া দিলেন।

পিতার খাটের একপাশে মুখ গুঁজিয়া মাটিতে বসিয়াছিল গৌতম। পাশে বসিয়া ডাকিলেন, দাদা!

সেই ডাক শুনিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল গৌতম। এতক্ষণ পরে ত্রিনয়নীর চোখ হইতে অশ্রুর ধারা নামিল।

কিছুক্ষণ পরে বনমালী সরকার আসিয়া দাঁড়াইল দরজার কাছে, মৃদুস্বরে বলিল, কলকাতায় দুখানা আর গোবিন্দপুরে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি, আর কোথায় পাঠাতে হবে দিদিমা?

গৌতমের মাথায় হাত রাখিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন ত্রিনয়নী, বলিলেন, ঐগুলো পাঠিয়ে আর সব ব্যবস্থা কর।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে বনমালী চলিয়া গেল।

গৌতমের মাথায় হাত বুলাইয়া ত্রিনয়নী বলিলেন, উপযুক্ত ছেলে রেখে চলে গেলেন ইন্দ্র। অনেক দায় তোমার ওপর এসে পড়ল দাদা। চলে যাবার সময়ে তোমার সঙ্গে, দেবুর সঙ্গে দেখা হল না—

হৃদয়ের গভীর হইতে উদ্গত রোদনের উচ্ছ্বাস চাপিতে গিয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না ত্রিনয়নী।

তাঁহার জীবনের শেষ ভরসা, সান্ত্বনা নিঃশেষ হইল। রাজনগরের আকাশে যে সূর্য জ্বলিতেছিল এতদিন, আঁধারে চারদিক ছাইয়া ফেলিতে দেয় নাই, হঠাৎ অস্তমিত হইল সে সূর্য। দিকপাল এক পুরুষ চলিয়া গেলেন। মানুষ আর চোখে পড়ে না রাজনগরে, আশপাশে কোথাও চোখে পড়ে না।

গৌতমের মাথা কোলের উপরে রাখিয়া ভাবিতেছিলেন ত্রিনয়নী। জীবনে কত শোকের আঘাত পাইয়াছিলেন ইন্দ্র, মুখের প্রশান্ত হাসি, মহিমান্বিত গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কর্তব্যপালনে একচুল ত্রুটি হয় নাই কোনদিন। দেবতার মত তেজোময়, দেবতার মত অবিচলিত, আবার দেবতার মত উদার ছিলেন তাঁহার এই জামাতা।

গ্রামের ভদ্রলোকেরা অনেকে আসিয়াছেন, বনমালী খবর দিয়া গেল।

ত্রিনয়নী বলিলেন, লতা, হাতমুখ ধোবার জল দাও গৌতমকে, এবার উঠতে হবে ওকে।

পরদিন গোবিন্দপুর হইতে দেবানন্দ, যোগেন্দ্র, পিনাকী, পুষ্প, মণিমালা আসিয়া পৌছিল। তারপরের দিন কলিকাতা হইতে সপরিবারে জগদীশ, শঙ্কর ও সরস্বতী পৌছিলেন। তারপর আসিল শেখর, সন্ধ্যাতারা, কিংশুক। পলাশডাঙা হইতে পরমানন্দদেব, প্রসাদ, সরিৎ ও দুর্গার, কলিকাতা হইতে বিরাজের পত্র আসিল গৌতমের নামে। মীরাট হইতে শিবনারায়ণ ও রেখা আসিয়া পৌছিল গৌতমের টেলিগ্রাম পাইয়া।

পিনাকী, যোগেন্দ্র ও শিবনারায়ণ শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত সকল কাজের ভার লইল, শেখর এবং কিংশুক নানা আলাপ আলোচনায় গৌতমকে অন্যমনস্ক রাখিত। গৌতমের আড়ালে উভয়ের মধ্যে প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল এইবার রাজনগর হইতে সরাইতে হইবে গৌতমকে।

সরস্বতী ও পুষ্প আসিবার পরে ত্রিনয়নী আর নিজের বাড়ী হইতে বিশেষ বাহির হইতেন না, তাঁহার দেহ সত্যই অশক্ত হইয়া পড়িল। আরও একটা কারণ ছিল বাহিরে না যাইবার। সে কারণ তাঁহার বড় ছেলে দেবানন্দ। আবাল্য দয়ামায়াহীন, উদাসীন প্রকৃতির এই প্রৌঢ় বয়স্ক ছেলে গোবিন্দপুর হইতে ফিরিবার পরে গৌতমের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়া বাড়ীর একটি কক্ষে আপনাকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কাহারও সঙ্গে দেখা করিতেন না, কথা বলিতেন না।

ঠাৎ যেন বৃদ্ধা মাতার মতই অশক্ত হইয়া পড়িলেন দেবানন্দ। পুষ্প টোলপাড়ার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে স্নানাহার করাইত, সে চলিয়া যাইবার পরে আবার বিছানার আশ্রয় লইতেন। পূজা শেষ করিয়া জপের মালা হাতে লইয়া ছেলের ঘরে আসিয়া বসিতেন ত্রিনয়নী। বলিতেন, উঠে একটু হেঁটে বেড়িয়ে আয় বাবা, সারাদিন এমন করে শুয়ে থাকলে যে অসুখে পড়বি। মাতার অনুরোধের উত্তরে একদিন দেবানন্দ বলিলেন, ইন্দ্র আমার ছোট ছিল, আগে চলে গেল। সারাজীবন ছুটে বেড়িয়েছি, মা নিজের কর্তব্য বলে যা বুঝেছিলাম তাই পালন করবার জন্য। কোন বাঁধন, কোন বাধা মানি নি। সমস্ত জীবন ধরে যা করেছি দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্য, সব যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছে আজ, বারবার মনে পড়ছে ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। ইন্দ্র আর আমি হাত ধরাধরি করে বেড়াতাম রাজনগরের পথে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, কুড়ুলের বিলে ডিঙ্গি নিয়ে ঘুরতাম, দেশের স্বাধীনতা লাভের কথা আলোচনা করতে করতে। মনে পড়ছে ইন্দ্রের বাবা হয়েছিলেন আমাদের সেই স্বদেশী যুগের বালকসমিতির সভাপতি—

কথা শেষ না করিয়া চুপ করিলেন দেবানন্দ। ছেলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার জপের মালা ঘুরাইতে লাগিলেন ত্রিনয়নী। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, মাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেবানন্দ আবার বলিলেন, মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠছিল ক্রমে দেশের অবস্থা দেখেশুনে, পুষ্প আটকে না রাখলে এতদিন হয়ত আবার কোথাও চলে যেতাম। পলাশডাঙা আশ্রমে যাবার জন্য পিনাকীকে যখন লিখল ইন্দ্র তখন চলে এলে দেখা হত ইন্দ্রের সঙ্গে। এত শীঘ্র ও চলে যেতে পারে ভাবিনি মা, এত কাছে থেকেও শেষ দেখা হল না।

একটু থামিয়া বলিলেন, বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি, লক্ষ্মীর সঙ্গে হয়নি, ইন্দ্রের সঙ্গেও শেষ দেখা হল না।

বৃদ্ধা ত্রিনয়নী দেখিলেন দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল পুত্রের চোখ হইতে।

পুষ্পের কন্যা মণিমালাকে লইয়া রেখা আসিল ত্রিনয়নীর সঙ্গে দেখা করিতে। গৌতমের তারের উত্তরে রেখা তার করিয়াছিল, আমি দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। অবিলম্বে রওনা হইতেছি। রেখা পৌছিতে পুষ্প ও সরস্বতী আশ্বস্ত বোধ করিলেন। ইন্দ্রনারায়ণকে সে পিতার মত শ্রদ্ধা করিত, ভাইয়ের মত ভালবাসে গৌতমকে।

গৌতমকে রেখার হাতে ছাড়িয়া দিয়া শেখর ও কিংশুক শিবনারায়ণের সঙ্গে মিলিয়া রাজনগর গ্রামের সঙ্গে পরিচয় করিতে বাহির হইল।

কথায় কথায় শিবনারায়ণ বলিল, প্রায় তিনশ বছর আগে যাঁরা রাজনগরের

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কাকাবাবু ছিলেন তাঁদের শেষ মহিমান্বিত বংশধর। আর যাঁরা এখনও রয়েছেন কোনমতে টিঁকে তাঁদের বলা যায় ঘুণধরা ডালপালা, ভেঙ্গে পড়ল বলে। এঁদের পরে রাজনগরের থাকবে শুধু পুরনো নামটি। রাজনগরের ভগ্নস্তূপগুলো দেখবেন চলুন।

সন্ধ্যার পরে ইন্দ্রনারায়ণের বসিবার ঘরে, আগে যেখানে প্রাত্যহিক সান্ধ্য আসর বসিত, সেখানে সমবেত হইতেন তিনজন, যোগেন্দ্র এবং পিনাকীও কিছুক্ষণের জন্য আসিয়া বসিত।

শ্রাদ্ধের আগের দিন ইন্দ্রনারায়ণের ছোট শ্যালক বড় কংগ্রেসী, পশারওয়ালা উকিল, রায়বাহাদুর উমানন্দ আসিল। উমানন্দের স্ত্রীও উৎসাহী রাজনৈতিককর্মী, জেলা কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সভ্যা। অহিংসাবাদী কংগ্রেসপন্থী এই ভদ্রমহিলা বকেয়া বিপ্লববাদী, আন্দামান-ফেরৎ ভাসুর দেবানন্দ বাড়ীতে আছেন সংবাদ পাইয়া শ্বশুরের গৃহে না উঠিয়া স্বামীকে লইয়া গৌতমের গৃহে উঠিলেন। হিংসানীতিপন্থীর ছোঁয়াচ লাগিবার ভয়ে টোলপাড়ায় গিয়া বৃদ্ধা, অসুস্থা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিবার সাহস হইল না তাঁহার, স্বামীকেও সেই ভয়ে নিজের পিতৃগৃহে যাইবার দুঃসাহস প্রকাশ করিতে দিলেন না।

শ্রাদ্ধের পরদিনই সকালে উমানন্দ চলিয়া গেল।

দুইদিন পরে জগদীশ সপরিবারে কলিকাতা রওনা হইল, শঙ্করও তাহাদের সঙ্গে ফিরিল, কারণ সরস্বতী কবে যাইতে পারিবেন তাহার স্থিরতা নাই। ইহার পরে গোবিন্দপুরের দল গেল। পিনাকীর মত লইয়া পুষ্প লতাকে সঙ্গে লইয়া গেল। তারপর রেখা, শিবনারায়ণ, শেখর, সন্ধ্যাতারা ও কিংশুক রাজনগর ত্যাগ করিল।

যাইবার আগে রেখা গৌতমকে বলিল, উপায় নাই নইলে আর ক'টা দিন থেকে যেতাম ঠাকুরপো। আমার বিশেষ অনুরোধ রইল এখানকার কাজকর্মের একটা ভালমত ব্যবস্থা করে যতশীঘ্র পারেন কলকাতায় যাবেন। রাজনগরে আর থাকতে পারবেন না আপনি। কাজের চাপে এ ক'দিন বুঝতে পারিনি আমার আর ভাল লাগছিল না এখানে থাকতে, গাঁ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে একজন মানুষের অভাবে।

শেখর, সন্ধ্যাতারা, কিংশুক ঐ কথাই বলিল যাইবার আগে। নীরবে সকলের পরামর্শ শুনিল গৌতম।

যে সকল প্রিয়জন এ কয়দিন তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল তাহারা চলিয়া যাইতে নূতন করিয়া গৌতম অনুভব করিল পিতার অভাবে কতখানি একা হইয়া

॥ সাত ॥

কলিকাতা, জুন, ১৯৪৭

পলাশডাঙ্গা আশ্রম হইতে ফিরিয়া দিল্লী হইতে লিখিত শঙ্করের চিঠি পাইল গৌতম।

শঙ্কর লিখিয়াছে, কংগ্রেস নেতাদের জরুরী আহ্বানে মহাত্মাজী বিহার হতে দিল্লী এসে পৌছেছেন। তারপর থেকে ঘন ঘন বৈঠক বসছে। নানারকমের গুজবে বাজার গরম। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দু'একদিনের মধ্যে লণ্ডন হতে ফিরছেন ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্ম ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব পকেটে নিয়ে। তাঁর সঙ্গে আসছেন লর্ড ইসমে, চীপ অব দি ষ্টাফ।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আহবানে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের লণ্ডনে ছোটবার প্রকৃত কারণ এতদিনে জানা গিয়েছে।

ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান নিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড ওয়াভেলের গঠিত ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এবার সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। জিন্না সাহেবের দল ক্যাবিনেট-প্ল্যান অগ্রাহ্য করল। কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লী বয়কট করল কিন্তু ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টে ঢুকল। এদিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্টকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস মানে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে অনিচ্ছুক, যেহেতু লীগ কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লী বয়কট করেছে। সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেসী অংশ দাবি করল লীগকে হয় কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লীতে আসতে হবে, না হয় ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্ট ছাড়তে হবে। নানা টালবাহানা করে লর্ড ওয়াভেল সময় কাটাতে লাগলেন, ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে গুঁতোগুঁতি ও দেশের বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হল। লর্ড ওয়াভেল সব ক্ষমতা নিজের মুঠোয় রেখে স্বীয় কর্মের প্রত্যাশিত ফল দেখতে লাগলেন। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেনের মতে কলিকাতার দাঙ্গার সময়ে ওয়াভেল সাহেব অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেসী সভ্যদের কলকাতায় যাবার অনুমতি দেননি। সে যা হোক, লর্ড ওয়াভেলের পরে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসলেন, কয়েকটা দিন তিনিও যেনতেন করে কাটিয়ে দিলেন।

দাঙ্গাহাঙ্গামার বিস্তৃতি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে গুরুতর সঙ্কটের ফলে

কর্তৃপক্ষের খেয়াল হল ক্যাবিনেট প্ল্যান নিয়ে সৃষ্ট অচল অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না।

দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেশবিভাগের কথা উঠেছিল। সম্ভবত ব্রিটিশ সরকার অপেক্ষা করছিল এই কথা ওঠবার জন্য।

ভারতবিভাগের প্রশ্নে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের দু'দলের মধ্যে বিবাধ চলছিল। একদল দেশরক্ষা ও বহির্রাজ্য সম্পর্ক অবিভক্ত রাখবার জন্য এক কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো বজায় রাখবার পক্ষে ছিলেন। পররাষ্ট্র সচিব মি. বেভিন সৈন্যবাহিনী বিভাগ করবার প্রস্তাবে সায় দিতে পারছিলেন না। অন্যদল, ইসমে, আবেল, জেনকিন্স যাঁদের পরামর্শদাতা ও আজ্ঞাবাহী, তাঁরা সোজাসুজি ভারত বিভাগের পক্ষে ছিলেন। এই বিবাদ বিতর্ক মিটিয়ে নূতন প্রস্তাব রচনায় সাহায্য করবার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আহবান করা হয়েছিল।

মাউন্টব্যাটেন সাহেবের ওপরে আরো কাজ চাপানো হয়েছে। দিল্লী ফিরে ২রা জুন তারিখে নেতাদের এক গোল টেবিল বৈঠকে আহবান করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পরিবর্তিত বা নূতন প্রস্তাবে তাঁহাদের রাজি করাতে হবে। এই বৈঠকের নাম Procedural conference.

২৬শে তারিখ দিয়ে শঙ্কর চিঠির পরবর্তী অংশে লিখিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই পরিবর্তিত বা নূতন প্রস্তাবটি কি? Modified Cabinet Mission Plan নাম দেয়া হলেও যতদূর জানা গিয়েছে এটা সরাসরি দেশবিভাগের প্রস্তাব। ভূমিকায় অবশ্য বলা হয়েছে আমরা ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান রেকমেণ্ড করছি। দেশবিভাগ করা নেতাদের সঙ্গত মনে হলে দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে। দেশ বিভাগ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সে সিদ্ধান্ত কার্যকার করবার ব্যবস্থা স্থির হবে নেতাদের কনফারেন্সে। এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ক'টি নির্দেশ ব্রিটিশ সরকার দিয়েছে।

কংগ্রেসের অবিভক্ত ভারত ও লীগের মুস্লিম ষ্টেটের দাবি আংশিকভাবে মেটাবার জন্য এবং এংলো-আমেরিকান ষ্ট্র্যাটেজিক প্রয়োজনে ভারতের দেশরক্ষা বিভাগ অবিভক্ত রাখবার উদ্দেশ্যে কার্যত ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান ত্যাগ করে লীগের দাবি গ্রহণ করে পরিবর্তিত প্রস্তাব উপস্থিত করবার জন্য আড়ালে অনেক কাঠখড় পোড়ানো আবশ্যক হয়েছিল।

লেবর গভর্ণমেণ্ট ক্রমে সরাসরি ভারত বিভাগকামী টোরী দলের মতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। লর্ড পেথিক লরেন্সের হঠাৎ পদত্যাগের ফলে foul playর সন্দেহ

উঠেছিল ভারত-হিতৈষী মহলে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য মি. জিন্নার ওপরে চাপ দিতে অনিচ্ছা, সব প্রস্তাব বানচাল করবার জন্য মি. জিন্নার ভেটোর ক্ষমতা মেনে নেয়া অর্থাৎ putting premium on Mr. Jinnah's reluctance ইত্যাদি থেকে প্রমাণ হয় লেবর গভর্নমেণ্ট কোন পথে চলছিল।

আরও কথা আছে। যতদূর জানা গিয়েছে নূতন প্রস্তাবে three way division of Indiaর কথা আছে, হিন্দুস্তান, পাকিস্তান, রাজস্তান। শিখিস্তানের ইঙ্গিতও আছে। ভারতকে দু'ভাগে ভাগ করবার চাইতে তিন ভাগে, চার ভাগে বা আরও বেশীভাগে ভাগ করবার প্রসপেক্ট বেশী attractive তাঁদের কাছে। ক'টা দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দাবি করতে পারে। মি. জিন্নাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পাকিস্তান সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকবে। ভারতকে এভাবে বিভিন্ন অংশে ভাগ করবার ফলে balancing power-এর ভূমিকা গ্রহণ করা ব্রিটেনের পক্ষে সহজ হবে। এ ছাড়া পাকিস্তান নামে নূতন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করে আরব রাষ্ট্রগুলিকে খুশী করা সম্ভব হবে।

লেবর গভর্নমেণ্টকে সরাসরি ভারত বিভাগের নীতি গ্রহণ করাবার জন্য বিভাগ-পন্থী টোরী দল অনুগামী ভারতের ব্রিটিশ কর্মচারীদের সাহায্যে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে এবং অনুগামী বিলাতী কাগজগুলো officially inspired কাহিনীতে কলমের পর কলম ভরে দিচ্ছে, এই ধরনের হেডিং দিয়ে, "India heading towards unprecedented civil war."

হাতের মুঠোয় সব ক্ষমতা রেখে দাঙ্গা সম্বন্ধে প্রথমে ওয়াভেল সাহেব, পরে মাউণ্টব্যাটেন সাহেব কিভাবে নিরপেক্ষতার অভিনয় করেছেন এদেশে আজ কারো অজানা নাই।

দেশ বিভাগ হবে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু সকলের মনে প্রশ্ন কংগ্রেস কি করবে? এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য মহাত্মাজীকে দিল্লীতে আহবান করা হয়েছে।

শঙ্করের পত্রে লিখিত বিষয়গুলির কিছু কিছু ইতিমধ্যে কাগজে বাহির হইয়াছিল কিন্তু suspected foul play-র কথা এই প্রথম শুনিল গৌতম। আগামী কয়েক-দিনের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটিবে মনে হইতেছে, গৌতম ভাবিল। দুইভাগে দেশ বিভক্ত হইবে, না there will be Balkanisation of India? ১৭০ বৎসর ধরিয়া অজস্র রক্তপাত করিয়া united India গড়িয়া তুলিয়াছে ইংরাজ, আজ যাইবার মুখে টুকরা টুকরা করিয়া নিজের হাতে গড়া জিনিস ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত

সে। কেন? মোস্লেম প্রীতির জন্ম? বাজে কথা। নিজের স্বার্থের গরজে। তাহার স্বার্থ রক্ষা পাইবে কিনা এখনই জানিবার উপায় নাই, কিন্তু বহুধা বিভক্ত দেশবাসীর ভাগ্যে কি দুর্গতি আছে অনুমান করা কঠিন নয়।

শঙ্করের চিঠিখানি টেবিলের উপরে রাখিয়া গৌতম দেশের ভাগ্যের কথা ভাবিতেছে, সরস্বতী ঘরে আসিলেন হাতে একখানি চিঠি লইয়া।

নিজের চিন্তা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া গৌতম বলিল, কার চিঠি মাসীমা?

সরস্বতী। পুষ্পর চিঠি। লতার বিয়ের খবর দিয়েছে।

সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। প্রশ্ন করিল, বিনয় বাবুর সঙ্গে বিয়ে হল বোধহয়?

সরস্বতী। হাঁ, লিখেছে বিনয় বলে একটি ছেলে আশ্রমে কাজ করত, তার সঙ্গে বিয়ে হল। বিয়ের পর লতাকে নিয়ে সে রায়পুরে চলে গিয়াছে।

এ সংবাদও অপ্রত্যাশিত নয়। লতার পক্ষে খুব ভাল ব্যবস্থা হইল বলিতে হইবে। সাহসী, বেশ ভাল ছেলে বিনয়।

সরস্বতী। পুষ্পর তেমন মত ছিল না, পিনাকী মত দিয়েছে লতা নিজে ইচ্ছুক দেখে।

গৌতম। বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল মাসীমা, ভাল লেগেছিল তাঁকে। পঞ্চক্রোশীতে ওঁর মামাবাড়ী, অজানা পরিবারের লোক নন। রায়পুরে ওঁদের বাড়ীঘর। অনেক জমিজমা আছে। মনে হয় লতা সুখে থাকবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন সরস্বতী, বলিলেন, অল্প বয়েসে বিধবা হয়ে বাপের কাছে ছিল। বাপের মৃত্যুতে একরকম নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। পুষ্পর একটা দায় গেল। পিনাকীর দায়ও গেল। বড় সৎস্বভাবের মেয়ে লতা। সুখী হোক সে নূতন সংসারে এই প্রার্থনা করি।

আমিও সেই প্রার্থনা করছি, গৌতম বলিল।

উভয়েই কি ভাবিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গৌতম বলিল, লতা ও মণিমালাকে গোবিন্দপুর থেকে সরাবার কথা ভাবছিলেন পুষ্পদি। লতার খুব ভাল ব্যবস্থাই হয়ে গেল মাসীমা, মণিমালারও একটা ব্যবস্থা হলে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। মণি, লতা, দু' জেনেকে এখানে পাঠাবার কথা বলে এসেছিলাম পুষ্পদিকে। মণির সম্বন্ধে একটা কথা আমার মাথায় আছে। আপনাকে বলিনি এ পর্যন্ত।

সরস্বতী প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে চাহিলেন। গৌতম বলিল, কিংশুকের সঙ্গে মণির বিয়ে দিতে পারলে কেমন হয়? বেশ সুন্দরী মেয়ে মণি, স্বভাবও বড় ভাল।

সরস্বতী। কিংশুক পণ্ডিত লোক। মণিমালাকে ভাল শিক্ষা হয়ত দিতে পারেনি পুষ্প। পছন্দ হবে কি কিংশুকের ?

গৌতম। স্কুল-কলেজে পড়েনি মণি। তবে লেখাপড়া ভালই জানে কথাবার্তায় আমার মনে হয়েছে। পুষ্পদির কাছে লিখি ওকে এখানে পাঠাবার জন্য, কি বলেন ?

সরস্বতী। দেখ লিখে।

দিল্লী হইতে শঙ্করের নূতন চিঠি আসিল। চিঠিখানি পড়িয়া গৌতম দেখিল অনেক নূতন কথা আছে চিঠিতে। ফোনে চিঠির কথা জানাইয়া প্রসাদকে বলিল, সন্ধ্যার সময় আসবেন যদি বিশেষ কোন কাজ না থাকে, দু'জনে মিলে শেখরদার বাড়ী যাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার কিছু পরে শেখরের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া প্রসাদ, গৌতম ও কিংশুক দেখিল টেবিলের উপরে ছড়ানো কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া শেখর বসিয়া আছেন।

তিনজনকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, ও পাড়া থেকে আসছ একটু চা-র কথা বলি।

হাসিয়া গৌতম বলিল, বাড়ীতে ঢোকবার সময়ে বৌদির চোখে পড়েছি, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই চিঠিখানা পড়ুন আগে।

শেখরের পরে প্রসাদ ও কিংশুক চিঠি পড়িল।

চিঠিতে শঙ্কর লিখিয়াছে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে ফিরে নেতাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করেছেন। দেশ বিভাগ নিশ্চিত। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রধান কাজ পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগে জিন্না সাহেবকে রাজি করানো যেটা সহজে হবে, এবং দেশবিভাগের প্রস্তাবে গান্ধীজীকে রাজি করানো, যেটা সহজে হবে না। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে, এ. আই. সি. সি.-র সভ্যদের মধ্যে গভীর সংশয় ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে, শিখ নেতারাও উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

তারপর লিখিয়াছে, শোনা যাচ্ছে ইন্টারীম গভর্ণমেণ্টের কংগ্রেসী নেতারা, একজন বাদে, দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। এর একটা কারণ ইন্টারীম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে অচল অবস্থা। একথা তাঁরা বুঝেছেন লীগের সঙ্গে আপোষ না হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। দেশ বিভাগের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন আপোষের কথায় লীগ কর্ণপাত করবে না। নেতাদের বিশ্বাস দেশের বর্তমান অবস্থায় লীগের দাবি মেনে নিয়ে আপোষ না করলে সারা দেশে অরাজকতা দেখা দেবে। দেশবিভাগের দাবি মেনে নেবার আরও একটা বড় কারণ

হিন্দুদের মধ্যে বড় একটা অংশ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অতিষ্ঠ হয়ে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করতে ভারত গভর্ণমেন্টের স্পষ্ট অনিচ্ছা দেখে দেশবিভাগ চাইছে। কংগ্রেসী নেতারা মনে করছেন ক্ষমতা হাতে পেলে দেশের অশান্তি দূর করতে পারবেন তাঁরা। তাঁরা এ আশাও করেন যে লীগ তার প্রার্থিত পাকিস্তান পেলে শান্তি স্থাপনে মন দেবে, আর কোন ঝামেলা করবে না।

চিঠির বক্তব্য লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

প্রসাদ বলিল, পাঞ্জাব থেকে একখানা চিঠি এসেছে আশ্রমে। গুরুদেব এই চিঠির কথা জানিয়েছেন। চিঠিতে লেখক দুঃখ করে লিখেছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাবে পণ্ডিত নেহেরু দেশবিভাগের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। তাঁর বক্তৃতা মনে পড়ছে, "Congress is not going to agree to the League demand for Pakistan under any circumstances whatsoever, even if the British Government agrees to it."

শেখর। দুঃখ করবার কারণ আরও দেখা দেবে। যদি দেশে শান্তি স্থাপনের জন্য ক্ষমতা হস্তগত করবার আশা টপ কংগ্রেসী নেতাদের দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নেবার কারণ হয়, তাহলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কেন পাকিস্তান দিতে রাজি হচ্ছে, ব্রিটিশ কর্মচারীরা কেন পাকিস্তান দাবি সমর্থন করছে এঁরা এখনও তা বুঝতে পারেন নি।

গৌতম। শঙ্করদা লিখেছেন দেশবিভাগের প্রশ্নে কোন রেফারেণ্ডাম হবে না। এর অর্থ মুষ্টিমেয় টপ নেতাদের দিয়ে প্রস্তাবটা গেলাতে চায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট, রেফারেণ্ডাম হলে সব ভণ্ডুল হবার আশঙ্কা করে। অর্থাৎ হিন্দু বা মুসলিম জনসাধারণের ওপর তাদের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই, এই চূড়ান্ত অপকর্মটি নেতাদের দিয়ে করিয়ে নিতে চায়। এই ব্যাপারের যদি অর্থ করা যায় যে ক্ষমতালোভী কয়েকটি নেতাকে হাত করে, তাঁদের কায়দায় ফেলে, দেশবিভাগের প্রস্তাবে দেশের জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা, দেশবিভাগের ফলে তাদের হিতাহিত, সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জোর করে দেশবিভাগ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের ঘাড়ে, বোধহয় সেটা অন্যায় হবে না।

কিংশুক। আর একটা কথা। দেশবিভাগের প্রস্তাবে প্রথমে বলা হয়েছিল ছয়টি মুসলমান মন্ত্রীসভা শাসিত প্রদেশ হিন্দু মেজরিটি ও মুস্লিম মেজরিটি অঞ্চলে ভাগ করা হবে। দেখা যাচ্ছে এ ছয়টির মধ্যে সিন্ধু ও বেলুচিস্তান বাদ দেয়া হয়েছে।

কংগ্রেসী টপ নেতারা, যাঁরা দেশবিভাগ স্বীকার করে নিয়েছেন, এখন

লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেনের দিকে চেয়ে আছেন গান্ধীজীর সম্মতি আদায় করবার জন্য। দেশবিভাগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মত সুপরিচিত। তবু গান্ধীজীর সম্মতি না নিয়েই এঁরা তাড়াতাড়ি দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি হয়ে গেলেন। এর কারণ কি?

নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সঙ্গে থাকবার সময়ে এর গোড়ার কারণটি চোখে পড়েছিল। গান্ধীজী অনুভব করছিলেন ক্রমে তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। এই উপলব্ধি আরও তীব্রতর হয়েছে। প্রকাশ্যেই তিনি বলেছেন, আমি আজ back number.

এর অর্থ কি? তাঁর প্রধান অনুচরেরা আর তাঁকে চান না, তিনি বুঝেছেন। Gandhi has outlived his usefulness to them. বন্ধুর পথের শেষে, ক্ষমতার স্বর্গদ্বারের সীমায় পৌঁছে দেবার পরে প্রিন্সিপলের দোহাই দিয়ে প্রবেশপথ রোধ করতে চান গান্ধীজী। রোধ করবার সামর্থ্য আছে কি তাঁর? তাঁর সম্বল এখন শুধু প্রেস্টিজ, he has lost real hold on the people. নোয়াখালিতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। বিরূপ সমালোচনা তীব্র হয়ে উঠছে, unpopular হয়ে পড়েছেন গান্ধীজী। অনুচরদের ভাব, let him feel his isolation, his helplessness.

তবু কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না টপ নেতারা। দেশজোড়া প্রেস্টিজ রয়েছে গান্ধীজীর, আশ্চর্য মস্তিষ্ক রয়েছে, মানুষের হৃদয়ে আবেদন পৌঁছে দেবার অদ্ভুত শক্তি রয়েছে, রুখে দাঁড়ালে সব বানচাল করে দিতেও হয়ত পারেন। শরণ নিতে হয়েছে তাই বন্ধুবৎসল মাউণ্টব্যাটেন দম্পতির কাছে।

দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালিতে গান্ধীজী বলতে শুনেছি ক্যা করুঁ? আজ দিল্লীতে একদিকে সমস্ত জীবনের সাধনা, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা, অন্যদিকে বিশ্বস্ত অনুচরবৃন্দের ক্ষমতার লোভ ও পশ্চাদপসরণ বৃত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আবার বোধহয় তাঁকে বলতে হচ্ছে ক্যা করুঁ?

কিংশুক থামিবার পরে কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ রহিল। তারপর প্রসাদ বলিল, দেশবিভাগের প্রস্তাবের full implications বোঝবার মত দূরদৃষ্টি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে টপ লীডরদের। সেদিনও তাঁদের একজনের বলতে বাধে নাই "Pakistan is a phantom which will soon fizzle out." এ দূরদৃষ্টি আছে শুধু গান্ধীজীর। জনসাধারণের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে, দেশবিভাগের বিরোধিতা করে নূতন সংগ্রাম সুরু করবার সামর্থ্য, উৎসাহ, দৃঢ়তা নাই

এঁদের, প্রশাসনিক যন্ত্রের অংশ হিসাবে কাজ করা ছাড়া আর কোনভাবে কাজ করবার ইচ্ছা নাই এঁদের, তাই গান্ধীজীর দিকে পেছন ফিরে যা পাওয়া যায় তাই দু'হাতে আঁকড়ে ধরতে উদ্যত হয়েছেন।

চা ও খাবার আসিল। আলোচনা ভিন্ন পথ ধরিল ইহার পরে।

কথাবার্তার মাঝখানে গৌতম বলিল, মৌলি কোথায় শেখরদা, তাকে দেখছি না।

শেখর। পাটনা গিয়েছে মৌলি তার এক বান্ধবীর বিয়েতে।

গৌতম। বান্ধবীর বিয়েতে?

হাসিয়া শেখর বলিল, হাঁ। Times are changing. বান্ধবীটিকে তুমি চিনতে পারবে বোধহয়। তার নাম মণীষা, পাটনায় ওদের বাড়ী।

গৌতম। পাটনায় ওদের বাড়ীতে আপনি ও বৌদি ছিলেন কিছুদিন, না?

শেখর। তারা একমাসের ওপরে ছিল ওদের বাড়ীতে। এই বিয়ের ব্যাপারে আমাদের এক নূতন অভিজ্ঞতা হয়েছে বলছি শোন। মণীষা মৌলির এক ক্লাস নীচে পড়ত, এ বাড়ী ঘন ঘন আসত, মাঝে মাঝে দু' চারদিন থাকত। আমাদের কাছে মেয়ের মত হয়ে উঠেছিল। ওরা যে পরস্পরকে পছন্দ করে যে কেউ ওদের হালচাল দেখে বুঝতে পারত। আমরা জানতাম না মণীষার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। ভেবেছিলাম মৌলির পরীক্ষার খবর বেরুলে ওদের বিয়ের কথা তুলব। ক'দিন আগে পাটনা থেকে দু'খানা বিয়ের চিঠি এল, একখানা আমার, একখানা মৌলির। আমরা দু'জনে তো আকাশ থেকে পড়লাম। মৌলি চিঠি হাতে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মণীষার বিয়েতে যাচ্ছি, ভাল প্রেজেণ্ট দিতে হবে, কত টাকা দেবে বলো।

তারা ছেলেকে জেরা করতে লাগল; জেরার বিবরণ পরে শুনলাম।

তারা প্রশ্ন করল, মণীষার বিয়ের কথা জানতিস তুই?

মৌলি। অনেক দিন। ছেলেটি আই. সি. এস. পাশ করে চাকুরি পাবার পরে তার মা মারা গেলেন তাই এক বছর বিয়ে বন্ধ ছিল।

মণীষা তাহলে এ বাড়ীতে এত আসা যাওয়া করত কেন? তোর সঙ্গে এত মিশত কেন?

বাঃ, তা করবে না? আমার বন্ধু তো বটে।

তারপর মায়ের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, ও, তোমরা আর কিছু ভেবে নিয়েছিলে বুঝি? ওল্ড ফ্যাশন্ড মানুষ তোমরা, ছেলেমেয়েদের মিশতে দেখলেই

ভেবে যাও ওদের লভ হয়েছে, দাও বিয়ে দিয়ে। কি প্রেজেণ্ট দেয়া যায় বলতো, তোমার টেষ্ট ভাল বলে জানি।

গল্প শেষ করিয়া শেখর উচ্চ হাস্য করিতে প্রসাদ প্রশ্ন করিল, কি ব্যাপার শেখরদা, এত হাসি কেন?

শেখর। আমার জ্যেষ্ঠ আত্মজ সেদিন মুখের ওপর বলল তোমরা ওলড ফ্যাশনড্‌, আমাদের ইয়ং জেনারেশনের হালচাল ঠিকমত বোঝবার শক্তি নাই তোমাদের। গৌতমকে সেই কাহিনী বলতে গিয়ে হাসি পেল।

এখনও হাসছেন, আর কয়েক বছর পরে বললে রেগে যাবেন, কিংশুক বলিল।

আবার আলোচনা আরম্ভ হইল। গৌতম উঠিয়া ভিতরে গেল তারার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য।

অন্য কথার পরে তারা বলিল, পলাশডাঙা আশ্রমে বাড়ী তৈরী করছেন তোমার দাদা, মাঝে মাঝে গিয়ে থাকবেন বলে। দেখতে যাব আমরা ক'দিন পরে।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া গৌতম বলিল, বাড়ী তৈরীর কথা এ পর্যন্ত আমাকে তো বলেন নি দাদা।

তারা। পঞ্চক্রোশীর বাড়ীর কথা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করি আমি মধ্যে মধ্যে। সত্যি বারোমাস কলকাতা ভাল লাগে না। মাস খানেক আগে হঠাৎ একদিন বললেন পঞ্চক্রোশীর বাড়ীর জন্য তোমার দুঃখ ঘোচাব এবার। আশ্রমে প্রসাদের বাড়ীর কাছে একটু জমি পাওয়া গেছে, বাড়ী তৈরী করবার ব্যবস্থা করলাম। মনের সাধে লাউ-কুমড়ো-পুঁইয়ের আবাদ করো।

কি ভাবিল একটু গৌতম, বলিল, ওঁর শরীরটা ভাল নয়। আশ্রমে মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকলে ভাল থাকবেন মনে হয়। আমার বড়মামা ভাল আছেন ওখানে।

দুইটি কাচের ছোট বয়ান আনিল তারা। গৌতম উঠিবার সময়ে বলিল, আমের আচার ও মোরব্বা করেছিলাম, মাসীমার জন্য এইটুকু নিয়ে যাও কষ্ট করে।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া গৌতম বলিল, কবে আশ্রমে যাচ্ছেন বাড়ীর কাজ দেখতে দাদা? যাবার আগে জানাবেন, সুবিধা হলে যাব।

খবরটা আর বুঝি চেপে রাখতে পারল না তারা, হাসিয়া শেখর বলিলেন, আচ্ছা জানাব।

বাড়ী ফিরিতে একটু রাত হইল সেদিন।

পাটনা হইতে ফিরিল মৌলি।

সন্ধ্যাতারা খুঁটিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল ছেলেকে।

মৌলি বলিল, তোমার জড়োয়া নেকলেশ খুব পছন্দ হয়েছে বাড়ীর সকলের, শুধু মনীষাটা খুঁৎ খুঁত করল এত দামী জিনিস দিলেন কেন মাসীমা? মনীষা ফিরে না আসা পর্যন্ত মণীষার মা, ভাইরা কিছুতে আসতে দিল না আমাকে। চলে আসলেই ভাল হত মা।

কেন রে?

মন খারাপ করে ফিরলাম। শ্বশুর বাড়ী থেকে মণীষা ফিরলে দেখলাম মুখ ভার ভার। বিয়ের পর থেকে খুঁৎখুঁত করছিল, বোধহয় আই. সি. এস. বরটির কেতা দোরস্ত, ডিগনিফায়েড ভাবসাব দেখে। শালাশালীদের সাথে কথাবার্তাতেও অফিশিয়েল পোজ, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার ধরণ দেখে আমার হাসি পেত। বিয়ের আগে ছেলেটির সঙ্গে মণীষার মেশবার সুযোগ ঘটেনি, সবাই খুব ভাল ছেলে ভাল ছেলে বলেছিল, এমনটা যে হতে পারে ও বোধহয় ভাবে নি। ওর মুখের ভাব দেখে একটু সময়ের জন্য একলা পেয়ে বললাম, কি ব্যাপার, আষাঢ়ের আকাশের মত মুখের চেহারা করে শ্বশুর বাড়ী থেকে ফিরলে? শুনে ও কেমন একরকম করে আমার দিকে চেয়ে রইল এক মিনিট, মুখের চেহারা থমথমে হয়ে এল, তারপর আঁচল তুলে মুখ ঢেকে ফেলল। কাণ্ড দেখে আমি থ মেরে গেলাম।

একটু থামিয়া মাতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বিয়ে হলে মেয়েরা বোধহয় সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যায় রাতারাতি, তাই না মা? মনীষা তো কাঁদুনে জাতের মেয়ে ছিল না।

তারপর বলিল, ওর আঁচলে-ঢাকা মুখের দিকে চেয়ে স্পীক-টি-নট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, সত্যি ভেবে পেলাম না কি যে বলি ওকে। শেষে মরিয়া হয়ে বললাম, চিয়ার আপ মনীষা, সব ঠিক হয়ে যাবে এরপরে। ওর পিঠে ছোট্ট এক থাবড়া মেরে কেটে পড়লাম।

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার মন্তব্য করিল, মনীষা চালাক মেয়ে, মানিয়ে নিতে পারবে ঠিক মনে হয়। হয়ত নানা রকম উল্টোপাল্টার ধাক্কায় adjust করে নিতে পারছে না। তবে মনে হয় বন্ধুর তালিকা থেকে ওর নামটা বাদ দিতে হবে। বিদায় নেবার সময় ওকে বলে এসেছি forget old friends.

সন্ধ্যাতারা স্তব্ধ হইয়া রহিল কিছুক্ষণ ছেলের কাহিনী শুনিয়া। যে কথাটি মুখে আসিতেছিল—অন্ধ, অন্ধ, তোরা দু'জনেই অন্ধ মৌলি, ছেলের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিলেন না। শুধু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নির্বাক রহিলেন।

॥ আট ॥

৩রা জুন তারিখে বড় বড় হেডিং দিয়া কাগজের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে খবর বাহির হইল—Congress working commitee accepts the Mountbatten plan of partition.

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন হইতে ফিরিবার পরে যে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল নয়া দিল্লীতে তাহার ক্লাইম্যাক্সের সূচনা করিতেছে এই ঘটনা।

২রা জুন সকালে কংগ্রেস, শিখ ও লীগ নেতাদের বৈঠকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দেশবিভাগের প্রস্তাবের আলোচনা হইল। ইতিমধ্যে নেতাদের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান গৃহীত হইলে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার সময় ১৯৪৮এর জুন হইতে আরও নিকটবর্তী হইয়া ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট ধার্য হইতে পারে। মনে আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা লইয়া প্রস্তাবের পক্ষে মোটামুটি সমর্থন জানাইলেন নেতারা। ইহার পরে কংগ্রেস, শিখ ও লীগ দলের কাছে, দলের সঙ্গে পরামর্শ করিবার পরে, ঐ তারিখেই লিখিত সম্মতি পাঠাইবার কথা বলা হইল। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও শিখ নেতা লিখিত সম্মতি পাঠাইবেন স্বীকার করিলেন, মি. জিন্না নানা অজুহাত তুলিয়া লিখিতভাবে সম্মতি জানাইতে অস্বীকার করিয়া রাত্রে তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের বক্তব্য জানাইবেন বলিলেন।

বেলা সাড়ে বারোটায় মহাত্মা গান্ধী ভাইসরয়ের ভবনে আসিলেন তাঁহার আমন্ত্রণে। দেশবিভাগের প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তির কথা ভাইসরয়ের জানা ছিল, কংগ্রেসের নেতারা প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পরে তিনি কি করিবেন সে সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল তাঁহার মনে। কতকগুলি পুরাতন ও ব্যবহৃত খামের কাগজ সম্মুখে লইয়া গান্ধীজী বসিলেন, প্রথমেই লিখিয়া জানাইলেন আজ তাঁহার মৌন দিবস। পড়িয়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, গান্ধীজীর প্রশ্নবর্ষণের সম্মুখীন হইতে হইবে না তাঁহাকে। নিজের এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে খুশী হইলেন ভাইসরয়। পুরনো খামের কাগজে গান্ধীজী লিখিলেন, আমার মনে হইতেছে আজ আমার মৌন ভঙ্গ করি আপনার ইচ্ছা নয়। আমি আপনার বিরুদ্ধে আমার বক্তৃতাগুলিতে কিছু বলিয়াছি কি? আমি সেরূপ কিছু করি নাই ইহা যদি আপনি বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনার আশঙ্কা ভিত্তিশূন্য।…

লর্ড মাউন্টব্যাটেন বুঝিলেন তাঁহার সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও গান্ধীজী আপনাকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

দুপুর রাত্রে মি. জিন্না আসিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করিতে। আপনার দলের বক্তব্য লিখিতভাবে পেশ করিতে অস্বীকার করিলেন তিনি, বলিলেন যাহা বলিবার মৌখিক বলিবেন। জেনারেল ইসমেকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত থাকিতে হইল উভয়ের আলাপের সময়ে। হাঁ বা না কোন পরিষ্কার জবাব, কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করা সম্ভব হইল না লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পক্ষে। অগত্যা তিনি বলিলেন লীগ নেতাদের বুঝাইয়া সম্মত করিবার ভার তিনি লইলেন, আগামী কাল নেতাদের বৈঠকে তিনি ঘোষণা করিবেন মি. জিন্নার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন, মি. জিন্নাকে শুধু সায় দিতে হইবে যখন তিনি এই ঘোষণা করিবেন। মাথা নাড়িয়া মি. জিন্না সম্মতি জানাইলেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট ও শিখ নেতার লিখিত সম্মতি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে পৌঁছিল। ৩রা জুন বৈঠক বসিল। একজন লীগ নেতা অভিযোগ করিলেন গান্ধীজী প্রার্থনা সভার ভাষণে বলিয়াছেন যে সকল নেতা বৈঠকে যোগদান করিতেছেন জনসাধারণ তাঁহাদের উপরে নির্ভর করিতে না পারিলে নূতন নেতার অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহাদিগকে। এই অভিযোগে বৈঠকে গোলযোগ আরম্ভ হইল। সর্দার প্যাটেল বলিলেন, বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইবে গান্ধীজী তাহা মানিয়া লইবেন।

সন্ধ্যাবেলা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণার পরে নেতারা যখন বক্তৃতা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনা সভার ভাষণে "আমাদের রাজা নেহেরুর" উল্লেখ করিয়া বলিলেন নেতারা যাহা করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাঁহাদের আচরণ সমালোচনার অতীত নয়। 'রাজা নেহেরু'ও সমালোচনা হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

এই সমালোচনা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ৪ঠা জুন প্রার্থনা সভায় যাইবার আগে গান্ধীজীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আমন্ত্রণ করিলেন। গান্ধীজী ভাইসরয়ের ভবনে উপস্থিত হইলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁহার অভ্যস্ত মিষ্টবাক্যে বুঝাইলেন "এই প্ল্যানকে মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান মনে না করে গান্ধী প্ল্যান বলে মনে করুন, মহাত্মাজী। আপনার নীতি অনুযায়ী অপরকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোন ব্যবস্থায় রাজি না করা, নিজ সমাজের ইচ্ছানুযায়ী নিজ সমাজকে গড়ে তোলবার অধিকার এবং যতদূর সম্ভব শীঘ্র ভারত হতে ব্রিটিশের

প্রস্থান করা, আপনার নীতি ও অভিমতের এই প্রধান কয়েকটি লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই এই পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।"

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের চেষ্টা সফল হইল। সেদিনের প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বলিলেন, "দেশ বিভাগের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দায়ী নয়, দেশবিভাগে ভাইসরয়ের কোন হাত নাই। বরং দেশবিভাগের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মনে যতখানি আপত্তি আছে ভাইসরয়ের মনেও ততটা আপত্তি আছে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান উভয়েই যদি আর কোন ব্যবস্থায় সম্মত হইতে না পারে তবে ভাইসরয় আর কি করিতে পারেন?"

১৪ই ও ১৫ই জুন তারিখে দিল্লীতে এ. আই. সি. সি-র সভায় দেশ বিভাগের প্রস্তাব সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোচনা শেষ হইল। প্রার্থনা সভার ভাষণে এবং হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর বিরূপ মন্তব্যগুলি দেখিয়া অনেকের আশা হইয়াছিল, এ. আই. সি. সির সভায় দেশবিভাগের বিরোধীদল তাঁহার সমর্থন পাইবেন এবং ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইবে। তাঁহারা হতাশ হইলেন সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গান্ধীজীর বক্তৃতার ফলে।

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া সর্দার প্যাটেল বলিলেন, আমাদের সম্মুখে ছিল দেশ দুইভাগে ভাগ এবং বহুভাগে ভাগ করিবার প্রশ্ন। ১৬ই মের United India-র প্ল্যান, একপক্ষ অসহযোগ করিলে কার্যকর করা অসম্ভব হইত। আমরা ভয় পাইয়া মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান গ্রহণ করি নাই, ভারতের তিন চতুর্থাংশ স্বাধীনতা লাভ করিবে বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া বলিলেন, "গান্ধীজীর মত ঠিক, আমার মত ঠিক নয় আমি জানি। তবু গান্ধীজীর মত আমি মানিয়া লইতে পারিতেছি না এইজন্য যে এ পর্যন্ত তিনি সমষ্টির ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই (He has as yet found no way of tackling the problem on a mass basis). নোয়াখালিতে, বিহারে তাঁহার চেষ্টায় অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। গান্ধীজী বলিতেছেন তিনি বিহারে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান করিতেছেন। হয়ত করিতেছেন, কিন্তু কিভাবে উহা করা হইতেছে তাহা স্পষ্ট নয়। অহিংস অসহযোগের ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সকল সুনির্দিষ্ট উপায়ের উদ্ভাবন করা হইয়াছিল লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য সেই প্রকার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা কোথায়? এখনও তিনি অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন।

তিনি নীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন কিন্তু অপরকে এই সকল নীতি কাজে

পরিণত করিতে হইবে, ইহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই ("these others are not converted to his way of thinking.")।

পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন, "প্ল্যানে নূতন কিছু নাই। আপনাদের রাজাজীর ফরমুলার কথা স্মরণ আছে। এই ফরমুলার ভিত্তিতে গান্ধীজী আপোষের আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

"অনিচ্ছুক দলকে জোর করিয়া এক সঙ্গে ধরিয়া রাখা সম্ভব ছিল না।"

"ওয়ার্কিং কমিটি ভয় পাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে এ কথা সত্য নয়। তরবারি ও লাঠির সাহায্যে আমরা দাঙ্গা দমন করিতে পারিতাম কিন্তু তাহার ফলে সমস্যার সমাধান হইত কি?"*

ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গান্ধীজী বলিলেন, "এ. আই. সি. সি-র প্রতিনিধি হিসাবে ওয়ার্কিং কমিটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এ. আই. সি. সি, এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারে কিন্তু তাহা হইলে শুধু ওয়ার্কিং কমিটি নয়, গভর্নমেণ্ট গঠনের জন্য নূতন নেতাদল খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এ. আই. সি. সি.-কে।

"বর্তমান নেতাদের সরাইয়া দেওয়া সুবিবেচনার কাজ হইবে না।"

"কংগ্রেসের মত তিনি নিজেও পাকিস্তান বিরোধী; তবু ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বলিতেছেন, কারণ, সময়ে সময়ে অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।"

---

* এই তারিখের পরের এক তারিখে সাংবাদিকদলের এক বৈঠকে তিনি বলিয়াছিলেন, "Congr[illegible] accepted partition because we were in a hurry and because of the growing sens[illegible] frustation."

॥ নয় ॥

রাজনগর হইতে বনমালী সরকারের লিখিত দীর্ঘ পত্র পাইল গৌতম। পড়া হইলে পত্রখানা হাতে লইয়া বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ। কত রকমের ছায়াচিত্র এলোমেলো ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল চোখের সম্মুখে, কত রকমের কথা মনে পড়িল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে খেয়াল নাই বুক কাঁপাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল তাহার। লুপ্ত চেতনা যেন ফিরিয়া আসিল সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে।

এতক্ষণ পরে তাহার মনে হইল দিল্লীতে বসিয়া নেতারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বাস্তব রূপ হতভাগ্য দেশবাসীকে এইবার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

বনমালী লিখিয়াছে খাজানা-পত্র আদায় করা কঠিন, লাটের খাজনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়াছে। অবস্থার উন্নতি না হইলে বহু জমিদারের ।ত্তি নীলামে উঠিবে, আমরাও রক্ষা পাইব না। খাজানা আদায় করা কঠিন হইয়াছে ফসলহানির জন্য নয়, প্রজাদের খাজানা দিবার অনিচ্ছার দরুণ। সার্টিফিকেট করিলেও প্রজারা ভয় পায় না, সার্টিফিকেট জারি করিবার সাহস হিন্দু জমিদারগণের হইবে না তাহারা মনে করে।

চুরি ডাকাতির সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। চুরি ডাকাতি হইতেছে শুধু হিন্দুদের বাড়ীতে। দিনের বেলায় দল বাঁধিয়া হিন্দুদের বাড়ি চড়াও হইতেছে, সর্বস্ব লুটিয়া লইতেছে। থানায় নালিশ করিয়া কোন ফল হয় না, কারণ লোকের নাম বলিয়া দিলেও কোন তদন্ত করা হয় না। ফলে দুষ্ট লোকের সাহস বাড়িতেছে।

গ্রামে গ্রামে নূতন এক উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছে আনসার বাহিনী নাম দিয়া। রাজ্যের বেকার লোক, বদমাইস, গুণ্ডা মিলিয়া এই বাহিনী গঠিত হইয়াছে, কাফের হিন্দুদের হাত হইতে পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য। লাঠি ঘাড়ে করিয়া "পাকিস্তান জিন্দাবাদ", "কায়দে আজম জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে গ্রামের পথে হিন্দুপাড়াগুলির মধ্যে কুচকাওয়াজ করিয়া বেড়ায় আনসার দল। ভূমিষ্ঠ হইয়াই আনসার দল হিন্দুদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছে। হিন্দুদের, বিশেষ করিয়া ভদ্রলোকদের, প্রতি তাহাদের আচরণ অতিশয় উদ্ধত, রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে অকারণ অপমানের ঘটনা, হাটেবাজারে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপরে সামান্য কারণে বা অযথা মারপিটের ঘটনার কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে।

পাকিস্তানের নামে জবরদস্তি করিয়া চাঁদা আদায় করিতেছে ইহারা। চাঁদা না দিলে হিন্দুদের বাড়ীর দরজা, জানালা খুলিয়া লয় রাত্রে। মরাই হইতে ধান বাহির করিয়া লয় জোর করিয়া। ভদ্র ইতর সকল শ্রেণীর হিন্দুকে শাসানি দেওয়া হইতেছে গ্রাম ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া যাও, পাকিস্তানে তোমাদের জায়গা হইবে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা এতদিন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিল, যথেচ্ছ উপদ্রবের ফলে, কাজকর্মে বাধা দেওয়ার ফলে, তাহাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাহারা ভয় পাইয়া গ্রাম ত্যাগ করিবার আয়োজন করিতেছে গোপনে, গুপ্তচরের মুখে খবর পাইয়া আনসার দলের লোক আসিয়া হুমকি দিতেছে জমিজমা, বাড়ী, তৈজসপত্র বিক্রয় করিতে পারিবে না। কোন জিনিস সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না, টাকা পয়সা লইয়া যাইতে দিব না, খালি হাতে চলিয়া যাইতে হইবে। হুমকি দিতেছে আবার জলের দামে হিন্দুদের সম্পত্তি তাহাদের কাছে বেচিবার জন্য দলের কোন কোন লোক চর পাঠাইতেছে। গোপনে জলের দামে হিন্দুদের ঘটিবাটি, কাঠের জিনিস, বাক্স প্যাটরা কিনিবার পরে প্রকাশ্যে দল বাঁধিয়া বাড়ী চড়াও হইয়া কৈফিয়ৎ তলব করিতেছে কেন আদেশ অমান্য করিয়া সম্পত্তি বেচিয়াছে। মোটা জরিমানা ধার্য করিয়া, প্রাণের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করিয়া লইতেছে। ফলে সম্পত্তি ও সম্পত্তি বেচিয়া প্রাপ্ত টাকা দুইই হারাইতেছে হিন্দুরা। মনে হইতেছে হিন্দুরা ধনেপ্রাণে মারা পড়িবে ইহাদের হাতে।

একটি দুঃসংবাদও দিয়াছে বনমালী। বড় তরফের ব্রজনারায়ণ কর্তাবাবু মারা গিয়াছেন। ১৭ই জুন তারিখে খবরের কাগজ পড়িবার পরে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া যায় দেশ বিভাগের সংবাদ পাইয়া। ঐ অবস্থায় কয়েক দিন থাকিয়া তিনি শান্তিলাভ করিয়াছেন মরিয়া।

রাজনগরের ইতিহাস লেখক ব্রজনারায়ণের মৃত্যুখবর অপ্রত্যাশিত নয়। রাজনগর হইতে আসিবার সময়ে যে কাগজগুলি দিয়াছিলেন তিনি সযত্নে রাখিয়াছে সে। রাজনগরের ইতিহাস আর সম্পূর্ণ হইল না।

বনমালী লিখিয়াছে আনসার দলের লোকেরা রাজনগর নাম নাকি বাতিল করিয়া গ্রামের নাম দিয়াছে জিন্নানগর। এখনই না হউক কয়েক বৎসর পরে এই নাম হয়ত চালু হইবে, বহু প্রাচীন রাজনগরের কাহিনী ও নাম মুছিয়া যাইবে লোকের মন হইতে।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গোবিন্দপুর হইতে পুষ্পর চিঠি আসিল গৌতমের নামে। পুষ্প লিখিয়াছেন, গৌতম, মণি ও ছেলেদের ভার লইতে চাহিয়াছিলে

তুমি। এতদিন অবস্থার গতি দেখিতেছিলাম, যদি তাহাদের এখানে রাখিতে পারি। মণিকে আর রাখিতে পারিলাম না। ছেলে দুইটিকে রাখা যাইত হয়ত, কিন্তু এখানে রাখিয়া তাহাদের মানুষ করিয়া তুলিতে পারিব এ ভরসা করি না। তাই তোমার উপরে এই দায়িত্ব চাপাইতেছি। পিনাকী তাহাদের লইয়া যাইতেছে তিন চার দিনের মধ্যে। তাহার কাছে এখানকার অবস্থার কথা শুনিবে, চিঠিতে সব কথা লেখা সম্ভব হইল না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

কয়েকদিন পরে মণিমালা, তপু ও অপুকে লইয়া পিনাকী আসিল।

সরস্বতী ইন্দ্রনারায়ণের শ্রাদ্ধের সময়ে মণিমালাকে দেখিয়াছিলেন, দেড় বৎসর পরে এই দেখিলেন। পিতৃশোক, মায়ের দুঃখ, দুশ্চিন্তা, পারিবারিক ও দেশের অবস্থার পরিবর্তন, সব কিছুর অনিশ্চয়তা, তাহার বয়স যেন অনেক বাড়াইয়া দিয়াছিল। সুগৌর বর্ণ মলিন, সুকুমার মুখখানিতে বিষাদের ছাপ, বড় বড় চোখ দুইটিতে করুণ, ক্লান্ত, অবনত দৃষ্টি। ম্লান, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে সরস্বতী বুকের উপরে টানিয়া লইলেন তাহাকে দুই হাত বাড়াইয়া।

যে বিষাদময় আবহাওয়ায় গোবিন্দপুরে তাহারা বাস করিতেছিল তাহার ছাপ তপু অপুর উপরেও পড়িয়াছে। বোনের মত দেখিতে সুন্দর পনেরো এবং বারো বৎসরের এই বালক দুইটির মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও বিষাদের প্রকাশ। পিতামাতাকে ছাড়িয়া, বাড়ী ছাড়িয়া কখনও তাহারা বাহিরে আসে নাই, কলিকাতায় কোন দিন আসে নাই, যেখানে আসিয়াছে গৌতম ছাড়া সেখানে আর কাহাকেও চিনে না। অসহায়তা, সংশয়, আশঙ্কার ভাব তাহাদের চোখে মুখে পরিস্ফুট। তিনটি ভ্রাতা ভগ্নীর দিকে চাহিয়া তাঁহার দুই চক্ষু আর্দ্র হইল।

রাত্রি জাগিয়া আসিয়াছে ইহারা, সারা রাস্তায় ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিয়া, নিঃশব্দে কাঁদিয়াছে। চোখের কোণে, গালে ক্ষীণ অশ্রুচিহ্ন দেখিয়া সরস্বতী বুঝিতে পারিলেন। আর দেরি না করিয়া ইহাদের স্নান করাইয়া কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

অনন্তকে ডাকিলেন তিনি, প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া তিন ভাই বোনকে লইয়া নিজের ঘরে গেলেন।

পিনাকী গল্প করিতে বসিয়াছিল গৌতমের সঙ্গে। অনন্ত তাহাকে মাসীমার আদেশ জানাইল, এখনই স্নান করিতে হইবে।

গৌতম বলিল, আপনি উঠুন পিনাকী দা, স্নান সেরে কিছু খেয়ে নিন আগে, তারপর কথাবার্তা হবে।

পিনাকী। উঠছি, তোমার দিদি মৃণালিনী দিদির বাড়ীর খবর কি?

ওঁরা এ পাড়া ছেড়ে সরে গিয়েছেন। বেশী দেখাসাক্ষাৎ হয় না। দিদির শরীর ভাল নাই জানি।

পিনাকী। তোমার ভগ্নীপতি জগদীশবাবুর একখানা চিঠি পেলাম হঠাৎ। লিখেছেন জাপানী আক্রমণের ফলে বর্মায় সর্বস্বান্ত হয়ে জাপানী বন্দী ক্যাম্পে বাস করেও মনে জখম হইনি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে ফিরে পেয়েছি, আশাতীত অর্থ উপার্জন করছি, বাড়ীঘরও করেছি আবার। ১৯৪৫ এর পরে দু'বৎসর কাটতে না কাটতে হঠাৎ মনে হচ্ছে বুড়ো হয়ে গেলাম। নেতাজীর কথা মনে পড়ছে, জাপানী ও ব্রিটিশদের হাতে যে বর্বর আচরণ পেয়েছিলাম মনে পড়ছে, নেতাজীর 'চলো দিল্লী' বক্তৃতার কথা মনে পড়ছে—। চিঠি পড়ে বুঝলাম দেশবিভাগের প্রস্তাবে দেশের বহুলোককে যে কঠিন আঘাত করেছে সেই আঘাতে বিচলিত হয়ে চিঠিখানা লিখেছেন।

গৌতম। জগদীশ দা পারিবারিক জীবনেও আঘাত পেয়েছেন। তাঁর বড় মেয়েটি পালিয়ে গিয়ে এক পাঞ্জাবীকে বিয়ে করেছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের মণ্টোগোমেরী জেলায় জামাইয়ের বাড়ী। দেশবিভাগের ফলে বাড়ীঘর, জমিদারী, ব্যবসা সব যাবে তার। তিন চার মাস ধরে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলছে পাঞ্জাবে, কি অবস্থায়, কোথায় আছে ওরা সে খবরও পাওয়া যাচ্ছে না। দুশ্চিন্তায় দিদির শরীর ভেঙ্গে পড়েছে।

পিনাকী। দুশ্চিন্তার কথা বটে। হয়ত দিল্লীতে চলে এসেছে। ব্যবসায়ী যখন বলছ দিল্লীতে অফিস আছে নিশ্চয়। নানা গোলমালে চিঠিপত্র দিতে পারছে না। শঙ্কর দিল্লীতে আছে, তাকে খোঁজ খবর নিতে লিখে দাও। জগদীশবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে।

আমি আপনাকে নিয়ে যাব, গৌতম বলিল।

পিনাকী আসিবার খবর পাইয়া সন্ধ্যার পরে সরিৎ ও প্রসাদ আসিল। গোবিন্দপুর হইতে তিনটি ছেলে মেয়ে আসিয়াছে সরিৎ শুনিয়াছিল।

সরিৎ ভিতরে সরস্বতীর কাছে গেল, প্রসাদ গৌতমের ঘরে বসিল।

পিনাকী গোবিন্দপুরের অবস্থার কথা বলিতেছিল গৌতমকে। বলিতেছিল, যোগেন্দ্র দাকে ওদিককার হিন্দু, মুসলমান মাষ্টারমশাই বলত, সম্মান করত তার মহান চরিত্র, সকলের প্রতি সমান প্রীতি ও বিরাট কাজের জন্য। তাঁর কর্মের ফলে কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়নি ও অঞ্চলে এমন কেউ নাই। শুধু গোবিন্দপুর

কেন আশপাশের কয়েকখানা গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক চেহারা বদলে গেছে তাঁহার চেষ্টায়।

তাঁর মৃত্যুর পরে কয়েকটা মাস যেতে না যেতে সব যেন ভেঙ্গে পড়ছে। শিল্পশালা ও কৃষিশালার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে আভাস পেয়েছি। দেশবিভাগের প্রস্তাব এক সম্প্রদায়কে উন্মাদ, অন্য সম্প্রদায়কে আতঙ্কে, হতাশায় দিশেহারা করেছে। গোটা হিন্দু সম্প্রদায়ের moral backbone হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়েছে। আশা, ভরসা, ভবিষ্যৎ সব গিয়েছে তাদের, এই তাদের মনোভাব।

সব মুসলমান কিছু চোর, ডাকাত, বদমায়েস হয়ে যায়নি রাতারাতি, ভাল লোক অনেক আছে তাদের মধ্যে, তবু সব হিন্দুর মনে আতঙ্ক, অবিশ্বাস, কারণ ভাল লোকেরা তাদের হয়ে কথাটি বলে না। তাছাড়া চৌকিদার থেকে জেলার কর্তারা পর্যন্ত সব মুসলমান কর্মচারীর কাছে ধমকের বদলে প্রশ্রয় পাচ্ছে দুষ্টেরা। হিন্দুদের অন্যতম আতঙ্কের কারণ আনসার বাহিনীর আবির্ভাব। এদের অন্যান্য উপদ্রব হিন্দুদের যত না ত্রস্ত করেছে তার চাইতে বেশী করেছে হিন্দু নারীদের প্রতি উৎপাত। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, অশ্রাব্য রসিকতা করে এরা হিন্দু নারী দেখলে, পথেঘাটে হোক আর গৃহস্থবাড়ীতে হোক। গ্রামের মধ্যে পথেঘাটে বের হতে সাহস পায় না হিন্দু নারীরা এদের ভয়ে।

বেনামী চিঠি আসা আরম্ভ হয়েছে গ্রামের মানী, পদস্থ হিন্দু গৃহস্থদের নামে। তোমাদের বাড়ীর বয়স্কা কুমারী ও বিধবা মেয়েদের দিয়ে দাও আমাদের হাতে, নিকা করে আমরা পরম সুখে রাখব তাদের। পাকিস্তান রাজ্যে তুমিও নির্ভয়ে বাস করতে পারবে আমাদের কুটুম্ব হয়ে।

রূপখালি, তারাপুর, হাঁসমারিতে হিন্দুদের জমির ফসল উঠাতে, গাছের ফল পাড়তে, জমি চাষ করতে বাধা দেয়া হচ্ছে খবর পেয়েছি। খুশীমত মুসলমান প্রতিবেশীরা হিন্দুদের গাছের ফল পেড়ে, গাছ কেটে, পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এ খবরও পেয়েছি।

মণিমালার ওপরে দুষ্টদের দৃষ্টি পড়েছে যোগেন্দ্র দার অনুগত একজন মুসলমান গ্রামবাসী গোপনে খবর দিয়ে যায় পুষ্পদিকে, পরামর্শ দেয়, আসছে ক'মাস গোলমাল হবে মনে হচ্ছে, মেয়েকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিন, ঠাণ্ডা হলে আনবেন। সেইদিনই পুষ্পদি তোমাকে চিঠি লিখলেন। ছেলে দু'টিকে আমি নিয়ে এসেছি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে। একে গ্রামে থাকলে লেখাপড়া হবে না মনে হল, তারপর বড়দের আতঙ্ক দেখে, নানা রকমের গুজব শুনে ওরাও যেন শুকিয়ে উঠছিল অজানা ভয়ে।

বেশ ভাল করেছেন ওদের এনে, গৌতম বলিল, আমি শুধু মণিকে নয় ওদের দু'ভাইকেও আনতে চেয়েছিলাম।

পিনাকী। যাক, আমার কাজ হয়ে গেল। এবার গোবিন্দপুরে ফিরে গিয়ে চেষ্টা করব যোগেন্দ্র দার খাদি আশ্রম বাঁচিয়ে রাখতে পারি কিনা। আজ রাত্রে পলাশডাঙা আশ্রমে যাচ্ছি দেবানন্দ কাকার সঙ্গে দেখা করতে। পুষ্পদি তাঁর হাতে দেবার জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।

গৌতম। মণির বিয়ের নাম করে অনেকগুলো টাকা তো আমার হাতে দিলেন।

পিনাকী। টাকা এর পরে পাঠাতে পারবেন কিনা ভেবে মেয়ের বিয়ের জন্য যা সঞ্চিত ছিল সবটা পাঠিয়েছেন। আশ্রমের নাম করে কাকার হাতে দেবার জন্য হাজার দুই টাকা দিয়েছেন।

গৌতম। ওঁর হাতে কিছু থাকল কি ?

পিনাকী। বোধ হয় থাকল না। কিছু জমি বিক্রি করবেন ইচ্ছা আছে।

মণিমালা ও তাহার দুই ভ্রাতার সম্বন্ধে কথা উঠিল।

গৌতম। মাসীমা কি বলেন আগে শুনি। মণির বিয়েটা দিতে পারলে পুষ্পদি বোধ হয় নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। সে চেষ্টাও করতে হবে।

প্রসাদ। ভাই দুটিকে যদি আশ্রমে রাখতে চাও এখুনি সে ব্যবস্থা হতে পারে।

ওরা কোনদিন বাড়ির বাইরে পা দেয়নি, এখুনি মণির কাছছাড়া করলে কান্নাকাটি করবে হয়ত, গৌতম বলিল, কিছুদিন একসঙ্গে থাকা ভাল নয় কি ?

তা বটে, প্রসাদ বলিল, আমি খেয়াল করিনি কথাটা। সরিৎ গিয়েছে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে, তার মত জিজ্ঞেস করো।

তা করব, গৌতম বলিল, একটা কথা মনে এল। মণির বিয়ের কথা আগেও ভেবেছি আমি। একটি ছেলে আমার মনে আছে, তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে আমার মনে হয় সব দিক দিয়ে ভাল হয়।

প্রসাদ। ছেলেটি কে গৌতম ? চেনা নাকি ?

চেনেন বই কি, হাসিয়া গৌতম বলিল, এখন নাম বলব না, আজকালের মধ্যে আসবার কথা আছে তার। আগে তার মন বুঝি তারপর সবাইকে বলব, পুষ্পদিকে লিখব।

সরস্বতীর ঘরে বসিয়া মণিমালা, তপু অপুকে পাশে বসাইয়া সরিৎ তাহাদের কাহিনী শুনিল সরস্বতীর মুখে। শুনিতে শুনিতে তাহাদের বিষণ্ন, কচি মুখের দিকে চাহিয়া জল আসিল তাহার চোখে।

চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, গৌতম থাকতে, আমরা থাকতে এদের জন্ত পুষ্পদির ভাবনার কিছু নেই তাঁকে লিখবেন মাসীমা। আজ থাক, ক'দিন বাদে এদের নিয়ে যাব আমার কাছে। তপু অপুর পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। আশ্রমে রাখবার মত যদি হয় আমাদের বাড়ীতে থাকবে, দুর্গা দেখা শোনা করবে।

একটু ভাবিয়া বলিল, পুষ্পদি কেন চলে এলেন না, মাসীমা ?

স্বামীর ভিটে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না মা, সরস্বতী বলিলেন, নইলে আসবার জন্ত আমি লিখতাম।

পিনাকী গোবিন্দপুরে চলিয়া গেলে মণিমালারা সরিতের বাড়ী যাইবে স্থির হইল।

আশ্রম হইতে ফিরিয়া গৌতমের ভগ্নীপতি জগদীশের সঙ্গে দেখা করিয়া পিনাকী গোবিন্দপুরে চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে বলিল, ১৫ই আগষ্টের পরে থেকে পাকিস্তানের হিন্দুরা ফিফ্‌থ কলামনিষ্ট বলে গণ্য হবে, চিঠিপত্রে বিস্তারিত খবর পাবার আশা করো না গৌতম। এখন থেকেই পোষ্টাফিসের লোকেরা চিঠিপত্রের ওপর নজর রাখতে সুরু করেছে।

সুস্থ আছেন আপনারা এটুকু খবর পাব আশা করি, গৌতম বলিল।

পিনাকী। তা পাবে।

॥ দশ ॥

পিনাকী যাইবার পরদিন কিংশুক ফিরিল কাশী হইতে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির জন্ত ইণ্টারভিউ দিতে গিয়াছিল। কাজ শেষ হইলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে কয়েকদিন।

রাত্রে আহারের পরে গৌতমের সঙ্গে কথা হইতেছিল।

তোমার বাড়ীর ভাড়াটে চলে গিয়েছে কিংশুক, গৌতম বলিল, বাড়ী কি আবার ভাড়া দেবে ?

ওখানে থাকতে ইচ্ছে হয় না আপনাকে বলেছি আগে। ভাবছি মেরামত করিয়ে গোটা দুই ঘর রেখে বাকীটা ভাড়া দিয়ে দেয়া ভাল। কাশীর চাকুরি যদি হয় জিনিসপত্রগুলো থাকবে।

গৌতম। এ আইডিয়া মন্দ নয়। আমার মাথায় এ সম্পর্কে একটা কথা আছে, পরে বলব। আমাকে না জানিয়ে ভাড়াটে ঠিক ক'রো না। এবার কাশীর

কথা কিছু বলো শুনি। কলেজে একজন বলছিলেন বাংলার যে অংশ পাকিস্তানের মধ্যে পড়বে সে অংশ থেকে হিন্দু অপসরণ বিভিন্ন ধারায় আরম্ভ হয়েছে। একটা অংশ নাকি কাশীতে গিয়েছে। নিজের চোখে কিছু দেখলে ?

দেখলাম। যাঁরা পুরনো কাশীবাসী বাঙালী তাঁদের ঘরে আত্মীয় স্বজন আসতে আরম্ভ করেছে। যার যা সম্বল বা যা আনতে পেরেছে তাই নিয়ে চলে এসেছে। মেয়ের সংখ্যা বেশী এদের মধ্যে। গায়ে পড়ে আলাপ করেছি কারো কারো সাথে। বোঝা গেল মুসলমান রাজত্বে অচ্ছুতের মত থাকতে অনিচ্ছাবশত: কেউ কেউ চলে এসেছেন, উপদ্রব ও আরো উপদ্রবের আশঙ্কাবশতঃ বেশীর ভাগ লোক চলে এসেছেন। কাজকর্মের খোঁজ করছেন পুরুষেরা, rehabilitate করতে চান নিজেদের।

আর কি লক্ষ্য করলে, গৌতম প্রশ্ন করিল।

ইউ. পির অধিবাসী যাঁরা তাঁদের মধ্যে শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর, মাষ্টার, ডাক্তার, কংগ্রেসওয়ালা পেশাদার রাজনীতিক, কারো কারো সাথে কথাবার্তা হয়েছে। তিনটে জিনিস লক্ষ্য করলাম আলাপের মধ্যে। দেশবিভাগের প্রস্তাবে খুশী হয়েছে অনেকে, মুসলমানদের সাথে থাকতে চান না তাঁরা যেহেতু তারা irreconciliable, fanatic, বর্বর। ফিরিঙ্গির প্রশ্রয়ে তাদের মাথা গরম হয়েছে, they are afflicted with swollen heads. দেশ ভাগ হলে দাওয়াই প্রয়োগ করবার সুযোগ মিলবে। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান নিয়ে শিরঃপীড়া বোধ করেন না এঁরা। আয়তনে হিন্দীভাষাভাষীদের দেশ বেশ বড়, শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট বড়। পাঞ্জাব, বাংলার খানিকটা যদি এসে যায় আপসে আসুক, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই টুকরো, টাকরার মূল্য আর কতটুকু ? They don't count at all politically, economically ; strategically they might count to a little extent. তৃতীয়তঃ, মহাত্মাজীর জনপ্রিয়তার ব্যারোমিটার দ্রুত নেবে যাচ্ছে শিক্ষিত, ভদ্রমহলে। He is finished politically এরা বলছেন। চিরদিনের আপত্তি সত্ত্বেও দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে হয়েছে তাঁকে, that shows which way the wind blows. প্রার্থনা সভায় তাঁর হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা, হিন্দুদের নিন্দা, নেতাদের সমালোচনা irritating মনে করেন এঁরা, বলেন, politically his retirement is overdue. বয়সের দিক দিয়েও তাঁর রিটায়ার করবার সময় হয়নি কি ?

জাত গান্ধী-ভক্তের দল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন দেখা যাচ্ছে, গৌতম বলিল,

বাঙালীরা গান্ধীজীর সমালোচনা করায় এরাই এক সময়ে অনেক কটু কাটব্য করেছিলেন না বাঙালীকে?

করেছিলেন। দিল্লীর অবস্থা শুনলাম সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাঞ্জাবের অশান্তি দিল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতাতেও নূতন অশান্তি আরম্ভ হয়েছে Shadow Ministry হবার পর থেকে, গৌতম বলিল, বোমা, স্টেনগান নিয়ে লড়াই আরম্ভ হয়েছে দু'দলে।

শুনলাম লক্ষ্মী-আবাসে নাকি নূতন অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি অচেনা মুখ চোখে পড়ল।

মণিমালা, তপু ও অপুর কাহিনী সংক্ষেপে বলিল গৌতম। বনমালী সরকারের পত্রে এবং পিনাকীর বর্ণিত রাজনগর এবং গোবিন্দপুরের অবস্থার কথাও কিছু বলিল।

তারপর বলিল, এদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করলে ভাল হয় পরামর্শ করবার জন্ম তোমার ফেরবার অপেক্ষায় ছিলাম। রাত হয়েছে আজ, কাল এ সম্বন্ধে আলাপ হবে।

উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

তোমার ইণ্টারভিউ কি রকম হল? গৌতম প্রশ্ন করিল।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, ভাল হয়নি। বাজে প্রশ্ন করেছিল ক'টা; উত্তরে ফুলস্কেপ সাইজের লেকচার ঝেড়েছি। বোর্ডের মেম্বাররা গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিলেন লক্ষ্য করেছি। ইণ্টারভিউয়ের ফলে লাভ হয়েছে তাঁদের, বে-আক্কেল প্রশ্নের উত্তরে কিঞ্চিৎ আক্কেল লাভ করেছেন। শিকে ছিঁড়বে না আমার বরাতে মনে হল।

হাসিয়া গৌতম বলিল, আচ্ছা, গুড নাইট।

গুড্ নাইট।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসিয়াছিল গৌতম ও কিংশুক, চা আসে নাই তখনও। অনন্ত চা দেয় সকালে। আজ চা লইয়া যে ঘরে ঢুকিল তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইল কিংশুক।

অষ্টাদশী তরুণী। মুখখানি দেবী প্রতিমার মত, যেন মাটি ছানিয়া সযত্নে গড়িয়াছে দক্ষ শিল্পী। দেবী প্রতিমার মতই স্নিগ্ধ, পবিত্র, আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব। দীর্ঘ কেশ আপনার ভারে পিঠ ঢাকিয়া নীচে নামিয়াছে স্নানান্তের স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়াইয়া।

প্রায় নিরাভরণ চারু হাত দুইখানিতে ধৃত সজ্জিত ট্রে টেবিলে নামাইয়া গৌতমের

দিকে চাহিল একবার। ট্রে হইতে খাবার ডিশ ও চায়ের পেয়ালা নামাইয়া উভয়ের সম্মুখে রাখিল।

নিজের পাশে চেয়ার দেখাইয়া গৌতম বলিল, ব'সো। তপু অপুকে খাবার দেয়া হয়েছে ?

চেয়ারে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে মণিমালা বলিল, হয়েছে।

তুমি চা খাও কি ?

রোজ খাইনা।

আজ খাও।

অনন্ত দরজার বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া আর একজনের চা ও খাবার আনিতে আদেশ করিল।

তোমার লজ্জা করবে কি কিংশুকের সামনে চা খেতে ? কিংশুক বাড়ীর লোক, আমার বন্ধু।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিংশুককে নমস্কার করিল মণিমালা। কিংশুক ভাবে নাই এই গ্রাম্য মেয়েটি সপ্রতিভভাবে নমস্কার করিবে তাহাকে। একটু অপ্রস্তুত হইয়া প্রতি নমস্কার করিল সে।

চা ও খাবার আসিল।

গৌতম দেখিল তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া মণিমালা চা খাইতে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু আড়ষ্টতা কাটাইতে পারিতেছে না। অনুরোধ করা অন্যায় হইয়াছে তাহার। কথাবার্তায় তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য বলিল, তোমার কাশীর চাকুরিটা যদি না হয় বড় খুশী হই কিংশুক।

মণিমালার কথা ভাবিতেছিল কিংশুক। সরল, সহজ দৃষ্টি মেয়েটির, একটু গাম্ভীর্যমাখা মনে হয়, একটু উদাসীন। এ দৃষ্টি মানায় না তাহার বয়সের সঙ্গে। এ মেয়ের অন্তর্লোক যেন বহুদূরে অবস্থিত। গৌতমের কথায় হাসিয়া বলিল, এটা কি ভাইয়ের প্রতি স্নেহের পরিচয় হল দাদা ?

নিজের সুবিধে সকলে চায় আগে। আমাদের ছেড়ে গিয়ে তুমি কাশীর প্যাড়া খাবে মনের হরষে এ চিন্তা সহ্য হচ্ছে না।

আমার প্যাড়া আসক্তির কথা কে বলেছে আপনাকে ?

আমি বলছি। তোমার লাখ খানেক টাকা ব্যাঙ্কে ডিম পাড়ছে, থাকবার লোক নেই বলে নিজের বাড়ী ভাড়া দিতে চাইছ তবু কয়েকটা টাকার লোভে আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে ইচ্ছুক।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, একা ফেলে রেখে কি রকম ? লক্ষী-আবাস তো ভরে উঠেছে।

মণিমালা আর দু'টো বাচ্চা ছেলে বাড়ী ভরে ফেলল ? তাও যদি ওরা এখানেই থাকবে বুঝতাম।

কোথায় যাবেন এঁরা ?

সরিৎদি আশ্রমে নিয়ে যেতে চাইছেন।

এক আশ্রম থেকে আরেক আশ্রমে ? আপনি পলাশডাঙা আশ্রমে যেতে চান না কি ? মণিমালার দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল কিংশুক।

একটু বিব্রত বোধ করিল মণিমালা উত্তর দিতে গিয়া। সে ভাব কাটাইয়া বলিল, মামা বাবু যদি বলেন যাব।

কিছু মনে করবেন না আমার প্রশ্নে, কিংশুক বলিল, গোবিন্দপুরে কতদূর পড়বার সুযোগ হয়েছে আপনার ?

ম্যাট্রিক পাশ করে বাবার কাছে পড়ছিলাম তার পরের পরীক্ষার পড়া।

কিংশুক কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল, তাহার চোখে মুখে খুশীর আলো দেখা গেল। বলিল, উনি আরও পড়তে চান যদি কলেজে ভর্তি করে দিন না দাদা। আশ্রমের সত্যিকার আদর্শ বোঝবার জন্য আরও শিক্ষালাভ করা আবশ্যক। সাধারণ কর্মী হয়ে মন ভরবে না, সাধারণ কর্মী তো অনেক আছে।

কলেজে পড়বে মণি ?

যদি বলেন পড়ব।

কিছু মনে করবেন না, কিংশুক বলিল, আপনার এই যদি যোগ করে কথা বলবার অভ্যাস ছাড়তে হবে। খোলাখুলি নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বলুন।

মুখ তুলিয়া কিংশুকের দিকে চাহিল মণিমালা, ওষ্ঠ দুইটি একটু কাঁপিল, বলিল, সে পারা যায় না।

কি ভাবিয়া এই উত্তর দিল মণিমালা সে নিজেও জানে না। কলেজে পড়িতে সে ইচ্ছুক জানাইয়াছিল, তাঁহার উত্তরের কোন সম্বন্ধ ছিল না কিংশুকের কথার সঙ্গে।

উত্তর শুনিয়া কিংশুক নির্বাক রহিল।

মণিমালার উত্তর শুনিয়া মৃদু হাসিতেছিল গৌতম, বলিল, সব কথা খোলাখুলি না বললে বুঝতে পারবে না মানুষকে এত নির্বোধ মনে করে না মণি। যার বোঝবার কথা আভাস, ইঙ্গিতের ওপরে খানিকটা তাকে নির্ভর করতে হবে বই কি। কবিগুরুর মালঞ্চ বইখানার পাতা ওলটাচ্ছিলাম কাল রাত্রে, কটা লাইন মনে পড়ছে।

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মত হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার আগেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইসারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

হাসিয়া কিংশুক বলিল, বকুনি দিচ্ছেন আমাকে ?

একটু। যে শাস্ত্র মণির অজ্ঞাত, অপরিচিত, তাড়াহুড়ো করে সেটা ওকে শেখাতে যাব কেন ? ধৈর্য ধরতে হবে। উপযুক্ত সময় যথাকালে আসবে।

অপরাধ স্বীকার করছি, কিংশুক বলিল, কিন্তু এ পাড়ায় মেয়ে কলেজটিতে জায়গা মিলবে কিনা কাল খোঁজ নিতে চাই।

খোঁজ নিক, কেমন ? মণিমালার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল।

মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল মণিমালা।

গৌতমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কথাবার্তার অবসরে মণিমালা চা খাইল। বাহিরের পুরুষের সঙ্গে আলাপ করা তাহার অভ্যাস ছিল। তাহার পিতা জীবিত থাকিতে বাহিরের বহু লোক আশ্রমে আসিতেন মাঝে মাঝে আশ্রমের কাজ দেখিবার জন্য। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ, তাঁহাদের আহারাদি ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হইত। অবশ্য বাহিরের লোকের সম্মুখে বসিয়া টেবিলে চা খাওয়াটা নূতন অভিজ্ঞতা। কেমন করিয়া তাহার মনে হইয়াছিল এই চা আনা, টেবিলে বসিয়া চা খাওয়া একটা পরীক্ষা, গৌতম মামার ইচ্ছা পরীক্ষার পাশ করুক সে। আসিবার সময়ে মামণি বলিয়াছিলেন, গৌতম তোর বাবার মত দেবতুল্য মানুষ মণি, সত্যি ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে আমাদের। তোকে আর কাছে রাখতে ভারসা করি না, তাই পাঠাতে হল গৌতমের কাছে। আমি যা করতে পারতাম তার চাইতে অনেক ভাল ব্যবস্থা করবে গৌতম তোর জন্য, তপু অপুর জন্য বিশ্বাস করি। সে যে রকম চায় সেইরকম করে গড়ে নিস আপনাকে, বুদ্ধিমতী মেয়ে তুই, বেশী আর কি বলব।

তাহার কলেজে পড়িবার কথা উঠিতে গৌতম মামার মনের ভাব বুঝিয়া সে তখনই রাজি হইল। কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিতেছে না সে। তাহাকে আশ্রমে না পাঠাইয়া কলেজে পড়াইবার জন্য মামাবাবুর বন্ধু কিংশুকবাবুর আগ্রহ কেন ? কথাটা তিনি তো প্রথমে তুলিলেন, খবর লইবার ভারও নিজে লইলেন। কেন ? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া নিজের মনে সিদ্ধান্ত করিল মামাবাবুর মুখে তাহাদের অবস্থার কথা শুনিয়া সহানুভূতি জাগিয়াছে মনে, তাই বোধহয় এ প্রস্তাব করিলেন। মামাবাবু ভাল, তাঁহার বন্ধুরাও সবাই ভাল। মামাবাবুর সরিৎদি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তপু অপুকে কত আদর করিলেন।

মণিমালা, তপু, অপু সরিতের বাড়ীতে কয়েকটা দিন কাটাইয়া ফিরিল। কিংশুক মণিমালাকে কলেজে ভর্তি করিয়া দিল। সরিৎ তাহার ননদ দুর্গাকে চিঠি লিখিল আসিবার জন্য। উদ্দেশ্য তপু অপুর সঙ্গে ভাব করিয়া সে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে লইয়া যাইবে তাহাদের। নূতন অবলম্বনের ব্যবস্থা না করিলে দিদিকে ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হইবে তাহাদের।

সরিতের চিঠি পাইয়া দুর্গা আসিল। তপু অপুকে প্রসাদের বাড়ীতে কয়েকদিন রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়া পলাশডাঙা ফিরিয়া গেল।

শঙ্করের চিঠি আসিল দিল্লী হইতে। কিংশুক ও গৌতমের মধ্যে আলাপ হইতেছিল চিঠির খবর সম্বন্ধে।

কিংশুক। পাঞ্জাব বর্ডার ফোর্স গঠিত হচ্ছে ৫০ হাজার হিন্দুমুসলমান মিশ্র সৈন্য নিয়ে মেজর জেনারেল রীসের অধীনে। অফিসারদের মধ্যে চৌদ্দ আনা ব্রিটিশ। এই ফোর্স পাঞ্জাবের চৌদ্দটি জেলার মধ্যে বারোটি জেলা, দু'পক্ষই যে জেলাগুলো দাবি করেছে এবং ফলে যেখানে কতকটা enemy zone এর মত অবস্থা হয়েছে, সেই জেলাগুলোতে শান্তিরক্ষা করবে। মেজর জেনারেল রীসের কাজ আরম্ভ হবে ১৫ই আগষ্টের পরে। শংকরদা লিখেছেন অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে ১৫ই আগষ্টের পরে তা আয়ত্তে আনা যাবে কিনা সন্দেহ।

এত বেশী ব্রিটিশ অফিসার নিয়োগের ফলে কাজের চাইতে কুকাজ হবার সম্ভাবনা বেশী নয় কি? গৌতম বলিল। ব্রিটিশ সিভিল ও মিলিটারী অফিসাররা তো সেণ্ট পার্সেণ্ট প্রো-পাকিস্তানী। পাঞ্জাবের গভর্ণর স্বয়ং সন্দেহভাজন ব্যক্তি, সীমান্তের ক্যারো সাহেবও তাই।

লাহোর ও অমৃতসরে চিতা জ্বলছে, কিংশুক বলিল, জানালা, স্কাইলাইটের মধ্যে দিয়ে আগুনের বল ছুঁড়ে পাইকারীভাবে জিনিসপত্র সমেত বাড়ী পোড়ানো হচ্ছে। পুলিশ ও সাধারণ সামরিক বাহিনীর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে অবস্থা শোনা যাচ্ছে। বর্ডার ফোর্স কি এ আগুন নেবাতে পারবে?

গৌতম। আমার ধারণা এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। জেনারেল অকিনলেককে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার করে জয়েণ্ট কাউন্সিল অব ডিফেন্সও বিশেষ কাজের হবে মনে হয় না। হয়ত সৈন্যবাহিনী ভাগ করবার কাজ তাড়াতাড়ি হতে পারে।

কিংশুক। একটা মজা দেখুন। দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত হবার পরেও ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের লীগ সভ্যেরা আগের মতই কংগ্রেসী সভ্যদের প্রতি কাজে বাধা দিচ্ছেন। মাত্র দু'সপ্তাহ পরে যাঁদের দিল্লী থেকে বিদায় নিতে হবে তাঁদের এই আচরণ

ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ মনে হয় না। শংকরদা লিখেছেন সর্দার প্যাটেল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এঁদের এই আচরণে।

গৌতম। খুব সম্ভব ওয়াভেল সাহেবের গঠিত ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এই খেয়োখেয়ি দেশবিভাগকে অপরিহার্য করে তুলেছে কংগ্রেসের টপ লীডারদের কাছে। কোথায় যেন শুনেছিলাম Lord Wavell wanted to partition India at the top as the first step for the establishment of Pakistan.

এই গোলমালের সম্ভাবনা বুঝে মহাত্মাজী প্রস্তাব করেছিলেন, কিংশুক বলিল, ভাইসরয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করবার জন্য মিঃ জিন্নাকে আহ্বান করুন। এ প্রস্তাবে সকলে রাজি হলে হয়ত দেশবিভাগ বন্ধ করা যেত। কংগ্রেসের টপ কর্তারা রাজি হতে পারলেন না।

ক্ষমতার আস্বাদ পাবার পরে এ প্রস্তাবে রাজি হওয়া শক্ত বই কি, গৌতম বলিল।

ইহার পর র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সীমানা কমিশনার নিযুক্ত হইবার খবর সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলাপ চলিল। গৌতম বলিল, শংকরদার কথায় মনে হয় র‍্যাডক্লিফ সাহেবের সিদ্ধান্ত হিন্দুদের পক্ষে অনুকূল না হতে পারে এ আশঙ্কার কারণ আছে। মাউণ্টব্যাটেন সাহেব দু'পক্ষের অগ্রিম লিখিত স্বীকৃতি আদায় করেছেন এ সিদ্ধান্ত যাই হোক মেনে নিতে হবে। It may be a source of fresh trouble.

কিছুক্ষণ পরে ক্লান্তি বোধ করিতেছে বলিয়া গৌতম আলোচনা বন্ধ করিয়া উঠিল।

আপনার চোখমুখের চেহারা ভাল নয় আমি লক্ষ্য করিনি, কিংশুক বলিল, সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন।

পরদিন চা খাইতে নীচে নামিল না গৌতম। কিংশুক একাই চা খাইল। মণিমালা চা আনিয়াছিল।

দাদার শরীর কেমন আছে জানো? কিংশুক প্রশ্ন করিল।

জ্বরের মত হয়েছে, মাথার যন্ত্রণা আছে। উঠে হাত মুখ ধুয়ে আবার শুয়েছেন।

গৌতমের জ্বর হইয়াছিল। দুইদিন পরে জ্বর গেল কিন্তু শরীর ঠিক হইল না।

খবর আসিল গৌতমের ভগ্নী মৃণালিনীর খুব অসুখ। সরস্বতীকে লইয়া তাহাকে দেখিতে গেল গৌতম। বার্মা হইতে ফিরিবার পরে যে অসুখ হইয়াছিল মৃণালিনীর আবার সেই অসুখ দেখা দিয়াছে। বুকে যন্ত্রণা হয়, মাঝে মাঝে মূর্ছিত হইয়া পড়ে। রক্তাল্পতা আছে। শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার। জগদীশ বলিল, বড়

মেয়ে লিজির জন্য দুশ্চিন্তা করে। তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু খেতে পারে না। মনে হয় আর বাঁচবে না বেশী দিন।

আগষ্ট মাসের গোড়াতে পলাশডাঙা আশ্রম হইতে দুর্গা সরিৎকে লিখিল, গৌতমের মামা দেবানন্দবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ক'দিন থেকে কেমন একটা বিমর্ষভাব দেখা যাচ্ছে, কারো সাথে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। কি ভাবেন সব সময়ে। আহার প্রায় বন্ধ হয়েছে। গুরুদেব বললেন গৌতমকে লিখে দাও একবার আসুক।

খবর শুনিয়া গৌতম ভাবিল বড়মামার অসুখ বোধহয় তাহাকেও ধরিয়াছে। ঘুম হয় না, রাজ্যের চিন্তা মাথার মধ্যে জট পাকাইতেছে। পরদিন সকালে পলাশডাঙা রওনা হইবে স্থির করিল।

সন্ধ্যার পরে সরস্বতী গৌতমের ঘরে আসিলেন। দুর্গার চিঠির কথা তুলিয়া বলিলেন তিনি পলাশডাঙা যাইতে চান দাদাকে দেখিতে। গৌতম পরদিন যাইবে শুনিয়া বলিলেন, তাই চল। আমার মনে হচ্ছে দাদার সময় হয়ে এসেছে।

এ কথা কেন বলছেন মাসীমা ?

তোকে বলিনি এ পর্যন্ত। পরশু রাতে স্বপ্নে মা বাবাকে দেখলাম। কোন একটা রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাশাপাশি। ঘন কুয়াশা চার দিকে, গাছপালা, মানুষ সব ঝাপ্সা দেখাচ্ছে। দেখতে পাইনি প্রথমটা, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, নাম ধরে ডাকলেন। চমকে উঠলাম। কুয়াশার জন্য চিনতে না পারলেও গলার স্বর মনে আছে। প্রণাম করে বললাম তোমরা ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে কেন ? এ কোন জায়গা মা ?

বাবা বললেন, গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি আমরা, এই গাড়ীতে দেবু আসছে সময় হল গাড়ী আসবার। তুই এখন বাইরে যা সরি, তোর প্লাটফরম টিকেট নাই।

বললাম, টিকেট কেটে আনছি আমি।

তারপর দৌড়তে লাগলাম। কোথায় ষ্টেশন ঘর, কুয়াশায় ঢেকে দিয়েছে সব, আমি দৌড়চ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, দেখি ঘামে ভিজে গিয়েছে সারা গা।

সরস্বতীর স্বপ্নের কথা শুনিয়া একটু চমকিয়া উঠিল গৌতম।

পরদিন সরস্বতী ও মণিমালাকে সঙ্গে লইয়া পলাশডাঙা আশ্রমে রওনা হইল গৌতম।

তাহারা রওনা হইবার এক ঘণ্টা পরে গৌতমের নামে টেলিগ্রাম আসিল দেবানন্দ কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

পঞ্চম খণ্ড

(১৯৪৭)

॥ এক ॥

পলাশডাঙা।

পলাশডাঙা ষ্টেশনে নামিয়া তাহার বড় মামা দেবানন্দের মৃত্যুর খবর পাইল গৌতম।

দুর্গা তাহার স্বামী জ্ঞানীশ্বরকে ষ্টেশনে পাঠাইয়াছিল। জ্ঞান বলিল, রাত্রে খাবারের পরে দুর্গা, সরিৎ ও প্রসাদের সাথে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, ডাঃ মাইতির *Resurrection of India* সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তারপর শুতে গেলেন বইখানা হাতে নিয়ে। ওঁর ঘরের দোরের বাইরে একজন লোক শুত, শরীর খারাপ হবার পর থেকে। মাঝ রাতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে যায়, ঘরে ঢুকে দেখে আরাম চেয়ারে শুয়ে আছেন, মাথাটা একপাশে হেলে পড়েছে, হাতের বইখানা মেঝেতে পড়ে আছে। শব্দ হয়েছিল বইখানা হাত থেকে পড়ে যাওয়াতে। ডেকে সাড়া না পেয়ে লোকটি তখনই আমাদের ডাকতে এল। গিয়ে দেখলাম সব শেষ।

পিতার মৃত্যুর কথা মনে পড়িল গৌতমের। পিছনে ফিরিয়া মাসীমাকে ধরিয়া জ্ঞানীশ্বরের অনুসরণ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে গাড়ীতে উঠিল। লা গাড়ীতে উঠিয়া চোখে আঁচল চাপিল। জ্ঞানীশ্বর বলিল, তোমাদের অপেক্ষায় দাহ করা হয়নি।

শহর ছাড়িয়া মোটর ছুটিল পলাশডাঙা আর্যসংঘ মাতাজী আশ্রম অভিমুখে ফাঁকা মাঠের বুক চিরিয়া, দুই পাশে ঘন তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে পথ গিয়াছে। অন্যমনস্ক-ভাবে পথের দিকে চাহিয়া গৌতম ভাবিতেছিল। পিতার মৃত্যুর সময় সে উপস্থিত ছিল না, পিতার আবাল্য বন্ধু, কৈশোর ও যৌবনের গুরু তাহার বড়মামার মৃত্যুর সময়েও উপস্থিত থাকিতে পারিল না। মৃত্যু এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে হয়ত বুঝিতে পারেন নাই তিনি, পারিলে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন।

আরও সাদৃশ্য রহিয়াছে পিতার মৃত্যুকালীন ঘটনার সঙ্গে। জীবনের শেষ মুহূর্তে

পর্যন্ত, অতর্কিত ভাবে মৃত্যু আসিয়াছিল উভয়ের ; পরমার্থ চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল না তাঁহাদের মন, মস্তিষ্ক, হৃদয়, চৈতন্য আচ্ছন্ন করিয়া যে চিন্তা তাঁহাদের উভয়কে ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহা দেশের পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি। যে আদর্শনিষ্ঠা এই অর্দ্ধ শতাব্দীর সংগ্রামের বহু দুর্বলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও দুই পুরুষ ধরিয়া অগণিত দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র ও আঘাতের ফলে সাময়িক দৌর্বল্যে অভিভূত হইয়া সেই আদর্শ ত্যাগ করিয়া অপরিণামদর্শী নায়কগণ পরাজয় স্বীকার করিলেন। বাহিরের ঘটনাবলী যে আকারই লউক এই আদর্শচ্যুতিকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই তাঁহাদের উভয়ের অন্তর, নূতন আদর্শের আলোককে অভিবাদন জানাইতেছিলেন তাঁহারা আকস্মিক মৃত্যুর মুহূর্তেও। তাই ডাঃ মাইতির *Resurrection of India* হাতে লইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন তাহার পিতা, তাহার বড়মামা।

একবার চোখের দেখাও হল না, এত হঠাৎ চলে গেলেন দাদা, অশ্রুবদ্ধ স্বরে সরস্বতী বলিলেন।

পাশে বসিয়া মণিমালা বারবার চোখ মুছিতেছিল আঁচলে, তাহার মায়ের বুকে এই শোক কতখানি বাজিবে সেই কথা মনে হইতেছিল তাহার।

আশ্রম সীমানায় প্রবেশ করিয়া কর্মী মন্দিরের পাশ দিয়া যে রাস্তা পলাশী নদীর দিকে গিয়াছে সেই কাঁকর-বিছানো পথে ধীরে ধীরে গাড়ী চলিল।

আশ্রমের অন্য সীমান্তে শালবনের কিছু আগে গাড়ী দাঁড়াইল। জ্ঞানীশ্বর গাড়ী হইতে নামিল। গাড়ী দেখিতে পাইয়া প্রসাদ, দুর্গা, সরিৎ আগাইয়া আসিল। দুর্গা ও সরিৎ সরস্বতী ও মণিমালাকে নামাইয়া লইল, প্রসাদ গৌতমকে জড়াইয়া ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

বাঁধের নীচে পলাশীর বালু ও কাঁকর বিছানো কূলে চিতা সাজানো হইয়াছিল। বাঁধের ঢালুতে বড় একটি শিরীষগাছ ছায়া বিস্তার করিয়াছে। সেই ছায়ায় রক্ষিত শুভ্র খদ্দরের চাদরে আচ্ছাদিত মৃতদেহের পাশে কয়েকজন লোক বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনকে গৌতম চিনিতে পারিল, সোনাগড়ের ফাদার ব্লোমফেল। গেরুয়া আল্লাখাল্লা পরিয়া নত মস্তকে শবের শিয়রে বসিয়াছিলেন তিনি, গৌতমকে দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন, একখানি হাত রাখিলেন তাঁহার কাঁধে, মৃদুস্বরে বলিলেন, সো উই মীট এগেন মাই বয়।

সরস্বতী ও মণিমালাকে দেখিয়া শবের কাছে যাঁহারা বসিয়াছিলেন তাঁহারা

সরিয়া গেলেন। পাশে বসিয়া মুখের আচ্ছাদন সরাইয়া মৃত ভ্রাতার মাথায় হাত রাখিয়া সরস্বতী কাঁদিতে লাগিলেন। গৌতম তাঁহার পাশে বসিল।

গৌতমদের পৌঁছিবার খবর পাইয়া পরমানন্দদেব ও তাঁহার সহধর্মিনী শকুন্তলা দেবী আসিলেন। পলাশডাঙা ও মুন্সীডাঙার ত্রিশ চল্লিশ জন লোক দেবানন্দের মৃত্যুর খবর পাইয়া আশ্রমে আসিয়া কর্মীমন্দিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাহারাও আসিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আদিবাসী স্ত্রী ও পুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে মুন্সীডাঙায় ইহাদের মধ্যে গিয়া দেবানন্দ কিছুদিন কাটাইয়া আসিতেন।

ইহারা ছাড়া কলিকাতা হইতে আগত তিনটি ভদ্রমহিলা ও একজন ভদ্রলোককে শেষকৃত্যের সময়ে দেখা গেল। দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন আগে ইহারা আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আশ্রমে ইহারা অপরিচিত, দেবানন্দও ইহাদের চিনিতে পারেন নাই প্রথমে। পারিবার কথা নয়, কারণ প্রায় দশ বৎসর আগে ইহাদের তিনজনকে জানিতেন তিনি, ভুলিয়াই গিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা।

দশ বৎসর কি? না, আরও কয়েক বৎসর আগের কথা। চট্টলের দেবীঘাট হইতে ঢাকার ওয়াড়ী, ওয়াড়ী হইতে মেদিনীপুরের শালবনী, শালবনী হইতে বেহালা, বেহালা হইতে সিংভূমের ঝিকপানি, তারপর ছয় বৎসর বর্মার ইনসীন ও ডুয়ার্সের বকসা। তখন ত্রস্ত পলাতকের, বন্দীর জীবন দেবানন্দের, পণ্ডিত মশাই, নবীউল্লা, ডি, সি, ডালভেজ, আনন্দ ফুকন, মাষ্টারমশাই, সুন্দরগিরি, কত রকমের ছদ্মবেশ, কত রকমের নাম তাঁহার।

পলাতক জীবনে কয়েকটি দিনের আশ্রয় জুটিয়াছিল বেহালায়, ছন্নছাড়া জীবনে পারিবারিক, সামাজিক মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল দেবানন্দের। তিনি চাহিয়াছিলেন আত্মগোপন করিবার জন্য কিছুদিনের নিরাপদ আশ্রয়, উহারা চাহিয়াছিল শ্রদ্ধার, স্নেহের বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিতে।

বেহালায় সাবজজ হরিসাধনবাবুর গৃহ, পরিবারের মধ্যে তাঁহার এম. এ. পরীক্ষার্থী পুত্র অরুণ, পুত্রবধূ মাধবী, কন্যা ময়না ও কনিষ্ঠপুত্র তরুণ। আট বৎসরের ময়নার গৃহশিক্ষকরূপে সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন দেবানন্দ। এনট্রান্স পাশ বলিয়া পরিচিত শীর্ণকায় গৃহশিক্ষকের প্রতি এম. এ. ক্লাসের ছাত্র স্বামীর অপরিমিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বালিকাবধূ মাধবীও মাষ্টারমশাইকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অল্প কিছু পাইল স্বামীর কাছে। হঠাৎ একদিন মাষ্টারমশাই অন্তর্দ্ধান করিলেন বেহালার বাড়ী হইতে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মাষ্টারমশায়ের সম্বন্ধে আলাপ হইত মাঝে মাঝে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর। একদিন স্বামী বলিলেন, আবার দেখা হলে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ো, ওঁকে যত্ন করো, সেবা করো, সে সেবার ফল তোমার পুণ্যের খাতায় জমা হয়ে থাকবে মাধবী।

ইহার তিন বৎসর পরে মাধবীর কপাল ভাঙ্গিল, তাহার স্বামী অরুণ দুরন্ত রোগের আক্রমণে পুরীতে দেহ ত্যাগ করিল। সেই হইতে পুরীর চক্রতীর্থে "অরুণ কুটিরে" অবসর প্রাপ্ত শ্বশুর ও ননদ ময়নাকে লইয়া মাধবী মাঝে মাঝে বাস করিত।

১৯৩৭-৩৮ সনের কথা।

বিপ্লবী আন্দোলন নিভিয়া গিয়াছে তখন ; শীর্ণ, রোগক্লিষ্ট-দেহ বিপ্লবী বন্দীদের বন্দীশালাগুলি হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। সমুদ্র সৈকতে বেড়াইবার সময়ে হঠাৎ একদিন গৈরিক বসনাবৃত শীর্ণকায় একটি সাধুকে দেখিয়া মাধবীর মনে হইল ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে যেন। ক্রমে মনে পড়িল আকৃতিতে এই সাধু স্বন্দরগিরি তাহাদের বেহালার বাড়ীর মাষ্টারমশায়ের মত দেখিতে। খোঁজ খবর লইয়া তাহার অনুমান সত্য জানিতে পারিল।

অসুস্থ মাষ্টারমশায়কে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মঠ হইতে এক রকম জোর করিয়াই অরুণ কুটিরে আনিল মাধবী, দেবর ও ননদের সাহায্যে। অক্লান্ত সেবা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিল। মাষ্টারমশায়ের লিখিত নিজের বিপ্লবী জীবনের কয়েক বৎসরের কাহিনীও তাহারা খানিকটা জানিতে পারিল। প্রায় এক মাস 'অরুণ কুটিরে' মাধবীর আশ্রয়ে কাটাইয়া হঠাৎ একদিন মাষ্টারমশাই পুরী হইতে পালাইলেন। তবে এবার পালাইবার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল, কলিকাতায় লক্ষ্মী-আবাসের ঠিকানা মাধবীকে জানাইলেন চিঠিতে।

লক্ষ্মী-আবাসেই দেবানন্দ, তাঁহার মাতা, ভগ্নী এবং গৌতমের সঙ্গে মাধবীর সাক্ষাৎ হয়। মাষ্টারমশায়ের পারিবারিক পরিচয় মাধবী সেই প্রথম জানিতে পারিল।

দশটি বৎসর কাটিয়াছে তারপর। ইতিমধ্যে মাধবীর ননদের বিবাহ হইয়াছে তারাপুরের বিশ্বাস বাড়ীতে। শ্বশুর বাড়ীতে সাবিত্রী নামে পরিচিত এই ননদের সঙ্গে গৌতমের আলাপ হইয়াছিল তাহার বড় মামার সম্বন্ধে।

এতদিন পরে কেন তাহার পরম শ্রদ্ধারপাত্র দেবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার আগ্রহ হইল মাধবীর, কি সূত্রে পলাশডাঙা আশ্রমে তাঁহার অবস্থিতির খবর সে

সংগ্রহ করিল, কেহ জানে না। ননদ সাবিত্রী, বিশ্বাস বাড়ীর একটি মেয়ে সাবিত্রীর ননদ শুভ্রা এবং দেবর অরুণকে লইয়া সে আশ্রমে উপস্থিত হইল।

মাধবী যেমন জানিত না মাষ্টারমশাইকে শেষ দেখা দেখিতে সে আশ্রমে আসিয়াছিল, সোনাগড়ের পাগলা পাদরী ফাদার ব্লোমফেলও তেমনি জানিতেন না তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ দেব-আনন্দকে শেষবারের মত দেখিবেন বলিয়া মধ্য প্রদেশের এক গোঁদ পল্লী হইতে ছুটিয়াছিলেন আশ্রমে।

সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকেন, কত রকমের কাজের ভারই না নিজের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন তিনি। কয়েক দিন আগে এক চিঠি পাইয়াছিলেন সুহৃদের। কি লেখা ছিল সে চিঠিতে ভাল মনে নাই, হঠাৎ দেব-আনন্দকে একবার দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল তাঁহার মন, কাজকর্ম ফেলিয়া রাখিয়া আল্লাখেল্লার উপরে ঝোলাটি চাপাইয়া তিন মাইল দূরে রেল ষ্টেশন অভিমুখে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

পলাশী নদীর বালু ও কাঁকর বিছানো তীরে সজ্জিত চিতায় দেবানন্দের নশ্বর দেহ স্থাপিত হইল, মুখাগ্নি করিল গৌতম। পরমানন্দদেবের পাশে খালি পায়ে, খালি মাথায়, দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ফাদার ব্লোমফেল নিষ্পলক দৃষ্টিতে প্রজ্জলিত চিতার দিকে চাহিয়া।

হিরণ্যশ্মশ্রু, শুচিদন্ত অগ্নিদেব দেবানন্দের নশ্বর দেহ গ্রাস করিয়া তাঁহার তেজ সম্বরণ করিলেন।

চিতায় জল ঢালিয়া নদীতে স্নান করিয়া আসিল গৌতম। তাহাকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দদেব আশ্রমের পথে চলিলেন। মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, তোমার বাবার এবং মামার মৃত্যুর মধ্যে একটি ঘটনার সাদৃশ্য আমাকে বিস্মিত করেছে।

সে কথা আমারও মনে উঠেছে গৌতম বলিল।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন পরমানন্দদেব, বলিলেন, খণ্ডিত ভারতের অখণ্ড, উজ্জলরূপের ধ্যান করতে করতে উভয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন, ভগবান শান্তি দিন তাঁদের আত্মাকে।

প্রসাদের কুটিরে গৌতমদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কুটির পর্যন্ত গৌতমকে পৌঁছাইয়া দিয়া পরমানন্দ দেব বলিলেন, সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা মন্দিরে প্রার্থনা হবে, তোমার মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।

ফাদার ব্লোমফেল গৌতমের কাছে গিয়া বলিলেন, আশ্রমে আমার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তবে আজ যাব না। কাল তোমার কাছে যাব আমি।

মাধবী দুর্গা ও সরিৎকে বলিল, এবার আমরা বিদায় নিচ্ছি, সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা ফিরব।

তাহার কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন সরস্বতী। মাধবীর কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, জরুরী কাজ না থাকলে আজ থাক তুমি। কোন কথা হল না তোমার সঙ্গে।

এখন বিশ্রাম করুন, সন্ধ্যাবেলা উপাসনা মন্দিরে ডেকে নিয়ে যাব আমি, দুর্গা বলিল।

গৌতমের নামে প্রেরিত টেলিগ্রাম কিংশুকের হাতে পৌছিয়াছিল। তখনই ফোন করিয়া সে শেখরনাথকে সংবাদ জানাইয়া বলিল দুপুরের গাড়ীতে পলাশডাঙা রওনা হইতেছে সে। উত্তরে শেখরনাথ জানাইলেন তিনিও যাইবেন ঐ গাড়ীতে।

বিকালের দিকে শেখরনাথ, কিংশুক ও মৌলি আশ্রমে পৌছিল।

সন্ধ্যার সময়ে উপাসনা মন্দিরে বেশ লোক সমাগম দেখা গেল। পলাশডাঙা হইতে কিছু নূতন লোক আসিয়াছিলেন। এই নবাগত দলের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল শুধু পরমানন্দদেবের সঙ্গে, আশ্রমের কেহ তাঁহাকে চিনিতেন না। এক সময়ে বাংলায় সুপরিচিত ছিল ইঁহার নাম অন্যতম বিপ্লবী নায়ক হিসাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সিঙ্গাপুরে ইংরাজের কয়েদখানায় কিছুদিন বাস করিতে হইয়াছিল তাঁহাকে, ফাঁসীর দড়ি এড়াইয়াছিলেন জেল ভাঙ্গিয়া পালাইয়া। ইঁহার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের কথা এখনও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। শত্রুপক্ষের কাছে নিয়মিত টাকা খাইবার যে গুজব তাঁহার নামে প্রতিদ্বন্দ্বী বিপ্লবী দলের কেহ কেহ রটাইয়াছিল কবে সে গুজবের কথা যাহারা শুনিয়াছিল ভুলিয়া গিয়াছে তাহারা, ভুলেন নাই শুধু তিনি। ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়াছিলেন তিনি বিপ্লবী আন্দোলন হইতে। কোন আন্দোলনে আর যোগ দেন নাই জীবনে। পরমানন্দদেব আশ্রমের কাজে লাগাইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাকে, সে চেষ্টাও সফল হয় নাই।

সন্ধ্যার পরে উপাসনা মন্দিরে প্রার্থনা আরম্ভ হইল।

পরমানন্দদেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া গম্ভীর শোকার্ত কণ্ঠে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন,

হে দেব, অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর। আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দাও। (ঋ. বে. ১০. ৭৩. ১১.)

সকলে দাঁড়াইয়া মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনা করিলেন।

ইহার পর পরমানন্দদেব মৃতের আদর্শ চরিত্র, মহৎ প্রাণ, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আকৈশোর কঠোর সাধনার কথা বলিলেন। বলিলেন, যে আটান্ন বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন তাহার মধ্যে ত্রিশ বৎসরের অধিক কাটিয়াছে জেলে, বন্দীশালায়, নির্বাসনে। একচল্লিশ বৎসর আগে ১৯০৬ সনে বরিশালে ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক দলে যোগ দিয়াছিলেন তিনি, ১৯৪৪ সনে সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া জেল হইতে ছাড়া পান।

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অবস্থা বিবেচনায় যে পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাঁহাকে নানা কারণে সফলতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই সে পথে। এজন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় বিপ্লবীপ্রচেষ্টার অধ্যায়ের গৌরব কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। স্বর্গীয় বিপ্লবী নেতাকে আমরা পাইয়াছিলাম উদার হৃদয়, স্থিতধী, প্রজ্ঞাবান, বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন, নিরভিমান, খাঁটি দেশপ্রেমিক বন্ধুরূপে। আটান্ন বৎসরের জীবন দীর্ঘজীবন নয়, হয়ত আরও কিছু দিন বাঁচিতেন তিনি। ত্রিশ বৎসরের জেল, বন্দীশালা ও নির্বাসন তাঁহার অস্থিমজ্জা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তবু ভগ্ন-দেউলে বিগ্রহের পাশে ঘৃতপ্রদীপের মত নির্মল, স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে দেখিয়াছি তাঁহার অপরাজিত প্রাণকে। আজ যে ঝটিকার আস্ফালন বিক্ষুব্ধ করিতেছে দেশের বাতাসকে, তাহারই এক দমকা নিশ্বাস হঠাৎ নিভাইয়া দিল এই অম্লান, স্নিগ্ধ শিখাটি। দেবানন্দের অকাল তিরোধানের শোক আজ কষ্টে সম্বরণ করিতেছি, চোখের কোণে যে অশ্রু জমিয়াছে আগামী কাল তাহা অসম্বরণীয় হইবে দেশের অগণিত দুর্ভাগ্য নরনারী শিশুর জন্য, স্বাধীনতার বলিরূপে চিহ্নিত হইয়াছে যাহারা। ধ্বংসের এই মূর্তি চোখের সম্মুখে রাখিয়া প্রার্থনা করিতেছি— ভগবান, জীবনে যাঁহাকে শান্তি দাও নাই মরণের পরে তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিয়ো। ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

ফাদার ব্লোমফেল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীর্ঘ দেহ এতই কাঁপিতেছিল যে গৌতম কাছে আসিয়া কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, বসুন ফাদার, বসে বলুন।

ফাদার ব্লোমফেল বসিলেন। উদাসীন দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, নিজের ভাইয়ের চাইতে বেশী ভালবাসতাম দেব-আনন্দকে। ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে গ্রহণ করেছি আমি। আমার দেশের মঙ্গলের জন্য দেব-আনন্দের মত মহাপ্রাণ কর্মী চাইছি ঈশ্বরের কাছে। নূতন করে গড়তে হবে দেশকে। যে সকল সুযোগ সুবিধা আগে ছিল না এখন তা পাওয়া যাবে। নূতন স্বপ্ন দেখবার

জন্য সাহসী মন, নূতন সংগ্রামের জন্য সাহসী যোদ্ধা চাই। এই দুর্যোগের সময়ে দেব-আনন্দের মত বীর, ত্যাগী, অসংখ্য কর্মী আমার দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করুক এই আমার একমাত্র প্রার্থনা। May his soul rest in peace. Amen.

মেয়েদের মধ্যে বসিয়াছিল মাধবী। অনুচ্চকণ্ঠে সে বলিতে আরম্ভ করিল। বেহালার বাড়ীতে, পুরীর বাড়ীতে দেবানন্দকে সে পাইয়াছিল তাহার পরিবারের মধ্যে। পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রথম হইতে যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সঙ্গে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল সরল ভাষায় তাহা বলিল। তাঁহার বিপ্লবীজীবনের কয়েক বৎসরের যে কাহিনী পড়িবার সৌভাগ্য তাহাদের হইয়াছিল তাহার এবং তাঁহার স্নেহপূর্ণ চিঠির কথা বলিল। তারপর তাঁহাকে দেখিবার আগ্রহে হঠাৎ আশ্রমে আসিবার কথা, প্রথমে চিনিতে না পারিবার পরে তাঁহার সস্নেহ ব্যাকুলতা, নিজের কুটিরের পাশে তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থার কথা বলিল। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইল।

মাধবীর কথা শেষ হইলে পরমানন্দদেব ভূতপূর্ব বিপ্লবীনেতার দিকে চাহিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইলেন তিনি, সমবেত জনতার দিকে চাহিলেন একবার, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, অতীতের অন্ধকার ভেদ করে ভূতের মত আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি বলে নিজের মনে হচ্ছে। এ ভূত অন্ধকারে আত্মগোপন করে থাকত, দেশের ইতিহাসের এক বিস্মৃত যুগের বিখ্যাত সহকর্মীর মৃত্যুর খবর পেয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার লোভ সংবরণ করতে না পেরে আলোকে বেরিয়ে এসেছে। হিংসাশ্রয়ী বলে বহু তিরস্কৃত বিপ্লবীদল স্বাধীনতার পথে দেশকে এগিয়ে দিতে পেরেছে কি পারে নাই সে আলোচনা করতে চাই না, শুধু এইটুকু বলব যে স্বাধীনতাসংগ্রামের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কম বেশী ত্রিশ বছর বিপ্লবীরা নিজেদের মতে ও পথে সংগ্রাম চালিয়েছে।

দেবানন্দবাবু শুধু রিভোল্যুশনারী ছিলেন না, স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম যখন যে পথ ধরেছে সেই পথে নিজের সাধ্যমত কাজ করেছেন তিনি। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। আগষ্ট বিদ্রোহের সময়ে মিলিটারীর গুলি খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলেন। ভগ্ন স্বাস্থ্য তাঁকে ভগ্নোদ্যম করতে পারেনি, ব্যর্থতা তাঁকে হতাশ করতে পারেনি। যখন যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন দেশের সেবা করবার জন্য তার সদ্ব্যবহার করেছেন।

আরও করতে পারতেন কিন্তু বুক ভেঙে গিয়েছিল তাঁর, চোখের সামনে আদর্শ ও আশার অপঘাত মৃত্যু দেখে। ভূমিকম্পে এক বিরাট পুরী ধ্বংসে পরিণত হচ্ছে।

ভূমিকম্পের আরও ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করবার জন্য অপেক্ষা করা সইল না তাঁর। মৃত্যু এগিয়ে এসে পরম স্নেহে শান্তির কোলে টেনে নিয়েছে তাঁকে।

তাঁর এই সৌভাগ্যে আনন্দিত আমি। পরমানন্দদেবের মত বলছি শান্তি, শান্তি, শান্তি।

শেখরনাথ এবং আশ্রমের কর্মসচিব শিবশঙ্কর অল্প কথায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন মৃতের উদ্দেশ্যে।

তারপর আশ্রম বিদ্যালয়ের কয়েকটি মেয়ে গাহিল,

বলো বলো বলো সবে, শত বেণু বীণা রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে,
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে—

পরদিন সকালে প্রসাদের কাছে শেখরনাথ ও গৌতম সংবাদ পাইল কয়েকজন কর্মীকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমের কর্মসচিব শিবশঙ্কর দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন। দিল্লী হইতে জলন্ধরে যাইবেন।

প্রসাদ বলিল, তাড়াতাড়িতে কথাবার্তার সময় হল না। জ্ঞানের হাত ধরে শিবশঙ্করবাবু বললেন ফিরে যদি না আসতে পারি আমার ভার আপনাকে বইতে হবে। মনে হল পাঞ্জাবের অবস্থা যে ঘোরাল হয়েছে এ তারই ইঙ্গিত।

কিছুক্ষণ পরে ফাদার ব্লোমফেল আসিলেন গৌতমের কাছে। গৌতম সমাদরে তাঁহাকে বসাইল। অল্প দুই চারিটা কথার পরে ফাদার বলিলেন, কিছুদিন থেকে দেব-আনন্দকে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল মাঝে মাঝে কিন্তু হাতে এত কাজ আর এত ঘুরে বেড়াতে হয় যে ফাঁক পাচ্ছিলাম না। এমন সময় আমার চিঠির উত্তরে ওর এক চিঠি এল। লিখেছিল আমারও ইচ্ছা তোমাকে দেখবার কিন্তু শরীর এত খারাপ হয়েছে যে যেতে পারছি না। তারপর আরও দু'চারটে কথা যা লিখেছিল তা থেকে মনে হল লক্ষণ ভাল নয়। তাই কাজকর্ম ফেলে ছুটে এলাম।

ভাল করেছি এসে। দেব-আনন্দকে দেখতে পেলাম, আশ্রম দেখতে পেলাম, পরমানন্দদেবকে দেখতে পেলাম। আরও আগে আসতে পারলে ভাল হত। যে দিন পৌঁছিলাম দেবানন্দ ভাল ছিল। কথাবার্তার মাঝখানে আমাকে চুপি চুপি বলল, ১৫ই আগষ্টের আগে মৃত্যু আপনা থেকে না এলে ডেকে আনবে মৃত্যুকে। আটাত্তর বছরের বুড়ো একজন মানুষের মুখে, দেব-আনন্দের মত মানুষের মুখে এ কথা শুনে I was fairly astoumded. What a mad thought ! তখনকার মত ওকে ধমকালাম, তারপর পলাশীর ঐ বাঁধের ওপরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবতে লাগলাম।

ভাবতে লাগলাম এ কথা দেব-আনন্দের মাথায় এল কেন? মনে পড়ল বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলনের সময়ে কাজ সুরু করেছিল দেব-আনন্দ। Indian nationalism was born of this anti-partition movement. পার্টিশান রদ করতে হয়েছিল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে। ভারতবর্ষের পার্টিশান মেনে নিয়ে স্বাধীনতা চাইছে আজকার নেশনালিষ্টরা। কুর্জনকে গালাগালি করেছিলেন সেকালের নেশনালিষ্টরা, একালের নেশনালিষ্টরা মাউণ্টব্যাটেনকে মাথায় করে নাচছেন। But the Hon'ble Viscount Mountbatten of Burma has been following the same old policy of the Hon'ble Baron Curzon of Cuddle-stone. তফাৎ এই যে দেশের বড় একটা অংশ এংলো-আমেরিকার হাতে তুলে দিয়ে খণ্ডিত ভারতের ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাচ্ছেন তাঁরা, রক্ত ও আগুনের মধ্যে দিয়ে পাচ্ছেন, অহিংসার পথে পাচ্ছেন না, অসহযোগের পথে পাচ্ছেন না।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে বিপ্লবীদের নিন্দা করা হয়েছে তারা হিংসাপন্থী বলে। গান্ধীজী এসে অহিংসাকে ইংরাজের সঙ্গে রাজনীতিক সংগ্রামের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করলেন। সংগ্রামের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় গান্ধীজীর প্রবর্তিত প্রত্যেকটি সংঘর্ষের ফলে হার হয়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয়েছে তোমাদের moral softening. The old spirit of resistance cracked up. You got afraid of beating. So the dagger has achieved what the bullet failed to achieve. Why could not you wait a little? Why did you lose heart? রক্ত আর আগুন দেখে?

যাক্ এ সব কথা। তোমার শোকের সময়ে এ সব কথা বলা ঠিক হচ্ছে না, but I could not check myself, my boy.

আজ চলে যাচ্ছি আমি, অনেক কাজ রয়েছে হাতে, কিন্তু আবার আসব এই আশ্রমে। এই আশ্রমের বাতাসে কিছু আছে স্পষ্ট অনুভব করেছি আমি, it soothes the spirit, it breathes peace. হাঁ, আবার আসব আমি, যত শীঘ্র পারি আসব।

গৌতম। এখানে আসবার সময় খবর দেবেন আমাকে, আমি দেখা করব।

ফাদার। নিশ্চয় খবর দেব। আচ্ছা, এখন উঠি, পরমানন্দদেবের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে পড়ব

ফাদার ব্রোমফেল্ড চলিয়া যাইবার একটু পরে তপু ও অপু আসিল মণিমালার কাছে। সরস্বতীর অনুমতি লইয়া মণিমালা দুই ভাইয়ের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে পিছনে ডাক শুনিয়া দাঁড়াইল তাহারা। ডাকিতেছিল সরিতের মেয়ে মালা। দৌড়াইতেছিল সে। কাছে আসিয়া সে অভিযোগ করিল তপুদা তাহাকে সঙ্গে না লইয়া বেড়াইতেছে কেন।

তপু ও অপু, বিশেষ করিয়া তপু আশ্রমের শিশুমহলে ইতিমধ্যে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। পিতার মৃত্যু এবং মাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ তাহাদের মুখে চোখে যে বিষাদের রেখা আঁকিয়াছিল সে রেখা মিলাইয়া গিয়া বয়সোচিত প্রফুল্লতা আসিয়াছিল। মণিমালা খুশী হইয়াছিল ভাইদের দেখিয়া। তাহারা ভাল আছে, আশ্রম তাহাদের ভাল লাগিয়াছে, আগের মত লেখাপড়া, খেলাধূলা করিতেছে তাহারা মামণি জানিতে পারিলে নিশ্চিন্ত বোধ করিবেন। গোবিন্দপুরে আর তাহাদের কখনও ফেরা হইবে কিনা সন্দেহ, নূতন জায়গার সঙ্গে যত শীঘ্র মানাইয়া লইতে পারে তত ভাল তপু অপুর পক্ষে।

শালবনের পথে চলিতেছিল ছোট দলটি। তপুর হাত ধরিয়া মালা গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে, পাশে অপু। পিছনে মণিমালা নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, মাঝে মাঝে পথের দুই দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল। নূতন বাড়ী উঠিতেছে কোথাও পথের বাঁ দিকে, ডান দিকে একটু দূরে পলাশীর তরুলতার ছায়াঘন বাঁধ। আরও আগে বাঁধের নীচে পলাশীর তীরে মামণির বড় কাকাকে দাহ করা হইয়াছে কাল। এমন সুন্দর জায়গায়, শান্তির মধ্যে মারা গেলেন উনি, ভালই হইয়াছে। সারা জীবন কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন, এখন শান্তিতে ঘুমাইতেছেন। পিতার কথা মনে পড়িল মণিমালার। খাদি আশ্রমের মাঠে যে বকুল গাছের নীচে বসিয়া উপাসনা করিতেন বাবু, মামণির ইচ্ছায় সেই প্রিয় জায়গাটিতে দাহ করা হইয়াছে বাবুকে। রোজ সন্ধ্যাবেলা বকুল গাছের নীচের বেদীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন মামণি। বাবুর মৃত্যুর পরে কে যেন একদিন বলিয়াছিল পাকিস্তান হলে আশ্রম বন্ধ হবে, জমি জায়গা সব কেড়ে নেবে। উত্তরে মামণি বলিয়াছিলেন বকুলতলার ঐ বেদী ছাড়া আর যা ইচ্ছা কেড়ে নিক, দুঃখ করব না। মণিমালা ভাবিল সত্যই কি আশ্রম বন্ধ হইবে? পিনাকী কাকা সব ভার লইয়াছেন, তিনি কি বাবুর প্রিয় খাদি আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না?

পলাশীর বাঁধের কাছে একটি আমলকী গাছের নীচে দাঁড়াইল দলটি। পাকা আমলকী মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে, মালা, তপু, অপু আমলকী কুড়াইতে লাগিল।

তপু একটি বড় পাকা আমলকী দিদির সম্মুখে ধরিয়া বলিল, এইটে খা দিদি, ভাল লাগবে তোর।

আমলকী কুড়ানো হইলে আবার শালবনের দিকে অগ্রসর হইল সকলে।

॥ দুই ॥

বিকালের দিকে প্রসাদ, শেখরনাথ, গৌতম ও কিংশুক কর্মী-মন্দিরে উপস্থিত হইল। শিবশঙ্করের হঠাৎ পাঞ্জাব যাত্রার কথা উঠিল। কিংশুক তাঁহার সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত গিয়াছিল। শেখরনাথের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, আর. এস. এসের দু'জন লোক এসেছিলেন গুরুজীর অনুরোধ জানিয়ে শিবশঙ্কর বাবুকে নিয়ে যেতে। যা খবর পাওয়া গেল মনে হয় সীমান্ত অঞ্চল ও পশ্চিম পাঞ্জাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ পূর্ব পাঞ্জাবে নেবার পরিকল্পনা তৈরী হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরা প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, ১৫ই আগষ্ট তারিখের জন্য অপেক্ষা করে আছে সবাই।

প্রসাদ। পশ্চিম পাঞ্জাবে ক্ষিপ্ততা আগেই এসেছে। পাঞ্জাবী গুণ্ডা, বদমাইস ছাড়া দলে দলে সশস্ত্র উপজাতীয় এলাকার লোক লুটের লোভে পশ্চিম পাঞ্জাবে ঢুকেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমান পুলিশ, সিপাহী, পাঞ্জাব সীমান্ত ফৌজের কর্মচারীরা পর্যন্ত সংখ্যালঘুদলের উৎসাদনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের এই ক্ষিপ্ততার প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাঞ্জাবে দেখা দেবে না মনে করাই আশ্চর্য।

বিমর্ষমুখে শেখরনাথ বলিলেন, God knows when sanity will come back to the maddened people.

পরমানন্দদেব আসিলেন এই সময়ে। শেখরনাথের মন্তব্য তাঁহার কানে গিয়াছিল। তাঁহার সদাপ্রশান্ত মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল। অন্য দুই চারিটা কথার পরে পরমানন্দদেব বলিলেন, একখানা চিঠি ক'দিন আগে দিল্লী থেকে শিবশঙ্করের নামে এসেছিল, পড়ে আমার হাতে দিয়েছে সে। এই চিঠির কথা বলতে চাই তোমাদের কাছে। চিঠির প্রধান বক্তব্য কংগ্রেস নেতাদের পার্টিশান মেনে নেবার কাহিনী।

লেখক বলছেন, কংগ্রেস ক্যাবিনেট, পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিল, মুস্লিম লীগও মেনে নিয়েছিল। বোম্বাইয়ের সাংবাদিক বৈঠকে (১০।৭।৪৬) পণ্ডিত নেহরুর

ঘোষণা "the Congress would enter the Constituent Assembly unfettered by agreements." বোমার আঘাতের মত মনে হল মিঃ জিন্নার কাছে। এর পরে বোম্বাইতে লীগের সভায় (৩০।৭।৪৬) লীগ পরিকল্পনা অগ্রাহ্য ও পাকিস্তান আদায় করবার জন্য direct actionএর প্রস্তাব পাশ করল। ডাইরেক্ট একশানের ফলে যা ঘটল তার ফলে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আপোষ অসম্ভব হয়ে উঠল। ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টে লীগের হাতে গিয়েছিল ফিনান্স দপ্তর। মিঃ লিয়াকৎ আলীর হাতে কংগ্রেসী সভ্যদের প্রতিটি প্রস্তাব বানচাল বা বিলম্বিত করবার ক্ষমতা ছিল এবং সে ক্ষমতার প্রয়োগ করছিলেন তিনি। এর ফলে ইণ্টারীম গভর্ণমেণ্টের মধ্যে অচল অবস্থার উদ্ভব হল। এই অচল অবস্থার সুযোগ নিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের মন পার্টিশানের জন্য প্রস্তুত করবার কাজে। পার্টিশান ছাড়া এই অসহনীয় অচল অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার উপায় নাই এই কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগলেন লীগের obstructionist tactics-এর ফলে উত্যক্ত কংগ্রেস নেতাদের কাছে।

সর্দার প্যাটেল প্রথমে ধরা দিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রলোভনে। মিঃ লিয়াকৎ আলীর ব্যবহারে তিনিই বেশী বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। লীগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ভারতবর্ষের অংশ ছাড়িয়া দিতে তিনি প্রস্তুত একথা প্রকাশ্যভাবেই বলেন সর্দার প্যাটেল। তাঁর কথা দেশ বিভাগ করলে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মিটবে। দু' ভাই পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করে নেবার পরে বন্ধুভাবে যেমন পাশাপাশি বাস করে তেমনি বাস করবে।

পার্টিশানের আইডিয়ার তীব্র বিরোধী পণ্ডিত নেহরুকে ক্রমাগত জপিয়ে জপিয়ে এক মাসের মধ্যে নিজের মতে আনলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

বিহার থেকে দিল্লী পৌঁছে দিল্লী ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, কংগ্রেস দেশ বিভাগের প্রস্তাব মেনে নিলে আমার মৃতদেহ ডিঙ্গিয়ে তা করতে হবে। "So long as I am alive I will never agree to the partition of India, nor will I, if I can help it, allow Congress to do it."

ঐ তারিখে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং পরদিন ২রা এপ্রিল আবার সাক্ষাৎ হয়।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরে সর্দার প্যাটেল তাঁর সঙ্গে দেখা করে ২ ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলাপ করেন। এরপর থেকে দেশবিভাগ সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতের পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ হয়।

এরপর দেশ বিভাগের প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সম্মতি আদায় করবার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন যাত্রা করলেন।

তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন পরমানন্দ দেব। কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিল। এই নীরবতা ভাঙ্গিলেন শেখরনাথ, বলিলেন, চিঠিতে নূতন তথ্য কিছু পাচ্ছি না। লীগের obstructionist tactics ও direct action-এর ফলে মৌলানা আজাদ ও গান্ধীজী ছাড়া সকল টপ কংগ্রেস নেতা পার্টিশানের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন এটা জানা কথা; গান্ধীজীর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অসম্পূর্ণ। পাটনা থেকে দিল্লী পৌঁছে কংগ্রেসের ভেতরের অবস্থা বুঝে একটা বিকল্প প্রস্তাব করেছিলেন তিনি মিঃ জিন্নার হাতে গভর্ণমেণ্টের সভ্যদের মনোনয়নের ভার দেওয়া হোক। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। গান্ধীজী দেখলেন তিনি একা। তাঁর এই অবস্থা বিশদভাবে ব্যাখ্যা না করে সর্দার প্যাটেলের প্রভাবে পার্টিশান স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি, শুধু একথা বললে অন্যায় করা হয়। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন একা পার্টিশানের জন্য দায়ী, এটাও ঠিক কথা নয়। British intrigues had made partition inevitable. কিন্তু যে আশায় কংগ্রেস নেতারা পার্টিশান মেনে নিয়েছেন চোখের ওপরে তার পরিণতি দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা। কোন প্রত্যাশা তাঁদের সফল হল না।

কিংশুক। পাঞ্জাবের অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক। সীমান্তে, সিন্ধুতে হত্যাকাণ্ড চলছে, কলকাতায় আবার অশান্তি দেখা দিয়েছে, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে জোর গোলমাল চলছে। লীগওয়ালাদের সঙ্গে ভ্রাতৃভাবের কথা পরিহাসের মত শোনায়। পাঞ্জাবের চৌদ্দটার মধ্যে বারোটা জেলা দু'পক্ষ দাবি করেছে, খুনোখুনির বিস্তার এই দাবি নিয়ে। মুসলমানরা কলকাতা চায়। লীগদলের এক গুণধর পাণ্ডা খোলাখুলি বলেছেন, "If Calcutta becomes an apple of discord what will remain of Calcutta ?" অর্থাৎ কলকাতা ছারখার করে দেয়া হবে তাঁদের দাবি না মেনে নিলে। লীগ দলের সাবোটাজের ভয় কলকাতার হিন্দুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

প্রসাদ। ১৫ই আগষ্টের পরে অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবতে ভয় হচ্ছে। জিন্না সাহেব moth-eaten পাকিস্তান পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আগে প্রস্তাব হয়েছিল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন দু' ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল হবেন, জিন্না সাহেবের মনঃপূত নয় এ ব্যবস্থা। পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল পদে নিজের নাম প্রস্তাব করেছেন তিনি, অতিরিক্ত ক্ষমতার দাবি করেছেন গভর্ণমেণ্টের কাছে। এই dictatorial

powers কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজে লাগাবার অভিপ্রায় আছে তাঁর কেউ বুঝতে পারছে না।

ইহার পর পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগী হিন্দুদের আগমন, পাঞ্জাবের সীমান্ত বাহিনীর সম্বন্ধে অভিযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। উপাসনা মন্দিরে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া পরমানন্দদেব উঠিলেন।

উপাসনা মন্দির হইতে ফিরিবার পথে পরমানন্দদেবের আহ্বানে কিংশুক তাঁহার সঙ্গে কর্মীমন্দিরে গেল। প্রসাদ, শেখর, গৌতম ও মৌলি নিজেদের আবাসের দিকে ফিরিতেছিল। পিছনে আসিতেছিল সরিৎ ও দুর্গার সঙ্গে মাধবীদের দল ও মণিমালা।

মৌলি গৌতমকে বলিল, মাধবী দেবী কাল চলে যাচ্ছেন, যাবার আগে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান বললেন।

মুন্সীডাঙায় সাঁওতালদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বড় মামার বিদ্যাপীঠ ওঁদের দেখিয়ে আনলে না আজ? গৌতম বলিল ; বোধহয় আজ ওঁরা ক্লান্ত, কাল সকালে আলাপ হবে।

কর্মীমন্দিরে কিংশুকের সঙ্গে আলাপ হইতেছিল পরমানন্দদেবের।

পরমানন্দদেবের প্রশ্নের উত্তরে কিংশুক জানাইল মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিতেছেন কয়েকদিনের মধ্যে, সে খবর পাইয়াছে। জুলাইয়ের শেষের দিকে সীমান্ত অঞ্চলে ও কাশ্মীরে গিয়াছিলেন তিনি, এবার বাংলায় আসিতেছেন নোয়াখালি যাইবেন বলিয়া।

পরমানন্দদেব। মহাত্মাজী দেশবিভাগ মেনে নেয়াতে মনে হয় যে পথে সমস্যা সমাধানের সূত্র পাবার আশায় পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি নোয়াখালিতে সে পথে সমাধানের সূত্র পাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। দেশবিভাগের পরে নোয়াখালিতে গিয়ে নূতন কি ফল পাবার আশা আছে?

কিংশুক। একটা কথা জানাচ্ছি আপনাকে। কয়েকমাস গান্ধীজীর সংস্রবে থেকে অস্পষ্ট একটা ধারণা হয়েছে আমার মনে যে বাইরে থেকে দেখে তাঁর চরিত্র, নীতি ও কাজের মধ্যে সব সময়ে সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন হয়। আপনি সওয়াল করলে এমন ধারণা করবার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয়ত দিতে পারব না, তবু আমার মনে হয় ভুল করিনি আমি।

পরমানন্দদেব। হয়ত তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি। একটু ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা কর।

কিংশুক। করছি। অখণ্ড দেশ এবং অখণ্ড জাতিতে বিশ্বাস মহাত্মাজীর অন্যতম মূলনীতি। তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবাদের ভিত্তি এই মূল নীতি। ইংরাজ এবং ইংরাজ-প্ররোচিত মুস্লিম নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হয়েছে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টায়। এতদিন কংগ্রেস ছিল এই চেষ্টার মাধ্যম। মহাত্মাজীর বিরোধীরা সকল শক্তি সংহত করে আঘাতের পর আঘাত করেছে এই নীতি ব্যর্থ করবার জন্য। এই সব আঘাতের ফলে মহাত্মাজীর হাতের যন্ত্র কংগ্রেসে এবং কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক হিন্দুসমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। একটার জায়গায় দু'টো প্রবল বিরোধিতার, অর্থাৎ একদিকে ইংরাজ ও লীগ এবং অন্যদিকে আহত হিন্দুসমাজ ও তার পৃষ্ঠপোষিত কংগ্রেসের বিরোধিতার সম্মুখে পড়েছে মহাত্মাজীর নীতি।

মার্চ মাসের শেষে বিহার থেকে মহাত্মাজী যখন দিল্লীতে পৌছলেন অবস্থা তখন এই প্রকার। মহাত্মাজীর প্রিয় সহকর্মীরা পরাজয় স্বীকার করেছেন। চারদিকে চেয়ে মহাত্মাজী দেখলেন তিনি একা। ইংরাজের চোখে প্রশ্ন ও বিদ্রূপের কুটিল কটাক্ষ। দেখলেন অগণিত মানুষের আতঙ্কিত, অসহায় দৃষ্টি। অঙ্কের পর অঙ্কে নাটকের ঘটনাগুলো সাজিয়ে যে পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছিল নেপথ্যস্থিত কুচক্রীদল, মহাত্মাজী দেখলেন অব্যাহতি নাই সে পরিণতি থেকে। সুভাষ বসু নন মহাত্মা গান্ধী। আত্মসমর্পণ করতে হল তাঁকে। আত্মসমর্পণ করলেন কিন্তু দু'টো স্বর বেরিয়ে এল তাঁর মুখ থেকে। একটা স্বর সকলে শুনল এ. আই. সি. সি.-র সভায়, অন্য স্বর শোনা গেল দিল্লীর হরিজন কলোনীতে প্রার্থনা সভায়।

নানা প্রসঙ্গের ফাঁকে ফাঁকে বারে বারে কখনো অভিমান-রুদ্ধ, কখনো অভিযোগ-আহত, কখনো হতাশা-বিক্ষুব্ধ যে সুর মহাত্মাজীর কণ্ঠে বেজে ওঠে তাঁর আসল সুর সেইটে।

পরমানন্দদেব। দেশবিভাগের প্রস্তাব সমর্থন করবার পরে মহাত্মাজীর যে ছবি তৈরী করবার চেষ্টা করছিলাম মনে মনে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল না সেটা। তোমার কথাগুলো শোনবার পরে মনে হচ্ছে খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তিনি। তারপর বলিলেন, আমরা সামান্য মানুষ কিংশুক, আশঙ্কা ও উদ্বেগ এড়াতে পারছি না, দুঃখবোধ এড়াতে পারছি না। বৃদ্ধ মহাত্মাজী আজ একেবারে নিঃসঙ্গ, জীবন-ব্যাপী সাধনার চিতায় তাঁকে অগ্নি সংযোগ করতে হল নিজের হাতে। জানি না তাঁর চোখের দু'ফোঁটা জল চিতাভূমিকে সিক্ত করেছিল কিনা সকলের অগোচরে। কেন জানি না আমার কেবলি মনে হচ্ছে

বৃদ্ধ, নিঃসঙ্গ, ভগ্নমনোরথ তাপসের আর্তমুখ, তাঁর বিষণ্ণ চোখে দুই বিন্দু অশ্রু টলটল করছে দেখতে পাচ্ছি।

কিংশুক দেখিল কথাগুলি বলিতে বলিতে পরমানন্দদেবের মুদ্রিত নয়ন হইতে দুই ফোঁটা জল তাঁহার কোলের উপরে পড়িল।

তাঁহার বেদনাতুর মুখের দিকে চাহিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন মাধবী তাহার দুই সঙ্গিনী ও দেবরের সঙ্গে আসিল গৌতমের সঙ্গে দেখা করিতে।

মাধবীর সম্পূর্ণ পরিচয় গৌতম জানিত না। তাহার বড় মামা পলাতক জীবনে একবার বেহালায় তাহার শ্বশুরের গৃহে এবং দ্বিতীয়বার অসুস্থ অবস্থায় পুরীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন সে জানিত। পরিবারের সকলের স্নেহ এবং শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন তিনি ইহাও জানিত।

উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরীয়ার গৃহে আশ্রয় লাভ বাংলার সেই যুগের ঘটনা যে-যুগে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় উৎসর্গিত-প্রাণ বিপ্লবকর্মীর আদর্শচরিত্র, ত্যাগ ও বীরত্ব বহু বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার শ্রদ্ধার চোখে দেখিত।

মাধবী বড় হইয়াছিল এই শ্রদ্ধার আবহাওয়ায়। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার কিশোরী কন্যা মাধবীর পিতার রিভলবার চুরি করিয়া বিপ্লবীদের হাতে দিতে বাধে নাই। তারপর তাহার বিবাহ হইল যে পরিবারে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বিপ্লববাদের প্রতি শ্রদ্ধা সে পরিবারেও প্রবাহিত হইত। এই শ্রদ্ধা দেবানন্দের মৃত্যুর সঙ্গে মাধবীকে টানিয়া আনিয়াছিল পলাশডাঙা আশ্রমে।

মাধবী ননদ শুভ্রার পরিচয় দিবার সময়ে গৌতম বলিল, এঁদের দু'জনকে আমি চিনি, তারাপুরে এঁদের আতিথেয়তার কথা আমার স্মরণ আছে। অনেকদিন পরে দেখে চিনতে পারিনি। মনও বড় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল।

কিছুক্ষণ অন্য আলাপের পরে গৌতম বলিল, আপনি বড় মামার লেখা তাঁর বিপ্লবী জীবনের কয়েক বছরের কাহিনীর কথা বলছিলেন। এই রচনা কি আপনার কাছে আছে?

মাধবী। না, উনি যাবার আগে খাতাগুলো ফেরৎ নিয়েছিলেন।

তা'হলে বোধহয় নষ্ট করে ফেলেছেন সেগুলো, গৌতম বলিল, আপনার মনে আছে কোন সময়ের কাহিনী লিখেছিলেন?

মাধবী। অসহযোগ আন্দোলনের পরে ১৯২৪ থেকে ১৯৩৩।৩৪ পর্যন্ত বিপ্লবী

আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের কথা, কুমিল্লা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলকাতা, মেদিনীপুরের কথা ছিল।

গৌতম। বড় মামার জীবনের এই সময়ের কথা আমরা সব চাইতে কম জানি। আমার বাবাও তাঁর মুখ থেকে বিশেষ কিছু বের করতে পারেন নি।

আলাপের শেষে মাধবী জানাইল আশ্রম তাহাদের সকলের ভাল লাগিয়াছে, তাহার ইচ্ছা ছোট একটি কুটির তুলিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া থাকিবে। বলিল, আশ্রমে এসে সবার সঙ্গে কথাবার্তা কইলে মনে হয় সত্যিই জাগ্রত তীর্থস্থানে এসেছি।

সাবিত্রী ও শুভ্রার প্রতি চাহিয়া গৌতম বলিল, লক্ষ্মী-আবাসে পায়ের ধূলো দেবার জন্য তারাপুরে আপনাদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। বেহালায় থাকেন যখন আসবেন মাঝে মাঝে। আমার মাসীমার কাছে আদর যত্নের ত্রুটি হবে না।

আর বলতে হবে না, মাধবী বলিল, এরপরে অবসর পেলে আমরা যাব।

সেইদিন বিকেলের গাড়ীতে মাধবীরা চলিয়া গেল। জ্ঞানীশ্বরের মুখে গৌতম শুনিল যাইবার আগে পরমানন্দদেবের হাতে মাধবী দেবী পাঁচশত টাকা দিয়া গিয়াছেন দেবানন্দের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য।

উপাসনা মন্দির হইতে ফিরিয়া সরিৎ ও দুর্গা সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল।

দুর্গা। গৌতমের শরীর বড্ড খারাপ হচ্ছে মাসীমা।

সরস্বতী। ঔষধপত্র খেতে চায় না, দুশ্চিন্তায় পড়েছি ওকে নিয়ে। একটার পর একটা বিপদও চলছে। ওর বাবা মারা গেলেন, তারপর মা গেলেন, এবার দাদাও গেলেন, গৌতমের দিদির অবস্থাও ভাল নয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পাঞ্জাবে। সেখানে খুব গোলমাল চলছে, কোন খবর পাচ্ছে না মেয়ের। বর্মা থেকে পালিয়ে আসবার সময়ে মাথা খারাপ হয়েছিল। এতদিন এক রকম ছিল, দুশ্চিন্তায় আবার মাথা খারাপ হয়েছে।

অন্য দুই চারিটা কথার পরে সরিৎ বলিল, মণিমালার বিয়ের কিছু ঠিক করল গৌতম?

সরস্বতী। ঠিক হয়নি কিছু। বলে দু'একটা কলেজের পাশ দিক তারপর বিয়ে দেব। মনে মনে কিছু ভেবে রেখেছে আন্দাজ করছি।

দুর্গা। কিংশুকবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিতে চায় বোধহয়।

সরস্বতী। তোমাকে বলেছে না কি?

দুর্গা। না, আমি আন্দাজে বলছি।

মণিমালার হাত ধরিয়া সরিতের মেয়ে মালা ঘরে ঢুকিল, বলিল, অন্ধকারে বাঁধের ওপরে বেড়াতে যাচ্ছিল মণিদিদি, ধরে আনলাম আমি।

বেশ করেছ, সরিৎ বলিল, পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করো দু'জনে বসে।

মণিমালার বিবাহ প্রসঙ্গ চাপা পড়িল।

দুইদিন পরে গৌতম, শেখরনাথ, কিংশুক, সরস্বতী, মণিমালা কলিকাতায় ফিরিল, মৌলি রহিয়া গেল। শালবনের পথের ধারে তাহাদের ছোট বাড়ী তৈয়ারী হইতেছিল। মৌলির মা বলিয়া দিয়াছেন একখানা বাড়তি ঘর চাই তাঁহার। গাঁথুনির কাজ অর্ধেকটা হইয়া গিয়াছে, এখন বাড়তি ঘর করিতে হইলে কিছু ভাঙ্গা-চোরা করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা করিবার ভার পিতা তাহার উপরে চাপাইয়াছেন।

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৌলি মনে মনে হিসাব করিতেছিল ভাঙ্গাচোরা ও নূতন গাঁথুনির কাজ করিতে কয় দিন সময় লাগিতে পারে, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মালা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল, চলো মৌলিদা, মা তোমাকে ডাকছেন।

মৌলি। তপু অপু কোথা গেল?

মালা। তা বুঝি জানো না? পিশেমশাই ওদের ষ্টেশনে নিয়ে গেলেন। চলো তুমি।

হিসাব বন্ধ রাখিয়া যাইতে হইল মৌলিকে।

॥ তিন ॥

কলিকাতা

লাইব্রেরী ঘরে খোলা বই সম্মুখে রাখিয়া গৌতম ভাবিতেছিল। অনেক কথাই ভাবিবার ছিল। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একখানি পত্র আসিয়াছিল বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে সে ইচ্ছুক কিনা এবং ইচ্ছুক থাকিলে কত বেতনে যাইতে পারে জানাইবার জন্য। কাশী বিদ্যালয়ে কোন চাকুরির দরখাস্ত করে নাই সে, সম্ভবতঃ কোন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর তদ্বিরে এই পত্রখানি আসিয়াছে। কি উত্তর দেওয়া যায় এখনও স্থির করিতে পারে নাই। কিংশুকের সঙ্গে কথা বলিয়া উত্তর দিবে ভাবিয়াছে। কিন্তু কিংশুকের দেখা নাই কয়েকদিন। মহাত্মা গান্ধী সোদপুরে পৌছিবার কয়েকদিন আগেই সেখানে চলিয়া গিয়াছে সে।

দিল্লী হইতে লিখিত শঙ্করের চিঠির কথা তাহার মনে হইল এই প্রসঙ্গে। কিংশুক যাইবার পরে চিঠিখানা আসিয়াছে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তর করা উপলক্ষ্যে লণ্ডন, দিল্লী, করাচীতে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। এই সব আয়োজনের কথা শুনে বিরক্তি ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন এক ব্যক্তি। দিন দিন বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে উঠছিল তাঁর মুখের চেহারা। কলকাতা হতে নূতন হাঙ্গামার খবর আসছিল তাঁর কাছে। এই খবরের সঙ্গে আসল S. O. S. বার্তা কলকাতার কয়েক জন মুস্লিম নেতার পক্ষ হতে। অবিলম্বে কলকাতা রওনা হচ্ছেন তিন। ক'দিন কলকাতা থেকে ১৫ আগষ্ট, অর্থাৎ দেশবিভাগের ও ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন নোয়াখালি রওনা হবেন।

আরও অনেক কথা ছিল চিঠিতে, দেশ বিখ্যাত ইনডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট জয়পুরিয়ার হারেমে পাঞ্জাবী ও সিন্ধী রিফিউজী মেয়ের আমদানি, মহাত্মাজীর অনুকরণ করিয়া শেঠজীর সপ্তাহে একদিন করিয়া মৌন দিবস পালন, জিন্না সাহেবের মতিগতি, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে চাঞ্চল্য ইত্যাদি। কলিকাতা হইতে মহাত্মাজীর কাছে এই S. O. S. পাঠাইবার খবরটির কথা গৌতম ভাবিতে লাগিল।

S. O. S. পাঠাইবার তাহা হইলে আবশ্যক হইয়াছিল কলিকাতার মুস্লিম নেতাদের, আর পাঠাইতে হইয়াছিল সেই ব্যক্তিটির কাছে সারা দেশের মধ্যে শুধু

যাহার কাছে স্বাধীনতা লাভের সকল আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়াছিল দেশবিভাগের বিষাদ। Shadow Ministry গঠিত হইবার পরে কলিকাতার ডাইরেক্ট একশন ওয়ালাদের পক্ষে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়াছিল হয়ত, কিন্তু সমগ্র উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কি পরিকল্পনা অনুসারে হিন্দু উৎসাদন চলিতেছিল না?

মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিয়াছেন, ১৫ই আগষ্ট তারিখে নোয়াখালি রওনা হইবেন। দেখা যাউক কতদূর—

পরদা সরাইয়া মণিমালা ঘরে ঢুকিল, তাহার হাতে এক বাটি দুধ। ঘরের কোণ হইতে একটি টিপয় আনিয়া দুধের বাটি তাহার উপরে রাখিল।

অনন্ত কোথা গেল?

দিদি কি কাজে বাইরে পাঠিয়েছেন।

ব'স একটু। পুষ্পদির কোন চিঠি পেলে?

চেয়ার টানিয়া বসিল মণিমালা, বলিল, পলাশডাঙা আশ্রম থেকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার উত্তর এসেছে। আর কোন কথা নাই, শুধু কান্নাকাটি করছেন।

গৌতম। পুষ্পদি আমাদের চাইতে বেশী ভালবাসতেন বড়মামাকে। তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন বড়মামা, তিনি তো কান্নাকাটি করবেনই। পিনাকী দা লিখেছেন ভে' পড়েছেন পুষ্পদি, দু'দিন কারো সঙ্গে কথা বলেন নাই, চুপ করে বসে শুধু চোখের জল ফেলেছেন।

মণিমালার চোখে জল আসিয়াছিল মাতার অবস্থার কথা শুনিয়া, আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিল।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল গৌতমের। বলিল, আমাদের জীবনে দুঃখই বেশী মণি, বাদলা দিনের রোদের মত সুখ হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য দেখা দেয় মাত্র।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এসব কথা থাক এখন, বলো তোমার পড়াশোনা কি রকম চলছে? সোদপুরে যাবার আগে কিংশুক বলে গেল নানা কাজে আমি সময় পাই না, মণিমালাকে পড়াবার জন্য একজন মাষ্টার রেখে দিন পরীক্ষায় যদি ভাল ফল করতে চায় সে।

মাথা নামাইল মণিমালা, বলিল, মাষ্টার রাখতে হবে না, আমি নিজে ঠিক করে নেব। কোথাও ঠেকলে আপনার কাছে জেনে নেব।

গৌতম। তাই নিয়ো, লজ্জা করো না। তুমি ভাল করে পাশ করলে কিংশুক খুশী হবে।

আমরা খুশী হব না বলিয়া ইচ্ছা করিয়া গৌতম বলিল কিংশুক খুশী হবে এবং

কথাটি বলিয়া মণিমালার মুখের দিকে চাহিল। মুখ ঈষৎ আরক্ত হইল লক্ষ্য করিল গৌতম।

আচ্ছা, এবার পড়োগে যাও।

মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দুধ বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বাটির গায়ে হাত রাখিয়া বলিল, না, এখনও গরম আছে, খেয়ে নিন।

নিচ্ছি, তুমি পড়তে যাও।

মণিমালা চলিয়া গেল।

১৪ই তারিখে কিংশুক আসিল বেলিয়াঘাটা হইতে, বলিল, কয়েকদিনের মেহনতে ক্লান্ত হয়ে আজ পালিয়েছি বিশ্রাম করবার জন্য।

তা'হলে বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ, পরে কথা হবে, গৌতম বলিল।

বিশ্রাম করা হইল না, হেম সংপতি আসিল।

কোলাকুলির দৃশ্য দেখবার জন্য বাইরে বেরিয়েছেন ভেবেছিলাম সংপতি বলিল, এ দিকে যাচ্ছিলাম, আপনি বাড়ী আছেন আর কিংশুক এসেছে শুনে ঢুকলাম।

বেশ করেছেন। কোলাকুলির কথা কি বলছিলেন ?

এ ক'দিন খুব গোলমাল চলছিল, আজ সকাল থেকে ভোজবাজির ফলে হাওয়া একেবারে বদলে গেছে, রাস্তায় রাস্তায় হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই, কোলাকুলি চলছে। ধর্মতলায় দেখলাম একটা সায়েব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছে আর মুচকে হাসছে।

চা ও খাবার আসিল।

কিংশুকের দিকে চাহিয়া সংপতি বলিল, সোদপুরে একদিন গিয়েছিলাম তোমার দেখা পাবার জন্য, ভিড়ের মধ্যে নিজেই হারিয়ে গেলাম। কাল কি গান্ধীজীর সঙ্গে নোয়াখালি যাচ্ছ ?

কিংশুক। লীগদলের নেতারা যাওয়া বন্ধ করেছেন কাল। আপাততঃ কলকাতায় experiment in peace-making চলবে।

সংপতি। সেইজন্য বেলিয়াঘাটায় গিয়েছেন গান্ধীজী ? জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, মেছোবাজার, পার্ক সার্কাস বুঝি এক্সপেরিমেণ্টের পক্ষে অনুকূল নয় ?

গৌতম। এসব কথা এখন থাক। সোদপুরের খবর শুনি আগে।

কিংশুক। দু'একটা significant খবরের কথা বলছি। গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে পৌছবার পর থেকে ইণ্টারভিউ শুরু হয়েছে। সাক্ষাৎকারী দলের একজন গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রচারবিভাগের এক কর্মচারী। ১৫ই আগষ্টের স্ম[illegible] প্রচার

করবার জন্য গান্ধীজীর একটি মেসেজ চাইলেন তিনি। গান্ধীজী বললেন, He had run dry, খবর কিছু নাই। আরও দু'জন সরকারী কর্মচারী এলেন ঐ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁরা বললেন মহাত্মাজী জাতিকে কোন বাণী না দিলে খারাপ হবে। গান্ধীজী বললেন, হ্যায় নেহি কোই মেসেজ, হোনে দো খারাব। "ছায়া"-মন্ত্রীদল এলেন কিভাবে ১৫ই আগষ্টের উৎসব পালন করা হবে আলোচনা করতে। গান্ধীজী বললেন তার মতে উপবাস ও প্রার্থনা করে এবং চরকা চালিয়ে উৎসব পালন করা উচিত। এ ছাড়া কি করবার আছে যখন সব দিক জল্ রহে হুঁ, ভুখোঁ সব মর রহে হুঁ, নাঙ্গে মর রহে হুঁ। ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি এলেন ১৫ই আগষ্ট তারিখে পৃথিবীময় প্রচার করবার জন্য গান্ধীজীর বাণীর আবেদন নিয়ে। মহাত্মাজী একখানা কাগজে লিখে পাঠালেন, I must not yield to the temptation. They must forget that I know English.

সংপতি। একটা কথা শোনা যাচ্ছে মুস্লিম তরফ থেকে দিল্লীতে S. O. S. বার্তা গিয়েছিল মহাত্মাজীর কাছে। এ সম্বন্ধে কিছু শুনেছ ?

কিংশুক। তা শুনিনি, সোদপুরে পৌছবার পর থেকে মুস্লিমলীগ দল তাঁকে কতকটা capture করেছে চোখেই দেখছি। পৌছবার পরদিনই লীগ নেতাদের কয়েকজন তাঁর কাছে ধর্ণা দিলেন নোয়াখালি যাবার আগে কলকাতার মুসলমানদের বাঁচান আপনি। তাঁদের কেউ কেউ বললেন হিন্দুরা পাগল হয়ে গিয়েছে।

কয়েকটি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে দেখলেন মহাত্মাজী। প্রার্থনা সভায় জানালেন লীগ মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছেন এক গৃহে বাস করে কলকাতার অশান্তি বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে তাঁকে। কলকাতার মুসলমানরা ১৫ই আগষ্ট শোক দিবস (day of mourning) পালন করবে গুজব রটেছিল। আপত্তি প্রকাশ করলেন তিনি।

এর পর খবর এল লীগ মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীজীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ১৩ই তারিখে বেলেঘাটার এক মুসলমানের গৃহে দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন গান্ধীজী। বাড়ীর ফটকে কালো নিশান ও পোষ্টার নিয়ে একদল লোক জড় হয়েছিল।

আজ হিন্দু-মুসলমানের বিস্ময়কর মিলনের খবর পৌছল ক্যাম্পে। জীপে চড়ে ব্যাপার দেখতে বেরোলাম কয়েকজনের সঙ্গে। তারপর জীপ ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এলাম।

গৌতম। কি দেখলে ?

কিংশুক। গলাগলি, কোলাকুলি, ভাব-নৃত্য, আতর পানের ছড়াছড়ি অনেক।

কিছু দেখলাম। মসজিদে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হিন্দুদের। মুস্লিম পক্ষের উচ্ছ্বাসের মধ্যে বাড়াবাড়িটা সহজেই চোখে ঠেকল।

গৌতম। এ মিলন কি স্থায়ী হবে?

কিংশুক মাথা নাড়িল।

সৎপতি বলিল, পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় ভাই-ভাই করছে, ঢাকা চট্টগ্রামে ছুরি চালাচ্ছে, মিলন তো এই।

আলাপ চলিতেছে, ফোন আসিল গৌতমের। তাহার দিদি মৃণালিণীর অবস্থা খারাপ সংবাদ পাইয়া গৌতম মাসীমাকে জানাইতে উঠিল।

সৎপতি বিদায় লইল। সরস্বতী কিংশুককে ডাকিয়া বলিলেন গৌতমকে লইয়া তিনি যাইতেছেন, রান্না শেষ হইলে মণিমালা তাহাকে খাইতে দিবে পরে।

কিংশুক বলিল, আমি কি যাব আপনাদের সঙ্গে?

গৌতম। তুমি তো থাকছ রাত্রে, দরকার হলে খবর দেব।

যাহা রান্না হইয়াছিল তাহাই দিয়া খাওয়া শেষ করিয়া মাসীমাকে লইয়া গৌতম চলিয়া গেল।

আরাম করিয়া খাওয়া বা ঘুমানো কিংশুকের বরাতে ছিল না সে রাত্রে। গৌতমরা চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে মণিমালার পড়াশোনার খবর লইতেছে সে বেলেঘাটা হইতে আহ্বান আসিল। কিংশুককে যাইতে হইবে শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া মণিমালা বলিল, এখুনি আপনার খাবার দিচ্ছি।

খাইতে খাইতে কিংশুক বলিল, গৌতমদারা কখন ফিরবেন, রাত্রে ফিরতে পারবেন কি না ঠিক নাই, তুমি একা থাকতে পারবে?

মণিমালা। অনন্তদা আছে, ঝি আছে, বামুনদিদি আছে বাড়ীতে।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, তাহলে ভয় করবে না?

না।

চোখ তুলিয়া কিংশুক চাহিল মণিমালার দিকে। সাজসজ্জায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে, চলাফেরায় চটপটে হইয়াছে মণিমালা, তাহার চোখমুখে আগের বিষণ্ণতা নাই, শুধু যে শান্ত গাম্ভীর্য গোবিন্দপুর হইতে সে লইয়া আসিয়াছিল সেইটি বজায় আছে। ইহা তাহার স্বভাবগত।

আপনি খাচ্ছেন না, ভাবছেন, মণিমালা বলিল।

কিংশুক আবার চাহিল মণিমালার দিকে। সবদিকে লক্ষ্য আছে এ মেয়ের তবু কিছু বুঝিতে দেয় না এমনি অনুত্তেজিত, শান্ত ইহার ব্যবহার।

খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল কিংশুক। অনন্তকে ডাকিয়া বলিল, দাদা যদি ফোনে আমাকে ডাকেন বলো আমি বেলেঘাটা গিয়েছি। বাইরের দোর জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ো ভাল করে। মণিমালাদি একা রইলেন, সাবধানে থেকো।

মণিমালাকে বলিল, তুমি এবার খেয়ে নাওগে।

কিংশুক চলিয়া গেল।

মৃণালিণীর অবস্থা একটু ভাল হইতে দেখিয়া রাত প্রায় দুইটার সময়ে সরস্বতী ও গৌতম লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিল।

পরদিন ১৫ই আগষ্ট। সারা দেশ উৎসবে মত্ত।

১৪ই আগষ্ট রাত্রি বারোটার পর হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। দিল্লীতে কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেমব্লী ভবনে বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি হইল। মহাত্মাগান্ধী কি জয় ধ্বনির মধ্যে "এসেমব্লী ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিল এই সংবাদ রাজপ্রতিনিধিকে জানাইতে হইবে" ঘোষণা করা হইল।

১৫ই আগষ্ট সকাল সাড়ে আটটায় দামামা বাজিল। লাল ও সোনালী মখমলের পোষাকে সজ্জিত বডিগার্ড দল বর্শাফলকের ঝলক তুলিয়া লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে দরবার কক্ষে আনিল। স্বাধীন ভারতের গভর্নর জেনারেলরূপে শপথ গ্রহণ করিলেন তিনি। লাল মখমলের চন্দ্রাতপের নীচে সোনার সিংহাসনের উপরে আলো ছড়াইয়া পড়িল। বিরাট সোনালী কার্পেট যেন সোনা দিয়ে ঢাকা এক টুকরা ময়দান।

ইহার পর কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠান। আড়াই লক্ষ উৎসাহমত্ত লোক কাউন্সিল হাউসের কাছে ভিড় করিয়াছে। ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতেছিল।

কাউন্সিল হাউসের পরে রোশেনারা বাগ। পাঁচ হাজার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের ভিড়।

ইহার পর প্রিন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলন উৎসব। পতাকাদণ্ডের চারদিকে তিনলক্ষ উৎসবপ্রমত্ত লোকের সমাবেশ। পতাকাদণ্ডের কাছে পৌছিবার পথ পাইলেন না, ২৫ গজ দূর হইতে গাড়ীর উপরে দাঁড়াইয়া পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান দেখিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

১৪ই আগষ্ট রাত্রে বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা শহরে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর, ভেরী বাজিয়া উঠিল, বিপুল শব্দে পটকা ফাটিতে লাগিল।

বড় বড় রাস্তার মোড়ে তোরণ তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহাতে ফুলের তোড়া, জাতীয় নেতাদের চিত্র, স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। অফিস বাড়ী, দোকান

ও বসত বাড়ীগুলিতে জাতীয় পতাকা শোভা পাইতেছিল, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটর গাড়ীতে জাতীয় পতাকা, রাজপথগুলিতে উৎসাহমত্ত জনতা।

১৫ই তারিখে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে মহানগরীর বুকে বিচিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ এক বৎসর পরে। গৃহগুলির ছাদে, বারান্দায়, ফটকে আলোর সারি, দোকানে দোকানে আলোকসজ্জা, রাজপথে উচ্ছ্বসিত, মুখর জনস্রোত। গৃহের চূড়ায়, পথচারী বালক বালিকা, তরুণ-তরুণীদের হাতে, মোটরের বনেটে ত্রিবর্ণ চক্রলাঞ্ছিত পতাকা, পতাকা উড়াইয়া, ব্যাণ্ড বাজাইয়া ট্রাক চলিয়াছে উল্লসিত নরনারীর দল লইয়া, পতাকা, মালায় সজ্জিত ট্রাম চলিয়াছে অগণিত যাত্রী লইয়া। আকাশে, বাতাসে জয় হিন্দ! বন্দেমাতরম! জয়হিন্দ!

মহানগরীর লক্ষ লক্ষ প্রাসাদ ও কুটির হইতে মানুষ আজ রাজপথে বাহির হইয়াছে এক বৎসর পরে, নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইয়া পথ চলিবার সময়ে পল্লী ও পথ সতর্কভাবে নির্বাচন করিবার প্রয়োজন আর নাই, পথচারীদের দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাহিবার প্রয়োজন আর নাই, অন্ধকার গলির মুখে লোক দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে আতঙ্ক বোধ করিবার কারণ আর নাই। আজ দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছে। রাজপথে তাই আনন্দের বান ডাকিয়াছে।

একখানি মানুষ বোঝাই খোলা ট্রাক ভীড় ঠেলিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছে। দুইজন লোক দুইটি পতাকাদণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া। দুইটি পতাকায় গিঁট বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি অর্ধচন্দ্র শোভিত লীগ পতাকা, একটি চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা। লাউড স্পীকার লইয়া একজন লোক শ্লোগান দিতেছে, ভাই ভাই এক হো! বাকী সকলে চিৎকার করিতেছে এক হো! এক হো! রাজপথের জনতা চিৎকার করিয়া উঠিতেছে এক হো!

সহস্র কণ্ঠের চিৎকার রাজপথে। আল্লা হো আকবর! জয়হিন্দ! এক হো! এক হো! খোল কর্তাল বাজাইতে বাজাইতে এক লরীবোঝাই কীর্তনীয়াদল চলিয়া গেল। খোল পিটিয়া, কর্তাল বাজাইয়া তাহারা চিৎকার করিতেছিল হিন্দু মুসলমান এক হো!

দক্ষিণ কলিকাতায় বড় রাস্তায় পার্কের পাশে একটি ডাক্তারখানা। ডাক্তারখানার পাশের ঘরের জানালার কাছে বসিয়া এক মধ্য বয়স্ক ভদ্রলোক রাজপথে উৎসবপ্রমত্ত জনতা দেখিতেছিলেন। আর তাঁহার মনে এক বছর আগেকার শহরের দৃশ্যের খণ্ড খণ্ড চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছিল।

একজন বিধবা ভদ্রমহিলা ঘরে আসিলেন, বলিলেন, এক লরী বোঝাই মেয়েদের সঙ্গে আরতি কোথা গেল? কিছু বলে গেছে তোমাকে?

ভদ্রলোক মাথা নাড়িলেন।

মহিলাটি বলিলেন, এ পাড়াতেও দেখছি মুসলমান বোঝাই লরী ঘন ঘন যাচ্ছে, এতদিন দেখা যায়নি। আবার একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধবে না কি? আজ শুনছি এক হো! এক হো! করে গলা ফাটাচ্ছে খুব। এক তো ছিলি রে বাপু, দুই হলি কার কথায়? দুই হবার জন্য এত খুনোখুনি করে আজ আবার—

কথা শেষ না করিয়া থামিলেন তিনি, বাহিরে কে ডাকিতেছিল।

কালীবাবুর গলা। মহিলাটি ভিতরে গেলেন। ভদ্রলোকটি দরজা খুলিয়া বলিলেন, এসো ভাই।

মধ্য কলিকাতার এক পাড়ায় ইঁহারা উভয়ে দীর্ঘদিন প্রতিবেশী ছিলেন। গত বৎসর নিজেদের গৃহ ছাড়িয়া এই পাড়ায় আসিয়াছেন।

জাতীয় পতাকা ও লীগ পতাকায় গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে দেখেছ? কালীবাবু বলিলেন।

ভদ্রলোকটি মাথা নাড়িলেন।

কিছুক্ষণ কি ভাবিলেন কালীবাবু, বলিলেন, একটা দেশকে ভেঙ্গে দু'খণ্ড করবার পরে একটা খণ্ডে এই মিলনের বাড়াবাড়ি। এই পতাকার গাঁটছড়া বাঁধবার মানেটা কি বলতে পার? কলকাতায় না হয়ে করাচীতে আজকার দিনে এই অভিনয় হচ্ছে কল্পনা করতে পার?

ভদ্রলোকটি ম্লান হাসিলেন, বলিলেন, এর মানে বুদ্ধিতে ধরা পড়ছে না ভাই। আরতি বাড়ী থাকলে হয়ত কিছু বলতে পারত।

সে এই হুল্লোড়ের মধ্যে গেল কোথা?

কাদের সঙ্গে নাকি লরী চেপে স্বাধীনতার উৎসব দেখতে বেরিয়েছে।

'৪৬ এর ১৬ই আগষ্টের লড়াইয়ের বিজয় উৎসব বলো।

রাজপথে এক লরী বোঝাই উৎসবকারী স্লোগান দিতে দিতে চলিয়াছে, আল্লা হো আকবর! ভাই ভাই এক হো! হিন্দু মুসলমান এক হো!'

ভদ্রলোকটি বলিলেন, ঐ শোন। ১৬ই আগষ্টের লড়কে লেঙ্গার দল আজ মিলন গানের চারণ হয়েছে।

কালীবাবু উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, একটি অষ্টাদশী তরুণী ঘরে ঢুকিল। উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, কোথা গিয়েছিলাম জানো বাবা? পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে নাখোদা মসজিদে গিয়েছিলাম। কি আদর অভ্যর্থনা কি বোলব! গোলাপজল, আতরের ছড়াছড়ি। সকলের জামা কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে রূপোর পিচকিরিতে

করে গোলাপ জল· ছিটিয়ে। মুঠো মুঠো কাবুলী মেওয়া, হালুয়া দিচ্ছে সবাইকে। আমি অনেক খেয়েছি, তোমার জন্ম কিছু এনেছি, এই দেখো।

ভদ্রলোক একবার কালীবাবুর দিকে চাহিলেন, তারপর চাহিলেন মেয়ের দিকে। বুকের কাছে ভেজা শাড়ি, জামা চুপসিয়া আছে, হাতের মুঠোয় পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, চোখে মুখে উল্লাসের দীপ্তি।

তোমরা সবাই মেয়েরা ছিলে না পুরুষ কেউ সঙ্গে ছিল? প্রশ্ন করিলেন।

আমরা বাইশ জন মেয়ে ছিলাম, ভুলু দা ও ট্রাকের ড্রাইভার ছিল।

আচ্ছা, ভেজা জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো। আবার বেরুতে হবে কি?

একটু পরে আবার গাড়ী আসবে। এবার জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট, কলুটোলা, রাজাবাজার যাবার কথা আছে কিনা। তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে বাবা। আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পাবে।

কাপড় ছেড়ে খেয়ে নিয়ে পিসীকে ছুটি দাও। তারপর কথা হবে।

আজকার দিনেও পিতার গম্ভীর ও বিরসভাব দেখিয়া আরতি বিস্মিত ও দুঃখিত হইল। আর কোন কথা না বলিয়া কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেল। পিতার ঔদাসীন্যের প্রতিবাদে মনে মনে বলিল, লীগ ও জাতীয় পতাকা একসঙ্গে বেঁধে ব্যাণ্ড বাজিয়ে লরী বোঝাই মুসলমান ভাইরা সব জায়গায় যাচ্ছে, তাদের ভুল ভেঙ্গেছে। বাবার বয়েস হয়েছে কি না তাই এত বড় ব্যাপারের সিগনিফিকান্স বুঝতে পারছেন না।

মেয়ে চলিয়া গেলে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো ঘরের মধ্যে পড়ায় চমকিয়া উঠিলেন তিনি।

তীব্র হেডলাইট জ্বালাইয়া এক সারি লরী আসিতেছিল। শতকণ্ঠের সমবেত ধ্বনি হইতেছিল বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ! ভারতমাতা কি জয়! ভাই ভাই এক হো! হিন্দুমুসলমান এক হো!

মৌলি বেলেঘাটা গিয়াছিল কিংশুকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্ম। মৌলিকে বসাইয়া হাতের কাজ শেষ করিয়া লইল সে, তারপর মৌলির সঙ্গে গড়পার আসিল সন্ধ্যার পরে।

লক্ষ্মী-আবাসে ফোন করিয়া শুনিল গৌতমের দিদির অবস্থা কিছু ভাল।

কালকার মিলন দৃশ্য দেখলে? শেখরনাথ প্রশ্ন করিলেন।

ভাল করে দেখবার সময় পেলাম কোথা? এত ভিড় হয়েছিল যে সারাদিন বেরোতে পারি নি।

মৌলি ১৫ই তারিখের উৎসবের কিছু বর্ণনা করিল। তারপর বলিল, রাজা-বাজারের বস্তি কাল তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। দেখলাম পায়ে হেঁটে, গাড়ী ও খোলা ট্রাকে করে দলে দলে হিন্দু মেয়েরা আসছে, যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ দেখে ভারি অদ্ভুত লাগল। খবর পেলাম ধর্মতলার মসজিদে, নাখোদা মসজিদেও অনেকে নাকি হালুয়া খেতে গিয়েছিল।

শেখর। গান্ধীজী কাল কি সত্যই উপবাস করলেন?

কিংশুক। হাঁ, উপবাস করলেন in observance of the day deliverance of India. কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করলেন, বললেন, "I can't take part in this rejoining which is a sorry affair."

শেখর। উপবাস করবার কারণ ও উৎসবে যোগ না দেবার কারণের মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য রয়ে যাচ্ছে।

কিংশুক। "এক হো"র ব্যাপার শুনে তাঁর মন্তব্যের সঙ্গে কিন্তু কিছু সামঞ্জস্য পাবেন। রাস্তায় রাস্তায় fraternisation-এর বর্ণনা শুনে গান্ধীজী বললেন, "I am not lifted off my feet by these demonstrations of joy."

বেলেঘাটায় গান্ধীজীর কাজ সম্বন্ধে শেখরনাথের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল কিংশুক।

চা ও খাবার আসিল কিংশুকের জন্য। খাওয়া শেষ করিয়া সে উঠিল, বলিল, এবার চলি। গৌতম দা তাঁর দিদিকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন, বাড়ীতে থাকতে পারছি না আমি।

যদি দরকার হয় আমি যেতে পারি, মৌলি বলিল।

আজ রাত্রে আমি থাকব। দরকার হলে তোমাকে খবর দেব, কিংশুক বলিল।

লক্ষ্মী-আবাসে পৌঁছিয়া কিংশুক শুনিল গৌতম, মাসীমা ও মণিমালা মৃণালিনীকে দেখিতে গিয়াছে। ঘড়ি দেখিল কিংশুক রাত্র বেশী নয়। অনন্তকে বলিল, আমার দু'টো খাবার ব্যবস্থা রেখো, একবার ঘুরে আসি দিদির বাড়ী থেকে।

ডাক্তার কাঞ্জিলালের ডাক্তারখানার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে কিংশুক দেখিল রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া, ডাক্তার ব্যাগ হাতে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া ডাকিলেন। কোথায় যাচ্ছেন কিংশুক বাবু? শুনেছিলাম বেলেঘাটায় আছেন।

গৌতমদার দিদির বাড়ী যাচ্ছি।

তাহলে গাড়ীতে আসুন। আমি যাচ্ছি সেখানে। এইমাত্র গৌতমবাবু ফোনে ডাকলেন।

কিংশুক। ওঁকে আগে দেখেছেন আপনি? অবস্থা কেমন?

ডাক্তার। দেখেছি। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি দিন সাত আগে, বড় ডাক্তার দেখাতে বলেছিলাম।

কিংশুক আর কোন প্রশ্ন করিল না। ডাক্তার বলিলেন, মহাত্মাজী ১৫ই তারিখে নোয়াখালি যাবেন শুনেছিলাম, কি হল যাবার?

কিংশুক। আর কয়েকদিন পরে যাবেন।

ডাক্তার। কালকার কাণ্ড দেখলেন? আমার মাথার দাগ এখনও মেলায় নি মশায়, গেল বছর ১৮ই আগষ্ট যা দেখেছি ঘুমের মধ্যে মনে পড়ায় এখনও আঁতকে উঠি। এই লোকগুলো ভেবেছে এত শীঘ্র সব ভুলে গেছি আমরা।

আর কোন কথা হইল না বাকী পথটুকু।

রোগীর বাড়ীতে পৌছিয়া কিংশুক দেখিল তিন চারজন নামকরা ডাক্তার উপস্থিত, নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতেছেন তাঁহারা। ডাক্তার কাঞ্জিলালের পরিচিত সবাই। তাঁহার নীরব প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঈষৎ নাড়িলেন একজন। গৌতমের ভাগ্নী মিলি ডাঃ কাঞ্জিলাল ও কিংশুককে রোগীর ঘরে লইয়া গেল; গৌতম ও সরস্বতী সেখানে বসিয়াছিলেন।

ডাঃ কাঞ্জিলালকে দেখিয়া নিম্নস্বরে গৌতম বলিল, সবাই আশা ছেড়েছেন। এখন জ্ঞান নাই। কিছুক্ষণ আগে একবার জ্ঞান হয়েছিল, মনে হল কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন। তারপরেই আবার জ্ঞান হারালেন।

ডাঃ কাঞ্জিলাল নত হইয়া রোগীর মুখ দেখিলেন কিছুক্ষণ, নাড়ী দেখিলেন, চোখ দেখিলেন, বলিলেন, আর অল্প সময়ের ব্যাপার, কিছু করবার নাই গৌতমবাবু।

তারপরে বলিলেন, সবই ভগবানের হাতে। আমি বাইরে বসছি গৌতমবাবু, ছেলেমেয়ে স্বামীকে কাছে বসিয়ে রাখুন। ভগবানের কৃপায় যদি জ্ঞান ফেরে একবার।

অন্য ডাক্তাররা বিদায় লইলেন, শুধু ডাঃ কাঞ্জিলাল রহিলেন। মৃণালিনীর জ্ঞান আর ফিরিল না। ধীরে ধীরে মৃত্যু আসিয়া মৃণালিনীর সকল দুঃখ, যন্ত্রণা শেষ করিল।

সৎকার শেষ করিয়া গৌতম ও কিংশুক বাড়ী ফিরিল পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে। সরস্বতী ও মণিমালা ছেলেমেয়েকে দেখিবার জন্য রহিয়া গেল।

স্নান করিয়া চা খাইয়া কিংশুক বেলেঘাটা চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে অনন্তকে বলিল, যদি পারি সন্ধ্যার পরে আসব। তুমি শেখরদার বাড়ীতে একটা

খবর দাও আর নিজে কিছুক্ষণের জন্ম বেরিয়ে হেম সৎপতির হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে আসবে। দুপুরের পরে মাসীমার সঙ্গে একবার দেখা করে আসবে, যদি তাঁর কোন দরকার থাকে।

বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য অনন্ত চোখ মুছিতেছিল, উত্তরে শুধু মাথা নাড়িল।

॥ চার ॥

কলিকাতা ও শহরতলীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যস্ত মহাত্মাজীর কাছে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দু শরণার্থীদের খবর পৌছিতেছিল। ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করিয়া একটি বিবরণী তৈয়ারী করিবার ভার পড়িল কিংশুকের উপরে। ইহার আগেই পাঞ্জাবের খবর আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাঁহার কাছে। খবরের মর্ম পাঞ্জাবের অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে, ব্যাপকতা, ভয়ঙ্করতা ও বীভৎসতায় পাঞ্জাবের ঘটনার সঙ্গে নোয়াখালি ও বিহারের ঘটনার তুলনাই হয় না।

দিল্লী হইতে শঙ্করের লিখিত পত্রেও কিংশুক অবস্থার কিছু আভাস পাইল।

শঙ্কর লিখিয়াছে, মৃণালিনী দিদির মৃত্যুর খবর পেলাম মার চিঠিতে। বড় মেয়ে লিজির সংবাদের জন্ম মৃত্যুর আগে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মা লিখেছেন। পাঞ্জাবের সংবাদ যা কানে আসছে তাতে মনে হয় এই সময়ে তিনি মারা যাওয়াতে ভাল হল। মৃণালিনী দিদির জামাই সুজন সিংহদের দিল্লীর অফিসে কয়েকবার খোঁজ নিয়েছি আমি। মণ্টোগোমেরী থেকে সংবাদ আসা বন্ধ হয়েছে। আফিসের লোকেরা আশঙ্কা করছে বিপদ ঘটেছে।

অসংখ্য পরিবারের বিপদ ঘটেছে, এ রকম বিপদ ঘটেছে দুঃস্বপ্নেও যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ী ছেড়ে পথে বেরিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

দিল্লীর অবস্থা ক্রমে মন্দ হচ্ছে। কতকগুলো লক্ষণ দেখে সন্দেহ হচ্ছে দিল্লীর মুসলমানরা লড়বার জন্ম তৈরী হচ্ছে। এদিকে শুনছি পাঁচলক্ষ হিন্দু ও শিখ শরণার্থী পায়ে হেঁটে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে।

মুস্লিম তরফ থেকে দিল্লীর অবস্থার অতিরঞ্জিত বিবরণ পঠোনো হচ্ছে গান্ধীজীর কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাচ্ছি। খণ্ডিত ভারতে মুসলমান-দরদী ব্রিটিশ দালাল ও মুসলমান ফিফথ কলাম মিলে আপিল আদালত বানিয়ে তুলেছে মহাত্মাজীকে।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে, ভারত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাদের হাজারো অভিযোগ যাচ্ছে তাঁর কাছে।

সীমান্ত, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুর হিন্দু ও শিখদের ওপর দলবদ্ধ, বীভৎস অত্যাচারের যে সব কাহিনী ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছে আসছে প্রধানমন্ত্রীর ওপর তার প্রতিক্রিয়া তাঁর বিষন্ন মুখে প্রকট, Sardar Patel looks frustated and angry.

ইহার পরে শঙ্কর লিখিয়াছে, চিত্রিতা দিদ্দাদের দীপশিখা সংঘের আরতি রায়কে তোমার মনে আছে? সেই যিনি চেহারা ও লেখায় সমান ড্যাশিং, কলকাতার ছাত্র সমাজের লায়োনেস, যাঁকে নিয়ে এক সময়ে ঠাট্টা করতে আমাকে? অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা। বললেন সোভিয়েট এমব্যাসীতে কাজ করছেন,শীঘ্র মস্কো যাবেন। চা খাবার নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে এক নাম করা রেঁস্তোরাতে।

পাঁচটা সিরীয়াস খবরের সঙ্গে এই হালকা খবরটাও দিলাম তোমাকে। ক'দিনের জন্য কলকাতা যাবার চেষ্টা করছি, আবেদন নিবেদন কানে নিচ্ছেন না কর্তৃপক্ষ।

মাকে আলাদা চিঠি লিখলাম।

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের শরণার্থীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার ভার পাইয়া প্রথমেই শিয়ালদহ ষ্টেশনে গেল কিংশুক।

তিনটি ষ্টেশনের প্লাটফরমে, প্লাটফরমে ঢুকিবার পথে, ষ্টেশনের আশেপাশের ফাঁকা জায়গাগুলিতে, রাস্তার ফুটপাতে শরণার্থীরা আশ্রয় লইয়াছে। টিনের তোরঙ্গ, পাটের বস্তা, কাপড়ের পুঁটুলি, মাদুর, সতরঞ্জি, কাঁথা, বালিশ, কাঁসা পেতল, কলাইকরা লোহার বাসন, বঁটি, কাঠের পিঁড়ি, ঠাকুর দেবতার পট প্রভৃতি বিচিত্র রকমের জিনিসের স্তূপের মধ্যে উলঙ্গ শিশুরা কাঁদিতেছে, হাফপ্যাণ্ট, ফ্রক পরা ছেলে মেয়েরা বাসি পাঁউরুটি হাতে ছুটাছুটি করিতেছে, মেয়েরা কেহ রান্না চাপাইয়াছে, কেহ চুল আঁচড়াইতেছে, বুকের কাপড় সরাইয়া কেহ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে, কেহ হাত মুখ খিঁচাইয়া দুরন্ত ছেলেমেয়েকে বকিতেছে, কেহ তারস্বরে দুঃখের কাহিনী বলিতেছে সঙ্গিনীকে।

সন্তর্পণে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ইহাদের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে হেম সৎপতির সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। কিংশুকের হাত ধরিয়া সৎপতি তাহাকে বাহিরে টানিয়া আনিল।

এখানে কিংশুকের আসিবার উদ্দেশ্যের কথা শুনিয়া সৎপতি বলিল, এদের কাছে

কি তথ্য সংগ্রহ করবে তুমি? এরা বানের জলে ভেসে আসা শেওলা, মানুষ নয় বাড়ীঘর ছিল এদের, জমি জমাও ছিল অনেকের, অনেকে খেটেখুটে খেত। ভয়ে, নানারকমের উৎপীড়নের ফলে সব ছেড়েছুড়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিল। নির্ভয়ে মাথা গুঁজে থাকবার মত একটু জায়গা পাবে, খেটেখুটে দু'মুঠো যা হোক কিছু খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে এই আশা নিয়ে বেরিয়েছিল। কতদূর থেকেই বা এসেছে এরা? অবস্থা দেখছ? বৈতরণী পার হবার কড়ি জোগাতে গিয়ে ঘাটমাঝিদের হাতের ডাণ্ডস পেটা খেয়ে শেষ হয়েছে। এপারে পৌঁছেও দুর্দশার একশেষ। কোথায় বা আশ্রয়, কোথায় খাদ্য সংগ্রহের উপায়? ভিখিরি, পকেটমার, চোর বেরোবে এদের মধ্যে থেকে—

দুই তিন জন লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল সৎপতির কথা শুনিয়া, বোধহয় শরণার্থী। চুপ করিতে ইসারা করিয়া কিংশুক সৎপতিকে ষ্টেশনের বাহিরে লইয়া চলিল। পিছন হইতে 'শালা আড়কাটি' মন্তব্যটি তাহাদের কানে আসিল।

সৎপতির উত্তেজনা নিভিয়া গিয়াছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে হাসিয়া সে বলিল, এতদিনেও আড়কাটিকে চিনতে পারলে না বাপু! তোমাদের কাছে আড়কাটি আসবে কিসের লোভে? বৈঠকখানা বাজারের আলুওয়ালা পটোলওয়ালারা রয়েছে তোমাদের জাতকুল উদ্ধার করবার জন্য।

কি বাজে বকছ হেম, ধমকের সুরে কিংশুক বলিল।

হাসিয়া সৎপতি বলিল, তথ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়েছ বললে না? বেলেঘাটা ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠে বসো গিয়ে, ষ্টেশনে ষ্টেশনে নেমে খোঁজ নাও গে, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, গড়িয়ায় নামবে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে, যশোর রোড ধরে হাঁটতে সুরু করো। চলে যাও নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, রাণাঘাট। টালিগঞ্জ, বেহালা, ঠাকুরপুকুরের দিকে যাও। গঙ্গা পেরিয়ে উত্তরপাড়া, রিষড়া, কোননগর যাও। নবদ্বীপের দিকে যাও। অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে কিংশুক। কলকাতার মধ্যে, মুসলমানদের খালি বাড়ীগুলোতেও খোঁজ করতে পারো। আমাদের সেকুলার গভর্ণমেণ্টের পুলিশকে সেখানে দেখতে পাবে। লাঠির ঘায়ে হাঁড়িকুড়ি ভেঙ্গে তাড়িয়ে দিচ্ছে হিন্দু শরণার্থীদের পাকিস্তানে পলাতক বাড়ীর মুসলমান মালিকদের ফিরিয়ে আনার আশায়।

সৎপতির কাঁধে হাত রাখিল কিংশুক, বলিল, এতগুলো জায়গায় যেতে বললে, এখন আর হয়ে উঠবে না ভাবছি। তার চাইতে চলো তোমার বাড়ী যাই।

ষ্টেশনের বিপরীত ফুটপাতে এক পাউরুটি বিস্কুটের দোকানের কাছে একটি তের

চৌদ্দ বছরের শীর্ণকায়া, ছেঁড়া ফ্রকপরা মেয়ে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল—একটা রুটি দাও বাবু, কিছু খাইনি আজ।

দুই তিনটি লুঙ্গীপরা লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল তাহার গা ঘেঁসিয়া, চোখে লোলুপ দৃষ্টি। একজনের হাত মেয়েটির পিঠের উপরে পড়িয়াছে।

সৎপতির চোখ পড়িল সেদিকে, কিংশুকের কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, ঐদিকে দেখো, তথ্য পাবে।

আগাইয়া গিয়া দণ্ডায়মান লোকগুলির দুইজনের কাঁধে দুই হাত রাখিয়া সে বলিল, কেমন আছেন দাদু? এই ছুঁড়ি, কখন রুটি আনতে বেরিয়েছিলি রে? তোর বাবা খুঁজছে তোকে। দাও তো দাদা তিন আনার একটা রুটি।

পয়সা দিয়া রুটি লইয়া মেয়েটির হাতে গুঁজিয়া দিল সৎপতি, ধমকের সুরে বলিল, যা পালা রুটি নিয়ে বাপের হাতে মার না খেতে চাস যদি।

রুটিখানা দুই হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ত্বরিৎগতিতে রাস্তা পার হইয়া ষ্টেশনের দিকে চলিয়া গেল মেয়েটি।

দোকানীর দিয়ে চাহিয়া সৎপতি বলিল। রুটির দোকান যদি রাখতে চাও চাচা হুঁসিয়ার করে দিয়ো ইয়ার দোস্তদের। সেলাম আলেকুম। চলো হে কিংশুক।

কিংশুক এতক্ষণ দাঁড়াইয়া বন্ধু হেম সৎপতির কাণ্ড দেখিতেছিল। তাহার আহ্বানে হাঁটিতে সুরু করিয়া বলিল. বৌবাজারের সেই চায়ের দোকানটাতে চলো, তেষ্টা পেয়েছে। চা খেয়ে তোমার বাড়ী যাব। আজ তোমার মুখেই তথ্য শুনব। তোমার সংগ্রহ প্রচুর বুঝতে পেরেছি।

খুশী হইয়া সৎপতি বলিল, তাহলে গৃহিনীর আতিথ্য স্বীকার করতে হবে আজ।

করব, কিংশুক বলিল।

উভয়ে বৌবাজারের হিন্দু সভার বাড়ীর কাছে বসন্ত টি কেবিনের দিকে চলিল।

প্রতিদিন পাঞ্জাবের গুরুতর অবস্থার খবর আসিতেছিল বেলেঘাটা ক্যাম্পে। কাগজেও সংবাদ প্রকাশিত হইতেছিল।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জানাইলেন দুই গভর্ণমেণ্টের মধ্যে অধিবাসী বিনিময়ের চুক্তি হইয়াছে, কিন্তু পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট চুক্তির সর্তগুলি পালন করিতেছে না। পাঞ্জাবের সংবাদে লোকের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছিল তখন তাহা প্রকাশ পায় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর মহাত্মাজীর নোয়াখালি যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে। সঙ্গে লীগদলের ভূতপূর্ব

মুখ্যমন্ত্রী যাইবেন। ৩১ শে আগষ্ট তারিখে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনিবার জন্য বেলেঘাটা ক্যাম্প হইতে গৃহে গিয়াছেন তিনি। কিংশুকও সঙ্গে যাইবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গুছাইতেছিল সে একটি কক্ষে।

রাত্রি তখন দশটা। হঠাৎ বাহিরে গোলমাল শোনা গেল।

একদল উত্তেজিত হিন্দু জনতা সম্মুখের হল ঘরে ঢুকিয়া জিনিসপত্র ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জনতার মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছিল কোথায় গেল লীগ দলের ভূতপূর্ব মুখ্য মন্ত্রী, তার সঙ্গে হিসাব নিকাশ করব আমরা। কিছুক্ষণ পরে পুলিশ কমিশনার প্রভৃতি আসিলেন এবং বুঝাইয়া জনতাকে সরাইয়া দিলেন।

১লা সেপ্টেম্বর হইতে মধ্য কলিকাতায় দাঙ্গা হাঙ্গামার খবর আসিতে লাগিল ক্যাম্পে। ক্যাম্পের কাছে মুসলমান শরণার্থী বোঝাই একখানি ট্রাকের উপরে হাত বোমা বর্ষণের ফলে দুইটি বালক নিহত হইল। শব্দ শুনিয়া গান্ধীজী স্বয়ং ঘটনাস্থলে আসিলেন। তাঁহার মুখের রেখা কঠিন হইল।

এই ব্যাপারের ফলে গান্ধীজী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে নোয়াখালি যাত্রা করিবার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলেন এবং উপবাস করিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

পরদিন হইতে শান্তিসেনা গঠিত হইল শহরে, শোভাযাত্রা করিয়া শান্তি সেনাদল উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া শান্তির আবেদন জানাইতে লাগিল। দাঙ্গা ক্রমে বন্ধ হইল কিন্তু শান্তির জন্য আবেদন করিতে গিয়া দুইজন শান্তিসেনা স্মৃতীশ ব্যানার্জি এবং শচীন মিত্র নিহত হইলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজী উপাসনা ভঙ্গ করিলেন। সপ্তাহের শেষে দিল্লী যাত্রা করিলেন তিনি, দাঙ্গার ফলে স্থগিত নোয়াখালি যাত্রার কথা আর উঠিল না।

কিংশুক বেলেঘাটা হইতে লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিয়া আসিল।

সৎপতির সাহায্যে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে বিবরণী তৈয়ারী করিতেছিল কিংশুক তখনও তাহা শেষ করিতে পারে নাই। কয়েকটি অভিযোগ বিবরণী হইতে বাদ দিয়াছিল, ইচ্ছা করিয়াই বাদ দিয়াছিল, কেন না বিবরণী গান্ধাজী পড়িবেন।

শরণার্থীরা এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের কেহ কেহ আলোচনা প্রসঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যখন দেশ ভাগ করা হইয়াছে এবং পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু হইতে হিন্দুদের যখন বিতাড়িত করা হইতেছে গান্ধীজীর Peace Mission-এর অন্যতম দফা Rehabilitation of the Muslims প্রস্তাবটির তাৎপর্য ও সার্থকতা তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না

তাহারা দেখিতেছে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্ট এই দফাটি নীতিহিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ী ও জমি পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের যে সকল শরণার্থীরা দখল করিয়াছিল অনেকক্ষেত্রে পুলিশ তাহাদের জোর করিয়া সেখান হইতে তাড়াইয়া দিতেছে, এবং তাড়াইয়া দিতেছে কোন প্রকার বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া।

এই নীতির ফলে Peace Mission সম্বন্ধে সহানুভূতি এবং গভর্ণমেণ্টের উপর তাহাদের আস্থা নষ্ট হইতেছে। তাহাদের মনে হইতেছে এই কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট তাহাদের গভর্ণমেণ্ট নয়, জোর করিয়া এই গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনেকের মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে এই গভর্ণমেণ্টের দূরদৃষ্টি ও বাস্তব জ্ঞানের অভাব, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে কি ঘটিতেছে এবং এই দুই অঞ্চলের এক কোটি হিন্দুর সমস্যা কি আকার লইবে অদূর ভবিষ্যতে তাহা সঠিক অনুমান করিবার মত বুদ্ধিরও অভাব।

ইহা ছাড়া দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য ও নির্মমতার ফলে anti-social elements শরণার্থীদের অসহায়তা ও দুরবস্থার সুযোগ লইবার উৎসাহ পাইতেছে। এই প্রসঙ্গে নিঃস্ব শরণার্থী বালিকা ও নারীদের লইয়া যে পাপের ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যায়।

সংপতি ও শেখরের সঙ্গে আলোচনা করিয়া কিংশুক স্থির করিল বিবরণীতে এই অভিযোগগুলি দিতে হইবে, গান্ধীজীর কাছে প্রকৃত অবস্থার সর্বাঙ্গীণ বিবরণ দেওয়া উচিত।

লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিয়া গৌতমের চেহারা দেখিয়া চিন্তিত হইল কিংশুক। পরপর দুইটি শোকের আঘাতে তাহার এত চমৎকার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুখের সে শান্ত, প্রসন্ন হাসি নাই, চোখের নির্মল দৃষ্টি বিষাদের ছায়ায় মলিন।

সরস্বতীর কাছে অনুযোগ করিয়া কিংশুক বলিল, গৌতমদার চেহারা এত খারাপ হল কি করে মাসীমা?

প্রশ্ন শুনিয়া জল আসিল সরস্বতীর চোখে, বলিলেন, দু'টো শোক পেল এক মাসের মধ্যে, একেবারে মুষড়ে পড়েছে ছেলে। ওর মীরাটের বৌদিদি রেখা ওকে নিয়ে বাংলার বাইরে যাবে ঠিক করেছিল, হঠাৎ মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যেতে হল তাকে।

মণিমালা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সরস্বতীর পাশে। তাহার দিকে চাহিয়া

কিংশুক বলিল, দাদাকে একটু দেখবে ভেবেছিলাম। কথাবার্তা বলে ওঁর মন যাতে ভাল হয়—

কিংশুকের দিকে চাহিল মণিমালা। তাহার দুই ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল কি বলিবার চেষ্টায়, চোখে আঁচল তুলিয়া সরস্বতীর পিছনে গিয়া লুকাইল।

হাত বাড়াইয়া নিজের কাছে মণিমালাকে টানিলেন সরস্বতী, বলিলেন, মণির চেষ্টার ত্রুটি নাই বাবা। ও ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই গৌতম ওকে সরিয়ে দেয়, বলে আমার দিকে মন দিয়ো না মণি, এখন পড়াশোনা করবার সময়, পড়াশোনা করোগে।

ভাবিতে ভাবিতে নিজের ঘরে গেল কিংশুক।

পরদিন সৎপতি আসিল।

হাতের এটাচি কেস সশব্দে টেবিলের উপরে ফেলিয়া দিয়া বলিল, অসময়ে একবাটি চায়ের ফরমায়েশ করছি। তোমার কাজ দশ আনা করে দিয়েছি।

আচ্ছা বোস, বলিয়া কিংশুক ভিতরে গেল।

বাড়ীর লোকজন ঘুমাইতেছে এখন, কাহাকে চায়ের কথা বলিবে ভাবিতেছে, দেখিল সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে মণিমালা।

এখন নীচে নামছ, বাইরে যাবে না কি? প্রশ্ন করিল কিংশুক।

আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক এলেন ঝি বলল। কিছু লাগবে কিনা—

লাগবে এক কাপ চা, হাসিয়া কিংশুক বলিল। খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছে হেম, এরপর বিকালে যখন আমাদের খাবার দেবে ওর জন্য খাবার দিয়ো।

আচ্ছা, চা করে পাঠাচ্ছি। আপনার জন্য করব কি?

না, এক কাপ করো।

এটাচি কেস হইতে কাগজ বাহির করিতেছিল সৎপতি, কিংশুক ফিরিতে বলিল, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অনুমান ২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে চলে এসেছে। হাজারের ওপরে শরণার্থী রোজ শেয়ালদা স্টেশনে নামছে। শেয়ালদার আগে দমদম, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া, রাণাঘাট, চাকদায় অনেক পরিবার নেমেছে। রাণাঘাট থেকে কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপে চলে যাচ্ছে অনেকে। রাণাঘাটের কাছে রিসেপশন ক্যাম্পে অনেক আছে। area of dispersal, squatters' colony সম্বন্ধে যতদূর খবর পেয়েছি কাগজে পাবে। আসামে চিঠি লিখেছি, আগরতলায় চিঠি লিখেছি, উত্তর পাইনি এখনও। evacuation-এর হেতু, আসবার কালে পাকিস্তানের treatment এবং classification of refugees, এই তিন দফা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছি।

মোটামুটি একটা হিসাব দিতেছিল সে, চা লইয়া মণিমালা ঘরে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া কথা বন্ধ করিয়া সৎপতি কিংশুকের দিকে চাহিল।

মণিমালার হাত হইতে চায়ের বাটি লইয়া কিংশুক বলিল, এখন আর কিছু চাই না। একটু পরে দাদাকে বলো হেমবাবু এসেছেন।

মণিমালা চলিয়া গেলে কিংশুক সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিল সৎপতির কাছে। নীরবে সব শুনিল সৎপতি। চা শেষ করিয়া চায়ের বাটি সরাইয়া দিয়া বলিল, মুখের চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছিল রিফিয়ুজি। ভারি চমৎকার চেহারা মেয়েটির, বয়সও হয়েছে। ভাল দেখে বিয়ে দিয়ে দাও না কেন?

সে চেষ্টা করছেন ওর অভিভাবক গৌতমদা, হাসিয়া কিংশুক বলিল। কলেজে পড়াচ্ছেন ওকে সেই উদ্দেশ্যে।

পকেট হইতে পানের কৌটা বাহির করিয়া পান ও জর্দা মুখে দিল সৎপতি, বলিল, তোমার কাগজপত্র বুঝে নাও, আমি আর বসব না। কাল সকালে দেশে যাচ্ছি ক'দিনের জন্য, কিছু কেনা কাটা আছে।

কিংশুক। গৌতমদার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

ফিরে এসে দেখা করব তাঁকে বলো, সৎপতি বলিল।

সৎপতি চলিয়া গেলে টেবিলের উপরের কাগজগুলি গুছাইয়া লইয়া কিংশুক ভিতরে গেল।

॥ পাঁচ ॥

শঙ্করের চিঠি আসিল দিল্লী হইতে কিংশুকের নামে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, দুঃসংবাদ দিচ্ছি। মৃণালিনী দিদির মেয়ে লিজির বৃদ্ধ শ্বশুর দিল্লী পৌছেছেন নিজের শিশু পৌত্রটিকে নিয়ে। তাঁর অফিসের এক কর্মচারীর মুখে শুনলাম মণ্টোগোমেরী থেকে বেরিয়ে মৃণালিনী দিদির জামাই সুজন সিং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে লাহোরে এসে এক মুসলমান বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল অমৃতসরে যাবার জন্য। তখন কাটাকাটি চলছে লাহোরে। হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছে শুনে ভদ্রলোককে সকলে ভয় দেখাতে লাগল। পরিচিত এক পুলিশ অফিসারকে অনেক টাকা খাইয়ে অমৃতসরের ট্রেনে সপরিবারে সুজন সিংকে উঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন তিনি। পথে ট্রেন থামিয়ে লুট ও যাত্রীদের ওপর আক্রমণ আরম্ভ হয়। যে কামরায় সুজন সিংরা ছিল সে কামরায় ঢুকে দু'জন লোক লিজিকে ধরল। আততায়ীর সংখ্যা দেখে সুজন সিং বুঝল বাঁচবার কোন উপায় নাই, স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তার চোখের ওপরে। রিভলবার বের করে সুজন সিং লিজির ওপরে গুলি চালাল, তার মায়ের ওপরে গুলি চালাল। মাকে ও স্ত্রীকে পড়ে যেতে দেখে নিজের দিকে রিভলবারের নল ফিরিয়ে গুলি চালাল। তিন চার জন লোক ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দেহের ওপরে। নাতিকে কোলে নিয়ে বেঞ্চের নীচে শুয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ, সেই অবস্থায় জ্ঞান হারালেন। অমৃতসর ষ্টেশনে জ্ঞান ফিরে আসল এবং জানতে পারলেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ সকলেই মারা গিয়েছেন, জিনিসপত্র যা ছিল সব লুট হয়েছে।

মাতার, স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন সুজন সিং, বীর তিনি।

মাকে, গৌতমকে সংবাদটি জানিয়ো। এই সংবাদ জানবার আগে মৃণালিনীদিদি মারা গিয়েছেন, ভালই হয়েছে।

পত্রের শেষে লিখিয়াছে দিল্লীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতেছে। সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয় সংবাদের জন্য, মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতে হয়। আম্বালা ও অমৃতসর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে। তিন চার দিন অন্য কাগজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাহিরে গিয়াছিল এরোপ্লেনে চড়িয়া। রাত্রে সময় পাইলে যাহা দেখিতেছে, শুনিতেছে, তাহার কিছু কিছু লিখিয়া রাখিতেছে চিঠির আকারে। কিংশুক বা গৌতমের নামে এই চিঠি মাঝে মাঝে পাঠাইবে।

শঙ্করের চিঠি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল কিংশুক, স্থির করিল সময় বুঝিয়া মাসীমাকে সংবাদ জানাইবে।

কয়েকদিন পরে দিল্লী হইতে শঙ্করের দ্বিতীয় চিঠি আসিল গৌতমের নামে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, ক'দিন আগে কিংশুককে লিখিত চিঠির খবর আশা করি পেয়েছ। ঘটনাস্রোত এমন উত্তাল হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তিগত দুঃখের কাহিনী নিয়ে দুঃখ করবার সময় মিলে না।

তোমাকে যে বিবরণ পাঠাচ্ছি তার বিষয় পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সীমান্ত অঞ্চল থেকে mass migration. কয়েকদিনের পুরনো একটা বিবরণ দিচ্ছি। আগষ্ট মাসের শেষে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে যে সাংবাদিক দল পাঞ্জাবের উপদ্রুত এলাকায় গিয়েছিল, তাঁদের একজনের কাছে বিবরণটি পেয়েছিলাম। কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি এখানে।

পঞ্চনদের দেশ আজ বীভৎস গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। বীভৎস এই জন্য যে অরক্ষিত, অসহায় সংখ্যালঘু দলই এই হিংস্র, বর্বর অত্যাচারের বলি।

পূর্ব পাঞ্জাবে নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠিত হতে না হতে তার ওপরে এসে পড়ল হিংস্রোন্মত্ততার তরঙ্গের আঘাত, আর পশ্চিম পাঞ্জাবে শাসনযন্ত্রের ওপরে জনতার চাপের ফলে যন্ত্রই ভেঙ্গে পড়ল। পুলিশবাহিনী এবং ফৌজি দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটেছিল, কাজেই অবস্থা সেখানে একেবারে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল।

লাহোর ছিল কয়েকদিন আগে উত্তরের সব চাইতে দিলখুশ শহর, আজ তার চেহারা মৃতের মত। পথ জনশূন্য, মাঝে মাঝে মিলিটারী চলছে, সশস্ত্র রক্ষী নিয়ে দু' একখানা প্রাইভেট গাড়ি চলছে, আশ্রয় শিবিরের বাইরে কোথাও হিন্দু এবং শিখের মুখ চোখে পড়ে না।

উত্তরের জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ শরণার্থী এসে লাহোরের আশ্রয় শিবিরে পৌঁছচ্ছে। তাদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুদের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী। কাহিনীগুলির মধ্যে আতঙ্কজনক বিষয় এই যে এই অঞ্চলের সংখ্যালঘুদলের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য যে পুলিশবাহিনী ও সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত রয়েছে তারাই নাকি পাইকারী হত্যা ও লুণ্ঠনে যোগ দিয়েছিল। এ ছাড়া সশস্ত্র জনতা শরণার্থী কনভয়ের ওপর হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে।

বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল শেখপুরায় সংখ্যালঘুদলের ওপর দু'দিন আক্রমণের ফলে এক হাজার মত লোক নিহত হয়েছে। আক্রমণকারীদের বাধা দেয়া দূরে থাক

পুলিশ ও মিলিটারী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সংখ্যালঘুদলের ওপর গুলি চালায়। ফলে একটি স্থানে এতগুলো মৃত্যু ঘটেছে। পণ্ডিত কুঞ্জুরু অভিযোগ করেছেন "A British officer was responsible for Sheikpura massacre. He did not deliberately take steps to stop killings". ঝাং এবং চিনিওয়েতেও এই ব্যাপার ঘটেছে।

দিল্লীর কথা বলছি এবার।

পাঁচ লক্ষ শরণার্থীবাহিনী দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। এরা শহরে ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রমণ, হত্যা ও অগ্নি প্রদানের ঘটনা বেড়ে চলেছে। মহল্লায় আক্রমণ, পথে আক্রমণ, হাসপাতালে আক্রমণ, সরকারী অফিস এলাকার মধ্যেও আক্রমণ চলছে। আগুন, হত্যা, সর্বব্যাপী ত্রাস, প্রচণ্ড যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলের মত চেহারা হয়েছে দিল্লী শহরের।

দিল্লীর মুসলমান মহল্লায় মুসলমানদের গৃহ হতে গুলি বর্ষণের কতকগুলো ঘটনার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। সরকার কোন ব্যবস্থা না করলে শরণার্থীরা স্বয়ং এই resistance pocketগুলি ধ্বংস করবে বলে শাসিয়েছে। সর্দার প্যাটেল প্রস্তাব করেছিলেন এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য লাগিয়ে এই পকেটগুলো তল্লাস করে লুক্কায়িত অস্ত্রশস্ত্র বের করা হোক। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব গৃহীত হল না। ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত শিখরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীরা কিসের খোয়াব দেখছিলেন মনে মনে জানা যায় না, পূর্ব পাঞ্জাবে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল, দিল্লীতেও জ্বলছিল। বিপদ বুঝে মহাত্মাজীর কাছে তার পাঠানো আরম্ভ হয়েছিল দিল্লীর মুসলমানদের বাঁচাবার জন্য।

দিল্লীর গোপন প্রতিরোধ ঘাঁটি ও গোপন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপার বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে ক্রমে। দিল্লীর বিদেশী সম্প্রদায়গুলি, কি সূত্রে জানা যায় না, এই ব্যাপারের সঙ্গে কিছু জড়িত হয়ে পড়েছে। ভারতবিরোধী প্রচার এবং দিল্লীতে বসে পাঞ্জাবের ঘটনার অতিরঞ্জিত খবর বিদেশে পাঠানো নিয়েও এরা দিল্লীর লোকের, বিশেষ করে শরণার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক'টা দেশের দিল্লীস্থিত রাষ্ট্রদূতের অফিস ও দূতাবাসের কর্মচারীরা লোকের সন্দেহের উদ্রেক করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত এবং অষ্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনারকে শিখরা খোলাখুলি শাসিয়েছে।

অনুমানের চাইতে অনেক বেশী শরণার্থী দিল্লীতে এসে পড়েছে। এমার্জেন্সী কমিটির সভ্যদের বিষণ্ণ মুখ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। স্বাধীনতা লাভের

একমাসের মধ্যে যে সব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে তার কল্পনা করতে পারেন নাই তাঁরা আগে।

*　　*　　*

মহাত্মাজী দিল্লী এসে পৌঁছেছেন।

এক সাংবাদিক বন্ধু বললেন দিল্লীর মুসলমানদের এক সভায় বলছিলেন মহাত্মাজী। উত্তেজিত মুসলমানরা তাঁকে ঘিরে যে ভাষায় দিল্লীর মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কৈফিয়ৎ দাবি করছিল তা থেকে মনে হল তারা জেনে নিয়েছে এই একটি জায়গায় তাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। বন্ধুর ভাষায় they looked angry and spoke defiantly, openly accusing the Government of India.

১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর প্রার্থনা সভার শেষে মহাত্মাজী হিন্দু ও শিখদের বললেন, যে সব মুসলমান বাড়ী ছেড়ে ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এ কাজ করলে "they will save Delhi and India from disgrace and ruin."

পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে, সীমান্ত ও সিন্ধুদেশে তখন বাস্তত্যাগ আরম্ভ হয়েছে। মহাত্মাজী বললেন, "Transfer of millions of Hindus and Sikhs and Muslims is unthinkable. It is wrong. The wrong of Pakistan will be undone by the right of resolute non-transfer of population. I hope I shall have the courage to stand by it, even though mine may be the solitary voice in its favour."

১৬ই তারিখে ভাঙ্গী কলোনীতে রাষ্ট্রীয় সেবকসংঘের পাঁচশ সভ্যের সম্মুখে মহাত্মাজী বক্তৃতা করলেন। বললেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় তিনি মুসলমানদের বন্ধু, হিন্দু এবং শিখদের শত্রু। মুসলমানদের তিনি বন্ধু এ কথা ঠিক কিন্তু তিনি কারুর শত্রু নন।

২১ শে তারিখের এক সভায় মহাত্মাজী বললেন ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের বিপক্ষে তিনি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নীতির অনুসরণ করবেন তিনি। গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ন্যাস সম্পত্তির মত সযত্নে রক্ষা করবে এই আশা প্রকাশ করলেন তিনি এবং জানালেন ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যারা মুসলমানদের বিতাড়নের পক্ষে তাদের কর্তব্য ভারতের বর্তমান গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগ দাবি করা। ফুলবাগে মুসলমানদের এলাকায় মুসলমানরা ধ্বনি তুলল— মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ! আজাদ ভারতকা জনক! সামরিক কায়দায় তারা অভিবাদন করল তাঁকে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের এক কোটি অধিবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পথে নেমেছিল। দুই গভর্ণমেন্টের মধ্যে অধিবাসী স্থানান্তর সম্বন্ধে চুক্তি হয়েছিল এবং সরকারীভাবে এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা হচ্ছিল। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছাকৃত চুক্তির সর্ত ভঙ্গের ফলে হিন্দু ও শিখদের স্থানান্তরকরণে নানা অসুবিধা ঘটছিল, অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা ও অন্য বহুবিধ অত্যাচারের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছিল। ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মাজী ঘোষণা করলেন ব্যাপার এইভাবে চললে ভারত সরকারকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হতে পারে ("But if there is no other way of securing justice from Pakistan, if Pakistan persistently refused to see its proved error and continued to minimise it, the Indian union Government would have to go to war against it.") প্রার্থনা সভার পরে ভাষণে আরও বললেন, পাকিস্তান থেকে যে সব হিন্দু ও শিখদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে স্বগৃহে সম্মানের সঙ্গে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পারা পর্যন্ত নিরস্ত হবেন না তিনি ("I would not rest till every Hindu and Sikh who had been driven away from Pakistan returned to home with honour and safety".)

যে অবস্থার ইঙ্গিত রয়েছে মহাত্মাজীর ঘোষণায় যে ভারত গভর্ণমেণ্টকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হতে পারে, হঠাৎ সে অবস্থা ঘটে নাই।

সীমান্ত, সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও শিখদের বিতাড়ন চলছিল পাকিস্তানের স্বয়ং-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল জিন্না সাহেব ততদিন পর্যন্ত নীরব ছিলেন, দিল্লী ও পূর্ব পাঞ্জাবে পাল্টা ব্যবস্থা আরম্ভ হতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁর। ভারত গভর্ণমেণ্টের ওপরে তাঁর ক্রোধ চরমে উঠল, তিনি জানালেন ভাগ করে লড়ে এ ব্যাপার শেষ করে দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। ভারতের সঙ্গে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার জন্য তৈরী হলেন তিনি। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দূত লর্ড ইসমে করাচীতে প্রেরিত হয়েছিলেন, এই খবর নিয়ে ফিরলেন তিনি। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই ধারণা দেখা দিল যে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ করবার সব লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্য আবার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কমওয়েলথের কাছে আবেদন জানিয়েছেন জিন্না সাহেব হস্তক্ষেপের প্রার্থনা জানিয়ে।

সেদিন দিল্লী থেকে এরোপ্লেনে করে বেরিয়েছিলাম। রাভি নদীর ব্রিজের মুখে (Balloki Head) গতিরুদ্ধ শিখ ও হিন্দু শরণার্থী জনতা দেখে এলাম।

ভাটিণ্ডার রেলজংশনের কাছে পৌছে লক্ষ্য করলাম দুটি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন দেখা যাচ্ছে না, মানুষ দিয়ে মোড়া দীর্ঘ, সর্পিল আকারের দুটি বস্তু চোখে পড়ল। এঞ্জিনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরে আঁকড়ে রয়েছে শরণার্থীরা। রাভি নদীর কাছে যত এগোচ্ছি চোখে পড়ছে কি বিরাট মনুষ্যের স্রোত, কত বিভিন্ন দিক হতে এসে মিলিত হচ্ছে এবং এখান থেকে আবার একমুখী হয়ে পূর্ব দিকে চলেছে। এই যে জনতা চলেছে এরা জানে চিরকালের মত ঘরবাড়ী ছেড়েই এরা চলেছে, আর কখনও ফিরবে না।

অবিরাম, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মত এই শরণার্থীর ধারা এগিয়ে চলেছে, নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ, পশু গো-শকট নিয়ে। বাল্লোকী হেডের কাছে এই ধারা আটক হয়েছে। পার হবার অনুমতি মিলছে না। সর্দার প্যাটেল বার বার আবেদন জানিয়েছেন লিয়াকৎআলি খানের কাছে এই আটক জনতাকে ছেড়ে দেবার জন্য, সে আবেদন এখনও রক্ষিত হয় নাই।

পশ্চিম পাঞ্জাবের এই শরণার্থী জনপ্রবাহ ছাড়া লুধিয়ানা, জলন্ধর থেকে ফিরোজপুর-কাসুরের সড়ক এবং লাহোর-লায়ালপুরের সড়ক ধরে মুসলিম শরণার্থীদের প্রবাহও চোখে পড়ল।

দেশবর্জনের সমগ্ররূপ নয়, সামান্য একটা অংশ মাত্র দেখলাম। সমগ্র পাঞ্জাব অঞ্চল জুড়ে ৪০০ মাইল পথের ওপর দিয়ে শরণার্থীদের ভ্রাম্যমান এক একটি দল এগিয়ে চলেছে প্রতিদিন। হিসাব করা হল এইরূপ একটি ভ্রাম্যমান দলের দৈর্ঘ ৫৭ মাইল হবে।

বন্যা ও বৃষ্টিতে পথঘাট অবিচ্ছিন্ন কর্দমস্রোতে পরিণত হয়েছিল, সেই কর্দম প্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে শরণার্থীরা। খাদ্যাভাব, জলাভাব আছে, শিশু, নারী, অক্ষম বৃদ্ধ, পীড়িত লোক আছে এদের মধ্যে। আর আছে দুই পার্শ্ব থেকে অতর্কিত আক্রমণের ভয়, শেষ সম্বলটুকু লুণ্ঠিত হবার ভয়, নারীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবার ভয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেশবর্জনের বৃহত্তম ঘটনা এবং দুর্ভাগ্য বাস্তুচ্যুতদলের বৃহত্তম অভিযানের সামান্য অংশমাত্র দেখে এলাম।

শঙ্করের তৃতীয় চিঠি আসিল দিল্লী হইতে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, পশ্চিম পাঞ্জাবের উর্বর লায়ালপুর কলোনী এলাকা হতে ৪ লক্ষ হিন্দু ও শিখের এক কনভয় পূর্ব পাঞ্জাবে পৌছতে আরম্ভ করেছে।

পৈতৃক বাড়ীঘর, ক্যানেলের জলে উর্বর জমি ত্যাগ করে এই শরণার্থী দল যাত্রা

করেছিল পূর্ব পাঞ্জাব মুখে বিপদের সূচনায়। এদের মধ্যে ছিল দোকানদার, কারিগর, একদা ধনী জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবি, ডাক্তার ইত্যাদি। পরিত্যক্ত গ্রামগুলি ছেড়ে কতকগুলি গ্রাম্য কুকুরও শরণার্থীদের সঙ্গে চলছিল।

১৫০ মাইল পথে গোজরা, সমুন্দরী, জারনওয়ালা হতে বিভিন্ন দল শরণার্থী এসে প্রধান দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পথে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য ভারতীয় সৈন্য ছিল দলের সঙ্গে।

* * *

পূর্ব পাঞ্জাবে দাঙ্গা হাঙ্গামার আগুন নিভে আসছে ধীরে ধীরে। পূর্ব পাঞ্জাবের প্রতি শহরে শরণার্থী ক্যাম্প থেকে মুসলমানদের সামরিক পাহারায় পশ্চিম পাঞ্জাবে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয় শিবির হতে মিলিটারী ইভ্যাকুয়েশন অরগ্যানাইজেশনের তত্ত্বাবধানে শিখ ও হিন্দু শরণার্থীদের পূর্ব পাঞ্জাবে আনা হচ্ছে।

পদব্রজে যে বড় বড কনভয় দুই বিপরীত লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে মাঝে মাঝে একই সড়ক ধরে যেতে হচ্ছে তাদের। দেখা হচ্ছে দু'দলের মধ্যে, সাধারণ কথাবার্তাও হচ্ছে, শান্তি ভঙ্গ করছে না কোন দল।

পূর্ব পাঞ্জাবের এক মুসলমান শরণার্থী শিবির দেখতে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। এক বৃদ্ধ মুসলমান শরণার্থী সজল চোখে তাঁকে বলল, পাকিস্তান বা হিন্দুস্তান কার হাতে শাসনের ভার গেল আমাদের কি যায় আসে তাতে? আমরা গরীব চাষী, দেশ শাসনের ভার যাঁর হাতে থাকে তাঁকেই খাজনা দিয়ে আসছি। তবে কেন আমাদের ওপরে এই বিপদ এসেছে?

কে বৃদ্ধ চাষীকে এ কথা বোঝাবে? পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী শুধু বলতে পারলেন হাঙ্গামা বন্ধ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

অগণিত হিন্দু, মুসলমান, শিখের মুখে আজ ঐ বৃদ্ধ চাষীর প্রশ্ন—কেন আমাদের এ সর্বনাশ হল? কি পেলাম আমরা? বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তি হারিয়ে, আত্মীয় স্বজন হারিয়ে, বিকলাঙ্গ হয়ে, বেইজ্জত হয়ে যা পেলাম তাই কি স্বাধীনতা? আমি বৃদ্ধ, মূর্খ চাষী, বলো কি করব আমি এই স্বাধীনতা নিয়ে?

* * *

পাঞ্জাবের গত কয়েক মাসের ইতিহাসকে প্রাক্-দেশবিভাগ দাঙ্গা, পোষ্ট-পার্টিশান দাঙ্গা ও বাস্তুত্যাগ এবং ব্যাপকভাবে দেশবর্জন, এই ক'টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়।

প্রথম দু'টি অধ্যায়ের সঙ্গে বাংলার আধুনিক ইতিহাসের মিল আছে।

ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয় মার্চ মাস থেকে স্তর ওলাফ ক্যারো

শাসিত সীমান্ত প্রদেশে এবং ৯১ ধারা শাসিত পাঞ্জাবে। এই ঝড় গিয়ে পৌছায় সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানে।

কলকাতা ১৬ই আগষ্টের ডাইরেক্ট একশনের আয়োজনের মত ব্যাপার পশ্চিম পাঞ্জাবেও হয়েছিল। ১৯৪৬এর অক্টোবরে মামদোত ভিলায় এক গোপন অধিবেশনে স্থির হয় জীপ, ট্রাক, ষ্টীল হেলমেট, অস্ত্রশস্ত্র কেনবার জন্য তহবিল খোলা হবে। বেগম শা নওয়াজের ওপরে হাতবোমা এবং অন্য দু'জনের ওপরে সীমান্ত অঞ্চল থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনবার ভার দেয়া হয়। মিলিটারী ষ্টোর্স হতে সাত হাজার ষ্টীল হেলমেট সরবরাহ করা হয় এই দলকে। দাঙ্গার সময়ে রাস্তার যে সব কার্তুজের খোল কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাতে লেখা ছিল—"Prepared specially for His Highness the Nawab of…Made in England". রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, ঝাং, শিয়ালকোট, লাহোর, হাজারা, কোয়েটা, বান্নু, পেশোয়ার, ডেরা ইসমাইল খান প্রভৃতি অঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ে, চাকলালা এবং তক্ষশীলায় ফ্রন্টিয়ার মেল আটক করে সহস্রাধিক সংখ্যালঘু দলের নরনারীকে হত্যা করা হয়। সীমান্তের ক'টি জেলা থেকে হিন্দু ও শিখেরা বাস্তু ত্যাগ করতে আরম্ভ করে। বাংলার নোয়াখালি, কুমিল্লা থেকে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের মত ব্যাপার এটা।

দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ হাজার সৈন্য এবং ইংরাজ অফিসার নিয়ে গঠিত পাঞ্জাব সীমান্তবাহিনী রক্ষিত জেলাগুলিতে পাইকারীভাবে সংখ্যালঘুদলের ওপর আক্রমণ আরম্ভ হয়, ক্রমে উত্তরের জেলাগুলিতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসকাণ্ড আরম্ভ হয়। এক ভাওয়ালপুর রাজ্যেই এক লক্ষের ওপর সংখ্যালঘুদলের নরনারী বিলুপ্ত হয়েছে। এদের অধিকাংশ নিহত এবং বাকী ধর্মান্তরিত হয়েছে।

এর প্রতিক্রিয়া অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানায়।

সিন্ধু, সীমান্ত এবং উভয় পাঞ্জাব থেকে ব্যাপকভাবে অধিবাসী অপসারণের সমস্যা দেখা দেয়।

সমস্যার আয়তন দেখে পণ্ডিত নেহেরু বলেন "We have been taken unawares, it was our fault." Unawares কথাটার কোন মানে হয় না, কারণ লাহোর ও অমৃতসর থেকে ঘুরে এসে ১৯শে আগষ্ট তারিখে তিনি বলেন, "Government would not like to encourage mass migration of people across the new borders".

এই mass migration-এর চেহারার সামান্য একটুখানি বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছি।

অবস্থার চাপে গভর্ণমেণ্টকে অধিবাসী অপসারণের নীতি মেনে নিতে হয়েছে, ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার থিমাইয়ার অধীনে মিলিটারী ইভাকুয়েশনের কাজ চালাবার জন্য ফোর্থ ইণ্ডিয়ান আর্মির হেড কোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়েছে লাহোরে। স্পেশাল ট্রেনে, ট্রাকে করে শরণার্থীদের সীমান্ত পারাপার করা হচ্ছে, সিন্ধু থেকে ট্রেন, নৌকো, ষ্টীমার, জাহাজ, প্লেনে করে শরণার্থীদের ভারতে আনা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পদব্রজেই যাচ্ছে সব চাইতে বেশী লোক।

একটা কথা মনে পড়ল। মি. জিন্না অনেক আগে transfer of population-এর কথা বলেছিলেন। ভয়ানক হৈ চৈ উঠেছিল প্রতিবাদে। বিপুল হত্যা ও ধ্বংস কাণ্ডের পর ভারত গভর্ণমেণ্টকে সীমান্ত, সিন্ধু, পাঞ্জাব থেকে transfer of population মেনে নিতে হয়েছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর কথায় "It was forced on us and we had to carry on our duty."

* * *

চিত্রল, বান্নু, ডেরা গাজী খান প্রভৃতি স্থানে, পশ্চিম পাঞ্জাবের অনেকগুলি আশ্রয় শিবিরে, সিন্ধু, বেলুচীস্তান, ভাওয়ালপুর এবং খয়েরপুর রাজ্যে সহস্র সহস্র সংখ্যালঘুদলের লোক এখনও আটক রয়েছে।

সীমান্তে, সিন্ধুতে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে বহুসংখ্যক সংখ্যালঘুদলের লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। অপহৃতা নারীর সংখ্যাও প্রচুর। পশ্চিম পাঞ্জাবে সরকারী কর্মচারী এবং পদস্থ ব্যক্তিদের গৃহে বহু অপহৃতা নারীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আশ্রয়শিবিরে নারী শরণার্থীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনীও প্রকাশ পেয়েছে।

একজন আকালী নেতার হিসাবে দেশবিভাগের আগে ও পরের হাঙ্গামায় ৫০ হাজারের ওপর নারী অপহৃতা হয়েছে। পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার জন্য এদের মধ্যে অল্প সংখ্যক নারীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ভারতে আসবার সময়ে এই উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আত্মহত্যা করেছে।

* * *

কুরুক্ষেত্র শরণার্থী শিবির দেখে এলাম।

ঐতিহাসিক প্রান্তরে গড়ে উঠেছে বিরাট তাঁবুর শহর, তিন লক্ষ শরণার্থীর জন্য। অভাব, অভিযোগ, অসুবিধা অনেক আছে, কেউ কেউ জানালেন কিছু কিছু, কিন্তু যা দেখলাম ভাঙা বুকে বল পেলাম তাতে।

পুনর্বাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা আগ্রহ করে দেখালেন ও বোঝালেন। এদের একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আসবার আগে। বললেন এক কোটি লোক

বাস্তু ছেড়ে চলে যাচ্ছে দু'দিকে। এদেশে এমন ব্যাপার ঘটবে কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। ইতিহাসে এত বিরাট বাস্তুত্যাগের ঘটনা আর পাওয়া যায় না। গ্রীকো বুলগেরিয়ান অধিবাসী বিনিময় সামান্য ব্যাপারে এর তুলনায়, জার্মানীর অধিবাসী অপসারণ সামান্য ব্যাপার।

বললেন সংখ্যালঘু দলের যে হিসাব আমরা তৈরী করেছি তাতে দেখা যায় সীমান্ত, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচীস্তানে, খয়েরপুর ও ভাওয়ালপুর রাজ্যে ৬০ লক্ষ সংখ্যালঘু দলের লোক ছিল। এর মধ্যে ৫৪ লক্ষ লোক চলে এসেছে। এদের আনবার ব্যবস্থা করতে আরও দু'তিন মাস সময় লেগে যাবে। প্রশ্ন করলাম: পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা হচ্ছে? বললেন বর্তমানে এদের নিরাপদে ভারতীয় ... বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পূর্ব পাঞ্জাবের প্রতি শহরে ক্যাম্প হয়েছে, কুরুক্ষেত্রে, দিল্লীতে, রাজস্থানে, যুক্ত প্রদেশে, কাথিয়াবাড়ে, বোম্বাই প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় শিবির তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে শরণার্থীদের জন্য, নূতন শহরও তৈরী হচ্ছে বড় বড় শহরের আশেপাশে। নিজেদের উদ্যমে ব্যবস্থা করে নিচ্ছে অনেকে। অসংখ্য স্কোয়াটার্স কলোনী গড়ে উঠেছে। সিন্ধুর প্রায় ৭ লক্ষ লোক বোম্বাই প্রদেশের নানা জায়গায় বসে গিয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, পূর্ব ও উত্তর বাংলায় প্রায় ৯০ লক্ষ হিন্দু আছে, তারা বাস্তুত্যা[গ] করলে গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করবেন? ভদ্রলোক বললেন, বাংলায় এরকম ব্যাপার হবে না। বললাম, কি করে জানলেন? পাঞ্জাবে এ রকম ব্যাপার হবে আগে ও ধারণা করতে পেরেছিল কেউ? আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো বলেছেন, "We underestimated several times the situation in the Panjab." বলেছেন, "We were taken unawares." ভদ্রলোক আর উত্তর দিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে চাইলেন একবার, তারপর আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

॥ ছয় ॥

শঙ্করের চতুর্থ চিঠি আসিল দিল্লী হইতে গৌতমের নামে।

সে লিখিয়াছে, মৃণালিনী দিদির মেয়ে লিলির বৃদ্ধ শ্বশুর প্রীতম সিংহের মৃত্যু হয়েছে। লাহোর থেকে অমৃতসরের পথে ট্রেণ আক্রমণের সময়ে চোখের সম্মুখে পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত্যু দেখে জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে আর কথা বলতে পারেন নাই।

বৈষয়িক অবস্থা খুব ভাল ছিল তাঁর। প্রাসাদতুল্য বাড়ী, জমিদারী, পশ্চিম পাঞ্জাবের দুটি শহরে বৃহৎ কারখানা, আমদানী রপ্তানীর কারবার, নগদ টাকা, অনেক কিছু ছিল। এর বারো আনা গিয়েছে। যে ক'দিন দেখা করতে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে একটি কথাও শুনিনি তাঁর মুখে নষ্ট সম্পত্তির জন্য, শোক করতেন পুত্র এবং পুত্রবধূর জন্য, স্ত্রীর জন্য। সুজন নিজের হাতে মাতা, স্ত্রী এবং নিজের প্রাণ নিয়েছে। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এনিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে শুনেছি তাঁকে।

ক্রমে তাঁর বিমর্ষভাব বাড়তে লাগল। শিশু পৌত্র বিজনকে কোলে নিয়ে নির্বাক হয়ে বসে থাকতেন, তাকে ছাড়তে চাইতেন না। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জোর করে তাকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হত। সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় বাধা দিতেন না, বালকের মত কাঁদতেন।

একদিন সন্ধ্যার পরে এইভাবে কাঁদবার সময়ে হার্ট এটাক হল, পরদিন বিকালের দিকে মারা গেলেন।

সুজনের ছোট ভাই মহিন্দর উপস্থিত ছিল মারা যাবার সময়ে। পাঁচ দিন আগে লুধিয়ানা হতে দিল্লী এসেছিল সে কাজের জন্য, পিতার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে রয়ে গিয়েছিল।

মহিন্দর লুধিয়ানায় গুছিয়ে বসবার চেষ্টা করছে। আমাকে বলল ভাইপোকে এবার নিয়ে যাবে সে। আমি বললাম ঐটুকু বাচ্চাকে দেখবে কে, তুমি তো সাদী করোনি শুনেছি। ও বলল আমি দেখব।

* * *

দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ৪০ লক্ষের ওপর মুস্লিম শরণার্থী পশ্চিম পাঞ্জাবে যাচ্ছে, সিন্ধুতে যাচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে এরা সংখ্যালঘু দলের পরিত্যক্ত

বাড়াঘর, দোকানপাট, কলকারখানা, জমি দখল করে নিচ্ছে, সরকার কর্তৃক ধনপ্রাণ-সম্পত্তি রক্ষার কোন প্রশ্নই পাকিস্তানে ওঠে নাই, উঠবেও না। কিন্তু শরণার্থীর বিপুল সংখ্যা দেখে ত্রস্ত হয়েছে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট, ভারত গভর্নমেণ্টকে গালাগালি দিচ্ছে পাকিস্তানী কাগজওয়ালারা মুসলমানদের তাড়িয়ে দিচ্ছে বলে, Genocide এর ধুয়ো তুলেছে, আবার অ-পাঞ্জাবী মুসলমানদের জন্য পশ্চিম পাঞ্জাবে জায়গা হবে না বলে রব তুলেছে।

পরশু একজন ঝানু বৃটিশ সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হল। করাচী থেকে সম্প্রতি ফিরেছেন উনি। বললেন, মি. জিন্নার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ভারতীয় নেতাদের প্রকৃত লক্ষ্য হল পাকিস্তানকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা। গান্ধী কোন দিনই দেশবিভাগ স্বীকার করেন নি এবং এখন ধর্মোপদেশের আড়ালে 'হিন্দুবিষ' ছড়াচ্ছেন। প্যাটেল আড়ালে হিন্দুমহাসভার সঙ্গে 'অপবিত্র চুক্তি' করেছেন। সাংবাদিক ভদ্রলোক বললেন, "Jinnah lives away from his followers and alone. He is unhappy. He is nourshing hatred against others and suppressing by this means his own fears."

বোধহয় জাতে ব্রিটিশ বলে ভদ্রলোক একটা কথা বললেন না যে ভারত গভর্ণমেণ্টকে ফাঁদে ফেলবার জন্য মি. জিন্না এবং তাঁর অনুচরদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। নির্জনে বসে চক্রান্তের জাল বুনছেন তিনি।

এই জাল ফেলেছেন জুনাগড়ে, হায়দ্রাবাদে, কাশ্মীরে। দিল্লীর শিক্ষিত বেসরকারী মহলে একটা বিশ্রী সন্দেহের কথা কানাঘুষায় প্রকাশ পাচ্ছে, ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল স্বয়ং হস্তক্ষেপ করে এই তিন জায়গাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের নীতি প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছেন।

জুনাগড়ে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার বিরোধী লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। ভারতের আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের অধ্যক্ষ তিনজন ব্রিটিশ জেনারেল। প্রবল গুজব এই তিনজন জেনারেল went beyond their province and gave political advice to the Government of India regarding Junagarh. সর্দার প্যাটেল এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন শোনা যাচ্ছে।

কাশ্মীরের দুর্বলচিত্ত মহারাজা হরি সিং স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন কিনা বোধহয় এখনও ভাবছেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হাতের অনেক কাজ ফেলে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। বুঝিয়ে এসেছেন ভারতের সঙ্গে তাঁর

রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষীণ। পাকিস্তানে যোগ দেয়া তাঁর পক্ষে ভাল। এই ভালটা কি রকমের হবে বোধহয় তাই ভাবছেন মহারাজা।

His Exatted Highness ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের Faithful Ally. পাক-ব্রিটিশ সহযোগিতার মস্ত বড় ক্ষেত্র হতে পারে হায়দারাবাদ। একেবারে স্বাধীন না হোক স্বাধীন রাষ্ট্রের বারো আনা মর্যাদা ও অধিকার নিজামকে পাইয়ে দেবার কন্ত আগ্রহ দেখাচ্ছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন।

অভিজ্ঞ মহলে কথা উঠেছে কাশ্মীর ও হায়দারাবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে জুনাগড়ের পাকিস্তানভুক্তি মেনে নিয়ে দাবার চাল চেলেছেন মি. জিন্না। লোকে বলছে তা চালুন তিনি, আক্ষেপের কথা এই যে ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে তাঁর অভিপ্রায়ের পরিপোষক প্রভাবশালী লোক রয়েছে।

* * *

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সৃষ্ট পাঞ্জাব বডার ফোর্স ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে জানো নিশ্চয়। সাংবাদিক বৈঠকে এই ফোর্সের কর্তা মেজর জেনারেল রীসের যে নির্লজ্জ, সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছিল তাতে লজ্জায় অধোবদন হয়েছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন এণ্ড কোং। পণ্ডিত কুঞ্জরু শেখপুরা হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করে বলেছেন পশ্চিম পাঞ্জাবের দাঙ্গায় বর্ডার ফোর্সের ব্রিটিশ অফিসারদল যদি প্রকাশ্যে দাঙ্গাকারী মুসলিমদের সঙ্গে যোগ না দিত পূর্ব পাঞ্জাবের অবস্থা কখনই এত খারাপ হত না।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ উঠেছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন সভ্য প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ করেছেন দিল্লীতে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের হেড কোয়াটার্স পাকিস্তানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছেন লর্ড অকিনলেক সুপ্রীম কম্যাণ্ডার থাকলে পাকিস্তানের সুবিধা। সুপ্রীম কম্যাণ্ড শীঘ্র যাবে মনে হচ্ছে।

* * * *

শঙ্করের পঞ্চম পত্র আসিল কিংশুকের নামে।

সে লিখিয়াছে, কিছুদিন আগে এক চিঠিতে তোমাকে আরতি রায়ের কথা লিখেছিলাম মনে পড়ছে। জানিয়েছিলাম দিল্লীতে খুব পশার জমিয়েছে সে businessmen এবং সরকারী মহলে, চটকদার পোশাকে ঝকঝকে গাড়ীতে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও দেখা হলে আমাকে না চেনবার ভান করে। এর বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা। গাড়ী নাই, পাদলে যাচ্ছিল। এগিয়ে এসে নিজেই আলাপ করল এমনভাবে যেন অনেকদিন পরে এই আমাকে প্রথম দেখল।

ধরণ ধারণ দেখে মনে হল she wanted to make up. কিন্তু কেন ? কি ঘটেছে ইতিমধ্যে ?

যা হোক সেদিন আমাকে ধরে নিয়ে এক ফ্যাসানেবল রেস্তঁরায় চা খাইয়েছিল, অনেক গল্প করেছিল। বলেছিল সোভিয়েট এম্ব্যাসীতে কাজ করছে, রুশ ভাষা শিখছে। ভাষাটা আরও কিছু আয়ত্ত হলে খরচ দিয়ে তাকে মস্কো পাঠানো হবে আশ্বাস পেয়েছে। আমি বলেছিলাম রুশিয়া ঘুরে এলে তার হাত থেকে নূতন ষ্টাইলের রচনা পাবে বাঙালী পাঠকেরা। একটু চুপ করে থেকে আরতি বলল, যে সব বই লিখে বাংলাদেশে খ্যাতিলাভ করেছে সে, এখন অভক্তি জন্মেছে সে সব লেখার ওপর। তাই বাংলা গল্প, উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়েছে। একটু বিস্মিত হতে হল ওর কথা শুনে। ও আবার বলল, নূতন আইডিয়া, উপকরণ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী না পেলে আর বাংলা লেখায় হাত দেব না। আড়চোখে ওর দিকে চাইলাম, সাজসজ্জা তো আগের মতই দেখছি, তবে কোন ফুটো দিয়ে নূতন হাওয়া বইতে সুরু করেছে ওর মাথায় ? আর বিশেষ কোন কথা হল না, চা খাওয়া সেরে দু'পথ ধরলাম দু'জন।

এর পর বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি আরতির সঙ্গে। চারদিকে গোলমাল বেড়ে উঠছিল। দিনরাত ব্যস্ততার সীমা ছিল না।

সেদিন দিল্লী-রোটাক সড়কে শরণার্থীদের এক আশ্রয় ক্যাম্পে যাচ্ছিলাম এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় সম্প্রতি শিয়ালকোট হতে পৌছেছেন, এই ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছেন। এদের মধ্যে দুটি অপহৃতা যুবতী মেয়ে আছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দলের প্রায় সকলেই অসুস্থ শুনলাম। আমার বন্ধু এসেছিলেন এদের থাকবার আর একটু ভাল ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখতে।

ক্যাম্পের সম্মুখের পথে পায়চারি করছি আর এই ভদ্র পরিবারের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছি। একখানা গাড়ী আমাকে অতিক্রম করে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আরতিকে সেই গাড়ী থেকে নামতে দেখে বিস্মিত হলাম।

আপনি এখানে কি করছেন ? কাছে এসে সে প্রশ্ন করল।

আমার বিবরণ শুনে কি ভাবল একটু, বলল, আপনাকে মনে মনে খুঁজছিলাম ক'দিন থেকে। এমব্যাসীর কাজ ছেড়ে দিয়ে সরকারী পুনর্বাসন বিভাগে কাজ নিয়েছি ক'দিন আগে।

গাড়ীতে কোথা যাচ্ছেন ? প্রশ্ন করলাম।

বলল, অফিসের কাজে বেরিয়েছিলাম, ফিরছি। শুনুন, আপনার সাথে কিছু কথাবার্তা বলবার দরকার হয়েছে। আমার ঠিকানাটা রাখুন, অবসর পেলে সন্ধ্যার পর আসবেন একদিন।

আমার বন্ধুর আত্মীয়দের সম্বন্ধে কটা প্রশ্ন করল তারপর। অপহৃতা মেয়ে দু'টির কথা বললাম। মাথা নত করে কি ভাবল কিছুক্ষণ। দেখলাম মুখের চেহারা থমথমে হয়েছে। বলল, আপনার বন্ধুকে বলবেন এদের ওপরে দৃষ্টি রাখা হয় যেন। গত তিন চারদিনের মধ্যে কটা কেস দেখলাম আত্মহত্যা করেছে ক'জন, ক্যাম্প থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে দু'জন। কাল এসে আলাপ করব এদের সঙ্গে, দরকার বুঝলে সরিয়ে নিয়ে যাব। কোন তাঁবুতে এঁরা আছেন বলুন তো।

তাঁবু চিনে নিয়ে গাড়ীতে ফিরে গেল আরতি। বলল, সময় পেলে যাবেন শঙ্করবাবু।

ধুলো উড়িয়ে আরতির গাড়ী চলে গেল। দিল্লী-রোটাক সড়কের একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এই কি দীপশিখা সংঘের সভ্যা, অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা আরতি রায় না তার ভূত? কি ঘটেছে তার ব্যক্তিগত জীবনে যার জন্য এই বিস্ময়কর পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে?

প্রচুর কৌতূহল বোধ করলেও এ পর্যন্ত তার সাথে দেখা করবার সময় পাইনি।

চারদিন পরে আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুর কাছে যে খবর পেলাম তা থেকে বুঝলাম আরতির সতর্কবাণী নিরর্থক নয়। অপহৃতা মেয়ে দু'টির একটি আত্মহত্যা করেছে। অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বন্ধু বললেন, unhappy girl, she was carrying। তাঁর কাছেই শুনলাম আরতি গিয়েছিল ক্যাম্পে, মেয়েরা কেউ তার সঙ্গে নূতন জায়গায় যেতে চায়নি।

শঙ্করের ষষ্ঠ চিঠি আসিল দিল্লী হইতে কিংশুকের নামে।

সে লিখিয়াছে, কয়েকজন ব্রিটিশ সাংবাদিকের নিমন্ত্রণে এক চা পানের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলাম। ব্রিটিশ সাংবাদিকদের অপকর্মের ফলে ভারত গভর্ণমেণ্টের মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তাতে ঘাবড়ে গিয়েছেন এঁদের কেউ কেউ। ভয় হয়েছে ভারত থেকে বহিষ্কারের দণ্ড দেওয়া হতে পারে কয়েকজনকে। ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে বন্ধুভাব সৃষ্টি করবার জন্য এই আয়োজন করা হয়েছে।

ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ল কেন? নিরপেক্ষ বলে পরিচিত এক প্রবীণ ব্রিটিশ সাংবাদিক বললেন, ভারতে আমাদের অধিকার আরও কিছুদিন রাখতে হলে ৫ লক্ষ ব্রিটিশ সৈন্য নিয়ে গঠিত এক দখলকার বাহিনীর প্রয়োজন হত। তা ছাড়া রুশীয়

পদ্ধতিতে বর্তমান ভারতের সকল ভারতীয় নেতাদের গুলি করে মেরে ফেলবার প্রয়োজন হত। এ ছাড়া আর কোন ব্যবস্থায় ভারতকে আমাদের অধীনে রাখা সম্ভবপর হত না। ভারতে আরও কিছুদিন থাকবার চেষ্টা করলে এই সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের সব প্রতিক্রিয়া, সমস্যা ও দায়িত্ব আমাদের ওপরে চাপত।

দেশবিভাগের কথায় তিনি বললেন, ভারতীয়েরা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল তাই তাড়াতাড়ি দেশ বিভাগ করতে হয়েছে।

একজন একখানি ব্রিটিশ কাগজে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কাজের সমালোচনার কথা তুললেন। সমালোচকের মতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মনে করেছিলেন তাড়াতাড়ি দেশ বিভাগ করে ফেলতে পারলেই সব সমস্যা মিটে যাবে এবং খণ্ডিত দেশের দুই অংশের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে দু'পক্ষের কোন পক্ষই আর বিরোধিতা করবার সুযোগ বা অবসর পাবে না। কিন্তু লর্ড মাউণ্টব্যাটনের এই জুয়াড়ীর চাল ব্যর্থ হয়েছে। প্রবীণ সাংবাদিক বললেন, এ বছরের মার্চ মাসে ভারত ছিল মাঝ সমুদ্রে আগুন-লাগা জাহাজের অবস্থায় এবং সেই জাহাজের ভিতরে ছিল বারুদের স্তূপ। আমাদের কর্তব্য ছিল বারুদের স্তূপ স্পর্শ করবার আগেই এই আগুন নিভিয়ে ফেলা। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন যা করেছেন তা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

* * *

দিল্লীর অবস্থা খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে বাইরে থেকে দেখে মনে হয়। বহু মুসলমান পরিবার দিল্লী ছেড়ে চলে গিয়েছে পশ্চিম পাঞ্জাবে ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার সর্ব প্রকার সুযোগ নিয়ে। টাকা পয়সা, মূল্যবান অলঙ্কার, তৈজসপত্র নিয়ে গিয়েছে এরা মনের আনন্দে, কেউ কেউ বাড়ীঘর বেচে দিয়ে সে টাকাও নিয়ে গিয়েছে, কারণ তল্লাসীর, লুঠতরাজের ভয় ছিল না এদের ভারত গভর্ণমেণ্টের সতর্ক সামরিক ব্যবস্থার ফলে।

ভেতরে অশান্তির আভাস ফুটে বেরোচ্ছে হঠাৎ। সেদিন মৈত্রীর বাণী প্রচার করছিল সরকারী ভ্যান লাউড স্পীকার নিয়ে। ভ্যান পুড়িয়ে দিয়েছে ক্রুদ্ধ শরণার্থীর দল। মহাত্মাজীর মৈত্রীর বাণী, শান্তির বাণী শুনতে আর ভিড় হয় না প্রার্থনা সভায়। অবশ্য একদল লোক, বেশ বড় দলই এঁদের, নিয়মিত যান প্রার্থনা সভায়। যেমন আমার পরিচিত দেশবিখ্যাত ইনডাস্ট্রিয়ালিষ্ট জয়পুরিয়াজী। ভাঙ্গী কলোনীতে প্রার্থনা সভায় যান তিনি প্রকাণ্ড গাড়ী চড়ে সপরিবারে, ভক্তিভরে মহাত্মাজীর ভাষণ শোনেন, রামধুন গানে যোগ দেন, তালে তালে মাথা নেড়ে মৃদু করবাদ্যের সঙ্গে। অনেকদিন জয়পুরিয়াজীর গৃহে যাওয়া হয় না। তাঁর হারেমে আর কতটি

রিফিযুজী মেয়ের স্থান হল কে জানে? দিল্লী শহর তো ভরে গিয়েছে রিফিযুজী মেয়েতে।

কাল বাড়ী থেকে বেরোচ্ছি বিকাল চারটার সময়, কালো রংয়ের একখানা গাড়ী থেকে ত্রিমূর্তি নেমে আমার পথ রোধ করল ; আরতি রায়, আমার সেই সাংবাদিক বন্ধু ও মহিন্দর সিং। মহিন্দরকে এদের সঙ্গে দেখে একটু বিস্মিত হলাম বৈকি।

আরতি বলল আসুন আমাদের সঙ্গে। বেশ প্রফুল্ল বলে মনে হল ওর মুখের চেহারা। বলল, মহিন্দর সিং যে আপনার কুটুম্ব জানতাম না।

আমার জরুরী কাজের দোহাই কেউ কানে তুলল না, সাংবাদিক বন্ধুটি ঠেলে আমাকে গাড়ীতে তুলল।

দিল্লী-রোটাক সড়কে শিয়ালকোটের সেই শরণার্থীদলের তাঁবুর সম্মুখে গাড়ী থেকে নামতে হল। মনে পড়ল ক'দিন আগে এই ক্যাম্পের একটি মেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ভেতরে ঢুকে একটি মেয়ের হাত ধরে বাইরে এল আরতি। চেয়ে দেখলাম অপরূপ সুন্দরী বছর কুড়ির একটি মেয়ে। হাতীর দাঁতে নিপুণ খোদাই করা মুখের মত মুখখানিতে বিষণ্ণভাব, চোখ দু'টির করুণ দৃষ্টি নীচের দিকে।

মেয়েটির রূপ দেখে চমকিত হলাম। আমার সাংবাদিক বন্ধু কানে কানে বললেন, one of the two abducted girls, the other is dead.

চিবুকের নীচে হাত দিয়ে আরতি মেয়েটির মুখ তুলে ধরল, বলল ভীনা, মহিন্দর সিংজী দাঁড়িয়ে, নমস্তে করো।

থরথর করে কেঁপে উঠল মেয়েটি সর্বদেহে, পড়ে যাবে বুঝি। আরতি ধরে ফেলল তাকে, কি ইঙ্গিত করল মহিন্দরকে। পকেট থেকে একটা ছোট বাকস, গহনার বাকস বলে মনে হল, হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল মহিন্দর।

ভীনার একখানি হাত তুলে ধরেছিল আরতি, সেই হাতের ওপরে আলগোছে বাকসটি রেখে সরে এল মহিন্দর।

গাড়ী থেকে ছোট বড় কয়েকটা ঝুড়ি ও প্যাকেট বের করে আনল আমার বন্ধু ও মহিন্দর মিলে। ফুল, ফল, মিষ্টি, শাড়ি, জামার ঝুড়ি ও প্যাকেট।

এতক্ষণে ব্যাপার বোধগম্য হল। একটু সরে গিয়ে একবার মহিন্দরের দিকে চেয়ে আরতিকে জড়িয়ে ধরে যে মেয়েটি কাঁদছে তার দিকে চাইলাম।

দিল্লী-রোটাক সড়কে ধূলি উড়িয়ে ঘন ঘন গাড়ী চলছিল দু'দিকে। কোন কোন গাড়ী থেকে কৌতূহলী জোড়া জোড়া চোখ পড়ছিল শিয়ালকোট থেকে আগত

শরণার্থীর পরিবারের ক্যাম্পের সম্মুখে সমবেত কয়েকটি মানুষের প্রতি। আরোহীদের কেউ কি বুঝতে পেরেছিল আধো-দেখা এই দৃশ্যের অর্থ কি ?

মহিন্দর সিং বিয়ে করছে শিয়ালকোট থেকে আগতা এই ধর্ষিতা শরণার্থী মেয়েটিকে। পারিবারিক পরিচয় অল্প অল্প জানা ছিল আগে থেকে। তার কাহিনী শোনবার ও তাকে দেখবার পরে মহিন্দরের ২৪ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়নি মন স্থির করার জন্য।

ভাইপোকে নিয়ে যাবে বলেছিল মহিন্দর। সুজন সিংহের শিশুপুত্রকে দেখবার লোকের অভাব হবে না আর।

হঠাৎ সম্মুখের দৃশ্য ঝাপ্সা মনে হল। দিল্লী-রোটাক সড়কের ধুলো চোখে এসে পড়েছিল বোধহয়।

আমার নিউ দিল্লী ডেসপ্যাচ সিরীজ এবার শেষ করলাম।

॥ সাত ॥

বাদল নামিয়াছিল কয়েকদিন হইল। হাওয়া দিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি, কখনও ইল্শিগুঁড়ি, কখনও প্রবল বর্ষণ। জল জমিয়াছিল রাস্তায়। শহর ও শহরতলীর কয়েকটি অঞ্চল জলে ভাসিতেছিল।

এই বাদল মাথায় করিয়া হেম সৎপতির সঙ্গে কিংশুক ও মৌলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল শিয়ালদহ ষ্টেশন এলাকায়, যেখানে প্লাটফরমে স্থান না পাইয়া খোলা জায়গায় জড় হইয়া পশুর মত ভিজিতেছিল উত্তর-পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থী নরনারী, বালক, বালিকা, শিশু। আসিবার বিরাম নাই শরণার্থীদের, প্রতি ট্রেনেই দলে দলে আসিতেছে। মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, খাদ্য পাইবার, রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা নাই, সাহায্যের ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যমের পরিচয় অপ্রকাশ, বেসরকারী উদ্যমে ভাটা পড়িয়াছে, তবু কি যেন ভয়ঙ্কর সর্বনাশের কবল হইতে পরিত্রাণের আশায় তাহারা বাড়ীঘর, জমিজমা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে।

সৎপতি, কিংশুক, মৌলি অক্লান্ত কর্মী তিনজনেই। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়িয়াছে তাহারা, আরও অনেকের সহায়তায়, ছাত্রদের লইয়া। গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে মাগিয়া, ব্যবসায়ীদের কাছে হাত পাতিয়া যাহা সংগ্রহ হইতেছে স্বেচ্ছা সেবকদের হাত দিয়া বিতরণ করা হইতেছে তাহা। সরকারকে সক্রিয় করিয়া

তুলিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই ব্যস্ত, কোন কোন দিন বাড়ী ফিরিবার সময় হয় না কর্মীনায়কদের।

বৃষ্টিতে ভিজিয়া ঘোরাঘুরি করিতে করিতে কিংশুক অসুস্থ হইয়া পড়িল। গাড়ী করিয়া তাহাকে লক্ষ্মী-আবাসে পৌছাইয়া দিয়া গৌতমকে খবর দিল মৌলি, বলিল, আজ তিন দিন জ্বর চলছে, কাউকে বলেননি। কাল রাত্রে হেমদার বাড়ীতে ছিলেন। হেমদার স্ত্রী জানতে পেরে বাড়ী থেকে বেরোতে দেননি, আমাকে বললেন এখানে পৌছে দিতে।

ডাঃ কাঞ্জিলালকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া মৌলির কাছে তাহাদের কাজের খবর লইল গৌতম। দুঃখ করিয়া বলিল, শরীর ইদানীং খারাপ হয়ে পড়েছে, ইচ্ছা থাকলেও ঘোরাঘুরি করবার সামর্থ্য নাই। সরস্বতীর প্রশ্নের উত্তরে মৌলি জানাইল বাবা মা দু'জনের শরীর খারাপ হয়েছে, পূজার সময়ে পলাশডাঙা আশ্রমে নূতন বাড়ীতে তাঁদের পাঠাবার ইচ্ছা আছে তার।

জলযোগ করিয়া মৌলি বিদায় লইলে ডাক্তার আসিলেন।

হাতে চায়ের কাপ লইয়া একখানি চিঠি পড়িতেছিল কিংশুক বিছানায় বসিয়া। ডাঃ কাঞ্জিলালকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, আসুন ডাক্তার বাবু, দাদা খবর দিয়েছেন এর মধ্যে?

আপনার খবর নানা সূত্রে পাই মশাই, ডাক্তার বলিলেন, তবে অসুখের খবর গৌতম বাবু দিয়েছেন বটে।

কিংশুককে পরীক্ষা করিয়া প্রেসক্রিপশান লিখিতে বসিলেন ডাক্তার। লেখা শেষ হইলে ডাক্তারখানায় উহা লইয়া যাইবার জন্ম অনন্তের হাতে দিয়া গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, জ্বর আছে, সর্দি বসেছে, ক'টা দিন শুয়ে রাখতে হবে এঁকে। দোরে পাহারার ব্যবস্থা করুন না পালাতে পারেন যাতে।

কিংশুকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, শুয়ে পড়ুন, রুগীর আচরণ রুগীর মত হবে। আপনাদের সৎকাজের সমালোচনা করছি না কিংশুক বাবু, কিন্তু যে রেটে লোক আসছে দু'চারটে প্রাইভেট অরগানাইজেশন কি করে সামলাবে? ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাবের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, পূর্ববঙ্গের সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ নাই তাঁদের। পাঞ্জাবের মত দাঙ্গাহাঙ্গামা হচ্ছে না পূর্ববঙ্গে, কাজেই হিন্দুরা সেখান থেকে শখ করে, হাওয়া বদলাবার জন্ম চলে আসছে, এই রকমের মনোভাব তাঁদের। পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণমেণ্ট রব তুলেছেন এখানে তোমাদের জায়গা হবে না, ফিরে যাও বাড়ীঘরে। পূর্ববঙ্গের লীগ গভর্ণমেণ্ট বলছেন, সংখ্যালঘুদলকে 'জামাই আদরে'

রেখেছি আমরা। পাকিস্তানের শত্রুরা লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের। সমস্যা বোঝবার সমাধান করবার চেষ্টা দূরে থাক তাকে লঘু করে নিজেদের বুদ্ধিহীনতা এবং কর্তব্য-পরাঙ্মুখতা ঢাকবার চেষ্টার ত্রুটি নাই। না খেতে পেয়ে অসুখে বিসুখে হাজার হাজার লোক মরে সাফ হয়ে যাবে মশাই চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মরবেন আপনারা।

ডাঃ কাঞ্জিলালের অভিযোগ অনেকটা সত্য। কোন উত্তর না দিয়া কিংশুক শুইয়া পড়িল। যে চিঠিখানি পড়িতেছিল সে মেঝেতে পড়িয়া গেল, তাহা কুড়াইয়া উহা টেবিলের উপরে রাখিয়া গৌতম বলিল, কোথাকার চিঠি কিংশুক?

ভুলে গিয়েছিলাম আপনাকে বলতে, কিংশুক বলিল, কাশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখেছে। কখন যোগ দিতে পারব জানাতে বলেছে। এই খবর জানতে পারলে নিয়োগপত্র পাঠাবে।

গৌতম উত্তর দিবার আগে ডাক্তার বলিলেন, ভাল খবর, চলে যান মশাই কাশীতে।

পথ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ডাক্তার বিদায় লইলেন, গৌতম তাঁহার সঙ্গে বাহিরে গেল।

সরস্বতী ও মণিমালা ঘরে ঢুকিল। কিংশুকের মাথায় হাত রাখিয়া সরস্বতী বলিলেন, বেশ জ্বর রয়েছে দেখছি। ডাক্তারবাবু থার্মোমিটার দিয়েছিলেন?

দিয়েছিলেন, কত জ্বর উঠেছে বলেন নি।

মণিমালাকে জ্বর দেখিতে আদেশ দিয়া কিংশুকের গায়ের কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন সরস্বতী, তারপর চেয়ার টানিয়া বসিলেন। একশো একের কাছে জ্বর মণিমালা জানাইল। আদার রস দিয়া আরেক কাপ চা আনিতে আদেশ দিয়া কিংশুকের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন সরস্বতী।

ঔষধ আসিল। চা আনিল মণিমালা।

ঔষধ ও চা খাওয়া হইলে আবার গায়ের কাপড় টানিয়া দিয়া মণিমালাকে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন সরস্বতী। ঘরের পরদা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া বলিলেন, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর কিংশুক।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিংশুক। মাথায় কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল মণিমালা বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া।

ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, মণিমালা বলিল।

ঔষধ খাওয়াইয়া বলিল, পথ্যি আনছি একটু পরে।

কি পথ্যি দেবে ?

কমলালেবুর রস দিয়ে বার্লি। তাই দিতে বললেন দিদি।

বার্লি ? মুড়ি দিতে পারো তেল, নুন, লঙ্কা দিয়ে ?

হাসিয়া মাথা নাড়িল মণিমালা, জ্বরের ওপর মুড়ি কুপথ্য হবে। জ্বর ছাড়লে খাবেন।

মণিমালা যাইতেছিল কিংশুক বলিল, আধ ঘণ্টার আগে পথ্যি দিতে নাই। ব'সো, দু'একটা কথা বলি।

ঘরের পরদা একপাশে টানিয়া দিয়া চেয়ার লইয়া বসিল মণিমালা।

একটা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিংশুক বলিল, কাশী যাবো না নিজের বাড়ীতে যাবো। দু'তিন মাস বাড়ীটা খালি রয়েছে, মেরামত হবার পরে। সাহস করে দাদাকে কিছু বলতে পারছি না।

মণিমালা শুনিয়াছে গৌতম সরস্বতীকে বলিতেছিল, কিংশুক কাশীতে চাকুরি পাইয়াছে। তাহার মনে পড়িল কয়েকদিন আগে মামাবাবু দিদিকে বলিতেছিলেন কিংশুকের বাড়ীটা খালি রয়েছে, সৎপতিকে ভাড়া দিয়ে দিক। সৎপতি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল কিংশুক নিজের বাড়ীতে যাবে কিনা, না গেলে ভাড়া দেবে কি ? দিদি বললেন, একা বাড়ীতে থাকবে কি করে কিংশুক ?

কিংশুকের সমস্যা সম্বন্ধে তাহার কি বলিবার আছে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল মণিমালা।

আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না ? কিংশুক বলিল।

কই, আমাকে তো কোন প্রশ্ন করেন নি।

এই তো প্রশ্ন করছি কাশীতে যাওয়া ভাল না নিজের বাড়ীতে যাওয়া ভাল ?

মৃদু হাসিয়া মণিমালা বলিল, আমি কি জবাব দেব এ প্রশ্নের ? নিজের বাড়ীতে আপনাকে দেখবে কে ?

মণিমালার দিকে একবার চাহিয়া চোখ বুঁজিয়া শুইয়া পড়িল কিংশুক, মৃদুস্বরে বলিল, দেখবে কে ? দেখবার লোক আমার কখনও ছিল না, অনাদরে, অযত্নে, অবহেলায় মানুষ হয়েছি আমি। অবজ্ঞা, অপমান ছাড়া বাপ মা, ভাইবোনের কাছে আর কিছু জোটেনি।

কিংশুকের মুখে এই ধরণের কথা, তাহার এমন কাতর কণ্ঠস্বর আর কখনও শোনে নাই মণিমালা। মাথা নত করিয়া কি ভাবিল কিছুক্ষণ, বলিল, তবে কেন যেতে চাইছেন এখান থেকে ? এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে দিদিকে বলুন।

একটু হাসিয়া কিংশুক বলিল, অসুবিধে এখানে থাকবার নয়, বাড়ীতে গিয়ে থাকবার। তাইতো ক'মাস থেকে যাই যাই করছি, যেতে পারছি না। ভাবছি এত ভেবে কি হবে, বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে কাশী চলে যাই।

সেখানে কোন অসুবিধে থাকবে না বুঝি?

থাকবে, কিন্তু আমার অসুবিধে হচ্ছে এটা দেখবার বা মনে করিয়ে দেবার কেউ থাকবে না।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এখান থেকে চলে যাবার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়েছেন। এতদিন ব্যস্ত হননি, এখন হলেন কেন?

কিংশুক নিরুত্তর রহিল।

মণিমালা বলিল, আপনার পথ্যি নিয়ে আসছি, উত্তরটা তৈরী করে রাখুন এর মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে পথ্য লইয়া সরস্বতী ঘরে আসিলেন। কিংশুকের উত্তর দিবার প্রয়োজন হইল না।

দিন দুই পরে বিকালের দিকে সস্ত্রীক হেম সৎপতি আসিল কিংশুককে দেখিবার জন্য। অন্য অভিপ্রায়ও একটু ছিল।

কিংশুকের সঙ্গে দেখা করিয়া হেম সৎপতি চলিয়া গেল রিফিয়ুজী সমস্যা লইয়া আলোচনা সভায় যোগ দিবার জন্য। সরস্বতীকে লইয়া তাঁহার ঘরে ঢুকিল হেমের স্ত্রী বিভা।

গৌতমের স্বাস্থ্যের কথা লইয়া বিভা বলিতে আরম্ভ করিল, তারপর তুলিল কিংশুকের কথা। বলিল, আমি কিছুদিন থেকে একটা কথা ভাবছি, বলবার সুযোগ পাই না। যতদূর শুনেছি মণিমালাকে কিংশুকবাবুর হাতে দেবার ইচ্ছা আছে আপনাদের, দেরি করছেন কেন আমরা বুঝতে পারছি না। কিংশুকবাবু এখান থেকে পালাবার মতলব পাকাচ্ছেন জানেন বোধহয়।

হাসিয়া সরস্বতী বলিলেন, হাজার মতলব পাকালেও গৌতমের বিনা হুকুমে এক পা নড়বার সাধ্যি নাই কিংশুকের এখান থেকে। আর দেরির কথা যা বলছ তার জন্য দায়ী কিংশুক নিজে। মণি কলেজের একটা পাশ দিক তার ইচ্ছা, আমরা তো তৈরীই আছি। মণির মায়ের মত পাওয়া গিয়াছে।

মণিমালার ভাব কি?

পড়াশোনা করছে ভাল করে পাশ করবে বলে।

বিয়েটা দিয়ে দিন। কিংশুকবাবুর মাথায় কিছু ছিট আছে জানেন বোধহয়।

সত্যি বলতে কি, সরস্বতী বলিলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হই বিয়েটা হয়ে গেলে। তুমি বলছ যখন আমি কিংশুককে জিজ্ঞেস করব।

গৌতমবাবুর বিয়ের কোন চেষ্টা করছেন? বিভা প্রশ্ন করিল, আর কত দিন আইবুড়ো রাখবেন? একটি খুব ভাল মেয়ে আছে আমাদের খোঁজে, যদি ভরসা দেন—

ভরসা দেবার জোর পাই না, সরস্বতী বলিলেন, যদি পারো তুমি ও হেমবাবু মিলে গৌতমকে ধরো, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ চলিল উভয়ের মধ্যে। বিভা বলিল, এবার উঠি, কিংশুক বাবুর বাড়ীটা একবার দেখব।

মণিমালাকে সঙ্গে লইয়া সে কিংশুকের বাড়ীতে গেল।

গৌতম কলেজ হইতে ফিরিল। কিছুক্ষণ পরে সরিৎ আসিল গাড়ী লইয়া। সন্ধ্যাতারাকে দেখিতে যাইতেছে সে, যদি সরস্বতী যান তাঁহাকে লইয়া যাইবে। গৌতম বলিল, একটু বসুন সরিৎ দি, আমিও যাব।

বিভা ও মণিমালা ফিরিল। বিভার সঙ্গে সরিতের পরিচয় করিয়া দিয়া সরস্বতী বলিলেন, খালি বাড়ীতে দু'জন মিলে কি পরামর্শ হচ্ছিল?

বিভা বলিল, বাড়ীটা দেখে এলাম মাসীমা। মালিকের মত হলে বাড়ীটা নেব ইচ্ছে আছে। একটু ছোট তবে আমরা ছ'মাস দেশে থাকি। চলে যাবে। কিন্তু শুনছি কিংশুক বাবু নিজে থাকতে পারেন বাড়ীতে এমন একটা সম্ভাবনা আছে। পরশু দেশে যাচ্ছি আমি, ফিরে এসে কথা বলব।

সরস্বতী ও গৌতমকে নিয়ে সরিৎ গাড়ীতে উঠিল। বিভাকে লইয়া মণিমালা উপরের বসিবার ঘরে গিয়া বসিল।

অন্যান্য কথার পরে বিভা বলিল, ভাই একটা কথা বলে রাখি, একলা কাশী বৃন্দাবন যেতে দিয়ো না কিংশুক বাবুকে।

হাসিয়া মণিমালা বলিল, আমার কথা শুনবেন কেন?

শুনবে ওঁর ঘাড়ে, বিভা বলিল, একবার হুকুম চালিয়ে দেখ না। এত মিন্‌মিনে হলে সামলাতে পারবে ও সব মানুষকে? বাইরে দেখতে কাঠখোট্টা মনে হয় কিংশুক বাবুকে, কিন্তু আদর যত্নের কাঙাল তিনি। এতদিন এক বাড়ীতে থেকে বুঝতে পারো নি?

মাথা নাড়িল মণিমালা।

তাহার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া থাকিয়া বলিল, এত ভয়ে ভয়ে থাকো

কেন তুমি? কিংশুকবাবু যে তোমাকে ভালবাসেন বুঝতে পারো না? যেখানে ভালবাসা সেখানেই জোর। এই জোরেই তো সংসার চলছে।

শেখরনাথের বাড়ী পৌঁছিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। সরিৎ সরস্বতীকে শরণার্থীদের অবস্থা দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আধ ঘণ্টা ঘুরিয়াছিল গৌতম।

বাড়ী পৌঁছিয়া গৌতম দেখিল নীচে বসিবার ঘরে অনেক লোক, মৌলি দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। সরস্বতী ও সরিৎ উপরে চলিয়া গেল। শেখরের পড়িবার ঘরের সম্মুখে গিয়া গৌতম দেখিল দরজা তালাবন্ধ। তাহাকে দেখিয়া একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বলিল, বাবু ওপরে আছেন, আসুন আপনি।

উপরের বারান্দায় আরাম চেয়ারে শেখরনাথ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, হাতে সিগারেট, আলো জ্বালা হয় নাই, অন্ধকারেই বসিয়া আছেন। আলো জ্বালিয়া একখানি চেয়ার আগাইয়া দিল ভৃত্যটি।

নীচে কি হচ্ছে শেখরদা?

বসো, বলছি। আর কে এলেন?

মাসীমা, সরিৎদি এসেছেন। বৌদি কেমন আছেন?

উঠিয়া দাঁড়াইলেন শেখরনাথ, বলিলেন, কিছু ভাল হয়েছেন। চলো দেখবে।

সন্ধ্যাতারা সরিৎ ও সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলিতেছিল। ঘরে ঢুকিয়া শেখরনাথ বলিলেন, গৌতমের সাথে কি বোঝাপড়া করবে ক'দিন থেকে বলছিলে, ওকে পৌঁছে দিলাম। এখানকার আলাপ সেরে আমার কাছে এসো গৌতম।

বারান্দায় ফিরিয়া গেলেন তিনি।

নীচের ঘরে আলোচনা চলিতেছিল। সরকারী এবং বে-সরকারী শরণার্থী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবকদলগুলির কয়েকজন প্রতিনিধি এবং দুইজন সাংবাদিক আলোচনা করিতেছিলেন শরণার্থী সাহায্য সমস্যা সম্বন্ধে। সোশিয়ালিষ্ট রিসার্চ বুরোর পক্ষ হইতে হেম সৎপতির সাহায্যে মৌলিরা শরণার্থীদের sample survey শেষ করিয়াছিল। অনেক তথ্য তাহাদের হাতে আসিয়াছিল এই সার্ভের ফলে। সরকারী কর্মচারীদের প্রয়োজন হইয়াছিল এই তথ্যগুলি।

টেবিলে রক্ষিত কাগজের স্তূপ হইতে কতকগুলি কাগজ বাছিয়া খদ্দরের জামা এবং গান্ধী টুপী পরিহিত সরকারী কর্মচারীদের দিকে ঠেলিয়া দিয়া মৌলি বলিতেছিল, পার্টিশনের আগে এপ্রিল মাস থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের ক'টি জেলা

হতে লোক আসতে আরম্ভ করেছিল আপনাদের বলেছি। পার্টিশনের সময়ের এবং ১৫ই আগষ্টের পরের শরণার্থীদের শতকরা কতজনের সাহায্যের প্রয়োজন আছে এবং নাই, শতকরা কতজন লোক কোন কোন জেলা হতে এসেছে এবং জীবিকা হিসাবে তাদের শতকরা শ্রেণীবিভাগের তথ্যগুলি এই সব কাগজে পাবেন। শরণার্থীদের মধ্যে কতজন লোক কোন অঞ্চলে গিয়েছে তার একটা আনুমানিক হিসাবও পাবেন।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ৯২ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র ২৫ লাখ লোক আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে স্বার্থাণ্বেষীর দল রব তুলেছে পশ্চিমবঙ্গে আর জায়গা নাই। যে আসামে এক কোটি একর জমি অনাবাদী পড়ে রয়েছে সেখানেও বলা হচ্ছে বাংলার বাস্তু-ত্যাগীদের জন্য জায়গা নাই। বিহার এবং উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষ সাহায্য করতে ইচ্ছুক বলে মনে হচ্ছে না।

তাহলে উত্তর ও পূর্ব বাংলার বাস্তুত্যাগীরা যাবে কোথা ?

ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের নীতি সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে।

সীমান্ত, সিন্ধু, বেলুচীস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে সংখ্যালঘুদের অপসারণের ভার নিয়েছেন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট আবার ভারত থেকে পাকিস্তান-গামী মুসলমানদের অপসারণের দায়ও স্বীকার করেছেন তাঁরা। এ দায় কিভাবে পালন করা হচ্ছে পণ্ডিত কুঞ্জরুর অভিযোগ থেকে তা জানা যায়। He has accused Govt. of India of giving protection to Muslim evacuees and very inadequate military protection to Hindu and Sikh evacuees.

প্রধান মন্ত্রী বলেছেন "Transfer of population has been forced on us." অর্থাৎ অধিবাসী অপসারণের ব্যাপার কার্যতঃ মেনে নিলেও নীতি হিসাবে মেনে নেননি। সম্ভবতঃ এই কথা জগতের কাছে প্রমাণ করবার জন্য পূর্ব পাঞ্জাবের ৪৬০৯২ একর জমি এবং দিল্লীর ৭৯৪ একর জমি পাকিস্তান-ফেরৎ মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের ৭৭'২ লক্ষ একর জমি ছেড়ে আসছে হিন্দু এবং শিখ বাস্তুত্যাগীরা আর পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানরা ছাড়ছে ৪২'৮৬ লক্ষ একর। এর মধ্যে আবার অর্দ্ধ লক্ষ একর মুসলমানদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই ধরণের ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গেও চলছে অনেকে জানেন।

বাস্তুত্যাগীদের জন্য স্থানাভাবের কথা কি এরপর হাস্যকর শোনায় না, বিশেষ করে সরকারী মুখপাত্রদের মুখে ?

বাঙালী বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের যুক্তি কতকটা এই রকমের :

পূর্ব পাকিস্তানে তো পাঞ্জাবের মত মারামারি হচ্ছে না, তবে কেন হিন্দুরা চলে এসে নিজেদের কষ্ট এবং আমাদের সমস্যা বাড়াচ্ছে? Do'nt leave your home steads—দিল্লী ও কলকাতা থেকে এই উপদেশ বর্ষিত হচ্ছে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষরাও সুযোগ বুঝে বলছেন, The flight of the Hindus is voluntary, it is due to psychological reasons.

ভারত গভর্ণমেন্টের কর্তারা বুঝতে পারছেন না, বা বুঝতে চাইছেন না যে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যে নূতন টেকনিক অনুসরণ করা হচ্ছে। এই টেকনিককে বলা যায় pressure tactics.

হেম সংপতি কতকগুলি কাগজ ঠেলিয়া দিল মৌলির দিকে। মৌলি বলিল, এবার আপনি বলুন হেম দা।

হেম সংপতি বলিল, আমার বলবার অভ্যাস নাই তেমন, পয়েন্টগুলো নোট করা আছে কাগজে তাই থেকে বলছি।

পূর্ব পাকিস্তানে জীবিকা অর্জনের উপায় হতে বঞ্চিত করা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। সরকারী চাকুরিতে তাদের স্থান নাই, ব্যবসা বাণিজ্য কেড়ে নেয়া হচ্ছে তাদের হাত থেকে, দোকানের লাইসেন্স দেয়া হয় না তাদের।

শিক্ষাকর তাদের কাছে আদায় হয় কিন্তু সকল রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইসলামাইজ করে, হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত, তাদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বা বন্ধ করে শিক্ষার সুযোগ হতে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। কোন হিন্দু প্রতিবাদ করলে ফিফথ কলামনিষ্ট বলে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

সংখ্যালঘুদের ধনে প্রাণে মারবার জন্য অসম্ভব হারে ইনকাম ট্যাক্স এবং এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে তাদের ওপর। ইনকাম ট্যাক্সের পরিমাণ ১৫ হতে ২০ গুণ বেশী করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে।

সংখ্যালঘুদের বাড়ীঘর বেপরোয়া রেকুইজিশন করা বা অবাঙালী মুসলমান কর্তৃক জবরদখলের ফলে তারা আশ্রয়হীন হচ্ছে।

লুট, খুন, অগ্নিপ্রদানের ঘটনা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। আত্মরক্ষার উপায় হতে সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের বন্দুক বাজেয়াপ্ত, লাইসেন্স বাতিল করে।

পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট। সংখ্যালঘুদের লিখিত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন তদন্ত করা হয় না। মুসলমান অপরাধী ও গুণ্ডাদের দণ্ডবিধান করা হয় না। মুসলমান কর্মচারীরা অসঙ্গতভাবে সংখ্যালঘুদের ভজব

করে হয়রানি করে। জোর করে আটক রেখে, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে। সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ী, দোকান, গুদাম লুট এবং জমির ফসল জোর করে কেটে নেবার ব্যাপারে অনেকক্ষেত্রে মুসলমান কর্মচারীদের যোগসাজস থাকে।

সংখ্যালঘুদের ধর্মানুষ্ঠানে বাধা দেয়া হয়। তাদের পুত্র বা কন্যা জন্মিলে চাঁদা দিতে হয়।

আনসার বাহিনী বা নেশনাল গার্ডদের হাতে সংখ্যালঘুদের অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাদের ঘরের টিন, বাগানের গাছ ও গাছের ফল, পুকুরের মাছ, জমির ফসল কেড়ে নেয়া হয় বা তাদের এই সম্পত্তি মুসলমানরা বিক্রয় করে দেয়। তারা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করলে জিন্না সাহেবের চাঁদা আদায় করা হয়। তাদের গো-মহিষাদি পশু কেড়ে নেয়া হয়। বাজারে তাদের জিনিস নিয়ে মূল্য দেওয়া হয় না। লাঞ্ছনা ও অত্যাচার হতে রেহাই পাবার জন্য বিত্তশালী সংখ্যা-লঘুদের মোটা টাকা ঘুষ দিতে হয়।

নারীঘটিত অপরাধের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই শ্রেণীর অপরাধের কোন প্রতিকার হয় না। সংখ্যালঘু গৃহস্থদের ঘরে বয়স্থা কুমারী মেয়ে থাকলে তাদের নামে প্রেমপত্র আসে, মুসলমানের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেবার জন্য দাবি করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে কন্যাদের পিতা সজাতির সঙ্গে বিবাহ দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। সংখ্যালঘুদলের মেয়েদের দেখে অশ্লীল কথা বলা বা অঙ্গভঙ্গী করা সাধারণ ব্যাপার। কোন কোন জেলায় নারীঘটিত অপরাধের সংখ্যাধিক্য বাস্তুত্যাগের কারণ।

বাস্তুত্যাগীদের পথেও বিস্তর লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়। রেলে ভ্রমণ করবার সময় তাদের অলঙ্কার ও তৈজসাদি কেড়ে নেয়া হয়। অযথা আটক করে টাকা আদায় করা হয়, ষ্টেশনে মুসলমান গুণ্ডাদল অপেক্ষমান যাত্রীদের মাল লুট করে তাদের প্রহার করে।

হেম সংপতি থামিতে মৌলি বলিল, এই pressure tactics এর ফলে হাজার হাজার হিন্দু প্রতিদিন বাস্তুত্যাগ করছে। পাঞ্জাবের মত বাংলায় অধিবাসী বিনিময়ের নীতি যদি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করতে না চান তাহলে তাঁদের প্রস্তুত হতে হবে লক্ষ লক্ষ বাস্তুত্যাগীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবার জন্য। দূরদৃষ্টির অভাবে এ কাজে অবহেলা করলে তার ফল হবে ভয়ানক।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া গৌতম শেখরনাথের কাছে গিয়া বসিল। গৌতম চলিয়া যাইতে সন্ধ্যাতারা গৌতমের কথা তুলিল। বলিল, মাসীমা, গৌতমকে ডাক্তার দেখাবার ব্যবস্থা করুন, এ কি চেহারা হয়েছে ওর।

সরিৎ বলিল, গৌতমের অসুখ অনেকখানি মনের অসুখ। হাসতে ভুলে গিয়েছে, সর্বদা বিমর্ষভাব দেখি। জানেন তারাদি, আমাদের দু'জনকে নিয়ে রেফুযুজীদের মধ্যে যখন ঘুরছিল গৌতমের মুখের চেহারা দেখে মনে হল যেন ভয়ানক শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছে।

মৌলিকেও এই রেফুযুজী ব্যারামে ধরেছে সরিৎ, সন্ধ্যাতারা বলিল, ভাবছি ওকে পলাশডাঙায় নিয়ে যাব কিছুদিনের জন্য।

শেখরনাথের সঙ্গে গৌতমের আলাপ চলিতেছিল শরণার্থীদের সম্বন্ধে। শেখরনাথ বলিতেছিলেন মৌলিকে কি উপায়ে এই insoluble problem-এর পাক থেকে সরিয়ে আনা যায় তাই ভাবছি।

Insoluble বলছেন কেন?

বলছি গভর্ণমেন্টের attitude দেখে। Can't these people face facts? Having accepted partition they are now unnerved by its consequences. What is worse they are now trying to bluff the people.

গৌতম নীরব রহিল।

॥ আট ॥

বাড়ী ফিরিয়া জ্বরজ্বর লাগিতেছিল গৌতমের, কাজ করিতে ভাল লাগিতেছিল না, তবু রাজনগরে বনমালী সরকারকে একখানা চিঠি লেখা দরকার মনে করিয়া টেবিলে বসিল।

পূজা আসিতেছে। গত বৎসর ঘটে পূজা করিয়া নিয়ম রক্ষা করিয়াছিল বনমালী। এবার কি করিবে জানায় নাই। ভাবিতেছিল লিখিবে গত বৎসরের মত ব্যবস্থা এবারেও যেন করা হয়। বনমালী কোন পথে যাইতেছে এখান হইতে বুঝিবার উপায় নাই। তাহার চিঠিপত্র বিরল হইয়াছে। যে দুই চারিখানা চিঠিপত্র আসে তাহাতে থাকে বেশীর ভাগ মামুলী হা-হুতাশ। বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে চাহিলে তাহা না জানাইয়া বনমালী অন্য কথা লেখে।

চিঠি লিখিতে লিখিতে তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিল গৌতম। সত্যই শরীরটা বড় খারাপ মনে হইতেছে। আরাম চেয়ারে শুইয়া চোখ বুঁজিল।

এলোমেলো নানা ভাবনা আসিতেছিল মাথায়, ভাবিতেছিল যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যাইতেছে সে দিনের পর দিন কিন্তু মন যেন শুকাইয়া আসিতেছে, উৎসাহ, আগ্রহ নাই কোন কিছুতে। মাঝে মাঝে মনে হয় সব মিথ্যা, বড় বড় নেতাদের কথা মিথ্যা, মানবজাতির উন্নতির আদর্শ মিথ্যা, স্বাধীনতার আদর্শ মিথ্যা। মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় বড় বড় কথার আড়ালে মুষ্টিমেয় চালাক লোকেরা কেমন করিয়া অসহায় নির্বোধেরদলকে ঠকাইয়া খাইতেছে তাহার কাহিনী। লক্ষ লক্ষ মানুষের দুর্গতির সীমা নাই, অমর্যাদার শেষ নাই, লাঞ্ছনার পার নাই। কেন? কি চাহিয়াছিল তাহারা? মাথার উপরে একটু আশ্রয়, নিজের পরিশ্রমে লব্ধ অন্নের অধিক তাহারা চায় নাই। কি চাহিয়াছিলেন নেতারা? চাহিয়াছিলেন ক্ষমতা, চাহিয়াছিলেন আত্মগরিমার প্রতিষ্ঠা। এই ক্ষমতা লাভ ও আত্মগরিমা প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষের সুখ, শান্তি বলি দিতে হইল। লীডার এবং কমোন ম্যান, এই তো চিরন্তন সম্পর্ক দুই শ্রেণীর মধ্যে, এই তো বড় বড় কথার ভেজাল বাদ দিলে মানব জাতির অগ্রগতির ইতিহাসের সার কথা।

ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছে। চোখের উপর হাত চাপা দিয়া নিজের মনে চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল গৌতম।

কেন দুর্গতি ভোগ করিবার জন্য মানুষ জন্মে? কি সার্থকতা আছে মানুষের জীবনের? পৃথিবীর এবড়োখেবড়ো. জল কাদাময় পিঠের উপরে এক সময়ে কীট-পতঙ্গ পশু-পাখীর মত মানুষের উৎপত্তি হইল, তারপর মানুষের সভ্যতার পত্তন, সমাজ গঠন, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পকলার বিকাশ কতই না হইল। কিন্তু কেন? কি লাভ হইয়াছে এত করিয়া? কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখীর জীবনের চাইতে সভ্য মানুষের জীবনের মূল্য, মর্যাদার মূল্য কি বেশী দেওয়া হয়? এই যে দেশ জুড়িয়া অসংখ্য মানুষের সর্বনাশ—

ঘরে কে ঢুকিল। কল্পনার খেয়ালী গতি রুদ্ধ হইল। চোখের উপরে হাত রাখিয়া তেমনি শুইয়া রহিল গৌতম। একটু নড়াচড়ার শব্দ আসিল কানে, তারপর সব নিস্তব্ধ।

হঠাৎ কপালে কোমল, শীতল হাতের স্পর্শে চমকিয়া চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া গৌতম দেখিল মণিমালা চেয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া।

আপনার জ্বর হয়েছে মামাবাবু, চলুন বিছানায় গিয়ে শোবেন, মৃদুস্বরে মণিমালা বলিল।

তাহার চোখে পড়িল গৌতমের গালে জলের দাগ। ভাবিল মামাবাবু কাঁদিতেছিলেন তাহা হইলে। কেন, কি দুঃখ হইয়াছে তাঁহার মনে?

তাহার নিজের চোখে জল আসিল। আঁচলে চোখ মুছিল।

তাহাকে চোখ মুছিতে দেখিয়া গৌতম যেন জাগিয়া উঠিল। বলিল, কি হল মণি, চোখ মুছলে কেন?

শোবার ঘরে চলুন মামাবাবু।

হাঁ, চলো, শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না।

চেয়ার হইতে উঠিতে গিয়া আবার বসিয়া পড়িল গৌতম, বলিল, মাথাটা ভার হয়েছে। কি সব আজে বাজে জিনিস ভাবছিলাম যেন। ঐ চেয়ারটাতে বোস। কিছু বলব তোমাকে।

গৌতমের কপালে আবার হাত রাখিয়া মণিমালা বলিল, পরে বলবেন, এখন শুতে চলুন মামাবাবু।

হাঁ, যাই। পুষ্পদির একখানা চিঠি পেয়েছি। শীগগির বিয়েটা হয়ে যাক তাঁর ইচ্ছা। এখন তোমার মত জানতে চাই, তোমার মত পেলে কিংশুককে বলব।

মণিমালা আবার চোখে আঁচল তুলিল। বিস্ময়ের স্বরে গৌতম বলিল, আবার কাঁদছ দেখছি। আমাকে খুলে বল মনের কথা। কিংশুককে বিয়ে করতে আপত্তি আছে কি?

চোখ মুছিতে মুছিতে মাথা নাড়িয়া মণিমালা জানাইল আপত্তি নাই।

তবে চোখে জল কেন?

চোখ হইতে আঁচল নামাইয়া মণিমালা বলিল, দিদি বলবেন। এবার চলুন আপনি।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল গৌতম।

চার পাঁচ দিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিল কিংশুক।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি লওয়া স্থির করিয়াছে সে, হেম সৎপতিকে তাহার বাড়ীটা ভাড়া দিবে। নিজের মনে এইভাবে সমস্যার মীমাংসা একরকম করিয়াছে সে, কিন্তু আসল দুইটি শক্ত কাজ বাকী আছে। প্রথম কাজ তাহার ব্যবস্থায় গৌতমের সম্মতি আদায় করা, দ্বিতীয় কাজ মণিমালার সঙ্গে বোঝাপড়া করা। মণিমালা আপাততঃ পড়াশোনা করুক, তাহার মন গঠিত হইবার জন্য আরো কিছুদিন সময় দিতে হইবে তাহাকে।

এই দুইটি শক্ত কাজ কীভাবে করা যায় বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছে সে, মণিমালা তাহার খাবার লইয়া ঘরে আসিল।

উঠুন, খেয়ে নিন, বলিয়া তাগিদ দিল সে।

সে ঘর হইতে বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া কিংশুক বলিল, একটু বসো, কিছু কথা আছে তোমার সাথে।

খাবার জল নিয়ে আসছি বলিয়া মণিমালা চলিয়া গেল।

কিংশুক খাইতে আরম্ভ করিয়াছে, জল লইয়া ফিরিল মণিমালা। বলিল, কি বলবেন বলছিলেন। আমারও কিছু কথা আছে।

তাহলে তোমার কথাটা আগে শুনি।

মণিমালা বলিল, আপনার কাশী যাওয়া চলবে না এখন, মামাবাবুকে একা রেখে কোথাও যাওয়া চলবে না।

মণিমালার কথার জোর ও ধরণ কিংশুককে একটু বিস্মিত করিল। মৃদু হাসি দেখা দিল মুখে। বলিল, সেই ভাবনাই তো হাত পা বেঁধে রেখেছে আমার। অবিশ্যি আরও একটা কারণ রয়েছে। বলব কি সে কথা?

মুখ তুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে চাহিল মণিমালা, মুখখানি একটু লাল দেখাইল। সে ভাব চাপা দিয়া বলিল, বাড়ীটা হেমবাবু নিতে চাইছেন তাঁকে ভাড়া দিয়ে দিন।

তা না হয় দেব। বসো ঐ চেয়ারে, আমার কথাটা এই ফাঁকে বলে নিই।

মণিমালা চেয়ারে বসিল।

সহজ ভাষায়, যেন আর কাহারও কথা বলিতেছে এমনি নির্লিপ্ত স্বরে কিংশুক নিজের দুর্ভাগ্য জীবনের কথা, অল্প বয়সে নিজের আত্মীয়স্বজনের হাতে নিগ্রহের-কাহিনী বলিতে লাগিল।

তারপর বলিল, আমার মন কাঠ হয়ে গিয়েছিল এর ফলে, হয়ত পাগল হয়ে যেতাম গৌতম দাদার ও মাসীমার স্নেহের আশ্রয় না পেলে। অনেক দুঃখ পেয়েছি, অনেক দুঃখ দেখেছি মানুষের। তাই নিজের জীবনে সুখের কল্পনা করতে ভয় পাই, কাউকে নিজের ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে জড়াবার চিন্তায় আশঙ্কা বোধ করি। তোমার কাছে সব কথা বলব মনে করেছিলাম, যাতে সব শুনে নিজের মন স্থির করবার সুযোগ পাও তুমি। সুখের স্বাদ জীবনে যে কখনও পায়নি সে তোমাকে সুখী করতে পারবে কিনা, তোমার প্রাপ্য যোল আনা দিতে পারবে কিনা ভাল করে ভেবে দেখো তুমি। এজন্য সময় দরকার হলে সময় নাও। তোমার নিজের মন বোঝবার সময় ও সুযোগ দেবার জন্য কাশীতে যেতে চাইছি আমি, আমার নিজের ক্ষতবিক্ষত মনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তোলবার জন্যও যেতে চাইছি আমি।

নীরবে কিংশুকের কাহিনী শুনিতেছিল মণিমালা। সে থামিতে বলিল, সুস্থ করে তোলবার ভার সবটা নিজের হাতে রাখবেন না।

খাওয়া বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল কিংশুক, বলিল, সাহস পাও তুমি এ ভার নেবার ?

নীরবে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল মণিমালা।

দাদাকে বলি তা হলে ? মণিমালার চেয়ারের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল কিংশুক।

আবার মাথা নাড়িল মণিমালা। একটু দ্বিধা কাটাইয়া আরক্ত মুখে বলিল, একটা কথা বলতে চাই। মামাবাবুর বিয়ের আগে—

হাসিয়া কিংশুক বলিল, রাজি আমি। তাহলে সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে মণি। আচ্ছা, দাদার সঙ্গে কথা বলব।

মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল, নত হইয়া কিংশুককে প্রণাম করিল। তারপর একটু হাসিয়া বলিল, খাওয়া ফেলে উঠেছেন, খেয়ে নিন।

দিন দুই পরে সকালে খবরের কাগজ পড়িতেছিল কিংশুক। শরণার্থীদলের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রবন্ধটি পড়িতে পড়িতে আগের দিন সন্ধ্যাবেলা প্রতিবেশী এবং বন্ধুস্থানীয় পুলিশের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার দিলীপ বাবু গল্প করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন মনে পড়িল।

হেম সৎপতি তুলিয়াছিল নানা শ্রেণীর মতলববাজ, দুষ্টলোক কি ভাবে শরণার্থীদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইতেছে তাহার কথা।

দিলীপ বাবু বলিলেন, কথাটা যখন তুললেন হেমবাবু আমার অভিজ্ঞতার কথা একটু বলছি। যুদ্ধ, লীগশাসন এবং দুর্ভিক্ষ সমাজে যে আনডিজায়রেবল পরিবর্তন এনেছিল তার কথা ছেড়ে দিলাম। গত বছরের কলকাতার হত্যাকাণ্ড ও নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ডের কথা সকলের মনে আছে। কলকাতায় গত বছরের হাঙ্গামার জের এখনও চলছে। সবাই জানেন কলকাতায় হিন্দুদের পাড়ায় পাড়ায় রেজিষ্টান্স পকেট গড়ে উঠেছিল। কোন কোন পাড়ায় বেকার, ডেয়ারডেভিল প্রকৃতির ইয়ংম্যানরা গড়ে তুলেছিল এই জাতীয় পকেট। সাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন, অর্থ সাহায্য পেয়েছিল এরা। অস্ত্রশস্ত্রও বেশ কিছু সংগ্রহ করেছিল এরা। হাঙ্গামা থেমে যাবার পরে এরা আবার বেকার হয়েছে। কিন্তু পরের পয়সায়

বিলাসিতা করবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে এদের, বেপরোয়া খুন জখম করবার অভ্যাসও রয়ে গিয়েছে। চাঁদা আর দিতে চায় না লোকে, তাই অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য অন্য উপায় বের করতে হয়েছে এদের।

এই উপায় হচ্ছে ডাকাতি। দুঃসাহসিক ডাকাতির সংখ্যা কলকাতায় কত বেড়ে গিয়েছে জানেন। এ সব ডাকাতির মূলে রয়েছে এই গুণ্ডাদলের নেতারা। এদের দলে নূতন নূতন লোক আসছে বাস্তুত্যাগী যুবকদের মধ্য থেকে। চোখের ওপরে নিজেদের পরিবারের সর্বনাশ হতে দেখেছে এদের অনেকে, তাই তারা বেপরোয়া। কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে ছোরাছুরি, বোমা ব্যবহার করে এরা।

যুদ্ধের সময়ে, দুর্ভিক্ষের সময়ে নারী নিয়ে ব্যবসায় আরম্ভ হয়েছিল কলকাতায় ও মফঃস্বলে। নোয়াখালি হতে যখন রেফিয়ুজীরা আসতে লাগল কিছু লোক নূতন করে এই ব্যবসায় ধরল। অর্থশালী, প্রতিপত্তিশালী লোক আছে এই দলে। ব্যাপকভাবে বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হবার পর থেকে নারী ব্যবসায়ে boom এসেছে। স্কুলে, ফার্মে, দোকানে রেফিয়ুজী মেয়েদের চাকুরি সংগ্রহ করে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সর্বনাশ করবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলো দল সক্রিয় হয়েছে। ম্যাসাজ ক্লিনিক, হোটেল, রেস্তঁরায় খোঁজ নেন দেখবেন কত মেয়ে এই সব দুষ্ট ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। ভাল কাপড় চোপড়, খাওয়া, আশ্রয় এবং রোজগারের অংশের লোভে স্বেচ্ছায় এই সব দলের হাতে ধরা দিচ্ছে মেয়েরা এমন অনেক ঘটনার কথাও শুনতে পাবেন!

প্রবন্ধটিতে লেখক লিখিয়াছেন স্বাধীনতার সূত্রপাতেই দেশের আশা ভরসাস্থল যুবকদের একাংশের মধ্যে যে দুষ্প্রবৃত্তি, দুশ্চরিত্রতা এবং অসৎ, দুষ্ট লোকের কবলে পতিতা অসহায়া নারীদের লইয়া যে পাপ ব্যবসায়ের স্রোত দেখা যাইতেছে দেশ ও সমাজের পক্ষে তাহা অতি দুর্লক্ষণ বলিয়া—

অনন্ত ঘরে ঢুকিয়া কিংশুকের হাতে একখানি চিরকুট দিয়া বলিল, দিলীপ বাবুর বাড়ীর লোক দিল।

দিলীপ বাবু লিখিয়াছেন জরুরী কথা আছে, শীঘ্র চলে আসুন।

বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন দিলীপবাবু। কিংশুককে দেখিয়া বলিলেন, আসুন। একটু কষ্ট দিতে হচ্ছে আপনাকে। অশোক নামে আপনার এক বড় ভাই আছে, ডাক্তার, শুনেছি। তাঁর কোন খোঁজ খবর জানা আছে আপনার? কোথায় থাকেন, কি করেন আজকাল এই সব খবর।

বিস্মিত হইয়া কিংশুক বলিল, বহুদিন তার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নাই। তার কোন খবরও জানা নাই। এ প্রশ্ন কেন উঠল বলুন তো?

বলছি। আপনার কলেজ আছে?

একবার হাজিরা দিতে হবে।

তাহলে চলুন আমার সঙ্গে, পুলিশ অফিসে যাব। দশটায় আপনাকে কলেজে পৌঁছে দেব।

চলুন। বাড়ীতে একটু বলে আসি।

গাড়ীতে উঠিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, এবার কেন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি শুনুন। পুলিশের হাতে একটা খারাপ কেস এসেছে। মার্ডার কেস। ঘটনা কলকাতার নয়, বনগাঁ এলাকায় লাশ পাওয়া গেছে বনগাঁ ষ্টেশন থেকে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে। মাঠ পেরিয়ে আর কিছুদূর গেলে নূতন একটা রেফিয়ুজী কলোনী গড়ে উঠেছে। লাশটা পাওয়া গেছে বীভৎস অবস্থায়। মাথার পেছনটা ভেঙ্গে ফাঁক হয়ে গেছে। বোধহয় কুড়ুল কি ভারী লোহার ডাণ্ডা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। দেহের ওপরের অংশে সিল্কের বুশ সার্ট, নীচের অংশ উলঙ্গ, পুরুষাঙ্গ কর্তিত। একটা চোখ ও বাঁ উরুর খানিকটা কিসে খেয়েছে।

বুশসার্টের পকেটে কিছু পাওয়া যায় নি। মৃতদেহ হতে কিছুদূরে পাওয়া গিয়েছে দামী গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার। তার পকেটে একখানা নোট বই পাওয়া গিয়েছে। কতকগুলো নাম ও ঠিকানা মাত্র লেখা তাতে। এই ঠিকানাগুলোয় খোঁজ নিতে গিয়ে মটস লেনের একটা বাড়ীতে, ম্যাসাজ ক্লিনিক সেটা, দু'দল স্ত্রীলোকের কাছে খবর পাওয়া গেল ক্লিনিকের মালিক অশোকবাবু তিনদিন থেকে নিরুদ্দেশ। এদের দু'জন এবং একজন ভৃত্যকে বনগাঁ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারা আইডেণ্টিফাই করেছে মালিক ডাঃ অশোকবাবুকে। ফটো রেখে লাশ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ কাল রাত্রে ফোনে জানতে পারি আমি। তারপর থেকে ভাবছি মটস লেনের ম্যাসেজ ক্লিনিকের মালিক অশোক ডাক্তারের পরিচয়ের কথা। আজ সকালে ঘণ্টাখানেক আগে খবর পেলাম শেষরাত্রের দিকে টালিগঞ্জের নাকতলায় চলন্ত মোটরের ওপর বোমা ফেলা হয়েছিল, ফলে গাড়ীর আরোহী দু'টি যুবক ও দু'টি যুবতী আহত হয়েছে। যুবক দু'টি আমাদের পরিচিত জয়পুরিয়া ও দীপেন সমাদ্দার। ঘটনা শোনবার পর মনে হল এই বোমা নারী সম্পর্কিত ঘটনার জের। ম্যাসেজ ক্লিনিকের মালিকের হত্যাও নারী সম্পর্কিত ঘটনার জের বলে মনে হয়েছিল। জয়পুরিয়া ও দীপেনের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল আপনার

দাদা অশোকবাবুর কথা। তাঁর সম্বন্ধে একবার আপনার মুখে দু'চারটে কথা শুনেছিলাম।

এবার বোধহয় বুঝতে পারছেন কেন আপনাকে অফিসে নিয়ে যাচ্ছি। ফটোটা আপনাকে দেখাতে চাই।

নিজের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিল কিংশুক, দিলীপবাবুর কথা শেষ হইলে সে নীরব রহিল।

ফটো পুলিশ অফিসে তখনও পৌছে নাই, বনগাঁ থানায় রাখা হইয়াছিল আরও তদন্ত করিবার জন্য। দিলীপবাবু অফিসে রহিলেন, পুলিশের গাড়ী কিংশুককে কলেজে পৌছাইয়া দিবার জন্য রওনা হইল।

কলেজ হইতে কিংশুক লক্ষ্মী-আবাসে ফোন করিল জরুরী কাজে সে বাহিরে যাইতেছে, কাল ফিরিবে।

কলেজ হইতে সে সৎপতির গৃহে গেল। সৎপতি বাড়ী ছিল না। তাহার স্ত্রী বিভার কাছে কিছু টাকা লইয়া বলিল রাত্রে সে এখানে ফিরিবে, তাহার জন্য যেন খাবার থাকে। এত তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল যে বিভা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না। তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া শুধু বুঝিতে পারিল কোনরূপ বিপদ ঘটিয়াছে।

সৎপতির গৃহ হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় ট্যাক্সী ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল, চালককে বলিল শেয়ালদা ষ্টেশন।

॥ নয় ॥

শেখরনাথের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে সেই রাত্রে জ্বর হইয়াছিল গৌতমের, কয়েকদিন ধরিয়া সেই জ্বর সমানে চলিতেছিল। সঙ্গে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, গায়ে ব্যথা। ডাঃ কাঞ্জিলাল চিকিৎসা করিতেছিলেন।

দুর্বল শরীরে ব্যাধির আক্রমণ গৌতমকে যতখানি নিস্তেজ না করিয়াছিল তাহার চাইতে বেশী নিস্তেজ করিয়াছিল তাহার মাথায় একটিমাত্র বিষয়কে অবলম্বন করিয়া এলোমেলো কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ভাবনার প্রবাহ। এই ভাবনাপ্রবাহ হিংস্র, দন্তুরকীটের মত তাহার মাথার মধ্যে কুরিয়া কুরিয়া যেন গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছিল। ভাবনাপ্রবাহের গতি পরিবর্তন করিবার শক্তি নাই তাহার, খড়কুটার মত সে ভাসিয়া চলিতেছিল প্রবাহের গতিতে।

রাত্রে নিদ্রা নাই, বিছানায় এপাশ ওপাশ করে গৌতম, জ্বরতপ্ত মাথায় অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনা ছায়াছবির মত ভাসিয়া উঠে, মিলাইয়া যায়। হঠাৎ এক ভয়ার্ত, মর্মভেদী চিৎকার শুনিয়া শিহরিয়া উঠে সে, দেখে দূরে দাবানল লাগিয়াছে বনে। অগ্নির লাল শিখা অগ্রসর হইতেছে ক্রমে, আর্তরব করিতে করিতে বনের মধ্য হইতে ছুটিতেছে অসংখ্য পশুপাল, দ্রুত গড়াইয়া ছুটিতেছে সরীসৃপের দল, কলরব করিয়া অরণ্যের মাথায় উড়িতেছে অগণিত পক্ষী। ধূম ও শিখার লালকালো নিশান উড়াইয়া প্রতি পদক্ষেপে ভয়াল কড়কড় মড়মড় শব্দ করিয়া সহস্র মুখ, সহস্র বাহু ক্রুদ্ধ দানবের মত ছুটিতেছে অগ্নি।

জ্বরতপ্ত দেহে অসহায়ভাবে বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে করিতে হাঁপাইতে থাকে গৌতম আতঙ্কে, বুক চিরিয়া বাহির হইতে চায় আর্ত বিলাপ।

নূতন ছবি ভাসিয়া উঠে চোখের সম্মুখে। সে ছবিও মিলাইয়া যায় ক্ষীণ চেতনাকে আতঙ্কে অসাড় করিয়া দিয়া।

আবার নূতন ছবি ভাসিয়া উঠে।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সরস্বতী চিন্তিত হন রোগীর অবস্থা দেখিয়া। বরফ দেওয়া হইতেছে দিনরাত, ইনজেকশান দেওয়া হইতেছে, জ্বর নামে না। বড় ডাক্তার ডাকা হইল ডাঃ কাঞ্জিলালের পরামর্শে। দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

দুর্বল, ক্লান্ত দেহ, ক্লান্ত, অবসন্ন মস্তিষ্ক, চৈতন্য লুপ্তপ্রায়। রোগী অনুভব করে তাহার মাথা অসাড়, দেহ ঠাণ্ডা হইতেছে। বোধহয় মৃত্যু আসিতেছে। কাটিয়া যায় কিছুক্ষণ। ক্রমে সে অনুভব করে তাহার অবশিষ্ট চেতনাটুকু নিস্তব্ধতা ও শান্তির অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে ধীরে ধীরে। রাত্রি তখন শেষ হইয়া আসিতেছে।

ঘুমাইয়া পড়িল গৌতম।

ঘুম ভাঙ্গিল পরদিন বেলায়। নূতন কি এক অনুভূতি লইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল গৌতম। কাহার আবির্ভাবে স্নিগ্ধ আলোতে দীপ্ত, স্নিগ্ধ সৌরভে সুরভিত হইয়াছে তাহার শয়নকক্ষ? কে পাশ ফিরিয়া বসিয়া ঐ চেয়ারটিতে? কি শান্ত, নিরুদ্বেগ, আত্মসমাহিত বসিবার ভঙ্গী, হেমন্তের শিশিরস্নাত ফুলের মত কি স্নিগ্ধ লাবণ্য, বর্ষণক্ষান্ত ঋতুর নবীন উদ্ভিদের মত কি সতেজ প্রাণশক্তির প্রসন্নতা সর্বদেহ ঘিরিয়া!

চোখ বুঁজিল গৌতম। বিস্মিত হইয়া ভাবিল কেমন করিয়া এই আশ্চর্য রূপান্তর সম্ভব হইল মণিমালার? কোথা হইতে তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল সৌন্দর্য ও প্রাণশক্তির প্রসন্ন আলোক?

স্পষ্ট অনুভব করিল গৌতম ঝড়ের পরে সাগরের মত শান্ত হইয়া আসিতেছে তাহার মনের বিক্ষোভ।

সারারাত জাগিয়াছিল মণিমালা গৌতমের রোগশয্যার পাশে। সকালে তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া স্নান করিয়া লইয়াছিল ক্লান্তি দূর করিবার জন্য। সরস্বতীও ছিলেন ঘরে। স্নান করিয়া পূজায় বসিলেন তিনি, মণিমালা গৌতমের ঘরে আসিল।

গৌতম ঘুমাইতেছে দেখিয়া একখানি বই খুলিয়া পড়িতে বসিল। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া ঘুমন্ত গৌতমের দিকে চাহিতেছিল। সে যে জাগিয়াছে জানিতে পারে নাই।

বই রাখিয়া উঠিয়া খাটের কাছে গেল, গৌতমের কপালে হাত রাখিয়া দেখিল কপাল ঠাণ্ডা। সত্যই জ্বর ছাড়িয়াছে, তাহা হইলে! নিশ্চিন্ত হইয়া সে পথ্যের কথা বলিতে বাহিরে যাইতেছিল, সন্তর্পণে পরদা সরাইয়া কিংশুক ঘরে ঢুকিল।

আজ তিন দিন তাহার কোন খবর ছিল না।

মুখ তুলিয়া কিংশুকের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে, ভয়ে কাঠ হইয়া গেল মণিমালা। এলোমেলো চুল, রুক্ষ চেহারা, মুখে চোখে দুঃসহ ক্লান্তির ছাপ।

গৌতমের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে মণিমালাকে বাহিরে ডাকিল কিংশুক, বলিল, দাদা কেমন আছেন এখন? তাঁর এত অসুখ এইমাত্র শুনলাম।

মামাবাবু ঘুমোচ্ছেন, জ্বর ছেড়েছে কাল রাতে মণিমালা বলিল, কি হয়েছে আপনার? আবার অসুখ করেছিল?

তাহার চোখে জল আসিতেছিল। জোর করিয়া জল চাপিয়া বলিল, কথা বলছেন না কেন? আসুন আমার সঙ্গে।

গৌতম চোখ মেলিয়াছিল, কিংশুককে লইয়া মণিমালাকে বাহিরে যাইতে দেখিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার চোখ বুজিল সে।

গৌতমের পড়িবার ঘরে ঢুকিল মণিমালা কিংশুককে লইয়া। বলিল, এমন চেহারা হয়েছে কেন আপনার? কি হয়েছে? কোথা ছিলেন এ ক'দিন?

কিছু জানতে চেয়ো না মণি। আমার জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা আরও খানিকটা বেশী তিক্ত হয়েছে এ ক'দিনে।

কিংশুকের একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল মণিমালা, বলিল, কি হয়েছে আমাকে বলতে হবে।

তাহার মুখের দিকে চাহিল কিংশুক, অধিকারের দাবির দৃঢ়তা সে মুখে। বলিল, বলব সব, এখন নয়। জীবন সময় সময় বড় কুৎসিত চেহারায় দেখা দেয়। অতি কুৎসিত, অতি বীভৎস।

শান্ত দৃঢ়তা কণ্ঠে আনিয়া মণিমালা বলিল, সময়ে সময়ে জীবন সুন্দর চেহারা নিয়েও দেখা দেয়। শুধু কুৎসিত চেহারা দেখবেন কেন?

অকৃত্রিম বিস্ময়ের দৃষ্টিতে মণিমালার দিকে চাহিয়া কিংশুক বলিল, বয়সের হিসাবে জ্ঞানীর মত কথা বললে তুমি। আমার সব কথা তোমাকে বলব, এখন নয়। এইটুকু শুনে রাখো যে আমার বড় ভাই খুন হয়েছে। নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে সে। নানা কারণে মন বড় বিকল হয়েছে, ক'টা দিনের জন্ত ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। কোন দুশ্চিন্তা করো না।

ম্লান মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল মণিমালা, বলিল, কোথা যাবেন?

সৎপতির সঙ্গে তার দেশে যাচ্ছি, তুমি চিঠি পাবে।

মাথা নত করিয়া মণিমালা বলিল, আচ্ছা।

দাদা জেগেছেন কি না দেখে এসো, তাঁকে একটু জানাতে হবে।

হাত মুখ ধুয়ে নিন, চা দিচ্ছি। মামাবাবু জেগে থাকলে তাঁকে পথ্যি দিয়ে খবর দেব আমি।

ঘণ্টাখানেক পরে গৌতমের শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল কিংশুক। দিলীপবাবুর মুখে এবং বনগাঁ থানায় গিয়া যাহা সে জানিতে পারিয়াছিল সংক্ষেপে গৌতমকে জানাইয়া বলিল, ক'টা দিন ছুটি চাইছি দাদা। এত খিঁচড়ে গিয়েছে মন যে সুস্থ হতে পারছি না।

গৌতম কি বলিতে ছিল, বাধা দিয়া আবার বলিল, মণিমালাকে বলেছি, মাসীমাকেও বলেছি। কিছু ভাববেন না, আমি কাশীতে পালাব না।

হেমের সঙ্গে যাচ্ছি, কটা দিন পরে ফিরে আসব। আশা করছি এর মধ্যে সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন আপনি।

খবর দিয়ো, গৌতম বলিল।

গৌতমের পা স্পর্শ করিয়া হাত মাথায় ঠেকাইল কিংশুক, বলিল, মাসীমাকে বলে যাচ্ছি পূজোর সময় আপনাকে নিয়ে বাইরে যাবার ব্যবস্থা করতে। আপত্তি করবেন না যদি ব্যবস্থা হয়। বড্ড ভুগছেন দাদা।

চিন্তিত মুখে, ধীরপদে বাহিরে গেল কিংশুক।

সুস্থ হইয়া উঠিতেছে গৌতম। তিন সপ্তাহ ছুটি লইতে হইয়াছিল। কলেজ বন্ধ হইতেছে, বন্ধের আগে কলেজে যাইতে হইবে।

এত তাড়াতাড়ি সে ভাল হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইল গৌতম। সে বুঝিতে পারে যে বিষন্ন চিন্তার ভার দিবারাত্র ক্লিষ্ট করিতেছিল তাহাকে, জীবনী-

শক্তি ক্ষয় করিয়া অবসন্ন করিয়া তুলিতেছিল দেহ ও মনকে, হঠাৎ যেন তাহা হাল্কা হইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়, যে সর্বব্যাপী উদাসীনতার বিষ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল সেই বিষের ক্রিয়াশক্তিও নষ্ট হইয়াছে। আবার পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধের আবেদনে সাড়া দিতে উৎসুক হইয়াছে ইন্দ্রিয়। চিন্তার ধারা নূতন খাতে বহিতে সুরু করিয়াছে। ধ্বংসের নিষ্ঠুরতা, দুর্দশার পেষণ, আশাভঙ্গের বেদনা একক ব্যক্তির জীবনে হউক বা সমষ্টির জীবনে হউক, মানুষের ইতিহাসে নূতন নয় আজ। এ কেমন কথা যে তুমি গৌতম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একজন মানুষ, জাতির ভাগ্যনিয়ন্ত্রকদলের অবিমৃষ্যার ফল দেখিয়া দুঃখে, আত্মগ্লানিতে আপনাকে দগ্ধ করিয়া অকালমৃত্যুকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতে গিয়াছিলে? কি ঘোর নির্বুদ্ধিতা!

প্রাণশক্তির স্রষ্টার ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইয়াছিল এই নূতন অনুভূতিকে, দেহের প্রতিকোষে সঞ্চারিত হইতেছিল তাহার প্রভাব।

গৌতম ভাল হইয়া উঠিতে শেখরনাথ স্ত্রীকে বলিলেন, গৌতমের অসুখ বেশীর ভাগ মানসিক, কিছুটা দৈহিক। অভ্যস্ত পরিবেশ ছেড়ে বাইরে নূতন জলবায়ু, নূতন দৃশ্য তার দেহমনের ওপরে টনিকের কাজ করতে পারে। দেখো ওকে কোথাও যেতে রাজি করতে পার যদি।

সন্ধ্যাতারা সরিৎকে স্বামীর উপদেশের কথা জানাইল। সরিৎ ও প্রসাদের মধ্যে এই প্রসঙ্গ লইয়া কথা হইতেছিল। প্রসাদ বলিল, একটা কাজ যদি করতে পারো ফল হতে পারে।

আগ্রহে সরিৎ বলিল, কি কাজ বলো তো।

মাসীমাকে বলো তিনি পূজোর বন্ধে কিছুদিন তীর্থ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করুন গৌতমের কাছে।

কোথায় যাবেন?

যে কোন তীর্থ হোক। পুরী যদি না গিয়ে থাকেন পুরী দিয়ে সুরু করুন, তারপর দক্ষিণদিকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অনেক জায়গা আছে দেখবার। মাস খানেক ঘুরে এলে কিছু সুফল হবেই।

সেইদিনই সরিৎও সন্ধ্যাতারা লক্ষ্মী-আবাসে গিয়া কথাটা পড়িল।

সব শুনিয়া সরস্বতী বলিলেন, আমি বললে হয়ত রাজি হবে গৌতম। কিংশুক বাড়ীতে নাই, কবে ফিরবে জানায়নি। মণি না হয় সরিতের কাছে থাকবে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত, কিন্তু বাড়ীভরা জিনিসপত্র। অতদিনের জন্য বাইরে যেতে হলে চাকরবাকরের ওপরে ভার দিয়ে যাওয়া চলে না।

একটু চিন্তা করিয়া সরিৎ বলিল আচ্ছা, ভার আমরা নেব, আপনি গৌতমকে রাজি করুন আগে।

কোথায় যাওয়া হইবে সে কথাও তুলিল সরিৎ। সরস্বতীর পুরী যাইবার ইচ্ছা আছে শুনিয়া বলিল, তাহলে আগে পুরীর কথা বলুন গৌতমকে। ও রাজি হলে আমরা একটা তালিকা করে দেব, ওদিকটার সব বড় বড় জায়গা দেখা আছে আমাদের।

দিন দুই পরে প্রসাদ ও সরিৎ খবর পাইল গৌতম রাজি হইয়াছে মাসীমাকে তীর্থ দর্শন করাইবার প্রস্তাবে। শেখর, সন্ধ্যাতারাও খবর পাইল।

সরিৎ মহা উৎসাহে ভ্রমণ তালিকা স্থির করিতে লাগিয়া গেল।

ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক, তারপর মাদ্রাজ লাইনে ওয়ালটেয়ার, সিংহাচলম হইতে মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচিনোপল্লি, সেতুবন্ধ, কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত। গৌতমকে সম্মুখে বসাইয়া সরিৎ ও সন্ধ্যাতারা নিজেদের অভিজ্ঞতা, কোথায় কি ভাল লাগিয়াছিল, থাকিবার ব্যবস্থা ইত্যাদির গল্প বলিল। সরিৎ খুঁজিয়া পাতিয়া পথে-ঘাটে চলিবার, বাজারে সওদা করিবার সময়ে আবশ্যক কতকগুলি তেলেগু, তামিল কথার বাংলা প্রতিশব্দের তালিকা সম্বলিত একখানি ছোট বাঁধানো খাতা পর্যন্ত উপস্থিত করিল।

খাতাখানি হাতে লইবার সময়ে গৌতমের মুখে মৃদু হাসি দেখিয়া সরিৎ বলিল, আন্টি ফু আর আন্টিডাবা, নেমুকায়া আর কারিকায়া, গোরমবাণ্ডি ও এদ্দুবাণ্ডির মধ্যে তফাৎ না জানা থাকলে কেবল ঠকবে গৌতম। গাড়িতে যেতে যেতে মুখস্থ করে ফেলবে। উড়িষ্যার সবাই বাংলা বোঝে, যদিও আজকাল অনেকে ভান করে বোঝে না, কিন্তু গঞ্জাম পেরুলে দেখবে অবস্থা অন্য রকম।

অনন্ত এবং সরিতের দেওয়া একজন পাকা পাচক সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল রওনা হইবার আগে। বৃষ্টি দেখিয়া দমিয়া গেল গৌতম। সরস্বতীকে বলিল, আজ যাত্রা বন্ধ রাখলে চলে না মাসীমা ?

শেখরনাথের শরীর একটু খারাপ হইয়াছিল, প্রসাদ আসিয়াছিল গৌতমকে রওনা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে। সে বলিল, পাঁচ দিন পর্যন্ত আর বার্থ রিজার্ভ পাবে না আজ না গেলে। বৃষ্টির মধ্যেই রওনা হতে হবে।

তুমুল বৃষ্টি মাথায় করিয়া প্রসাদের গাড়ীতে গৌতম ও সরস্বতী উঠিলেন, মাল লইয়া অনন্ত ট্যাক্সীতে চাপিল।

বৃষ্টির এমনই তোড় যে সকলেই একটু ভিজিল। গাড়ী ছাড়িবার পরে বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিল।

প্রসাদ যখন লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিল সরিৎ ও মণিমালাকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য, বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

———

ষষ্ঠ খণ্ড

(১৯৪৭)

॥ এক ॥

ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরী ও কোনারক ভ্রমণ শেষ করিতে পাঁচ দিন কাটিয়া গেল।

পুরীতে আসিয়া অনেকদিন আগেকার শোক নূতন করিয়া জাগিল সরস্বতীর প্রাণে। ক্ষয়-রোগগ্রস্ত বন্দী-নিবাস-ফেরৎ স্বামী ব্রজনাথের স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য কয়েকটি মাস কাটাইয়াছিলেন তিনি পুরীতে। স্বামীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছিল। মাতার অসুখের খবর পাইয়া বাড়ীতে ফিরিলেন তাড়াতাড়ি। মাতার মৃত্যু হইল। তারপর হইতে দ্রুত বাড়িয়া চলিল অসুখ। কয়েক মাসের মধ্যে সব শেষ হইয়া গেল। ফ্ল্যাগ-ষ্টাফের অনতিদূরে যে বাড়ীটিতে তাঁহারা কয়েক মাস কাটাইয়াছিলেন খুঁজিয়া সেই বাড়ীটি বাহির করিলেন সরস্বতী। বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে গৌতমকে বিগত দিনের কাহিনী শুনাইলেন। গৌতম দেখিল জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা এই বাড়ীর আকর্ষণ বেশী হইয়াছে মাসীমার কাছে, যাতায়াতের পথে এই বাড়ীর সম্মুখে গিয়া নিস্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন।

কোনারকে দুইটি দিন কাটিল। নিজের ক্ষুদ্র দলটি লইয়া এই নির্জন জায়গায় রাত্রিবাস করিতে সাহস হইত না গৌতমের আর একটি বড় দলকে সঙ্গী না পাইলে। চৌদ্দ পনের জন যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, ভৃত্যাদির এই দল তাঁবু, ক্যামেরা, বন্দুক, হেজাক লণ্ঠন, গ্রামোফোন, তাস, দাবা ইত্যাদি সরঞ্জাম লইয়া বাহির হইয়াছিল প্রমোদভ্রমণে। ডাকবাংলোয় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বিকালের দিকে প্রাঙ্গনে তাঁবু খাটানো হইল। গৌতম রাত্রে থাকিতে চাহে শুনিয়া দলের কর্তা অনুগ্রহ করিয়া ডাকবাংলোর একখানি কামরা ছাড়িয়া দিলেন।

কলিকাতা হইতে রওনা হইবার আগে উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-ভারতের মন্দির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য যাহাতে মোটামুটি বুঝিতে পারে এজন্য প্রসাদ খান দুই বই এবং আর্কিওলজী বিভাগের প্রকাশিত কয়েকখানা পুস্তিকা দিয়াছিল গৌতমকে। কোনারকের বিবরণটি আবার পড়িয়া বিকালের দিকে সরস্বতীকে যাদুঘরের কাছে বসাইয়া রাখিয়া মন্দিরের চারিপাশ ঘুরিয়া দেখিতেছিল গৌতম। দেখিল বড় দলের

যুবক-যুবতী ও ছেলে-মেয়েরা মহা হৈ চৈ করিতে করিতে ক্যামেরা লইয়া মন্দিরের উপরে উঠিয়া নিজেদের ছবি তুলিতেছে। দুপুর বেলা ঝাউগাছের জঙ্গলে এক দফা ছবি তোলা হইয়াছে।

পরদিন খুব সকালে, তখনও ফিকা অন্ধকার, দূরে বন্দুকের শব্দে গৌতমের ঘুম ভাঙিয়া গেল। হাত মুখ ধুইয়া সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখিবার জন্য সে মন্দিরের দেয়ালের উপরে উঠিল। সেখান হইতে ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া দূরে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র নাকি অনেক আগে মন্দিরের একেবারে কাছে ছিল। মন্দিরের পরিকল্পনাটি উদয়ের পথযাত্রী সপ্তাশ্ববাহিত অর্ক বা সূর্যের রথের। সমুদ্র-রেখার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে মন্দিরের পরিকল্পনার বিশালতা এবং স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে ইহা প্রকাশ করিবার বিস্ময়কর সার্থক-প্রয়াস গৌতমকে অভিভূত করিল।

দেয়াল হইতে নামিয়া মাসীমাকে লইয়া সে ডাক বাংলোর দিকে ফিরিতেছে কাঁধে বন্দুক ও একটি মৃত হরিণ বহন করিয়া দলের তিনটি যুবক ফিরিল। আসিবার সময়ে দিগন্ত-বিস্তৃত বালির মাঠে দূরে হরিণের দল চরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল গৌতম. ঝাউ জঙ্গলের বাহিরে পশ্চিমদিকের মাঠের মধ্যে বড় দুইটি হরিণ তাহার চোখে পড়িয়াছিল মনে পড়িল। দুপুরে সে খাইতে বসিবে একটি মেয়ে আসিয় সরস্বতীকে কি জিজ্ঞাসা করিল। একটু পরে এক বাটি মাংস আনিয়া গৌতমের আসনের পাশে রাখিয়া বলিল,ʼহরিণের মাংস, বৌদি পাঠালেন আপনার জন্য।

তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া গৌতম বলিল, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, বলবেন।

উত্তরে মেয়েটি হাসিয়া মাথা হেলাইয়া চলিয়া গেল।

পারিবারিক দল ইহাদের। গৌতম ভাবিয়াছিল একটু আলাপ করিবে যুবকদের সঙ্গে। কিন্তু ইহারা আনন্দ করিতে বাহির হইয়াছে, হৈ হুল্লোড় চলিতেছে সারাদিন, আলাপ করিবার মত সময় কোথায়? সাধারণ ভদ্রতার আলাপ হইয়াছে, তাহার বেশী অগ্রসর হইবার ইচ্ছা দলের কেহ প্রকাশ করে নাই। না করিলেও সৌজন্যের অভাব হয় নাই। গৌতম ভাবিল এই ভাল, কি প্রয়োজন বেশী আলাপের।

রাত্রে বড় দলের সঙ্গে গৌতমের দলও কোনারক হইতে রওনা হইল।

পরদিন পুরীতে কিছু সওদা করা শেষ করিয়া খুড়দা আসিয়া মাদ্রাজ মেলে চলিল তাহারা। পরবর্তী গন্তব্যস্থান ওয়ালটেয়ার।

বাঁ হাতে চিলকা হ্রদ, ডানদিকে পূর্বঘাটের কোল ঘেঁষিয়া চলিল গাড়ী। লাল মাটির দেশ গঞ্জাম। জানালা দিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মাঝে মাঝে

গৌতমের দিকে চাহিতেছিলেন সরস্বতী। এই পাঁচ দিনের ঘোরাঘুরি, খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম সত্ত্বেও গৌতমের চেহারার উন্নতি হইয়াছে। মনে মনে সরিৎ ও জ্যোতারার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইলেন তিনি।

পুরীতে হোটেলে জায়গা মিলে নাই, পাণ্ডার আশ্রয়ে উঠিতে হইয়াছিল। ওয়ালটেয়ারে সৌভাগ্যক্রমে টার্নার্স ছত্রমে একখানি ঘর পাওয়া গেল।

জিনিসপত্র কিনিবার জন্য অনন্তকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া গৌতমকে সরিতের খাতা খুলিতে হইল। আলুর নাম এখানে বঙালী দুমপালু জানিয়া হাসিয়া ফেলিল সে। দোকানীটি তাহার হাসি দেখিয়া নিজ ভাষায় কি মন্তব্য করিল হাসিয়া। বাজারে উৎকৃষ্ট আতপ চাউল পাইয়া খুশী হইল।

ওয়ালটেয়ারের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ সরিৎ দিয়াছিল। বিকালের দিকে সরস্বতীকে লইয়া পোর্ট অফিসের উত্তরে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বেঙ্কটস্বামীর মন্দির দেখিতে গেল।

পর্বত ও সাগরের সঙ্গমে ওয়ালটেয়ারের দৃশ্য মনোরম। এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আগে কখনও দেখে নাই গৌতম, বালকের মত তাহার মন উৎফুল্ল হইল।

বেঙ্কটস্বামীর মন্দিরে বেদপাঠ হইতেছিল। বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া সরস্বতী বেদপাঠের জায়গায় গিয়া বসিলেন, বলিলেন, আমি বসে বেদপাঠ শুনতে শুনতে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি, তুই ঘুরে দেখে আয়।

সম্মতি জানাইয়া গৌতম ফিরিয়া চলিল। কয়েক পা আগাইতে ছোট একটি দলের প্রতি চোখ পড়িল তাহার। দুইটি মেয়ে ও একটি ছেলে। দেখিয়া বাঙালী বলিয়া মনে হইল। চত্বর অতিক্রম করিতেছে দলটি। চারিদিকে দর্শনার্থী পূজার্থীদের ভিড়, ভিড় এড়াইয়া এক পাশ দিয়া যাইতেছিল গৌতম, ভাল করিয়া চাহিল দলটির প্রতি। বাঙালী বটে, বোধহয় তিন ভাই বোন। অজ্ঞাতসারে দৃষ্টি আবদ্ধ হইল দলের মধ্যে বড় মেয়েটির প্রতি। বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল দৃষ্টিতে। মনে হইল জীবনে এমন দ্রষ্টব্যবস্তু আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। দৃষ্টি ও মন চমকিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য গতি হারাইল সে। তারপর আত্মস্থ হইয়া কয়েক পা চলিয়া পাশ কাটাইয়া গেল দলটির। কলের মত ঘাড় ফিরাইয়া চাহিল আবার। দলের দুইজন একটু আগাইয়া গিয়াছিল, বড়টি পশ্চাতে। ঘাড় ফিরাইয়া গৌতমের মত সেও কি নূতন কোন দ্রষ্টব্যবস্তু দেখিয়া বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পিছনের দিকে চাহিয়াছিল সেই মুহূর্তে? উভয়ের বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মিলিল। আবার চমকিল গৌতমের মন। তখনই সতর্ক বুদ্ধি জাগ্রত হইল। মনে হইল মেয়েদের চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টি ইহার আগে কখনও

যে দেখে নাই সে তাহা নয় কিন্তু আজ হঠাৎ সে নিজে এমন বিচলিত হইল কেন? নিজের চোখ ও মনের এই আচরণে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি চত্বর অতিক্রম করিয়া মন্দিরের বাহিরে গেল।

মন্দিরের পশ্চাতে গিয়া নীল সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল কয়েক মিনিট। যে চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল মনে ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল। দেখিল পূর্বদিকে একটি মসজিদ দেখা যাইতেছে। এইটি বোধহয় সরিৎদির বর্ণিত পীরের দরগা। পশ্চিমে একটি গির্জাঘর চোখে পড়ে, পূর্বঘাট পর্বতমালা চিল্কার মধ্যে নামিয়াছে। আসিবার সময়ে দেখিয়াছে সে, ওয়ালটেয়ারে দেখিতেছে সমুদ্রের মধ্যে নামিয়াছে। তাহার মনে পড়িল হিমালয় এমনি করিয়া সমুদ্রঅবগাহনে নামিয়াছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল আকাশের গায়ে লাল আভা দেখা দিয়াছে যদিও সূর্যাস্তের দেরি আছে কিছু। একখানি জাহাজ চলিতেছে মন্থরগতিতে, বোধহয় বিশাখাপত্তনে থামিবে।

কতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া রহিয়াছে সম্মুখের দিকে খেয়াল নাই হঠাৎ মনে পড়িল মাসীমা একা রহিয়াছেন। ঠিক সেই সময়টিতে পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, কি গ্রাণ্ড দেখছিস ছোড়দি!

বাংলা কথা শুনিয়া ঘাড় ফিরাইল গৌতম, দেখিল সেই ছোট দলটি। দলের কাহারও দিকে না চাহিয়া স্থানত্যাগ করিবার জন্য পা বাড়াইল সে।

দলটির মধ্যে কি ইসারা বিনিময় হইল। ছেলেটি গৌতমের সম্মুখে আসিয়া বলিল, আপনি কোথা থেকে আসছেন?

গৌতম দেখিল বেশ হৃষ্টপুষ্ট, চৌদ্দ পনের বছরের সপ্রতিভ ছেলে। হাসিয়া বলিল কলকাতা থেকে। তুমি কোথা থেকে আসছ?

মাদ্রাজ থেকে, ছেলেটি বলিল, বাবা, মা, বড়দি, ছোড়দি, আমি এখানে চেঞ্জে এসেছি। আপনি?

গৌতম। আমি বেড়াতে এসেছি।

আপনার সঙ্গে কেউ নাই?

আমার মাসীমা আছেন।

কোথায় উঠেছেন?

ছত্রে। তোমরা?

আমরা বাড়ী নিয়েছি একমাসের জন্য। চৌদ্দ দিন তো কেটে গেল, না ছোড়দি?

ছোড়দি আগাইয়া আসিল একটু, মৃদুস্বরে ধমকাইল ভ্রাতাকে, কি মেলা বকবক করছিস শঙ্কর, উনি হয়ত বিরক্ত হচ্ছেন।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি কি বলিতেছিল, বড়দির দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। ভিতরের কথা এই যে দুই দিদি তাহাকে উৎসাহ দিয়াছিল গৌতমের সঙ্গে আলাপ জমাইবার জন্য।

ছোড়দির দিকে চাহিল গৌতম। ভ্রাতার মত হাসিখুশী, স্বাস্থ্যবতী, সুন্দর মেয়ে, দুই তিন বছরের বড় হতে পারে ভ্রাতার অপেক্ষা। হাসিয়া বলিল, না, বিরক্ত হইনি।

ছোড়দি। মন্দিরে বসে যিনি বেদপাঠ শুনছেন তিনি বোধহয় আপনার মাসীমা।

গৌতম। হাঁ। কি করে বুঝলেন?

ছোড়দি। দিদি বলছিল আপনার কেউ হবেন উনি।

দিদির দিকে এবারে মুখ ফিরাইয়া চাহিল গৌতম। মন্দিরের চত্বরে ইহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়াছিল তাহার দৃষ্টি। দূর হইতে নয়, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এবার চাহিল। আধুনিক বেশ বাসে সজ্জিতা মূর্তিমতী দেবীপ্রতিমা, অঙ্গ হইতে স্নিগ্ধ লাবণ্য ঝরিতেছে। কবে পড়া বৈষ্ণব পদাবলীর 'থির বিজুরি' উপমাটি হঠাৎ মনে পড়িল। বিস্ময়ের আবেশ আবার নামিতেছিল চোখে। জোর করিয়া তাহা কাটাইয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার অনুমান নির্ভুল। যাঁকে মন্দিরে দেখেছেন তিনি আমার মাসীমা, তাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছি।

এতগুলো কথার পরে দিদিকে কথা বলিতে হইল। গৌতমের দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছিল সে, এত কাছে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া মুখের দিকে চাহিল না, মৃদু হাসিয়া একটু নতদৃষ্টিতে নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমরা প্রবাসী, মাদ্রাজে থাকি। প্রবাসে নূতন বাঙালী দেখলে আনন্দ হয়, আলাপ করতে ইচ্ছা হয়। কিছু মনে করবেন না।

গৌতম। আলাপ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকলে চলুন আমার মাসীমার সঙ্গে আলাপ করবেন, অবশ্য আপনাদের বেড়ানোর যদি ব্যাঘাত না হয়।

দিদি বলিল, ব্যাঘাত হবে না। শঙ্কর যাবি, না এখানে দাঁড়িয়ে কি গ্র্যাণ্ড, কি গ্র্যাণ্ড করবি?

দিদির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল গৌতম। শঙ্করের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, এসো শঙ্কর, বিদেশে তোমার মত একজন বন্ধু পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

ছোড়দি বলিল, দিদি, তুমি আর আমি বাদ পড়লাম বন্ধুর দল থেকে।

হাসিয়া দিদি বলিল, কিছু মনে করবেন না মঞ্জরীর কথায়। শঙ্করের সাথে দিনরাত ওর ঝগড়া, দু'জন পিঠোপিঠি কি না।

এতক্ষণে অনেকটা সহজ হইতে পারিয়াছে গৌতম। অপরপক্ষের সহজ স্বচ্ছতার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে অনুভব করিতে দেরি হইল না তাহার। বিদেশে হঠাৎ-দেখা এই বাঙালী দলটির সঙ্গে আলাপ করিবার আগ্রহ বোধ করিল। দিদির দিকে সহাস্যে চাহিয়া মঞ্জরীর দিকে ফিরিয়া বলিল, নাম ধরে ডাকলে চটবে না ভরসা দাও যদি মঞ্জরী—

মঞ্জরী। নাম ধরে তো ডাকলেন, চটব কি না শোনবার আগেই।

গৌতম। ঝুঁকি একটু নিলাম। সত্যি চটলে না তো?

পকেট হইতে টফি লইয়া ছোড়দিকে দেখাইয়া শঙ্কর বলিল, বল না চটিনি, তাহলে এইটে পাবি।

দিদি ও গৌতম হাসিয়া উঠিল শঙ্করের কথায়, মঞ্জরীও হাসিল। দিদির মুখে খুশীর আলোক ঝিলিক দিতেছিল। সে কি মঞ্জরীকে নাম ধরিয়া ডাকিয়া গৌতম তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিল বলিয়া? এই আলো ধরা পড়িল গৌতমের চোখে। সে বলিল, আচ্ছা, এবার মাসীমার কাছে চলুন তাহলে।

সকলে একসঙ্গে মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করিল।

সরস্বতী দুই ভগ্নী ও এক ভ্রাতার দলটিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার একটি কারণ তৈলঙ্গীদের ভিড়ের মধ্যে তাহাদের বাঙালী বলিয়া মনে হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ দলের বড় মেয়েটির রূপ। রূপসী মেয়ে অনেক দেখিয়াছেন সরস্বতী। এই মেয়েটির মধ্যে রূপের আকর্ষণ শক্তি ছাড়া আরও কি যেন আছে যাহার ফলে প্রথম দৃষ্টিপাতেই অসাধারণ বলিয়া মনে হয় তাহাকে। উজ্জ্বল বর্ণ, অনিন্দ্য অঙ্গ সৌষ্ঠব, সুকুমার মুখশ্রী, যৌবনের লাবণ্য মিলাইয়া যে রূপ সৃষ্টি হয়, মেয়েটির শান্ত, প্রসন্ন স্বাভাবিকতা এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছিল সেই রূপকে। যেখানেই যাউক এ মেয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে সরস্বতী ভাবিলেন।

পাশাপাশি হাঁটিতেছিল গৌতম ও বড় মেয়েটি। লম্বাই বলিতে হয়, গৌতমের কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়াছে তাহার মাথা। পাশাপাশি কি সুন্দর মানাইয়াছে দুইটিকে সরস্বতীর মনে হইল।

গৌতমের সঙ্গে দলটিকে দেখিয়া তিনি নিজে উঠিয়া আসিলেন।

গৌতম পরিচয় দিয়া বলিল, এই আমার নতুন বন্ধু শঙ্কর, এঁরা ওর দুই দিদি। মাদ্রাজ থেকে এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছেন এঁরা।

বড়টির দিকে চাহিয়া বলিল, মাসীমার সঙ্গে আলাপ করুন। শঙ্করকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি ততক্ষণ।

মাসীমার হাতে দিদি, ছোড়দিকে ছাড়িয়া দিয়া শঙ্করকে লইয়া মন্দিরের বাহিরে গেল গৌতম।

দুইটি দল যখন পরস্পরের কাছে বিদায় লইল সন্ধ্যা তখন আসন্ন, রাস্তায় বিজলী বাতি জ্বলিতেছিল কিছুক্ষণ হইতে।

ছত্রে ফিরিয়া আহ্নিক শেষ করিয়া সরস্বতী গৌতমকে জানাইলেন তাঁহার সংগৃহীত খবরগুলি। মেয়ে দুইটি এবং ছেলেটির বাবা ডাঃ শরৎ আচার্য মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। মাদ্রাজে তের চৌদ্দ বছর আছেন, আগে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদে ছিলেন। দেশ নদীয়া জেলায়। বড মেয়ে গোপা বি. এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, মঞ্জরী ইণ্টারমিডিয়েট পড়ে, শঙ্কর স্কুলের ছাত্র।

খবরগুলি জানাইয়া বলিলেন, মেয়ে দু'টিকে বেশ লাগল আমার, ভদ্র, মিষ্ট ব্যবহার জানে। কি রূপ বড মেয়েটির, চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। দেশের বাইরে থাকে, বাঙালী দেখে গায়ে পড়েই আলাপ করল। বলল আমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ওদের মাকে নিয়ে আসবে।

আবার বলিলেন, আমরা তীর্থস্থান দেখতে বেরিয়েছি শুনে বড় মেয়েটি বলল, তাহলে সীমাচলম দেখবেন। আমরা যাব শীঘ্র। পাহাড়ের মাথায় নৃসিংহদেবের মন্দির, খুব চমৎকার দৃশ্য।

গৌতম বলিল, সীমাচলম না দেখলে ওয়ালটেয়ারে নামাই বৃথা। ওদের দল যদি দু'তিন দিনের মধ্যে যায় আমরাও যাব সঙ্গে।

রাত্রে আহারের পরে গৌতম বলিল, খুব সকালে উঠে বেরিয়ে যাব আমি, ফিরে এসে চা খাব। এখানে কোথায় আপনাকে দেখাবার মত জায়গা আছে খোঁজ নিই।

সরস্বতী। চা না খেয়ে বেরুবি কেন, অনন্ত ষ্টোভ জ্বালিয়ে চা করে দেবে।

গৌতম। দরকার নেই। অনন্তকে নিয়ে আপনি একটু ঘুরে আসবেন সকালে।

ঘুম ভাঙ্গিতে একটু দেরি হইয়াছিল গৌতমের। চোখে মুখে জল দিয়া পাঞ্জাবীটা টানিয়া লইয়া সে যখন বাহির হইল ফরসা হইয়া উঠিয়াছে চারিদিক। চলিতে চলিতে এক কফির দোকান চোখে পড়িতে দাঁড়াইল সে। অত সকালেও খরিদ্দারের প্রত্যাশায় তৈয়ারী হইয়াছে দোকানী। একটু ইতস্তত করিয়া কফির

ফরমায়েস করিল। গৌতমের দিকে চাহিয়া একখানি লোহার চেয়ার ঝাড়িয়া বসিবার অনুরোধ জানাইল দোকানী।

কফি খাইয়া ডলফিনস নোজে যাইবার জন্য একখানি গাড়ী লইল।

পাহাড়ে উঠিয়া উপরে বিস্তৃত সমভূমি দেখিয়া বিস্মিত হইল সে। ফ্ল্যাগষ্টাফের কাছে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিলে ছবির মত দেখায় সমুদ্র। নির্জন, শান্তিপূর্ণ জায়গা। দক্ষিণদিকে কিছুদূর হাঁটিবার পরে পাহাড়ীদের গ্রাম দেখা গেল। বেশ রোদ উঠিয়াছে। ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফিরিবার পথ ধরিল। যে উদ্দেশ্যে অত সকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল গৌতম তেমন সফল হইল না সে উদ্দেশ্য। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, বার বার বেঙ্কটস্বামীর মন্দিরে দেখা সুন্দরী মেয়েটিকে মনে পড়িতেছিল। অনেক সুন্দরী তরুণীর উত্তপ্ত দৃষ্টিপাতের তাপ অনুভব করিয়াছে সে, সাময়িক চাঞ্চল্যও হয়ত আসিয়াছে, কিন্তু কোনদিন মনের গভীরে এমন করিয়া আলোড়ন তোলে নাই সুন্দরী তরুণীর সুন্দর মুখের জাদু। মনকে সংযত করিবার, আত্মরক্ষার জন্য উদাসীনতার বর্ম রচনা করিবার পরীক্ষিত ফরমূলা প্রয়োগ করিবার অবসর মিলিবার আগেই তাহার বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টি আরেক জোড়া সুন্দর চোখের বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হইয়া নিমেষের মধ্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল অনাস্বাদিত পুলকের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে। এক জোড়া চোখ, একখানি মুখ এমন করিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিবার শক্তি রাখে কোনদিন ভাবে নাই গৌতম।

নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টায় ক্লান্ত হইয়া রাত্রের শেষ প্রহরে ঘুমাইয়া পড়িল গৌতম। ঘুম হইতে উঠিয়া খোলা, তাজা হাওয়া লাগাইয়া দেহমনকে সুস্থ করিবে, মনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবে আশা করিয়াছিল। মুক্ত বাতাসে দেহ স্নিগ্ধ হইল কিন্তু অস্বস্তির ভাব গেল না মন হইতে।

ছত্রে ফিরিয়া দেখিল মঞ্জরী ও শঙ্কর গল্প করিতেছে মাসীমার সঙ্গে। তাহাদের দেখিয়া হঠাৎ খুশী হইয়া উঠিল গৌতমের মন।

শঙ্কর বলিল, কোথা গিয়েছিলেন সকালবেলা? কাল আমরা ভ্যালীগার্ডেনে যাব দুপুরের পরে, বলতে এসেছি।

গৌতম। তাহলে আমরাও যাব।

শঙ্কর। সেখানে পিকনিক করব সকলে মিলে, কি গ্রাণ্ড হবে।

মঞ্জরী। কোথা গিয়েছিলেন সকালে?

গৌতম। ডলফিনস নোজে বেড়িয়ে এলাম।

তারপর হাসিয়া বলিল, গিয়ে বুঝলাম তুমি সঙ্গে থাকলে হয়ত জায়গাটা ভালই লাগত।

সরস্বতী একটু হাসিলেন গৌতমের কথায়।

মঞ্জরী সরলভাবে বলিল, সঙ্গে নিয়ে তো গেলেন না। যাক্, তৈরী থাকবেন কাল, দু'টোর সময় এসে ডাকব। অনেকক্ষণ এসেছি, এবার যাই।

গৌতম। চলো, তোমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

সরস্বতী। না খেয়ে বেরিয়েছিলি সকালে, কিছু খেয়ে যা। ওরে অনন্ত—

অনন্ত খাবার ও চা লইয়া আসিল।

মঞ্জরী ও শঙ্করের দিকে গৌতমকে চাহিতে দেখিয়া সরস্বতী বলিলেন, ওরা খেয়েছে। শঙ্কর সন্দেশ পেয়ে খুব খুশী।

ছত্র হইতে কিছু দূরে খানিকটা উঁচু জায়গায় বাড়ীটা, সম্মুখে ফুলের বাগান। বাড়ী দেখাইয়া মঞ্জরী বলিল আমরা নীচের ফ্ল্যাটে থাকি, ওপরের ফ্ল্যাটে থাকে এক পার্শী পরিবার।

বাড়ীর কাছে আসিয়া গৌতম বলিল, ফিরি এবার।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া মঞ্জরী বলিল, কে আসছেন বলুন তো? বাবা।

জানালা দিয়া গোপা, গৌতম, মঞ্জরী ও শঙ্করকে আসিতে দেখিয়াছিল। পিতাকে সে কথা জানাইতে গৌতমকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তিনি বাগানে নামিলেন।

নমস্কার করিয়া বলিলেন, আসুন। ভ্যালী গার্ডেনে যাচ্ছেন আপনারা?

প্রতিনমস্কার করিয়া গৌতম বলিল, হাঁ, যাব।

গোপা পিতার অনুসরণ করিয়াছিল। নমস্কার করিয়া বলিল, ভেতরে আসবেন না?

প্রতিনমস্কার করিয়া গোপার দীপ্ত মুখের দিকে চাহিল গৌতম, বলিল, বেলা হয়েছে, আচ্ছা চলুন।

স্ত্রীর সঙ্গে গৌতমের পরিচয় করিয়া দিলেন ডাঃ আচার্য। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মিসেস আচার্য নিজের মনে বলিলেন এ যে রাজপুত্রের মত চেহারা দেখছি, বড় বনেদী বংশের ছেলে নিশ্চয়।

ডাঃ আচার্যের সঙ্গে আলাপে প্রকাশ পাইল তাঁহার মাতুলালয় তারাপুরের বিশ্বাস বাড়ীতে, ছেলেবেলায় দুইতিনবার গিয়াছেন সেখানে, সরস্বতীর শ্বশুরগৃহের ইতিহাস কিছু শুনিয়াছেন; রাজনগর, পঞ্চক্রোশী প্রভৃতি গ্রামের নামও ছেলেবেলা হইতে জানেন। বলিলেন, বাবা ছিলেন ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরে, ইঞ্জিনীয়ার, নানা

ঘাটের জল খেয়ে মানুষ হয়েছি, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক কমই ছিল। দেশ ভাগ হবার পরে সেটুকুও কেটে গিয়েছে। আপনার বাড়ী রাজনগরে, তারাপুরে আপনার মাসীমার শ্বশুরবাড়ী জেনে মনে হচ্ছে আত্মীয়তার যোগ রয়েছে আপনাদের সঙ্গে।

গৌতমের পারিবারিক খবর খানিকটা জানিয়া লইলেন মিসেস আচার্য। এই বয়সে গৌতমের পিতৃমাতৃ বিয়োগ হইয়াছে শুনিয়া মামুলী দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নিজের ছেলেমেয়েরা কি করে জানাইলেন। ইহার আগেই সে খবর খানিকটা শোনা হইয়াছে গৌতমের।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে গৌতম বলিল, এবার ওঠবার অনুমতি দিন, বেলা হয়েছে।

মিসেস আচার্য বলিলেন, এত বেলায় চা খেতে বললাম না আর, বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল আপনার। সন্ধ্যার পরে আপনার মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে যাব।

দিদির ইঙ্গিতে শঙ্কর ও মঞ্জরী বাগানের ফটক পর্যন্ত গেল গৌতমের সঙ্গে। মঞ্জরী বলিল, বিকেলে আসবেন তো? চা খেয়ে বেড়াতে যাব সবাই মিলে।

আসব, হাসিয়া জবাব দিল গৌতম।

॥ দুই ॥

ছত্রে ফিরিয়া মাসীমার কাছে ডাঃ আচার্যের বাড়ীর গল্প করিল গৌতম। তারাপুরের বিশ্বাস বাড়ী ডাঃ আচার্যের মামাবাড়ী জানাইল।

সরস্বতী বলিলেন, বিশ্বাসবাড়ী আমাদের পাশের বাড়ী, তুই তো সে বাড়ীতে গিয়েছিস। এতদূরে এসে হঠাৎ দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হল, ভালই হল। আমি আলাপ করব গিয়ে।

গৌতম। মিসেস আচার্য আজ সন্ধ্যার পরে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসবেন, বললেন। আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছেন। আমরা একসঙ্গে বেরুব। চা খেয়ে ওখান থেকে বেড়াতে যাওয়া যাবে।

সরস্বতী রাজি হইলেন।

বিকালে উভয়ে একসঙ্গে ডাঃ আচার্যের বাড়ীর দিকে চলিল। পথের দিকে কে দৃষ্টি রাখিয়াছিল বলা যায় না সরস্বতী ও গৌতম বাগানের ফটকে প্রবেশ করিবার আগে ডাঃ ও মিসেস আচার্য বাহিরে আসিয়া উভয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

ডাঃ আচার্য বলিলেন, তারাপুরে আমার মামাবাড়ী ও আপনাদের বাড়ী পাশা-পাশি। আমার মামা বাড়ীতে গিয়েছেন গৌতমবাবু, আমার মামাতো ভাইয়ের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওঁর বললেন। কাজেই সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও আমরা একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল নই।

সকলে বসিলে সরস্বতী বলিলেন, ছেলেমেয়েদের দেখছি না, তারা কোথায়?

মিসেস আচার্য। বোধহয় কাপড় ছাড়ছে। চা খেয়ে বেড়াতে যাবে বলছিল। দেখছি আমি।

একটু পরে গোপা, মঞ্জরী ও শঙ্কর আসিল। মাতার ইঙ্গিতে তাহারা সরস্বতীকে প্রণাম করিল, চিবুক স্পর্শ করিয়া তিনি চুমা খাইলেন।

গোপা গৌতমকে নমস্কার করিল। তাহারও নমস্কার করা উচিত কিনা মঞ্জরী ভাবিতেছে, গৌতম তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া সোফায় নিজের পাশের খালি জায়গা দেখাইয়া ইসারা করিল। দিদির দিকে একবার চাহিয়া মঞ্জরী গৌতমের পাশে গিয়া বসিল।

গৌতম বলিল, যদি বেড়াতে যাবে চটপট চা খেয়ে নাও মঞ্জরী। আমাদের আসতে বোধহয় একটু দেরি হয়েছে।

মঞ্জরী। চা রেডি।

মিসেস আচার্য। সরস্বতীকে বলিলেন, একটু ফল মিষ্টি দিই আপনাকে।

মাথা নাড়িয়া সরস্বতী বলিলেন, আমি কিছু খাইনা এ সময়ে।

ডাঃ আচার্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, চলুন গৌতমবাবু, আমরা চা খেয়ে নিই।

মিসেস আচার্য। তুমি ব'সো, এখানে তোমার চা দিচ্ছে। মঞ্জরী, গৌতমবাবুকে নিয়ে যাও, গোপা, তুমিও যাও।

খাইবার টেবিলে মঞ্জরীর পাশে বসিল গৌতম এবং শঙ্কর ও মঞ্জরীর কাছে নিজের তেলেগু ও তামিল ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া এমনি আসর জমাইয়া তুলিল যে সমবেত হাসির শব্দ মিসেস আচার্যের সতর্ক কানে পৌঁছিতে পরদার আড়াল হইতে একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া গেলেন তিনি।

হাসি গল্পের মধ্যে গোপা মাঝে মাঝে আড়দৃষ্টিতে চাহিতেছিল গৌতমের দিকে। ভাবিতেছিল ভদ্রলোকের চেহারা এমন জমকালো, মুখের ভাব এত গম্ভীর কিন্তু বেশ তো হাসাতেই পারেন দেখিতেছি, এত সহজে মিশিয়া গিয়াছেন ছোটদের সঙ্গে।

গোপার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়াছিল গৌতম, তাহার সাজসজ্জার পরিপাট্যও লক্ষ্য করিয়াছিল। প্রথম যখন উভয়ের দৃষ্টি মিলিয়াছিল তখন হইতে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপের প্রভাব যে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল মনে তাহার জের চলিতেছিল। হয়ত ইহা চাপা দিবার জন্য স্বভাববিরুদ্ধ বেশী কথা ও হাসির আড়াল রচনা করিতেছিল গৌতম, মঞ্জরীর প্রতি বেশী মনযোগ দিবার অভিনয় করিতেছিল। প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেও এই আচরণের অর্থ ক্রমে গোপার কাছে স্পষ্ট হইতেছিল। ইহা যে সত্যই অভিনয়, তাহাকে সাক্ষী রাখিয়া ইচ্ছাকৃত অভিনয় চালাইতেছে গৌতম, সে বুঝিতে পারিল। শুধু রূপই তাহার অসাধারণ নয়, বুদ্ধিও অতি তীক্ষ্ণ। নিজের মনে হাসিয়া বলিল, ক'দিন এই অভিনয় চালাতে পারো দেখব।

মিসেস আচার্য দর্শন দিলেন, বলিলেন, বেরোবার সময় হল, চা খাওয়া হয়েছে সকলের?

গৌতম উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, হয়েছে। চলো মঞ্জরী।

বেড়াইয়া ফিরিবার পথে শঙ্কর ও মঞ্জরী পরদিন ভ্যালী গার্ডেনে পিকনিকের কথা আবার মনে করাইয়া দিল গৌতমকে।

অপ্রশস্থ খাঁড়ি পার হইয়া ভ্যালী গার্ডেনে প্রবেশ করিল দুই দলের সমবেত পিকনিক পার্টি।

গৌতম দেখিল ভ্যালী গার্ডেন সত্যই উপত্যকা উদ্যান, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী প্রশস্ত উপত্যকায় বেশ সাজাইয়া উদ্যান রচনা করা হইয়াছে। উদ্যানের একপ্রান্তে একটি ঝরণা। পরিষ্কার জল।

কিছুক্ষণ বেড়াইয়া এক নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে সগৃহিনী ডাঃ আচার্য ও সরস্বতী বসিলেন সতরঞ্চি বিছাইয়া। গোপা একটি জায়গা পছন্দ করিয়া ক্যাম্বিসের টুল পাতিয়া ছবি আঁকিবার সাজসরঞ্জাম লইয়া বসিল। গৌতম, মঞ্জরী ও শঙ্কর ভ্যালী গার্ডেনে বেড়াইবার জন্য অগ্রসর হইল।

লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছিল, শঙ্কর, শীঘ্রই আগাইয়া গেল। মঞ্জরী ও গৌতম পাশাপাশি হাঁটিতেছিল। একটা ইচ্ছা উঁকি দিয়াছিল গৌতমের মনে, তাহারই কথা ভাবিতেছিল। একটু ইতস্ততের ভাব যেন আসিতেছিল। বার দুই আড়চোখে মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল। আগের দিন চায়ের টেবিলে যে অভিনয় করিয়াছিল সেই অভিনয়ের পথে আরেক ধাপ অগ্রসর হইবার দিকে চলিতেছিল তাহার মন। ইহার আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব সম্ভবত এই যে বহুদিনের লালিত

সতর্ক বুদ্ধির পাহারা এড়াইয়া সোজা পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবার দিকে ঝুঁকিয়াছিল মন।

মঞ্জরীর পাশে চলিতে চলিতে সস্নেহ দৃষ্টিতে পার্শ্ববর্তিনীর প্রতি চাহিয়া বলিল, মঞ্জরী, তোমার সঙ্গে মাত্র পরশু আলাপ হয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিন থেকে তোমাকে চিনি।

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, তা কি করে হবে?

গৌতম, এমন হয়, শাস্ত্রে বলে একথা। নিজেও বুঝতে পারবে একদিন। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না সে শুভদিনের জন্য। যদি অনুমতি দাও এখন থেকেই মিষ্ট-হৃদয় সম্বন্ধ পাতাতে চাই তোমার সাথে।

গৌতমের আরও কাছে ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মঞ্জরী বলিল, আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা। 'মিষ্ট-হৃদয়' কাকে বলে?

সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, 'মিষ্ট-হৃদয় মানে সুইট হার্ট।

ইংরাজি কথাটির অর্থ বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না, মঞ্জরীর মুখ লাল হইল একটু। কয়েক পা নীরবে চলিয়া গৌতমের প্রতি সকৌতুকে চাহিয়া বলিল, আমাকে খেপাচ্ছেন বুঝি?

গৌতম। খেপাচ্ছি তোমাকে? তুমি কি শঙ্কর যে খেপা? হুঁ, বুঝেছি রাজি নও তুমি, রাগ করেছ আমার প্রস্তাবে। জানো মঞ্জরী, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, কোন মেয়ে পছন্দ করতে চায় না আমাকে। তাই বুড়ো হয়ে গেলাম, একটি মেয়েকেও বান্ধবী পেলাম না।

হাসিয়া উঠিল মঞ্জরী, বলিল, বুড়ো হয়ে গেলেন? কোন মেয়ে পছন্দ করতে চায় না আপনাকে? ভারি মজার কথা বলেন তো আপনি। তাই বুঝি দুঃখ হয়েছে আপনার মনে?

গৌতম। খুব দুঃখ।

মঞ্জরীর হাসি পাইতেছিল, কৌতুকও লাগিতেছিল। গৌতমবাবু বাস্তবিক 'মিষ্ট-হৃদয়' সম্বন্ধ কাহার সঙ্গে পাতাইতে চাহেন সে যে তাহার কিছুই বোঝে নাই তাহা নয়, তবু তাহার কিশোরী মনে এই খেলায় কৌতুকের সঙ্গে একটু রহস্যঘন ভাল লাগা মিশিয়া ছিল। হাসিমুখে গৌতমের প্রতি চাহিয়া বলিল, বেশ আমি রাজি।

পকেট হইতে এক প্যাকেট চকোলেট বাহির করিয়া মঞ্জরীর হাতে গুঁজিয়া দিয়া গৌতম বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ মঞ্জরী, থ্যাঙ্ক ইউ সুইট হার্ট।

আবার লাল হইল মঞ্জরীর মুখ, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঢাকিয়া গেল সে লালিমা।

শঙ্কর আগাইয়া গিয়াছিল। গৌতম ডাকিল, শঙ্কর, শীগগির শোন।

ছুটিয়া আসিল শঙ্কর। সবিস্ময়ে ছোড়দির দিকে চাহিয়া বলিল, কি হল ওর? এই ছোড়দি, অত হাসছিস কেনরে?

দ্বিতীয় চকোলেটের প্যাকেটটি শঙ্করের হাতে গুঁজিয়া দিয়া গৌতম বলিল, একটা ভারি হাসির কথা বলেছি, তাই হাসছে। চলো সুইট হার্ট, কে বলছিল একটা বাঘ ধরবার ফাঁদ আছে কিছু দূরে, দেখে আসি।

মোড়ক খুলিয়া চকোলেটে কামড় বসাইয়াছিল শঙ্কর, চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, কি বলে ডাকলেন ওকে?

গম্ভীর মুখে গৌতম বলিল, সুইট হার্ট বলে। মেয়েরা বন্ধু হতে রাজি হলে ঐ নামে ডাকতে হয়। তুমি জানো না বুঝি?

চকোলেটে চুষিতে চুষিতে শঙ্কর বলিল, জানি না, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি না আমি।

শঙ্করের কানের কাছে মুখ নামাইয়া গৌতম বলিল, আচ্ছা, তোমার আরেকটা নাম আছে না? কি নাম যেন, হাঁ, মনে পড়েছে, আয়াপ্পান?

চকোলেটে আরেকটা কামড় দিয়া শঙ্কর বলিল, সুইট হার্ট হতে না হতে সব কথা বুঝি আপনাকে বলতে সুরু করেছে ছোড়দি?

ছোড়দি হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

গৌতম, যখন জেনে ফেলেছি ঐ নামে ডাকতে পারি তোমাকে?

উদারভাবে শঙ্কর বলিল, ডাকবেন যদি ইচ্ছা হয়। ও সব আমি মাইণ্ড করি না।

গৌতম। থ্যাঙ্ক ইউ মাই ফ্রেণ্ড আয়াপ্পান।

বাঘ ধরিবার ফাঁদ চোখে পড়িল না। ফাঁদ দেখিতে না পাইলেও বাঘ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্নের জবাব দিতে হইল গৌতমকে।

তারপর ফিরিল তিন জন।

গোপা কেম্বিসের টুলে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিল। ত্রিমূর্তিকে ফিরিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌতম। কি ছবি আঁকলেন দেখতে পারি?

গোপা। দেখুন।

কাগজের গায়ে একটি আঁচড়ও পড়ে নাই। সবিস্ময়ে গৌতম বলিল, ছবি কই? এতক্ষণ বসে কি করলেন তবে?

গোপা। ইনস্‌পিরেশন খুঁজছিলাম।

হাসিয়া গৌতম বলিল, খুঁজছিলেন? ওটা কি খুঁজে পাবার জিনিস? যখন আসে আপনি আসে।

মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যেমন আমাদের মধ্যে এসেছিল, কি ব'লো স্থইট হার্ট?

সকৌতুকে দিদির দিকে চাহিয়া মঞ্জরী মাথা হেলাইল।

কনিষ্ঠার সরল স্বীকৃতিতে উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিয়া আড়চোখে গৌতমের প্রতি চাহিল গোপা, কণ্ঠে কপট হতাশার সুর আনিয়া বলিল, আপনাদের মধ্যে গিয়েছিল? তাই বুঝি আমি নাগাল পেলাম না?

মঞ্জরী চকোলেট বাহির করিতেছিল দিদিকে দিবার জন্য বাধা দিয়া গৌতম পকেট হইতে একটি প্যাকেট বাহির করিয়া গোপার সম্মুখে ধরিল, বলিল, এই নিন চকোলেটরূপী ইনস্‌পিরেশন।

চকোলেট হাতে লইয়া হাসিমুখে ধন্যবাদ দিল গোপা।

গৌতম। ছবি আঁকা আজ আর হবে না মনে হচ্ছে, নারকেল গাছের ছবি বাড়ীতে বসেও আঁকতে পারবেন। যদি আমার অনুরোধকে ধৃষ্টতা বলে মনে না করেন বরং একটা গান—

গোপার আসনের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িল গৌতম।

গৌতমের মুখের দিকে চাহিয়া গোপা বলিল, ধৃষ্টতা বলে মনে করছি না, গান চট করে আসবে মনে হচ্ছে না। মঞ্জরী খুব ভাল আবৃত্তি করে, দু' একটা আবৃত্তি হোক, আমি পরে গাইব।

মঞ্জরী দুইটি আবৃত্তি করিল 'শাজাহান', 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা'। শঙ্কর আবৃত্তি করিল 'পুরাতন ভৃত্য'। তাহার আবৃত্তি শেষ হইতে গোপা গান ধরিল মীরা বাইয়ের ভজন —'গিরিধারী নন্দলালা। তারপর একটি তামিল ভজন গাইল। ভজন শেষ হইতে আবৃত্তি আরম্ভ করিল—

ওগো মা,
রাজার দুলাল চলি গেল মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণ-শিখর রথে—

মুখ নত করিয়া আবৃত্তি শুনিতেছিল গৌতম, ভাবিতেছিল এই কবিতাটি বাছিয়া

রইল কেন গোপা, ডাঃ আচার্য আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন দেখিতে পায় নাই। গোপার আবৃত্তি শেষ হইতে তিনি বলিলেন, এবার এসো সবাই, একটু কফি খাওয়া যাক, আসুন গৌতম বাবু।

কফি খাইতে খাইতে ডাঃ আচার্য বলিলেন, আপনার মাসীমার মুখে শুনলাম পলাশডাঙার আশ্রমে আপনার যাতায়াত আছে। এই আশ্রম থেকে প্রকাশিত দু'খানা বই পড়েছি আমি।

ডাঃ মাইতির *Resurrection of India* এবং প্রসাদের *Light of India Abroad* বইয়ের প্রশংসা করিলেন ডাঃ আচার্য। বলিলেন, প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীর mantal reconstruction-এর জন্য এই বই দুইখানি পড়া উচিত। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষিত ভারতবাসীর আদর্শের জগতে একটা vacuum দেখা যাইতেছে, 'one world,' 'internationalism'-এর আদর্শ দিয়া এ শূন্যতা ভরিবে না, ভূদান বা সর্বোদয়ের পরিকল্পনাতেও ভরিবে না। Internationalism-এর আদর্শ foreign diplomacy-র একটা বুলি, ভারতবাসীর মত অনগ্রসর জাতির পক্ষে এই বুলি ঘন ঘন আওড়াইবার অনেক বিপদ আছে।

মিসেস আচার্য বুঝিলেন এই আলাপ কিছুক্ষণ চলিবে। তিনি সরস্বতীকে লইয়া উঠিলেন ভ্যালী গার্ডেন একটু ঘুরিয়া দেখিবার জন্য। শঙ্কর ও মঞ্জরী খাওয়া শেষ করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

পিতার কথার মধ্যে গোপা বলিল, বাবার একখানা বই আছে *The Spirit of India In Ages.*

গৌতম বলিল, মনে হচ্ছে প্রসাদদার কাছে বইখানার নাম শুনেছি, সুখ্যাতি করছিলেন তিনি।

প্রসাদদা কে? ডাঃ আচার্য প্রশ্ন করিলেন।

প্রসাদের পরিচয় দিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য, *Light of India Abroad*-এর মালমশলা সংগ্রহ করিবার জন্য বর্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দো-চায়না, ইন্দোনেশিয়া, প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ, তাঁহার লাইব্রেরী ও মুজিয়ামের গল্প করিল গৌতম।

ডাঃ আচার্য বলিলেন, আশ্রমে থেকে প্রকাশিত বই দু'খানা গোপাকেও পড়িয়েছি।

প্রতিবাদের সুরে গোপা বলিল একটু হাসিয়া, পড়েছি তবে সব কথা বোঝবার মত বিদ্যা নাই আমার। মনে হয়েছে ডাঃ মাইতির বইখানা অসাধারণ। কেউ কেউ মনে করেন দেশে রিভ্যাইভ্যালিজমের প্রচার করা হয়েছে এই দু'খানা বইতে,

কিন্তু আমার মনে হল দেশের শিক্ষিত সমাজে কনস্ট্রাকটিভ আইডিয়ালিজম জাগিয়ে তোলা লেখকদের উদ্দেশ্য।

গৌতমের চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কথাগুলো বাবার নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছি আমি।

প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ আচার্য বলিলেন, কিন্তু মনে হচ্ছে একটা রিভিউ পড়ে রিভাইভ্যালিজমের অভিযোগ মিথ্যা এ কথাটা তুমি প্রথমে বলেছিলে গোপা মা।

গোপা। তুমি প্রথমে বলেছিলে বাবা, আমি সমর্থন করেছিলাম, তোমার ঠিক মনে নাই।

হাসিয়া ডাঃ আচার্য বলিলেন, তুমি যখন বলছ তাই হবে হয়ত।

তাহার পিতার কাছে এই বই দুইখানি কত প্রিয় ছিল গৌতম গল্প করিল। বলিল, যে রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হয় সে রাত্রেও ঘুমাইবার আগে তাহার শিয়রে ছিল এই দুইখানি বই। ডাঃ মাইতির বইখানি বুকের উপর রাখিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন তিনি।

আবার পলাশডাঙা আশ্রম ও প্রসাদের কথা উঠিল। গোপার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, *Resurrection of India*-র শেষ অধ্যায়টি লিখেছেন প্রসাদ দা ও সরিৎ দি। বই শেষ করবার আগেই ডাঃ মাইতির মৃত্যু হয়। বইখানা আমরা যে পেয়েছি তার জন্য অর্ধেক কৃতিত্ব সরিৎদির, রোগশয্যায় শুয়ে ডাঃ মাইতি বলে গেছেন, তিনি লিখে নিয়েছেন।

একটু থামিয়া বলিল, কোনদিন যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয় বুঝতে পারবেন—

গোপা বলিল, আপনাকে খুব ভালবাসেন বুঝি?

গৌতম মাথা নাড়িল, বলিল, কলকাতায় ভাল লাগছিল না, আমাকে জোর করে বাইরে পাঠালেন সরিৎ দি।

সরস্বতী ও মিসেস আচার্য বেড়াইয়া ফিরিলেন। স্বামীর প্রতি চাহিয়া মিসেস আচার্য বাললেন, সেই থেকে এদের আটকে রেখেছ তুমি। এখানে এসেছে সবাই বেড়াতে, আমোদ আহ্লাদ করতে। গোপা, এসে অবধি বসে বসে কাটালে তুমি, যাও একটু ঘুরে এস। এরপর যাবার তাড়া পড়বে।

উঠিয়া দাঁড়াইল গোপা, গৌতমের প্রতি চাহিয়া বলিল, চলুন না ভ্যালী গার্ডেন একটু দেখিয়ে আনবেন।

পাশাপাশি হাঁটিতে হাঁটিতে গোপা বলিল, আপনার সুইট হার্ট গেল কোথা?

হাসিয়া গৌতম বলিল, আপনি কি করে জানলেন মঞ্জরী এই পদ গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে ?

নিজেই প্রচার করেছেন, হাসিয়া জবাব দিল গোপা, বিশ্ববাসীর কাছে এই সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করেছেন একটু আগে, ভুলে গেলেন নাকি ?

গৌতম। মঞ্জরী একেবারে আইডিয়াল সুইট হার্ট, thoroughly enjoys the fun, এতটা আশা করিনি।

নারিকেল গাছের মাথায় কি একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল।

একটু চমকিয়া উঠিল গৌতম, মাথা তুলিয়া পাখীটিকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঘন পাতার আড়াল, চেষ্টা সফল হইল না। আবার ডাকিল পাখীটি। ডাক শুনিয়া মাথা নাড়িল গৌতম, বলিল, চলুন।

গোপা দাঁড়াইয়া একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে চাহিয়াছিল, বলিল, কি দেখছিলেন ?

চলুন, কিছু নয়।

অর্থাৎ বলতে চান না।

বলতে আপত্তি নাই, তবে বলবার মত কথা নয়।

আপত্তি না থাকলে বলুন।

বেশ, শুনুন তবে। একটি পাখী নারকেল গাছের মাথা থেকে ডাকল একটু আগে, খেয়াল করেননি হয়ত। ডাক শুনে আমার গাঁ রাজনগরে ছেলেবেলা থেকে শোনা, অতিপরিচিত একটা পাখীর ডাকের কথা মনে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিলাম তাই।

কি পাখী ?

হাসিয়া গৌতম বলিল, ডাক থেকে পাখীর নাম হয়েছে, বেশ কবিত্বপূর্ণ, মানে poetically descriptive নাম, সঙ্কোচ বোধ করছি আপনাকে বলতে।

বিস্ময়ের স্বরে গোপা বলিল, কি আশ্চর্য, পাখীর নাম বলতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে ?

গৌতম। হয়ত এক সময়ে কোন উদাস রাখাল-কবি মাঠে ঘুরতে ঘুরতে এই পাখীর ডাকে নিজের মনের ভাষা শুনতে পেয়েছিল, বউ কথা কও! তাই থেকে পাখীর নাম হয়েছে বউ কথা কও।

হাসিয়া উঠিল গোপা, বলিল, এই কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল ? ভারি চমৎকার নাম তো। বাংলার পাড়াগাঁয়ে যাইনি কখনও, এসব পল্লীকাব্য কথা অজ্ঞাত আমার। সত্যি পাখী কি ঐ রকম করে ডাকে ?

গৌতম। ঐ কথাগুলোর ধ্বনি রয়েছে পাখীর ডাকে। কিন্তু এই তৈলঙ্গী পাখীটি বউ-কথা-কও নয়, দ্বিতীয়বার ডাক শুনে বুঝলাম।

গোপা। কাল আমাদের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ, আসবেন তো?

হাসিয়া গৌতম বলিল, যাব না এ সন্দেহ উঠছে কেন?

গোপার মুখে খুশীর ভাব দেখা গেল।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে মঞ্জরী ও শঙ্করের দেখা মিলিল। উভয়ের হাতে দুইটি ফুল সমেত গাছের ডাল।

দুই দল মিলিতে ফুলের পরিচয় লইয়া কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক হইল। মঞ্জরী গৌতমের কাছে আপীল করিতে সে গম্ভীরভাবে বলিল, রোডোডেনড্রন।

হাসিতে লুটাইয়া পড়িবার মত হইল মঞ্জরী, বলিল, কি অদ্ভুত নাম রে বাবা—রোডোডেনড্রন!

শঙ্কর নাম মুখস্ত করিতে করিতে চলিল।

গোপা একটু পিছনে পড়িল, গৌতমও পিছনে পড়িল। হাসিয়া নিম্নস্বরে গোপা বলিল, ওটা কিন্তু রোডোডেনড্রন ফুল নয়। রোডোডেনড্রন পাহাড়ে ফুল।

হাসি চাপিয়া গৌতম বলিল, এটাও তো পাহাড়। ভ্যালী গার্ডেন নাম এই বাগানের।

গোপা। রোডোডেনড্রন হাই অল্টিচুডের ফুল, এই ঢিবি পাহাড়ে জন্মায় না।

গৌতম। আপনার ভুল। রোডোডেনড্রনের ত্রিশ রকমের ভ্যারাইটি আছে। দু'একটি ভ্যারাইটি ম্যাগ্নোলিয়া গ্লোবসারের চাইতে দেখতে ভাল। সিলভার ফার, স্প্রস, জুনিপার, লার্চ, ম্যাপল যেখানে জন্মায় না, অর্থাৎ লাইন অব ভেজিটেশনের শেষ সীমান্তেও রোডোডেনড্রন গাছ দেখা যায়, আবার আপনার বর্ণিত এই ঢিবি পাহাড়েও দেখা যায়। গুচাক লা পাশের নীচে বামন রোডোডেনড্রন গাছ—

গোপার চোখে বিস্ময়। বলিল, আপনি যখন এত বেশী খবর রাখেন, আমার ভুল হয়েছে।

গৌতম ডাকিয়া বলিল, আয়াপ্লান, তোমরা এগিয়ে গিয়ে খবর দাও আমরা আসছি। গোপার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, ওটা মোটেই রোডোডেনড্রন নয়। কি ফুল ঠিক বলতে পারছি না, বোধহয় বাইরের আমদানী, নয়তো এখানকার কোন গাছ যা বাংলায় হয় না।

হাসিয়া গোপা বলিল, এতগুলো কথা যা বললেন—

গৌতম। ব্রেফ ব্লাফ। শেষ পর্যন্ত ব্লাফিং বজায় রাখতে পারলাম না আপনি নিজের ভুল স্বীকার করলেন দেখে।

গোপা হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, স্প্রুস, জুনিপার, ম্যাপল নামগুলো যেমন অনর্গল বলে গেলেন হকচকিয়ে গেলাম আমি।

দুইজনে খুব হাসিল কিছুক্ষণ।

গৌতম। একটা গল্পে এই নামগুলো পড়েছিলাম, মনে ছিল। রোডোডেনড্রন ফুলের নামটিও ব্যবহার করলাম এই গল্প থেকে নিয়ে।

গোপা। গল্পটা বলবেন ?

গৌতম। গল্পের বিষয়বস্তু এই : একজন হতাশ প্রেমিক বৈরাগ্যের তাড়নায় ঢাকুরিয়া লেকে ডুবে না মরে দার্জিলিং থেকে পায়ে হেঁটে সিকিম পার হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে ছুটেছিল। বলা বাহুল্য, প্রেমের আবির্ভাব ক্ষেত্র দার্জিলিং। সিকিম এবং সিকিম থেকে গুচাক লা পাশ পর্যন্ত হিমালয়ের দৃশ্যের objective ও subjective বর্ণনা রয়েছে গল্পে। হিমালয়ের স্তরের পর স্তরের দৃশ্য পরিবর্তনের বর্ণনা বাস্তবিক বিস্ময়কর। এই বর্ণনা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল, না literary experiment জানি না। যা হোক, এই বর্ণনার জন্য এবং প্লটের নূতনত্বের জন্য গল্পটি মনে রয়েছে আমার।

হাসিয়া গোপা বলিল, আর সুযোগ পেয়ে আমার ওপরে ঠকাবার কৌশলটি প্রয়োগ করলেন ?

গৌতম। না, না, আপনার ওপরে প্রয়োগ করব কেন, সুযোগ পেয়ে নিজের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করা গেল। বলিয়া হাসিল।

গোপা। দেয়া সম্ভব হলে গল্পটা পড়বার জন্য চাইতাম।

গৌতম। ততদিন আপনার আগ্রহ থাকবে কিনা জানি না। আমি কলকাতায় ফিরলে শঙ্কর বা মঞ্জরীকে দিয়ে একটা রিমাইণ্ডার দিলে পাঠিয়ে দেব।

গোপা। আমার রিমাইণ্ডারে বুঝি ফল হবে না ?

গোপার দিকে চাহিল গৌতম। কয়েক সেকেণ্ড স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, হবে, দিয়ে দেখবেন।

গোপা কি বলিতেছিল শঙ্করের গলা শোনা গেল, বড়দি, তোমরা এস, খাবার সময় হল।

গোপার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, কি যেন ভাবছেন আপনি। অত ভাবনা ভাল নয়, চলুন।

॥ তিন ॥

পরদিন ডাঃ আচার্যের বাড়ীতে দ্বিতীয়বার চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গোপা, মঞ্জরী ও শঙ্করকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল গৌতম। হাঁটিতে হাঁটিতে ভাইজাগ পর্যন্ত গিয়া গাড়ী করিয়া ফেরা হইল। পথে দোকান হইতে ওয়ালটেয়ারের প্রসিদ্ধ কাঠের খেলনা কয়েকটি কিনিল দুই ভগ্নী ও শঙ্করের জন্য। ফুলের তোড়া ও মালা কিনিয়া উপহার দিল মঞ্জরী ও গোপাকে। বাড়ী ফিরিতে একটু রাত হইল।

রাত্রের খাওয়া শেষ হইলে ছত্রের সম্মুখের প্রাঙ্গণে পায়চারি করিতে লাগিল গৌতম। গোপা আজ সাজিয়াছিল চমৎকার, রূপ জ্বলিতেছিল স্নিগ্ধ আলো বিকীর্ণ করিয়া। তাহার দিকে চাহিয়া আবার বিস্ময়ের আবেশ নামিয়াছিল গৌতমের চোখে, যেমন প্রথম দেখিবার সময় নামিয়াছিল। তাহার মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে মৃদু হাসিয়া মুখ নত করিয়াছিল গোপা, গৌতমকে প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ প্রাঙ্গণে পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, মাসীমা, ঘুমোবার দেরি থাকলে আসুন, উঠোনে বেড়াবেন একটু।

সরস্বতী বুঝিলেন কিছু বলিতে চায় গৌতম।

উঠোনে আসিয়া গৌতম বলিল, ফিরলেন কার সঙ্গে?

সরস্বতী। অনন্তকে বলে গিয়েছিলাম, ও গিয়েছিল। খানিকটা পথ ডাঃ আচার্য ও তাঁর স্ত্রী সঙ্গে এসেছিলেন।

গৌতম। ডাঃ আচার্যের বাড়ীতে দু'বার চা খেলাম। ওঁদের একদিন চা খাওয়ালে ভাল হত না মাসীমা? ছত্রে কি ব্যবস্থা করা যায় বুঝতে পারছি না।

সরস্বতী। সে হবে এখন। সরিতের বামুন ঠাকুর খুব ভাল খাবার করতে পারে, খাবার করে পাঠিয়ে দেব কাল।

হাসিয়া গৌতম বলিল, এই দেখুন আমি বাজে ভাবছিলাম। আপনি রয়েছেন, কোন ত্রুটি হবে না, এ তো জানা কথা।

একটু থামিয়া বলিল, কাল সীমাচলম যাবার কথা হল। সেখান থেকে ফিরে চলুন পালাই এখান থেকে।

শুনিয়া নিজের মনে হাসিলেন সরস্বতী। বলিলেন, পালাব কেন রে? বেশ লাগছে এ জায়গা, স্বাস্থ্যও খুব ভাল মনে হচ্ছে। আরও ক'টা দিন থাকব ভাবছি।

গৌতম। তাহলে মীনাক্ষী, সেতুবন্ধ, কন্যা কুমারিকা দেখা হবে কিনা সন্দেহ। এগারো বারো দিন কেটে গেল ছুটির।

সরস্বতী নিজের মনে বলিলেন মীনাক্ষী দেবীকে না হয় এখান থেকেই প্রণাম করব, তোমার মুখে হাসি ফুটেছে যখন, সহজে এ জায়গা থেকে নড়ছি না। প্রকাশ্যে বলিলেন, তা যাক। আট দশ দিনে সব দেখা হয়ে যাবে গোপার মা বলছিলেন।

গৌতম। ওদের কেমন লাগছে মাসীমা? অবিশ্যি এত অল্পদিনের আলাপে কতটুকু আর জানা যায়?

সরস্বতী। তোর কেমন লাগছে?

গৌতম। বাইরে থেকে তো ভালই মনে হয়। তবে আমরা দেখছি পোশাকী চেহারা, ভেতরটা কেমন কি করে বুঝব?

সরস্বতী। ডাঃ আচার্য ও তাঁর স্ত্রী ফেরবার সময়ে মাদ্রাজে ওঁদের বাড়ীতে ওঠবার নিমন্ত্রণ করেছেন। এ নিমন্ত্রণ নিলে ভেতরটাও দেখবার কিছু সুযোগ হয়ত হবে।

গৌতম ভাবিল প্রশ্ন করে ভেতরটা দেখবার কি প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু করিল না, শুধু বলিল, নিমন্ত্রণের কথা তো শুনিনি।

সরস্বতী। তোকে বলবেন এর পরে। বললে যাবি তো?

গৌতম। ফেরবার সময়ে মাদ্রাজে আমাদের নামতে হবে। অনেক সময় পাওয়া যাবে ভেবে দেখবার।

কিছুক্ষণ পরে সরস্বতী বলিলেন, আমার জপ শেষ হয় নি, শুতে যা তুই।

পরদিন সকালে চা খাইয়া দুইখানি গাড়ীতে সকলে সীমাচলম রওনা হইল।

ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনের ব্রিজের নীচে দিয়া পল্লীঅঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর গা ঘেষিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। সীমাচলম ষ্টেশন ছাড়িয়া তিন মাইল দূরে সিংহাচলম পর্বতের পাদদেশে গিয়া গাড়ী থামিল অবশেষে। ৯৮৮টি ধাপ, যেখানে মন্দির অবস্থিত পাহাড়ের উপরে সেই সমতলভূমি সিংহাচলম পল্লী পর্যন্ত উঠিয়াছে, পর্বতের শিখরে উঠিতে আরও ১২০০টি ধাপ অতিক্রম করিতে হয়।

পল্লী পর্যন্ত উপরে উঠিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অনুমতি লইয়া দলটি ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার গোলাপবাগানের মধ্যে অবস্থিত বিশ্রামভবনের বারান্দার একটি অংশ দখল করিল কয়েক ঘণ্টার জন্য।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নৃসিংহদেবের মন্দিরে গিয়া দেব দর্শন করিল সকলে। সরস্বতী ও মিসেস আচার্য অন্য মন্দিরগুলিতে দেবদেবী দর্শন করিতে লাগিলেন।

ডাঃ আচার্যের সঙ্গে ঘুরিয়া ছবি আঁকিবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে হনুমন্ত তোরণের কিছুদূরে সাজসরঞ্জাম লইয়া বসিল গোপা। মঞ্জরী ও শঙ্কর গৌতমকে লইয়া মন্দিরের আশেপাশের দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া আতা ও কলা কিনিয়া খাইতে খাইতে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল ততক্ষণ।

বারো শ' সিঁড়ি ভাঙিয়া শিখরে উঠিয়া নীচের দিকে চাহিয়া গৌতম দেখিল মন্দির ও ঘরবাড়ীগুলি একটি শুষ্ক বড় পুকুর বা হ্রদের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া দেখায়, সমতলভূমির আকার কতকটা বড় বাটির মত। চোখ ফিরাইলে সীমাহীন নীল আকাশ একেবারে নিকটে বলিয়া মনে হয়। একখণ্ড হাল্কা মেঘ ছায়া বিস্তার করিয়াছিল মাথার উপরে। দূরে সাগরের নীল জলরাশি চোখে পড়ে।

পাহাড়ের চূড়া হইতে সাগর দর্শনের সৌভাগ্য গৌতমের ইহার আগে হয় নাই।

কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মঞ্জরী ও শঙ্কর গৌতমের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। গৌতম তাহার দিকে চাহিতে মঞ্জরী বলিল, এমন চুপ করে গেলেন কেন আপনি? খুব চমৎকার দৃশ্য, তাই না?

চমৎকার, গৌতম বলিল, কি গ্রাণ্ড!

গৌতমের মুখে শঙ্করের কি গ্রাণ্ড বুলি শুনিয়া মঞ্জরী হাসিল।

শঙ্কর। দেখুন ষ্টেশনের গাড়ীগুলো কেমন বাচ্চাদের খেলবার গাড়ীর মত দেখাচ্ছে।

মাটিতে বসিল গৌতম, বলিল, সুইট হার্ট, একখানা গান বা আবৃত্তি হোক নামবার আগে।

গৌতমের পাশে বসিল মঞ্জরী, বলিল, সবটা মনে নাই, যতটা মনে আছে বলছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

সাগরের দিকে চাহিয়া চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করিল:

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি সদা শঙ্কা, সদা আশা
সদা আন্দোলন, তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্রমন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশিদিশি—

... ...

স্নিগ্ধ মাতৃপাণি

চিন্তাতপ্ত ভালে তার বার বার হানি

সর্বাঙ্গে সহস্রবার দিয়া তারে চুমা

বলে তারে শান্তি ! শান্তি ! বলে তারে

ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা ।

গৌতমের গায়ে ঠেস দিয়ে মঞ্জরী যেন ঘুমাইয়া পড়িল ।

দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল বালিকা। সস্নেহে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল গৌতম, বাতাসে যে অলকগুচ্ছ কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা সরাইয়া দিয়া ডাকিল, মঞ্জু!

চোখ না খুলিয়া মঞ্জরী উত্তর দিল, উঁ। তারপর বলিল, বড় টায়ার্ড লাগছে, নড়বেন না।

মিনিট দুই তিন পরে সোজা হইয়া বসিল মঞ্জরী। অর্ধনিমীলিত নয়নে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, দিদি দেখতে পেল না এই চমৎকার দৃশ্য, ঠকে গেল, না ?

মঞ্জরীর প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল গৌতম, উত্তর দিল না।

আতা ও কলা হজম হইয়া গিয়াছিল শঙ্করের, সে বলিল, ক'খানা কেক, স্যাণ্ডুইচ নিয়ে এলে কি গ্রাণ্ড হত না রে ছোড়দি ? এখানে বসে বসে খাওয়া যেত।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম। বলিল, চলো সুইট হার্ট, নীচে যাওয়া যাক। জায়াপ্লানের ক্ষিদে পেয়েছে এ হজমী হাওয়ায়।

'হজমী হাওয়া,' হাসিয়া উঠিল শঙ্কর, কি গ্রাণ্ড কথা বললেন। মুখস্ত করে রাখ ছোড়দি।

তুমি রাখো, হাসিয়া জবাব দিল ছোড়দি, চলুন তবে।

নীচে নামিয়া মঞ্জরী ছুটিয়া গেল যেখানে বসিয়া গোপা ছবি আঁকিতেছিল, বলিল, কি বাজে গোলাপের ছবি আঁকছ দিদি, ছবি আঁকবার জায়গা দেখে এলাম আমরা।

উচ্ছ্বসিত ভাষায় শিখর হইতে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা দিয়া বলিল, তুমি ঠকে গেলে দিদি।

গৌতম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ভ্যালী গার্ডেনের মত সাদা ছবি আঁকলেন বুঝি ?

গোপার আসনের পিছনে গিয়া দেখিল, শাদা নয়, তুলির কয়েকটা আঁচড় পড়িয়াছে, ছবি শেষ হয় নাই

গৌতম কি বলিতেছিল, শঙ্কর ডাকিয়া বলিল, সবাই এসো তোমরা, মা ডাকছেন।

গোপা। ঠকলাম কি? মঞ্জরী বলছে ঠকেছি।

গৌতম। এখানকার সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য দেখলেন না বলে হয়ত ঠকেছেন।

গোপা। তাহলে যাই, দেখে আসি। অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে বলে ভয় পেয়েছিলাম একটু।

ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম গুটাইতে লাগিল গোপা।

গোপার প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন মিসেস আচার্য, বলিলেন, ওদের সঙ্গে গেলি না কেন? সকলের ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে বোস।

খেয়ে কি আর অতগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে ইচ্ছা হবে? গোপা বলিল, আমি ফিরে এসে খাব মা।

মা মত দিলেন না। পিতা কোথায় ঘুরিতেছিলেন, আপীল করিবার উচ্চতর আদালত নাই। গোপা হতাশ হইল।

গৌতম একটু দূরে দাঁড়াইয়া গোপার হতাশভাব লক্ষ্য করিতেছিল।

সরস্বতী বুঝিলেন মিসেস আচার্যের আপত্তির প্রধান কারণ সম্ভবত একা মেয়েকে উপরে উঠিতে দিতে অনিচ্ছা। গৌতম এই নামিয়া আসিল, আবার অতগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিতে কষ্ট হইবে ভাবিতেছেন তিনি, গৌতম কাছে আসিয়া মিসেস আচার্যকে বলিল, কিছু খাবার দিন দু'জনের মত আমার হাতে।

গোপার দিকে চাহিয়া বলিল, চলুন, কেন ক্ষোভ রাখবেন মনে? ছবি আঁকবার সময় হবে না কিন্তু।

গৌতমের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল গোপা, হাসিমুখে বলিল, থ্যাঙ্কস্। কাগজে না এঁকে মনের মধ্যে এঁকে নেব ছবি। চলুন।

ফ্লাস্কে কফি ও কাগজের বাক্সে খাবার লইয়া ১২০০টি সিঁড়ি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল গৌতম ও গোপা।

নীরবে ৫০০টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিবার পরে একটা চওড়া চাতাল পাইয়া দাঁড়াইল গোপা, দম লইয়া বলিল, আপনাকে সত্যি কষ্ট দিলাম। একবার উঠতে গিয়ে বুঝতে পারছি দু'বার ওঠা—

গৌতমের ক্লান্তি বোধ হইতেছিল, দম লইয়া হাসিয়া বলিল, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, চলুন।

গোপা। কৃষ্ণ পাবার লোভে বুঝি আবার উঠছেন?

গৌতম। বোধ হয়। চলুন, ওপরে উঠে গল্প করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।

প্রায় একশত সিঁড়ি তখনও বাকী, গোপা হাঁপাইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, মিনিট পাঁচ বসুন, বড্ড হাঁফাচ্ছেন।

কথা আসিতেছিল না মুখে, গোপা ধাপের উপরে বসিল। মিনিট দুই বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

উপরে উঠিয়া চারিদিকে চাহিল গোপা, সব শ্রান্তি দূর হইয়া গেল নিমেষে। কিছুক্ষণ সাগরের দিকে চাহিয়া বলিল, অপূর্ব!

একখানা পাথরের উপরে বসিল সে সাগরের দিকে মুখ করিয়া।

খাবারের কাগজের ব্যাগ ও ফ্লাস্কটি গোপার কাছে রাখিল গৌতম, তারপর একটু সরিয়া গিয়া দূর সাগরের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাহাড়ের মাথায় তাহারা ছাড়া আর কোন তীর্থযাত্রী নাই। গোপার দৃষ্টি নীচের দৃশ্য, দূরে নীল সাগরের দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে বার বার ফিরিয়া আসিতেছিল অদূরে দণ্ডায়মান নির্বাক গৌতমের দিকে। মুখের একাংশ মাত্র দেখা যাইতেছিল। বাতাসে গায়ে তসরের পাঞ্জাবী উড়িতেছে, কোঁচার প্রান্ত পকেটে গোঁজা, শাদা পাথরের তৈয়ারী মূর্তির মত স্তব্ধ, উদাসীনভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কি ভাবিতেছেন ভদ্রলোক এমন করিয়া গোপার মনে প্রশ্ন জাগিল। এতগুলি সিঁড়ি তাহার জন্য ভাঙিলেন ভদ্রলোক, শিখরে পৌছাইয়া দিয়া তফাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কি ইহার রহস্য? দাঁড়াইবার ঐ উদাসীন ভঙ্গীর অর্থই বা কি? হঠাৎ গোপার মনে হইল এই নির্জন পর্বতশিখরে সে সত্যই যেন একা রহিয়াছে। একটু শিহরিয়া উঠিল তাহার দেহ।

বলিল, শুনুন। ধরে এনেছি বলে রাগ করেছেন নাকি?

ডাক শুনিয়া কাছে আসিল গৌতম। গোপার প্রস্তরাসনের কাছে মাটিতে বসিল, হাসিয়া বলিল, ক্ষিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে, কি আছে বের করুন দেখি।

এখুনি দিচ্ছি, গোপা বলিল।

কাগজের ব্যাগ হইতে একটি স্যাণ্ডউইচ গৌতমের হাতে দিয়া বলিল, কি ভাবছিলেন অমন করে দাঁড়িয়ে? মনে হল রাগ করে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

রাগ করে? গোপার মুখের উপর দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল গৌতম, বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আপনার মাথায় আসে দেখছি। আপনার স্যাণ্ডউইচ কই?

আপনি খেয়ে নিন, আমি খাব এখন, গোপা বলিল।

গৌতম। সে হয় না; একসঙ্গে খাওয়া চলুক। একটা স্যাণ্ডউইচ পেটে গেলে মনের পরিবর্তন ঘটবে দেখবেন।

একটা স্যাণ্ডউইচ হাতে লইয়া হাসিয়া গোপা বলিল, এখানে উঠে অবধি একটা কথাও বলেননি। পরিবর্তন দরকার আপনার মানসিক অবস্থার।

মৃদু হাসিয়া গৌতম বলিল, কি কথা শুনতে চান বলুন। সিংহাচলমের শিখর থেকে চারিদিকে যে অপূর্ব দৃশ্য দেখছি তার কথা এক দফা হয়ে গিয়েছে আগে। শিখরে বসে কাছে যা দেখছি তার স্তুতি আরম্ভ করব কি?

হাতের স্যাণ্ডউইচটা গৌতমের দিকে আগাইয়া গোপা হাসিয়া বলিল, এটা খেয়ে নিন আগে, তারপর শুরু করবেন।

ওটা আপনি খান, আর থাকে তো দেবেন পরে।

তারপর বলিল, ভেবেছিলাম স্তুতি শুনে শুনে অরুচি হয়েছে আপনার, তাই ইতস্তত করছিলাম।

গোপা। মেলাই স্তুতি শুনেছি এ ধারণা হল কেন?

হাসিয়া গৌতম বলিল, এই ধারণাটুকু করতে পারব না এ বয়সে এতটা নিরেট রয়েছি ভাবছেন নাকি?

মুখের স্যাণ্ডউইচ গলাধঃকরণ করতে গিয়া বিষম খাইবার মত মুখের চেহারা হইল গোপার হাসি চাপিবার চেষ্টায়।

তাহার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, একটু কফি খান। অনেক স্তুতি শুনেছেন আপনি ধারণা করবার কারণ শুনলে কি অবস্থা হবে আপনার তার আভাস পেলেন তো? নাই বা শুনলেন।

নীরবে স্মিতমুখে আরেকটা স্যাণ্ডউইচ গৌতমের হাতে দিল গোপা।

যথেষ্ট খাবার ছিল দুইজনের জন্য। উভয়ে খাইতে লাগিল, কথাবার্তাও চলিল। একখানা কেকের অর্ধাংশ শেষ করিয়া গৌতম বলিল, সত্যি অপূর্ব!

হঠাৎ এই মন্তব্য শুনিয়া হাসিমুখে গৌতমের মুখের প্রতি চাহিল গোপা।

প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি আপনার দৃষ্টিতে, গৌতম বলিল, কি সত্যি অপূর্ব জানতে চাইছেন মনে হচ্ছে। আপনি তো ছবি আঁকেন, ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড ও ফোরগ্রাউণ্ড, কোনটা বেশী ইম্পর্টান্ট?

মতভেদ থাকতে পারে এ সম্বন্ধে, একটু ভাবিয়া আড়চোখে গৌতমের দিকে চাহিয়া গোপা উত্তর দিল।

গৌতম। হয়ত পারে। যদি বলি আমার মন্তব্য সিংহাচলমশিখরের চিত্রের ফোরগ্রাউণ্ড সম্বন্ধে প্রযোজ্য—

গোপা তাহা বুঝিয়াছিল। পাথরের মূর্তির মুখে বাণী ফুটিয়াছে এতক্ষণে। একটু রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা গেল তাহার দুই গালে।

গোপার ঈষৎ আরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া গৌতম বলিল, কফি খাবার সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় বলুন তো।

ফ্লাস্কের গেলাসের মত ঢাকনিতে কফি ঢালিয়া গৌতমের সম্মুখে ধরিল গোপা, বলিল, সমস্যা সহজে সমাধান হল।

আপনি ?

আপনি খেয়ে নিন তো, আমার উপায়ও করব।

খাওয়া শেষ হইল, কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল তারপর। একটি সিগারেট হাতে লইয়া গৌতম উঠিতেছিল, গোপা বলিল, উঠছেন যে ?

গৌতম। সিগারেটের ধোঁয়া আপনার সহ্য না হতে পারে তাই উঠছি।

গোপা। বসুন, উঠতে হবে না।

অন্য দুই চারিটা কথার পরে গোপা বলিল, আপনার মাসীমার কাছে অনেক গল্প শুনলাম আপনার সম্বন্ধে।

গৌতম। আমার গল্প কি আর শুনবেন ? আমি একটি অনাথ বালক।

অনাথ বালক ? গোপা হাসিল, কথাটার মানে ?

গৌতম। মানে থাক এখন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে গৌতম বলিল, এবার নামা যাক।

একটু পরে উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া গোপা বলিল, এখুনি নামবেন ? আর ভাল লাগছে না বুঝি ?

গোপার মনোভাব বুঝিয়া গৌতম আবার বসিতেছিল, তাহার চোখে পড়িল একটি শুয়ো পোকা গোপার বাম বাহু বাহিয়া কাঁধের দিকে উঠিতেছে। বোধহয় পথ-পার্শ্বের কোন আগাছা হইতে তাহার গায়ে উঠিয়াছে। শিখরে উঠিবার কতকগুলি ভাঙ্গা ধাপের মধ্যে আগাছা জন্মিয়াছে, ধাপের দুই প্রান্তেও আগাছার জঙ্গল।

গোপা আবার বলিল, এখুনি যাবেন ?

গৌতম। একটা পোকা আপনার কাঁধে উঠছে, ফেলে দিন।

ত্রস্তস্বরে গোপা বলিল কি পোকা ? আমি দেখতে পাচ্ছি না।

পোকাটি তখন কাঁধ বাহিয়া নামিতেছিল। তাহার উপরে চোখ পড়িতে এক

লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল গোপা। বলিল, ওরে বাবা, শুঁয়ো পোকা যে! ফেলে দিন, ফেলে দিন।

শিহরিয়া উঠিল সে।

শুঁয়ো পোকা দেখিয়া গোপাকে এত ভয় পাইতে দেখিয়া হাসি পাইল গৌতমের। পকেট হইতে রুমাল লইয়া আঙুলে জড়াইল, পোকাটিকে আলগোছে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল।

কুণ্ডলী পাকাইয়া পোকা গোপার পায়ের উপরে পড়িল। লাফাইয়া দুই পা সরিতে গিয়া গৌতমের দেহের সঙ্গে ধাক্কা লাগিল।

সরিয়া দাঁড়াইয়া গৌতম বলিল, একটা শুঁয়ো পোকা গায়ে উঠতে এমন কাণ্ড করলেন, অথচ আপনাকে দেখে মনে হয়—

গোপা। অতগুলো পা-ওয়ালা পোকাকে গুড়গুড়িয়ে চলতে দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাকে দেখে মনে হয়, কি বলছিলেন?

হাসিতেছিল গৌতম গোপার দিকে চাহিয়া। বলিল, একটা কথা মনে পড়ল, কাব্যিক কথা। ভরসা দেন তো বলে ফেলি।

গোপা। ভরসা দিলাম।

গৌতম। শুঁয়ো পোকা না হয়ে ভ্রমর হলে—

সবিস্ময়ে গৌতমের দিকে চাহিয়া গোপা বলিল, কি হত ভ্রমর হলে?

গৌতম। দুর্বিনীত ভ্রমরের হাত থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর বলে কণ্বমুনির আশ্রমের একটি বালিকা—

হাসিয়া গোপা বলিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি ফিজিক্সের ডাক্তার, বটানীর কিছু জ্ঞান আছে জানি। এত গভীর কাব্যরসও রয়েছে আপনার মধ্যে জানতাম না। শুঁয়ো পোকা আমার গায়ে উঠতে দেখে কালিদাসের কাব্যের কথা মনে পড়ে গেল?

মনে মনে বলিল, রাজা দুষ্মন্তের পার্ট প্লে করতে চাও? তা করা খানিকটা হল বইকি।

গম্ভীর স্বরে গৌতম বলিল, কাব্যরস সকল মানুষের মধ্যেই থাকে মিস আচার্য, তবে তার প্রকাশ পাওয়া নির্ভর করে স্থান, কাল, পাত্রের উপরে।

গোপা। দাঁড়ান, একটু ভেবে নিই। স্থান, কাল, পাত্র? স্থান নয়নাভিরাম সিংহাচলম পর্বতের শিখরদেশ, কাল, আসন্ন অপরাহ্নের স্নিগ্ধতার প্রসার, পাত্র,—না ভাষা যোগাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পুরোপুরি রস প্রকাশ হতে পারছে না কণ্বমুনির আশ্রমবালিকার কাছাকাছি কাউকে হাতের কাছে না পাওয়াতে। কি বলেন?

হাসিয়া গৌতম বলিল, ঠিক হল না, বরং বলুন কাব্যধর্মী ভ্রমরের জায়গায় গুবরে পোকার আবির্ভাব ঘটাতে।

গোপা মুখ তুলিয়া চাহিল গৌতমের প্রতি।

মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া গৌতম একটু আনমনাভাবে বলিল, অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হবে, চলুন নামা যাক।

গোপা। চলুন।

গৌতম। দেখুন, অত আগাছা ঘেঁষে চলবেন না, এবার হয়ত গুবরে পোকা উঠবে গায়ে।

গোপা। গুবরে পোকা? কখনো দেখিনি। কামড়ায়?

হাসিয়া গৌতম বলিল, না, যেখানে বসে আটকে লেগে থাকে।

গোপা। more সাংঘাতিক। বসতে দেবেন না আমার গায়ে, রুখবেন যে ভাবে পারেন।

হাসিয়া গৌতম বলিল, গুরু দায়িত্বভার দিচ্ছেন।

কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে গোপা বলিল, তা দিচ্ছি।

নামিতে গিয়া হঠাৎ গতিবেগ বাড়াইল গোপা।

তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া মাথা বাহির করা একখানা পাথরে জুতার ঠোক্কর লাগিয়া পড়িয়া যাইতেছিল সে, হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিল গৌতম। মৃদু হাসিয়া বলিল, পাহাড়ে পথে তাড়াতাড়ি চলতে গেলে বিপদ ঘটে।

জুতা ছিটকাইয়া গিয়াছিল। পিছন ফিরিয়া জুতা পায়ে গলাইয়া একটু দাঁড়াইল গোপা, মনে হইল একখানি সবল বাহুর স্পর্শ তখনও সে অনুভব করিতেছে দেহে। নিজের মনে বলিল, দু'বার হল।

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থ্যাঙ্কস, চলুন এবার।

সিঁড়ি ভাঙা সুরু হইল।

পাশাপাশি সিঁড়িতে নামিতে নামিতে গৌতম বলিল, কিছু মনে না করেন যদি একটা কথা বলব।

গোপা। বলুন।

গৌতম। যদি কুরুবকশাখা এবং মাটি থেকে মাথা-বের-করা পাথরের মধ্যে তুলনা চলত—

একটু লাল হইল গোপার দুই কর্ণমূল। মুখ ফিরাইয়া বলিল, চললে কি করতেন?

গৌতম। নাঃ, করব আর কি, হয়ত বুঝতাম কিছু।

গোপা। কি বুঝতেন?

গৌতম। তাও তো বটে, কি আর বুঝতাম? আচ্ছা, সাবধানে চলুন এবার।

গোপা। অসাবধান যদি হই সতর্ক প্রহরী তো রয়েছে সঙ্গে।

গৌতমের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল গোপা। নিজের মনে বলিল রাজা দুষ্মন্তের মত দু'বার chance, and better chance পেয়েছ তুমি, আপশোষ কেন? প্রকাশ্যে বলিল, দেখছি কন্বমুনির আশ্রম-বালিকার কথা মনে করে কিছু আক্ষেপ রয়েছে আপনার মনে। কবিগুরুর একটা কবিতা পড়েছেন?

গৌতম। কোন কবিতা?

গোপা। শুনুন তবে—

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্ত্যলোকে,
মন্দ তাঁরা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্যদেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ—

মুখ লাল করিয়া গোপা হঠাৎ থামিল।

গৌতম মৃদু হাসিতেছিল আবৃত্তি শুনিয়া। তাহার দিকে চাহিয়া গোপা প্রশ্ন করিল, বুঝেছেন কবিগুরুর বাণী?

তেমনি হাসিতে হাসিতে গৌতম বলিল, প্রায়। তারপর বলিল, এবার স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করি চলুন।

মৃদু কণ্ঠে গোপা বলিল, চলুন।

নীচে নামিয়া আসিলে ডাঃ আচার্য বলিলেন, ওপর থেকে দৃশ্য খুব চমৎকার, নয় কি? কয়েক বছর আগে একবার উঠেছিলাম, এ বয়সে আর অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে সাহস হল না।

গোপা। খুব সুন্দর দৃশ্য বাবা। নামবার জন্য উনি তাড়া দিচ্ছিলেন—

মঞ্জরী। তোমার জন্ত কষ্ট করে উনি দু'বার অতগুলো সিঁড়ি ভাঙলেন তা বুঝি ভুলে গেলে?

গৌতম। থ্যাঙ্কস মঞ্জরী।

গোপা। থ্যাঙ্কস গোপা। আমি যেতে না চাইলে দু'বার ঐ সুন্দর দৃশ্ত দেখা হত না ওঁর।

সকলে হাসিয়া উঠিল গোপার কথায়।

॥ চার ॥

আগামী পরশু সরস্বতী ও গৌতম ওয়ালটেয়ার ছাড়িবে স্থির হইয়াছে।

তীর্থ সারিয়া ফিরিবার পথে উভয়কে মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে উঠিবার অনুরোধ জানাইলেন ডাঃ আচার্য। গৌতম জানাইল সম্ভব হইলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে।

আলাপের গোড়া হইতে আচার্য দম্পতির খুব ভাল লাগিয়াছিল গৌতমকে, নিজেদের এই ভাল লাগা এবং বড় মেয়ের হাবভাব দেখিয়া মিসেস আচার্যের মনে নূতন যে অভিলাষ জন্মিয়াছিল স্বামীর কাছে তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া তেমন উৎসাহ পাইলেন না।

ডাঃ আচার্য বলিলেন, জমিদার ঘরের একমাত্র এমন রূপবান, গুণবান, বিদ্বান ছেলে, এতদিন বিয়ে হয়নি কেন জানি না। অবশ্ত পিতামাতার অকাল মৃত্যুর জন্ত হতে পারে, অন্ত কোন কারণও থাকতে পারে। আমাদের পক্ষে প্রকৃত ব্যাপার জানা কঠিন। তবে এ ক'দিন গৌতম ও তার মাসীমার সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছি মানুষ ওঁরা খাঁটি, বিশ্বস্ত। গোপার বিয়ের সম্বন্ধে আমার মনোভাব জানো তুমি। ওর মন যেখানে আবদ্ধ হবে সেখানে ছাড়া বিয়ে করবার কথা গোপাকে বলতে পারব না আমি। ওর বিচার বিবেচনার ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে। এমন মেয়ে, খালি রূপে নয়, লাখে একটি দেখা যায় না।

স্বামীর কথা শুনিয়া মিসেস আচার্য একটু হাসিলেন। মেয়ের মনের খবর কিছু অনুমান করিয়াছিলেন তিনি, খটকা ছিল গৌতমের সম্বন্ধে। এই খটকা দূর করিবার অভিপ্রায়ে সেদিন রাত্রে গৌতমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া সরস্বতীর কাছে কথাটা পাড়িলেন তিনি।

বলিলেন, এমন ছেলে পড়তে পায় না দেশে, এতদিন বিয়ে দেননি কেন আপনারা ?

সরস্বতী। ওর বাবা বেঁচে থাকলে বিয়ে হয়ে যেত এতদিন। গৌতম অন্য ব্যাপারে খুব বাধ্য হলেও বিয়ের কথা যা বলি কানে তোলে না। কি ওর মনের ভাব জানিনে। হয়ত কোথাও মন আবদ্ধ হচ্ছে না—

মিসেস আচার্য। মেয়েদের সঙ্গে বেশ মিশতে পারে গৌতম। মঞ্জরী তো ওকে পেয়ে বসেছে।

আরও কিছু বলিতে গিয়া থামিলেন কি ভাবিয়া।

সরস্বতী। ওয়ালটেয়ারে এসে এটা নূতন দেখছি ওর মধ্যে, এর আগে দেখিনি। স্বভাবে ও খুব ঠাণ্ডা, চুপচাপ, বাবা মারা যাবার পরে আরও চুপচাপ হয়েছে। অবশ্য বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই কলকাতায়, সবাই খুব ভালবাসেন। মানুষ একেবারে খাঁটি কি না। বাবা মারা যাবার পরপর আমার মা, দাদা, ওর বড় বোনের মৃত্যু হওয়াতে, দেশের মধ্যে গণ্ডগোলের দরুণ মনে খুব আঘাত পেয়ে শুকিয়ে উঠছিল দিন দিন, বিয়ের কথা ভরসা করে তুলতেই পারা যায়নি ওর কাছে। মন খুব খারাপ হয়েছিল, শরীরও খারাপ যাচ্ছিল, বন্ধুবান্ধবের কথায় আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পুরীতে এতটা দেখিনি, ওয়ালটেয়ারে এসে দেখছি দেহ মন দুইই ভাল হচ্ছে। আরো ক'দিন এখানে থাকব ভেবেছিলাম। গৌতম রাজি নয়, বলে আপনাকে তীর্থ দেখাতে নিয়ে বেরিয়েছি, এক জায়গায় বসে থাকলে চলবে কেন ?

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মিসেস আচার্য সাবধানে আসল কথাটি পাড়িলেন। বলিলেন, বেড়াতে এসে হঠাৎ দেখা হল আপনাদের সঙ্গে, আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না। তাই ভাবছিলাম গোপাকে যদি মনে ধরত গৌতমের—

সরস্বতী। মনে ধরবার মত যোগ্য মেয়ে গোপা।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া আবার বলিলেন, একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। মাদ্রাজে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে স্বীকার করেছে গৌতম, এটা শুভ লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে আমার। এর বেশী কিছু বলতে ভরসা করি না এখন।

আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গৌতম আসিতে ডাঃ আচার্য তাহার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় এমনভাবে মাতিয়া গেলেন যে মিসেস আচার্য গৌতমের আপ্যায়নের জন্য যে বিশেষ কর্মসূচী রচনা করিয়াছিলেন তাহা কার্যকর করিবার অবসর না পাইয়া স্বামীর উপর বিরক্ত হইলেন। এই বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়া গোপা নিজের মনে হাসিল। অতিরিক্ত আপ্যায়নে গৌতম অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করে সে দেখিয়াছে। ভাবিল, এ ভালই হইল। গৌতমকে বার বার চা ও আজ আহারের নিমন্ত্রণ মাতার কোন অভিপ্রায়সিদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা, বিলক্ষণ বুঝেছিল সে। গৌতমকে দেখিবার, বুঝিবার জন্য এই ব্যবস্থা তাহার পক্ষে অনুকূল হইলেও মাতার অতিরিক্ত ব্যগ্রতায় কৌতুক বোধ করিতে বাধিত না তাহার। মাতার বিরক্তি-কুটিল মুখের দিকে একবার চাহিয়া হাসি গোপন করিয়া পিতার পাশে আসন গ্রহণ করিয়া আলোচনা শুনিতে লাগিল গোপা। কন্যাকে কাছে পাইয়া ডাঃ আচার্যের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল।

আহার্য প্রস্তুত, আলোচনা শেষ হয় না। স্বামীর বুদ্ধির অভাবের জন্য মিসেস আচার্যের বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। মঞ্জরীকে তাগিদ দিলেন তিনি, মঞ্জরী দিদির কানে কানে কি বলিল। উঠিয়া দাঁড়াইল গোপা, বলিল, বাবা, খাবার ঘরে চলো, ওঁদের দেরি হচ্ছে মা বলে পাঠালেন।

গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিল, হাত মুখ ধোবেন কি? আসুন।

গৌতম উঠিয়া গোপার অনুসরণ করিল।

খাবার টেবিলে গোপা ও মঞ্জরী গৌতমের দুই পাশে বসিল গৃহকর্ত্রীর নির্দেশে। মঞ্জরী আড়চোখে দিদির দিকে একবার চাহিল মুখে দুষ্টুমির হাসি লইয়া। খুব সাজিয়াছে দিদি আজ, খোঁপায় বড় একটা লাল গোলাপ পরিয়াছে। টেবিলে বসিয়া একবার হাত দিয়া দেখিল ফুলটি ঠিক আছে কিনা। শঙ্কর বসিয়াছিল মঞ্জরীর পাশে। ছোড়দিদির কানে কানে বলিল, কি গ্রাণ্ড দেখাচ্ছে বড়দিকে, তাই না রে! সকৌতুক হাসি চাপিয়া ভ্রাতার কানের কাছে মুখ লইয়া মঞ্জরী বলিল, চুপ। ছেলের দিকে চাহিয়া মিসেস আচার্য ধমকাইলেন, কি হচ্ছে, খেতে আরম্ভ করো শঙ্কর।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গৌতম বিদায় লইবার সময়ে গোপা তাহার সঙ্গে বাগানের ফটক পর্যন্ত আসিল। বাহিরের আলো জ্বালাইয়া দিয়াছিল মঞ্জরী।

গৌতম বলিল, পরশু আমরা তীর্থদর্শনে বেরুচ্ছি, হাতে সময় থাকলে মাদ্রাজে দেখা হবে।

গোপা। দু'তিন দিন মাদ্রাজ শহর দেখবার মত সময় হাতে রাখতে হবে। তারপর বলিল, আপনি এখনই বিদায় নিচ্ছেন নাকি? ভেবেছিলাম কাল সকালে সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখতে যাব—

খোঁপার বড় গাঢ় লাল গোলাপটি গোপার হাতে নামিয়া আসিয়াছিল কখন। গৌতম হাত পাতিল, বলিল, ওটিকে স্থানচ্যুত করেছেন যখন হস্তান্তর করতে আপত্তি না থাকলে—

ফুলটি হাতে লইয়াছিল গোপা গৌতমকে দিবার জন্ত। কিভাবে দিবে তাহাই ভাবিতেছিল, গৌতমের প্রার্থনায় ব্যাপার সহজ হইয়া গেল। মধুর হাসিয়া বলিল, নিন।

গোলাপটি হাতে লইয়া গৌতম বলিল, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কাল সকালে কোথায় যেতে চান ?

গোপা। কোথায় ? আচ্ছা, বেঙ্কটস্বামীর মন্দিরে।

গৌতম। এসে নিয়ে যাব আমি ?

মাথা নাড়িয়া গোপা বলিল, উঁহু, হঠাৎ দেখা হবে।

হাসিয়া গৌতম বলিল, তাই হবে। নমস্কার—

বাধা দিয়া গোপা বলিল, নমস্কার থাক্, বলুন এবার আসি।

গোপার মুখের দিকে চাহিয়া গৌতম মৃদু কণ্ঠে বলিল, এবার আসি।

রাস্তায় নামিয়া গোলাপ ফুলটি নাকের কাছে একবার ধরিল গৌতম, তারপর হাঁটিতে লাগিল। গোপার মুখের 'বলুন এবার আসি' কথাটি সুমিষ্ট গানের কলির মত কিছুক্ষণ ধরিয়া গুঞ্জরিত হইতে লাগিল তাহার কানে।

পরদিন সকালে, আঁধার তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, গৌতম ছত্র হইতে বাহির হইল। রাস্তায় পা দিয়া অনুভব করিল কোন এক প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতেছে সে, বাধা দিবার বিন্দুমাত্র উত্তম অবশিষ্ট নাই মনে। আরও অনুভব করিল অনেক কাল, বোধহয় কৈশোরের পরে, দেহ ও মনের এমন স্বাচ্ছন্দ্য আর বোধ করে নাই সে। মুক্ত বাতাসে বার বার নিশ্বাস লইয়া মনে হইল শুধু তাহার মনের ভার নয় পৃথিবীর অপরিসীম দুঃখের ভারও অপ্রত্যাশিতভাবে হালকা হইয়া গিয়াছে।

হাঁটিতে হাঁটিতে পোর্টঅফিস ঘাটে পৌছিয়া বসিয়া রহিল কিছুক্ষণ সেখানে। তারপর বেঙ্কটস্বামীর মন্দিরের দিকে চলিল। টিলার উপরে উঠিয়া মন্দিরের পিছনে একটা জায়গা পছন্দ করিয়া বসিল। মনে পড়িল প্রথমদিন মন্দির দর্শনে আসিয়া এই জায়গাটিতে বসিয়াছিল সে। সিগারেট বাহির করিল, সেটি না ধরাইয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া রহিল সম্মুখের দিকে, কি ভাবিতে লাগিল। সূর্য এখনও দেখা দেন নাই পৃথিবীর আকাশে। তাহার মনের আকাশ আলোয় আলোয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল কি করিয়া ?

ক্রমে সূর্যোদয়ের সময় হইল। আকাশের গায়ে, সাগরের জলে লাল ছটা বিকীর্ণ হইল। দিগন্তের আড়াল হইতে কৌতূহলী দৃষ্টি পৌছিতেছে ধীরে ধীরে, পরমুহূর্তে পূর্ব আকাশে জলিয়া উঠিল, সাগরের জলও জলিয়া উঠিল।

পিছনে শব্দ হইল, কি গ্রাও! তখনই শব্দ থামিয়া গেল।

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল শঙ্কর দাঁড়াইয়া, তাহার মুখের উপর বড়দির হাত।

প্রভাত আলোকের আভায় দীপ্ত গৌতমের মুখ আরও উজ্জ্বল হইল গোপাকে দেখিয়া। হাসিয়া বলিল, সুপ্রভাত! এমনি একটি আবির্ভাবের প্রত্যাশা করছিলাম এই সময়টিতে। বসুন।

শুনিয়া গোপার চোখমুখ ঝলমলিয়া উঠিল। গৌতমের পাশে বসিল সে।

গৌতম। কি বার্তা এল এই উজ্জ্বল, মধুর প্রভাতে?

মাটিতে গৌতমের ম্যাচ-বাক্স পড়িয়াছিল। একটি কাঠি বাহির করিয়া জ্বালাইয়া গোপা ছুঁড়িয়া দিল সম্মুখের দিকে। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, বার্তা? শুনুন তাহলে,

"কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে।
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।"

সুন্দর আবৃত্তি আপনার, গৌতম বলিল, তারপর?

তারপর? মৃদু হাসি-রঞ্জিত চকিত দৃষ্টিতে গৌতমের প্রতি চাহিয়া গোপা বলিয়া চলিল,

কারে চাও, কোথা যাবে তুমি?
শোন বলি গোপন কথা।
দক্ষিণ পবন দ্বারে দিয়ে মুখ
বলি গেল এই বারতা—

একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইল গোপা, আবার সকৌতুক আড়দৃষ্টিতে গৌতমের প্রতি চাহিয়া বলিল,

সাগরের তটে যাও ত্বরা করি,
আকুল ধেয়ানে তোমারেই স্মরি,
ক্ষণে ক্ষণে যেথা দেখে হাতঘড়ি,
নবীন আলোতে ঝলমল জল
নবীন আলোতে সেও ঝলমল—

রাঙাইয়া উঠিল গোপার মুখ, হঠাৎ থামিয়া দুই হাঁটুর উপরে মুখ লুকাইল।

গোপার দিকে চাহিয়া তাহার আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে গৌতমের দুই চোখে আবেশ নামিতেছিল, সে ভাবিতেছিল এ তো শুধু কবিতা আবৃত্তি নয়।

গোপা থামিতে আবিষ্টভাব কাটাইবার জন্য সিগারেট ধরাইতেছিল গৌতম, ঈষৎ হাসিয়া কি বলিতেছিল, দুই হাঁটুর উপরে তেমনি মাথা রাখিয়া সঙ্গীত গুঞ্জনে বলিয়া চলিল গোপা—

না জানি কেমনে কতদিন পরে,
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ!
কত কথা আছে কত গান আছে
হৃদয় ভরিয়া মোর।
ভাবিয়াছি মনে নিভৃতে নির্জনে
শোনাব তাহারি সুর।
ঐ শোন সুর সাগরের গানে,
সে ডাকে যেন,
ডাকে যেন,
কি বলিতে ডাকে যেন…

মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া সঙ্গীতগুঞ্জন থামিল। মাথা তুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে চাহিয়া আবার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিল গোপা।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের গান গোপার কণ্ঠ আশ্রয় করিয়া গৌতমের কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিয়াছিল মনে হইল। রৌদ্রে ঝলমল নীল সাগরের দিকে চাহিল সে একবার, হাতের না-ধরানো সিগারেট ফেলিয়া দিল। গোপার মাথার চুলে মৃদু স্পর্শ করিয়া বলিল, কারা বেড়াতে বেড়াতে এদিকটাতে আসছে দেখুন।

মাথা তুলিল গোপা, সেই স্পর্শ পাইয়া, গৌতমের মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক মৃদু হাসির সঙ্গে বলিল, বার্তা শুনলেন?

শঙ্কর মুগ্ধচিত্তে বড়দির আবৃত্তি শুনিতেছিল। গৌতম উত্তর দিবার আগে মন্তব্য করিল, এলোমেলো করে রিসাইট করলে বড়দি, গ্রাণ্ড শোনাচ্ছিল কিন্তু।

গোপা বলিল, বার্তা পৌঁছে দিলাম, বাড়ী যাই এবার।

গৌতম। এখনই বাড়ী যায় না, বসুন। আমার ফেভারিট দোকানে এক গ্লাস করে কফি খাবার প্রস্তাব করছি। আপনার আপত্তি আছে কি? আয়াপ্পান, তোমার?

আয়াপ্পান রাজি, শঙ্কর বলিল।

গোপার চোখ মুখ জ্বলিতেছিল, মাথা নাড়িয়া জানাইল আপত্তি নাই। উঠিয়া দাঁড়াইল সে।

তাহার দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, কাপড়ে ধুলোবালি লাগিয়েছেন কিছু, দাঁড়ান, ঝেড়ে দিই।

শঙ্কর আগাইয়া গেল, বলিল, বেঙ্কটস্বামীকে প্রণাম করে আসছি, একটু দাঁড়াও বড়দি।

হাসিয়া গোপা বলিল, দেখুন পোকা টোকা নাই তো? গুবরে পোকা যা বসলে উঠতে চায় না।

মুখখানির চেহারা করেছেন দুষ্ট মেয়ের মত, গোপার দীপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া গৌতম বলিল।

গোপার দুই গালের সুগৌর ত্বকের নীচে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা গেল। মুচকিয়া হাসিয়া সে বলিল, খালি দুষ্ট? ভাল করে চেয়ে দেখুন তো।

দেখছি, বলিয়া তাহার প্রতি আবার চাহিল গৌতম। চোখ নামাইল গোপা, গৌতমের দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টি তাহার প্রতি আবদ্ধ দেখিয়া। তাহার সারা মুখে কে যেন সিঁদুর মাখাইয়া দিয়াছে মনে হইল।

শঙ্কর ফিরিতেছে দেখা গেল।

গৌতম বলিল, চলুন। গোপার দিক হইতে সে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না। নিম্নস্বরে বলিল, আপনার চোখ মুখ জ্বলছে, একটু sober হয়ে বাড়ী যাবেন।

ছোট মেয়ের মত মাথা ঝাঁকাইয়া গোপা বলিল, না, I shall ride on the winds.

হাসিয়া গৌতম বলিল, তথাস্তু।

হাত দিয়া বাম দিকের পথ দেখাইয়া বলিল, ওদিকটা নয়, এদিকে আমার কফির দোকান।

গৌতমের ফেভারিট কফির দোকানে লোহার চেয়ারে বসিয়া কাচের গেলাসে তিনজন কফি খাইল। কফি খাওয়া শেষ হইলে গৌতম বলিল, চলুন পৌছে দিই কিছুদুর।

ডাঃ আচার্যের গৃহের দিকে চলিতে লাগিল তিনজন।

বাকী পথ শঙ্কর একাই কথা বলিয়া চলিল। মাদ্রাজে যে নামকরা তীর্থগুলি দেখিয়াছে সে, তাহার বর্ণনা দিতেছিল। গোপা নীরবে পথ চলিতেছিল। বার বার তাহার দিকে চাহিতেছিল গৌতম, কেমন যেন গম্ভীর হইয়াছে তাহার মুখের

চেহারা। এত হাসিখুশির পরে হঠাৎ গোপার এই ভাব পরিবর্তনে একটু বিস্মিত হইল সে। কোন ত্রুটি ঘটিয়াছে কি তাহার আচরণে?

বাড়ীর কাছে এক অন্ধ্র মালীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। ঝুড়িতে ফুল লইয়া চলিতেছিল সে। গৌতম তাহাকে দাঁড় করাইয়া ফুল দেখিল। একটি গাঢ় লাল রংয়ের গোলাপের তোড়া ও দুইটি কারনেশন ও প্যানজীর তোড়া বাছিয়া লইল। গোলাপের তোড়াটি গোপার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, বড় গম্ভীর হয়ে গেলেন হঠাৎ, এইটি নিয়ে একটু হাসুন।

তোড়াটি হাতে লইয়া গৌতমের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল গোপা।

বাকী তোড়া দুইটি শঙ্করের হাতে দিয়া বলিল, একটি আমার সুইট হার্টকে দিয়ো, একটি তোমার। আচ্ছা, এবার বাড়ী ফিরি।

গৌতম চলিতে আরম্ভ করিলে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল গোপা, তোড়াটি নাকের কাছে ধরিল, তারপর গৃহের দিকে চলিল।

বিকালে সরস্বতী ও গৌতম আচার্য-গৃহে আসিল বিদায় লইবার জন্য। তীর্থ হইতে ফিরিবার পথে মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে উঠিবার জন্য সরস্বতী ও গৌতমকে আবার অনুরোধ জানাইলেন ডাঃ ও মিসেস আচার্য।

গৌতমের মত সরস্বতীর চোখও গোপার অনুসন্ধান করিতেছিল মিসেস আচার্য বুঝিলেন, বলিলেন, দুপুর থেকে মাথা ধরে শুয়ে আছে গোপা, ডাকব তাকে?

সকালে শঙ্করকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল গোপা। মিসেস আচার্য বাড়ী ফিরিবার পর হইতে তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন। শঙ্করকে খুঁটিয়া গৌতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া এই ভাবান্তরের কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। দুপুরে স্নান করিয়া নামমাত্র কিছু খাইয়া মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শয্যা লইয়াছে, সরস্বতী ও গৌতমের আসিবার খবর পাইয়াও উঠিল না। মেয়ের এই ব্যবহারে বিরক্তির সীমা রহিল না তাঁহার। কন্যাগতপ্রাণ স্বামীর ভয়ে মেয়েকে কিছু বলিতে ভরসা পাইলেন না তিনি, মনের বিরক্তি চাপিয়া যাইতে হইল।

সরস্বতী বলিলেন, না শুয়ে থাক, বলবেন আমরা এসেছিলাম।

সুইট হার্ট মঞ্জরী গৌতমের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল সম্মুখের বাগানে, বলিল, সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসে থেকে শুয়ে রয়েছে দিদি মাথা ধরেছে বলে। আপনি এসেছেন বললাম, বলল কাল ষ্টেশনে দেখা করবে শরীর ভাল থাকলে। কি হয়েছে ওর জানি না।

মঞ্জরীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া গৌতম বলিল, তুমি যাবে তো?

মঞ্জরী। আগে বলুন মাদ্রাজে আমাদের বাড়ীতে আসবেন কিনা?

গৌতম। যাবো মঞ্জু, তবে থাকতে পারব কিনা বলতে পারছি না।

খুশী হইয়া মঞ্জরী বলিল, দিদিকে টেনে নিয়ে যাব ষ্টেশনে।

উভয়ে ঘরে ফিরিল, মিসেস আচার্য একবার ছোট মেয়ের খুশী মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।

একটু পরে উভয়ে বিদায় লইলেন।

পরদিন গৌতম ও সরস্বতী ওয়ালটেয়ার ছাড়িলেন। তিন ভাই বোন ও ডাঃ আচার্য ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন বিদায় দিতে।

ষ্টেশনে ডাঃ আচার্যের প্রশ্নের উত্তরে গৌতম স্বীকার করিল, তীর্থভ্রমণ শেষ করিয়া মাদ্রাজে তাঁহার গৃহে দুই এক দিন কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিবে। গোপা আনত দৃষ্টি তুলিয়া গৌতমের প্রতি চাহিল এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়া।

গাড়ী ছাড়িবার আগে একখানা বন্ধ করা খাম গোপার হাতে দিল গৌতম, বলিল, পড়বেন, উত্তর পরে চাইব।

মঞ্জরীকে আদর করিয়া বলিল, সুইট হার্ট, আবার দেখা হবে।

শঙ্করের হাতে তিন জনের জন্য তিন বাক্স চকলেট জমা হইল।

বাড়ী ফিরিবার পথে শঙ্কর বলিল, কি গ্রাণ্ড লোক গৌতমবাবু তাই না ছোড়দি? ওয়ালটেয়ার ভাল লাগছে না আর।

ছোড়দির মুখের ভাব তেমন প্রফুল্ল নয়, মাঝে মাঝে সে দিদির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিতেছিল।

ডাঃ আচার্য চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছেন, গৌতমবাবু মানুষ হিসাবে প্রথম শ্রেণীর, দেয়ার ইজ নো ডাউট এবাউট ইট। লেখাপড়া করেছে, চিন্তা করে, আইডিয়া আছে। এটাও বুঝলাম একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে ওর মনের মধ্যে, সিদ্ধান্তে আসতে সময় নেয়। স্টাডি করতে বললে প্রথমেই সন্দেহ হয় এ কেস অব স্পিল্‌ট পার্সোনালিটি—

পিতার পাশে চলিতে চলিতে উসখুস করিতেছিল শঙ্কর তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, হঠাৎ বলিল, আমরা কবে মাদ্রাজ ফিরব বাবা?

আঁ, কবে ফিরবে? ডাঃ আচার্য বলিলেন, আর ভাল লাগছে না বুঝি বন্ধু চলে যাওয়াতে? মোটে সাত দিন আছে, তারপর ফেরা যাবে।

বাড়ী ফিরিয়া ডাঃ আচার্য স্ত্রীকে জানাইলেন, গৌতম একখানা চিঠি দিয়াছে গোপার হাতে। বলিলেন, চিঠি নিজে থেকে গোপা পড়তে না দিলে দেখতে চেয়ো না, কি লিখেছে জিজ্ঞেস করো শুধু।

জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, গোপা নিজেই চিঠির কথা জানাইল মাতাকে, বলিল, চিঠি খুলিনি, ব্যস্ত হয়ো না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন মিসেস আচার্য, ভাবিলেন এ কালের মেয়েদের ধরণই আলাদা। অসন্তোষের স্বরে বলিলেন, কি লিখেছে জানাবার মত হলে জানিয়ো পড়া হলে।

সমস্ত দিন গৌতমের চিঠি খুলিল না গোপা, ভাবিল চিঠি খুলিবার আগে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা আবশ্যক।

গৌতমের ওয়ালটেয়ার ত্যাগের পরে গোপার মনে হইল তাহার চোখ ও মনের উপর হইতে কয়েকটি দিনের মধুর স্বপ্নের এক অবর্ণনীয় মায়াজাল ছিন্ন হইয়া গেল, যদিও হৃদয় এখনও তাহার সুমধুর আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। স্থির হইয়া সে ভাবিতে চেষ্টা করিল এই কয়েকটা দিন কি আচরণ করিয়াছে সে। শান্ত, সংযত, গম্ভীর গৌতমকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাহার নিজের ভাল লাগাকে প্রগলভার মত, আকারে-ইঙ্গিতে নয়, স্পষ্ট করিয়াই গৌতমের কাছে প্রকাশ করিয়াছে। ইচ্ছা করিয়া করিয়াছে কি? না, এক অন্ধ দুরন্ত আবেগ তাহাকে দিয়া করাইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় যাহা বলা অসম্ভব তাহার পক্ষে, করা অসম্ভব, তাহাই বলাইয়াছে, করাইয়াছে। নিজের কথা এবং আচরণকে বাধা দিবার ইঙ্গিত আসিয়াছে মনের গভীর দেশ হইতে কিন্তু হৃদয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছে সে ইঙ্গিত, কোন বাধা মানা দূরে থাকুক যেন আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া মৌন, অবিচল মহেশের ধ্যান ভাঙ্গিবার জন্য অশোভন আচরণ করিয়াছে। বেঙ্কটস্বামীর মন্দিরের পিছনে কাল সকাল বেলার কথা মনে পড়িতে মুখ লাল হইল তাহার, নিজের মনে বলিল, ছিঃ, কি বেহায়াপনা করিয়াছে সে!

ভাবিতে লাগিল যে জন্য এত বেহায়াপনা করিল তাহা কি মিলিয়াছে? গৌতমের চোখে মুগ্ধ দৃষ্টি দেখিয়াছে সে, কোন ভুল হয় নাই তাহার দেখায়, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলাও কি সম্ভব হইল না তাহার পক্ষে? কেন? একি তবে শুধু চোখের মুগ্ধতা, মনের নয়? সংশয় জাগিয়াছিল তাহার মনে, তাই তাহার অজস্র হাসি, অপরিমেয় আনন্দ হঠাৎ নিথর হইয়া গিয়াছিল। আশা ভঙ্গের বেদনায় মন বিকল হইয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া লুকাইয়া চোখের জল ফেলিয়াছিল, শুইয়াছিল

সারাদিন। দেখা করিতে আসিয়াছিল গৌতম, অভিমান-ক্ষুব্ধ মনে দেখা করে নাই।

তারপর মঞ্জরী আসিয়া বলিল, মাদ্রাজে তাহাদের বাড়ীতে আসিবেন গৌতমবাবু স্বীকার করিয়াছেন। শুনিয়া অন্য পথ ধরিল তাঁহার ভাবনা। বোধহয় একটু সময় চায় গৌতম, মনস্থির করিবার জন্য। হ্যাঁ, একটু সময় লওয়া প্রয়োজন হয়ত। কেন ছেলেমানুষের মত অধীর হইয়াছিল সে? কেন অধীর হইয়াছিল ভাবিতে গিয়া আবার চোখে জল আসিল গোপার। কালকার উজ্জ্বল প্রভাতে সে ধরা দিয়াছিল বেহায়ার মত গৌতম ধরা দিবে এই উন্মুখ প্রত্যাশা লইয়া। সম্পূর্ণ ধরা দিল না গৌতম। কেন ধরা দিল না? কিসে আটকাইয়া রাখিল তাহাকে?

তারপর দেখা হইল ষ্টেশনে। তাহাকে শুনাইয়া মাদ্রাজে তাহাদের বাড়ীতে উঠিবার প্রতিশ্রুতি দিল গৌতম, তাহার হাতে দিল চিঠি বাবার সামনে, উত্তরও চাহিল। কি লিখিয়াছে সে চিঠিতে? কিসের উত্তর চাহিয়াছে? তাহার মনের সব কথা বলা এখনও বাকী আছে কি? উত্তর তো গৌতমকে দিতে হইবে।

ড্রয়ার হইতে চিঠিখানা বাহির করিল গোপা, নাড়াচাড়া করিল বার দুই, কি ভাবিয়া না পড়িয়াই আবার যথাস্থানে চিঠি রাখিয়া ড্রয়ার বন্ধ করিল।

সারাদিন কাটিল। গোপা ও মঞ্জরী এক ঘরে শুইত। রাত্রে মঞ্জরী ঘুমাইলে চিঠিখানি বাহির করিল।

কয়েক ছত্রের এ কি চিঠি! একবার পড়িয়া অর্থবোধ হইল না, আবার পড়িল। যেমন দুর্বোধ্য মানুষ গৌতম তেমনি দুর্বোধ্য তাহার চিঠি।

"ভাবিতেছি দক্ষিণ-ভারতের পর্বত ও সাগর সঙ্গমে আমার জীবনে কি অভাবনীয় বিস্ময়ই না দৃষ্টিগোচর হইবার অপেক্ষায় ছিল।

মনের একটা অংশ তুষারপাতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, ভাগ্যদেবতার বিরূপতায় না নিজের কোন ত্রুটিতে জানি না। ওয়ালটেয়ারে আসিয়া দেখিলাম অজ্ঞাত পথে উত্তাপের স্পর্শ পড়িতেছে সেখানে, কয়েকটি ফাটল দেখা দিয়াছে তুষারক্ষেত্রে, ফাটলের মুখে বিবর্ণ তৃণাঙ্কুর দেখা যাইতেছে। যদি মন ভুল বুঝিয়া না থাকে আশা হইতেছে আবার নবদূর্বাদল শ্যামশোভা ফিরিয়া পাইবে এই তুষারবিধ্বস্ত ক্ষেত্র।

আপনার ঐশ্বর্যের দীপ্তি দেখিয়াছি, মুগ্ধ মন আরও প্রত্যাশা লইয়া উৎকণ্ঠিত রহিল। মাদ্রাজে দেখা হইবে।"

তৃতীয়বার চিঠি পড়িল গোপা, তারপর হাতের মুঠায় চিঠি রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

হৃদয়ের দুয়ার যতখানি খোলা সম্ভব সে তো লজ্জাহীনার মত খুলিয়া ধরিয়াছিল তাহার সম্মুখে, তবু আর কিসের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত? ইহার কতটুকু খেয়াল, কতটুকু সত্য, সন্দেহ রহিয়াছে বুঝি মনে? অল্পদিনের পরিচয়, সংশয় একটু হইতে পারে। কিন্তু এ সংশয় ঘুচাইতে তাহার আর কি করিবার আছে?

তুষার-আচ্ছন্ন ক্ষেত্র মানে কি? তুষার মানে কি এখানে? ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল was he disappointed in love? নিজেই উত্তর দিল অবিশ্বাস্ত কথা। কেহ কি ভালবাসার অভিনয় করিয়া তাহাকে ঠকাইয়াছে? সেও তো অসম্ভব কথা। অভিনয়ের দ্বারা গৌতমকে ঠকানো বড় সহজ কাজ নয়। অতি ইন্‌টেলিজেণ্ট, অতি সংযত, অতি ঠাণ্ডা মানুষ এই ভদ্রলোক। তাহা হইলে তুষারপাত ঘটিল কিভাবে? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবনার সমুদ্রে ডুবিয়া গেল গোপা। আসন ছাড়িয়া খোলা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, অন্ধকারে মেঘ-মুক্ত, তারকাখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। তবে কি অযোগ্য পাত্রে ভালবাসা দিতে গিয়া পিছাইয়া আসিয়াছে? তাই এতদিন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল হৃদয়ের দুয়ার? তাই কি এত সংশয়, এত সতর্কতা, এত ইতস্তত ভাব? বোধহয় তাই। ইহাই একমাত্র ব্যাখ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যাখ্যা যাহাই হউক, সে কতখানি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে গৌতমকে? অনেকখানিই পারিয়াছে ভাবিয়াছিল সে। কিন্তু কই, তাহার হৃদয়ের দুয়ার তো সম্পূর্ণ খোলা যায় নাই।

আসনে বসিয়া চিঠিখানি আবার পড়িল। এইবার যেন অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। প্রত্যাশার কথাটাও যেন পরিষ্কার হইতেছে। তাহার চোখ মুগ্ধ হইয়াছে, মনে রঙ লাগে নাই বুঝি এখনও? মন ধরা দিবে এক সময়ে এই প্রত্যাশায় রহিয়াছে বোধহয়। অদ্ভুত সংশয়ী মন, সাবধানী মন ভদ্রলোকের। ধরা পড়িয়াও স্বীকার করিতে এত ভয়?

চিঠি খানি দেরাজে রাখিয়া নিজের মনে একটু হাসিল। স্বগত বলিল, সাইকিয়া ট্রিক্‌সের কেস মনে হচ্ছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

টেবিল হইতে চিরুণী লইয়া চুল আঁচড়াইল। তারপর আলো নিভাইয়া শুইতে গেল। বালিশে মুখ গুঁজিয়া চোখ বুঁজিয়া নিজের মনে বলিল, আচ্ছা, মাদ্রাজে আসছ তো, কি প্রত্যাশা করো শুনব তোমার মুখ থেকে।

॥ পাঁচ ॥

ডাঃ আচার্য সপরিবারে ফিরিয়া আসিলেন মাদ্রাজে। দিন দুই আগেই ফিরিতে হইল। ওয়ালটেয়ারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর কাহারও মন আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল না।

পনেরোটি দিন নানা চিন্তায়, প্রত্যাশায়, আশঙ্কায় কাটিল গোপার। এই সময়ের মধ্যে মঞ্জরীর নামে কয়েক ছত্রের এক চিঠি আসিয়াছিল কন্যা কুমারিকা হইতে। তারপর সংবাদ আসিল তীর্থযাত্রীদল ফিরিতেছে।

তীর্থদর্শন শেষ করিয়া গৌতমের দল যখন মাদ্রাজে ফিরিল তখন আর বিশ্রাম করিবার সময় হাতে নাই গৌতমের। পরের দিন রওনা হইতে হইবে।

এগমোর ষ্টেশনে ডাঃ আচার্য, মঞ্জরী ও শঙ্কর আসিয়াছিল। গাড়ী হইতে নামিতে মঞ্জরী গৌতমের গা ঘেঁসিয়া কানে কানে বলিল, দিদি এল না।

তাহার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া গৌতম বলিল, তুমি এসেছ, সেই তো অনেক।

বাড়ী পৌঁছিতে মিসেস আচার্য আসিয়া হাত ধরিয়া নামাইলেন সরস্বতীকে। দোতলায় সিঁড়ির মাথায় গোপা আসিয়া প্রণাম করিল হাসিমুখে। সরস্বতী আশীর্বাদ করিলেন, সুখী হও, রাজরাণী হও।

মিসেস আচার্য বলিলেন, গৌতম নীচে বসে রয়েছে, দেখা করে আয়।

সিঁড়ির মাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীচে না নামিয়া নিজের ঘরে গেল গোপা।

শান্ত, প্রসন্ন, স্নিগ্ধ মেয়ে গোপা আজ উদ্বেগ-ব্যাকুল হইয়াছে কি উত্তর দিবে গৌতমের সেই অদ্ভুত চিঠির কথা ভাবিয়া। কোন উত্তর যদি না চায় সে? যে রকম সংযত-বাক্ মানুষ, শেষ পর্যন্ত নীরবে, হাসিমুখে সে যদি বিদায় লয়? গোপা সহ্য করিতে পারিবে না, তাহার মন ভাঙিয়া যাইবে। নিজের ঘরে বসিয়া গৌতমের চিঠি খানি বাহির করিয়া পড়িল। তুষার জিনিসটার বাড়াবাড়ি রহিয়াছে চিঠিতে। 'জীবনের অভাবনীয় বিস্ময়' এই তুষার আবরণ গলাইতে পারিল না কি এখনও? যেমন করিয়া হউক আজ বোঝাপড়া করিয়া লইতে হইবে গৌতমের সঙ্গে। ওয়ালটেয়ারে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল শীঘ্রই মাদ্রাজে দেখা যাইবে এই আশায়। মাদ্রাজ হইতে তাহাকে ছাড়িবে কোন আশায়? না, সে তাহা পারিবে না।

বোঝাপড়া করিতেই হইবে, আজই করিতে হইবে। বসিয়া ভাবিতে লাগিল গোপা কি ভাবে বোঝাপড়া করা সম্ভব।

মঞ্জরী আসিয়া বলিল, বাবা ডাকছেন দিদি, নীচে এসো।

যাচ্ছি, বল বাবাকে, বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌতমকে অভ্যর্থনা করিবে বলিয়া সাজিয়াছিল গোপা। মঞ্জরী যাইতে ক্ষিপ্রহস্তে আর একটু প্রসাধন শেষ করিয়া নীচে নামিল।

কি কাজে ডাঃ আচার্য নিজের অফিস ঘরে গিয়াছেন। সুইট হার্ট মঞ্জরী ও শঙ্করের সঙ্গে তখন বিবাদ বাধিয়াছে গৌতমের। কাল তাহাকে যাইতে হইবে শুনিয়া রুষ্ট হইয়া মঞ্জরী বলিতেছিল, আপনার সব লাগেজ তালা বন্ধ করে রাখব ঘরে, কেমন করে যান দেখব।

গৌতম উত্তর দিল, তা রেখো, তোমার হাত ধরে গাড়ীতে উঠব, লাগেজের ক্ষতি পুষিয়ে যাবে।

হাসিয়া শঙ্কর বলিল, তোকে লাগেজ বলছেন ছোড়দি।

প্রতিবাদ জানাইয়া সুইট হার্ট বলিল, বাঃ, আমি কেন যেতে যাব? যে যেতে চায়—

দ্বার পথে দিদির আবির্ভাবে কথাটা আর শেষ হইল না।

ছোট ভগ্নীর কথা গোপার কানে গিয়াছিল, মুখ একটু লাল হইল।

ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার উঠে হাত মুখ ধুয়ে নিন, তারপর খেতে খেতে তীর্থদর্শনের গল্প বলবেন।

মঞ্জরী। গল্প শোনবার সময় পাবে না দিদি, কাল উনি পালাচ্ছেন।

গোপা। কালই যাবেন? কলেজ খুল:ছ বুঝি?

গৌতম মাথা নাড়িল, বলিল, দেরি হয়ে গেল তীর্থ সেরে ফিরতে। যদি অনুমতি দেন মাদ্রাজের দু'চারটে দ্রষ্টব্য তাড়াতাড়ি দেখে নিতে চাই।

গোপা। সে ব্যবস্থা হবে, উঠুন এবার।

ব্যবস্থা করিল গোপা। বিকালে সরস্বতী, মঞ্জরী, শঙ্কর ও গৌতমকে লইয়া সে পিতার গাড়ীতে বাহির হইল অতিথিদের মাদ্রাজ শহর দেখাইতে। পার্থসারথির মন্দির, য়ুনিভার্সিটি দেখিয়া মেরিনার দিকে যখন গাড়ী ছুটিল সূর্যাস্তের সময় প্রায় হইয়াছে।

মেরিনাতে গাড়ী হইতে নামিয়া একখানা বেঞ্চিতে সরস্বতী, মঞ্জরী, শঙ্করকে বসাইয়া বালির চরে নামিয়া পড়িল গোপা, গৌতমকে ডাকিল ইসারায়।

বালির চর ভাঙিয়া সাগরের কিনারায় পৌছিল উভয়ে। নিকটে বালির উপরে জেলেদের মাছ ধরিবার একখানা ডিঙি ছিল, ডিঙির গলুইয়ের উপরে বসিল গোপা, গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার চিঠির উত্তর চাইলেন না?

মুখে তাহার মৃদু হাসি।

হাত বাড়াইয়া গৌতম বলিল, দিন।

গোপা। বেশ কথা, লিখে দিতে হবে বলেন নাই তো? তৈরী আছে মনে, যদি বলেন লিখে দেব।

সাগরের জলে অস্তোন্মুখ সূর্যের লাল আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেদিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, তাই দেবেন, আমি অপেক্ষা করব।

গলুই ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল গোপা, বলিল, উহু, সে চলবে না। আপনার হেঁয়ালিভাষায় লেখা চিঠির কোন কথা অস্পষ্ট নাই আমার কাছে, শেষের লাইনে যে প্রত্যাশার কথা লিখেছেন সেটুকু ছাড়া। কি প্রত্যাশা করেন বলুন খুলে, বোঝাপড়া হয়ে যাক।

গোপার প্রতি চাহিয়া মৃদুস্বরে গৌতম বলিল, তার আর প্রয়োজন আছে কি?

ডিঙির আড়ালে বালির উপরে বসিয়া পড়িল গোপা, পাশের স্থান দেখাইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল গৌতমকে।

গৌতম বসিল।

মিনিট দুই কাটিয়া গেল নিস্তব্ধভাবে। নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিল গোপা। বার দুই মুখ ফিরাইয়া নির্বাক গৌতমের দিকে ঈষৎ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিল সে, মনে মনে বলিল, এ কেমন মানুষ? নিজের মন বাঁধিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বোঝাপড়ার প্রয়োজন যদি আপনার পক্ষে না থাকে তাহলে মনের দ্বিধা, সংশয় সব ঝেড়ে ফেলতে হবে আজ, আত্মসমর্পণ করতে হবে—

গোপার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসি ফুটিল গৌতমের ওষ্ঠে, গোপার কথায় উত্তর দিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিল সে।

তাহার হাসিটুকুই লক্ষ্য করিল গোপা, মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, হাসিতে চলবে না, শুনুন আমার কথা—

দুই কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল গোপার, সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল। প্রবল প্রয়াসে সঙ্কোচ দমন করিয়া সে বলিল, মুখ যখন খুলবেন না আমি বলব আমার কথা।

চোখ বুঁজিল গোপা, পলকে রক্ত সরিয়া গিয়া বিবর্ণ হইল সমস্ত মুখ, দেহ

একবার কাঁপিল। ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, যার দেখা পেয়ে লক্ষ দীপ জ্বলে উঠেছে মনের মধ্যে তাকে আমি এভাবে ছেড়ে দিতে পারব না—না—না—

চোখ বুঁজিয়াই গৌতমের দিকে হাত বাড়াইয়াছিল সে, কথাগুলি বলিবার সময়ে তাহার বিবর্ণ মুখে বেদনার চিহ্ন প্রকট হইল, দুইটি ফোঁটা মুদিত দুই চোখের কোণ হইতে গাল বাহিয়া নামিতেছিল।

গোপার রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া, তাহার চোখে জল দেখিয়া বিস্ময়, বেদনা, পুলকে মিশ্রিত এক নূতন আবেগে অভিভূত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার প্রসারিত হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল গৌতম। গাঢ় স্বরে বলিল, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার মত জোর করে যে নিজের দখল বুঝে নেবে সেই বিজয়িনীর জন্য এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম গোপা।

একটুখানি শিহরিয়া উঠিল গোপার দেহ। গৌতমের হাতখানি নিজের দুই-হাতের মধ্যে ধরিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল সে। অশ্রুসিক্ত চোখের দৃষ্টি গৌতমের মুখের প্রতি আবদ্ধ করিল। ধীরে ধীরে বলিল, তোমার প্রত্যাশা কতখানি এখনও জানিনা, কামনা আমার অনেক। আশীর্বাদ করো, যেন সুখী করতে পারি তোমাকে, সেই হবে আমার জীবনের ব্রত।

রুদ্ধকণ্ঠে গৌতম বলিল, তাই করছি গোপা, আর প্রার্থনা করছি আমার সব দোষত্রুটি নিয়ে তোমাকে যেন সুখী করতে পারি।

নত হইয়া গৌতমের পদ স্পর্শ করিয়া হাত মাথায় ঠেকাইল গোপা।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। সকল অনিশ্চয়তার, ব্যাকুলতার শেষ হইয়াছে, মনের কথা জানা হইয়াছে, পরস্পরের সান্নিধ্যের মাধুর্য নীরবে উপভোগ করিতেছিল উভয়ে। প্রথমে গোপা নীরবতা ভাঙ্গিল।

একটু হাসিয়া বলিল, উঠতে ইচ্ছা করছে না। মাসীমা, তোমার সুইট হার্ট সবাই অপেক্ষা করছে, এবার চলো উঠি।

সাগরের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, দেখ কি সুন্দর!

সাগরের দিকে না চাহিয়া গোপার মুখের দিকে চাহিল গৌতম। চোখের জলের পুরনো দাগের উপরে নূতন অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে, মুখের ব্যথাতুর ভাবটুকু তখনও একেবারে মিলায় নাই। মধুর, স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়াছে সেই পটভূমিতে।

প্রিয়ার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বেদনায়, সহানুভূতিতে, প্রেমে বিগলিত হইল গৌতমের অন্তর। গোপাকে প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে ভালবাসিয়াছে সে

তবু যে কথা তাহার বলিবার, শালীনতাবোধহীন অভদ্রের মত ভালবাসার পাত্রীকে দিয়া সেই কথা বলাইয়াছে সে। কি ভীরু, সংশয়গ্রস্ত তাহার মন!

গভীর স্নেহে চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের দিকে গোপার মুখখানি ফিরাইল সে। বলিল, আবার নূতন জল কেন চোখে?

হাসিয়া গোপা বলিল, বারণ মানছে না।

বিবর্ণতা দূর হইয়াছে, আকাশের লাল ছটা রাঙাইয়া তুলিয়াছে তাহার মুখ।

গোপা উঠিবার উদ্যম করিতে তাহার বাহু স্পর্শ করিয়া গৌতম বলিল, আর একটু ব'সো।

আঁচলে চোখ মুছিয়া স্নিগ্ধ হাসিয়া গোপা বলিল, কি দেখছ অমন করে?

গৌতম। তোমাকে দেখছি, সাধ মিটছে না দেখার। কয়েক মিনিটের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটে গেল। আগে ভাল করে চাইতে সাহস হয়নি তোমার দিকে, বলতে সাহস পাইনি কি আশ্চর্য, কি অপরূপ সুন্দর তুমি, মুগ্ধ হয়েছি তোমাকে দেখে, ভালবেসেছি তোমাকে, আকাঙ্ক্ষা করেছি তোমাকে সব মন দিয়ে।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গৌতমের মুখের প্রতি চাহিয়া গোপা বলিল, তবু শেষ কথাটা আমাকে দিয়েই বলিয়ে নিলে তুমি।

আমাকে ক্ষমা করো, গভীর আবেগে গোপার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া গৌতম বলিল, আমার শাস্তি, আমার পুরস্কার বলে চিরকাল মনে রাখব তোমার কথাগুলি। ক্ষমা করো আমাকে লক্ষ্মীটি।

গৌতমের হাত টানিয়া লইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল গোপা। তারপর আলগোছে হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, চলো, এবার উঠি। ওরা হয়ত ভাবছে সাগরের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বুঝি আমাদের।

গৌতম। তা নিল বই কি।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, হাত বাড়াইয়া দিল। প্রসারিত হাত ধরিয়া গোপা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সরস্বতী বেঞ্চ হইতে উঠিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছিলেন, গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল মঞ্জরী। কাছে আসিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উভয়ের দিকে চাহিল। দিদির কাছে গিয়া কানে কানে বলিল, তোকে কাঁদিয়েছে দিদি? কি বলেছিল?

নিজের মুখ ছোটবোনের কানের কাছে লইয়া গোপা বলিল, তোকেও কাঁদাবার মানুষ একদিন আসবে ভাই।

তারপর বলিল, সর একটু, ওঁকে প্রণাম করি।

সরস্বতীর কাছে গিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি মাথায় লইল গোপা, মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, মাসীমা!

গভীর স্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমা খাইয়া তিনি বলিলেন, চিরসুখী হও মা।

শঙ্কর বুঝিল কিছু একটা ঘটিয়াছে, কিন্তু কি ঘটিল বুঝিতে পারিল না। গৌতম ঘটনার সঙ্গে কোনরূপে সম্পর্কিত এ সন্দেহ না হওয়ায় একবার বড়দি একবার ছোড়দি একবার সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া অনুমান করিবার চেষ্টা করিল। সুবিধা না হইতে ড্রাইভারকে ডাকিবার জন্য হর্ণ বাজাইতে লাগিল। একটু দূরে পানবিড়ির দোকানে আড্ডা দিতেছিল সে।

মাদ্রাজ শহরে আরও একটু বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে কিছু রাত্র হইল।

রাত্রে শুইতে যাইবার আগে পিতামাতার মধ্যে আলোচিত কয়েকটি কথা কানে আসিয়া শঙ্করকে মেরিনার ঘটনার অর্থ বুঝিতে সাহায্য করিল। মহা উত্তেজিত হইয়া ছোড়দির কাছে ছুটিল সে। নিজের ঘরে আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল মঞ্জরী। বড়দিও ঘরে ছিল বলিয়া দরজায় বাহির হইতে সে ডাকিল এই ছোড়দি, একটা কথা শুনে যা, খুব দরকারী কথা।

ছোড়দি বাইরে আসিতে তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া শঙ্কর বলিল, জানিস, বড়দির বিয়ে হবে? কার সঙ্গে বল তো?

হাসি চাপিয়া ছোড়দি বলিল, ঘরে আয়, দিদিকে জিজ্ঞেস করছি।

শঙ্করের সন্দেহ হইল ছোড়দির চাপা হাসি দেখিয়া। বলিল, তুই জানিস মনে হচ্ছে। আমাকে বলিস নি কেন এতক্ষণ?

গম্ভীরভাবে ছোড়দি বলিল, সবাই জানে। তুই যে এত হাঁদা কি করে জানব? ঘরে আয়, দিদিকে কনগ্রাচুলেট করবি।

শঙ্কর। যাই, আমার বন্ধুকে কনগ্রাচুলেট করে আসি, বড়দিকে করব কেন?

হাসিয়া মঞ্জরী বলিল, এইতো, বুদ্ধি আছে বেশ। তোকে হাঁদা বলেছি, মাপ কর ভাই।

যা, যা, বাজে বকিসনি, বলিয়া শঙ্কর বন্ধুকে অভিনন্দন জানাইবার উদ্দেশ্যে চলিল।

পরদিন গৌতমরা রওনা হইবার আগে মিসেস আচার্য সরস্বতীকে বলিলেন, গৌতম আমাদের কিছু বলল না, আপনিও কি কিছু বলবেন না যাবার আগে?

সরস্বতী। বলব বই কি। গোপা কোথায় ?

মিসেস আচার্য। সে আর মঞ্জরী গৌতমের জিনিসপত্র গোছাচ্ছে।

সরস্বতী। অগ্রহায়ণ মাসে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতা যেতে হবে আপনাদের, ডাঃ আচার্যকে বলবেন। মাঘ মাস পর্যন্ত দেরী করতে চাই না। চিঠি পেলে উত্তর দেবেন তাড়াতাড়ি।

মিসেস আচার্য। দেনাপাওনার কথা—

হাসিয়া সরস্বতী বলিলেন, দেবেন মেয়ে, পাবেন ছেলে, এই তো হয়ে গেল দেনাপাওনার কথা।

গৌতমদের বিদায় দিবার জন্য সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে পিতামাতা, ভাইবোন সকলে সঙ্গে আসিল।

গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে।

গৌতম বলিল, সুইট হার্ট, চিঠি লিখো।

সুইট হার্ট। আপনি লিখবেন আগে, আমি উত্তর দেব।

হাসিয়া গৌতম বলিল, ঠিক কথা, বলতে ভুল হয়েছিল। তোমার দিদিকে বলো চিঠি পেলে যেন উত্তর দেয়।

মঞ্জরী। বাঃ, ও তো দাঁড়িয়েই রয়েছে, ওকে বলুন।

গোপার মুখে দীপ্তি নাই, হাসিও নাই। ছোট বোনের কথায় একটু হাসিল।

গৌতম হাতের আংটি খুলিয়া মুঠায় রাখিয়াছিল। গোপাকে বলিল, বাঁ হাতখানা দেখি তোমার।

ট্রেনের কামরায় উপবিষ্ট গৌতমের দিকে হাত প্রসারিত করিল গোপা। মুঠার আংটি গোপার হাতের মধ্যে রাখিয়া দুই হাতে ধরিয়া গোপার হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছিল গৌতম, বলিল, বাড়ী গিয়ে প'রো।

সুইট হার্ট বলিল, আমি দেখিনি বুঝি ভাবছেন ? এই দিদি, ওরকম করে লুকিয়ে নিস না, বল হাতে পরিয়ে দাও সকলের সামনে। কি ছিরি আংটি দেবার !

সুইট হার্টের কাছে আজ বার বার বোকা বনে যাচ্ছি, বুদ্ধি কেউ হরে নিয়েছে, হাসিয়া গৌতম বলিল, আচ্ছা, তাই হোক।

গোপার হাতখানি সস্নেহে ধরিয়া আংটি পরাইয়া দিল গৌতম, মৃদুস্বরে বলিল, মা দিয়েছিলেন এটা।

গাড়ী ছাড়িবার বাঁশী বাজিল।

মিসেস আচার্য সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, আংটি পরাইবার দৃশ্য তাঁহার চোখ এড়াইল না।

গোপার হাতখানি তখনও গৌতমের হাতের মধ্যে বন্দী, গাড়ি নড়িয়া উঠিল।

সন্তর্পণে হাত ছাড়িয়া দিয়া গৌতম বলিল, আসি গোপা, আসি সুইট হার্ট, আসি শঙ্কর।

গাড়ী অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সকলে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

গাড়ী অদৃশ্য হইতে মিসেস আচার্য বড় মেয়ের কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিলেন সস্নেহে, হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন বড় কমলহীরা বসানো আংটি অনামিকায়। বলিলেন, ঢিলে হয়েছে এ আঙ্গুলে, খুলে মাঝের আঙ্গুলে পর, নইলে পড়ে যেতে পারে।

ডাঃ আচার্য আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। মেয়ের মাথায় হাত রাখিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, সুখী হও মা।

সপ্তম খণ্ড

॥ এক ॥

(১৯৪৭)

সরস্বতী ও গৌতম হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিতে তাহাদের ঘিরিয়া ভিড় জমিল। প্রসাদ, সরিৎ, মণিমালা, সন্ধ্যাতারা, কিংশুক আসিয়াছিল, হেম সৎপতিও আসিয়াছিল! সন্ধ্যাতারা বলিলেন, মৌলির বাবা লক্ষ্মী-আবাসে বসে আছেন, মৌলি বাইরে গিয়াছে।

গৌতমের হাসিমুখের দিকে চাহিয়া সরিৎ ও সন্ধ্যাতারার মধ্যে চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইল। ওয়ালটেয়ার ছাড়িবার সময়ে সরস্বতী সরিৎ ও সন্ধ্যাতারাকে লিখিত চিঠিতে আভাস দিয়াছিলেন এতদিন পরে গৌতমের বিয়ের ফুল ফুটিবে মনে হইতেছে, সংক্ষেপে গোপার পরিচয়ও জানাইয়াছিলেন। গৌতমের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও হাসিমুখ দেখিয়া উভয়েই বুঝিল সংবাদ শুভ। ইহাই বার্তা বিনিময়ের তাৎপর্য।

সকলে লক্ষ্মী আবাসে পৌছিতে গৌতমের দিকে চাহিয়া শেখরনাথ বলিলেন, ওয়ালটেয়ারে সমুদ্রস্নানের ফল বেশ ভালই হয়েছে মনে হচ্ছে, গৌতম।

মন্তব্য শুনিয়া সরিৎ ও সন্ধ্যাতারা পরস্পরের দিকে চাহিয়া হাসিল, সরস্বতীর মুখেও হাসি দেখা দিল।

সরিৎ সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। গৌতম হাতমুখ ধুইয়া আসিলে সকলের জন্ত চা ও খাবার আসিল। চা খাইয়া সৎপতি বিদায় লইল, শেখরনাথও বাড়ী গেলেন। গৌতম, প্রসাদ ও কিংশুকের মধ্যে আলাপ চলিতে লাগিল তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে। সরিৎ ও সন্ধ্যাতারা সরস্বতীর কাছে বসিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন গৌতমের প্রণয় কাহিনী সম্বন্ধে।

সব শুনিয়া সন্ধ্যাতারা বলিলেন, পালিয়ে বেড়ানো গৌতমের অভ্যাস, সে রকম কোন ভয়ের কারণ নাই তো?

হাসিয়া সরস্বতী বলিলেন, যতটা বুঝি, নাই বলে তো মনে হয়। আসবার সময়ে হাতের আংটি খুলে গৌতম পরিয়ে দিল তার হাতে সকলের সামনে।

সরিৎ। ফটো কই? ফটো বের করুন মাসীমা।

সরস্বতী। তাড়াতাড়িতে ফটো চাইবার কথা মনে হয়নি মা। ফটো আনা উচিত ছিল তোমাদের জন্ত। আচ্ছা, পৌছাবার সংবাদ দেব কাল, ফটো পাঠাবার কথা লিখব।

গোপা নামটি বেশ ভাল, সন্ধ্যাতারা বলিলেন।

ডাঃ আচার্যের পরিচয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল উভয়ে। প্রশ্নোত্তর শেষ হইলে সরস্বতী বলিলেন, তোমরা দু'জনে ধবেবেঁধে গৌতমকে পাঠিয়েছিলে তাই না এমন অঘটন ঘটা সম্ভব হল।

বিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে দিতে চান সরস্বতী জানাইলেন।

ফটোর কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিয়া তীর্থ হইতে আনা প্রসাদ ও উপহারের জিনিসগুলি লইয়া উভয়ে বাড়ী ফিরিলেন। যাইবার আগে উভয়ে মিলিয়া গৌতমের প্রতি যে হাসি ঠাট্টার বাণগুলি নিক্ষেপ করিলেন স্মিতমুখে তাহার মিষ্ট আঘাত সহ্য করিল গৌতম।

রাত্রে সরস্বতীর মুখে বিস্তারিত খবর শুনিল কিংশুক।

অগ্রহায়ণ মাসে গৌতমের বিয়ে দিতে চাহেন জানাইয়া সরস্বতী বলিলেন, তোমার বাড়ীটা সৎপতিরা নিতে চাইছে, এখন দিয়ো না। অগ্রহায়ণ মাসেই পরের একটা তারিখ দেখে মণির বিয়ের দিন ঠিক করব মনে করেছি। নিজের বাড়ী থাকতে এ বাড়ীতে কেন বিয়ে হবে ?

তারপর বলিলেন, কিছু জিনিসপত্র কিনে বাড়ীটা একটু সাজিয়ে নাও কিংশুক। একরাশ বই পত্তর আর একখানা কম্বল নিয়ে তোমার চলে, বৌয়ের চলবে না।

মাসীমার কথা শুনিয়া কিংশুকের হাসি পাইল, হাসি চাপিয়া বলিল, আচ্ছা।

পরদিন সকালে গৌতম ও কিংশুক একসঙ্গে চা খাইতেছিল, মণিমালাকে ডাকিয়া পাঠাইল গৌতম। আসিতে লজ্জা করিতেছিল মণিমালার কিন্তু আদেশ পালন না করিয়া উপায় নাই।

সে ঘরে ঢুকিতে গৌতম বলিল, চা খেয়েছ ?

এবার খাব, মণি উত্তর দিল।

গৌতম। অনন্তকে বলো এখানে দিয়ে যাক। কাজের কথা আছে, বসো।

কাজের কথা সংক্ষেপে সারিতে হইল। কিংশুক ও মণি বাধ্য ছাত্রছাত্রীর মত গৌতমের কথা শুনিতেছিল কিন্তু উভয়ের মুখে চাপা হাসির আলো, দৃষ্টি আনত হইলেও মাঝে মাঝে তির্যকগতিতে প্রক্ষিপ্ত হইতেছিল।

গৌতম বলিতেছিল মাসীমা আমার গার্জেন, তোমাদের দু'জনের গার্জেন আমি।

যা বলি মন দিয়ে শোন। মাসীমা লোক পাঠিয়েছেন পুরুত মশাইকে ডাকতে, পাঁজি দেখে দু'টো দিন স্থির করবেন। দিন স্থির করে পুষ্পদিকে লিখবেন আসবার জন্য। নভেম্বরের মাঝামাঝি কিংশুককে নিজের বাড়ীতে যেতে হবে। বিয়ের সময়ে ক'দিনের মত ও বাড়ীর ভার নেবার জন্য হেমবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে অনুরোধ করব। আজ সরিৎদি আসবেন, তোমরা দু'জন তাঁর সঙ্গে ও বাড়ীতে গিয়ে কি লাগবে তালিকা করে নিজেদের পছন্দমত সব কিনবে।

কিংশুকের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার বলিল, কিংশুক, তোমার অভিভাবক হলেও বয়ঃপ্রাপ্ত ওয়ার্ডের মত জানবার জন্য প্রশ্ন করতে হচ্ছে। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য শুনি। কন্যাপক্ষ যথাসাধ্য খরচ করতে প্রস্তুত।

মুখ তুলিয়া গৌতমের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল কিংশুক, বলিল, আপনার বেলায় এ প্রশ্নের মীমাংসা কিভাবে হয়েছে দাদা?

হাসি চাপিয়া গৌতম বলিল, মাসীমা জানেন, তিনি আমার গার্জেন।

কিংশুক। তাহলে আমার বেলাতে তিনি যা করবার করবেন, ওভার-অল গার্জেন তিনি।

মণিমালা মাথা নীচু করিয়া আঁচল চাপিয়াছিল মুখে, এবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌতম। যাবে? বসো আর একটু, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা সেরে নাও।

গৌতম বাহিরে গেল।

কিংশুকের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে মণিমালা বলিল, আপনার দাবির কথা বললেন না? মা টাকা জমা রেখেছেন মামাবাবুর কাছে বিয়ের জন্য।

কিংশুক। দয়া করে আপনি টাপনিগুলো এবার ছাড়ো মণি। টাকার কথা আমাকে বললে কোন মুখে? জানো কত টাকার মালিক আমি? এক সময়ে হাতে পয়সা ছিল না, দু'দিন খেতে না পেয়ে দাদার কাছে এসে খাদ্য চেয়েছিলাম প্রাণরক্ষা করবার জন্য। নিজ হাতে করে দাদা আমাকে খাইয়েছিলেন সেদিন, নিজে বিছানা পেতে শুতে দিয়েছিলেন আমাকে। আজ আমি বড়লোক, দান ধ্যান করেও অনেক টাকা রয়ে গিয়েছে ব্যাঙ্কে।

মুখ নামাইয়া মণিমালা বলিল, আমি হাসিঠাট্টা করে বলেছি।

কিংশুক। দাদাও হাসিঠাট্টা করে বলেছেন। তোমার মার পাঠানো টাকা থাকবে তোমার দু'ভাইয়ের জন্য। এরপরে তাদের খরচের জন্য আর টাকা পাঠানো সম্ভব হবে না পাকিস্তান থেকে। সরিৎদির হাতে টাকা দেব আমি। তোমার পছন্দমত গহনা, শাড়ি, কাপড় কিনে সাজিয়ে দেবেন তোমাকে।

শ্রদ্ধায়, কৃতজ্ঞতায়, ভালবাসায় চোখে জল আসিল মণিমালার, আনত চোখ হইতে কয়েক ফোঁটা কোলে পড়িল।

চাহিয়া দেখিল কিংশুক, আলগোছে তাহার কেশ স্পর্শ করিয়া বলিল, নিজের হাতে তোমার চোখের ও জল মুছে দেবার ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু থাক এখন। মনকে ভারি করে রেখো না মণি, নিজের দুঃখ জ্বালার ভার থেকে মুক্তি পাবার আশায় তোমার আশ্রয় নিচ্ছি খেয়াল থাকে যেন।

তারপরে বলিল, এ সব কথা থাক। সরিৎদি আজ আসলে ও বাড়ীতে যেয়ো। এবার উঠলাম, কিছু কাজ আছে হাতে।

উভয়ে চায়ের টেবিল ছাড়িয়া উঠিল।

লক্ষ্মী-আবাসে দুই বিয়ে আসিতেছে, অন্দরে, বাহিরে প্রায়ই বৈঠক বসে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের। মীরাটে শিবনারায়ণ দাদা ও রেখা বৌদিদিকে চিঠি লিখিয়াছিল গৌতম। আনন্দ প্রকাশ করিয়া রেখা জানাইয়াছে সে একা আগে আসিতেছে গৌতমের বিবাহের ভার লইবার জন্য, দ্বিতীয় ব্যক্তি পরে আসিবেন।

সেদিন বাহিরের বৈঠকে জুনাগড়ের প্রসঙ্গ তুলিল প্রসাদ। গৌতম ছাড়া শেখরনাথ উপস্থিত ছিলেন, কিংশুক কি কাজে বাহিরে গিয়াছিল।

প্রসাদ বলিল, দেশবিভাগের চাণক্যমন্ত্রী লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের জয়জয়কার চারদিকে। তাঁর কথা ছিল দুই দলে আপোষ যখন হল না দেশবিভাগই হচ্ছে peaceful transfer of power-এর একমাত্র উপায়। বড় গলায় তিনি বলেছিলেন দেশবিভাগের ফলে গোলযোগের সম্ভাবনা দেখলে আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স ব্যবহার করবেন তিনি। পাঞ্জাবে গোলযোগ বন্ধ করবার জন্য তাঁর সৃষ্ট বর্ডার ফোর্সের কু-কীর্তির সীমা ছিল না, ভেঙ্গে দিতে হল এই কুখ্যাত all British বর্ডার ফোর্স।

জুনাগড়ে মিঃ জিন্নার চক্রান্ত বাড়তে দিয়েছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার প্রস্তাবে বাধা দিয়ে। সাংগ্রোল ও বাব্রিয়াগড়ে আর সৈন্য না পাঠালে ভারত গভর্ণমেণ্টের ইজ্জত থাকে না, মাউণ্টব্যাটেন সাহেব কিন্তু সৈন্য পাঠাতে দেবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের রিজার্ভ পুলিশ পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। সর্দার প্যাটেল মানলেন না এ প্রস্তাব, তাঁর জিদেই আর্মি পাঠানো হয়েছে।

শেখরনাথ বলিলেন, মনে হচ্ছে দু'টো দলের সৃষ্টি হয়েছে ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও পণ্ডিত নেহরুর দল এবং সর্দার প্যাটেলের দল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নর জেনারেল, কিন্তু মিঃ জিন্নাকে তোষণ

করবার পুরনো নীতি অনুসরণ করে চলেছেন আগেকার ভাইসরয়দের মতই। পার্টিশানের আগে সর্দার প্যাটেলকে বুঝিয়েছিলেন দেশের কয়েকটা টুকরো মুসলমানদের দিয়ে দিলে বাকী ভারতবর্ষকে consolidate করবার সুযোগ পাবেন। পার্টিশানের পরে তাঁর কর্তব্য দাঁড়িয়েছে consolidation-এর পথে প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করা। অবশ্য এই বাধা তিনি পরোক্ষে সৃষ্টি করেছেন মন্ত্রীদলকে উল্টো পরামর্শ দিয়ে। The stand he sometimes takes on important matters, though obviously adverse to the interest of India, appears to have a unwholesome influence on some of the members of the Government of India.

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কাশ্মীর ও হায়দারাবাদ দু'টি বড় সমস্যা রয়েছে দেশের সম্মুখে। জুন মাসে কাশ্মীরে গিয়ে মহারাজা হরি সিংহের কানে যে মন্ত্র দিয়ে এসেছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন that he should take steps to ascertain the opinion of the people before he decides to acceede to either of the two states, মনে হয় সেই মন্ত্রের ফলে ভগ্নোত্তম হয়ে চুপ করে বসে আছেন মহারাজ।

প্রসাদ। হায়দারাবাদের নিজাম লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত বন্ধু মংকটন সাহেবকে political adviser নিযুক্ত করেছেন। তাই কাশ্মীরের মহারাজাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে সে উপদেশ দেবার কথা মনে হয়নি, আলোচনার গোড়া থেকে নিজামের জন্য special status-এর কথা তুলেছেন তিনি। দেশীয় রাজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের হাত থেকে নিজামের সঙ্গে আলোচনার ভার নিজের হাতে নিতে গেলেন কেন মাউণ্টব্যাটেন সাহেব? এত আলোচনার প্রয়োজনই বা কেন অনুভূত হল?

হাসিয়া শেখরনাথ বলিলেন, ভারতবর্ষের নির্বাচিত গভর্ণর জেনারেলের ভারতের মঙ্গলসাধনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থেকে।

গৌতম। এই গোলযোগের সময়ে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রো-পাকিস্তানী এবং এণ্টি-পাকিস্তানী দু'টি পরস্পর-বিরোধী দল থাকা serious—

শেখরনাথ। Yes, there are possibilities of serious consequences. কিন্তু তোমার লেবেল দু'টো ঠিক হল না গৌতম। প্রো-পাকিস্তানী এবং নেশনালিষ্ট, এই লেবেল দেয়া যেতে পারে।

প্রসাদ। প্রো-মুস্লিম এবং নেশনালিষ্ট নাম আমার পছন্দ।

শেখরনাথ। I accept them. আমার দৃঢ়মত এই যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মোটেই ডোমিনিয়নের নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারেলের মত কাজ করছেন না। He interferes too much, is too eager to be in the limelight, he has gained undue and unwhole someinfluence over some members of the Government and managed to secure a dominant position in the Government.

একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন, সম্ভবত এর কারণ এই যে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়েছে একদল speech-making politicians নিয়ে, যাদের statecraft-এর experience নাই, constructive and practical statesmanship নাই, with one and only one exception. এরও বনে একমাত্র ক্রম লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন। যিনি এরও ন'ন প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাম্পে তাঁকে যেতে হয়েছে। It is an unfortunate thing for the newly-born sovereign State of India.

আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলিবার পর হাতঘড়ির দিকে চাহিয়া শেখরনাথ উঠিলেন। বলিলেন, তারাকে খবর দাও গৌতম, তাঁদের পরামর্শ বৈঠকের অধিবেশন মুলতুবী রাখুন আজকার মত।

মাদ্রাজ হইতে গোপার ফটো আসিল। ফটো দেখিয়া সরিৎ খুব খুশী। বাড়ী গেল ফটো লইয়া প্রসাদকে দেখাইবার জন্য। তারপর সন্ধ্যাতারাকে দেখাইবার জন্য গড়পার রওনা হইল

হেম সৎপতিকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মী-আবাসে আসিলেন দিলীপবাবু। দিলীপবাবু যখনই আসেন কোন না কোন চিত্তাকর্ষক খবর লইয়া আসেন। সরকারী মহলের আভ্যন্তরীণ খবরও পাওয়া যায় তাঁহার কাছে।

সৎপতি ও দিলীপবাবুর আসিবার সংবাদ পাইয়া গৌতম নীচে নামিয়া আসিল।

কিছুক্ষণ অন্য কথাবার্তার পরে খাদ্যে ভেজাল দিবার ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযানের অভিজ্ঞতার গল্প আরম্ভ করিলেন দিলীপবাবু। চাল, আটা, সরিষার তেলে ভেজাল দিবার কয়েকটি কেস হাতে-নাতে ধরা হইয়াছিল, অপরাধী ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করাও হইয়াছিল। সেক্রেটারিয়েটে ছুটাছুটি পড়িয়াছিল মারোয়াড়ীদের মধ্যে। সুবিধা না হওয়াতে দিল্লীতে দৌড়াইল তাহাদের লোক, অভিযোগ করা হইল পশ্চিম-বাংলা হইতে অবাঙালীদের তাড়াইতেছে বাঙালী মন্ত্রীরা, যাহা খুশী তাহাই করিতেছে তাহারা, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য নাই তাহাদের, তাহারা দেশের শত্রুতা করিতেছে ইত্যাদি। মারোয়াড়ীদের সঙ্গে সুর মিলাইয়া ইংরাজ,

পার্শী, ভাটিয়া ব্যবসায়ীরা চিৎকার করিতে লাগিল, কাগজে পশ্চিম বাংলার 'paddy politician'-দের লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু হইল, 'the future of the infant State is jeopardised by these paddy politicians',। দিল্লী হইতে চাপ আসিল মহাত্মাজীর ছাপ লইয়া, মন্ত্রীদলে মারোয়াড়ীকে লইতে হইবে। দিল্লী হইতে চাপের ফলে যতগুলি মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছিল সব withdraw করিতে হইল।

গল্প শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল।

দিলীপবাবু বলিলেন, ব্যবসায়ীরা ঘোঁট পাকিয়ে বগল বাজাচ্ছে। সত্যিই স্বাধীনতা এসে গিয়েছে, র‍্যাকেটিয়ার, ফুড এডালটারার, চোরাকারবারীদের স্বাধীনতা এসে গিয়েছে। সরকারী মহলে বাঁ হাতের কারবার করেন যাঁরা তাঁরাই বা এ স্বাধীনতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? যে এন্টি-করাপশন ড্রাইভ আরম্ভ হয়েছিল তা শিকেয় তোলবার বন্দোবস্ত হচ্ছে।

কথাবার্তা চলিতেছে, মৌলি আসিল।

সহজে মৌলির দেখা পাওয়া যায় না আজকাল। নানা রকমের কাজে ব্যস্ত থাকে সে। গৌতম, সৎপাত্ত, দিলীপবাবু সকলেই তাহাকে দেখিয়া খুশী হইলেন।

দিলীপবাবু বলিলেন, বাস্তুত্যাগীদের সরকারী সাহায্য ও পুনর্বাসন অফিসের আশেপাশে ঘুরতে দেখা যায় আপনাকে। আবার শহরতলীর বাস্তুত্যাগী কলোনী-গুলির মধ্যেও ঘুরতে দেখা যায় আপনাকে মৌলিবাবু। কি কাজের ভার কাঁধে নিয়েছেন আবার?

মৌলি। কাজের ভার সরকারী সবল স্কন্ধে যাবার পর থেকে অকাজের ভার কাঁধে পড়েছে। আপনারা পিছু নিয়েছেন জানতাম না।

হাসিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, আপনি যে চিহ্নিত ব্যক্তি মৌলিবাবু, আপনার পিছনে লোক তো থাকবেই। শুধু সরকারী কেন বে-সরকারী লোকও ঘুরছে।

মৌলি। তার মানে?

দিলীপবাবু। মানে রিলিফের টাকা সরকারী ও বে-সরকারী দুই খাতে বেরিয়ে যাচ্ছে কিনা। ফুলের গন্ধে মৌমাছির মত আকৃষ্ট হয়ে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের কেউ কেউ আত্মীয় অনুচরদের ডেকে এনে মধুচক্রের কাছে ভিড়িয়ে দিচ্ছেন। অসংখ্য বাস্তুত্যাগী-হিতৈষী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে চারদিকে। বাস্তুত্যাগীর জন্য জমি, ঘর বাঁধবার টিন, কাঠ, কয়লা ও রেশনের দোকানের লাইসেন্স পাইয়ে দেবার জন্য কত দেশসেবক নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন জানতে পারলে ইন্টেলিজেন্স

বিভাগের চরদের ধন্য ধন্য করতেন মশাই। অফিসে চাকুরি আছে, দোকান বা ভাল কারবার আছে, কারও হয়ত বাড়ীও আছে, এমন কত স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী রাতারাতি সর্বহারা বাস্তত্যাগীতে পরিণত হয়ে নেতৃসমাজের আত্মীয়তা বা অনুগ্রহের জোরে রিলিফের টাকা, পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের রিলিফ ও রিহেবিলিটেশন দপ্তরের অকৃপণ অর্থসাহায্যের সদ্গতি করছেন পাব্লিক জানে না, কিন্তু মৌলিবাবুর মত অকাজের কর্মীরা জানেন। হঠাৎ কাগজে দু' একখানা করসপণ্ডেন্টের চিঠি বেরিয়ে মৌমাছির চাকে ঢিলের মত পড়ে। ত্রস্ত মৌমাছিরা যে কোন দিক হতে ঢিল এল সন্ধান নিতে চাইবে তাতে আর বিস্ময়ের কথা কি আছে ?

মৌলি হাসিতে লাগিল দিলীপবাবুর কথা শুনিয়া। বলিল, লোক লেগেছে পিছনে জানি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে নেতৃসমাজেরও বিপদ হবে, তা কংগ্রেসী হোন বা কম্যুনিস্ট হোন। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব, Preventive Detention Act-এ ধরবার আগে। মুস্কিল কি জানেন, এই সব নোংরা ব্যাপার পাঁচজনকে জানাতেও ঘৃণা বোধ হয়। রিহেবিলিটেশন অফিসের কোন কোন অফিসওয়ালা রেফিউজী মেয়েদের নিয়ে—

দিলীপবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, দু' তিনটে কেস পুলিশের কাছে এসেছে, এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন।

নীরবে এই আলাপ শুনিতেছিল গৌতম। একটা কথা তাহার মনে আসিয়াছিল, মৌলিকে সরাইয়া আনিতে হইবে এই কাজ হইতে। মানুষের চরিত্রের এই চরম অধোগতির চিত্র দেখিতে দেখিতে, কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মনের ব্যাধিগ্রস্ত হইবার ভয় আছে। মন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জীবনের সব আলো নিভিয়া যাইবে তাহার চোখের উপরে। অন্ধকার জগতে চোখে পড়িবে কেবল দিগন্ত-বিস্তৃত কর্দমস্তর, আর সেই কর্দমস্তরের মধ্যে লুব্ধ, ক্ষুধার্ত, কামার্ত, হিংস্র পশুযূথের বীভৎস লীলার উলঙ্গ চিত্র। সে যে কি ভয়ানক, পীড়াদায়ক অবস্থা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে সে জানে। যেমন করিয়া হউক কলিকাতা হইতে বাহিরে পাঠাইতে হইবে মৌলিকে, যাহাতে সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনের পথে ফিরিয়া আসিতে পারে সে।

দিলীপবাবু বলিলেন, আপনি চুপ করে কি ভাবছেন গৌতমবাবু ?

গৌতম। আপনাদের কথা শুনছিলাম। মৌলি, বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে, বসতে হবে একটু।

মৌলি বলিল, আমিও এসেছি একটু দরকারে, বসবো কিছুক্ষণ।

সৎপতির দিকে চাহিয়া বলিল, হেমদা, এবার বড়দিনের ছুটিটা আপনার দেশের বাড়ীতে কাটাব, আগে নোটিশ দিয়ে রাখলাম।

হাসিয়া সৎপতি বলিল, যাবে এ নোটিশ নয়, যাবার ইচ্ছা আছে এই নোটিশ গ্রহণ করলাম। বড়দিনের দেরি আছে, দু'চার দিন ঘুরে আসতে পার।

মৌলি। যাবার সুযোগ হলে জানাব।

কিছুক্ষণ আলাপের পরে সৎপতি ও দিলীপবাবু উঠিলেন।

মৌলি বলিল, কি দরকারের কথা বলছিলেন কাকাবাবু?

চলো, ওপরে যাই, গৌতম বলিল।

গৌতমের পড়িবার ঘরে বসিল উভয়ে।

গৌতম বলিল, তোমার এম. এ. পরীক্ষার রেজাল্টের খবর নিয়েছি। কয়েকটা পেপারে তোমার মার্কস এত বেশী হয়েছে যে কোন কোন তরফ থেকে কিছু কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। যাই করা হোক, তোমাকে প্রথম স্থান থেকে নড়াতে পারবে না। শেখরদাকে খবরটা জানিয়ো। এই হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তুমি বিলাত যাবে, না এখানে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবে? তৃতীয় কথা, যদি বিলাত যাও বৌদির ইচ্ছা তোমার বিয়ে দিয়ে পাঠাবেন। এবার তোমার দরকারের কথা বল, তারপর আমার কথার জবাব দিয়ো।

মাথা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল মৌলি, মুখের ভাব একটু ম্লান।

মণিমালা ঘরে আসিল একহাতে খাবারের ডিশ, অন্য হাতে ধূমান্বিত পেয়ালা লইয়া। বলিল, মৌলি দা, দিদি পাঠালেন আপনার জন্য। চা না করে কফি এনেছি কিন্তু, কফি ভালবাসেন শুনেছি।

মুখ তুলিয়া মণিমালার দিকে চাহিল মৌলি, উঠিয়া কফির পেয়ালা হাতে লইল।

গৌতম দেখিল মণিমালার মুখ হাসিখুশী, সাজসজ্জাও করিয়াছে। মৌলিকে দাদা বলিয়া আগে সে কখনও ডাকিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না, তাহার। অন্তরের আনন্দ মণিমালার চেহারাই বদলাইয়া দিয়াছে, তাহার সুন্দর রূপ শান্ত জ্যোতিতে আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।

স্নেহদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে গৌতমের নিজের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাইল। বলিল, কফি যদি কষ্ট করে করলে মণি আমাকে কেন বঞ্চিত করছ? আধ কাপের বেশী কিন্তু চাই না।

মৌলির খাবার তাহার হাতের কাছে নামাইয়া রাখিয়া হাসিমুখে বলিল, এখুনি আনছি।

দরজার কাছে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, আপনাকে কফি দিয়েছি রাত্রে জানতে পারলে দিদি কিন্তু বকবেন আমাকে।

তুমি যেন কি ভাবছ মৌলি, গৌতম বলিল, দরকারের কথা তো বললে না।

আপনি মনীষাকে চনিতেন কাকাবাবু, আমার সঙ্গে বি. এ, পর্যন্ত পড়েছিল, মৌলি বলিল, পড়া না ছাড়লে এবার এম. এ. দিত। আর ফার্স্ট ক্লাসও পেত।

গৌতম। মনীষা? তোমাদের বাড়ীতে দেখেছি মনে পড়েছে। Very intelligent and sweet-looking girl. তার তো বিয়ে হয়েছে এক বড় অফিসারের সঙ্গে শুনেছিলাম।

বিষণ্ণ হাসিয়া মৌলি বলিল, হ্যাঁ, হয়েছিল। পরশু খবর পেলাম মনীষা মারা গিয়েছে হঠাৎ, without any illness. বিয়ের ক'মাস পরে থেকে মনীষা আলাদা থাকত, স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। এক ননদের বিয়েতে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল ক'দিনের জন্য and she never returned. শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা বলছে suicide, বাপের বাড়ীর লোকেরা বলছে murder.

মৌলির চোখে জল আসিয়াছিল, মণিমালার পায়ের শব্দ পাইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিল।

গৌতম। মণি, মৌলি খাবে এখানে মাসীমাকে বলো গিয়ে। বেশী রাত করো না ব্যবস্থা করতে গিয়ে, ওকে বাড়ী ফিরতে হবে।

সে রাত্রে বাড়ী ফেরা হইল না মৌলির। মনীষার ভাই যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহাকে সেই চিঠির কথা বলিতে গিয়া এমন ভাঙ্গিয়া পড়িল সে যে গৌতম তাহাকে যাইতে দিল না। ফোন করিয়া সন্ধ্যাতারাকে জানাইয়া দিল রাত্রে মৌলি লক্ষ্মী-আবাসে থাকিবে।

অনেক রাত্র পর্যন্ত গৌতমের পড়িবার ঘরে বসিয়া উভয়ের কথাবার্তা চলিল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া গৌতমের বুঝিতে বাকী রহিল না মৌলি ও মনীষা পরস্পরকে ভালবাসিত। ভালবাসার কথা তাহাদের মধ্যে হয় নাই কোনদিন, দুইজনেই ছেলেমানুষ, বন্ধু ও বান্ধবীর সহজ প্রীতি মন ভরিয়া রাখিয়াছিল উভয়ের। সহজ প্রীতির সূত্র ধরিয়া হৃদয়ের গভীরে যে মনোভাব দানা বাঁধিতেছিল তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইল মনীষার কাছে প্রথমে, বিবাহের পরে। তাহার স্পর্শকাতর মন প্রথমে আহত, তারপর বিরূপ হইয়া উঠিল স্বামীর অমার্জিত লোলুপতায়, উচ্চপদের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের খোলসের মধ্যকার স্থূল রুচি এবং অনুকর্ষিত বুদ্ধির

পরিচয়ে। বিরূপতা বাড়িয়া চলিল এবং তাহারই আলোকে আবিষ্কৃত হইল এতদিন চোখে-না-পড়া প্রথম ভালবাসার সত্য।

মনীষার ভাই লিখিয়াছিল তাহারা কেহই বুঝিতে পারে নাই, মনীষা নিজেও নিজের মন বুঝিতে পারে নাই। বিবাহের সময়ে সে কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করে নাই, সহজভাবে সব ব্যবস্থা মানিয়া লইয়াছিল। বাবা, মা এত ভালবাসিতেন মনীষাকে যে সামান্য আপত্তি জানাইলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতেন তাঁহারা। কেন আপত্তি জানাইল না সে?

মনীষা ও তাহার পিতৃগৃহের সঙ্গে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখা বন্ধ হইয়াছিল মৌলির, মনীষাকে সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ মনে পড়িলে একটু বেদনার মত, হারাইয়া-যাওয়া কোন মূল্যবান প্রিয় বস্তুর কথা মনে পড়িলে যেমন হয়, খানিকটা আপশোষের মত অনুভূতি মনে জাগিত কিছুক্ষণের জন্য। ভাইয়ের চিঠিতে হঠাৎ মনীষার মৃত্যু সংবাদ সুন্দর, সুগন্ধ, অকালে-ঝরিয়া-পড়া একটি অতিপ্রিয় ফুলের করুণ কাহিনীরূপে অভিভূত করিল মৌলিকে। এই অনুভূতি গভীর বেদনায় সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল যখন পত্রের শেষাংশে সে পড়িল মনীষার বাক্সে তাহার বহু মূল্যবান, প্রিয় মুক্তার মালাটি পাওয়া গিয়াছে একটি কেসের মধ্যে যাহার উপরে লেখা ছিল 'মৌলির বউয়ের জন্য।'

অতি বিলম্বে, প্রতিবিধানের উপায়হীন মৌলির কাছে মনীষার হৃদয়ের সত্য উদ্‌ঘাটিত হইল, সেই সত্যের আলোকে তাহার নিজের হৃদয়ের সত্যও উজ্জ্বল হইয়া চোখে পড়িল। সংগোপনে, নিভৃতে সে বহুক্ষণ কাঁদিল। মনের ভার কমিল না। তারপর বহু ইতস্তত করিয়া কয়েকটা দিন কাটাইয়া, সহানুভূতিশীল বন্ধুর কাছে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া বেদনার ভার লঘু করিবার তাগিদে গৌতমের কাছে আসিয়াছিল।

পরদিন সকালে তাহাকে চা দিতে আসিলে মণিমালার শান্ত, স্নিগ্ধআলোকেদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল মৌলি। মনে কোন বিশেষ ঋতুর আবির্ভাব ঘটিলে কায়া-মন্দির এমন অপরূপ সুন্দর হইয়া উঠে ভাবিতে লাগিল সে।

মৌলি দা, মণিমালা ডাকিল।

আবার মুখ তুলিয়া চাহিল মৌলি।

আসছে রবিবার আপনাকে খেতে বলছি, মণিমালা বলিল, আসবেন তো ঠিক?

আসব, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৌলি বলিল।

চায়ের কাপ মুখে তুলিয়াছিল গৌতম, উভয়ের দিকে চাহিয়া আনমনা

হইয়া, মুখের কাছে আনিয়া দেখিল পাত্রশূন্য। একটু হাসিয়া নামাইয়া রাখিল কাপ।

টী পটে হাত দিয়া মণিমালা বলিল, আর একটু দেব? দু'কাপ হয়েছে কিন্তু।

তা হোক, দাও আধ কাপ, গৌতম হাসিয়া বলিল।

শঙ্করের চিঠি আসিল দিল্লী হইতে গৌতমের নামে।

ইহার আগে কিংশুককে লিখিত এক পত্রে শঙ্কর-আরতি পরিস্থিতি সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিত ছিল যাহা হইতে মনে হইয়াছিল লক্ষ্মী-আবাসে আর একটি শুভ বিবাহ বোধহয় আসন্ন। শঙ্করের চিঠি পাইয়া গৌতম ভাবিল হয়ত এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর সংবাদ পাইবে শঙ্কর দার চিঠিতে। দ্রুত চোখ বুলাইয়া নিরাশ হইল সে, এ প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র নাই চিঠিতে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, আমাদের স্বাধীনতার বয়স তিনমাস মাত্র। কিন্তু এর মধ্যে স্বাধীনতার ভেতরের চেহারার পরিচয় প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে। আমার আলাপী বিখ্যাত ইনডাষ্ট্রীয়ালিষ্ট জয়পুরিয়ার কথা তোমার মনে আছে কিনা জানিনা। অর্দ্ধশত পাঞ্জাবী, বাঙালী, সিন্ধী, এংলো-ইণ্ডিয়ান, য়িহুদী, পার্শী রূপসী নারী লইয়া গঠিত হারেমের প্রতিপালক, একনিষ্ঠ গান্ধীভক্ত, কালচারড্, সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সদালাপী কোটিপতি ব্যবসায়ীর কথা কয়েকবার লিখেছি তোমাকে, মনে রাখবার মত ব্যক্তি ইনি, কারণ, ইনি বা এঁরাই আজ আমাদের প্রকৃত প্রভু।

খবরের কাগজ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এঁর মনে একটু দুর্বলতা আছে। নইলে আমার মত নগণ্য লোকের সঙ্গে আলাপ জমত না। সেদিন দেখা হয়ে গেল মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায়। সভার শেষে ইসারায় ডাকলেন আমাকে, নিজের প্রকাণ্ড রোলসরয়েসে তুলে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

চা খেতে খেতে আলাপ করলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক। আলাপ মানে তিনি বললেন, হাঁ-হুঁ দিয়ে, ইচ্ছা করে দু'একটা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করে শুনে গেলাম আমি।

আমার থিওরী এই যে বড়লোকদের হৃদয়দ্বার অর্গলমুক্ত করবার প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে। নির্বাক কিন্তু বিশ্বস্ত একজন শ্রোতাকে সামনে রেখে বকে যান তাঁরা just to throw off extra load from their mind. এর উল্টো পিঠের process হচ্ছে to load the mind with ballast যা সামান্য লোকদের করতে হয় সময়ে সময়ে।

থিয়োরী থাক। জয়পুরিয়া যা বললেন সেদিন তার মর্ম এই—চেট্টিপ্রমুখ তিনজন সত্যিকার মাথাওয়ালা লোক ঢুকেছেন গভর্ণমেণ্টের মধ্যে, কংগ্রেসের অর্থনৈতিক

আদর্শের বাজে মাল যমুনায় dump করবেন তাঁরা, big business এর মুঠোয় এসে যাচ্ছে law-making power of the Government. দেশকে ইনডাষ্ট্রীয়ালাইজ করতে হলে big businessএর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে গভর্নমেণ্টকে, তাদের দাবি মেটাতে হবে, recommendations কাজে পরিণত করতে হবে। নইলে India will go the way of Russia and China. শেঠ জয়পুরিয়ার কথা যে বাজে নয় তার প্রমাণ সরকারী উচ্চ মহলগুলিতে জয়পুরিয়া এণ্ড কোং-র আনাগোনা, ইজ্জত বেড়েছে, ক্ষমতাও বেড়েছে।

এর পরোক্ষ ফল দেখা যাচ্ছে নানাদিকে। ঘাগী উচ্চতম গ্রেডের কর্মচারীরা, তিনকাল যাঁদের কেটে গিয়েছে ব্রিটিশের সেবায়, প্রভু বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ খদ্দর ও গান্ধী টুপী, চুড়িদার পায়জামা ও শেরওয়ানী ধরেছিলেন অফিসে এবং ফাংশানে। খদ্দর এবং গান্ধীটুপী, পায়জামা ও শেরওয়ানী আবার অন্তর্দ্ধান করেছে, শুধু সরকারী নয়, বে-সরকারী মহল থেকেও, টাই-ট্রাউজার এখন পথেঘাটে দেখা যাচ্ছে; বোধহয় নেশনাল ড্রেসের ইভোল্যুশানের এইটেই শেষ স্তর হবে।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি-চালক এমবাসেডর এবং হাই-কমিশনার পদের জন্য এমন সব যোগ্য রত্নকে বেছে বেছে নিয়োগ করা হচ্ছে যাঁদের কাণ্ড কারখানা দেখে বিদেশীরা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যাচ্ছে। মহাত্মাজীর দু'টো আন্দোলনে দেশের তালগাছগুলো ধ্বংস হয়েছিল তাড়ি খাওয়া বন্ধ করবার জন্য। এঁরা কেউ কেউ নাকি দরিদ্র দেশবাসীর টাকায় ভাটিখানায় ডুবে থাকেন বিদেশে। বোধকরি ভারতের প্রাচীন পঞ্চ 'ম' কারের সাধনায় demonstration দিচ্ছেন এঁরা বিদেশীদের কাছে। স্ক্যাণ্ডাল ও টিটকারীতে ছেয়ে গেল চারদিক। ভারতীয় অর্থের শ্রাদ্ধ চলেছে বিদেশে, আমাদের অবিচলিত পররাষ্ট্র-দপ্তর স্বাধীন ভারতের ডিগনিটি এবং প্রেষ্টিজের স্বপ্ন রচনায় মশগুল।

আর দু'টো ব্যাপারের উল্লেখ করছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল to achieve the unity of the people. উত্তর-স্বাধীনতা যুগের গতি দেখা যাচ্ছে disunity of the people. প্রদেশে প্রদেশে এত উগ্র রেষারেষি ব্রিটিশ আমলেও দেখা যায় নি। মন্ত্রী থেকে কুলি, মজুর চাষীর মধ্যে পর্যন্ত তীব্র প্রাদেশিক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া কি হবে ভাবতে ভয় হয়।

এই প্রাদেশিকতার একটা দিক হিন্দীওয়ালাদের উৎকট self-assertion. সংখ্যায় তারা গরিষ্ঠ, গভর্ণমেণ্টে তাদের সংখ্যাধিক্য, হিন্দী দেশের অফিসিয়াল ভাষা, তাদের পায় কে? তারা যা বলবে তাই মানতে হবে সবাইকে। হিন্দীওয়ালাদের

বস্তু ও অতিরিক্ত আত্ম-বিজ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে, আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে হিন্দী ইম্পিরিয়ালিজমের বিরুদ্ধে। Hindi protagonist-দের অতিরিক্ত উৎসাহ ঠাণ্ডা করতে না পারলে গৃহযুদ্ধ না হোক গৃহবিবাদ ক্রমে বেড়ে যাবে।

চিঠির শেষে গৌতমকে অভিনন্দন জানাইয়া ডাঃ আচার্যের বিস্তারিত পরিচয় জানিতে চাহিয়াছে শঙ্কর। আরও লিখিয়াছে কিংশুক দিল্লীতে আসিতেছে জানিতে পারিয়া খুশী হইল সে, অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নাই।

শঙ্করের চিঠি আসিবার দিন দুই পরে কিংশুক দিল্লী রওনা হইয়া গেল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন তাহার চাকুরির দরখাস্ত পাইয়া। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে যে বেতন দিতে চাহিয়াছিল সে বেতনে কাশী যাইতে ইচ্ছুক ছিল না সে।

কিংশুক চলিয়া যাইবার পরে শেখরনাথ সস্ত্রীক পলাশডাঙা আশ্রমে চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন, গৌতমের বিবাহের দশ বারো দিন আগে ফিরিয়া আসিবেন। প্রসাদ ও সরিৎ ইহার আগেই কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে গিয়াছিল।

দিন তিন পরে কি উপলক্ষ্যে মৌলির কথা মনে উঠিতে গৌতমের খেয়াল হইল বেশ কয়েকদিন মৌলির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নাই তাহার। সে এখন বাড়ীতে একা রহিয়াছে তবু লক্ষ্মী-আবাসে আসে না। ভাবিল অসুখ বিসুখ করিল কিনা একবার খোঁজ লওয়া দরকার। ফোন করিয়া জানিল মৌলি বাড়ীতে নাই, অফিসে গিয়াছে। অফিস মানে সোশিয়ালিষ্ট রিসার্চ বুরোর অফিস। বুরোর অফিস যে পাড়ায় সেখানে কিছু কাজ ছিল গৌতমের। ভাবিল কাজ সারিয়া মৌলির কাছে যাইবে।

সন্ধ্যার একটু আগে সোশিয়ালিষ্ট রিসার্চ ব্যুরোর অফিসে পৌঁছিল গৌতম।

ছোট একটা গলির মধ্যে তেতলা বাড়ীর দোতলার একটি ফ্ল্যাটে বুরোর অফিস। দুইটি ঘর লইয়া অফিস আর দুইটি ঘর বহিরাগত কর্মীদের অস্থায়ীভাবে থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট, কিছু ভাড়া দিয়া থাকিতে হয়। ব্যুরোর খরচে মোটা অংশ বহন করেন শেখরনাথ, দেশবিভাগ হইবার পরে খরচ কমাইবার জন্য এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

দোতলায় উঠিতে প্রথম ঘরটি লাইব্রেরী, কয়েকজন যুবক পড়াশোনা করিতেছিল সেখানে। মৌলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে, পাশের ঘর দেখাইয়া দিল একজন।

পাশের ঘরে পরদা ঝুলিতেছিল। পরদার এ পাশে দাঁড়াইয়া গৌতম শুনিল কি লইয়া জোর তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। গলা শুনিয়া বুঝিল দলের মধ্যে মেয়েও আছে।

'Arrested revolution must be completed', মেয়েলী গলায় বলা এই কথাগুলি তাহার কানে আসিল। প্রথম ঘরটি হইতে একজন যুবক বাহিরে আসিল। গৌতমকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, ভেতরে যান, মৌলি আছে।

পরদা সরাইতে সকলের চোখ পড়িল গৌতমের প্রতি। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল মৌলি। বলিল, আসুন কাকাবাবু, আপনি এখানে?

হাসিয়া গৌতম বলিল, Muhammad has come to the mountain, নয় কি? তুমি কাজে ব্যস্ত?

আড্ডা জমাতে ব্যস্ত, বসুন আপনি, মৌলি বলিল।

মৌলিকে লইয়া তিনটি যুবক এবং একটি মেয়ে লম্বা টেবিলের দুইপাশের চারখানি চেয়ার দখল করিয়া কথা বলিতেছিল। শ্যামা, রোগা, চশমা-পরা মেয়েটিকে আলোচনায় ছেদ পড়ায় একটু যেন বিরক্ত বলিয়া মনে হইল গৌতমের।

মৌলি একখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়াছিল। বসিয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া গৌতম বলিল, আপনাদের আলাপ চলুক, আমি শ্রোতা। The arrested revolution must be completed, কথাটা শুনেছি। How do you propose to do it?

ইঙ্গিতে মেয়েটিকে নির্দেশ করিয়া মৌলি বলিল, কথাটা মিস সোম বলছিলেন। বুরোর একজন খাটিয়ে মেম্বার উনি, এনথ্রোপোলজি নিয়ে M. Sc. পড়ছেন।

গৌতম। বেশ আলোচনা চলুক। কিভাবে স্থগিত বিপ্লবকে চালু করতে চান বলুন।

মৌলিবাবুর বক্তব্যটা শুনুন আগে, মিস সোম সংক্ষেপে জবাব দিল।

মৌলি নিপুণ বক্তা, যেমন গলার স্বর তেমনি সুন্দর তাহার বলিবার কায়দা। সে বলিতে লাগিল যে ভাবে ক্ষমতা হাতে আসিল তাহা এবং তারপরের ঘটনাবলী শুধু শিক্ষিত, পদস্থ শ্রেণীর দেশবাসী নয়, সাধারণ লোকের মন হইতেও সব উৎসাহ, আদর্শে বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে, অবিশ্বাস এবং অভক্তি জন্মিয়াছে নেতাদের উপর। একটা অনুসন্ধান চালানো হইয়াছিল সাধারণ লোকের মধ্যে, চাষী, মুদি, ছোট দোকানদার, ওয়ার্কিং ক্লাসের মধ্যে। প্রশ্নের উত্তরে যে সব কথা বলিয়াছে অনেকে, তাহা রীতিমত sacrilegious, blasphemous. Their words betrayed not only frustration but also a strong feeling of having been cheated. তাহারা প্রতারিত হইয়াছে, অভব্য ভাষায় অনেকে এই কথা বলিয়াছে।

সততা, সাধুতার কথা শুনিয়া হাসিয়াছে তাহারা, বলিয়াছে, সব বেটাই চোর মশায়। সব ফাঁকিবাজ, শুধু কথার জাহাজ—

এসব কথা আগেও শোনা গিয়েছে আপনার মুখে, ঝাঁঝালো গলায় মিস সোম বলিল, সংক্ষেপে বলতে পারতেন কমোন ম্যানের আশা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে। তা তো হয়েছেই। আপনি শুধু flamboyant বর্ণনা দিচ্ছেন বর্তমান অবস্থার। এই অবস্থার পরিবর্তনের উপায় কি বলছেন না।

মিস সোমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে মৌলি বলিল, flamboyant কথাটা আপনার favourite জানি, কিন্তু ওর ব্যবহার inappropriate. উপায় কি আপনি বলুন।

একটি যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ডিকশনারী দেখে কথাটার ঠিক মানে জেনে নেয়া দরকার।

দরকার থাকে আপনি দেখুন, মিস সোম বলিল, আমি যুক্তি বুঝি, কথার অভিধানগত অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাই না।

মৌলি। কি উপায়ে স্থগিত বিপ্লবকে আবার চালু করতে চান বলুন।

মিস সোম। উপায় সোজা। নষ্ট আশা ও বিশ্বাসকে আবার নূতন জীবন দিয়ে।

ডিকশনারী দেখিবার জন্য যে যুবকটি উঠিয়াছিল হাসিয়া সে বলিল, অত সোজা নয়, নূতন জীবন দেবার মন্ত্রটি বলুন।

মিস সোম কি বলিতে যাইতেছিল পরদা সরাইয়া একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল।

ঘরে ঢুকিয়াছিল অপর্ণা, গৌতমের ভূতপূর্ব ছাত্রী। ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স লইয়া তাহার কলেজ হইতে বি. এস-সি. পাশ করিয়াছিল অর্পণা, তারপরের খবর আর কিছু জানে না সে।

কয়েক পা আগাইয়া গৌতমকে প্রণাম করিল, বলিল, চিনতে পারছেন স্যর? আপনার ছাত্রী অপর্ণা।

চিনতে পারছি, গৌতম বলিল, ভাল আছ? সোশিয়ালিষ্ট রিসার্চ ব্যুরোর সভ্য হয়েছ তুমি?

অপর্ণা। মাঝে মাঝে আসি। মৌলিবাবু কিছু কিছু কাজ দেন, করবার চেষ্টা করি।

সোশিয়ালিষ্ট লিটরেচর পড়তে দেন, মিস সোম সংশোধন করিয়া বলিল, কিন্তু আপনি ভাল করে পড়েন না কিছু। আপনার মন চঞ্চল।

উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিল এই মন্তব্যে, অপর্ণাও হাসিল।

বসুন মিস মিশ্র, চেয়ার আগাইয়া দিয়া মৌলি বলিল, আপনার গুরুকে এখানে দেখে একটু অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে। উনি ব্যুরোর সভ্য ন'ন, আমার কাকাবাবু।

আঁচলে চশমা মুছিতে মুছিতে মিস সোম বলিল, আজ আর কাজের কথা হবে না এখানে, উঠছি আমি।

অপর্ণা দেখিল খালি চোখে বোকা বোকা দেখাইতেছে মিস সোমকে। যুদ্ধং দেহি ভাবটা উবিয়া গিয়াছে চোখমুখ হইতে।

গৌতম বলিল, আপনাদের ডিষ্টার্ব করতে চাই না, মিস সোম, বসুন। অবসর পেলে একবার যেয়ো মৌলি। আচ্ছা, নমস্কার।

গৌতম হঠাৎ বিদায় লইতে সকলের অসন্তোষের দৃষ্টি পড়িল মিস সোমের প্রতি। তাহার অভদ্রতার জন্য উনি উঠিলেন এভাবে। মিস সোম আবার চশমা খুলিয়াছিল, খালি চোখে সে দৃষ্টি দেখিতে পাইল না।

॥ তিন ॥

কাশ্মীরের যুদ্ধ চলিতেছে। সকালের কাগজের সংবাদ ভারতীয় বাহিনী বরামুলা অধিকার করিয়াছে। খবর পড়িয়া গৌতমের মন অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল।

২৫শে অক্টোবর ৫ হাজার উপজাতীয় হানাদার ডোমাল ও মজাফ্‌ফরাবাদ আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার আগে পাকিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল হইতে ছোটখাট আক্রমণ চলিতেছিল। কাশ্মীরের সৈন্যবাহিনীর বাধা দিবার সামর্থ্য ছিল না। বিভিন্ন দিক হইতে এককালে আক্রমণ চালাইয়া হানাদার বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকায় মধ্যে প্রবেশ করিল। বিপন্ন মহারাজা ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চাহিলেন। কাশ্মীর ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ না দিলে সাহায্য পাঠানো চলে না। ২৬শে অক্টোবর রাত্রে কাশ্মীর ও জম্মুর ভারতের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া মহারাজার স্বাক্ষরিত পত্র ভারত সরকারের হস্তগত হইল। ২৭শে অক্টোবর প্রথম শিখ ব্যাটালিয়নের ৩৩০ জন সৈন্য প্লেনে শ্রীনগরে প্রেরিত হইল। হানাদার বাহিনী তখন শ্রীনগরের তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে।

তারপর আরম্ভ হইল কাশ্মীর রক্ষায় চমকপ্রদ সংগ্রাম। কাশ্মীর রাজ্য নয়, কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষার সংগ্রাম। লাডাক, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বাদে সমগ্র কাশ্মীর রাজ্য তখন হানাদারদের কবলে। পাকিস্তানের সংলগ্ন অঞ্চলগুলি

গিয়াছিল, উত্তরে গিলগিট, বাল্টিস্তান, স্কার্দু, কার্গিল অতিক্রম করিয়া হানাদারগণ গুলমার্গ, বন্দীপুর পর্যন্ত পৌছিয়াছিল।

উরি, বরামুলা দখল করিয়াছে ভারতীয় বাহিনী, কাশ্মীর উপত্যকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে আক্রমণকারীরা।

কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর ২৭শে অক্টোবরের উৎসাহবাণীর কথা মনে পড়িল গৌতমের, থার্মোপাইলি রণক্ষেত্রে স্পার্টান বীরদলের মত প্রাণ দিবার আবেদন করিয়াছিলেন তিনি।

মনে পড়িল ২৪শে আগষ্টের পাকিস্তানী কাগজে কাশ্মীরের মহারাজাকে ভয় দেখাইবার কথা, ভারতের সঙ্গে যোগ দিলে ভয়াবহ বিপদ ও অশান্তি দেখা দিবে কাশ্মীরে। মনে পড়িল জুনাগড় নবাবের ফৌজ ভারতের সঙ্গে যোগদানকারী বাব্রিয়াগড় দখল করিলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাঠাইবার কথা উঠিল। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ভয় দেখাইলেন সৈন্য পাঠাও, দেখিবে তাহার ফল কি হয়। বাব্রিয়াগড়ে ভারতীয় বাহিনী পাঠাইবার ৩৬ঘণ্টা পরে কাশ্মীর আক্রান্ত হইল। এই আক্রমণের জন্য এবটাবাদকে হেডকোয়াটার্স করিয়া ১৫ই আগষ্ট হইতে গোপনে আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল।

মনে পড়িল রোগ-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ জননায়ক স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু সাশ্রুনয়নে আবেদন জানাইয়াছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যখন তাঁহার রোগ-শয্যার পাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আবেদন রক্ষিত হইয়াছে যদিও স্যর তেজ বাহাদুর আর এ জগতে নাই।

উরির পরে বরামুলা দখল করিয়া অগ্রসর হইতেছে ভারতীয় বাহিনী হানাদারদের বিতাড়ন করিবার জন্য। খুব খুশী হইয়া ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ পড়িতে লাগিল গৌতম।

হাতে একখানি চিঠি লইয়া ঘরে ঢুকিল মণিমালা, ডাকিল, মামাবাবু!

কি খবর মণি? হাসিমুখে গৌতম বলিল।

আপনার চিঠি, হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি গৌতমের সম্মুখে ধরিল মণিমালা। বলিল, কার চিঠি বলব?

গৌতম। পোষ্টাফিসের ছাপ দেখে না হাতের লেখা দেখে বলবে? হাতের লেখাটা তোমার লেখার চাইতে খারাপ নয় কি? ভাল কথা, কিংশুক কবে দিল্লী থেকে ফিরছে জানিয়েছে? এত দেরি তো হবার কথা নয়।

একটু হাসিয়া মুখ নামাইয়া মণিমালা বলিল, তিন চার দিনের মধ্যে ফিরবেন জানিয়েছেন, তার মধ্যে দু'দিন তো কেটে গেল।

গৌতম। তাহলে হাতে রইল মোটে দু'দিন, কেমন ?

চিঠিখানি গৌতমের হাতে দিয়া ঘর হইতে পালাইল মণিমালা, মামাবাবুর কথা শুনিয়া ভারি হাসি পাইতেছিল তাঁহার।

গোপার চিঠি খুলিয়া পড়িল গৌতম। এখানি তাহার চতুর্থ চিঠি।

'শ্রীচরণেষু' হইতে 'তোমার গোপা' পর্যন্ত নাতিদীর্ঘ চিঠিখানি নিংড়াইলে ঐ 'তোমার গোপা' কথা দুইটি ছাড়া আর কোথাও এক বিন্দু রস পাওয়া যায় না চিঠিতে। হিসাবী মেয়ে গোপা। আগের এক চিঠিতে গৌতম এই ইঙ্গিত করায় গোপা লিখিয়াছিল, যা আমার দেবার ছিল ওয়ালটেয়ারে নিঃশেষ করে তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তোমার পাওনার মধ্যে আর যা পড়ে তাও মিটিয়ে দেবার জন্য অপেক্ষা করছি। যে মন্দিরে পৌঁছবার জন্য তার সিঁড়ি কাব্যরস ঢেলে তৈরী করতে হয়েছিল, পৌঁছে গেছি সে মন্দিরে, আর নিষ্ক্রমণ নাই সেখান হতে। কাব্যরসের আর তো প্রয়োজন দেখছি না আমি। যার প্রয়োজন হবে তোমার জন্য, ভাল রান্না করা, যার কাছে কিছু কিছু শিখে নিচ্ছি, কলকাতায় গেলে মাসীমার কাছেও শিখে নেব। শোন লক্ষ্মীটি, কাব্যরসের জন্য সত্যই যদি তোমার মন খুঁতখুঁত করে লিখো আমাকে, কবিগুরুর ভাণ্ডারে হাত ঢুকিয়ে কিছু বের করে আনব আঁচলে ঢেকে। আজকার মত এইটুকু নাও।

চোখের জল যে কত ফেলেছিলাম আমি
করুণ গান যে কত শুনিয়েছিলাম তোমায়
ওগো সেই কথাটি আজ পড়ুক তোমার মনে
বিরহ নীরব রাতে, স্তব্ধ সমীরণে।

কাব্যলোক ছাড়িয়া অন্নলোকে যে তাহার মন বিচরণ করিতেছে গোপার আজকার চিঠিতে সে পরিচয় আছে। সে লিখিয়াছে, আমার অভিযোগ শুনে হেসো না, তোমার চিঠি যথেষ্ট বড় নয় আর স্বচ্ছন্দভাবে লেখা নয়। কেন তোমার কলমের আড়ষ্টতা ঘুচছে না বলো তো ? খোলামেলা চিঠি চাই আমি, কিছু গোপন বা আড়াল করে রাখতে পারবে না আমার কাছে। বলছি না ইচ্ছা করে তুমি কিছু গোপন রাখছ, তবু অনুভব করছি কি যেন প্রচ্ছন্ন থেকে যাচ্ছে।...

...টলষ্টয় থেকে কোটেশান দিয়েছ গল্পের নায়ক ডায়রীতে লিখছেন, 'Will she bring a new meaning into my life, a new mission' ? উত্তর দিচ্ছি, রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ো নায়কের কাছে C/o Late Count Leo Nikoloevitch Tolstoy, Yasnaya Polyana, Tula, U. S. S. R., অথবা

নিজের কাছে রেখো যত্ন করে, কারণ, নায়কের কলকাতার একটা ঠিকানা আছে মনে হচ্ছে। উত্তর এই, নিশ্চয় আনবে। এ বিষয়ে সন্দেহ করবার মানে ভালবাসার পাত্রীর যোগ্যতায় অবিশ্বাস।

চোখ বুজিয়া গৌতম মনে মনে উচ্চারণ করিল গোপার উত্তর, তাহার অপরূপ সুন্দর দুই চোখ হইতে গভীর আশ্বাস প্রভাতের আলোর মত বিকীর্ণ হইতেছে মনে হইল।

ভাবিতে লাগিল গৌতম। আড়াল, আড়ষ্টতার কথা লিখিয়াছে গোপা। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে গোপা, আন্দাজ করিয়া হাত দিয়াছে ঠিক ক্ষতস্থানে। বাহিরে গৌতম যে ব্যবহারই করুক নিজের মনকে সে adjust করিতে পারিতেছিল না বর্তমান অবস্থার সঙ্গে, আশা আকাঙ্ক্ষার, সংস্কার ও বিশ্বাসের গোটা পুরনো ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে। Maladjustment এর অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে, স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছে মন, সম্পূর্ণ সবল হইতে হয়ত আরও সময় লাগিবে। প্রচ্ছন্ন বেদনার রেশ রহিয়া গিয়াছে মনে, বোধহয় আমরণ থাকিবে পাঁজরের ভাঙ্গা হাড়ের বেদনার মত। এই বেদনার বোধ চাপিয়া রাখিয়া তাহাকে চলিতে হয় সকল কাজকর্মের মধ্যে, সকলের সঙ্গে ব্যবহারে। গোপার কাছেও তাহা গোপন রাখিয়াছিল। বুদ্ধিমতী মেয়ে গোপা সঠিক বুঝিতে না পারিলেও কোথাও যে গণ্ডগোল আছে বুঝিয়াছে। নিজের চেষ্টায় এই বেদনার প্রকৃতি বুঝিবার জন্য তাহাকে সময় দিবে গৌতম।

চিঠির শেষে শঙ্কর, মঞ্জরীর কথা লিখিয়াছে গোপা। পুনশ্চ দিয়া লিখিয়াছে, রাজনগরের ইতিহাসের কথা লিখেছিলে তুমি এক চিঠিতে। এই ইতিহাস কি ছাপা হয়েছে? ছাপা হয়ে থাকলে এক কপি পাঠাতে পারবে কি?

প্রসাদ ফিরিল পলাশডাঙা হইতে।

দেখা করিতে আসিয়া সন্ধ্যাতারার একখানি চিঠি দিল গৌতমের হাতে, বলিল, মৌলির চিঠিপত্র যায় না নিয়মিত। ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তারা বৌদি। তারপর পরশু হঠাৎ এক বেনামী চিঠি পেলেন শেখরদা, তোমাকে পাঠিয়েছেন চিঠিখানা to do the needful.

গৌতম চিঠি পড়িতে লাগিল: "সোশিয়ালিষ্ট বুরোর অফিসে ছেলেধরার উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, কর্তব্যের খাতিরে আপনাকে জানাচ্ছি। Child kidnapper নয়, youngmen kidnapper. মৌলিবাবু একজনের খপ্পরে পড়েছেন। মৌলিবাবু

আসলে বোকা, খালি বক্তৃতা দিতে পারেন চকমকে ভাষায়। যে মৌলি বাবুর কাঁধে চেপেছে সে dangerous type-এর মেয়ে, যদিও তার মিটমিটে হাসি দেখে তা বুঝতে পারে না ছেলেরা। মৌলি বাবুর কাছে নোট নেবার ছলে তার গা ঘেঁষে বসে, ব্যাগ থেকে কাজু বাদাম বের করে খাওয়ায়। What is this? আর সব. ছেলেরা কিছু বলে না। কেন জানেন? রেস্তোঁরা থেকে চপ কাটলেট এনে তাদের গিলতে দেয় বলে। ছেলের মঙ্গল যদি চান দারোয়ান রাখুন মেয়েটা যাতে না ঢুকতে পারে অফিসে। মৌলিবাবুর মঙ্গল কামনা করি, তাই আপনাকে লিখলাম to do the needful.

চিঠি টেবিলে রাখিয়া গৌতম গম্ভীরভাবে বলিল, চিঠির অভিযোগের খানিকটা সত্যি প্রসাদ দা।

প্রসাদ। বল কি হে? কি করে জানলে তুমি? তোমার কাছেও চিঠি এসেছে না কি? কিছু অনুসন্ধান করেছ?

গৌতম। একদিন ব্যুরোর অফিসে গিয়েছিলাম, বর্ণিত মেয়েটিকে দেখেছি, বেনামী চিঠির লেখিকাকেও দেখেছি।

প্রসাদ। লেখিকা? খুব ইন্টারেষ্টিং শোনাচ্ছে। তারপর?

গৌতম। যার বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে সে মেয়েটিকে চিনি আমি, কিংশুকও চেনে। She is attractive. মৌলির সম্বন্ধে তার কিছু মতলব থাকা আশ্চর্য নয়, but Mauli is attraction-proof, attraction of the kind she posesses. মেয়েটির সম্বন্ধে আমার ধারণা কিন্তু খারাপ নয়।

প্রসাদ। আর লেখিকা মেয়েটি?

হাসিয়া গৌতম বলিল, সে দেখতে ভাল নয়। It is a case of feminine jealousy.

উচ্চ হাস্য করিয়া প্রসাদ বলিল, অঃ! চিঠি পেয়ে তারা বৌদি ভেবে আকুল, শেখরদা হেসে সারা। যাক্। তাহলে what about doing the needful?

চিঠির ওপরে নোট করলাম no action is called for.

পরদিন দিল্লী হইতে কিংশুকের ফিরিবার সংবাদ পাইয়া প্রসাদ আসিল লক্ষ্মী আবাসে, হেম সৎপতিও আসিল।

অধুনা দিল্লী-প্রবাসী চিত্রিতা দিদ্দার গল্প বলিতেছিল কিংশুক। একটি ভক্ত গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছে সে দিল্লীতে, সুপরিচিত হইয়াছে অনেক মহলে। সাহিত্য ছাড়িয়া cultural show দিতে আরম্ভ করিয়াছে সে দলবল লইয়া।

হেম সংপতি। কালচারাল শো মানে কি?

কিংশুক। নাচ-গানের অনুষ্ঠান। folk songs ও folk dances ইত্যাদির প্রদর্শনী আর কি। বিভিন্ন রাজ্যের লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য শেখবার জন্য হাই সার্কেলের মেয়েরা এবং ছেলেরাও পাঠ নিচ্ছে তার কাছে, গভর্ণমেণ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করছে অর্থ সাহায্য করে। সম্ভ্রান্ত বিদেশীরা আসলে চিত্রিতা দিদার show দেখানো হয়।

চিত্রিতা দিদার গল্প শেষ করিয়া কিংশুক মন্তব্য করিল, ভদ্র মহিলার মাথায় আইডিয়া আছে, অরগানাইজিং এবিলিটি, এনার্জি আছে। দিল্লীতে গিয়ে বেচারা অনুপম দিদা একেবারে ছায়ায় পড়ে গিয়েছে।

দিল্লীতে শঙ্করের কাছে ছিল কিংশুক, তাহার সম্বন্ধেও কিছু নূতন খবর দিল। বলিল, আরতি রায় বাংলা মুলুক ছেড়ে দিল্লীতে গিয়েছে জানেন নিশ্চয় শঙ্করদার চিঠি থেকে। শঙ্কর দা আবার তার আওতায় পড়েছে। আরতি রায়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। There is a big change in her. কথায় কথায় আমাকে বলল, সাহিত্যে নূতন কাজ করবার সময় এসেছে এবার। দেখবার জন্য নূতন দৃষ্টি, চিন্তা করবার জন্য নূতন বুদ্ধি, সৃষ্টি করবার জন্য নূতন উদমের অনুশীলন করতে হবে। জোর দিয়ে বললে so long our writers have been imitating third class European writers. একটি লেখক গোষ্ঠী সংগ্রহ করেছে আরতি। কয়েকজন গুজরাটি, মারাঠি, হিন্দী, তামিল, মলয়ালী ও বাঙালী লেখক জুটিয়েছে নিজের পাশে, দিল্লীর আশেপাশে বাস্তহারা ক্যাম্প ও কলোনীতে কাজ করতে দেয় তাদের কিছুদিনের জন্য, দিল্লীর বাইরেও পাঠায়। চমৎকার হিন্দী শিখে ফেলেছে সে, হিন্দীতে বক্তৃতা দেয়, লেখে।

গৌতম। শঙ্করদার কাজ কি এ ব্যাপারে?

হাসিয়া কিংশুক বলিল, To function as the chief executive.

উভয়ের মধ্যে বর্তমানে সাংসারিক সম্পর্ক কি এই প্রশ্নের উত্তরে কিংশুক বলিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বলে মনে হল। There is mutual understanding and appreciation. আপনি যা জানতে চাইছেন, অর্থাৎ বিয়ে হবে কি না তার উত্তর দিতে পারছি না। It may be dispensed with as superfluous.

কপট বিস্ময়ের ভান করিয়া প্রসাদ বলিল, বল কি হে! এতটা progressive?

কিংশুক। কেন নয়? এটমিক যুগে বাস করছেন ভুলে গেলেন।

কাশ্মীরের প্রসঙ্গ তুলিল প্রসাদ, বলিল, কাশ্মীরের যুদ্ধ সম্বন্ধে নূতন কি খবর আনলে বল।

কিংশুক। খবর এখনও নূতন আছে কি না জানিনা। যা শুনে এলাম দিল্লীতে তার কিছু বলছি।

চারিদিকে সমালোচনা হচ্ছে কাশ্মীরের মহারাজার আড়াই মাস ধরে নিষ্ক্রিয় থাকবার জন্য। এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য পাকিস্তানের পক্ষে উপজাতীয় হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছে। মহারাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করবার স্বপ্ন দেখছিলেন আড়াই মাস ধরে বলা হচ্ছে। নিজামের নিষ্ক্রিয়তার দৃষ্টান্ত দেখে তিনি নাকি উৎসাহিত হয়েছিলেন।

চটপট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবার প্রকৃত অন্তরায়গুলোর দিকে চোখ পড়ছে কারুর, মহারাজকে paralyse করে রাখবার মূলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কতখানি হাত ছিল খোলাখুলি তার উল্লেখ করছেন না কেউ।

দিল্লীতে শঙ্করদার বাড়ীতে তাঁর কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর মধ্যে আলোচনার সময়ে একদিন উপস্থিত ছিলাম আমি। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেদিন। এই আলোচনার নোট রেখেছিলাম আমি।

দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরে বোম্বাইতে ৩রা ও ৪ঠা জুলাই (১৯৪৭) গান্ধীজীর উপস্থিতিতে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাকের কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সর্দার প্যাটেল শেখ আবদুল্লা এবং নেশন্যাল কনফারেন্সের কর্মীদের মুক্তি দিবার পরামর্শ দেন। ৩রা জুলাই তারিখে সর্দার প্যাটেল মহারাজ হরিসিংকে লিখিত পত্রে জানান ভারতভুক্তি কাশ্মীরের পক্ষে মঙ্গলজনক। উত্তরে তাঁর পত্রের এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়। পণ্ডিত কাক সর্দার প্যাটেলকে লেখেন যে প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। ২৭শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত নেহেরু সর্দার প্যাটেলকে লেখেন শেখ আবদুল্লার সঙ্গে একটা মিটমাট হলে কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির অসুবিধা থাকে না। তিনি অভিযোগ করেন কাশ্মীর সরকার মনঃস্থির করতে অত্যন্ত দেরি করছেন। সর্দার প্যাটেল এই দীর্ঘসূত্রতাকে বলেছেন, 'fatal indecisiveness'।

এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ব্যবস্থায় দিল্লীতে পণ্ডিত কাক মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা করেন।

মেহেরচাঁদ মহাজন সর্দার প্যাটেলকে এক চিঠিতে লেখেন, 'It is for His Highness to decide whether he will remain independent or will

join any dominion. He has at present assumed an attitude of neutrality.

২৭শে অক্টোবর তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লিখিত মহারাজার পত্রে সর্দার প্যাটেল যাকে কাশ্মীর সরকারের fatal indecisiveness বলে অভিযোগ করেছেন তার কিছু কারণ প্রকাশ পেয়েছে। মহারাজা লিখেছেন, "Geographically my state is contiguous to both of them (India and Pakistan). Besides, my state has a common boundary with U. S. S. R. and China. ......I wanted to take time to decide to which dominion I should accede or whether it is not for the best interests of both dominions and my state to stand independent, of course with friendly and cordial relations to both. I accordingly approached India and Pakistan to enter into a standstill agreement with my state. Pakistan Govt. accepted this arrangement. India wanted further discussions with representatives of my Government."

তারপর, "Though we have a standstill agreement (with Pakistan) that government has permitted a steadily increasing strangulation of supplies like food, salt, petrol into my state."

তারপর আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত উপজাতীয় দলের অভিযান আরম্ভ হল। প্রথমে পুঞ্চ এলাকায়, পরে শিয়ালকোট থেকে ও হাজারা এলাকা থেকে দলে দলে অভিযানকারীরা কাশ্মীরে প্রবেশ করতে লাগল।

"The mass infiltration of tribesmen drawn from distant areas could not have taken place without the knowledge of the N. W. P, Govt. and Pakistan Government. The wild forces let loose on the state are marching with the aim of capturing Srinagar as a first step to overruning the whole state."

সর্দার প্যাটেলকে লিখিত মেহেরচাঁদ মহাজনের পত্র থেকে জানা যায় কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর মুসলমান অংশ ইতিমধ্যে সরকারী অস্ত্রশস্ত্রসহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মস্থল হতে সরে পড়েছিল এবং রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিল।

মহারাজা লিখছেন, "I have no option but to ask for help from India. Naturally they cannot send the help asked for, without my

state acceding to India. I have accordingly decided to do so. I attach the Instrument of accession for acceptance by your Government.

এই পত্রে কাশ্মীরে অন্তবর্তী সরকার স্থাপন এবং শেখ আবদুল্লাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্তের কথাও মহারাজা জানান।

ভারত সরকার কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্বীকার করে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

দুই দিকে পাকিস্তানের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে কাশ্মীরের মহারাজার neutrality বা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখবার ভেতরের রহস্য কি স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্ন ওঠে।

॥ চার ॥

দেশবিভাগ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর ২১শে জুন তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রকাশ্যতঃ বিশ্রাম ভোগ করবার জন্য কাশ্মীরে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক। আসলে গিয়েছিলেন তিনি মহারাজাকে পরামর্শ দিতে বা ভয়প্রদর্শন করতে। 'কুইট কাশ্মীরের' নেতারা অনেকদিন থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ ছড়াচ্ছিলেন কাশ্মীরে, অনেক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল এর ফলে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে জানালেন ভারত বা পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের কোনটিতে যোগ দেবার আগে কাশ্মীরের অধিবাসীদের প্রকৃত ইচ্ছা কি তাঁকে জানবার ব্যবস্থা করতে হবে and his dicision should be in accordance with the opinion of the people of the state. ভারতে এবং কাশ্মীরেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মনোভাব চরমে উঠেছে সেই সময়ে। এই অবস্থায় কোন রাষ্ট্রে যোগ দেবে কাশ্মীর এ সম্বন্ধে কাশ্মীরের public opinion জানবার ব্যবস্থা করতে উৎসাহ বোধ করলেন না মহারাজা।

একটু থামিয়া কিংশুক আবার বলিল, ২৭শে অক্টোবর মহারাজার ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে জেনারেল গ্রেসীকে কাশ্মীর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল মি. জিন্না। বিজেতার মত শোভাযাত্রা করে গর্বিতভাবে কাশ্মীরে প্রবেশের আশা নিয়ে এবোটাবাদে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ লর্ড অকিনলেকের চেষ্টায়, যার ফল হত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ, তাঁর সেই নির্দেশ প্রত্যাহৃত হল।

সাংবাদিকদের ঘরোয়া বৈঠকে আলোচিত একটা কথা বাদ পড়েছে। কাশ্মীর আক্রান্ত হবার খবর পৌছলে মহারাজা যদি সাহায্য প্রার্থনা করেন তাহলে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠানো হবে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত করেছিল। লর্ডমাউণ্টব্যাটেন প্রথম থেকে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য পাঠাবার বিরোধী ছিলেন এবং ভারতের তিনজন সেনাপতিও বিরোধী ছিলেন। সৈন্য পাঠাবার জন্য ক্যাবিনেটের দৃঢ় সিদ্ধান্তের ফলে তিনি পূর্বের মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তারপর যখন ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত দূত মহারাজার স্বাক্ষরিত ভারতভুক্তির চুক্তিপত্র নিয়ে শ্রীনগর থেকে ফিরে এলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মহারাজাকে লিখিত এক পৃথক পত্রে raised the question plebiscite on the ground that the accession has been in dispute. এই নূতন ফ্যাঁকড়া তুললেন তিনি দেশরক্ষা পরিষদে যে মহারাজার সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয়, plebiscite (গণভোট) দ্বারা কাশ্মীরের জনমত নির্ধারণ করা হবে।

গৌতম। তাঁর ভারতের সঙ্গে যোগদানের দলিলে কোন সর্তের উল্লেখ করেন নি মহারাজা। ভারতসরকার কর্তৃক তাঁর যোগদানের দলিল স্বীকার করে নেবার পরে এই সর্ত উপস্থিত করবার প্রয়োজন বোধ করলেন কেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন? কেন ভারতসরকার মাউণ্টব্যাটেন সাহেবের এই মোড়লী মেনে নিলেন?

প্রসাদ। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ভারতহিতৈষণার প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে এই ব্যাপার থেকে। তিনি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের এজেণ্টরূপে কাজ করছেন, ভারতের নির্বাচিত গভর্ণর জেনারেল হিসাবে কাজ করেননি এই চিঠি লিখে। ভারতসরকার কেন এই হস্তক্ষেপ সহ্য করলেন তার উত্তর এই যে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বেশী শক্তিশালী দলকে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হাতের মুঠোয় এনেছিলেন। আর একটা কারণ ভারতগভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়েছে একদল বক্তৃতা-বিশারদ পোলিটিশিয়ান নিয়ে যাঁরা ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় অনভিজ্ঞ, স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র-নায়ক হিসাবে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে অনভ্যস্ত। তাঁরা এখনও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগের নীতির পথ অনুসরণ করে চিন্তা করেন।

কিংশুক মাথা নাড়িল। বলিল, শুধু তাই নয়, একটা অদ্ভুত হাস্যকর রকমের, আদর্শবাদ আছে এর পেছনে। কাশ্মীরের মহারাজার গণভোটের প্রস্তাবে আপত্তির উল্লেখ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে লিখছেন, I know that you do not like the idea of plebiscite, but we can not do away with it *without harming our cause all over the world.*' একজন পত্রলেখক সর্দার প্যাটেলকে লিখেছেন, "We created difficulty by unnecessarily volunteering for

for a plebiscite, then taking the case to U. N. O. and then ordering cease fire when we were winning. The military forces are terribly dissatisfied with our politicians. It is midsummer madness to believe that we can win a plebiscite."

প্রসাদ। জুনাগড়ের ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেন নাকি একটু জব্দ হয়েছিলেন শুনেছি।

কিংশুক। হাঁ। ভারতগভর্ণমেন্ট কর্তৃক জুনাগড়রাজ্যের শাসনভার হাতে নেবার ব্যাপারে সর্দার পাটেল আগে গবর্নর-জেনারেলকে কিছু জানান নাই।

কাশ্মীরের ব্যাপারে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের আচরণ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিল কিংশুক। গভর্ণমেন্টের মধ্যে অন্যদলের মনে সন্দেহও উঠিয়াছে এ সম্বন্ধে। এজন্য মিঃ জিন্না লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও প্রধানমন্ত্রীকে মীমাংসা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লাহোরে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলে ক্যাবিনেট প্রধানমন্ত্রীর লাহোরে যাইবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিল। মহাত্মাজী কাশ্মীরে যুদ্ধ সম্বন্ধে যে উৎসাহবাণী দিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া লর্ড সাহেব তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ২০ মিনিট ধরিয়া ইহার অসমীচীনতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাকে। মিঃ জিন্নার কাছে plebiscite প্রস্তাব করিলে সে প্রস্তাব মিঃ জিন্না সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা plebiscite অনাবশ্যক বলিয়া ঘোষণা করিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই ঘোষণার প্রতিবাদ করিয়া U.N.O.এর তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে গণভোটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন বেতার বক্তৃতায়। দুইপক্ষের মধ্যে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার আশা নাই দেখিয়া লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ এটলীকে মধ্যস্থতা করিবার জন্য ভারতে আসিবার অনুরোধ করিয়া তার করিয়াছিলেন। তিনি আসিতে অস্বীকার করিলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দিলেন U.N.O.-এর কাছে আপীল করিবার জন্য।

প্রসাদ। তাঁর উদ্দেশ্য কি? ভারত-পাক বিবাদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে আনিয়া ফেলা?

কিংশুক। উদ্দেশ্য উভয়পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করা। হয়ত আরও উদ্দেশ্য আছে।

গৌতম। ডেলী হেরাল্ডের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কাশ্মীর ভাগ করতে চান। এই ভাগ করবার প্রস্তাব নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর

মতভেদ হলে তিনি নাকি ভয় দেখান পাকিস্তানের সঙ্গে বিবাদ বাধলে পদত্যাগ করবেন তিনি।

প্রসাদ। একটা গুজব রটেছে কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর সাফল্য দেখে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নাকি ঘাবড়ে গিয়েছেন।

হাসিয়া কিংশুক বলিল, ঘাবড়ে যাননি, মুখে ভারতীয় বাহিনীর খুব প্রশংসাই করেছেন। তাঁর ভয় হানাদারদের তাড়াতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এই ভয়ের জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় বাহিনী আর এগোবে না। (The Indian Army should not make further advance) প্রধান মন্ত্রীকেও এ বিষয়ে সতর্ক করে চিঠি লিখেছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন অফিসার কর্তৃক হানাদার বাহিনী পরিচালিত হইবার গুজবের কথা উঠিল।

কিংশুক বলিল, তিনজন অফিসারের নাম জানা গিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ সৈন্যও অনেক আছে হানাদারদের মধ্যে। ইণ্টারনেশনাল ব্রিগেড আছে একটা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। প্রচুর পাকিস্তানী সিপাহী ও অফিসার ব্যাজ বদলে যোগ দিয়েছে বাহিনীতে। এরা আফ্রিকা, ইটালী, বর্মা, সিঙ্গাপুরে লড়েছে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলি সরাসরি এবং পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের হাত দিয়ে পেয়েছে হানাদাররা। গিলগিট অঞ্চল থেকে লুটের লোভে যেসব উপজাতীয়রা যোগ দিয়েছে তাদের হাতে আছে রুশিয়ার ৭·৭ রাইফেল।

ইহার পর কাশ্মীরে হানাদার দলের নৃশংসতার কথা উঠিল। নৃশংস অত্যাচার হইয়াছে কাশ্মিরী মুসলমানের উপরে, হিন্দু এবং শিখদের উপরে।

কোটলি, রাজৌরি, মিরপুর এবং বরামুলায় বর্বরতার কথা বলিল কিংশুক।

কোটলিতে সকল পুরুষকে হত্যা, সকল সম্পত্তি হয় লুট নয় ধ্বংস করা হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের লইয়া গিয়াছে। রাজৌরিতে দেখা গিয়াছে অনেকগুলি কুপ মৃতদেহে একেবারে পূর্ণ। ঘরে তালা বন্ধ করিয়া বহু গৃহস্থকে সপরিবারে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে। এখানেও ব্যাপক লুট এবং স্ত্রীলোকদিগকে হরণ করা হইয়াছে। মিরপুরের হত্যাকাণ্ড আরও ভয়াবহ। বহু শিখকে এখানে হত্যা করা হইয়াছে। লুণ্ঠনের পর শহর পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কয়েক সহস্র নারী এবং বালিকাকে মিরপুর হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে হানাদারদলগুলি। ইহাদের মধ্যে অনেকে বাজারে পণ্যের মত বিক্রীত হইয়াছে। বরামুলাতেও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, লুট,

নারীহরণ হইয়াছে। বরামুলায় কনভেণ্ট ক্যাম্প লুট করিয়া শ্বেতাঙ্গ নার্স, সিষ্টার, মাদার প্রভৃতিকে হত্যা করা হইয়াছে।

ঘটনাগুলির কথা বলিয়া কিংশুক বলিল, লুণ্ঠন হানাদারদের উদ্দেশ্য। অন্যতম উদ্দেশ্য নারী ধর্ষণ ও নারী হরণ, এর সঙ্গে চলেছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। সারা কাশ্মীর জুড়ে এই ব্যাপার করেছে তারা, তছনছ করে দিয়েছে সব যে ক'দিন সময় পেয়েছিল তারমধ্যে। লুণ্ঠনের লোভে সুদূর দীর থেকে ৮০০০ হানাদার এসেছে, গিলগিট, চিত্রল, নাগীর, হুনজা, ইয়াসিন, শ্বোয়াট থেকেও এসেছে। বহু সহস্র অপহৃত কাশ্মীরী নারী ও বালিকাকে বিক্রয় করা হয়েছে উপজাতীয় এলাকায়, পেশোয়ারের বাজারে, আফগানিস্তানের বড় বড় বাজারে।

কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর কথা উঠিল।

কিংশুক বলিল, ভারতীয় বাহিনীর বীরত্ব ও সাফল্য গর্ব করবার বিষয়। যেভাবে শ্রীনগর রক্ষা করেছিল ভারতীয় বাহিনী তার উল্লেখ করে বিদেশী সামরিকমহল থেকে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে—'It is a remarkable achievement in the history of airborne operations. প্রতি দশ পনেরো মিনিট অন্তর সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও সাপ্লাই নিয়ে প্লেন নেমেছে শ্রীনগরে, প্রথম বারো দিন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনগুলোর পাইলট ও ক্রুরা দিনরাত কাজ করেছে।

গৌতম বলিল, আরেকটা বড় কৃতিত্ব শীতের মধ্যে ৯০০০ ফিট উঁচু বানিহল পাশ দিয়ে সাপ্লাই কনভয় কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়া। ৩০ ফুট বরফ ও avalanche সত্ত্বেও এই কনভয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাঁচটি বুলডোজার আর দু' হাজার কুলির সাহায্যে।

কিংশুক বলিল, শ্রীনগর উপত্যকায় armoured car নিয়ে যাওয়া, উত্তরে ১৩০০০ ফিট উঁচুতে ট্যাঙ্ক উঠিয়ে যুদ্ধ চালানোও কম প্রশংসার বিষয় নয়।

কাশ্মীরের যুদ্ধের কথা লইয়া আরও বহুক্ষণ আলোচনা চলিল। হেম সংপতি বেশীর ভাগ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, উঠিবার সময়ে সে বলিল, ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আচরণ সম্বন্ধে যা শুনলাম আমার মনে হয় সব চাইতে বিস্ময়কর সংবাদ সেইটে।

॥ পাঁচ ॥

মণিমালার ভাই তপুর অসুখের সংবাদ পাইয়া মণিমালা পলাশডাঙা আশ্রমে গিয়াছে কিংশুকের সঙ্গে। গৌতমের নিমন্ত্রণ ছিল প্রসাদের বাড়ীতে। সে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছে এমন সময়ে মৌলি আসিল।

তাহাকে বসাইয়া গৌতম বলিল, ভালই হল তুমি এসেছ। প্রসাদ দা তোমার খোঁজ করছিলেন। আমি যাচ্ছিলাম তাঁর ওখানে, চলো আমার সঙ্গে।

মৌলি জানাইল সে একটু কাজে আসিয়াছে! আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকুরির দরখাস্ত করিয়াছিল সে, ইণ্টারভিয়ুর জন্য চিঠি আসিয়াছে, পরশু রওনা হইতে হইবে।

বলিল, ওদিকটা যখন যাচ্ছি একটু বেড়িয়ে আসব ভাবছি। আপনি পুজার ছুটিতে ওদিকে বেড়িয়ে এলেন কাকাবাবু, কোন কোন জায়গায় যাব, থাকবার ব্যবস্থা কি রকম হবে, বলুন।

গৌতম। ব'সো মৌলি, ভাল করে শুনি সব কথা। শেখর দা, বৌদি জানেন তুমি অতদূরে চাকুরির দরখাস্ত করেছ?

মৌলি। আগে জানতেন না। চিঠি পেয়ে পলাশডাঙা গিয়েছিলাম, কাল ফিরেছি; মার ইচ্ছা কলকাতাতেই চাকুরির চেষ্টা করি, বাবা বাধা দিলেন না, বরং বললেন ইণ্টারভিউ সেরে এই সুযোগে মাদ্রাজের বড় বড় তীর্থস্থানগুলো দেখে আসবে। তোমার মা ও আমি সব বেড়িয়েছি ওদিকটায়, তবে অনেক দিনের কথা সে। গৌতম সেদিন বেড়িয়ে এল, ওর সঙ্গে কথা বলে থাকবার ব্যবস্থা কোথায় কেমন আছে জেনে নিয়ো।

গৌতম। শুনেছিলাম রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছ, সেটা শেষ না করে চাকুরির চেষ্টা করছ কেন?

হাসিয়া মৌলি বলিল, বুরোর রিসার্চের কথা বলছেন?

গৌতিম। না, তোমার নিজের সাবজেকটের রিসার্চ। কিছুদিন আগে নিজেই বলেছিলে এ কথা।

মৌলি। বলেছিলাম বোধহয়। দেখলাম সময় লাগবে বেশ কিছুদিন। আচ্ছা, খুলেই বলছি সব কথা।

নিজের ভবিষ্যৎ প্ল্যানের ব্যাখ্যা করিল মৌলি। রিসার্চ শেষ করিবার জন্য হয়ত বিলাত যাইতে হইবে তাহাকে। দুই তিন বছর চাকুরি করিয়া কাজ খানিকটা আগাইয়া লইবে, পাথেয় সংগ্রহ করিবে কিছু। এই অভিপ্রায়ে দুইখানা চাকুরির দরখাস্ত করিয়াছিল কাহাকেও না জানাইয়া। আন্নামালাই হইতে উত্তর আসিয়াছে।

সব শুনিয়া গৌতম বলিল, তোমার প্ল্যান ভাল মৌলি। আচ্ছা, ভবিষ্যতের কথা রেখে মাদ্রাজ বেড়াবার প্ল্যানের কথা বলা যাক। ইণ্টারভিউ সেরে সোজা মাদ্রাজ শহরে চলে যাবে। মাদ্রাজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আচার্যের নামে একখানা চিঠি দিচ্ছি তোমার হাতে। বেড়াবার জন্য তাঁর পক্ষে যেটুকু সুবিধা করে দেয়া সম্ভব তা করবার অনুরোধ করে তাঁকে আলাদা চিঠি দেব কাল। এর প্রয়োজন হত না অন্য কেউ তোমার সঙ্গে গেলে। একা বেড়াবার অসুবিধা আছে কিছু।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আচার্যের সঙ্গে গৌতমের সম্পর্কের ইতিহাস মৌলি জানিত না। সে শুনিয়াছিল গৌতমের বিবাহ স্থির হইয়াছে। বাহিরের কাজে সে এত ব্যস্ত থাকিত যে বাড়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিল কম। গৌতমের চিঠি লইয়া সে বিনাবাক্যে পকেটে রাখিল, তারপর গৌতমের সঙ্গে প্রসাদের গৃহে গেল।

সরিৎ ও প্রসাদ মৌলিকে দেখিয়া খুব খুশী হইল। প্রসাদ একটি কলেজের চাকুরির খবর দিল মৌলিকে। মৌলি তাহার ইণ্টারভিউয়ের কথা জানাইয়া বলিল ফিরিয়া আসিয়া সে এ সম্বন্ধে খোঁজ লইবে। সরিৎ ও গৌতম মাদ্রাজের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা বলিল মৌলিকে। গল্পগুজবে আহার শেষ হইতে বেশ রাত্র হইল। প্রসাদের গাড়ী গেল মৌলিকে বাড়ী পৌঁছাইতে।

যথা সময়ে মৌলি মাদ্রাজ মেলে রওনা হইল।

প্রথম ইণ্টারভিউয়ের পরে অসুবিধা না হইলে পরদিন তাহাকে দেখা করিতে বলিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন বোর্ড। পরদিন ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পরে তাহাকে চাকুরি সম্বন্ধে আশ্বাস দেওয়া হইল এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে সে নিয়োগপত্র পাইবে জানানো হইল। মৌলির চেহারা, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ও সুন্দর ইংরাজীতে গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতা নির্বাচন বোর্ডের সভ্যগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

প্রফুল্লচিত্তে মাদ্রাজ রওনা হইল মৌলি। টাইমটেবল দেখিয়া গাড়ীতে বসিয়া মাদ্রাজ বেড়াইবার প্রোগ্রাম স্থির করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া মাউণ্টরোডে এক হোটেলে উঠিল। কাপড় বদলাইয়া, চা খাইয়া ডাঃ আচার্যের গৃহে গেল তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

ইতিমধ্যে গৌতমের চিঠি পাইয়াছিলেন ডাঃ আচার্য। চিঠি পাইয়া তাঁহার গৃহে মৌলির থাকিবার ব্যবস্থা এবং তাহার বেড়াইবার ব্যবস্থাও ঠিক করিয়াছিলেন।

মৌলি ভৃত্যের মুখে খবর পাইল ডাঃ আচার্য তখনও বাড়ী ফিরেন নাই। গৌতমের চিঠি ভৃত্যের হাতে দিয়া সে বলিল কিছুক্ষণ পরে আবার আসিবে।

মৌলি যখন বাহিরে যাইতেছে শঙ্কর স্কুল হইতে ফিরিল। মৌলিকে দেখিয়া বলিল, আপনি কোথা থেকে আসছেন? কলকাতা থেকে?

মৌলি মাথা নাড়িয়া হাসিল।

আপনার নাম কি মৌলিনাথ বাবু?

হাঁ। ডাঃ আচার্যের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম একখানা চিঠি নিয়ে। শুনছি তিনি ফেরেন নাই। আবার আসব আমি, ঐ চিঠিখানা তাঁকে দিয়ো ফিরলে।

মৌলির পথ রোধ করিয়া শঙ্কর বলিল, বেশ মানুষ আপনি মৌলিনাথ বাবু। আজ তিনদিন থেকে আমরা ভাবছি আপনি কবে আসবেন আর বাবা বাড়ী নেই বলে আপনি ফিরে চললেন। ও সব হবে না। বসুন, আমি খবর দিচ্ছি সবাইকে আপনি এসেছেন। আপনার লাগেজ কোথায়?

হোটেলে।

হোটেলে? ওঃ, হোটেলে উঠেছেন তবে? আচ্ছা, বসুন একটু।

মৌলিকে ঘরে বসাইয়া শঙ্কর ভিতরে গেল। এ বাড়ীর সঙ্গে গৌতমের সম্পর্কের খবর রাখিত না মৌলি, সে মনে করিয়াছিল ডাঃ আচার্য গৌতমকাকার বন্ধু।

একটু পরে গোপা আসিল, তাহার হাতে গৌতমের চিঠি। চিঠি খুলিয়াছিল গোপা।

তাহার দিকে চাহিয়া মৌলি উঠিয়া দাঁড়াইল দুই চোখে বিস্ময় লইয়া। বিস্ময়ের কারণ এ রকমের সুন্দরী মেয়ে, শুধু রূপ নয়, আরও কি যেন অবর্ণনীয় সৌন্দর্য রহিয়াছে চেহারায়, তাহার চোখে পড়ে নাই আগে। ইহার আবির্ভাবে ঘরের চেহারা বদলাইয়া গেল, তাহার মন হঠাৎ প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল সে স্পষ্ট অনুভব করিল। হাসিমুখে নমস্কার করিল মৌলি।

প্রতিনমস্কার করিয়া মৌলির কাছে আসিয়া গোপা বলিল, আপনি মৌলিনাথ? বসুন। কোন হোটেলে উঠেছেন?

হোটেলের নাম করিয়া মৌলি বলিল, কাল তীর্থ দেখতে বের হব ভাবছি।

গোপা। বাড়ীতে আপনার ঘর ঠিক করে রেখেছি আমরা, কবে আসবেন দিন গুনছি, আর আপনি হোটেলে উঠে বাবার কাছে একবার কার্টসী কল দিতে

এসেছেন ? আপনার তীর্থভ্রমণের ব্যবস্থা করবার ভার আমাদের ওপরে দিয়েছেন যাঁর চিঠি এনেছেন তিনি, কি করে কাল যাবার কথা ভাবছেন ?

মঞ্জরী কলেজ হইতে ফিরিল। মৌলির দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে ভিতরে যাইতেছিল, গোপা তাহাকে ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিল, বলিল, পালাচ্ছিস কেন রে, মৌলিবাবুর সঙ্গে আলাপ কর। এটি আমার ছোট বোন মঞ্জরী, গৌতমবাবুর সুইটহার্ট।

মৌলি নমস্কার করিল, সুইটহার্টের ব্যাপারটি কিছু বোধগম্য হইল না তাহার।

মুখ লাল করিয়া মঞ্জরী প্রতিনমস্কার করিল, দিদির হাত ছাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

মিসেস আচার্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ চলিতেছে ডাঃ আচার্য কলেজ হইতে ফিরিলেন। গোপার মুখে সব শুনিয়া, চিঠিখানি পড়িয়া, তিনি মৌলিকে লইয়া স্বয়ং গাড়ীতে উঠিলেন হোটেলে যাইবার জন্য। শঙ্করও উঠিয়া বসিল গাড়ীতে।

পথে ডাঃ আচার্য মৌলির চাকুরির খবর লইলেন। ইণ্টারভ্যুর সব কথা শুনিয়া খুশী হইলেন, বলিলেন, ওখানে আমার জানা দু'জন প্রোফেসর আছেন, যদি বল আমি চিঠি লিখতে পারি।

মৌলি। যা বুঝলাম অবস্থা ফেভারেবল, চিঠি লিখে ওব্লিগেশন বাড়াবার দরকার কি ?

শুনিয়া ডাঃ আচার্য খুশী হইলেন। মৌলির বাড়ীর খবর লইলেন তিনি, তাহার লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর বলিলেন, গৌতম আমাদের কথা, আমার মেয়ে গোপার কথা তোমাদের বলে নাই কিছু ?

মৌলি। বাবা মাকে বলেছেন নিশ্চয়, আমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই, কারো খবর বড় রাখি না।

ডাঃ আচার্য। আর হপ্তা দু'য়ের মধ্যে আমরা সবাই কলকাতা যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলা গৌতমের মাসীর ইচ্ছা।

মৌলি সবিস্ময়ে বলিল, কাকাবাবুর বিয়ে এখানে ঠিক হয়েছে কেউ তো আমাকে কিছু বলে নাই। একটু থামিয়া বলিল, কখন বলবেই বা। এ খবর জানলে আমি কি আর হোটেলে উঠতাম।

আবার বলিল, আসবার আগে মাদ্রাজে বেড়াবার সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলাম কাকাবাবুর কাছে। কত রকমের কথা বললেন, আসল কথাটাই চেপে রাখলেন। মা, বাবা, প্রসাদ কাকারা খুব ভালবাসেন ওঁকে। কি খুশী হবেন সবাই মিস আচার্যকে

রেখে। কিন্তু দেখুন আমার কি ভুলো মন। আসবার আগে মা কি যেন বলছিলেন—যাক সে কথা। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।

শঙ্কর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার সোৎসাহে বলিল, কেউ কিছু জানে না, কি প্রাপ্ত হবে হঠাৎ আমরা সবাই কলকাতা গেলে।

হোটেল হইতে মৌলির লাগেজ লইয়া গাড়ী ফিরিল। ডাঃ আচার্য আড়ালে গোপাকে বলিলেন, মৌলিকে কেউ কিছু বলে নাই, আমার মুখে সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল। ভারি খুশী হয়েছে তোকে দেখে। বলল, জানলে আমি কি আর হোটেলে উঠতাম। চমৎকার ছেলে মৌলি, লেখাপড়ায় brilliant, ফার্স্ট হয়েছে এম. এ. পরীক্ষায়।

মৌলির জন্য নির্দিষ্ট ঘরে তাহার বাক্স বিছানা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গোপা মৌলির কাছে আসিল। শঙ্করের সঙ্গে তাহার আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল ইতিমধ্যে।

গোপাকে দেখিয়া মৌলি উঠিয়া দাঁড়াইল এক লাফে, হাসিয়া বলিল, কাকাবাবুর কাণ্ড দেখেছেন? পরিচয়পত্র দিয়ে আপনার বাবার কাছে পাঠালেন আমাকে, বললেন না মৌলি ঐ বাড়ীতে উঠবে। আদর আপ্যায়নের জন্য কিছুমাত্র ভেবো না, তোমার কাকীমা রয়েছেন ওখানে—

শঙ্কর বলিল, বাঃ, বিয়ে না হতেই তুমি কাকীমা হয়ে গেলে বড়দি।

বড়দি ও মৌলি হাসিল শঙ্করের কথায়।

গোপা। এবার খেতে দিই আপনাকে? চা না কফি খাবেন? খেয়ে নিয়ে শহরের দু'একটা জায়গা বেড়িয়ে আসুন।

মৌলি। তা আসছি, চা বা কফি যা দেবেন তাই খাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আপনার একটা ত্রুটি সংশোধন করতে হবে—

কি ত্রুটি বলুন তো, হাসিয়া গোপা প্রশ্ন করিল।

মৌলি। ত্রুটি অবশ্য আমারও আছে, কিন্তু সে অনিচ্ছাকৃত। আমি কিছুই জানতাম না। কোথায় বেড়াব, কোথায় উঠব সব কথা বলেছেন কাকাবাবু, আসল কথাটাই চেপে রেখে। মা, বাবাও খুলে কিছু বলেন নি। এখান থেকে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আপনাকে পেয়ে সবাই কি খুশী হবেন।

গোপার মুখ রাঙাইল একটু, বলিল, আপনি খুশী হয়েছেন?

মৌলি। এই দেখুন, ত্রুটি বেড়ে যাচ্ছে। আমি শ্রীমান মৌলি, আমার বন্ধুরা রাগ হলে বলে কটা মুলো। আমাকে আপনি বলা কোন মতেই চলবে না। এখন থেকে তুমিতে নেমে এসে আমাকে ধাতস্থ হতে সাহায্য করুন।

হাসিয়া গোপা বলিল, তাই হবে, এবার খেতে চলো।

খাইবার ঘরে মৌলিকে খাইতে দিল গোপা, শঙ্করকেও খাইতে দিল, নিজে এক কাপ কফি লইল।

মঞ্জরী আসিল ঘরে রীতিমত সাজিয়াগুজিয়া।

গোপা বলিল, মঞ্জু, মৌলিকে য়ুনিভার্সিটি ও মেরিনার ওদিকটা বেড়িয়ে নিয়ে আয় তুই আর শঙ্কর, কাল সকালে আমি আদেয়ারে নিয়ে যাব।

খাইতে খাইতে মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া মৌলি বলিল, এঁর কি একটা পরিচয় দিলেন তখন, a very romantic introduction, আমি বুঝতে পারি নি।

মঞ্জরী হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

গোপা। ওয়ালটেয়ারে আমাদের সঙ্গে মাসীমা ও গৌতমবাবুর দেখা হয়। আলাপের গোড়া থেকে মঞ্জু গৌতমবাবুর সুইটহার্টের পদ অধিকার করেছে, এখনও সেই পদ অধিকার করে আছে চিঠিপত্রে।

গম্ভীর মানুষ গৌতমকাকার মঞ্জরীকে সুইটহার্টের পদে বরণ করিবার কাহিনী শুনিয়া মৌলির হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

মৌলির এত হাসিতে লজ্জা পাইল মঞ্জরী, দরজার দিকে অগ্রসর হইল সে।

কফি ফেলিয়া দুই লাফে মৌলি দরজা আটকাইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, চটবেন না দয়া করে, seriously বলছি আমার হাসির লক্ষ্য আপনি ন'ন। কাকাবাবুর গম্ভীর চেহারা দেখছি ছেলেবেলা থেকে, আপনার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে a page torn off a romance, দারুণ interesting, তাই হাসি চাপতে পারছিলাম না। ফিরুন kindly.

লজ্জিতমুখে মঞ্জরী ফিরিল।

গোপা হাসিতেছিল, ভাবিতেছিল কি ছেলেমানুষ রহিয়াছে মৌলি। বলিল, কফি বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল মৌলি, আরেক কাপ দেব?

কফির পেয়ালা মুখে তুলিয়া মৌলি বলিল, পয়লা চুমুকে গরম থাকলেই আমার চলে যায়, আর দিতে হবে না।

তাহলে খেয়ে নাও, বেরুতে হবে, গোপা বলিল।

শঙ্করের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সে মৌলিকে বলিল, চলুন, আমি রেডি, ছোড়দিও রেডি হয়েছে দেখছি।

চারদিন মাদ্রাজে কাটাইয়া মৌলি বেড়াইতে যাইবার অনুমতি পাইল। এই চারদিনে রসম, সম্বরম, ইড্‌লির সঙ্গে পরিচয় হইল তাহার, মেরিনা, য়ুনিভার্সিটি,

পার্থসারথির মন্দির, আদেয়ার দেখা হইল, আচার্য পরিবারের সকলের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। গোপার সম্পর্কে মৌলির বিস্ময় এই চারদিনের আলাপেও গেল না। নিজের খবর দিয়া মাতাকে যে চিঠি দিল সে, গোপার কথাতে তাহার বারো আনা পূর্ণ। কয়েকখানি ছবি তুলিয়াছিল সে গোপার একার, মঞ্জরী, শঙ্কর ও গোপার একত্রে, প্রিণ্ট করিয়া তাহার কয়েক কপি পাঠাইয়া দিল।

এই কয়দিনে গোপা খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রশ্ন করিয়া মৌলির নিজের কথা, তাহার পরিবারের সকলের কথা, প্রসাদ, সরিৎ, কিংশুকের কথা জানিয়া লইল, জিজ্ঞাসা করিল না শুধু গৌতমের সম্বন্ধে কোন কথা। নিজের কথায় মৌলি জানাইল যদি আন্নামালাইতে চাকুরি জুটিয়া যায় দুই তিন বছর চাকুরি করিয়া য়ুরোপে যাইবার ইচ্ছা আছে। বিহারে দাঙ্গার সময়ে পাটনায় পুলিশের গুলি লাগিয়া আহত হইবার কথা বলিল, কলিকাতায় দাঙ্গার গল্প করিল।

গৌতমের সঙ্গে সুইটহার্টের সম্বন্ধ হইবার পরে মঞ্জরীর বয়স দুই মাস মাত্র বাড়িয়াছিল, কিন্তু সম্ভবত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রভাবে তাহার মনের বয়স এক লাফে আরও বছর দুই পার হইয়াছিল। মৌলি আসিবার পরে মঞ্জরীর সাজসজ্জার অনুশীলন বাড়িল, চঞ্চল, সরল দৃষ্টিকে কখনো উদাসীন, কখনো কটাক্ষকুটিল করিবার চেষ্টা লক্ষিত হইল, উচ্ছ্বসিত, অনর্গল, অনেক সময়ে নিরর্থক বাক্যকে সংযত ও অর্থগর্ভ করিবার প্রয়াস দেখা গেল।

মৌলির উপরে এ সকল প্রয়াসের কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। মঞ্জরীকে নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল সে আলাপের দ্বিতীয় দিনে। যে নাম ধরিয়া ডাকা, আপনি হইতে তুমিতে আসা কত রোমাঞ্চকর সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল, মৌলি তাহাকে নিতান্ত মামুলী ব্যাপারে পরিণত করিল। মঞ্জরী রাগ করিল না, একটু হতাশ হইল মনে মনে।

কোট্টায়ামে বাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুগত, বিশ্বস্ত কেরানীকে সঙ্গে দিয়া ডাঃ আচার্য মৌলির মহাবলীপুরম, কাঞ্জিভরম, মাদুরা, ত্রিচিনোপোলী, সেতুবন্ধ, কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলেন।

দশদিন পরে মাদ্রাজে ফিরিয়া মৌলি দেখিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইণ্টারভ্যুর পত্র রি-ডাইরেক্ট করিয়া পাঠানো হইয়াছে ও চারিশত টাকার টেলিগ্রাম মণি-অর্ডার আসিয়াছে। অর্থাৎ মাদ্রাজ হইতে দিল্লী যাইতে হইবে।

গোপা বলিল, দু'একদিন বিশ্রাম করে গেলে ভাল হত না মৌলি, এ কদিন অনিয়মে কেটেছে।

মৌলি। যে চমৎকার সঙ্গী পেয়েছিলাম, কোন অসুবিধা হতে দেন নি। একটা পার্কার পেন কিনেছি ওঁকে দেবার জন্য, আমার হয়ে আপনি দিয়ে দেবেন।

গোপা, মঞ্জরী ও শঙ্কর মৌলিকে বিদায় দিতে ষ্টেশনে আসিল। মৌলি বলিল, কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটিয়ে গেলাম। আশা করছি শীগগির আবার দেখা হবে কলকাতায়। তখন আমাদের বাড়ীতে যাবার জন্য সবাইকে নিমন্ত্রণ করছি। যাবে তো মঞ্জরী?

মঞ্জরী কি বলিতেছিল, গাড়ী নড়িয়া উঠিল, আর বলা হইল না।

কলকাতায় পৌছে চিঠি দিয়ো মৌলি, গোপা বলিল।

নিশ্চয় দেব, উত্তর দিল মৌলি।

শঙ্কর রুমাল নাড়িতে লাগিল, মৌলিও রুমাল নাড়িতে লাগিল।

গাড়ী অদৃশ্য হইলে সকলে প্লাটফরম ছাড়িল। গোপা বলিল, কি চমৎকার ছেলে মৌলি!

শঙ্কর সোৎসাহে বলিল, মৌলিবাবু গ্রাণ্ড লোক বড়দি, চেহারাখানাও কি গ্রাণ্ড! এই ছোড়দি, তুই কিছু বলছিস না যে? অমন করে চেয়ে আছিস কেন?

মঞ্জরী চুপ করিয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে চোরাদৃষ্টিতে মঞ্জরীর দিকে কয়েকবার চাহিয়া বড়দির কানের কাছে মুখ লইয়া ফিসফিস করিয়া শঙ্কর বলিল, একটা গ্রাণ্ড কথা মাথায় এসেছে বড়দি, বলব? ছোড়দির—

গোপা ওষ্ঠে আঙুল ঠেকাইল, চুপ করিয়া গেল শঙ্কর।

॥ ছয় ॥

লক্ষ্মী-আবাস হইতে ব্যস্ত-সমস্তভাবে বাহির হইবার সময়ে মণিমালা কনেষ্ট-ক্ষেরৎ গৌতমের সম্মুখে পড়িয়া গেল। একটি ভৃত্যকে লইয়া সে কিংশুকের বাড়ী যাইতেছিল, একগাদা জিনিস ভৃত্যের হাতে, তাহার নিজের হাতেও কিছু জিনিস।

গৌতম একটু হাসিল তাহাকে দেখিয়া। তাহার হাসিতে লজ্জা পাইয়া মণিমালা বলিল, আমি এখুনি আসছি মামাবাবু—

হাসিয়া গৌতম বলিল, তাড়াতাড়ি করতে হবে না, হাতের কাজ সেরে এসো।

কিংশুকের বাড়ী সাজাইতেছিল মণিমালা গৌতম জানিত। সরিৎদি ও হেম

সংপতির স্ত্রী বিভাদেবী তাহার পরামর্শদাতা। তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া নিজের পছন্দমত জিনিস কিনিয়া ঘরগুলি সাজাইতেছিল। অনেকগুলি টাকা মণিমালার হাতে দিয়া কিংশুক বলিয়াছিল, আমার বইগুলোর জন্য একটু জায়গা রেখে যেমন খুশী বাড়ী সাজাও। সাজানো শেষ হলে আমাকে ডেকো, দেখে আসব।

মণিমালা ডাকিবার আগে সেদিন কিংশুক নিজেই বাড়ীতে আসিল মণি যখন লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিতেছিল। বলিল, চলো, দেখে আসি তোমার কাজ কতদূর এগুলো।

দোতলার ঘরগুলিতে ঘুরিয়া একতলায় নামিল উভয়ে।

এখনও অনেক বাকী, কিংশুক বলিল, দোতলার একখানা ঘর একেবারে ন্যাড়া বলে মনে হল যেন।

মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল মণি, বলিল, সরিৎ কাকীমা ওটা নিজে সাজাবেন, জিনিসের অর্ডার দিয়েছেন কাঠের দোকানে।

কিংশুক বলিল, বুঝলাম। ব'সো ঐ চেয়ারটাতে, একটা কথা বলব। এত করে সাজাচ্ছ বাড়ী, যদি এখান থেকে চলে যেতে হয়, মন খারাপ হবে না?

মণিমালা। কাশীর চিঠি এসেছে নাকি? না, দিল্লীর চিঠি?

কিংশুক। কাশীর চিঠি এসেছে। বেতন কিছু বেশী দিতে রাজি আছে ওরা। লোভ হচ্ছে, ভাবছি চলে যাই।

মণিমালা। কবে যাবেন?

কিংশুক দেখিল হাসিতেছে মণিমালা। বলিল, একটু দেরি হবে, না? ধরো ডিসেম্বরের পরে যদি যাই। এত করে সাজানো বাড়ী ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে না?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মণিমালা বলিল, মার চিঠি পেলাম আজ। বোধহয় আসতে পারবেন না। লিখেছেন—

বাধা দিয়া কিংশুক বলিল, আচ্ছা, আমি গোবিন্দপুরে গিয়ে নিয়ে আসব তাঁকে? তিনি উপস্থিত থেকে আশীর্বাদ করবেন আমাদের, কত ভাল হয় তা হলে।

মণিমালার দুই চোখ আর্দ্র হইল, বলিল, ওখানকার অবস্থার কথা কিছু লিখেছেন, পথের দুর্ব্যবহারের কথাও লিখেছেন। কোন জিনিস, টাকাকড়ি আনা যাচ্ছে না। দু'চারদিনের জন্য আসলেও ওখানকার লোক মনে করবে পালাচ্ছেন। পিনাকী কাকা ও মা একসঙ্গে চলে এলে বাড়ীর মধ্যে জোর করে ঢুকে পড়বে—

কিংশুক। তুমি একবার লিখে দেখ, তাঁর মত পেলে আমি নিজে গিয়ে আনতে চাই তাঁকে।

মণিমালা। আচ্ছা, তাই লিখব, এবার চলুন।

লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিয়া হাত মুখ ধোওয়া ও জলযোগ সারিয়া কিংশুক বসিবার ঘরে ঢুকিয়া গৌতমকে বলিল, মাদ্রাজের চিঠি পেলেন? কবে আসছেন ডাঃ আচার্যরা?

তারিখ জানাননি, গৌতম বলিল, দু'তিন দিনের মধ্যে বোধহয় চিঠি পাওয়া যাবে। মীরাটের চিঠি পেলাম। শিবনারায়ণ দা ও রেখা বৌদি ডিসেম্বরের গোড়ায় আসছেন।

দুই একটা অন্য কথার পরে কিংশুক বলিল, আচ্ছা দাদা, আপনি চিদানন্দ স্বামীকে দেখেছেন? আমার পিতামাতা, ভগ্নীর গুরু পরমহংস চিদানন্দ স্বামী?

গৌতম বলিল, তাঁর কথা মনে আছে, তাঁকে দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না।

কিংশুক বলিল, নূতন এক চিদানন্দের আবির্ভাব হয়েছে খবর পেলাম।

হাই সার্কেলে এই স্বামীজীর প্রতিপত্তির গল্প করিতেছিল কিংশুক, পুলিশের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার দিলীপবাবু ও হেম সৎপতি আসিল।

স্বামীজীর সম্বন্ধে যাহা তাহার কানে আসিয়াছিল তাহার কিছু বর্ণনা করিয়া কিংশুক বলিল, এই স্বামীজীর খবর পুলিশ কিছু রাখে নাকি দিলীপবাবু?

হাসিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, বোধহয় রাখে, কিন্তু রেখে কি করবে মশাই? পুলিশের কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ ওঁর শিষ্য, তাদের স্ত্রী, ভগ্নী, মেয়েরা ওঁর কাছে যাতায়াত করেন।

বিস্ময়ের সুরে সৎপতি বলিল, তাই নাকি?

দিলীপবাবু। অনেক লাখপতি পুনপুনওয়ালা চুনচুনওয়ালা শিষ্য আছে স্বামীজির, হীরা জহরৎ পরে তাদের বাড়ীর মেয়েরাও স্বামীজির কাছে ধর্মোপদেশ নিতে যান, তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

কিংশুক। মানে স্বামীজি-ঘটিত ব্যাপারে খারাপ শোনায় এমন কোন কথা কানে পৌছলেও পুলিশ অসহায়?

দিলীপবাবু। অন্যায় ইঙ্গিত করছেন পুলিশের সম্বন্ধে কিংশুকবাবু। আমাদের বিরাট সাধনভজন তন্ত্রে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সব রকম বৈধ অবৈধ সম্বন্ধের স্যাঙ্‌শন আছে। খারাপ শোনাবে কেন এসব ব্যাপার? স্বামীজির ক্রিয়াকলাপ সাধনমার্গের ব্যাপার, পুলিশের কথা উঠছে কেন এ প্রসঙ্গে?

একটুপরে দিলীপবাবু আবার বলিলেন, একটা পুরনো গল্প মনে পড়ল, গল্পটা বলছি আপনাদের।

যুদ্ধের সময়কার কথা, ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যে যুদ্ধ গেল। বাংলার দুর্ভিক্ষ ও এই যুদ্ধের সম্পর্কিত একটা ব্যাপার ঘুণ ধরিয়ে দিল এদেশের সমাজে। ঘুণ ধরা মানে এক রকম পোকায় ধরা, বাইরে থেকে যার কাজ দেখা যায় না চট করে, বোঝা যায় না ভেতরটা ঝাঁজরা হয়ে যাচ্ছে।

বোধহয় ১৯৪০।৪১ এর ঘটনা। আমার এক বন্ধু হঠাৎ রাত্রে আমার বাড়ী এসে উপস্থিত। তার চেহারা দেখে বুঝলাম একটা কিছু হয়েছে। রাত্রে বাড়ীতে ফিরল না, আমার বাড়ীতে রইল। যে কাহিনী তার মুখে শুনলাম তাই বলছি। বন্ধুটির শ্বশুর বাড়ীর কথা। তার শ্বশুর পক্ষাঘাতে বছর খানেক শয্যাশায়ী, দুই শালা কাজ করে মার্কেন্টাইল ফার্মে ও পোর্ট কমিশনারে, বাড়ীর অবস্থা আগে ভাল ছিল, খুব চালে থাকত। ভালঘরের, শিক্ষিতা, দেখতে ভাল দুই বৌ এসেছিল ঘরে। তাদের এক জনের দুটি, একজনের একটি সন্তান। বন্ধুটি হঠাৎ লক্ষ্য করল তার বয়স্কা, অবিবাহিতা মেয়ের এবং স্ত্রীর তার শ্বশুরালয়ে যাতায়াত খুব বেড়েছে। শালাদের সঙ্গে বন্ধুর বনিবনা ছিল না তাদের বড়লোকী চালের জন্য। একদিন অফিস থেকে ফিরে স্ত্রী ও মেয়েকে বাড়ীতে না দেখে শ্বশুরবাড়ী ছুটল রাগের মাথায়। বাড়ীতে ঢোকবার মুখে দেখল একখানা ট্যাক্সিতে তার দুই শালাজ ও মেয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছুটল। বাড়ীতে শালাদের কাউকে পাওয়া গেল না। ওপরে শ্বশুরের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল তার স্ত্রীর সঙ্গে রুগ্ন বাপের কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে।

নীচে নেমে বাড়ীর এক পুরনো ঝির কাছে কিছু খবর পেল। সে খবর এমন যে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। বৌদিদিদের নাকি ভাব হয়েছে লড়ায়ের গোরাদের সঙ্গে। দাদাবাবুরাই ভাব করে দিয়েছে। গাড়ী চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যায় তারা, আজকাল ননদের মেয়েকেও নিয়ে যায় মধ্যে মধ্যে। হাওয়া খেয়ে, সাহেবী হোটেলে খানাপিনা করে, বৌদিদিরা বাড়ী ফেরে রাত করে। এ বাড়ীতেও গোরা বন্ধুরা আসে রাত্রে, নিজের চোখে দেখে নাই, শুনেছে, নিজের বাসায় চলে যায় সে সন্ধ্যার পরে।

গল্প শেষ করে মুখ টিপে হেসে ঝি বলল, গাড়ী চড়ে হাওয়া খেতে যায় বৌরা, তার জন্য মোটা টাকা পায় গো। শাড়ি, গয়নার ছড়াছড়ি বাড়ীতে, দেখনি বুঝি ? মাসোয়ারা দেয় গো। পুরনো বন্ধুরা বদলী হলে নতুন বন্ধুরা আসে। আজ দেড়

বছর ধরে চলছে এ সব, ভেবেছিনু তুমি সব জানো জামাইবাবু। তোমার মেয়েও তো টাকা পাচ্ছে এখন, কিছু দেয় না বুঝি তোমাকে ?

দিলীপবাবু চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গৌতম প্রশ্ন করিল, আপনার বন্ধু কি করলেন ?

দিলীপবাবু। বলছি। ঠিক এই রকমের ব্যাপারের কথা আগে শুনি নাই। তথাকথিত এরিষ্টোক্রেটিক পরিবারের এবং কিছু কিছু বেশী আলোক-প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা, হোটেলে, মাসাজ ক্লিনিকে বা নির্দিষ্ট জায়গায় আমেরিকান সামরিক কর্মচারীদের সঙ্গে মিশত, মোটা টাকা রোজগার করত, জানতাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ীর লোকের অজ্ঞাতসারে এ কাজ চলত। খাঁটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে, অন্নবস্ত্রের অভাব নাই যাদের, তাদের মধ্যেও যে এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে জানতাম না।

কিংশুক। ব্যাধি বলছেন কেন ? Prostitution তো পুরনো ব্যাপার।

মাথা নাড়িল গৌতম, বলিল, এটা সাধারণ Prostitution-এর পর্যায়ে পড়ে না। নিরুপায়তা, অন্নবস্ত্রের অসচ্ছলতা এর কারণ নয়, বিলাসিতার উগ্র লোভ এর কারণ। সে লোভ এমন প্রবল যে সমাজজীবনের সব নীতি, আদর্শ ভেসে গিয়েছে খড়কুটোর মত। এ দেশের সমাজের ভাঙন যে কত তাড়াতাড়ি ঘটছে—

কিংশুক। আপনার বন্ধুর কি অবস্থা হল তথ্য আবিষ্কারের পরে ?

গৌতমের দিকে চাহিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, মানুষ যে কি নোংরা জানোয়ার তাই ভাবি সময়ে সময়ে। কোমর থেকে শিরদাঁড়াটা সোজা উঠতে না দিয়ে আবার যদি বেঁকিয়ে দিতেন ভগবান তাহলে উচিত বিধান হত। মানে মানুষের যা পশু প্রবৃত্তি দেখা যায়, চেহারাতেও আবার তাকে পশু করে দেয়া হচ্ছে তার উচিত শাস্তি। হাঁ, আমার বন্ধু আর বাড়ী ফেরে নাই আমার বাড়ী থেকে, কোথায় গেল, কি হল তার, এই কয়েক বছরের মধ্যে কোন খবর পাইনি।

দিলীপবাবুর কাহিনী শুনিয়া সকলের মনেই চিন্তা জাগিয়াছিল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশময় দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশবিভাগের অনুষঙ্গী বহু কুফল দেশের সমাজ ও পারিবারিক জীবনকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আদর্শ, নীতিবোধের ধ্বংসস্তূপের নীচে যে সকল মূল্যবান বস্তু চাপা পড়িতেছে কবে সম্ভব হইবে সেগুলি পুনরুদ্ধার করা, কে ভার লইবে এই দুরূহ পুনরুদ্ধারের কাজের ? এই আদর্শহীনতা, নীতিহীনতার পথ তো বাঁচিবার পথ নয়, মরিবার পথ।

কথাবার্তা আর জমিল না। কিছুক্ষণ পরে সৎপতি ও দিলীপবাবু বিদায় লইলেন।

প্রসাদ ও সরিৎ পলাশডাঙা আশ্রম হইতে ফিরিল।

সন্ধ্যার পরে লক্ষ্মী-আবাসে কিংশুক, সৎপতি ও গৌতম আলাপ করিতেছিল, প্রসাদ আসিল। সে জানাইল আগামী সপ্তাহে সস্ত্রীক শেখরনাথ ফিরিবেন, তুর্গা ও মণিমালার তুই ভ্রাতা তাঁহাদের সঙ্গে আসিবে। প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে গৌতম জানাইল মৌলি দিল্লীতে শঙ্করের কাছে ছিল। সে আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন বেড়াইতে গিয়াছে, বোধহয় তুই তিন দিনের মধ্যে ফিরিবে।

প্রসাদ বলিল, একটা ভাল খবর আছে গৌতম। ডাঃ মাইতির Resurrection of India-র দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ। গত তু'মাসের মধ্যে বোম্বে, পুনা, নাগপুর, গোয়ালিয়র, কাশী থেকে চারশ কপির অর্ডার এসেছিল।

গৌতম। সুখবর। এবার তৃতীয় সংস্করণ ছাপাবার ব্যবস্থা করুন।

প্রসাদ। গুরুদেব তাড়া দিয়ে আশ্রম থেকে আমাকে পাঠালেন সেইজন্য, নইলে শেখরদার সঙ্গে আসতাম।

কিছুক্ষণ অন্য কথাবার্তার পরে হায়দরাবাদের প্রসঙ্গ উঠিল। গৌতম বলিল, দেখা যাচ্ছে কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে সামনে রেখে আড়াল থেকে ঘুঁটি চালাচ্ছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, হায়দরাবাদের ব্যাপারে কোন আড়াল না রেখে নিজেই চালাচ্ছেন সাক্ষাৎভাবে।

প্রসাদ। বন্ধু মঙ্কটন রয়েছেন যে হায়দরাবাদে।

হায়দরাবাদ ডেলিগেশনের সভ্যদের দিল্লী আসা বন্ধ করিয়াছিল ইত্তেহাদদল, রাত্রে তাঁহাদের বাসভবন ঘিরিয়া বহিরাগমনের পথরোধ করিয়া। তাহাদের সঙ্কল্প স্থিতাবস্থা চুক্তিতে নিজামকে স্বাক্ষর করিতে দিবে না।

কিংশুক বলিল, সকলেই বুঝতে পারছে হায়দরাবাদ সমস্যার নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর থেকে। নিজাম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন শুধু সময় পাবার জন্য।

প্রসাদ। হ্যাঁ, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবার ব্যবস্থা পাকা করবার উদ্দেশ্তে সময় পাবার জন্য। রাজাকরদের শক্তি বাড়ছে, উৎপাতও বাড়ছে। হায়দরাবাদের সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র, এরোপ্লেন আমদানী করা হচ্ছে।

কিংশুক। করাচী ও গোয়ার কথা উঠেছে arms smuggling সম্পর্কে।

গৌতম। হায়দরাবাদের কম্যুনিস্ট দল রাজাকরদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে লক্ষ্য করেছেন? রাজাকরদলের নেতা প্রকাশ্যভাবে এ কথা স্বীকার করেছে। গাঁয়ের পর গাঁ পুড়িয়ে দিচ্ছে কম্যুনিস্টরা হায়দরাবাদে।

প্রসাদ। রাজাকরদলের বক্তৃতার সুর চড়ছে ক্রমে, যুদ্ধং দেহি ভাব তাদের কথাবার্তায়। মাদ্রাজের মধ্যে দিয়ে করিডোর করে সমুদ্রে যাবার পথ দিতে হবে হায়দরাবাদকে, দিল্লীতে আসফশাহী শাসন কয়েম করবার স্বপ্ন দেখছে রাজাকর দল।

এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল সৎপতি। সে বলিল, দিল্লী তো পাকিস্তান নেবে। পাকিস্তানকে ২০ কোটি টাকা ধার দিচ্ছেন নিজাম একটা সংবাদ বেরিয়েছে।

কিংশুক। হায়দরাবাদকে দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত করবার অভিপ্রায় আছে রাজাকরদল ও নিজামের। ভারত থেকে দলে দলে মুসলমানরা ঢুকছে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদ সমস্যার কি চেহারা হবে, সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব হবে কিনা—

প্রসাদ। সম্ভব হবে না লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে মীমাংসার ভার ফেলে রাখলে। রাজাকর দলকে দমন করবার জন্য Police action নেবার প্রস্তাব করেছেন হায়দরাবাদের ভারতীয় এজেন্ট-জেনারেল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন অগ্রাহ্য করেছেন এ প্রস্তাব। তাঁর যুক্তি জগতের কাছে ভারত যেন নিজেকে দোষমুক্ত বলে প্রমাণ করতে পারে—

হাসিয়া কিংশুক বলিল, What in the name of God, does it mean? দু'হাত পকেটে পুরে রেখে নিজের নাক কাটতে দিতে হবে আততায়ীকে?

কাশ্মীরের প্রসঙ্গ তুলিল প্রসাদ। বলিল, হায়দরাবাদে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, কাশ্মীরেও লর্ড মাউন্টব্যাটেন। কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করবার কাজ সম্পূর্ণ করতে দিতে অনিচ্ছুক লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর মন্ত্রীসভাকে চাপ দিচ্ছেলেন U. N. O.-র কাছে আপীল করতে। মন্ত্রীসভা রাজি হল 'to appeal to the Security Council aganist Pakistan's aggression in Kashmir. আপীলের খসড়াতে 'প্রয়োজন হলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার স্বাধীনতা থাকবে ভারতগভর্ণমেন্টের' এই কথাগুলোর উল্লেখ দেখে চমকে উঠলেন গভর্ণর জেনারেল। 'Freedom of military action if necessary' মানে হানাদারদের তাড়াবার জন্য দরকার হলে পাকিস্তানের মধ্যে সৈন্য চালনা করা। কারণ, পাকিস্তানের এলাকার মধ্য দিয়েই তারা কাশ্মীরে ঢুকছে।

মানে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই। প্রবল আপত্তি তুললেন তিনি, হতেই পারে না এটা, এই ভয়ানক কথাগুলো বাদ দিতে হবে আপীল থেকে।

উচ্চ হাস্য করিয়া কিংশুক বলিল, ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিত্যানন্দ প্রভুর খ্যাতি পর্যন্ত ম্লান করে দিলেন দেখা যাচ্ছে, মেরেছে কলসী কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?

গৌতম। পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রভাবিত Security Council-এ আপীলের যথাবিধি সদ্গতি হবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

প্রসাদ। ভারতকে খানায় ঠেলে দেয়া হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ হাতের ধাক্কায়।

কিংশুক মন্তব্য করিল, হঁ্যা, পরম বন্ধুত্বপূর্ণ হাত বটে!

আগের দিন শঙ্করের চিঠি আসিয়াছিল দিল্লী হইতে। এই চিঠিতে মৌলির খবর ছিল, আর ছিল কয়েকটি সংবাদ। সেই সংবাদগুলির উল্লেখ করিল গৌতম।

একটি সংবাদ দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলে গুজব রটিয়াছে ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে দুইটি দল হইয়াছে সেই দুই দলের মধ্যে মতান্তর ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিতেছে এবং বাহিরেও ইহার কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। সাধারণ লোক ইহার ফলে অস্বস্তিবোধ করিতেছে।

দ্বিতীয় খবর, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের দিল্লী হেডকোয়ার্টারস পাকিস্তানের advance outpost, প্রকাশ্যে এই অভিযোগ করা হইয়াছে। গভর্ণর জেনারেল এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করিলেও সুপ্রীম কম্যাণ্ড শীঘ্র ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে। এই খবরগুলি দিয়া শঙ্কর লিখিয়াছে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা ও হরিজন কলোনী আজকাল বিক্ষোভ প্রদর্শনের ক্ষেত্র হইয়াছে। প্রায়ই বাস্তত্যাগী হিন্দু ও শিখরা কালো নিশান লইয়া শ্লোগান দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে। প্রার্থনা সভায় লোক সমাগমও আগের চাইতে কম হয়।

॥ সাত ॥

ছুটি লইয়া ডাঃ আচার্য সপরিবারে ডিসেম্বর মাসের গোড়ায় কলিকাতা পৌছিলেন। মাদ্রাজ হইতে গৌতম বিদায় লইবার পরে তাঁহাদের কলিকাতা রওনা হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গৌতমের কয়েকখানি চিঠি পাইয়াছে গোপা। এই সকল চিঠি হইতে কোথায় সে আসিয়া পড়িবে, কাহাদিগকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার একটা চিত্র তাহার মনের মধ্যে তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু চিত্রে গৌতমের সম্বন্ধেই জায়গায় জায়গায় ফাঁক রহিয়া গিয়াছিল। একটা আড়াল, খানিকটা প্রচ্ছন্নতা, ঠিক কিনা গোপা জানে না, যেন ইচ্ছা করিয়াই তাহার চিঠি-গুলিতে রাখিয়াছিল গৌতম। অথবা ইহাও সম্ভব যে গৌতমের কোন কোন বক্তব্যের প্রকৃত অর্থগ্রহণ করিতে পারিতেছিল না গোপা নিজের কোন অক্ষমতা বশতঃ। এজন্য একটু উদ্বেগ রহিয়া গিয়াছিল তাহার মনে।

কলিকাতা রওনা হইবার তখন দিন সাত দেরি গৌতমের একখানি চিঠি পড়িয়া এই কথাটাই ভাবিতেছিল গোপা। ভাবিতে ভাবিতে পিতামাতার মধ্যে আগের দিনের আলোচনার কথা মনে পড়িল।

কথাটা তুলিয়াছিলেন তাহার মা, বাবার সঙ্গে গৌতমের সম্বন্ধে কথাবার্তার মধ্যে। মা বলিলেন, বয়স হিসাবে গৌতম বড় গম্ভীর। গোপা হাসিখুশি মেয়ে, লোকজনের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। দু'জনের প্রকৃতি দু'রকমের। আমার মনে তাই একটু ভয় রয়েছে।

হাসিয়া বাবা বলিলেন, তোমার ভয় মিথ্যা। একটু গম্ভীর বটে গৌতম, ওর ঐ stately চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায় সে গাম্ভীর্য। কথা বলতে চায় না বা কথা বলতে পারে না বলে গৌতম গম্ভীর নয়, ভাবের ও চিন্তার গভীরতা আছে, ব্যবহারে আভিজাত্যবোধক সংযম আছে বলে গম্ভীর।

স্ত্রীর মুখের ছায়া গেল না দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন, আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি কথাটা। আমি চাকুরিজীবী যাযাবর মানুষ, আমার বাবাও ছিলেন তাই। অর্থাৎ কোন জায়গার মাটিতে আমি শেকড় ছড়াতে পারিনি, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারের নৈতিক ও ব্যবহারিক কোড ছাড়া কোন ট্র্যাডিশনও আমার নাই। গৌতমের কথা আলাদা। ও এক জায়গার মাটিতে বদ্ধমূল জমিদারবংশের ছেলে,

ট্র্যাডিশনের মধ্যে মানুষ হয়েছে। যতদূর শুনেছি ওর পারিবারিক পরিবেশও ছিল অসাধারণ রকমের। আসল কথাটা কি জানো, গৌতমের গাম্ভীর্য, সবদিকে সংযম, কোন ত্রুটিই নয়, পারিবারিক আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, আরও নানা কারণে এসে পড়েছে ওগুলো। সহানুভূতির সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে ওকে বোঝবার চেষ্টা করলে প্রকৃত মানুষটির পরিচয় পেতে দেরি হয় না। সহানুভূতির সঙ্গে ওকে বোঝবার চেষ্টা করতে গোপার পক্ষে কোন অসুবিধা হবে না বলে আমি মনে করি।

একাগ্রচিত্তে পিতার কথা শুনিতেছিল গোপা, তিনি থামিতে বলিল, আমার মনে কোন আশঙ্কা নাই বাবা।

হাসিয়া পিতা বলিলেন, শুনলে তোমার মেয়ের কথা।

পিতার আশ্বাসবাণীর কথা মনে পড়িতে গৌতমের সব চিঠিগুলি বাহির করিল গোপা, একে একে চিঠিগুলি আবার মন দিয়া পড়িতে লাগিল। প্রত্যেকখানি চিঠি খুঁটিয়া খুঁটিয়া পড়িয়া আজ নিজের অনবধানতায় সে বিস্মিত হইল। প্রতি চিঠিতে কি বেদনাপ্লুত স্মৃতির আবর্তন ছাড়িয়া-আসা রাজনগরকে কেন্দ্র করিয়া! তাহার শৈশবের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের পদধূলিপূত স্বর্গ সেই রাজনগর। গোপা ভাবিয়াছিল রাজনগর ছাড়িয়া আসিবার জন্য যে বেদনাবোধ স্বাভাবিক তাহাই প্রকাশ করিয়াছে গৌতম তাহার চিঠিতে। প্রেমাস্পদের মনের বেদনা দূর করিবার জন্য মামুলী সান্ত্বনা দিয়াছে সে উত্তরে। মামুলী সান্ত্বনায় এ বেদনা দূর হইবার নয় এইবার সে বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল যে-রাজনগরের মাটিতে গৌতমের জন্ম, যাহার জল, বায়ু, শস্যে তাহার দেহের বৃদ্ধি, হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে, মস্তিষ্কের প্রতিকোষে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রভাব। প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণভাবে পাইতে হইলে তাহার অদেখা এই রাজনগরের আকর্ষণ গৌতমের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইতে হইবে, রাজনগরকে ভালবাসিতে হইবে। এ রাজনগর এখনকার পরিত্যক্ত গ্রাম রাজনগর নয়, গৌতমের স্মৃতির রাজনগর।

মনে মনে পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইল গোপা তাহার মনন শক্তির অসম্পূর্ণতা দূর করিতে সাহায্য করিবার জন্য। কলিকাতা রওনা হইবার আগে তাহার শেষ চিঠিতে গৌতমকে জানাইল যতই অসুবিধা হউক একটিবারের জন্য রাজনগরের মাটিকে প্রণাম করিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহার জন্য।

গোপা জানিতে পারিল না তাহার এই চিঠি পাইয়া পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল গৌতম, মনে মনে বলিল, শুধু বাহিরের ঐশ্বর্য নয় মনের ঐশ্বর্য দিয়া আমাকে জয় করিয়াছ তুমি।

কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীর নীচের ফ্লাটটি দুই মাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিলেন ডাঃ আচার্য। বাড়ীটি শেখরনাথের বাড়ীর কাছে। মাদ্রাজ হইতে গোপার চিঠি পাইয়া মৌলি মাতাকে বাড়ীর কথা জানাইয়া গৌতমের কাছে আসিল। গৌতম জানাইল বাড়ী ঠিক হইয়াছে ও পরশু সবাই পৌঁছিবেন ডাঃ আচার্য জানাইয়াছেন।

মৌলি বলিল, বাড়ীটা কাছে হওয়াতে এই সুবিধা হল যে ওঁদের কোন দরকার হলে মা ব্যবস্থা করতে পারবেন। আপনি ষ্টেশনে যাবেন তো?

হাসিয়া মাথা নাড়িল গৌতম, বলিল, না।

মৌলি। তাহলে আমি একাই যাব।

গৌতম। তাই যেয়ো। তোমার দিল্লী যাহার তারিখ কবে? শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবে তো?

আন্নামালাই ও দিল্লী উভয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মৌলি নিয়োগপত্র পাইয়াছিল। পিতার উপদেশে দিল্লীর কাজ লওয়া স্থির করিয়া আন্নামালাইতে জানাইয়া দিয়াছিল সে কথা। গৌতমের প্রশ্নের উত্তরে বলিল, জানুয়ারী মাসের যে কোনো সময়ে কাজে যোগ দিতে পারি জানিয়েছে। শেষ সপ্তাহ নাগাদ যোগ দেব লিখেছি, কোন উত্তর আসে নাই। নিমন্ত্রণে ফাঁকি পড়ব না।

গৌতম। তা পড়বে না। তোমরা সবাই 'চলো দিল্লী' ধ্বনি তুলেছ, তাই ভাবছি। শঙ্করদা দিল্লীতে, তুমিও যাচ্ছ।

হাসিয়া মৌলি বলিল, ইচ্ছে হলে আপনিও যাবেন, অবশ্য এখন নয়, এর পরে।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে মৌলি উঠিল। গৌতম বলিল, কাল বিকেলের দিকে সরিৎদি যাচ্ছেন তোমাদের বাড়ীতে বৌদিকে ব'লো।

পরদিন সপরিবারে ডাঃ আচার্য আসিলেন। তাঁহাকে ভাড়া বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া মৌলি বাড়ী গেল খবর দিবার জন্য। ডাঃ আচার্যের আত্মীয় পাড়ায় পরিচিত ব্যক্তি, পশারওয়ালা ডাক্তার। তিনি সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ষ্টেশনে যাইবার সময়ে মৌলিকে জানাইয়াছিলেন।

বিকালের দিকে ডাঃ আচার্য ও তাঁহার আত্মীয় ডাক্তারবাবু বসিয়া বিবাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল বাড়ীর সম্মুখে, শেখরনাথ, সন্ধ্যাতারা, সরিৎ নামিল গাড়ী হইতে।

ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া শেখরনাথকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তিনজনকে

ঘরে বসাইলেন, ডাঃ আচার্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন শেখরনাথের, তারপর স্বয়ং ভিতরে গেলেন খবর দিতে।

ডাঃ আচার্য সম্ভ্যাতারা ও সরিৎকে নমস্কার করিয়া শেখরনাথকে বলিলেন, ওঁদের পরিচয় দিতে হবে না আপনাকে, আমি ওঁদের চিনেছি। আমার সৌভাগ্য আপনারা দয়া করে এসেছেন। কাল আপনাদের তু' বাড়ীতে মৌলিকে নিয়ে যাব ভেবেছি, আজ সময় করে উঠতে পারিনি।

শেখরনাথ। আজ আপনাদের বিরক্ত করবার ইচ্ছা ছিল না আমার, পথের ধকল গিয়েছে, কিন্তু এঁরা ছাড়লেন না।

হাসিয়া ডাঃ আচার্য বলিলেন, কেন ছাড়বেন? বেড়াতে গিয়ে গৌতম যাকে পছন্দ করে নিয়ে এল তাকে দেখবার ইচ্ছে হওয়া তো স্বাভাবিক।

মিসেস আচার্য আসিয়া তিনজনকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, মহা সৌভাগ্য আমার আপনারা এসেছেন।

শেখরনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মেয়ের বাপের হাতে আপনাকে রেখে এঁদের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছি, কিছু মনে করবেন না।

অভ্যাগতদের চা ও মিষ্টি দেওয়া হইতেছে শঙ্করকে লইয়া মৌলি আসিল। ভিতরে ঢুকিয়া মাতা ও সরিৎকে দেখিয়া বলিল, শঙ্কর, এঁদের প্রণাম ক'রো, মহা-মাননীয় ব্যক্তি এঁরা।

তারপরে বলিল, যাও, বড়দিকে খবর দাও মৌলিনাথ পৌছেছে, নির্ভয়ে বেরিয়ে আসুন তিনি।

মৌলির জন্য খাবার আসিল। মিসেস আচার্যের পীড়াপীড়িতে তারা ও সরিৎ চা খাইতেছে, শঙ্করকে লইয়া গোপা ঘরে আসিল।

চা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তারা। গোপাকে জড়াইয়া ধরিয়া সরিতের পাশে বসাইল। তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, দেখ সরিৎ, দূর মাদ্রাজে এই লক্ষ্মী-ঠাকরুণ অপেক্ষা করছিলেন গৌতমের জন্য। আমরা শুধু হেদিয়ে মরছিলাম গৌতমের বিয়ে বিয়ে করে। মিল করে বাপমায়ে নাম রেখেছেন গোপা। গোপা নইলে গৌতমের লক্ষ্মীলাভ হবে কি করে?

ছেলেকে বলিল, তোর বাবাকে ডাক মৌলি, দেখে যান।

মৌলি। বাবা চা খাচ্ছেন।

তারা। চা ফেলে আসতে বল, যা।

তারার ব্যস্ততায় মুখ নত করিয়া হাসিল গোপা।

শেখরনাথ ঘরে আসিতে গোপা উঠিয়া তাঁহাকে, তারপর তারা, সরিৎ ও মাতাকে প্রণাম করিল।

সরিৎ বলিল, কি যে ছবি পাঠিয়েছিলে মৌলি ?

প্রতিবাদ করিয়া মৌলি বলিল, মানুষ দেখে ছবি মনে লাগছে না আর ? তাই হয় কাকীমা, বেচারা মৌলিকে কেন শুধু শুধু দুষছেন ?

সকলে হাসিয়া উঠিল মৌলির কথায়।

মিসেস আচার্য শেখরনাথকে বলিলেন, আপনার চা এ ঘরে দিই ?

শেখরনাথ। না, আমি বাইরের ঘরে যাচ্ছি।

শেখরনাথ চলিয়া যাইতে মৌলি শঙ্করের কানে কানে কি বলিল। মিনিট দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া শঙ্কর মৌলির কানে কানে কি বলিল।

গোপাকে লইয়া তারা ও সরিৎ ব্যস্ত। মিসেস আচার্য উভয়ের কানাকানি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, গোপা, মঞ্জরীকে নিয়ে এসো।

একটু পরে মঞ্জরীর হাত ধরিয়া গোপা ঘরে ফিরিয়া বলিল, আমার ছোট বোন মঞ্জরী। ওঁদের প্রণাম করো মঞ্জু।

মৌলি হাসিয়া বলিল, এঁর আরেকটা পরিচয় আছে, পরিচয়টা দিই মঞ্জরী ?

দিদির দিকে চাহিল মঞ্জরী। দিদি বলিল, এখন থাক মৌলি।

তারা ও সরিৎ মঞ্জরীকে কাছে বসাইয়া আদর করিল।

সকলের আলাপ চলিতে লাগিল।

অবশেষে মৌলি বলিল, মা, কাকীমা, এবার উঠুন। পরশু দুর্গাদি আসছেন, তাঁকে নিয়ে আবার আসতে হবে।

সরিৎ। দুর্গা আমার ননদ। আমাদের সঙ্গে আসবার কথা ছিল, আসতে পারে নি।

মিসেস আচার্য। মানুষটিকে চিনি না, পরিচয় জানা আছে। কাল জিনিসপত্র কেনা কাটা আছে কিছু, পরশু যাব আপনাদের দু'জনের বাড়ী।

গোপা, মঞ্জরী, শঙ্করকে আদর করিয়া তারা ও সরিৎ বিদায় লইল।

সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয় নাই। পরদিন ডাঃ আচার্য স্ত্রী ও বড় মেয়েকে লইয়া লক্ষ্মী-আবাসে আসিলেন বিকালের দিকে। বড় মেয়ের আসিবার প্রস্তাবে মাতার আপত্তি টিকিল না।

গৌতম কলেজ হইতে ফিরে নাই। গাড়ীর হর্ণ শুনিয়া ভৃত্য দরজা খুলিতে ডাঃ আচার্য বলিলেন, বাবু বাড়ী আছেন ?

অনন্ত বাহিরে আসিল। ডাঃ আচার্যকে সপরিবারে দেখিয়া নমস্কার করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, নেমে আসুন, মাসীমা বাড়ী আছেন, দাদাবাবুর আসবার সময় হল।

নীচে বসিবার ঘরে সবাইকে বসাইয়া বলিল, আমি মাসীমাকে খবর দিচ্ছি।

গোপা বলিল, চলো, আমিও যাচ্ছি।

ভিতরে ঢুকিয়া সে ডাকিল, মাসীমা!

সরিতের বাড়ী যাইবার জন্য তৈয়ারী হইয়া গৌতমের ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন সরস্বতী। ডাক শুনিয়া বাহিরে আসিলেন তিনি, গোপাকে দেখিয়া বুকে টানিয়া লইলেন।

প্রণাম করিয়া গোপা বলিল, বাবা, মা এসেছেন।

অভ্যর্থনা করিয়া তিনজনকে উপরের সাজানো বসিবার ঘরে বসাইলেন সরস্বতী, তারপর নীচে নামিলেন অনন্তকে জলযোগের ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে।

তিনি চলিয়া যাইতে গোপা উঠিয়া বারান্দা পার হইয়া গৌতমের পড়িবার ঘরে ঢুকিল। চারিদিকের দেয়ালের সঙ্গে আঁটা র‍্যাক, র‍্যাক ভরতি বই আর বই। প্রবেশ করিবার দরজার মাথায় বড় অয়েল পেন্টিং ইন্দ্রনারায়ণের। নিস্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ ছবিখানির দিকে চাহিয়া রহিল গোপা। তারপর বসিবার ঘরে ফিরিয়া পিতামাতাকে ডাকিয়া আনিল লাইব্রেরী ঘরে।

প্রায় ঘরের ছাদ পর্যন্ত উঁচু চারিদিকে র‍্যাক ভর্তি বই দেখিয়া ডাঃ আচার্য বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন না এই সংগ্রহের বারো আনা ইন্দ্রনারায়ণের। পিতার লাইব্রেরী গৌতম রাজনগর হইতে আনিয়াছিল।

ইন্দ্রনারায়ণের অয়েলপেন্টিংয়ের দিকে পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল গোপা, বলিল, কার ছবি বলো তো মা?

মেয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া মিসেস আচার্য বলিলেন, তোর শ্বশুরের ছবি, ঠিক বলেছি না?

গোপা হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তাঁহারা লাইব্রেরী দেখিতেছেন গোপা পাশের ঘরে ঢুকিল পরদা সরাইয়া। দেখিয়া বুঝিল এইটি গৌতমের শয়নকক্ষ। খাটের শিয়রে গৌতমের মাতার অয়েল-পেন্টিং চোখে পড়িল। কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া নিজের মনে বলিল, বাপমার চেহারা পেয়েছেন ছেলে। তারপর দক্ষিণদিকের দরজা খুলিয়া অনতিপ্রশস্ত ব্যালকনিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরস্বতীর সাড়া পাওয়া গেল লাইব্রেরী ঘরে। গোপা কোথায় গেল জিজ্ঞাসা

করিলেন। মিসেস আচার্য ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখাইলে মৃদু হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, ওটা গৌতমের শোবার ঘর।

গৌতমের গলা শোনা গেল। নীচে অনন্তর কাছে ডাঃ আচার্যের আসিবার সংবাদ পাইয়াছিল সে। একটু পরে বসিবার ঘরের পরদা সরাইয়া হাসিমুখ বাড়াইয়া গৌতম বলিল, জামা জুতো ছেড়ে আসছি।

বাহিরে জুতা রাখিয়া গায়ের পাঞ্জাবী ও শাল খুলিয়া শোবার ঘরে আলনায় রাখিবার জন্য ঘরে ঢুকিতেছিল গৌতম, দরজার বাহিরে সুদৃশ্য মেয়েদের চটি চোখে পড়িল। দাঁড়াইল সে। কে ঘরে ঢুকিয়াছে, গোপা না মঞ্জরী? অনন্ত শুধু সস্ত্রীক ডাঃ আচার্যের আসিবার কথা বলিয়াছিল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। তারপর আস্তে কড়া নাড়িল।

গোপা তখনও ব্যালকনিতে, গৌতমকে দেখিতে পায় নাই। কড়ার শব্দে চমকিয়া ঘরে ফিরিয়া পরদা সরাইতে দেখিল পাঞ্জাবী, শাল হাতে, খালি গেঞ্জি গায়ে গৌতম দাঁড়াইয়া।

নিজের শয়নকক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া গৌতম আর ভিতরে সে, খেয়াল হইতে লজ্জিতভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল, এগুলো রাখবে? দাও আমাকে।

পাঞ্জাবী ও শাল গৌতমের হাত হইতে লইয়া বলিল, এসো, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

বাহিরে আসিতে গোপার দেরি হইতেছিল, পরদা সরাইয়া গৌতম দেখিল মাতার ছবির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে সে। গোপা বলিল, ভেতরে এসো।

গৌতম ভিতরে আসিতে সলজ্জ হাসিতে নত হইয়া প্রণাম করিল তাহাকে, বলিল, এইজন্য দেরি করছিলাম।

গৌতম দেখিল গোপার হাতে তাহার পরাইয়া দেওয়া হীরার আংটি, মুখে সলজ্জ হাসি। দুই হাত বাড়াইতেছিল গৌতম, একটু দ্বিধা করিয়া হাত গুটাইয়া লইল।

চকিত দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে চাহিয়া তাহার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল গোপা।

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজিয়া থাকিয়া বলিল, আমার পাওনা ছিল।

দুই বাহুর বন্ধনে আবদ্ধ গোপা মাথাটি গৌতমের বুকে রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর বলিল, এবার ছেড়ে দাও, বসবার ঘরে যাই। সবাই কি ভাবছেন জানি না। বলিতে বলিতে রাঙাইয়া উঠিল সারা মুখ।

ছাড়া পাইয়া দুই পা গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া আবার বলিল, তৈরী হয়ে নাও, বাবা, মা অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য।

বসিবার ঘরে জলযোগ ও আলাপ চলিতেছিল। সরস্বতী জানাইলেন গৌতমের বিয়ের তিন দিন পরে আরেকটি বিয়ে আছে এ বাড়ীতে। মণিমালা ও কিংশুকের বিস্তারিত পরিচয় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, ছেলে ও মেয়ে দু'জনেই এ বাড়ীতে রয়েছে, বিয়ের আগের দিন ছেলে নিজের বাড়ীতে যাবে, কাছেই রাস্তার ওপারে তার বাড়ী।

গোপা বলিল, ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন মাসীমা।

সরস্বতী। মণিমালা সরিতের বাড়ী গিয়েছে, লোক পাঠিয়েছি আনবার জন্য। কিংশুকের ফেরবার সময় হয়েছে, এসে পড়বে এখুনি।

কিছুক্ষণ পরে মণিমালা ও প্রসাদকে লইয়া সরিৎ লক্ষ্মী-আবাসে আসিল। প্রসাদের আসিবার খবর পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল গোপা, গৌতমের দিকে চাহিয়া বলিল, প্রসাদদা, সরিৎদি এসেছেন, নিয়ে আসি তাঁদের?

গৌতম উঠিতেছিল, গোপার কথা শুনিয়া আর উঠিল না, মৃদু হাসিয়া মাথা দুলাইয়া সম্মতি জানাইল। সরস্বতী গোপার সঙ্গে বাহিরে গেলেন।

সিঁড়ির নীচে প্রসাদ ও মণিমালার সঙ্গে পরিচয় হইল গোপার। মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রসাদ বলিল, চলো তোমার বাবা, মার সঙ্গে পরিচয় করে আসি, তুমি তো নিজের লোক।

হাসিয়া মাথা নোয়াইল গোপা। মণিমালার হাত ধরিয়া বলিল, চলো দিদিকে নিয়ে আমরা আলাদা বসি একটু।

সরস্বতী বলিলেন, তাহলে পড়বার ঘরে গিয়ে ব'সো তোমরা। আগে প্রসাদকে নিয়ে যাও ওপরে, ওঁদের সঙ্গে পরিচয় হোক।

দো'তলায় বসিবার ঘরে ঢুকিয়া গোপা বলিল, বাবা, Resurrection of India-র যুগ্ম-সম্পাদক ও Light of India Abroad-এর লেখককে নিয়ে এসেছি।

ডাঃ আচার্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া উভয়কে নমস্কার করিলেন। মণিমালার সঙ্গেও পরিচয় হইল তাঁহাদের।

সরিৎ বলিল, গৌতম, পড়বার ঘরে গিয়ে আমরা বসছি কিছুক্ষণ।

ঘণ্টাখানেক পরে সকলে উঠিলেন। গোপা, ডাঃ ও মিসেস আচার্যকে লইয়া প্রসাদ ও সরিৎ গাড়ীতে উঠিল। সরিৎ বলিল, গাড়ীতে আর জায়গা নাই গৌতম, তোমার উপায় করতে পারলাম না। . দেখ যদি পায়ে পায়ে পৌঁছে যেতে পারো।

সকলে হাসিয়া উঠিল সরিতের কথায়।

গাড়ীতে উঠিবার আগে গোপা মণিমালার কানে কানে বলিল, কিংশুক বাবুর সঙ্গে দেখা হল না, কাল সন্ধ্যায় ওঁকে নিয়ে এসো না আমাদের ওখানে।

ফিরলে বলব আমি, মণিমালা বলিল।

হাসিয়া গোপা বলিল, বলবে কি! নিয়ে যাবে সঙ্গে ক'রে, কেমন?

মণিমালা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা।

॥ আট ॥

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দুইটি বিবাহের দিনে গৌতম ও গোপার, কিংশুক ও মণিমালার বিবাহ হইল।

মণিমালাকে সম্প্রদান করিল গৌতম স্বয়ং।

রাজনগর হইতে বনমালী, মীরাট হইতে শিবনারায়ণ ও রেখা, পলাশডাঙা আশ্রম হইতে পরমানন্দদেব ও শকুন্তলা দেবী আসিয়াছিলেন গৌতমের বিয়েতে। কন্যার বিবাহে পুষ্পের আসা সম্ভব হয় নাই।

স্থির হইয়াছিল বৌভাতের পরে গৌতম, গোপা, শিবনারায়ণ, রেখা ও সরস্বতী রাজনগরে যাইবেন। রাজনগর এখন পররাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত, হয়ত ইহাই শেষ দর্শন, সকলের মনে কথাটা এইভাবে জাগিল। সাত আটদিন পরে এই দল ফিরিবে। ইতিমধ্যে ডাঃ আচার্য সস্ত্রীক পলাশডাঙা আশ্রমে যাইবেন কয়েকদিনের জন্য।

গৌতমরা রাজনগরে চলিয়া যাইবার পরদিন কিংশুক সস্ত্রীক কাশী চলিয়া গেল।

মৌলির দিল্লী যাত্রার দিন আগাইয়া আসিতেছিল। কর্তৃপক্ষ তাগিদ দিয়াছেন, গৌতমদের ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

গৌতমরা রাজনগরে চলিয়া গেলে মঞ্জরী ও শঙ্করকে কলিকাতার দ্রষ্টব্য স্থান গুলি দেখাইবার ভার লইল মৌলি। দুই বিয়ের গোলমালে আগে অবসর পাওয়া যায় নাই।

দিদির চাইতে প্রায় চার বছরের ছোট মঞ্জরী, কিন্তু ইতিমধ্যেই দিদির পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার প্রেরণা জাগিয়াছিল তাহার মনে। এই প্রেরণার সূত্রপাত হইয়াছিল মাদ্রাজে তাহাদের গৃহে মৌলির আতিথ্য স্বীকারের সময়ে। মাদ্রাজে মৌলির সঙ্গে মেলামেশা করিয়া মঞ্জরী সিদ্ধান্ত করিল সে ছেলেমানুষ রহিয়াছে

এখনও, হৈ হল্লা ভালবাসে, ঠাট্টা তামাসা ভালবাসে, সিরীয়াস হইতে শেখে নাই। সে আশা করিয়াছিল কলিকাতায় আসিয়া মৌলির মধ্যে অনুকূল পরিবর্তন দেখিতে পাইবে, হয়ত দিদির সঙ্গে ব্যবহারে গৌতমদার মধ্যে যে গাম্ভীর্যপূর্ণ নরমভাব দেখা যাইত, সেই রকমের কিছু দেখিতে পাইবে।

বিয়ের গোলমালে অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। মৌলিকে খুব ছুটাছুটি করিতে, খাটিতে হইয়াছে, গাম্ভীর্যপূর্ণ নরম ভাব দেখাইবার কথা দূরে থাকুক, স্থির হইয়া দুই দণ্ড কথা বলিবার অবসর ছিল না তাহার। এখন শোনা যাইতেছে শীঘ্রই সে দিল্লী যাইবে। মঞ্জরী ভাবিল দিদির বেলায় ভগবান এত সদয় ছিলেন, তাহার বেলায় এমন কৃপণ হইলেন কেন?

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইল এক রকম, তারপর মৌলি মঞ্জরী ও শঙ্করকে নিমন্ত্রণ করিল তাহাদের বাড়ীতে কয়েকদিন কাটাইবার জন্য।

সন্ধ্যাতারা ভাইবোনকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন।

বড় বোনের সঙ্গে তুলনা না চলিলেও মঞ্জরী সুন্দরী, তাহার গলাটিও ভাল। কয়েকদিন নিজের কাছে রাখিয়া সন্ধ্যাতারা বুঝিলেন উঠতি বয়সের সামান্য অস্থিরতা ও খেয়ালিপনা ছাড়িয়া দিলে মেয়েটির স্বভাব খুব ভাল। মৌলিকে সে যে একটু বিশেষ চোখে দেখে তাহা বুঝিতে দেরি হইল না তাঁহার। মঞ্জরী এখনও ছেলেমানুষ, তাহার এই পক্ষপাতিত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ নাই ভাবিলেন। তাহা ছাড়া, মৌলির আচরণ হইতে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। মনীষার ব্যাপারে তিনি যথার্থ বেদনা পাইয়াছিলেন, ভাবিলেন ছেলের মন হয়ত এখনও তৈয়ারী হয় নাই, নহিলে মঞ্জরীকে গ্রহণ করিতে আপত্তির কিছু নাই।

শেখরনাথকে মঞ্জরীর ভাল লাগিয়াছে, তাহার বাবার মতই সৌম্য, শান্ত, প্রসন্ন মানুষ। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ মিলে না। বিলাত হইতে একজন ইংরাজ সোশিয়ালিষ্ট বন্ধু আসিয়া উঠিয়াছেন বাড়ীতে, মাছভাত-খেকো, আধা-বয়েসী, আধপাগলা ভদ্রলোক। দিনরাত দুইজন পড়িবার ঘরে বসিয়া সিগারেট ভস্ম করেন ও আলাপ করেন। দিন দুই পরে তিনি নাকি বোম্বাই যাইবেন।

মৌলিকে সাহেবের খুব পছন্দ। বলেন, ওকে আমি একমাস বাদে নিয়ে যাব দেশে, এখন চাকুরিতে ঢুকিয়ো না। দু'বছর পড়াশোনা করবে, তারপর যদি তোমাদের পছন্দ হয়, ডক্টরেট নিয়ে ফিরবে। তোমাদের দেশে sound economist-এর বড় প্রয়োজন এখন।

মঞ্জরীকে দেখিয়া ভদ্রলোক প্রেমে পড়িয়াছেন। রাত্রে আহারের সময়ে কয়েক বাক্স চকোলেট বগলে করিয়া আসিলেন। মঞ্জরীকে বলিলেন, তুমি এত গম্ভীর কেন সুইটহার্ট? একটু আধটুকু হাসো, কৃতার্থ হই আমি দেখে। তোমার কথা চিন্তা করবার সময় পাই না শেখরের বকবকানিতে but I dream of you sweet heart.

মৌলির দিকে আড়চোখে চাহিয়া আবার বলিলেন, ও ছোকরা কোন কাজের নয় মোটে, ওর চেহারা দেখে ভুলো না।

মঞ্জরী সন্ধ্যাতারার দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ নামাইল। তিনি বুঝিলেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে মঞ্জরী। বলিলেন, মি. সিম্পসন, খাবার ঠাণ্ডা হবে, তোমার খেতে কষ্ট হবে ভেবে মঞ্জরী অস্বস্তি বোধ করছে। এবার হাত লাগাও।

সাহেব ইঙ্গিত বুঝিলেন, বলিলেন, সুইট হার্ট, চকোলেটগুলো ধরো, নইলে আরও কত ভাল ভাল কথা বেরোবে আমার মুখ থেকে।

ততক্ষণে সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়াছে মঞ্জরী, দাঁড়াইয়া চকোলেটের বাক্সগুলি লইয়া ধন্যবাদ জানাইল। তারপর মৌলির দিকে একটা বাক্স নাচাইয়া বলিল, Have some chocolate please.

সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন সাহেব। সন্ধ্যাতারার দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখছেন মেয়েদের স্বভাবের নমুনা? Robbing S to pay M—

নানা গল্পগুজবের মধ্যে আহার শেষ হইল। গুডনাইট সুইট হার্ট, বলিয়া সাহেব বিদায় লইলে মঞ্জরী মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, Won't you dream of me?

ইয়েস, ইয়েস, সারারাত তোমার স্বপ্ন দেখব, হাসিয়া উত্তর দিলেন সাহেব।

ইহার পর হইতে মঞ্জরী মৌলির পিছনে লাগিল, Have some chocolate মৌলিবাবু।

আড়ালে সন্ধ্যাতারা হাসিয়া স্বামীকে বলিলেন, মঞ্জরী বিদ্যুতের মত চমকাতে সুরু করেছে, তোমার ছেলের ওপর নজর রেখো।

সাহেব বোম্বাই রওনা হইলেন। কথা হইল সম্ভব হইলে মৌলি আগামী বৎসর বিলাত যাইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

মৌলির যাত্রার দিন আগাইয়া দিতে হইল দিল্লী হইতে তারের ফলে।

মঞ্জরী ও শঙ্কর পিতামাতার কাছে ফিরিয়াছে। তাঁহাদের কাছে বিদায় লইতে গেল মৌলি।

ডাঃ ও মিসেস আচার্য শঙ্করকে লইয়া প্রসাদের গৃহে গিয়াছিলেন, শরীর একটু

খারাপ হইয়াছে বলিয়া মঞ্জরী যায় নাই। প্রকৃত কথা মৌলি আসিবে প্রত্যাশা করিতেছিল সে।

কিছুক্ষণ বসিয়া মৌলি বলিল, কাল দিল্লী যেতে হবে, আর হয়ত সময় পাব না দেখা করবার, প্রসাদকাকার বাড়ী যাই তাহলে।

মঞ্জরী বলিল, বসুন, আপনাকে চা দিই। মা, বাবা হয়ত এসে পড়তে পারেন, অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন।

বসতে আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার শরীর খারাপ বলছ, মৌলি বলিল।

মঞ্জরী। হাঁ, মাথাটা ভার হয়ে রয়েছে, এমন কিছু নয়, আমি ইচ্ছে করে যাইনি।

চা দিতে বলিবার জন্ত সে উঠিল, বলিল, এখুনি আসছি, পালাবেন না।

মৌলি। না পালাবো না, কিন্তু ইচ্ছে করে খালি বাড়ীতে একা রইলে কেন?

একজন আসতে পারে ভেবে, বলিয়া মঞ্জরী ভিতরে চলিয়া গেল।

মঞ্জরী ফিরিতে দেরি করিতেছে। গালে হাত দিয়া মৌলি ভাবিতেছে। কি একটা কথা তাহার মনের বাহিরে অন্ধের মত চলাফেরা করিতেছে প্রবেশের পথ দেখিতে না পাইয়া, তাহার চেহারাটা কি রকম মৌলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

চা ও মিষ্টি লইয়া মঞ্জরী আসিল। ইতিমধ্যে সে সাজসজ্জার কিছু সংস্কার করিয়াছে, চুলে একটি হলুদ রংয়ের গোলাপের কুঁড়ি গুঁজিয়াছে। বলিল, ধরুন, আমার দুই হাত জোড়া।

অন্তমনস্ক মৌলি চমকিয়া উঠিল, এই যে—

চায়ের কাপ হাতে লইয়া বেতের টেবিলে নামাইয়া রাখিল, মঞ্জরীর দিকে চাহিয়া বলিল, তোমার মাথা ধরা সেরে গিয়েছে মুখ দেখে মনে হচ্ছে।

তা হবে, হাসিয়া মঞ্জরী বলিল।

তোমার মাথার ঐ ফুলটা হঠাৎ পেলে কোথায়?

মেয়েদের সাজসজ্জার দিকে চোখ দিচ্ছেন কেন অমন করে?

অপ্রস্তুতভাবে মৌলি বলিল, না, না, চোখ দিচ্ছি না, কিছু মনে করো না। ঐ ফুলটা বোধহয় মার্শাল নীল।

খোঁপা হইতে ফুলটি খসাইয়া মৌলির সম্মুখে ধরিল মঞ্জরী, বলিল, নাম জানি না, যদি লোভ হয়ে থাকে নিতে পারেন।

মৌলি। তোমার খোঁপায় মানাবে ভাল আমার হাতে থাকার চাইতে। এটা সত্যি মার্শাল নীল।

বসো মঞ্জরী, একটা গল্প বলছি।

চেয়ারে বসিয়া প্রফুল্ল মুখে মঞ্জরী বলিল, চা খেতে খেতে বলুন।

মৌলি। আচ্ছা, তাই বলছি। এই হলুদ রংয়ের মার্শাল নীল গোলাপ ফুল আমাদের পারিবারিক ইতিহাসে বিখ্যাত। পঞ্চক্রোশীতে আমাদের বাড়ীতে মস্ত দু'টো ঝাড় ছিল এই গোলাপের, এখনও আছে কিনা জানি না। কলকাতায় আসবার পর থেকে বছরে একটি বিশেষ দিনে নিউ মার্কেট থেকে শুধু হলুদ রংয়ের মার্শাল নীলের বড় একটা তোড়া কিনে আনেন বাবা মাকে দেবার জন্ম। কিছু বুঝলে এ কাহিনী থেকে? বুঝলে না বোধহয়। এই গোলাপ ফুল দূতের কাজ করেছিল ওঁদের দু'জনকে পরস্পরের কাছে পৌছে দেবার। ননকো-আন্দোলনের সময়ে বাবার দু'বছর জেল হয়েছিল, মাও জেলে গিয়েছিলেন ক'মাসের জন্ম। তখনও ওঁদের বিয়ে হয়নি। জেলে বসে মা একখানা কবিতার বই লিখেছিলেন, উৎসর্গ করেছিলেন মার্শাল নীলকে। কবে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম এই সব কথা, সেই থেকে হলুদ মার্শাল নীল গোলাপ আমার চোখে sacred হয়ে আছে। হঠাৎ তোমার মাথায় মার্শাল নীল দেখে কথাগুলো মনে পড়ল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, নাও তোমার ফুল, মাথায় পরো।

মঞ্জরী। ওটা আমি আর নেব না।

মৌলি। আমার পকেটে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে, এসো, তোমার চুলে পরিয়ে দিই।

দুই হাতে মুখ চাপিয়া মঞ্জরী মাথা নামাইল, মৌলি ফুলটি আটকাইয়া দিল খোঁপায়, বলিল, হয়েছে। মুখ ঢেকে রেখেছ কেন?

নিম্নস্বরে মঞ্জরী বলিল, দূত পাঠিয়েছিলাম, কি খবর নিয়ে এল বুঝতে পারছি না।

শুনিয়া চমকিয়া উঠিল মৌলি, হাতের ধাক্কা লাগিয়া চায়ের বাটি পড়িয়া গেল টেবিল হইতে।

কাপ ভাঙিবার শব্দে মুখ হইতে হাত সরাইয়া মঞ্জরী বলিল, আরেক কাপ আনছি।

মৌলি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল মঞ্জরীর মুখের দিকে, সব রক্ত যেন জমা হইয়াছে সেখানে।

ফিরিতে আবার দেরি হইল মঞ্জরীর। ভৃত্য আসিয়া ভাঙা কাপের টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইয়া মেঝে মুছিয়া দিয়া গেল ইতিমধ্যে।

চায়ের কাপ হাতে লইয়া ফিরিল মঞ্জরী। কাপটি টেবিলে রাখিয়া আরেকটি মার্শাল নীলের কুঁড়ি বাহির করিল। মাথা একটু নামাইয়া, মুখখানি রাঙাইয়া, নত হইয়া কুঁড়িটি মৌলির জামার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিল।

মৌলির স্তব্ধভাব দেখিয়া বলিল, কি ভাবছেন এত? চা খেয়ে নিন, একটু বেড়িয়ে আসব চলুন।

চায়ের কাপ হাতে তুলিয়া লইল মৌলি, বলিল, কোথায় বেড়াতে যাবে?

মঞ্জরীর গাল লাল হইল উত্তর দিতে গিয়া, বলিল, এখানে তো মেরিনা নাই, চলুন না গঙ্গার ধারে।

মৌলি। গঙ্গার ধারের চাইতে লেকের ধারে চলো।

মঞ্জরী। তাই চলুন। আপনি খেয়ে নিন, আমি বলে আসছি বেড়াতে যাচ্ছি।

রাস্তায় ট্যাকসি লইয়া উভয়ে লেকের দিকে চলিল। লেকে পৌছিয়া গাড়ী বিদায় দিল মৌলি।

লেকের ভিড় দেখিয়া মঞ্জরী বলিল, কি ভিড় রে বাবা! ফাঁকা জায়গায় চলুন।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটিয়া একটু অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি জায়গা পাইয়া মঞ্জরী বলিল, চলুন বসি একটু।

পা ছড়াইয়া ঘাসের উপরে বসিয়া মঞ্জরী হাতের ব্যাগ হইতে চকোলেট বাহির করিল। একটি মৌলির হাতে দিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, Have chocolate please.

চকোলেট হাতের মধ্যে রাখিয়া মৌলি বলিল, তুমি কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে।

চকোলেট ভাঙ্গিয়া মুখে পুরিয়া মঞ্জরী বলিল, বলব। চকোলেট দিলাম হাতে করে রাখবার জন্য কি?

আগে তোমার কথাটা শুনি, মৌলি বলিল।

মঞ্জরী। শুনুন তাহলে। মেরিনাতে গৌতমদা surrender করেছিলেন দিদির কাছে। আপনাকে এখানে আনলাম একটা চান্স দেবার জন্য।

এমন অনায়াস ভঙ্গীতে এই কথাগুলি মঞ্জরী বলিল যে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল মৌলি। দিদির অনুকরণ করিবার ইচ্ছায় অভিনয় করিতেছে ছেলেমানুষ মঞ্জরী, এই সন্দেহ উঁকি দিল তাহার মনে। মৃদু হাসিয়া বলিল, কাকাবাবুর কথা কেমন করে জানলে?

চকোলেট মুখে পুরিয়া মঞ্জরী বলিল, যেমন করে হোক আমি জানি। উত্তর দিন আমার কথার। মাথাটা আবার ভার হয়ে আসছে।

মৌলি। তাহলো ওঠো, বাড়ী যাই। কাল দিল্লী যাচ্ছি জানো তো?

মঞ্জরী। আপনি যান। আমি একাই বাড়ী ফিরতে পারবো, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

মৌলি। এ তোমার চেনা মাদ্রাজ শহর নয় মঞ্জু, কষ্ট করতেই হবে আমাকে। ওঠো লক্ষ্মীটি।

মৌলি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঝাঁঝিয়া মঞ্জরী বলিল, যান না আপনি, আমি এখন যাবো না।

আবার তাহার পাশে বসিয়া মৌলি বলিল, বেশ যেয়ো না। আরেকটা চকোলেট দাও তবে, খেতে খেতে ভেবে নিই কি উত্তর দিল্লী থেকে তোমাকে লিখব।

কি ভাবিল মঞ্জরী, সংশয়পূর্ণ দৃষ্টিতে মৌলির দিকে চাহিয়া বলিল, দিল্লী গিয়ে লিখবেন? ঠিক বলছেন?

মৌলি। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো আমাকে।

চিন্তিত মুখে মঞ্জরী বলিল, ইচ্ছে তো হচ্ছে বিশ্বাস করতে। আচ্ছা তাই দেবেন। বড্ড তাড়াতাড়ি বললাম কথাটা, না?

হাসি চাপিয়া দুর্বা ঘাস ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে মৌলি বলিল, হুঁ।

মঞ্জরী। এই নিন চকোলেট। আচ্ছা, চলুন এবার।

লেক হইতে বাহির হইয়া ট্যাক্সি চাপিয়া মৌলি বলিল, প্রসাদ কাকার বাড়ী হয়ে যাই চলো।

প্রসাদের গৃহে ডাক্তার ও মিসেস আচার্য এবং শঙ্করের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, তাঁহারা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মৌলি ও মঞ্জরীর যুগল আবির্ভাবে প্রসাদ ও সরিতের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া মৌলি বলিল, আমার হাতে কিছু কাজ আছে, সেরে বাড়ী ফিরব। মঞ্জরীর দিকে একবার চাহিয়া বলিল, যদি কাল সময় পাই দেখা করবার চেষ্টা করব।

॥ নয় ॥

রাজনগর

শ্বশুরবাড়ী রাজনগরে পৌছিল গোপা।

রাজনগরের জয়কালী বাড়ীর ভাঙ্গা নাটমন্দির বাঁ হাতে রাখিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকিল গৌতমের গাড়ী। মুখ তুলিয়া মন্দিরের দিকে চাহিয়া করজোড়ে প্রণাম জানাইল সে। চোখে পড়িল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া মাঝারি আয়তনের একটি অশত্থ গাছ মাথা তুলিয়াছে চূড়া-ভাঙ্গা মন্দিরের দেয়ালে।

দেখিয়া মন বিষণ্ণ হইল। কল্পনা-নেত্রে সে দেখিল রাজনগরের মধ্যম তরফের পরিত্যক্ত আবাস বাটির চেহারা হইয়াছে পোড়ো বাড়ীর মত। ঝি, চাকর, কর্মচারী, পাইক, আশ্রিত লোকজনে পূর্ণ থাকিত যে গৃহ এখন তাহা শূন্য, কাছারী বাড়ী ছাড়া আর কোথাও মানুষের পা পড়ে না। আগাছায় আকীর্ণ হইয়াছে উঠান, বৃহৎ পুকুর পানায় ঢাকিয়াছে, অন্দরের পাকা ইন্দারার গায়ে গাছ গজাইয়াছে, দেয়ালের চুনবালি জায়গায় জায়গায় খসিয়া পড়িয়াছে, ছাদের কার্নিশে অশথ গাছ মাথা তুলিয়াছে।

একেবারে খালি বাড়ী। শ্বশুর, শাশুড়ী স্বর্গে। আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, একটা শাঁখ বাজাইয়া নববধূকে শ্বশুরের ভিটায় বরণ করিবার লোক নাই। বিষণ্ণমুখে গৌতম ভাবিল, এ কোন রাজনগর দেখাইবার জন্য গোপাকে আনিল সে।

বিয়েতে কলিকাতায় গিয়া বনমালী প্রথম শুনিল সস্ত্রীক মনিব আসিবেন পৈতৃক গৃহে। তাই সে তাড়াতাড়ি ফিরিল রাজনগরে। অল্প সময়ের মধ্যে লোকজন লাগাইয়া কয়েকখানি ঘর একটু পরিষ্কার করিয়াছে। অন্দর ও বাহিরের উঠানের আগাছার জঙ্গল সাফ করাইয়াছে। বহু চেষ্টায় প্রায় হিন্দুশূন্য গ্রাম হইতে কয়েকজন লোক সংগ্রহ করিয়াছে কয়েকটা দিন বাড়ীর কাজকর্ম করিবার জন্য। সরস্বতী ও রেখার আদেশমত জিনিসপত্রও যাহা পারে সংগ্রহ করিয়াছে।

রেখা রাজনগরের বধূ, সরস্বতী রাজনগরের মেয়ে। রাজনগরের নূতন বধূটিকে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় যতটুকু পারা যায় পুরাতন নিয়ম রক্ষা করিয়া পরিত্যক্ত শ্বশুরের গৃহে বরণ করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন তাঁহারা। করণীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বনমালীকে নির্দেশও দিয়াছিলেন। গৌতম এ খবর রাখিত না।

দেউড়ির বাহিরে গোপাকে লইয়া অপেক্ষা করিবার আদেশ দিয়া যখন রেখা বৌদি ও মাসীমা গৃহে প্রবেশ করিলেন অনেকখানি বিস্মিত হইল গৌতম। তাহার বিস্ময় দেখিয়া হাসি ফুটিল গোপার মুখে।

শাঁখ ও বরণডালা হাতে দুইটি প্রাচীনা সধবার সঙ্গে রেখা আসিল বধূবরণ করিবার জন্য। বরণ করা শেষ হইলে গৌতম ও গোপাকে লইয়া বৈঠকখানা দালানে ইন্দ্রনারায়ণের শয়নকক্ষে সকলে প্রবেশ করিল।

ক্রমে খালি বাড়ীতে কিছু লোক সমাগম হইল। দুইচারিজন ভদ্রলোক, সকলেই বৃদ্ধ, যাঁহারা এখনও গ্রামে রহিয়াছেন আর কোন উপায় নাই বলিয়া, গৌতমের আসিবার খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিলেন। নূতন বৌ দেখিবার জন্য বয়স্কা দুইচারিজন মহিলাও আসিলেন। সরস্বতী ইহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। বলিলেন, বৌ যখন রাজনগরে আসিয়াছে নূতন করিয়া বৌ-ভাত হইবে।

দুইদিন পরে পুষ্প ও পিনাকী আসিল গোবিন্দপুর হইতে।

অনেকদিন পরে দেখা। গৌতম দেখিল পিনাকীদা হঠাৎ যেন বার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছেন। তাহার মনে হইল এই সেই পিনাকীদা তিন বছর আগে যিনি বর্মা, থাইল্যাণ্ড, মালয়, ইন্দোচীন ঘুরিয়াছেন নেতাজীর সঙ্গে, দুই বছর আগে অসম-সাহসের সঙ্গে গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করিয়াছেন কলিকাতায় বিপন্ন হিন্দু-পল্লী রক্ষা করিবার জন্য। আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা না হয় পলাশডাঙার আশ্রম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পাকিস্তানের মাটি কামড়াইয়া তিনি পড়িয়া আছেন গোবিন্দপুরে যোগেন্দ্রদার খাদি আশ্রমের কাজ করিবার আশায়। কাজ কি চলিতেছে আশানুরূপভাবে? বোধ হয় চলিতেছে না। পুষ্পদিকে দেখিবার জন্য তিনি গোবিন্দপুরে রহিয়াছেন।

পুষ্পকে দিবার জন্য বিবাহবেশে তোলা কিংশুক ও মণিমালার একখানি ফটো আনিয়াছিল গৌতম। ফটোখানি তাঁহাকে দিয়া বিবাহের কথা, তপু অপুর কথা সবিস্তারে বলিল। জামাই সম্বন্ধে সকল খবর আগেই পাইয়াছিলেন পুষ্প চিঠি-পত্রে, নূতন করিয়া আবার শুনিলেন গৌতমের মুখে। বলিলেন, তোমার কাছে ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি আমি। ওদের ভালমন্দের জন্য আর কোন ভাবনা নাই আমার মনে। গৌতমের বৌ দেখিয়া, তাহার ব্যবহারে, কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হইলেন পুষ্প। একছড়া সোনার হার আনিয়াছিলেন নূতন বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য, নিজের হাতে গোপার গলায় পরাইয়া দিলেন।

গৌতম দেখিল পিনাকীদার মত পুষ্পদিও অকালবার্ধক্যগ্রস্ত হইয়াছেন।

চিঠি-পত্রে অনেকবার লিখিয়াছে, মুখে একবার অনুরোধ করিতে হইবে গোবিন্দপুর ছাড়িয়া কলিকাতা আসিবার জন্য। যোগেন্দ্রদা নাই, ছেলেমেয়ে কাছে নাই, কেন তিনি এত অসুবিধা সহ্য করিয়া সর্বদা দুশ্চিন্তার মধ্যে গোবিন্দপুরে পড়িয়া থাকিবেন? কৃষিশালার জমি কাড়িয়া লইবে। বিনা অজুহাতে শিল্পশালার কাজে বাধা দিবে। খাদি-আশ্রম দরিদ্র, অসহায় হিন্দুদের আশ্রয়স্থান বলিয়া মিথ্যা অজুহাতে খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া অতিষ্ঠ করিবে আশ্রমের পরিচালকদের। তারপর একদিন হয়ত সরকারী আদেশে আশ্রমের দরজা বন্ধ করিতে হইবে অথবা দলবদ্ধ আক্রমণের ফলে সব তছনছ হইবে। সেই সময়ের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন কি পুষ্পদিদি?

দুইদিন মাত্র রাজনগরে থাকিয়া পিনাকীকে লইয়া পুষ্প গোবিন্দপুরে ফিরিয়া গেলেন।

যাইবার আগে কলিকাতা ও পলাশডাঙা আশ্রমে চলিয়া আসিবার জন্য গৌতমের অনুরোধের উত্তরে পিনাকী বলিল, সে কথা আমিও ভেবেছি গৌতম। গোবিন্দপুরে ভদ্রলোক হিন্দু বলতে আর বিশেষ কেউ অবশিষ্ট নাই, সব চলে গিয়েছে। ডাক্তার বদ্যিও নাই, অসুখ-বিসুখ হলে মুস্কিল। জমি অর্দ্ধেকের বেশী হাতছাড়া হয়েছে। বিলের ভাগচাষীরা জবরদখল করে নিয়েছে, ফসল দেয় না, বলে মাষ্টারবাবু পত্তন দিয়েছে। আশ্রমের ওপরে এখনও হামলা হয় নাই, তবে দুষ্ট লোকেরা যেমন গুজব রটাচ্ছে কখন কি হয় বলা যায় না। উদ্দেশ্য যত ভাল হোক হিন্দুদের কোন কাজ করতে দেবে না এই ভাব মুসলমানদের। সর্বদা সন্দেহ। ভয়ে যে ক'টি হিন্দু এখনও আছে তারা ভালমন্দ সব মুসলমানকে খোশামোদ করে বেড়ায়। দম বন্ধ হয়ে আসবার মত হয় মাঝে মাঝে। কাশ্মীর নিয়ে এমন হল্লা আরম্ভ করে মাঝে মাঝে যে হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে কাঁপতে থাকে।

গৌতম বলিল, পুষ্পদিকে নিয়ে চলে আসুন পিনাকী দা।

পিনাকী। আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি গৌতম। পুষ্পদি কি বুঝেছেন জানি না, নড়তে চাইছেন না গোবিন্দপুর থেকে। যদি কখনও তাঁর মত হয় তাঁকে নিয়ে তোমাদের কাছে যাব গৌতম, নইলে যেভাবে হোক গোবিন্দপুরেই মরব।

গৌতমের সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে পুষ্প বলিলেন, যতদিন পারি আমার স্বামীর কাজ চালিয়ে যাব এই আমার ইচ্ছা। ঘটনাচক্রে যদি অন্য আশ্রয়ের দরকার হয় তোমার কাছে ছাড়া আর কোথায় যাব ভাই?

শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল গৌতম।

রওনা হইবার সময়ে পুষ্প সরস্বতীকে বলিলেন, ফেরবার সময়ে গাড়ীতে উঠে যে

হায় গোপাকে দিয়েছি নিজের গলায় পরবেন, বাক্সে রাখবেন না, তল্লাসীর সময়ে কেড়ে নিতে পারে।

১৯৪৬-এ পিতার সপিণ্ডকরণ করিতে আসিয়া যে রাজনগর দেখিয়াছিল গৌতম সে রাজনগরও আর নাই। পাড়ার মধ্যেও হিন্দুঘরের মেয়েরা চলাফেরা করে না ইচ্ছামত। ভদ্রঘরের বৌ-ঝি কেহই নাই গ্রামে, বর্ষিয়সীরাও গ্রামের পথে চলিতে সাবধানে চলেন। তাঁহারাই উপদেশ দিলেন সরস্বতীকে নূতন বৌকে লইয়া পথে ঘাটে বাহির হইও না দিন-কাল বড় খারাপ পড়িয়াছে। এই উপদেশ সত্ত্বেও একদিন টোলপাড়ায় তাঁহার পৈতৃক ভবন গোপাকে দেখাইয়া আনিবেন মনে করিলেন সরস্বতী। গৌতমকে ইচ্ছার কথা জানাইতে সে বিমর্ষমুখে বলিল, গিয়ে কাজ নাই মাসীমা, আপনাকে জানাব না ভেবেছিলাম, ও বাড়ী ছোটমামা একজন মুসলমানকে বিক্রী করে দিয়েছেন। আমিও জানতাম না, বনমালীর মুখে শুনলাম এখানে এসে।

শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন সরস্বতী।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে রাজনগরের পাঁচ-শরীকের বাড়ী। সকল শরীকের বাড়ী প্রায় শূন্য, কোন কোন বাড়ীতে গোমস্তা, দুই একজন ভৃত্য বা পাইক কাছারী বাড়ীতে থাকে। বড় বড় পুরাতন অট্টালিকা ভাঙিয়া চুরিয়া পড়িতেছে। জিনিসপত্র যে বাড়ীতে যাহা ছিল গোমস্তারা বেচিয়া খাইয়া এবং নিজের গৃহে কিছু কিছু সরাইয়া মনিবপক্ষকে চিঠি লেখে চোরে চুরি করিয়াছে বা মুসলমানরা কাড়িয়া লইয়াছে। ব্রজনারায়ণের মৃত্যুর পরে সে বাড়ীতে আর কেহ থাকে না। মেরামতের অভাবে ঘরগুলি বাসের অযোগ্য হইয়াছে। বাধ্য হইয়া শিবনারায়ণ ও রেখা গৌতমের গৃহে উঠিয়াছে।

গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় হিন্দুদের ভিটাগুলি বহিরাগত, অধিকাংশ ঢাকা, ময়মনসিং অঞ্চল হইতে আগত মুসলমানরা দখল করিয়াছে। গ্রামের সব অনাবাদী জমি, ফলের বাগান, বাঁশের ঝাড় ইহারা দখল করিয়াছে। বিহারী মুসলমানও আসিয়াছে কিছু। হাটতলায় কয়েকটি তালাবন্ধ হিন্দুর দোকানঘর তালা ভাঙিয়া দখল করিয়া দোকান খুলিয়াছে ইহারা। গ্রামের নূতন পোলিটিক্সের নেতৃত্ব গিয়াছে ইহাদের হাতে।

শিবনারায়ণ ও গৌতম ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজনগরের বর্তমান অবস্থা দেখিল। গ্রাম্যপথে চলিবার সময়ে অপরিচিত মুখই বেশী চোখে পড়ে, সন্দিগ্ধ চোখে অপরিচিত মুখগুলি চাহিয়া দেখে তাহাদিগকে। বনমালী সরকার জানাইল এই সন্দিগ্ধ দৃষ্টির লক্ষ্য সব হিন্দু, বিশেষ করিয়া বাবুরা। যে কয়টি হিন্দু এখনও গ্রামে আছে বিশেষ

দরকার না হইলে এইজন্ত পথেঘাটে বাহির হয় না। শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিল, হিন্দুত্বের জন্ত এরা চোর দায়ে ধরা পড়েছে পাকিস্তানে।

জমিজমার কাজে মুসলমান প্রজারা কেহ কেহ এখনও কাছারীতে আসে বনমালী সরকারের কাছে। গৌতম দেখিল সে বাড়ী আসিয়াছে জানিয়াও কাছারী বাড়ী পার হইয়া বৈঠকখানা পর্যন্ত কেহই আসিল না তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত। নূতন রাজত্ব সত্যই কায়েম হইয়াছে তাহা হইলে। এক বছরের মধ্যে বহুপুরুষের সম্পর্ক একেবারে মুছিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পরে এই কথাই হইতেছিল শিবনারায়ণের সঙ্গে। শিবনারায়ণ বলিল, আর কুড়িটা বছর গৌতম। কুড়ি বছর পরে রাজনগরে এসে নিজেদের বাড়ী চেনবার উপায় থাকবে না।

গৌতম। এখনই তো প্রায় অচেনা বলে লাগছে। রাজনগরে এখন আমরা শুধু অপরিচিত নয়, অবাঞ্ছিত বলে মনে হচ্ছে।

শিবনারায়ণ। আজ কয়েকটা ঘর খুলেছিলাম। সেজ কাকার ঘরে তাঁর রাজনগরের ইতিহাসের খানিকটা পাণ্ডুলিপি ও কতকগুলি কুলুজি পাওয়া গেল। তোমার জন্ত সংগ্রহ করে আনলাম।

একটু হাসিয়া গৌতম বলিল, আমাদের রাজনগর সত্যি ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রজনারায়ণ কাকা যতটা লিখেছেন তাঁর সঙ্গে আর একটা অধ্যায় যোগ করতে হবে, the death of Rajnagar. বইটা ছাপাবার ব্যবস্থা করব এরপর।

বনমালী সরকার জমিদারী সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজপত্র দিয়া গিয়াছিল সকালে। দুপুরের পরে পিতার ঘরে বসিয়া সেইগুলি দেখিতেছিল গৌতম। নিঃশব্দ পদে গোপা আসিয়া চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল, তাহার বাঁ হাতে আঁচলে ঢাকা কোন বস্তু, সহাস্য মুখে একটু উত্তেজনার ভাব।

মুখ না তুলিয়া গৌতম বলিল, ব'সো। মনে হচ্ছে কোন একটা অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের সুযোগ ঘটেছে।

স্বামীর কাঁধের উপরে একটু নত হইয়া গোপা বলিল, না দেখেই জানতে পেরেছ? কি পেয়েছি বলো তো।

হাত বাড়াইয়া গৌতম পাশে টানিল গোপাকে, বলিল, ধুলো, মাকড়শার জাল, ঝুল লাগিয়েছ শাড়িতে, মুখে। গুপ্তরত্নের সন্ধানে অভিযান চলছিল? কোথায়?

ওপরে মার ঘরে, গোপা বলিল, একটা কাঠের আলমারী খুলেছিলাম কি

আছে দেখবার জন্য। দামী পুরনো শাড়ি পেলাম ক'খানা, বোধহয় মা পরতেন। আর পেলাম পুরনো কাপড়ের নীচে এইগুলো।

কয়েকখানি ফোটো বাহির হইল আঁচলের নীচে হইতে। ফোটোগুলি টেবিলের উপরে রাখিয়া গোপা বলিল, ক'জনকে চিনতে পারলাম, আর সবাইকে চিনিয়ে দাও।

গোপা ফোটোগুলি একে একে তুলিয়া ধরিতে লাগিল গৌতমের সম্মুখে, সে পরিচয় দিতে লাগিল।

আমার ঠাকুরদাদা, বাবা, বড় মামা। অনেকদিনের ছবি এখানা। বাবা ও মামার বয়েস চৌদ্দ পনেরোর বেশী মনে হচ্ছে না।

দ্বিতীয় ফোটোখানি দেখাইয়া গোপা বলিল, তোমাকে বলতে হবে না। আমি চিনেছি বাবা, মা। বিয়ের পরেই তোলা মনে হয়।

হাসিয়া গৌতম বলিল, মার শাড়ি গহনা দেখে বলছ? ছবিখানা তোলা হয়েছিল কলকাতার এক সাহেবের দোকানে শুনেছিলাম, বিয়ের বছর দুই পরে। ঠাকুরদাদা তখন মারা গিয়েছেন। এই ফোটোর একটা কপি ছিল দিদিমার কাছে, কি হয়েছে সেখানার জানি না।

তৃতীয় ফোটোখানি হাতে লইয়া কিছুক্ষণ দেখিল গৌতম, তাহার চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল। বলিল, তিনজনের মধ্যে দু'জন আর নাই এ জগতে। আমার দাদা গোপেন্দ্র, যুদ্ধের সময় লণ্ডনের আকাশে বিমানযুদ্ধে মারা গিয়েছেন তিনি। তাঁর জন্য শোকে মাও গেলেন। মেয়েটি আমার দিদি মৃণালিনী, অনেক দুঃখ পেয়ে তিনি মারা গিয়েছেন। ছবিখানা তোলবার সময়ে আমার বয়স বোধহয় বছর আটের বেশী নয়। দাদার মুখের চেহারা দেখ গোপা। ছবি তোলবার সময় কি বায়না ধরায় মা বকেছিলেন মনে পড়ছে, মুখে অভিমানের চিহ্নটুকু লেগে রয়েছে। এ ছবি যে বাড়ীতে ছিল মনে ছিল না আমার।

চতুর্থ ফটোখানি দেখিয়া বলিল, মাসীমার কাছে মূল্যবান এ ছবি। তিন ভ্রাতার ছবি, মেশোমশাই ব্রজনাথ, তাঁর দু'ভাই আদিনাথ ও সোমনাথ। তিনজনই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বলি। সবাই আজ ভুলে গিয়েছে এঁদের কথা। আদিনাথ বাবার অন্তরঙ্গ ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে বর্মা থেকে থাইল্যাণ্ডে পালিয়েছিলেন তিনি। এই পর্যন্ত তাঁর ইতিহাস আমরা শুনেছি, তারপরের খবর কেউ জানে না।

ইহার পরের ফোটোখানি ব্রজনাথ ও সরস্বতীর। গৌতম বলিল, এ ছবি মাসীমাকে দিতে হবে যদি তাঁর কাছে না থাকে।

শেষ ফোটোখানি দেখিয়া বলিল, আমার দাদামশায় জীবানন্দ ও দিদিমা ত্রিনয়নীর ছবি।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, মাকড়শার জাল, ধুলো ঝাড়িয়া দিল গোপার শাড়ি, মাথা হইতে, বলিল, তোমার এই আবিষ্কার স্মরণীয় আবিষ্কার গোপা। কি বলে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো জানিনা। এই ফোটোগুলোর জন্য এবার রাজনগরে আসা সার্থক হল আমার।

স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া গোপা বলিল, সার্থক হল আমারও আসা। এবার দাও আমার বাক্সের মধ্যে রেখে দিই এগুলো, কলকাতায় ফিরে সবাইকে দেখাব।

ফোটোগুলি লইয়া ঘরের বাহিরে গেল গোপা।

পরদিন শহর হইতে গৌতমের ছোটমামা উমানন্দের পত্র লইয়া একজন লোক আসিল গৌতমের সঙ্গে দেখা করিতে। চিঠি গৌতমের হাতে দিয়া সে জানাইল জরুরী চিঠি, রায়বাহাদুর হাতে জবাব লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাহার ছোটমামা যে কয়েক বছর আগে 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছিলেন মনে ছিল না গৌতমের। প্রশ্ন করিল, রায় বাহাদুর কে ?

লোকটি বলিল, সরকারী উকিল রায় বাহাদুর উমানন্দবাবু। আপনার কে হন শুনেছি।

চিঠি খুলিয়া পড়িল গৌতম। ছোটমামা কি সূত্রে তাহার রাজনগরে আসিবার খবর পাইয়াছেন সে বুঝিতে পারিল না।

উমানন্দ লিখিয়াছে, পরম্পর শুনিতে পাইলাম তোমার শহরের বাড়ী এবং জমিদারী-ভুক্ত খাস জমি যাহা আছে বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে রাজনগরে আসিয়াছ। রাজনগরের বাড়ীও নাকি তোমার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা আছে, শুনিলাম। সে যাহা হউক, শহরের বাড়ী এবং খাস জমিগুলি বিক্রয়ের অভিপ্রায় যদি তোমার থাকে তবে জানাইতেছি যে তাহাতে অনেক বাধা আছে। যাহারা পাকিস্তানের অধিবাসী নহে তাহারা পাকিস্তানের বাড়ীঘর বা বিষয় সম্পত্তি বেচিয়া পাকিস্তানের টাকা লইয়া পররাষ্ট্রে চলিয়া যাইবে আমাদের গভর্ণমেণ্ট তাহা পছন্দ করে না। গোপনে ওই কাজ করিতে পারিবে না ; তাহা করিবার চেষ্টা করিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তুমি বিপদে পড় বা একেবারে বঞ্চিত হও আত্মীয় হিসাবে আমি তাহা চাহি না। সুতরাং আমার প্রস্তাব, যদি সত্যই শহরের বাড়ী এবং খাস জমিগুলি বিক্রয় করিতে চাও তোমার উপকারার্থে আমি তাহার ভার লইতে প্রস্তুত আছি। আমি অন্য

ক্রেতা উপস্থিত করিতে পারি বা নিজেও ক্রয় করিতে পারি। আমি নিজে ক্রয় করিলে তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না, লোকসানও হইবে না।

পত্রপাঠ লোকের হাতে উত্তর দিবে।

বড়মানুষ, রায়বাহাদুর ছোটমামার পত্র পড়িয়া চিন্তিত হইল গৌতম। এই বিপজ্জনক চরিত্রের আত্মীয়টিকে কি উত্তর দেওয়া যায় ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া শিবনারায়ণের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য উঠিল, পত্রবাহী লোকটিকে বলিল, উত্তর আজই পাবে, ততক্ষণ কাছারীতে গিয়ে বিশ্রাম কর।

শিবনারায়ণকে তাহার ঘরে পাওয়া গেল। বিস্মিত হইয়া গৌতম শুনিল ছোট-মামা একই লোকের হাতে তাঁহাকেও পত্র দিয়াছেন বাড়ী ও জমি কিনিবার প্রস্তাব করিয়া, সে পত্রেও বিপদের ভয় দেখান আছে।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল উভয়ের মধ্যে। গৌতমের শহরের বাড়ী উকিলের তত্ত্বাবধানে আছে। তাঁহার কোন আত্মীয়কে ভাড়া দিয়াছেন তিনি শোনা যায়। মেরামত খরচ, ট্যাক্স দিতে ভাড়ার টাকা যায়, গৌতম এক পয়সাও পায় না পাকিস্তান হইবার পর হইতে। বাড়িটি তিনিও ক্রয় করিতে ইচ্ছুক কিছুদিন আগে জানাইয়াছিলেন।

গৌতম। ভাবছি স্কুল কলেজের ছেলেদের বোর্ডিং করবার জন্য বাড়ীটা দান করব। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই মর্মে একখানা চিঠি দেব?

শিবনারায়ণ। বরং বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক লিখে দাও, রেকুজিশন করে নিয়ে নেবে। রায় বাহাদুর উমানন্দের দৃষ্টি পড়েছে যখন, ও বাড়ীর আশা ছেড়ে দাও।

তারপরে বলিল, তোমার ছোটমামার কাছে এ কথা ফাঁস করা চলবে না গৌতম, কোথা থেকে কোন বিপদ ঘটাবেন বলা যায় না। কাল পরশু চলো, এখান থেকে বিদায় নিই। খাস জমি এখনও কিছু রেখেছ নাকি?

গৌতম। কিছু আছে, বনমালী খাচ্ছে সব।

শিবনারায়ণ। থাক্। তোমার মামাকে লেখ চার পাঁচদিনের মধ্যে বনমালী শহরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পাকা কথা বলবে। ইতিমধ্যে আমরা সরে পড়ি, চলো। কি উদ্দেশ্যে আমরা গ্রামে এসেছি তাই নিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মানে প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত, আনসার নেতা ইত্যাদির মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে খবর পেলাম। খাসজমি পত্তন, বাড়ী বা বাড়ীর কোন জিনিস বিক্রয় করা subversive activity ওদের মতে। স্পাই আছে হিন্দুদের মধ্যে।

স্থির হইল পরশু সকালের গাড়ীতে রওনা হইবে সকলে।

সরস্বতী ইতিমধ্যে নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহার দিদির লক্ষ্মীর ঝাঁপি এবং রূপার সিন্দুরের কৌটা এবং সেই সঙ্গে একখানি খানিকটা পোকায় নষ্ট করা একটি ফোটো।

জিনিসগুলি পাইয়া তিনি স্বর্গীয়া জ্যেষ্ঠাভগ্নীর কথা স্মরণ করিয়া কিছুক্ষণ একা বসিয়া কাঁদিলেন। রেখা তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া সেই অবস্থায় দেখিয়া গোপাকে ডাকিয়া আনিল। উভয়কে দেখিয়া অঞ্চলে চোখ মুছিলেন সরস্বতী, বলিলেন, দিদির দু'টো জিনিস পেলাম গোপা, তোর ভাগ্যেই পেলাম। এই ঝাঁপি ও কৌটো অনেক পুরনো জিনিস, গৌতমের ঠাকুমার জিনিস। দিদিকে তার শ্বশুর দিয়েছিলেন বিয়ের পরে। যতদিন বেঁচেছিলেন দিদি লক্ষীবারে পূজো করতেন। বাড়ী থেকে বাইরে গেলে ঝাঁপি থেকে দু'টো কড়ি নিয়ে যেতেন পূজোর জন্য। দিদির মৃত্যুর পরে লাল চেলিতে বেঁধে ঝাঁপি আর কৌটো কে সরিয়ে রেখেছিল দেয়াল আলমারীর মধ্যে জানি না। এ দু'টো তোর জিনিস, নিয়ে চল।

তারপর পুরনো ফোটোখানি দেখাইয়া বলিলেন, গৌতমের ছোটপিসি চিন্ময়ীর ছবি। দিদির বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন উনি, বড় ভাব ছিল ননদ ভাজে। মুখটা নষ্ট হয়নি। গৌতমকে দেব, কলকাতায় গিয়ে যদি নূতন করে তোলাতে পারে।

ফোটো দেখিয়া গোপা বলিল, খুব সুন্দর ছিলেন ছোট পিসিমা, না?

সরস্বতী। খুব সুন্দর, পটে আঁকা ছবিটির মত। আর কি চুল ছিল, সোনার বরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ, ঠিক তাই।

গোপা। আমার কাছে থাক ফোটোখানা, পরে ওঁকে দেব।

রওনা হইবার সময় হইল। জিনিসপত্র লইয়া বনমালী ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছিল শেষ রাত্রে। গৌতম একা দেউড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল। সরস্বতী, রেখা ও গোপা শিবনারায়ণের সঙ্গে আসিতে কোঁচার প্রান্ত তুলিয়া চোখ মুছিল।

সরস্বতী তাহাকে ডাকিলেন, তোরা দু'জন এক সঙ্গে মণ্ডপ দালানে প্রণাম কর। শিবনারায়ণ, রেখা তোমরাও প্রণাম ক'রো।

মণ্ডপ দালানের সিঁড়ির নীচের মাটি হইতে কিছু মাটি তুলিয়া অঞ্চলের প্রান্তে বাঁধিলেন সরস্বতী।

নীরবে দাঁড়াইয়া গৌতম দেখিল। আবার কোঁচার প্রান্ত তুলিয়া চোখ মুছিল।

হয়ত ইহাই শেষ বিদায় শতস্মৃতিবিজড়িত পিতা পিতামহের গৃহ হইতে।

॥ দশ ॥

কলিকাতা।

পলাশডাঙা আশ্রম হইতে সপরিবারে ফিরিবার পরদিন ডাঃ আচার্য গৌতমের কলিকাতা পৌঁছিবার খবর পাইলেন। শেখরনাথের বাড়ীতেও খবর পৌঁছিল।

সন্ধ্যাতারা ও শেখরনাথ আসিলেন লক্ষ্মী-আবাসে বিকালের দিকে, একটু পরে সপরিবারে ডাঃ আচার্য আসিলেন কন্যা-জামাতার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য। মঞ্জরীর ইচ্ছা দিদির বাড়ীতে কাটাইবে কয়েকটা দিন মাদ্রাজে না ফেরা পর্যন্ত। দিল্লী হইতে প্রতিশ্রুত চিঠি এখনও পায় নাই মঞ্জরী, মন একটু খারাপ হইয়াছে বৈ কি।

কন্যার মুখে রাজনগরের গল্প শুনিলেন ডাঃ ও মিসেস আচার্য। সেখানে ছোটখাট বৌভাত হইয়াছিল শুনিয়া খুশী হইলেন ডাঃ আচার্য, বলিলেন, তাহলে এখনও কিছু হিন্দু আছে গাঁয়ে ?

গৌতম বলিল, মোট দু'তিন ঘর ভদ্রলোক আছেন অন্য কোন উপায় নাই বলে, অন্য হিন্দুরা কিছু আছে এখন পর্যন্ত।

গ্রামের বর্তমান অবস্থা, জমিদারীর অবস্থা, হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলাপ চলিল শেখরনাথ, ডাঃ আচার্য ও গৌতমের মধ্যে। মিসেস আচার্য মেয়ের ঘরে বসিয়া তাহার শ্বশুরবাড়ী কত বড়, জমিদারী হইতে আয় কত, গৌতম জমিদারী হইতে এখনও টাকা পায় কিনা, শ্বশুরবাড়ীর জিনিসপত্র সব কলিকাতায় আনা হইয়াছে কিনা ইত্যাদি খবর খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন মেয়েকে। এই আলাপ শুনিয়া মঞ্জরী রাগ করিয়া ব্যালকনিতে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর নীচে সন্ধ্যাতারা ও সরস্বতীর কাছে গিয়া বসিল।

রাজনগরের বিখ্যাত মিষ্টি আর মিলে না, যাহা এখন পাওয়া যায় তাহাই কিছু আসিয়াছিল। শেখরনাথ, সন্ধ্যাতারা ও কুটুম্বদের এই মিষ্টি দিলেন সরস্বতী। শঙ্কর আসে নাই, খেলা দেখিতে গিয়াছিল, তাহার জন্য কিছু মিষ্টি দিলেন ডাঃ আচার্য বিদায় যাইবার সময়ে। মঞ্জরী দিদির কাছে রহিয়া গেল।

সন্ধ্যাতারাকে আটকাইয়া রাখিল গোপা, বলিল, রাজনগর থেকে কয়েকটা জিনিস এনেছি দিদি, দেখবেন আসুন।

শাশুড়ীর কয়েকখানি পুরনো শাড়ি, সিন্দুরের কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি এবং ফোটো-

গুলি দেখাইল গোপা। মাসীমা রাজনগরের যে মাটি আনিয়াছিলেন তাহাও বাদ গেল না। সে আমলের কতকগুলি অতি সুন্দর কালো পাথরের থালা, রেকাবী, গেলাস প্রভৃতি যাহা আগে আনা হয় নাই এবারে সরস্বতী আনিয়াছিলেন, সেগুলিও দেখাইল গোপা। বলিল, রূপো-কাঁসা-তামা-পেতল, শ্বেতপাথরের বাসন এসেছে, এই সুন্দর জিনিসগুলো কেন যে ফেলে রাখা হয়েছিল খালি বাড়ীতে জানি না। ভাগ্যিস মাসীমা বললেন নিয়ে চলো যা তোমার পছন্দ হয়, তাই আনলাম।

গোপার চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিয়া সন্ধ্যাতারা বলিলেন, এনেছ বেশ করেছ। তোমারই জিনিস তো? যা রইল ওখানে কার পেটে যাবে কে জানে।

একখানি ছোট নক্সাকাটা চকচকে কালো পাথরের রেকাবী তুলিয়া মঞ্জরী বলিল, দিদি, আমাকে এটা দিবি? তোর তো কত জিনিস হল।

হাসিয়া গোপা বলিল, শুনলেন দিদি মঞ্জুর কথা! পছন্দ হয়ে থাকে নিস তুই।

মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া মন অপ্রসন্ন হইয়াছিল মিসেস আচার্যের। বাড়ী ফিরিয়া স্বামীর কাছে অভিযোগ করিলেন, রাজনগর থেকে ফিরে এসে মেয়ের জমিদার গিন্নী-গিন্নী ভাব হয়েছে। এত শীঘ্র এমন করে বদলাতে শুরু করবে মেয়ে ভাবতে পারিনি।

স্ত্রীর কথা শুনিয়া ডাঃ আচার্য হাসিলেন। বলিলেন, বিয়ের পরে পরিবর্তন কোন মেয়ের হয় না? তোমার শ্বশুরকুলে, পিতৃকুলে জমি ছিল না কারো। তাই নিজের মেয়েকে অমন বিদ্রূপ করতে পারলে। আমরা ভাসমান শেওলা জাতের মানুষ। আর এক পুরুষ পরে হয়ত এই অবস্থা সকলেরই হবে এদেশে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া আবার বলিলেন, গোপার এ পরিবর্তন ভাল। রাজনগর যাত্রার ফলে গৌতমকে পুরোপুরি বোঝবার সুযোগ হবে গোপার। They will be emotionally and spiritually united. গৌতমের মত গোপার জীবন ও tradition-based হলে তবে রাজনগরের বধূ হবার মর্যাদার উপযুক্ত অধিকারী হবে সে। I mean qualify herself for that position.

একটু ঝাঁঝালো সুরে মিসেস আচার্য বলিলেন, তোমার ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছ নাকি? কি বাজে বকবক করতে পারো যে।

স্ত্রীর উষ্মা দেখিয়া হাসিলেন ডাঃ আচার্য, বলিলেন, বাজে মানে তোমার মন মত হচ্ছে না। সত্যি বলছি, আমি খুশী হয়েছি। গোপার জন্য দুশ্চিন্তা ক'রো না। ভগবানের আশীর্বাদে তার নূতন জীবন আরম্ভ হবে এমন পরিবারের মধ্যে যা শুধু আমাদের দেশে ও সমাজে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশে ও সমাজে the best,

among men and women who are honest and sincere, who think and feel. গোপার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

মিসেস আচার্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সক্রোধে বলিলেন, তোমার বাপ-সোহাগী মেয়ের বিরুদ্ধে কিছু বলে অপরাধ করেছি, না? তোমার বক্তৃতার এক বিন্দু বুঝলাম না আমি। জানো তোমার মেয়ে আমাদের সঙ্গে মাদ্রাজে যেতে চায় না। কি ভয়ানক বদলে যায় মেয়েরা বিয়ে হলে। একুশ বছর মানুষ করলাম—

সিগারেট ধরাইয়া ডাঃ আচার্য বাধা দিয়া বলিলেন, এ অভিযোগ সব মায়েরা করেন মেয়ে বিয়ে দেবার পরে, সম্ভবত তোমার মাও করেছিলেন। গোপার অনেক কাজ এখানে। সে মাদ্রাজ যেতে চায় না শুনে খুসী হয়েছি আমি। She is right.

মিসেস আচার্য। তোমার সঙ্গে কথা বলা ঝকমারি, কিছু বোঝ না তুমি এসব জিনিস।

খুব বুঝি, but not in the same way as you do (অবশ্য তুমি যে ভাবে বোঝ সেভাবে নয়) হাসিয়া জবাব দিলেন ডাঃ আচার্য, mine is male understanding (আমি বুঝি পুরুষের বুদ্ধি দিয়ে)।

ব্যঙ্গের স্বরে মিসেস আচার্য বলিলেন, তোমার made understanding কি বলে মঞ্জরীর সম্বন্ধে? সে সব সময়ে কেবল খুঁতখুঁত করছে, রেগেই আছে। কেন?

হাসিয়া ডাঃ আচার্য বলিলেন, তার কারণ সে কারুর খবরের অপেক্ষা করছে যা আসতে দেরি হচ্ছে।

বিস্ময়ের সুরে মিসেস আচার্য বলিলেন, খবর? কার খবর?

ডাঃ আচার্য। তোমার female understanding কি বুঝেছে? গোপার বিয়ের পরে তোমার চোখ বুঁজে থাকে সারাদিন, কাজ ফুরিয়েছে বলে? এখনও তোমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে না?

এসব কথার অর্থ? মিসেস আচার্য প্রশ্ন করিলেন।

গোপাকে জিজ্ঞাসা করো এর পরে যেদিন যাবে তার বাড়ীতে, ডাঃ আচার্য বলিলেন।

এই আলাপের দিন তিন পরে শঙ্কর মঞ্জরীর নামে একখানি চিঠি লইয়া লক্ষ্মী-আবাসে আসিল। চিঠিখানি তাহাকে দিয়া বলিল, তোকে কে চিঠি লিখল ছোড়দি? কলেজের কোন বন্ধু বুঝি?

পোষ্টাফিসের ছাপ দেখিয়া মঞ্জুরী হাঁ বলিয়া সরিয়া পড়িল সেখান হইতে। এই চিঠির জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল সে।

মাদ্রাজ রওনা হইবার আগের দিন ডাঃ আচার্য সস্ত্রীক লক্ষ্মী-আবাসে আসিলেন কন্যা ও জামাতার কাছে বিদায় লইবার জন্য। সরস্বতী অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বসাইলেন। বলিলেন, গৌতম পাড়াতে এক বাড়ীতে গিয়েছে। ডেকে পাঠাচ্ছি তাকে। গোপা ঠাকুরঘরে আছে, আসছে এখুনি।

মঞ্জুরী ও শঙ্কর ঘরে আসিল। মিসেস আচার্য কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন, সন্ধ্যাবেলা তোর দিদি ঠাকুরঘরে কি করছে ?

সরস্বতী। চলুন না, আপনারাও দেখবেন কি করছে গোপা। মঞ্জরী, বাবা মাকে নিয়ে যাও ঠাকুরঘরে, আমি গৌতমকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে ডাঃ ও মিসেস আচার্য তেতলায় ঠাকুরঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ছোট ঠাকুরঘর, সিঁড়ির ঘরের পাশে। শাদা মার্বেলের মেঝে। ঘরের একপাশে কাঠের চৌকির উপরে লক্ষ্মীর ঝাঁপি, লক্ষ্মীর পট। ধুনো গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় বিদ্যুতের আলো নিষ্প্রভ হইয়াছে। একপাশে পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছোট তামার থালায় কিছু ফুল, রূপার থালায় ফল মিষ্টি।

পূজা শেষ হইয়াছে, শাঁখ বাজাইয়া চৌকির সম্মুখে প্রণাম করিল গোপা। সরস্বতী উপরে আসিয়াছিলেন, শাঁখের শব্দ শুনিয়া প্রণাম করিলেন। ডাঃ আচার্য অঞ্জলিবদ্ধ হাত মাথায় ঠেকাইলেন। মিসেস আচার্য অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন এই দৃশ্য দেখিয়া।

এতক্ষণে পিতামাতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল গোপার। হাসিমুখে বলিল, আমার হয়ে গিয়েছে। বসবার ঘরে গিয়ে ব'সো তোমরা, কাপড় ছেড়ে আসছি আমি। মঞ্জু, শঙ্কর কোথায় মাসীমা ?

সরস্বতী। ছাদে গিয়েছে, ডাকছি তাদের।

ডাঃ আচার্য মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এদিকে একটু এগিয়ে আয় তো মা।

অতিশয় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কন্যার দিকে চাহিলেন মিসেস আচার্য। এই শীতের দিনে শাদা একটি সেমিজের উপরে সেকেলে এক বেনারসী জড়াইয়াছে গায়ে। অদ্ভুত দেখাইতেছে মেয়েকে এই বেশে।

তোমাকে প্রসাদ দিই বাবা, গোপা বলিল, জল দিচ্ছি, হাতটা ধুয়ে নাও।

মঞ্জরী ও শঙ্কর আসিল। বড়দির আদেশে হাত ধুইয়া পিতার অনুকরণ করিয়া

প্রসাদ মাথায় ঠেকাইয়া মুখে ফিলিল উভয়ে। তাহাদের মাতা এই প্রসাদ-ভোক্তাদের দল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। মাতার ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া গোপা তাঁহাকে প্রসাদ লইতে বলিতে পারিল না।

পিতার সস্নেহ প্রশ্নের উত্তরে গোপা বলিল, আজ লক্ষীবার কি না, তাই লক্ষীপুজো করতে বললেন মাসীমা। ঐ লক্ষীর ঝাঁপি আমার দিদি শাশুড়ী, শাশুড়ী পুজো করেছেন। আর এই বেনারসী আমার শাশুড়ীর ছিল। এসব এবার আনা হয়েছে, রাজনগর থেকে।

ডাঃ আচার্য। আমরা এবার নীচে গিয়ে বসছি মা, তুই কাজ সেরে আয়।

গৌতম উপরে উঠিয়া আসিল সেই মুহূর্তে। কন্যার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া বলিলেন, গৌতমকে প্রসাদ দিবি না রে?

পূজারিণী গোপার দিকে চাহিয়া হাত বাড়াইল গৌতম, বলিল, একটু জল দাও।

হাত ধুইয়া প্রসাদ লইল।

প্রসন্ন হাসিতে মুখ ভরিয়া উঠিল ডাঃ আচার্যের এই দৃশ্য দেখিয়া। মিসেস আচার্যের মুখের বিরক্তির ভাব দূর হইয়া এতক্ষণে একটু হাসির আভাস দেখা দিল। চমৎকার মানাইয়াছে দুইটিকে।

॥ এগারো ॥

পিতামাতা, ভাই ভগ্নীকে ষ্টেশনে বিদায় দিতে গিয়া আশ্রম ফেরৎ শিবনারায়ণ ও রেখার সঙ্গে দেখা হইল গোপার। বিচ্ছেদের বেদনায় বিষণ্ণ হইয়াছিল তাহার মন, রেখাকে পাইয়া বিষণ্ণভাব কিছু ঘুচিল।

সন্ধ্যার পরে শিবনারায়ণ ও গৌতম বসিয়া গল্প করিতেছিল আশ্রম সম্বন্ধে। কয়েকটি সাহেব আসিয়াছে আশ্রমে, আমেরিকান ও ইংরাজ। খুব আলাপী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রমের কাজ দেখিতেছে। ডাঃ মাইতি ও প্রসাদের বই কিনিয়াছে প্রত্যেকে, আশ্রমের কমিউনিটি কিচেনে আসনে বসিয়া শালপাতায় ডাল ভাত খায়, উপাসনা মন্দিরে গিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। সব বিষয়ে উচ্ছ্বাসের একটু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। কৌতূহল প্রচুর, বড় বড় কথা অনর্গল বলে, গান্ধীর ইণ্ডিয়া, টেগোরের ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়া অব দি উপনিষদ কথাগুলি মুখে লাগিয়াই আছে। কি উদ্দেশ্যে আশ্রমে আসিয়াছে অনেক জেরা করিয়াও বোঝা গেল না।

আলাপ চলিতেছে, হেম সৎপতি আসিল। শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিল, মৌলি চিঠি লিখেছে আপনারা ফিরেছেন কিনা আর ডাঃ আচার্যরা কবে মাদ্রাজে যাবেন জানবার জন্য।

শিবনারায়ণ বলিল, তাঁরা তো আজ চলে গেলেন।

গৌতম। আর কি লিখেছে মৌলি চিঠিতে?

সৎপতি। সেই গল্প করতে এলাম। অনেক ইণ্টারেষ্টিং খবর আছে চিঠিতে, নিয়ে এসেছি সঙ্গে। পড়ুন আগে চিঠিখানা।

গৌতম চিঠি পড়িতে লাগিল।

দিল্লী ও শহরতলীতে রেফিয়ুজীদের মধ্যে কয়েকদিন ঘুরে প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল আপনাকে লিখছি। সীমান্তপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায়, পশ্চিম পাঞ্জাবে, সিন্ধুতে এরা যে সম্পত্তি ফেলে এসেছে, যে অত্যাচার, লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, যে শোক পেয়েছে, আসবার সময় পথে যে কষ্ট সহ্য করেছে কত শীঘ্র সে সব ভুলে গিয়েছে ও যাচ্ছে। ক্রোধ, বিদ্বেষ মন থেকে যায় নি অনেকের, কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীপুরুষের মনের মাটি আশ্চর্য উর্বরাশক্তি লাভ করেছে নিরাপত্তার অনুভূতি থেকে। নূতন গৃহস্থালি পাতবার জন্য ব্যগ্র তারা, নূতন করে জীবন আরম্ভ করেছে অনেকে। কাজকর্ম খুঁজে নিচ্ছে, উদয়াস্ত খাটছে, বসে বসে শুধু আক্ষেপ অভিযোগ করে সময় কাটায় না কেউ।

কলকাতা ও শহরতলীর, বিশেষ করে ক্যাম্পগুলোর বাঙালী রেফিয়ুজীদের সঙ্গে এদের বড় তফাৎটা সহজে চোখে পড়ে হেম দা। যা তারা ফেলে এসেছে পূর্ববঙ্গের নদীনালা, খানাডোবা, বিল, মাঠ, বাঁশঝাড় বাঙালী রেফিয়ুজীদের কি বুকফাটা আক্ষেপ তার জন্য! আমার মনে হয় এ আক্ষেপ যেন কতকটা বিলাসের, half real, half sentimental. পৈতৃক ভিটার প্রতি এই sentimental attachment প্লাস অস্পষ্ট feeling of grievance against those responsible for the partition চটপট নূতন মাটিতে নূতন জীবন আরম্ভ করার পক্ষে অনেকটা বাধার মত হয়েছে বাঙালী রেফিয়ুজীদের বেলায়। এ কথা সত্যি they somewhat lack the vigour of the refugees from western Pakistan.

সম্ভবত এই মানসিক পার্থক্য থেকে পশ্চিম ও পূর্বের রেফিয়ুজীদের মধ্যে মন্দ দিকটাও আলাদা পথে গিয়েছে। পূর্বের রেফিয়ুজীদের মধ্যে viceএর কথা লেখা বাহুল্য, জানেন সব। পশ্চিমের রেফিয়ুজীদের মধ্যে viceএর হাত ধরে চলেছে বিলাসপ্রিয়তা, moral reeklessness. এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা অনাবশ্যক।

তারপর লিখিয়াছে, একটা মজার অভিজ্ঞতার কথা না লিখে পারছি না। সেদিন শঙ্কর কাকার সঙ্গে ভাঙ্গী কলোনীতে গিয়েছিলাম। মহাত্মাজীর বাসস্থান দেখলাম। চারদিকে ঘুরে দেখাবার পর এক জায়গায় আমাকে অপেক্ষা করতে বলে শঙ্কর কাকা কার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ঐ কলোনীতেই, বললেন ফিরে এসে প্রার্থনা-সভায় নিয়ে যাব। দু'এক পা করে হাঁটতে হাঁটতে আমি মহাত্মাজীর বাসগৃহের কাছে একটা খোলা জায়গায় উপস্থিত হলাম। সেখানে দড়িতে কতকগুলো কাপড়, চাদর, লাঙ্গোট প্রভৃতি শুকোচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটু দূরে দাঁড়িয়ে গুটিতিন কমবয়সের মেয়ে লাঙ্গোটগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি, হাসাহাসি করছে। হাসাহাসির ধরণটা একটু অশিষ্ট বলেই মনে হল আমার। এই সময়ে একটি কম বয়সের ভদ্রমহিলা মহাত্মাজীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে বাঙালী বলে মনে হল। শুকনো কাপড়, চাদর, লাঙ্গোট দড়ি থেকে তুলে নিতে নিতে যারা হাসাহাসি করছিল সেই মেয়েগুলির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার চাইলেন, তারপর নিজের কাজ সেরে চলে গেলেন। এ ওর গায়ে চিমটি কেটে মেয়েগুলো হি হি করে অভদ্র হাসিতে ফেটে পড়ল। ভদ্রমহিলাটি যেদিকে চলে গেলেন বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে সেদিক নির্দেশ করে আঙ্গুল নাড়তে লাগল অভদ্র ভঙ্গীতে।

হঠাৎ এদের চোখ পড়ল আমার দিকে। লজ্জা পাওয়া দূরে থাক রীতিমত অসভ্য হাসি দেখলাম তাদের মুখে। পিছন থেকে শঙ্কর কাকা ডাকলেন এই সময়ে। তাঁকে দেখে মেয়ে তিনটি পিছন ফিরে অন্যদিকে সরে গেল। তাঁকে বললাম, আপনাকে দেখে কেটে পড়ল যে অসভ্য মেয়েগুলো জানেন কি ওদের? শঙ্কর কাকা বললেন, ওরা বিখ্যাত ইনডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট জয়পুরিয়ার বাড়ীর মেয়ে। আলট্রা-মডার্ণ।

বললাম, তাই বটে। কাপড়, চাদর, লাঙ্গোট দেখে ওদের হাসি পেল কেন?

ও কাপড়, চাদর, লাঙ্গোট মহাত্মাজীর, শঙ্কর কাকা বললেন। তারপর ঐগুলো দেখে ওদের হাসাহাসির কারণ সম্বন্ধে তিনি যা বললেন শুনে থ মেরে গেলাম আমি।

কিছুক্ষণ পরে হাতঘড়ি দেখে আমাকে প্রার্থনা সভায় নিয়ে গেলেন শঙ্কর কাকা। দেখলাম মহাত্মাজীর আসনের অদূরে খদ্দরপরা একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এবং দু'জন ভদ্রমহিলার পাশে বসে আছে সেই তিনটি মেয়ে।

প্রার্থনা সভা শেষ হলে বাড়ী ফেরবার পথে শঙ্কর কাকা আগে যা বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, জয়পুরিয়াজী খুব কালচারড্, তাঁর বাড়ীর মেয়েরাও শিক্ষিত এবং আলট্রা-মডার্ণ। জয়পুরিয়াজী নিজে মহাত্মাজীর গোঁড়া ভক্ত, প্রার্থনা

সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। বাড়ীর মেয়েরাও প্রায় আসে প্রার্থনা সভায়। কি মনের ভাব নিয়ে আসে তাদের হাসি থেকে অনুমান করতে পার। বয়স কম হলেও ওরা পেকে গিয়েছে রীতিমত, হাসছিল ওরা মহাত্মাজীর লাঙ্গোট শুকুতে দেখে।

তারপরে বললেন, এই জয়পুরিয়ার দল, যারা দেশের মাথার ওপরে চড়ে বসেছে এখন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রাখে। প্রকাশ্যে দেখায় মহাত্মাজীর প্রতি ভক্তির সীমা নাই, আড়ালে তাঁর সব কিছু নিয়ে হাসাহাসি করে ওরা। প্রকাশ্যে যে ভক্তি দেখায়, সেটা খুব লাভজনক ফন্দী বলে জানে ওরা, sincerityর তিলমাত্র নাই এই ভক্তির মধ্যে। সাধারণে এত কথা জানে না। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এরা ছিল কংগ্রেসের financier, এখন সেন্ট পার্সেন্টের ওপরে ডিভিডেণ্ড খাচ্ছে। গভর্ণমেন্টের মধ্যে সেট্টি—মাথাই—ভাবা গ্রুপ ওদের মুঠোর মধ্যে। Mahatmaji has no more value in their eyes than an old world fetish the community worship of which earns some dividends (মহাত্মাজী এখন এক সেকেলে 'দেওতা' যাঁর যৌথ উপাসনা লাভজনক)

শঙ্কর কাকার মন্তব্য শুনে আবার থ মেরে গেলাম আমি।

আরও কিছু ইণ্টারেষ্টিং খবর আছে, এ চিঠিটা লম্বা হয়ে গেল, পরের চিঠিতে লিখব।

চিঠির লিখিত বিষয়গুলি লইয়া অনেকক্ষণ আলোচনা চলল তিনজনের মধ্যে।

দিল্লী হইতে শঙ্করের চিঠি আসিল গৌতমের নামে।

শঙ্কর লিখিয়াছে মৌলি আমার সঙ্গে আছে, ভাল আছে। ওর থাকবার জন্ত পছন্দমত জায়গা মিলছে না। বুঝতে পারছি মৌলির মন একটু বিমুখ হয়েছে দিল্লীর প্রতি। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না। পারাও শক্ত। পড়াশোনা, রিসার্চের আবহাওয়া নাই এখানে।

গুজবের উর্বরক্ষেত্র দিল্লী। গুজব, কানাকানি, মিটিং, শোভাযাত্রা আর রিফিয়ুজীদের নিয়ে নয়া দিল্লী।······দিল্লীর চেহারায় অসুস্থতার লক্ষণ কিছু প্রকট দেখতে পাচ্ছি। অসুস্থতা হল increasing sense of frustation among people. এ সম্বন্ধে আমার এক সুপণ্ডিত বন্ধু সেদিন বলেছিলেন স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা যদি একটু বেশী politically sensitive হয়ে থাকে তাদের দোষ দেয়া যায় না। হয়ত যায় না। Sense of frustration-এর উৎপত্তি এই political sensitiveness থেকে। সোজা কথায় বললে, দেশের গভর্ণমেণ্ট এবং দেশবাসীর বড় একটা অংশের মধ্যে estrangement-এর ভাব এসেছে। এঁরা বলেন a

democratic Government should reflect the will of the people. ভারতের গভর্ণমেণ্ট চলছে ধনিকের স্বার্থে, বিদেশীর ইঙ্গিতে এবং আকাশচারী নীতি-বিদের উচ্চাঙ্গ উপদেশে। এই গভর্ণমেণ্টের কার্যপ্রণালী যে পথ ধরে চলে সে পথের সঙ্গে দেশের লোকের কোন যোগ নাই।······সে যাই হোক অভিযোগ এবং অসন্তোষ জমছে সন্দেহ নাই।

ভাবছি এই ক্রমবর্ধমান অভিযোগ ও অসন্তোষের ফল কি হতে পারে? এক সময়ে না এক সময়ে এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ প্রকাশের পথ খুঁজবে। কি আকারে সেটা প্রকাশ পাবে সেইটে ভাবনার কথা। আমার মনের মধ্যে ছোট এক টুকুরা মেঘ, একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্কের মেঘ, বাসা বেঁধেছে। অনির্দিষ্ট বস্তুর কথা এখন আর বলব না, অন্য কথা বলি। আমার কথা থেকে আতঙ্কের মূল, আকারপ্রকার সম্বন্ধে তোমার মনে কিছু আইডিয়া এলে আমাকে জানিয়ো।

হায়দারাবাদের ব্যাপারে যে মন্থরগতিতে আলাপ আলোচনা চলছে, রাজাকর দলের প্রকাশ্য ভারতদ্বেষী কার্যকলাপ এবং পাকিস্তান-ভুক্তির গোপন প্রয়াস সত্বেও, তাতে করে লোকের ধৈর্য্যচুতি ঘটছে। কাশ্মীরে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে U.N.O.-র Security council-এ আপীলের ফলে যে অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে করেও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়দারাবাদ ও কাশ্মীর এই দুই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে চালাচ্ছেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন স্বয়ং। ভারত-বর্ষের গভর্ণর-জেনারেলের নিজাম প্রীতি ও পাকিস্তান প্রীতি নিয়ে যদি নয়া দিল্লীর বাজার গুজবে ভরে যায় তাহলে দোষ ধরব কার? লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এবং পাকিস্তানের প্রতি গোপন সহানুভূতিসম্পন্ন মুসলমানরা মহাত্মা গান্ধীকে এক্সপ্লয়েট করছেন নিজেদের উদ্দেশ্যে, এ গুজব এত মুখর হচ্ছে কেন? প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর ভাষণের প্রতিবাদে demonstration-এর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কেন? যতদূর খবর পাই এই সব demonstration-এর brain অনেক ক্ষেত্রে রেফিয়ুজীরা নয়। ভারতগভর্ণমেণ্টের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের উদ্ভব সম্বন্ধে গুজবের কথা আগে তোমাকে জানিয়েছি বোধহয়। সাধারণের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া থেকে নানাপ্রকার গুজবের সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য। যাঁরা balanced-minded তাঁরাও অস্বস্তি বোধ করেছেন এর ফলে।

কাগজের খবর দেখেছ কি না জানিনা, কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী অমৃতসরে যে সভায় বক্তৃতা করছিলেন দু'জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সেই সভাক্ষেত্রে। কিসের সংকেত এই বোমা আবিষ্কার?

আমার আমেরিকা যাবার কথা হচ্ছিল। কাগজের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন মার্চ মাসের আগে আমাকে ছাড়তে পারবেন না। এর ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত যাওয়া বন্ধ থাকতে পারে।

শঙ্করের চিঠি বার দুই পড়িল গৌতম। প্রশ্নের আকারে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতির উদ্ভব সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে চিঠিতে।

ভাবিতে লাগিল গৌতম। গভর্ণমেন্টের সব রকম ত্রুটির দায়িত্ব, যিনি গভর্ণমেন্টের সভ্য নহেন, তাঁহার উপরে চাপাইবার একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। Unconsciously all blame for the faults of the Government, faults of omission and commission, is being laid at his door. রেফিযুজী, মহাসভাদল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, এমন কি কংগ্রেস-পন্থীদের একটা দলের মধ্যে এই প্রয়াস দেখা যাইতেছে। সম্ভবত একদিকে পাকিস্তানের উদ্ধত, যুদ্ধংদেহি ভাব এবং শত্রুতামূলক আচরণ ও অন্তদিকে প্রার্থনা সভায় মুসলমানদের জন্ত মহাত্মাজীর উদ্বেগপ্রকাশ এবং হিন্দুদের কঠোর সমালোচনা ও তাহাদের প্রতি ভর্ৎসনা এই বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে।

সাধারণের পক্ষে যাহা সহজবোধ্য নয় সেইরূপ আচরণের দ্বারা নূতন কোন সমস্তার সমাধান করিতে চাহেন মহাত্মাজী? দেশ বিভাগ, তাহার আনুষঙ্গিক ধ্বংসকাণ্ডের পরে, দেশবিভাগের নেতাদের বহু বিজ্ঞাপিত বন্ধুভাবাপন্ন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের প্রত্যাশা অমূলক প্রতিপন্ন হইবার পরে, মুসলমানদের জন্ত তাঁহার এই উৎকণ্ঠা হিন্দুদের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করিতে পারে মহাত্মাজী কি তাহা উপলব্ধি করেন না?

গৌতমের মনে পড়িল মহাত্মাজীর নোয়াখালি মিশনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিংশুকের চিঠির কথা। মুসলমান গ্রামবাসীদের বিরূপতা ও বিরোধিতা এবং বাংলার লীগ-সরকারের উদাসীনতার সম্মুখীন হইয়া মহাত্মাজী বসিয়াছিলেন dead wall-এর কথা। সম্মুখে পথ দেখিতে না পাইয়া বলিয়াছিলেন ক্যা করূঁ? স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনীতে বসিয়া নূতন পথ কি তাঁহার চোখে পড়িয়াছে? সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং কাশ্মীরের ঘটনাবলীর পরে, পাকিস্তানের শত্রুতামূলক আচরণের পরেও মুসলমান-তোষণ-নীতি কি এই পথ বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে? এই পথের অনুসরণ করিয়া কোন লক্ষ্যে পৌছিবার আশা পোষণ করেন তিনি?

গৌতম ভাবিতে লাগিল। তাঁহার পথ ব্যক্তিগতভাবে অনুসরণ করিবার ফলে

যে তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে অনেক হিন্দুর মনে তাহার অনিষ্টকর সম্ভাবনার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম! গভর্ণমেণ্টকে এই পথে চলিবার জন্য যদি জিদ ধরেন তিনি, যদি চাপ দেন, তাহার অনিষ্টকর সম্ভাবনার চেহারা কেমন হইবে? কি আতঙ্কের মেঘের কথা লিখিয়াছেন শঙ্কর দা?

ভাবিতে ভাবিতে একটু শিহরিয়া উঠিল গৌতম, আসন ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল। অভিজ্ঞতার ফলে সে জানিত নিজের মানসিক উত্তেজনা দমন করিবার একটি অমোঘ উপায় এই পায়চারি করা।

কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া শান্ত হইয়া সে চেয়ারে বসিল। একটু পরে গোপা ঘরে আসিল। স্বামীর চেয়ারের কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, লেখাপড়া ছেড়ে চুপ করে বসে রয়েছ যে বড়? রাত হয়েছে, চলো খাবে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল গৌতমের, বলিল, রাত হয়েছে বলছ? আচ্ছা, চলো।

স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া গোপা বলিল, হঠাৎ অমন করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কেন? কি ভাবছিলে? কোন খারাপ খবর এসেছে কোথাও থেকে?

গোপার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম, বলিল, খারাপ খবর? না, খারাপ খবর কিছু নাই! দেশের ও দশের কথা ভাবছিলাম, দীর্ঘনিশ্বাস হচ্ছে এই ভাবনায় ফুলষ্টপ। চলো, খেতে দেবে।

অষ্টম খণ্ড

(১৯৪৭-৪৮)

॥ এক ॥

মৌলি চাকুরি লইয়া দিল্লীতে চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে শেখরনাথ পলাশডাঙা আশ্রমে রওনা হইলেন।

এককালের অসহযোগী, তারপর কম্যুনিষ্ট, তারপর সোশিয়ালিষ্ট, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে সুপণ্ডিত শেখরনাথের মনে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিবার পরে পলাশডাঙার আর্যসংঘ মাতাজী আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ এত প্রবল হইল কেন সে এক রহস্য। ধর্মের প্রতি, উপাসনা, ধ্যানধারণা, সাধনভজনের প্রতি কোন দিনই তাঁহার আসক্তি ছিল না, পরিণত বয়সেও ধর্মজীবনের জন্য কিছুমাত্র ব্যাকুলতা জাগে নাই তাঁহার মনে। তবে আশ্রম তাঁহাকে টানিল কেন?

অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রবাদের নিষ্ঠাবান ছাত্র শেখরনাথ প্রথম যৌবনে পিতৃবিয়োগের পরে স্বগ্রাম কিন্তু অপরিচিত পঞ্চক্রোশীতে গেলেন কিছুদিন সেখানে কাটাইয়া কলিকাতা ফিরিবেন অভিপ্রায় লইয়া। ফিরিতে পারিলেন না।

দেশের স্তিমিত জনসমুদ্র তখন উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে। এ আন্দোলনের দার্শনিক, নৈতিক, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাত্র শেখরনাথের কাছে দুষ্পাচ্য মনে হইয়াছিল, তাঁহার উদাসীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্যে নূতন আমদানী এই উচ্ছ্বাসে, কোন উত্তেজনার সঞ্চার হয় নাই মনে। পরিবর্তন দেখা দিল শহর হইতে গ্রামে আসিবার পরে। গ্রামে আসিয়া দেশব্যাপী বিক্ষোভের নূতন রূপ, ইহার ফলে একটা নূতন সম্ভাবনার আলো চোখে পড়িল। মন উদগ্রীব হইল, বিরাট উত্তেজনার সঞ্চার করিল মনে। আর উদাসীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইল না। সমগ্র মন, প্রাণ, শক্তি নিয়োগ করিলেন এই জাগরণে সাহায্য করিতে। তারপর জোয়ারের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের মুহূর্তে হঠাৎ আসিল অপ্রত্যাশিত ভাটার টান। শেখরনাথ সহকর্মীদের সঙ্গে জেলে প্রবেশ করিলেন দুই বছরের জন্য।

জেলে যাইবার আগে শেখরনাথের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল অষ্টাদশী, সুন্দরী সন্ধ্যাতারার সঙ্গে।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে শূন্য রাজনৈতিক মঞ্চ অধিকার করিবার জন্য যে সকল দল আগাইয়া আসিল তাহাদের অন্যতম ছিল কম্যুনিষ্ট দল। কয়েক বছর ধরিয়া নিজের অর্থ ও সামর্থ্য লইয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন শেখরনাথ দেশে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচার করিবার জন্য। তারপর ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন দলের মধ্যে মস্কো-প্রীতি ও আনুগত্যের প্রাবল্য দেখিয়া। কম্যুনিজম হইতে সরিয়া আশ্রয় লইলেন সোশিয়ালিষ্ট মতবাদে। সোশিয়ালিজম প্রচার করিবার জন্য নূতন কাগজ বাহির করিলেন।

শেখরনাথের মতের পরিবর্তন হইলেও গভর্ণমেণ্ট ছাড়িল না। মীরাট ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমার প্রাক্কালে গ্রেপ্তার করিয়া পাঁচ বছরের জন্য জেলে পুরিল তাঁহাকে। মুক্তি পাইবার বছর কয়েক পরে আবার জেলে যাইতে হইল আগষ্ট বিপ্লবে যোগ দিবার ফলে। সমস্ত মনপ্রাণ লইয়াই এই স্বল্পকালস্থায়ী বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন শেখরনাথ।

জেল হইতে বাহির হইয়া পঞ্চক্রোশী ছাড়িয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতার বাড়ীতে বসিলেন, আবার সোসিয়ালিষ্ট মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, সোসিয়ালিষ্ট রিসার্চ বুরো স্থাপন করিলেন। পুত্র মৌলিকে অর্থনীতিতে পাঠ দিলেন তিনি তাহার পাঠ্যাবস্থায়, তারপর বুরোর কাজ তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে দেশে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তিনি শুধু তাহা দেখিয়াছেন। আলোচনা করিয়াছেন পাঁচজনের সঙ্গে, দুশ্চিন্তা, শঙ্কা, বেদনা বোধ করিয়াছেন আর পাঁচজন চিন্তাশীল, হৃদয়বান মানুষের মত, রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি আর হয় নাই, পড়াশোনার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

এই পড়াশোনার আড়ালে অঙ্কুরিত হইতেছিল পলাশডাঙা আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ। পলাশী নদীর বাঁধের কাছে তাঁহার যে কুটির তৈয়ারী হইতেছিল তাহার কাজ শেষ হইয়াছিল।

মৌলি চলিয়া গেল, গৌতমরা রাজনগর হইতে ফিরিয়া আসিল। আশ্রম হইতে প্রসাদ জানাইল তাঁহার নির্দেশমত কুটিরের সাজসজ্জা শেষ হইয়াছে। য়ুরোপ হইতে সম্ভ আমদানী করা কয়েকখানি অর্থনীতি ও সোশিয়ালিজমের বই বাক্সে পুরিয়া শেখর নাথ পলাশডাঙা আশ্রমে রওনা হইলেন।

সন্ধ্যাতারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কবে ফিরবে?

কোন কাজে তো যাচ্ছি না, আগে থেকে কি করে বলি? পরে জানাব, শেখরনাথ জবাব দিলেন।

এক সপ্তাহ পরে সন্ধ্যাতারাকে লিখিলেন, বেশ ভাল আছি এখানে। শ্রীমতী দুর্গার ব্যবস্থায় কোন বিষয়ে অসুবিধা বোধ করছি না। বাড়ীখানা চমৎকার সাজিয়েছে দুর্গা। কথা বলবার লোকের অভাব দূর করেছে দুর্গার ছেলেমেয়ে শ্রীমান ভোম্বল এবং শ্রীমতী পুসি। পুসির বয়স পাঁচ বছর বটে কিন্তু যখন তাঁকে ডাকি ওগো পুসুরাণী বলে, তার চাহনি আর হাসি দেখলে ঈর্ষা বোধ করতে তুমি। সে যে দেখতে খুব ভাল সে বিষয়ে এখনি সচেতন হয়ে উঠছে।

তারা, মনে পড়ছে পঞ্চক্রোশী তোমার ভাল লেগেছিল, পরিপাটি করে গৃহস্থালি সাজিয়ে বসেছিলে সেখানে। আমার উপদ্রবে টিকতে পারলে না; রাগ করে আচারের বয়ান, বড়ির হাঁড়ি, রোদে শুকোনো মানকচুর টিন ফেলে রেখে কলকাতায় চলে এলে আমার তাড়নায়। কলকাতায় গুছিয়ে বসবার পরেও এই ফেলে আসা বয়ান, হাঁড়ি এবং টিনের জন্য তোমার বিলাপের কথা মনে পড়ায় এখনও হাসি চাপতে পারি না। জয় হোক গৃহলক্ষ্মীর, আবার নব নব হাঁড়ি বয়ান, টিনের আবির্ভাব হয়েছে কলকাতার গৃহে কিন্তু আমি ভুলি নাই যে উদার, নীল আকাশ, অবারিত মাঠ, গাছপালার সবুজ সমারোহ তোমার প্রিয়, কলকাতায় এ সকলের অভাবে তোমার অন্তর পীড়িত বোধ করে। অনেক সময় তুমি নিজেও বুঝতে পারো না এটা। মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ শক্তির বলে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছ অবস্থার সঙ্গে।

কল্পনা নেত্রে দেখছি এ পর্যন্ত পড়ে মুখ টিপে হাসছ, ভাবছ বড় বড় কথার জাল ফেলছি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। কতকটা তাই বটে, ষোল আনা নয়। ষোল আনা নয় কেন বলছি। আমি যখন রইলাম এখানে তুমি তো মাঝে মাঝে আসবেই, হয়ত এই চিঠি পাবার পরে এক হপ্তার মধ্যেও আসতে পারে। তোমার পঞ্চক্রোশী প্রীতির কথা নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আমার নিজের কথা কিছু বলবার ভূমিকা হিসাবে।

তুমি তো জানো ইদানীং আমি দেহে অপটু হয়ে পড়েছি খানিকটা, মনেও অপটু হয়েছি। পড়া এবং লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম নিতান্ত অভ্যাসের বশে, মনের শিকড় রস টানতে পারছিল না এ সব থেকে। রস না পেয়ে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে উঠছিল মন। যারা শুধু লেখাপড়া নিয়ে থাকে এ রকম বিভ্রাট তাদের পক্ষে মারাত্মক।

এই সময়ে প্রসাদ ও সরিতের পরামর্শে একবার হাওয়া বদলাতে এলাম পলাশ-ডাঙা আশ্রমে তোমার মনে আছে। দেখা গেল আশ্রমের জল হাওয়ায় কিছু ভেষজ গুণ আছে। দেহে বল ফিরে এল। মনের অবসাদও কেটে যেতে লাগল। কি ঘটল বলছি। আশ্রমের পলাশী নদীর বাঁধের ওপরে, শালবনের কাঁকর-বিছানো পথে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম আমার মনের যে অসুখ হয়েছে তার নাম frustration.

একটা পুরনো কথা মনে পড়ল তারা, বলে নিই। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে এমনিতরো sense of frustration এসেছিল বার্দৌলী সিদ্ধান্তের পরে। সেই অবসাদের পাঁক থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিলেন একজন। চেন কি তাঁকে? সেই যিনি পৌষ্পিক দূত পাঠিয়ে স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন!

জীবনে বসন্তের যুগ কেটেছে, এসেছে শীতের যুগ। এবার অবসাদ থেকে উদ্ধার করতে এল মৃন্ময়ী নয় চিণ্ময়ী দূত। পুরোপুরি আসে নাই এখনও, আসছে। কবির ভাষায় তার অচির আগমনের বার্তা পেয়েছি শালবীথি, বকুল, মাধবীবিতানের বাতাসে, ইউক্যালিপটাস গাছের দোলায়, আমলকী, হরিতকী বনের ছায়ায়, পলাশী নদীর বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে যা অনুভব করি আশ্রমের সেই শান্ত আব-হাওয়ায়। কানে যে শব্দ শোনা যায় না, চোখে যে দৃশ্য দেখা যায় না আমার এই তারা, কুটিরের অনতিপ্রশস্ত বাইরের বারান্দাটিতে আরাম চেয়ারে অর্ধশায়িত থেকে বাঁধের ধারে পুষ্পিত অশোককুঞ্জের দিকে চেয়ে সেই দৃশ্য, সেই শব্দ অনুভব করছি। আশ্রমের কাঁকর-মিশ্রিত লাল মাটির অন্তরালে বন্দী একটি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। অন্ধকার মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত শিশুর কান্নার শব্দের তরঙ্গ অনুভব করছি। কঠিন খোলস ছেড়ে বেরিয়েছে অঙ্কুর, অমিতবিক্রমে লাল মাটির কারা-প্রাচীর ভেদ করছে আলো ও বাতাসের ডাক শুনে।

আমার কথা বোধহয় বুঝতে পারছ না তুমি কাব্যের ডালপালার উপদ্রবে। খুলেই বলছি শোন। যে বীজের কথা বললাম সেই হচ্ছে একটি আদর্শ। এক মহামনিষী কয়েক বছর আগে এই অভিনব আদর্শ প্রচার করেছিলেন তাঁর একখানি বইতে, এই আশ্রমে বসে। বইখানি আগেও দেখেছি। এখন ভাবতে বিস্ময় লাগে. প্রথম যখন বইখানা হাতে এসেছিল আমার চোখ কি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিল? তাই হবে বোধহয়। প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে দৃষ্টিশক্তি হয়ত ফিরে এসেছে আবার। আশ্রম বাসের অবকাশে মন দিয়ে পড়বার সুযোগ পেলাম বইখানা। কোন হালকা পড়বার বই চাইতে তুর্গা পড়তে দিয়েছিল প্রসাদ ও সরিতের সম্পাদিত ডাঃ মাইতির

Resurrection of India। India is dead, long iive India কবর থেকে মৃত ভারতের অভ্যুত্থান হবে। ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে ক্রাইষ্টের resurrection-এ, দেশপ্রাণ ভারতবাসী একদিন বিশ্বাস করবে ভারতবর্ষের রিজারেকশানে।

বিধ্বস্ত আদর্শ, বিধ্বস্ত বিশ্বাস, বিধ্বস্ত নীতি, বিধ্বস্ত চরিত্রের দেশ আজ ভারতবর্ষ, ভেতরে বাইরে ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে জেগে উঠবে যে-বীজের অঙ্কুরোদ্গম হতে দেখছি তার পরিণত রূপ। কত যুগ অপেক্ষা করতে হবে, কবে সে সুদিন আসবে জানিনা, তবে সেদিন আসবে, আসবে, আসবে।

এই আবিষ্কার আমার সব অবসাদ দূর করেছে। আশ্রমে এসে আমার লাভ হয়েছে ষোল আনার ওপরে। জীবনের বাকি দিন ক'টা কাটাবার মত পাথেয় মিলেছে। এতদিন বলিনি, এবার তোমাকে বলবার সময় হয়েছে। আশ্রমে বাস করবার কল্পনা নিয়েই এবারে এসেছি আমি। কর্মের শান্ত প্রবাহ চলছে আশ্রম ঘিরে। কত জায়গা থেকে কত রকমের লোক আসছে যাচ্ছে কত রকমের প্রশ্ন, সমস্যা, কৌতূহল নিয়ে। কোন সমস্যা নাই আমার। কোন কর্মও নাই, তারা-কুটিরের বারান্দায় হাত পা ছড়িয়ে বসে ওপারের টিলার আমলকী আর সিমুল গাছের দিকে চেয়ে স্বপ্নের জাল বোনা ছাড়া।

ভাবছি আমার চিঠি পেয়ে কলকাতা থেকে এখানে হঠাৎ এসে পড়ছ কবে। হঠাৎ এসে পড়ো না ক'টা দিনের জন্য। দুর্গা যে ব্যবস্থা করেছে আমার সুখ সুবিধার জন্য তার কোথাও কোন ত্রুটি আছে কিনা স্বচক্ষে একবার দেখে যাওয়া উচিত নয় কি তোমার ?

ভাল কথা। হঠাৎ আসো যদি একটা জিনিস আনতে ভুলো না। নার্শারি থেকে দু'টো গোলাপের চারা নিয়ে এসো। কোন গোলাপের চারা আনবে আশা করি বলে দিতে হবে না।

শিশু কণ্ঠের কাকলি কানে পৌছচ্ছে, পুসি ও ভোম্বল আসছে। দারুণ তর্ক বেধেছে তাদের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে মনে হচ্ছে। চিঠি শেষ করলাম এখানে, যা বলা বাকী রইল বলব তোমার কানে কানে।

স্বামীর চিঠি পড়া শেষ হইতে চাপা হাসি দেখা দিল সন্ধ্যাতারার মুখে, অনুপস্থিত স্বামীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, আশ্রমে একা বাস করে বড় বাহাদুরি দেখাবে ভেবেছিলে, না ? সাতদিন যেতে না যেতে ডাকতে হল তো।

উঠিয়া ছোট ছেলে বাচ্চুর খোঁজ করিলেন সন্ধ্যাতারা, নার্শারিতে পাঠাইতে

হইবে তাহাকে দুইটি ভাল হলুদ মার্শাল নীলের চারার জন্ত। বিকালের দিকে বাচ্চুকে লইয়া লক্ষ্মী-আবাসে আসিলেন সন্ধ্যাতারা গোপার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে। সরিতেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।

সরস্বতী ও সন্ধ্যাতারার কাছে রান্না শিখিতেছিল গোপা। মাঝে মাঝে সরিৎ ও সন্ধ্যাতারাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরীক্ষা দেয় সে। খাওয়া দাওয়া মিটিলে প্রশ্ন করে, আজ কত নম্বর পেলাম বলুন দিদি, পাশ না ফেল? হাসিয়া সরিৎ বলে, ফেল করবার মেয়ে নাকি তুমি! ফাষ্টো বিভাগে পাশ।

সন্ধ্যাতারা স্বামীর গল্প তুলিলেন। বলিলেন, একা আশ্রমে থাকবেন বলে খুব বাহাদুরি করে গিয়েছিলেন, এর মধ্যেই ডাক পড়েছে হঠাৎ চলে এসো, কাল পরশুর মধ্যে হঠাৎ চলে এসো।

সকলে হাসিয়া উঠিল তাঁহার বলিবার ভঙ্গীতে।

সন্ধ্যাতারা বলিলেন, দু'টো গোলাপের চারা নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে। কোন নার্শারিতে ভাল গোলাপের চারা পাওয়া যাবে জানো নাকি সরিৎ? তোমার বাড়ীতে তো গাছ আছে অনেক।

সরিৎ। গোলাপ গাছ ক'টা আছে টবে। সব গোলাপ তো টবে হয় না। কোন গোলাপের চারা চাই আপনার?

সন্ধ্যাতারা উত্তর দিবার আগেই গোপা বলিয়া উঠিল, আমি বলব দিদি?

স্মিতমুখে সন্ধ্যাতারা বলিলেন, বলো তো দেখি।

গোপা। হলুদ মার্শাল নীলের।

বিস্মিত সন্ধ্যাতারা বলিলেন, এ কি কাণ্ড গোপা? মার্শাল নীলের চারা নিয়ে যেতে হবে কি করে জানলে তুমি?

হাসিয়া গোপা বলিল, হলুদ রংয়ের দিদি।

সরিৎ। থট-রিডিং জানো বুঝি গোপা?

হাসিয়া গোপা বলিল, থট রিডিং যেটুকু জানি আপনারাও সেটুকু জানেন দিদি।

সন্ধ্যাতারা। সত্যি, কি করে এই গোলাপের নাম জানলে বলো তো গোপা।

মঞ্জুরীর কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম। আন্দাজে বলে দিলাম।

তোমার ছোট বোন মঞ্জরী? সে কি করে জানল মার্শাল নীলের কথা?

গোপা। কেউ বলেছে তাকে।

সন্ধ্যাতারা। মার্শাল নীলের গল্প জানি আমরা দু'জন, আর জানতেন তোমার শ্বশুর, আর কেউ তো জানে না। কে বলবে মঞ্জরীকে?

গোপা। আর কেউ জানতো দিদি, আপনি জানেন না।

কে জানত বলো তো?

তাহলে শুনুন আমার গল্প। আমরা তখন রাজনগরে। শঙ্কর ও মঞ্জরীকে শহর দেখাবার ভার নিয়েছিল মৌলি। দিল্লী যাবার আগের দিন মৌলি গিয়েছিল মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে। মা, বাবা, শঙ্কর সরিৎদির বাড়ীতে এসেছিল, বাড়ীতে একা ছিল মঞ্জরী। তার খোঁপায় একটা হলুদ গোলাপ ফুল দেখে মৌলি বলে সেটা মার্শাল নীল। তারপর বলল মার্শাল নীলের কেন একটা বিশেষ স্থান আছে তাদের পরিবারে। তার বাবা বছরের বিশেষ একটা দিনে কারো হাতে দেবার জন্য মার্শাল নীলের তোড়া কিনে আনেন নিউ মার্কেট থেকে আগে অর্ডার দিয়ে, এক সময়ে ঐ ফুল যে দু:তের কাজ করেছিল একজনের হয়ে, সেই কথা স্মরণ করে।

সন্ধ্যাতারার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল গোপার কথা শুনিয়া, সরিৎ বলিল, সত্যি নাকি দিদি?

সন্ধ্যাতারা। আচ্ছা দুষ্ট ছেলে দেখছি। কার কাছে শুনল এ সব কথা কে জানে?

সরিৎ। এবার মঞ্জরীর খোঁপার মার্শাল নীলের গল্পটা বলো গোপা।

গোপা। মঞ্জরী সে গল্প তো বলেনি আমাকে, আপনি জানেন কিছু দিদি?

সরিৎ হাসিল, বলিল, আমি কিছু জানিনা, মঞ্জরীর দিদি কিছু জানে ভেবেছিলাম।

সন্ধ্যাতারা কি ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, মঞ্জরীর খোঁপার ফুলের গল্প আমিও জানিনা, তবে তার গল্প একটু জানি। গোপাও সেটুকু জানে। মৌলির বাপ মায়ের মধ্যে আলোচনাও কিছু হয়েছে এ নিয়ে। আরেকটা গল্পের কথা বলছি, শোন তোমরা।

মনীষার কাহিনী বলিলেন তিনি। মনীষার সঙ্গে মৌলির বিয়ের কথা ভাবিয়াছিলেন তাঁহারা, মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁহাদের। মৌলি ও মনীষা মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়াছিল পরস্পরের কাছ হইতে, বন্ধুত্ব যে ভালবাসায় পৌঁছিয়াছিল মনীষার বিয়ের আগে দুইজনে বুঝিতে পারে নাই। মনীষার পক্ষে ইহার ফল হইল অতিশয় মর্মান্তিক। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া সে বাপের বাড়ী চলিয়া আসিল। তারপর এক বছরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। গুজব আত্মহত্যা করিয়াছিল সে।

সরিৎ। আত্মহত্যা করল?

সন্ধ্যাতারা। ননদের বিয়ে উপলক্ষ্যে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুর বাড়ী গিয়েছিল মনীষা, মৃত্যু হয় শ্বশুর বাড়ীতে। তাই থেকে আত্মহত্যার কথা উঠেছে।

গোপা। তাঁর স্বামী কি রকমের লোক ছিলেন?

সন্ধ্যাতারা। মৌলির মতে আদর্শ, রুচি ও টেম্পারামেণ্টে মনীষার সঙ্গে অমিল ছিল।

আগে থেকে জানশোনা ছিল। বড় চাকুরি করত, ভিতরের খবর খুঁটিয়ে নেয়া দরকার মনে করেন নাই মনীষার আত্মীয় স্বজন, তা ছাড়া মনীষা নিজেও কোন আপত্তি করে নাই।

মনীষার করুণ কাহিনী সরিৎ ও গোপার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, কেহ আর কথা বলিল না। সন্ধ্যাতারা বলিলেন, মনীষার মৃত্যুর খবর পেয়ে মৌলি গৌতমের কাছে কান্নাকাটি করেছিল, আমাদের কাছে বিশেষ কোন কথা বলেনি।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন তারা। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বড় চাপা স্বভাবের ছেলে মৌলি। মঞ্জরী যদি ওকে আটকাতে পারে খুশী হব আমরা, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি গোপা, একটু লক্ষ্য রাখবে। মঞ্জরী কোন দুঃখ পায় মৌলিকে নিয়ে এ চাইনা আমরা।

॥ দুই ॥

গৌতমরা রাজনগর হইতে ফিরিবার আগে কিংশুক সস্ত্রীক কাশী চলিয়া গিয়াছিল, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিবার জন্য। পৌঁছিবার খবর এবং টুকিটাকি খবর দেওয়া ছাড়া এ পর্যন্ত আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই তাহাদের। গৌতমের নামে কিংশুকের চিঠি আসিল এতদিন পরে।

কিংশুক লিখিয়াছে, এখানে এসে গুছিয়ে নিতে বেশ কিছু সময় লাগল। তাছাড়া মণিকে নিয়ে প্রথমটাতে বেশ একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। আপনাদের ছেড়ে এসে বড় মুষড়ে পড়েছিল ও অপরিচিত জায়গায়। একেবারে ছেলেমানুষের মত খুঁতখুঁত করে, মনমরা হয়ে কাটাল ক'টা দিন। তারপর সামলে নিয়েছে দেখছি। গেরস্থালি সাজাচ্ছে, দু'একটি করে তার আলাপী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

এই আলাপী মানুষের মধ্যে মণির পিত্রালয় গোবিন্দপুরের লোকও পাওয়া গিয়েছে। শোনা গেল গোবিন্দপুরের গুটি ছয়েক পরিবার পাকিস্তান হবার সঙ্গে

সঙ্গে বাড়ীঘর ছেড়ে কাশীতে এসেছিল। এর মধ্যে কাজকর্ম জুটিয়ে নিয়ে তিনটি পরিবার কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে, বাকী তিনটি ভেসে যাবার মত। কাল একখানা চিঠি দেখাল মণি, তার চিঠির উত্তর। গোবিন্দপুরের খাদি আশ্রমের একটি মেয়ে, তাকে লতাদি বলে পরিচয় দিল মণি, রায়পুরে তাঁর শ্বশুর বাড়ী থেকে লিখছেন। এঁর পরিচয় শুনলাম পিনাকীদার ভগ্নী। ভদ্রমহিলা মণিকে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাঁর গৃহে যাবার জন্য। গোপা বৌদিকে দেখবার জন্য সুযোগ হলে কলকাতা যাবেন লিখেছেন।

আমার আলাপী লোকের সংখ্যাও বাড়ছে। কয়েকজন সহকর্মীর মাধ্যমে এখানকার দু'তিনটে পোলিটিকো-ইণ্টেলেকচুয়াল সার্কেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই সার্কেলগুলোর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ক'টা ব্যাপার চোখে পড়েছে।

হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘের প্রতিপত্তি বেড়েছে বাঙালীও অবাঙালী ইণ্টেলেকচুয়াল মহলে এবং সেই অনুপাতে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি কমেছে। একটা খবর শুনলে প্রসাদদা খুশী হবেন ; ডাঃ মাইতির বইয়ের আদর হয়েছে এখানে এবং তাঁর পাঠক সংখ্যা বাড়ছে। Resurrection of Indiaর কথায় কারো কারো মুখে শুনেছি, It is a remarkable book. প্রসাদদার Light of India Abroad বইখানা আমাকে পড়বার জন্য কেউ কেউ recommend করেছেন। প্রবীণ অবাঙালী ইণ্টেলেকচুয়ালদের দু'চারজনকে স্বীকার করতে শুনেছি এদেশে নূতন আইডিয়ার জন্ম হয় বাঙালীদের উর্বর মাথায়, বন্দেমাতরম্, স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট, প্যাসিভ রেজিষ্টান্স, রিভোল্যুশন—সবগুলো বাঙালীর মাথা থেকে বেরিয়েছিল, জয়হিন্দও তাদের দান। নেতাজীর কথায় এঁরা বলেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় এমন personalityর সাক্ষাৎ আর মেলে না। একজন তো বলেই ফেললেন, দেশের স্বাধীনতা এনেছি বলে কংগ্রেসের claim একেবারে ভুয়ো, Netajis' Indian National Army failed in the battle fields in Manipur and Burma but it achieved India's independence. (মণিপুর ও ব্রহ্মের রণক্ষেত্রে নেতাজীর সৈন্যবাহিনী সাফল্য লাভ করতে পারে নাই, কিন্তু এই বাহিনী ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করেছে।) ভারতের স্বাধীনতা হচ্ছে Netaji's posthumus gift to the nation. (জাতিকে মরনোত্তর দান।)

বলা বাহুল্য এই কথা শুনে অন্তর প্রসন্ন হল, কারণ কথাটা সত্যি হলেও স্বীকার করবার সাহস নাই অনেকের।

আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলাম মহাত্মাজী এবং পণ্ডিত নেহেরুর unpopularity এবং সর্দার প্যাটেলের popularity. ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে সর্দারের এই popularity এবং বণিকসমাজের মধ্যে তাঁর popularityর কারণ ভিন্ন। শেষোক্ত popularityর কারণ নিয়ে এখন militant nationalistরা কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না।

গান্ধী প্রেম কোনদিন সরল ছিল না দেশের ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে। কথাবার্তায় বুঝলাম মহাত্মাজী এখন রীতিমত enigma হয়ে দাঁড়িয়েছেন অনেকের কাছে। কয়েকমাস মহাত্মাজীর সঙ্গে আমি নোয়াখালিতে ছিলাম কিভাবে কথাটা এখানে প্রচারিত হল জানি না, প্রচারিত হবার ফলে অনেক রকম প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাকে। প্রশ্নের প্যাটার্ন এই রকমের : সারাজীবন ভারতবর্ষের ঐক্যের কথা বলে কয়েকজন ক্ষমতালোভী সহকর্মীর মুখ চেয়ে দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন তিনি, it was a miserable surrender. দেশবিভাগের আগে ও পরে যে সব ঘটনা ঘটেছে তারপরে, দিল্লীতে বসে মুসলমানদের সপক্ষে যে সব উক্তি করছেন তিনি তার সার্থকতা কি? কি আশা করে এসব উক্তি করছেন, হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের কথা বলছেন তিনি? পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব না বিভক্ত দেশের reunion? এ দু'টোর একটাও কি সম্ভব?

বুঝতে পারছি কিছু লোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। সহকর্মীদের মধ্যে এ শ্রেণীর লোক আছে কেউ কেউ। দু'একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন তাঁরা। যে সব কথা মহাত্মাজীর সম্পর্কে কেউ উচ্চারণ করতে পারে না মনে করেছিলাম অনায়াসে উচ্চারণ করছেন এই এক্সট্রিমিষ্টদের কেউ কেউ। Resurrection of India থেকে লোকের সামনে তুলে ধরবার আইডিয়া পেয়েছেন এঁরা, এঁদের শ্লোগান—অখণ্ড ভারত অমর রহে গা।'

পরশু একটা স্বপ্ন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার পরে এক আড্ডায় তর্কবিতর্ক, অপ্রিয় কথা শুনেছিলাম। স্বপ্নটা বোধ হয় এই অপ্রিয় কথা, তর্কবিতর্কের দরুণ আমার মনের unpleasant reaction-এর ফল।

ভগ্নস্তূপে বিকীর্ণ প্রকাণ্ড এক উষর প্রান্তরের বুক চিরে পায়ে-হাঁটা, সরু পথ চলে গিয়েছে। অনেক দূর গিয়ে হঠাৎ এই পথ শেষ হয়েছে বিরাট এক ফাটলের মুখে এসে। বোধহয় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে এই ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। তল দেখা যায় না সে অন্ধকার গহ্বরের। চোখে পড়ল এক কৃশকায় বৃদ্ধ লাঠি হাতে অন্যমনস্ক পদক্ষেপে চলেছেন এই পথে। যাত্রারম্ভে বহু বিশ্বস্ত অনুচর ছিল তাঁর সঙ্গে, বৃদ্ধকে

ছেড়ে তাঁরা সরে পড়েছেন একে একে, কারুর প্রয়োজন মিটেছে বলে, কেউ তাঁর কথার অর্থ বোঝা যায় না এই অভিযোগে। কানে এল কয়েকটা কথা···his old words have changed their meaning in the changed context, he speaks unintelligible jargon···(পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁহার পুরনো কথার অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, অবোধ্য ভাষায় কথাবার্তা বলছেন তিনি। কোন অভিযোগে কর্ণপাত না করে, নতমস্তকে, নতদৃষ্টিতে লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন সরু পথে হঠাৎ যা শেষ হয়েছে অতলস্পর্শী গহ্বরে।

নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে অস্পষ্ট মনে হল কোথায় যেন দেখেছি এঁকে। পরমুহূর্তে মনে পড়ল দেখেছি নোয়াখালির মাঠ থেকে মাঠে, গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে। চিৎকার করে তাঁকে সাবধান করতে চাইলাম, ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাতটুকু কেমন একটা বেদনায় দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। এই বেদনার রেশটুকু এখনও মনে লেগে রয়েছে···

কিংশুকের চিঠি পাইবার দুইদিন পরে সংবাদপত্র খুলিয়া হেড লাইনের উপরে চোখ পড়িতে চমকিয়া উঠিল গৌতম। পাকিস্তানের প্রাপ্য ৫৫ কোটি টাকা (cash balances) এখন দেওয়া হইবে না প্রধানমন্ত্রী এবং সর্দার প্যাটেলের স্বাক্ষরিত এক কম্যুনিকে জানান হইয়াছে। পাকিস্তান কাশ্মীরের হানাদারদের সাহায্য করা বন্ধ না করিলে তাহার প্রাপ্য এই টাকা দেওয়া আপাততঃ স্থগিত থাকিবে।

সংবাদ পড়িয়া গৌতম ভাবিল ভারতগভর্ণমেণ্ট তাহা হইলে কড়া হইতে জানে মনে হইতেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলিতেছে কাশ্মীরে। এখন এতগুলি টাকা পাকিস্তানকে দিবার অর্থ তাহার ভারতবিরোধী যুদ্ধ চালাইবার শক্তি বৃদ্ধি করা। কাশ্মীরে হানাদারদলের বর্বর নৃশংসতা, সীমান্তের শহরগুলির বাজারে অপহৃতা কাশ্মীরী মেয়েদের বিক্রয়ের সংবাদ, ভারতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত গালাগালি ভারতবাসী এবং ভারতগভর্ণমেণ্টের মন তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই তিক্ত মনোভাবের প্রতিক্রিয়া refusal to pay the cash balances of Pakistan. কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী পাকিস্তান এলাকার ঘাঁটিগুলি হইতে হানাদারদলের আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাইবার অভিপ্রায়ও ক্রমে দৃঢ় হইতেছে মনে হয়।

ভারতগভর্ণমেণ্টের এই দৃঢ়তা দেখিয়া দেশবাসী খুশী হইয়া গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিবে গৌতম ভাবিল। পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবহারে আগে হইতে দৃঢ় মনোভাবের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল ভারতগভর্ণমেণ্টের।

কলেজের প্রোফেসরদের ঘরে cash balances লইয়া উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছিল সেদিন। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিল গৌতম। আলোচনার গতি দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া চলিতেছিল। হিন্দু ও দেশী খৃষ্টান অধ্যাপকগণ একদিকে, ইংরাজ ও মুসলমান অধ্যাপকগণ অন্যদিকে। প্রথমদলের চোখে মুখে খুশীর ভাব, খোলাখুলি সরকারী কম্যুনিক সমর্থন করিতেছিলেন তাঁহারা। দ্বিতীয় দল অসন্তুষ্ট, গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে পারিতেছিলেন না তাঁহারা। বিরূপ সমালোচনা করিতে ও যেন ভরসা পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল গৌতম।

একটি কথা বার বার উঁকি দিতেছিল গৌতমের মনে। ভারতগভর্ণমেণ্টের এই দৃঢ় মনোভাব এতই অপ্রত্যাশিত যে একটু যেন অবাস্তবতার ছায়া রহিয়াছে কম্যুনিকের ভাষায়। সংশয় জন্মে ইহা টিকিবে কিনা। আরও প্রশ্ন উঠিতেছিল গৌতমের মনে। গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শ লইয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন কি? মহাত্মাজীর পরামর্শ লওয়া হইয়াছে কি? ইহা কি সম্ভব যে সর্দার প্যাটেলের প্রভাবিত ক্যাবিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইয়াছে প্রধান মন্ত্রীকে, মহাত্মাজী এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শ বা সম্মতি লওয়া হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইলে মহাত্মাজীর reactionই বা কি হইবে?

সকাল বেলায় কাগজ পড়িয়া যে আনন্দ হইয়াছিল গৌতমের মনে সন্ধ্যার আগে নানা সংশয়ের চাপে সে আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

গৌতমের ভগ্নীপতি জগদীশ অসুস্থ হইয়াছিলেন। অসুখ গুরুতর হইয়া উঠায় গৌতমকে কয়েকদিন বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইল। তিন রাত্র জগদীশের গৃহে জাগিয়া কাটাইতে হইল। তার ব্যাধি ভালর দিকে মোড় লইল। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া গৌতম লক্ষ্মী-আবাসে ফিরিল।

দুইদিন আগে একখানি চিঠি আসিয়াছিল গৌতমের নামে, অসুখের বাড়ীতে সে চিঠি আর পাঠায় নাই গোপা, খুলিয়া পড়িয়া গৌতমের টেবিলে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। স্বামী ফিরিলে জানাইল মৌলির চিঠি আসিয়াছে, সে খুলিয়াছিল চিঠি। কোন জরুরী খবর আছে কিনা চিঠিতে গৌতম জানিতে চাহিলে গোপা বলিল, জরুরী খবর কিছু নাই, অবসর মত দেখলে চলবে। দুইদিন কলেজ কামাই হইয়াছে, কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল গৌতম।

সন্ধ্যার পরে মৌলির চিঠি পড়িল গৌতম। একটি নূতন ঠিকানা দিয়া মৌলি জানাইয়াছে আজ পাঁচদিন হইল শঙ্কর কাকার কাগজের অফিসের কোয়ার্টার ছাড়িয়া এক সহকর্মীর গৃহে আলাদা ব্যবস্থাসহ দুইখানি ঘর লইয়াছে। তারপর লিখিয়াছে, শঙ্কর কাকা দু'চারদিনের মধ্যে আপনাকে চিঠি লিখবেন বললেন, তাঁর চিঠিতে সব খবর পাবেন বলে আমি আর রাজনৈতিক খবর কিছু লিখলাম না। দিল্লীর অবস্থা বড় disturbed, নানারকম গুজব রটছে প্রতিদিন। যে উদ্দেশ্যে দিল্লীতে আসা, ভাল করে পড়াশুনা করে রিসার্চের কাজ কিছু এগিয়ে নে'য়া, সে উদ্দেশ্য সফল হবার বাধা দিল্লীর atmosphere. মনে হচ্ছে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নিলে ভাল করতাম।

দু'দিন আগে শঙ্করকাকার সঙ্গে বিখ্যাত ইনডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট জয়পুরিয়ার বাড়ীতে চা পার্টিতে গিয়েছিলাম। শঙ্করকাকার খুব খাতির দেখলাম ওখানে। আমি অর্থনীতির অধ্যাপক শুনে জয়পুরিয়াজী দেশের ইনডাষ্ট্রির ভবিষ্যৎ, গভর্ণমেণ্টের industrial ও commercial policy সম্বন্ধে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন আমাকে, বেশ intelligent প্রশ্ন। জবাব শুনে হেসে বললেন, তুমি অনেক খবর রাখ বুঝলাম, তাই বলছি public sector সম্বন্ধে বেশী optimism রেখো না। কাজ চালাবে তো এই দেশের মানুষ! Private enterpriseএর প্রতি সন্দেহের উত্তর দেব আমরা। সর্দার প্যাটেলের ওপর খুব আস্থা এঁর, the Sardar is our man খোলাখুলি বললেন। মহাত্মাজীর কথায় বললেন, উনি মানুষ নন, পরমাত্মার অংশ, অবতার। যুক্ত করে নমস্কার করলেন উদ্দেশ্যে। চা খাচ্ছি ঘরে দু'টি মেয়ে আসল। খুব স্মার্ট হাবভাব। দেখে মনে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর কাপড়, ল্যাঙোট শুকোতে দেখে যে মেয়েদের হাসাহাসি করতে দেখেছিলাম এরাও ছিল তাদের মধ্যে।

জয়পুরিয়ার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসবার আগে মনে হল এঁদের সঙ্গে compromise না করলে গভর্ণমেণ্ট নূতন policy চালাতে পারবে না। গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এঁদের সমর্থক যে গ্রুপের কথা শুনেছিলাম তা সত্যি বলে মনে হল।

চিত্রিতা দিদ্দাকে আপনি জানেন শঙ্কর কাকা বললেন, তার নাচের একাডেমীর খুব নাম হয়েছে নয়া দিল্লীতে।

এইমাত্র একটা গুজব শুনলাম দিল্লীতে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী উপবাস সুরু করবেন। আসল ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না। শঙ্করকাকার কাছে যেতে হবে ভেতরের কথা জানবার জন্য।

গুজব সত্যে পরিণত হইল। প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী ঘোষণা করিলেন "he:

would fast unto death. He would break his fast only after good sense awakened in Delhi." সংবাদপত্রে বড় হেড লাইন দিয়া মহাত্মাজীর আমরণ উপবাসের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশিত হইল। উপবাস ভঙ্গের জন্য তাঁহার সাতটি শর্তও প্রকাশিত হইল।

সংবাদ পড়িয়া স্তম্ভিত হইল গৌতম। দিল্লীর অবস্থা হঠাৎ এমন কি খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া মহাত্মাজীকে আমরণ উপবাসের সঙ্কল্প করিতে হইল? মহাত্মাজীর অন্য উপবাসগুলির সময় নির্বাচন, ঘোষিত উদ্দেশ্য ইত্যাদির কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল গৌতম, উপবাসের সঙ্কল্প ঘোষিত হইলে দেশবাসীর মনোভাবের কথাও স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। কোথায় যেন মিলিতেছে না তাহার মনে হইল। হঠাৎ বিদ্যুচ্চমকের মত একটা কথা মনে উদয় হইতে উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম। Is it Mahatma Gandhi's reaction to the decision to withhold payment of the cash balances? কথাটা মন হইতে তাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল সে বারবার, সর্পদংশনে নিঃসৃত বিষের ক্রিয়ার মত এই বিষচিন্তার ক্রিয়া ততক্ষণে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল মনের মধ্যে। আচ্ছন্নভাবে কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল জানে না, অনন্ত ঘরে ঢুকিতে সম্বিত ফিরিল।

॥ তিন ॥

অনন্ত জানাইল দিলীপবাবু ও সংপতিবাবু আসিয়াছেন।

নীচে নামিল গৌতম।

তাহার দিকে চাহিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, আপনার মুখের চেহারা শুকনো দেখাচ্ছে, অসুখ করেছে কি? তাহলে আর disturb করব না।

গৌতম বলিল, বসুন, অসুখ করেনি, ভাবছিলাম বসে।

সংপতি। আজকার খবর পড়বার পরে ভাবছিলেন, নয় কি?

গৌতম। হাঁ।

দিলীপবাবু। কি ভাবছিলেন বলবেন? What is the real object of the fast?

সংপতি। Real object হল পাকিস্তানের হাতে ৫৫ কোটি টাকা তুলে দিতে ভারতগভর্নমেণ্টকে বাধ্য করা।

সংপতির দিকে চাহিল গৌতম। শান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটি অনায়াসে বলিল সংপতি, সে বলিতে পারে না কেন? গভীর বেদনায় তাহার মন আচ্ছন্ন হইল কেন এই কথা ভাবিতে গিয়া?

দিলীপবাবু। আপনি কিছু বলছেন না কেন গৌতম বাবু? আঘাত পেয়েছেন মনে?

গৌতম। পেয়েছি।

সংপতি। নিজের দেশের গভর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজ একেবারে ধূলোয় লুটিয়ে দেবার জন্য—

দিলীপবাবু। Do'nt get so excited হেমবাবু।

সংপতি। আমি একটুকুও excited হইনি। This is intolerable. পাকিস্তানকে টাকা দিতে হবে এই যদি গান্ধীজীর ইচ্ছা তাহলে যুক্তিতর্ক দিয়ে গভর্ণমেণ্টকে রাজি করবার পথে না গিয়ে উপবাস করতে গেলেন কেন তিনি? সাতটি সর্তের মানে কি জানি না, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি একটা আক্রোশের ভাব রয়েছে এই উপবাসের পিছনে।

কি বলছেন আপনি? প্রতিবাদের সুরে গৌতম বলিল।

সংপতি। প্রতিবাদ করতে চান করুন, আমি যা বুঝেছি তাই বলছি। যুক্তি-তর্কের পথে না গিয়ে তিনি coercion ব্যবহার করছেন, it is coercion, nothing else. গভর্ণমেণ্টকে humiliate করতে চান তিনি—

দিলীপবাবু। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন হেমবাবু, এইবার মুখবন্ধ করুন।

হাসিয়া সংপতি বলিল, ১৪৪ ধারা নাকি? পুলিশের স্বভাব যাবে কোথায়?

দিলীপবাবু। গৌতমবাবু, আপনার কথা শুনি।

গৌতম। আমি ভাল করে বুঝতে পারছি না কিছু, তবে স্বীকার করছি বেদনা পেয়েছি, ভয়ও পেয়েছি।

দিলীপবাবু। ভয় পেয়েছেন? কিসের ভয়?

গৌতম নীরব রহিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দিলীপবাবু বলিলেন, বোধহয় আপনার ভয়ের কারণ অনুমান করতে পারছি তবে জানেন কি কয়েকবার Himalayan blunder করেও মহাত্মাজীর position নষ্ট হয়নি। দেখবেন কিছুদিন গোলমাল, সমালোচনা, গালাগালির পরে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে আগের মত।

গৌতম মৃদুস্বরে বলিল, আগের মত? But the Britis are no longer on our shoulders.

আলোচনা চলিতে লাগিল মন্থর গতিতে। একটা আশঙ্কার ছায়া নামিয়াছিল সকলের মনের মধ্যে, খোলাখুলি কথা বলিতে সাহস করিতেছিল না কেহ।

গোপার প্রেরিত তিন কাপ ধূমায়িত কফির আবির্ভাবে স্বস্তির নিশ্বাস পড়িল, আলোচনার প্রসঙ্গও পরিববর্তিত হইল।

দিল্লী হইতে শঙ্করের চিঠির প্রত্যাশা করিতেছিল গৌতম। প্রত্যাশিত চিঠি আসিল অবশেষে।

অন্যান্য কথার পরে শঙ্কর লিখিয়াছে, প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী উপবাসের সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। প্রার্থনা সভা শেষ হলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আহ্বানে তিনি তিনি তাঁহার ভবনে গেলেন। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। আলোচনা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী ৫৫ কোটি টাকা দেয়া বন্ধ রাখবার সিদ্ধান্তের কথা উঠিয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের অভিমত জানতে চাইলেন। তিনি উত্তর দিলেন "it showed lack of political good sense" উপবাসের সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন তিনি। উপবাস যথারীতি আরম্ভ হল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বিকানীরে রওনা হয়ে গেলেন মহারাজার নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্য।

বাইরের ঘটনা এইরূপ। ভেতরের ঘটনার কথা এখন আর অপ্রকাশ নাই।

মহাত্মাজী এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সর্দার প্যাটেলের মধ্যে পূর্ব সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়েছে কিছুদিন থেকে। সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যেও বিরোধ চলেছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের মধ্যে দুই শিবিরের কথা আগেও তোমাকে লিখেছি। ৫৫ কোটি টাকার ব্যাপার এই বিরোধকে climax-এ এনেছে। সর্দার প্যাটেল যে বেশী শক্তি-শালী হয়ে উঠেছেন ৫৫ কোটি টাকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত তার প্রমাণ। মহাত্মাজীকে বাধ্য হয়ে নূতন কার্যক্রম অবলম্বন করতে হল উভয় নেতার মধ্যে এই বিরোধ মেটাতে, অবশ্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মেটাতে। সর্দার প্যাটেলের প্রভাবিত ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত উল্টিয়ে সর্দারের 'অতিবাড়' কমিয়ে দিয়ে এই বিরোধ মেটাতে হবে।

মহাত্মাজীর উপবাস সর্দারের বিরুদ্ধে protest, 'it is intended to force the hands af Patel'.

সর্দার প্যাটেল একথা জানেন। দেশের জনমতের যে অংশ তাঁর পেছনে রয়েছে তার ওপরে এই সময়ে মহাত্মাজীর উপবাসের প্রতিক্রিয়া কি প্রকার হতে পারে সে জ্ঞানও কিছু আছে তাঁর। তিনি বলেছেন 'The fast is inopportune', এর

ফল উল্টো হবে। উপবাসের সাতটি সর্ত এবং প্রার্থনা সভার ভাষণে হিন্দুদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বাহুল্য তাঁর বিরক্তির কারণ হয়েছিল।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উপবাস সমর্থন করে বিকানীরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন, সর্দার প্যাটেল উপবাসের প্রতিবাদ করে বোম্বাই গেলেন।

শোনা যাচ্ছে ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেয়া হবে। গুজব শুনে এক সিন্ধী সাংবাদিক বন্ধু বললেন, May God save us from the hands of our friends!

* * *

চিঠিখানা লিখে ডাকে দেব বলে রেখেছিলাম। কি করে অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আজ এইমাত্র আবিষ্কৃত হল।

ইতিমধ্যে যমুনায় অনেক জল বয়ে গিয়েছে।

চিঠিখানা হারাবার পরে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তার খবর কাগজে পেয়ে গিয়েছ এর মধ্যে। দিল্লীতে শান্তি মিশনের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেয়া হবে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মহাত্মাজী উপবাস ভঙ্গ করেছেন যথারীতি।

অনেক উদ্বিগ্ন মন শান্ত হয়েছে সন্দেহ নাই। মহাত্মাজীর ১২২ ঘণ্টার উপবাস মুসলমানদের আশ্বস্ত করতে পেরেছে মনে হচ্ছে। আবার ক্ষুব্ধও হয়েছে কিছু লোক। কালো পতাকা হাতে পাঞ্জাবী বাস্তুহারা দল বিড়লাভবনের সামনে demonstration করল—গান্ধীকো মরণে দো, শ্লোগান দিতে দিতে।

অনশন ভঙ্গের প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজীর লিখিত ভাষণ পড়া হল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সেবা করবার জন্য ভগবানের কাছে একশত পঁচিশ বৎসর আয়ু প্রার্থনা করেছেন মহাত্মাজী তাঁর ভাষণে।

আমি এই চিঠি লিখছি তোমাকে, এর মধ্যে সংবাদ এল উপবাস ভঙ্গের পরে আজ প্রথম প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন মহাত্মাজী। তিনি ভাষণ দেবার সময়ে সভাক্ষেত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ করে বোমা বিস্ফোরণ হল। কারো প্রাণহানি হয়নি এই বিস্ফোরণের ফলে শুনলাম। সংবাদ পেয়ে লেডী মাউণ্টব্যাটেন এসেছিলেন প্রার্থনা সভায়। আরও খবর পাওয়া গেল বিড়লাভবন এবং প্রার্থনা সভায় রক্ষীপাহারার সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে বোমা বিস্ফোরণের পরেই। বোঝা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের মনেও আশঙ্কা ঢুকেছে।

কলেজে বাহির হইবার মুখে অনন্ত একখানি চিঠি দিল গৌতমের হাতে। হাতের

লেখা দেখিয়া বুঝিল শেখরনাথ লিখিয়াছেন। চিঠি পকেটে রাখিল অবসর মত কলেজে পড়িবার জন্ত।

মিটিং ছিল কলেজে, শেষ হইতে আড়াইটা বাজিল। ঘণ্টা খানেকের অবসর, তারপর আবার মিটিং, কতক্ষণ চলিবে কে জানে। চায়ের সঙ্গে সামান্ত কিছু খাবার খাইয়া সিগারট ধরাইয়া গৌতম পকেট হইতে চিঠি বাহির করিল।

শেখরনাথ লিখিয়াছেন, কিছুদিন আগে তারাকে এক লম্বা চিঠি লিখেছিলাম। কি ভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলতে পারি না, এমন বিস্তর কথা চিঠিতে ঢুকে পড়েছিল যায় মূল্য তার কাছে কানাকড়ি নয়। কথাগুলো তোমাকেই লিখব বলে সাজিয়ে রেখেছিলাম মনে, কোন ফাঁকে কলম গলিয়ে ঐ চিঠিতে বেরিয়ে গেল, চিঠি ডাকে দেবার আগে ধরতে পারিনি। শুধু প্রিয়তমাকেই লেখা চলে এমন কিছু কথাও ছিল চিঠির মধ্যে, সেজন্ত সন্ধ্যাতারার বদ্ধমুষ্টি থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না চিঠিখানা, নইলে পাঠাতাম তোমাকে।

যে কথাগুলো ভেবে রেখেছিলাম তোমাকে লিখব বলে তার বিষয় ডাঃ মাইতির Resurrection of India-তে যে আদর্শবাদ প্রচার করেছেন। বার বার বইখানা পড়েছি আমি। I have no doubt that one day it will recognised as a seminal book, অন্ততঃ ভারতবাসী হিন্দুদের দ্বারা। তারার চিঠিতে লিখেছিলাম আমার বাকীজীবন কাটাবার জন্ত বীজমন্ত্র পেলাম এই বই পড়ে। তারার চিঠিতে এই কথা লেখবার পরে কিছু নূতন কথা শুনলাম আশ্রমের কর্তা আমার বন্ধু পরমানন্দদেবের সঙ্গে আলাপের সময়ে। এই আলাপের একটা অতি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠাচ্ছি। এ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কিছু থাকলে জানাবে আমায়।

আমি প্রশ্ন করলাম, Resurrection of India-র আইডিয়া কি এই নয় যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ভৌগোলিক রূপের সাক্ষাৎ মেলে চন্দ্রগুপ্ত-অশোকের যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রূপের মধ্যে? অখণ্ড ভারতবর্ষের সেই ভৌগোলিক রূপ কি হবে স্বাধীন ভারতবাসীর ধ্যানের বস্তু?

পরমানন্দদেব। শুধু ধ্যানের কেন, সাধনারও বটে।

আমি। সাধনারও বটে? তার মানে efforts are to be made for the restoration of the old unity and integrity to divided India?

পরমানন্দদেব। হাঁ।

আমি। যা ঘটেছে তারপরে পুনর্মিলনের কোন চেষ্টা সফল হবার সম্ভাবনা আছে কি?

পরমানন্দদেব। নিশ্চয় আছে। Reunion-এর আইডিয়াকে অবাস্তব বলে ভাবছ কেন তুমি? মিনিট দুই অপেক্ষা কর।

উঠে ঘরের একটি আলমারী খুলে একটি ফাইল আনলেন পরমানন্দদেব। বললেন, একেবারে হালের কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান পোলিটিশিয়ানদের মত শোনাচ্ছি।

দিল্লীতে শিখসেবকদলের এক সম্বর্দ্ধনা সভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "Any one who is not carried away by momentary passions will easily realise that ultimately both the Domioions will unite into one country. The unity, I am confident, will be brought not by force but by the march of events all over the world and consideration of mutual interest"…তাঁর মতে "The political division of India could not change certain fundamental things which were the same in both the Dominions"; এই fundamental things হচ্ছে common heritage, common history, common economic relations,

প্রধানমন্ত্রীর পরে কংগ্রেস সভাপতি আশা প্রকাশ করেছেন, "Divided India will be united again and divided Indians will live as brothers'

একজন নামকরা মুসলমান মন্ত্রীর (প্রাদেশিক) মতে "দেশবিভাগ সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে যখন পাকিস্তান ভারতের অংশে পরিণত হইবে।" তিনি আরও বলেন "ব্রিটিশরা আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছে কিন্তু সততার মনোভাব লইয়া এই কাজ করে নাই। স্বাধীনতা দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ও তাহাদের ছিল।"

লক্ষ্ণৌয়ের একজন নামকরা কংগ্রেসী মুসলমান ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের পুনর্মিলনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

ফাইল সরিয়ে রেখে পরমানন্দদেব বললেন, আরও অনেকের মতামত সংগ্রহ করা আছে এ সম্বন্ধে। ভারতের স্বাধীনতা বিড়ম্বিত করবার উদ্দেশ্যে দেশবিভাগ করা ছাড়া আরও কয়েকটা প্ল্যান ছিল ইংরাজদের। দেশবিভাগের প্ল্যান কার্যকর করবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তবে এ প্ল্যান চালু করতে পেরেছে তারা। আমাদের দুর্বলতার জন্য, স্বাধীনতার পক্ষে, জাতির পক্ষে অনিষ্টকর, এই

বিধান আজ মেনে নিতে হয়েছে বলে চিরদিন সেটা মেনে নেবার পক্ষে কি যুক্তি আছে?

আরও অনেক কথা বললেন পরমানন্দদেব। তাঁর শেষ কথা হল, এতদিন স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম চলেছে, এরপর অখণ্ড ভারত পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম আরম্ভ হবে। এই অখণ্ড ভারত সেদিনের ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত নয়, শাশ্বত ভারত বা মহাভারত, অর্থাৎ যে ভারতের কথা আমাদের জাতীয় মহাকাব্যে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ লোকের ধারণা করবার সুবিধা হবে বলে শাশ্বত ভারতের মানচিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এ মানচিত্র চন্দ্রগুপ্ত-অশোক যুগের ভারতবর্ষের মানচিত্র।

আলাপের পরে বিদায় নিয়ে নিজের কুটিরে ফিরলাম। তোমার কাছে স্বীকার করছি ডাঃ মাইতির বই পড়ে আমার মনে যে ছক তৈরী হয়েছিল পরমানন্দদেবের সঙ্গে আলাপের ফলে তার সমর্থন পেলাম। আলাপের মধ্যে নূতন খবর এইটুকু পেলাম মহাত্মা গান্ধীর এখনকার উপদেশ ও কাজ তাঁর পরিকল্পিত নূতন আন্দোলনের প্রস্তুতি। এ আন্দোলনের লক্ষ্য নাকি ইংরাজের পাশার দান উল্টে দেওয়া। এই খবরের ভিত্তি কি এবং পরিকল্পিত আন্দোলনের চেহারা কেমন হবে আমি খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম না অনাবশ্যক বোধে। কারণ, মহাত্মাজীর মত শক্তিমান পুরুষের পক্ষেও পাশার দান ওলটাবার শক্তি আছে কি না আমার সন্দেহ। এখনকার উত্তেজনা স্বাভাবিক নিয়মে শান্ত হবার এবং কৃত্রিম উপায়ে দেশবিভাগ করবার বহু কুফল স্বাতন্ত্র্যবাদীদের অকৃত্রিম উপলব্ধির ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠবার জন্য বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হতে দেয়া আবশ্যক। কে জানে এই সময়ের মধ্যে আরও কত রকমের বাধা দেখা দিতে পারে একথা ঠিক, সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার গ্লানি পীড়িত বিপুল সংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত জাতির নূতন ইতিহাস রচনা করতে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক। এ আলোচনা এখানে শেষ করলাম।

মৌলির চিঠি পাও কি? তার মা পুত্রবধূ আনবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, কিন্তু ছেলের চিঠিপত্র থেকে তেমন উৎসাহ পাচ্ছেন না বলে মনঃক্ষুণ্ণ। গোপাকে মৌলি চিঠিপত্র দেয় কি?...

চিঠি পড়া শেষ হইলে গৌতম মনে করিবার চেষ্টা করিল কিংশুকের সঙ্গে আলাপে মহাত্মাজীর নূতন-আন্দোলনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে কখনও কিছু শুনিয়াছে কিনা। একটা কথা মনে পড়িল। কিংশুক বলিয়াছিল মহাত্মাজীর নোয়াখালি মিশন ব্যর্থ হইয়াছে এই জন্য যে তাঁহার collective non-violence-এর আহ্বানে সেখানকার

হিন্দুরা সাড়া দিতে পারে নাই। তাঁহার যে মুস্লিম প্রীতির সমালোচনা হইতেছে, নোয়াখালি মিশনের শেষের দিকে তাহার উৎপত্তি হয়। কোন সংযোগ আছে কিনা এই দুইয়ের মধ্যে কিংশুক বলিতে পারিল না। তাঁহার collective non-violence-এর পথ দেশবাসী এবং তাঁহার সহকর্মীরা গ্রহণ করেন নাই। সহকর্মীদের নির্বন্ধে দেশবিভাগের বিরোধী হইয়াও দেশবিভাগের প্রস্তাবের সমর্থন করিতে হইয়াছে তাঁহাকে। কংগ্রেসের বা সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ আগেও কয়েকবার হইয়াছে। কংগ্রেস হইতে সরিয়া গিয়া নিজের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তিনি। ১৯৪০এ individual civil disobedience movement আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনি কংগ্রেসের বাহিরে গিয়া। দেশবিভাগ সম্বন্ধে মতভেদের মত গুরুতর মতভেদ আগে হয় নাই। কংগ্রেসকে তাহার পথে চলিতে দিয়া তিনি কি সত্যই আগের মত নিজের পথে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন? অসম্ভব নয়। পরমানন্দদেব কাহারও কাছে এই সংবাদ শুনিয়াছেন, না মহাত্মাজীর অতীত কর্ম-প্রণালী দেখিয়া নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন জানা যাইতেছে না।

নূতন পথ ধরিল গৌতমের চিন্তা। চারিদিকের লক্ষণ ভাল নয়, নূতন পরীক্ষা চালাইবার উপযুক্ত—

বিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক ঘরে ঢুকিলেন। শেখরনাথের চিঠি পকেটে রাখিয়া গৌতম বলিল, আসুন।

অধ্যাপক। আপনি কি ভাবছিলেন, disturb করলাম কি?

গৌতম। আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, বসুন।

উভয়ের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের একটি ব্যাপার লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল।

॥ চার ॥

দিন দুই পরে রাত্রে পড়িবার টেবিলে কাজে ব্যস্ত ছিল গৌতম। বাঙ্গালোরের নেশনাল ইনষ্টিটিউট হইতে এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অব সায়ান্স হইতে পত্র আসিয়াছে নূতন চাকুরি লইতে সে ইচ্ছুক কিনা জানিবার জন্য। আমেরিকার এক য়ুনিভার্সিটি হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছে সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য। ট্রাভলিং ফেলোশিপ পাইলে সে আমেরিকা, জার্মানী বা ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত কিনা জানাইবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কোন বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞান বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য একটি স্কীম রচনার ভার দিয়াছেন তাহাকে।

অনেক রকম কাজের ডাক আসিয়াছে বিভিন্ন স্থান হইতে এক সঙ্গে, কাহার আহ্বানে সাড়া দেওয়া যায় এখনও স্থির করিতে পারে নাই। কলেজের জন্য স্কীমের খসড়া রচনা করিতে বসিয়াছিল সে কাগজপত্র সম্মুখে রাখিয়া। কিছুদূর চলিয়া কলমের গতিরুদ্ধ হইয়াছিল, কি একটা চিন্তার সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে মন পৌছিয়াছিল তাহার নিজের পুরাতন সমস্যার বিশ্লেষণে।

অদ্ভুত তাহার মানস-প্রকৃতি। ঝড়ের সংকেত পাইয়া দুই একটা বোকা পাখী খেয়ালের বশে কুলায় ছাড়িয়া ডানা মেলিয়া উড়িতে থাকে কালো মেঘের উদ্দেশে ঝড়ের মার খাইয়া মরিবার জন্য, সে দেখিয়াছে। কতকটা তেমনি নির্বোধের মত আচরণ করে তাহার মন সময়ে সময়ে। অতিরিক্ত আবেগ পঙ্গু করে সহজ বুদ্ধিকে, অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতা ব্যাধির মত পীড়া দেয়, অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা বেদনার পর বেদনার সূত্র আবিষ্কার করিয়া বেড়ায়। এই মানসিক গঠন তাহার বড় সমস্যা। সমস্যা না বলিয়া burden বলা চলে। সারা জীবন ধরিয়া সে বহন করিতেছে এ ভার যার অস্তিত্ব অন্যের অগোচর। কত শক্তি ব্যয় করিতে হয় ভারগ্রস্ত, দায়গ্রস্ত মনকে সুস্থ, স্বাভাবিক, দৈনন্দিন কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে। তাই কি তুলিতে পারে সব সময়ে?

ভাবিতে ভাবিতে নিজের মনকে প্রশ্ন করে, যে দেশবিভাগ সকলে মানিয়া লইয়াছে শুধু তোমাকে কেন সর্বদা পীড়িত করে তাহা? সাধারণ মানুষের যে অপরিসীম লাঞ্ছনা, দুর্গতি, বেদনা গত অল্প কয়েকটি বছরের মধ্যে চোখে পড়িয়াছে-

তাহার দর্শক তুমি তো একা নও, দেশের অগণিত লোক তাহা দেখিয়াছে, হা হুতাশ, গালাগালি করিয়াছে, সমবেদনা জানাইয়াছে। চোখের জল ফেলিয়াছে, যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আগাইয়াছে, তারপর ধীরে ধীরে সহিয়া লইয়াছে সব কিছু। শুধু দর্শকেরা নহে, ভুক্তভোগীরাও ভুলিয়া যাইতেছে সকল গ্লানি। তুমি কেন ভুলিতে পার না? এ প্রশ্নের উত্তর মিলে না। অনপনেয় গ্লানিবোধ ও বিষাদ অন্তরকে ক্লিষ্ট করিতে থাকে। কাজে আপনাকে ব্যস্ত রাখিতে চেষ্টা করে গৌতম, সে ভোলে নাই একবার তাহাকে শয্যা লইতে হইয়াছিল অন্তরে যে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সন্তাপে। তারপর হইতে সে সাবধান হইয়াছিল, মনকে বুঝাইত সে বুদ্ধদেব নয়, যিশুখ্রীষ্টও নয়, সকলের দুঃখের বোঝা নিজের কাঁধে বহিবার শক্তি ভগবান তাহাকে দেন নাই, অতি ক্ষুদ্র একজন মানুষ সে। সেই ক্ষুদ্র মানুষটির বাঁচিবার প্রয়োজন আছে তাহার নিজের জন্য।

তারপর বাঁচিবার তাগিদে আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে মন বৃহত্তর ক্ষেত্র ছাড়িয়া অজ্ঞাতসারে আশ্রয় লইল সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে। রাজনগর সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডী। ভারতের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি প্রত্যঙ্গ রাজনগর। অতীত রাজনগরের বর্তমান প্রতিনিধি গৌতম। গৌতম সেই বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ, অস্ত্রোপচারের বেদনা অনুভব করিয়াছে নিজের মধ্যে, রক্তস্রাবের দুর্বলতা অনুভব করিয়াছে।

ঘটনাচক্রে রাজনগর নামে পরিচিত গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছে গৌতমকে কিন্তু মনের শিকড়গুলি সে উপড়াইতে পারে নাই রাজনগরের মাটি হইতে। সে মাটি তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছে সেই শিকড়গুলির মধ্য দিয়া, স্নেহ, মমতা, ভক্তি, শ্রদ্ধার ফুল ফুটাইয়াছে তাহার মনে। আরও অনেক কিছু রহিয়া গিয়াছে সেই মাটি আঁকড়াইয়া।

মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগিয়াছে মনে রাজনগরের স্মৃতিকে এইভাবে আশ্রয় করা, ইহা কি escapism? ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে মন হইতে সন্দেহ, বারে বারে নিজের বুদ্ধিকে বলিয়াছে রাজনগর একটা আদর্শ, এই নিষ্পিষ্ট, গলিত আদর্শের শ্মশানে রাজনগর তাহার কাছে জীবন্ত আদর্শ, তাহার মনের আশ্রয়, তাহার হৃদয়ের সান্ত্বনা।

সহজ ও স্বাভাবিক হইবার চেষ্টা অনেকখানি সফল হইয়াছিল কিন্তু মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্যে, কাজের মধ্যে অজ্ঞাতসারে আপনাকে হারাইয়া ফেলে সে, মনে ভাসিয়া উঠে একটি চিত্র, অতর্কিতে চোরাবালির সহিত সংঘর্ষে চোখের সম্মুখে উৎসব-সাজে-

সজ্জিত, আলোক-সমুজ্জল, অগণিত যাত্রীবাহী বিরাট জলযানের মত তাহার আবাল্য পরিচিত জগৎ বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে, শত শত কণ্ঠের আর্তধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসে—

এই সময়ে তাহার জীবনে আসিল প্রেম, চোখের নেশা নয়, মনের নেশা নয়, সত্যকারের প্রেম। মরা গাঙে প্লাবন আসিল, শুকনো তরু অজস্র পুষ্পসম্ভারে সাজিয়া উঠিল। তাহার সকল সংশয়, দ্বিধার বাধা চূর্ণ করিয়া বিজয়িনী বেশে গোপা পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

অসামান্য শক্তিবলে একালের মেয়ে পল্লী-বাংলার সঙ্গে অপরিচিত গোপা তাহার জন্য নূতন করিয়া তৈয়ারী করিয়াছে আপনাকে। তাহার বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল সে, অন্তরের বিপুল ঐশ্বর্য দেখিয়া অভিভূত হইয়াছে। তাহার দুঃখের বোঝা যেন যাদুমন্ত্রে হালকা করিয়া দিয়া সুস্থ এবং স্বাভাবিক করিয়াছে তাহার জীবনকে। এতখানি পারিবে গোপা সে আশা করে নাই। তাহার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই গোপার প্রতি।

নূতন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইবার সময় আসিয়াছে, নিজের সামান্য শক্তি বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত করিবে এখন হইতে। অনেক জায়গা হইতে কাজের ডাক আসিয়াছে আজ, সাড়া দিতে—

পরদা সরাইয়া ঘরে ঢুকিল গোপা। দেখিল স্বামীর কলম গতিহীন, কিসের ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

স্বামীর এই চিন্তামগ্ন, ঈষৎ ক্লিষ্ট বসিবার ভঙ্গীর সহিত পরিচিত হইয়াছে গোপা। বিজ্ঞানের কোন দুরূহ প্রশ্নের সমাধানে ব্যস্ত নয় মাথা, কাজ করিতে করিতে হঠাৎ কোন ভাবনার সূত্র ধরিয়া মন পালাইয়াছে অনুভূতি-অবগাহনে। স্বামীর এই হঠাৎ-আসা অন্যমনস্কতার আবেশকে গোপা বলে দোটানার দ্বন্দ্ব, কখনও কৌতুক করিয়া বলে দোতারার দুই সুর।

চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া গোপা কাঁধে হাত রাখিতে চমকিয়া উঠিল গৌতম, বলিল, ওঃ তুমি।

কাজের চেয়ার ছাড়িয়া আরাম চেয়ারে গিয়া বসিল গৌতম, বলিল, হাতের কাজ শেষ হল না, এলোমেলো কত রকমের কথা মাথায় এসে গেল।

আরাম চেয়ারের পাশে বসিল গোপা, স্বামীর হাতের উপরে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, বড় বড় ভাব ভাবনা হীরে মুক্তোর গয়নার মত সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখতে হয় কৃপণের মত সব সময়ে, ওসব মূল্যবান অকেজো জিনিস যখন তখন

নাড়াচাড়া করবার ইচ্ছা হবে কেন ? আটপৌরে জগতে আটপৌরে ভাব ভাবনা নিয়ে চলতে হয়।

হাসিয়া গৌতম বলিল, আটপৌরে ভাব ভাবনা কাকে বলছ ?

গোপা কথা না বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

গৌতম। কিছু বলছ না যে ?

গোপা হাসিল, হুঁ বলছি।

হাসি-রঞ্জিত মুখে স্বামীর মুখের উপরে দৃষ্টি আবদ্ধ করিল গোপা, মৃদু গুঞ্জনে বলিল, মুখের চেহারা থেকে আন্দাজ করছি কি ভাবছিলে তুমি। একটা কথা মনে এল হঠাৎ, আগে সেই কথাটাই বলি। তোমার দোটানার সমস্যা সমাধানের একটা সূত্র পেয়েও যেতে পারো—

গৌতম। তাই নাকি ? বলো শুনি কি অসামান্য কথা এলো তোমার মনে।

চোখ বুঁজিল গোপা, স্বামীর কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, দোটানার কথা বার বার বল তুমি। তোমার ছেলেমেয়েরা দেখো দোটানা থেকে মুক্তি পেয়ে পুরো মানুষ হবার সুযোগ পাবে।

হাসিয়া গৌতম বলিল, এই অনাগত ভাগ্যবান ভাগ্যবতীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যি, অসামান্য তোমার—

মাথা তুলিয়াছিল গোপা স্বামীর কথা শুনিবার জন্য, বলিল, অমন করে হাসছ কেন ? থাক্ আর বলতে হবে না—

নিজের লজ্জারক্ত মুখখানি লুকাইল স্বামীর কাঁধে।

মিনিট দুই কাটিয়া গেল। গোপার মুখ তুলিয়া ধরিয়া গৌতম বলিল, এ রকম অসামান্য ভাবনার সামনে আমার সামান্য ভাবনার কোনই চান্স নাই টিকে থাকবার। ওঠো এবার।

গোপা। অমন করে বললে উঠবো না আমি। আমি কি বললাম আর কি ভেবে নিলে তুমি।

গৌতম। তোমার আশ্বাসে সত্যি আশ্বস্ত বোধ করছি, বিশ্বাস করো গোপা।

গোপার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গৌতম বলিল, আমাদের ছেলেমেয়েরা— হাঁ, রাজনগরের মাটিতে তারা ভূমিষ্ট হবে না, রাজনগরের আলো বাতাসে তারা বড় হবে না, রাজনগরের স্মৃতি, তার আদর্শ, তার সমৃদ্ধি, ধ্বংস, তার আনন্দ, বেদনা স্পর্শ করবে না তাঁদের মনকে—

সোজা হইয়া বসিল গোপা, স্বামীর দুই কাঁধে হাত রাখিয়া কোলের উপরে

নামাইয়া আনিল তাঁহার মস্তক, বলিল, চুপ করো, আমার কথা শোন"এবার। রাজনগরের বৌ আমি, আমার ছেলেমেয়ের রক্তে থাকবে রাজনগরের আভিজাত্য-বোধ, শুচিতা বোধ, মনে থাকবে রাজনগরের স্মৃতির প্রতি মমতাবোধ। তোমার মনের ক্ষোভ কি এতে মিটবে না ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল স্বামীর উত্তর শুনিবার জন্য। উত্তর আসিল না। তাঁহার চুলের মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, এবার খেতে চলো লক্ষীটি।

মৃদু কণ্ঠে গৌতম বলিল, আর একটু বসো, আর একটু থাকতে দাও এমনি করে। এত আশ্বাস সংসারে আছে ভাবতে পারিনি।

শুনিয়া মৃদু শিহরণ আসিল গোপার দেহে, মনে। নত হইয়া স্বামীর মাথায় ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সেই লাইন ক'টি মনে আছে ? কোথায় বক্ষে বিঁধি কাঁটা ?

দুই হাতে স্বামীর মস্তক বুকে চাপিয়া মুখ নত করিয়া গোপা বলিয়া চলিল,

কোথায় বক্ষে বিঁধি কাটা ফিরিলি আপন নীড়ে
হে আমার পাখি,
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা
কোথা তোরে রাখি।

গৌতম অনুভব করিতেছিল কণ্টক-বিদ্ধ পাখীর মত তাহার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত মন পরম সান্ত্বনা, পরম শান্তি পাইয়াছে কোমল বক্ষের আশ্রয়ে।

॥ পাঁচ ॥

জানুয়ারী মাস শেষ হইতে অল্প কয়েকদিন বাকী।

নূতন উদ্যমে গৌতম তাহার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে গোপার সঙ্গে কথা হইয়াছে। বছর দুইয়ের জন্য য়ুরোপ ঘুরিয়া আসা ভাল, অনেক নূতন জিনিস দেখিবার ও শিখিবার আছে। য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া চলে কিনা চিন্তা করা যাইবে। বিদেশে যাওয়া হইলে গোপাকে সঙ্গে লইতে হইবে সরস্বতী দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন। গৌতমকে একা ছাড়িয়া দিবেন না তিনি। যাহা হউক, পাকাপাকি এখনও স্থির হয় নাই কিছু।

পুরাতন সঙ্গীদের মধ্যে শেখরনাথ, কিংশুক, প্রসাদ, মৌলি এখন কলিকাতার বাহিরে। প্রসাদ প্রায়ই আশ্রম হইতে কলিকাতায় আসে, বাকী সকলে চিঠিপত্রে সংযোগ রাখিয়াছেন, নূতন খবর, নূতন অভিজ্ঞতার বিবরণ তাঁহাদের চিঠি পত্রে সে পায়। আলাপের সঙ্গী বলিতে আছেন হেম সংপতি। দিলীপবাবু কখন সখনো আসেন, অবসর পাইলে। সরকারী মহলের অনেক খবর দেন তিনি। হেম সংপতি কিংশুকের বাড়ীতে আসিয়াছে। আবার তাহার পুরাতন পেশা শেয়ার মার্কেটে কাজ আরম্ভ করিয়াছে সে। ব্যবসায়ী মহলের খবর আনে সংপতি। গভর্নমেণ্টকে তাহারা মুঠার মধ্যে আনিয়াছে একজোট হইয়া, পাকিস্তানে নিষিদ্ধ মালের চোরাই চালান দেয়, জোট বাঁধিয়া জিনিসের সাপ্লাই ও দাম নিয়ন্ত্রণ করে, আমদানি রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী নির্দেশ অমান্য করে।

কৌতুকজনক খবরও পাওয়া যায় সংপতির কাছে। বড় বড় শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের অনেকে culture ভক্ত হইয়াছেন। বাড়ীর রিসেপশান রুম সাজসজ্জায় ভারতীয় রুচি ও সংস্কৃতির প্রদর্শনীর স্থান হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি, রজনীগন্ধার স্তবক, ধূপদানে ধূপকাঠি, শোলার চাঁদমালা, চিত্রিত পোড়া মাটির পাত্র, এলোরা, অজন্তার ছবির সংগ্রহ, মার্বেল ও হাতির দাঁতের বুদ্ধ মূর্তি, তিব্বতী মুখোস, অনেক কিছু দেখা যায় সেখানে। বড় বড় কনট্রাক্ট সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিবার জন্য আমেরিকান, ইংরাজ ব্যবসায়ী দলের প্রতিনিধিদের বসানো হয় এখানে, ঘরে পা দিয়া তাঁহাদের মন বিশুদ্ধ ভারতীয়ানার পরিচয় পাইয়া পবিত্রতায় বিগলিত হইবে আশায়।

সংপতির সম্বন্ধে আরেকটুকু কথা বলিতে হয়। গৌতম জানে মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসংঘের সহিত সে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে কিছুদিন হইতে। রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাহার কথাবার্তায় উগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌতম লক্ষ্য করিয়াছে দিলীপবাবুর এত বন্ধু হইলেও ইদানীং তাঁহার উপস্থিতিতে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এড়াইয়া যায় সংপতি। গৌতমকে একা পাইলে খবর দেয়, তর্কবিতর্ক করে এই প্রসঙ্গ লইয়া।

সেদিন দিলীপবাবু ও হেম সংপতি এক সঙ্গে আসিল। কথাবার্তা চলিতেছিল দেশে যে অসন্তোষের ভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে লক্ষ্য করা যায় তাহার কারণ সম্বন্ধে। দিলীপ বাবুর আর্দালী আসিয়া জানাইল লাল বাজার হইতে ফোন আসিয়াছে এখনই যাইতে হইবে।

পুলিশের কাজে কত সুখ দেখছেন তো গৌতমবাবু, মন্তব্য করিয়া দিলীপবাবু বিদায় লইলেন।

সংপতি নড়িয়া বসিল তাহার আসনে। বলিল, দিলীপবাবু বলছিলেন অসন্তোষের উৎপত্তি হয়েছে frustration থেকে। আমি বলি দেশে শুধু frustration নয় resentment ও রয়েছে। frustration নিষ্ক্রিয়, resentment সক্রিয়।

গৌতম। তা বটে। Resentment না থাকলে demonstration হত না।

সংপতির মুখে গূঢ় হাসি দেখা দিল, বলিল, demonstration?

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে চাহিল গৌতম। কিছুক্ষণ কোন উত্তর দিল না সংপতি, মনে হইল কি ভাবিতেছে সে। তারপর মুখ খুলিল। বলিল, এই resentment এর প্রধান লক্ষ্য গান্ধীজী।

গৌতম। মানে তাঁর অহিংসা নীতি?

সংপতি। না। অহিংসা নীতি তাঁর creed, এর বিরুদ্ধে আপত্তি তত প্রবল নয় যত প্রবল তাঁর মুসলমান-তোষণ নীতির বিরুদ্ধে। অহিংসা নীতি প্রচার করতে গিয়ে মুসলমান-তোষণ নীতি প্রচার করেছেন বরাবর। এই তোষণ নীতি কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেছে। গান্ধীজীর পরামর্শে বা ইঙ্গিতে মুসলমানদের অন্যায় দাবিগুলো কংগ্রেস একটার পর একটা মেনে নিয়েছে। এই নীতির চরম ফল দেশবিভাগ।

চক্রবর্তী রাজগোপালের কুখ্যাত ফরমুলা মেনে নিয়েছিলেন গান্ধীজী। কলকাতা এবং নোয়াখালিতে মুস্লিম atrocities এর পেছনে যার হাত ছিল লীগদলের সেই

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন তিনি। দেশবিভাগের আগে ও পরে মুসলমানদের বীভৎস হত্যা, লুট, অগ্নিকাণ্ড নারী-ধর্ষণ, নারী বিক্রয়, জোর করে ধর্মান্তরকরণের পরেও ভাঙ্গী কলোনীতে হিন্দুমন্দির প্রাঙ্গনে কোরাণ থেকে উদ্ধৃতি শুনাইয়া হিন্দুদের অপমান করছেন তিনি। কাশ্মীর আক্রমণ এবং কাশ্মীরে নৃশংস অত্যাচারের পরেও পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে ভারতগভর্ণমেণ্টকে বাধ্য করবার জন্য অনশন করেছেন তিনি।

বিস্মিত হইয়া সৎপতির বক্তৃতা শুনিতেছিল গৌতম, ভাবিতেছিল কি বলিবার ভূমিকা হিসাবে এই সব পুরাতন কথার উল্লেখ করিতেছে সৎপতি? কথার মোড় ফিরাইবার জন্য বলিল, দেশবিভাগের জন্য শুধু মহাত্মাজীকে দায়ী করছেন কেন?

সৎপতি। He is the most responsible and answerable person for it. তাঁর সমর্থন না থাকলে দেশবিভাগের প্রস্তাব পাশ হত না। But he had not the guts to face up his power-greedy lieutenants. কোন কোন নেতা বলেছেন পাকিস্তান না মেনে নিলে স্বাধীনতা পেত না হিন্দুরা। নেতাদের কৃত কার্য সমর্থনের জন্য কি চমৎকার যুক্তি! গান্ধীজীর দলের কোন কোন নেতা আবার বলে বেড়ান নিজেদের শক্তির বলে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন তাঁরা। নিজেদের শক্তির বলে? স্বাধীনতা ভিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা। শক্তির বলে স্বাধীনতা অর্জন করলে ইংরাজ কি স্বাধীনতা ভিক্ষা দেবার আগে পাকিস্তান কবুল করিয়ে নিতে পারত?

এ সব কথায় কান ছিল না গৌতমের, সে ভাবিতেছিল সৎপতির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলা যায়। কিসের সূচনা করিতেছে এ পরিবর্তন? সৎপতি থামিতে সে বলিল, যার বিরুদ্ধে যত রাগ মহাত্মাজীর একাউণ্টে জমা করছেন আপনারা। কিন্তু কেন?

সৎপতি। দেশের অন্য নেতারা গান্ধীজীর হাতের পুতুল। যে তাঁর ইঙ্গিতে চলতে চায় না তাকেই তিনি শেষ করে দেন অহিংস উপায়ে, যেমন দিয়েছিলেন নেতাজীকে, যেমন সর্দার প্যাটেলকে দিয়েছেন, অবশ্য পুরোপুরি নয়। দেশের রাজনীতির ওপর, দেশের গভর্ণমেণ্টের ওপর তাঁর অস্বাস্থ্যকর তোষণ নীতির প্রভাব আরও গুরুতর অমঙ্গলের সৃষ্টি করবে ভবিষ্যতে।

একটু থামিয়া বলিল, স্বাধীনতার নামে যা পেয়েছি আমরা, যে মূল্য দিয়ে পেয়েছি, তাতে করে frustration এসেছে। যেটুকু পাওয়া গেছে তা ব্যর্থ করে দেবার জন্য গান্ধীজীর চেষ্টার ফলে এসেছে resentment.

গৌতম। গান্ধীজীর চেষ্টা? আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না হেমবাবু।

সৎপতি। তাঁর তোষণ নীতির ফলে দেশবাসীর মন অপমানের গ্লানিতে ক্ষুব্ধ হচ্ছে, গভর্ণমেণ্টের কর্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, গভর্ণমেণ্টের প্রেষ্টিজ নষ্ট হচ্ছে। ভারতের পোলিটিক্সের, ভারতের রাষ্ট্রনীতির মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন তাঁর অহিংসা এবং তোষণ নীতির কবল থেকে।

গৌতম নীরব রহিল।

সৎপতি বলিয়া চলিল, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হচ্ছে বাইরের মুসলমানদের এবং ভেতরের গান্ধীজমের আক্রমণের ফলে।

দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল গৌতমের। নীরবতা ভাঙ্গিয়া বলিল, এ সব কথা থাক হেমবাবু। কি হবে জানি না। শুনেছি কোন মহলে secret activities চলছে। প্রো-মুশ্লিম নেতাদের সরিয়ে দেখা, গভর্ণমেণ্টের পরিবর্তন করা, পাকিস্তান আক্রমণ করা, নানা রকম উড়ো গুজব কানে আসছে। পুনা, গোয়ালিয়র, আলোয়ার থেকে অনেক প্রচারক এদিকটাতে এসেছেন এ কথাও শুনেছি। দেশের মঙ্গল যাঁরা চান এ সব পাগলামির প্রশয় দেয়া উচিত নয় তাঁদের।

ম্লান হাসি দেখা দিল সৎপতির মুখে, দেশে যা চলেছে তাকেই বা সুস্থ মস্তিষ্কের কাজ বলব কেমন করে? আচ্ছা, থাক এ সব কথা, এবার উঠি তাহলে।

গৌতম। বসুন, কফির কথা বলেছি। যে সব কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন আপনি মাথা ঘুরে গিয়েছিল শুনে।

সৎপতি। আমার মুখেই কি প্রথম শুনলেন এসব কথা?

গৌতম। না। কিছুদিন হতে নানা জায়গা থেকে কানে আসছে এই ধরণের কথা। cash balances এর ব্যাপারের পরে হঠাৎ যেন বেড়ে গিয়েছে। দেশের কিছু লোকের মধ্যে কানাকানিতে যে সব কথার আলোচনা চলছিল আপনার খোলাখুলি কথার মধ্যে তার রুদ্ররূপ দেখে ভয় পেলাম। জানিনা মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরণ কিসের সংকেত।

কফি আসিল। কফি খাইতে খাইতে শেয়ার মার্কেটের প্রসঙ্গ তুলিল সৎপতি। তারপর হায়দারাবাদ ও Security council এর কথা উঠিল। ইচ্ছা করিয়া সে পুরনো প্রসঙ্গ এড়াইয়া চলিল।

মাদ্রাজ হইতে মঞ্জরীর চিঠি পাইল গোপা। গৌতমের কাছে এই চিঠি উল্লেখ করিয়া বলিল, মঞ্জুর সঙ্গে মৌলির নিয়মিত চিঠিপত্র চলে জানো?

হাসিয়া গৌতম বলিল, তুমি বলছ তাই জানলাম।

গোপা। মঞ্জরী লিখেছে মৌলি একটা স্কলারশিপ পাচ্ছে দু'বছরের জন্য, য়ুরোপ যাবে। দু' একমাস লাগবে সব ব্যবস্থা ঠিক করতে।

গৌতম। সুখবর। চাকুরি করে টাকা জমিয়ে বাইরে যাবে মনে করছিল মৌলি, সে কষ্ট স্বীকার করতে হল না। মঞ্জু খুশী হয়েছে এ খবর পেয়ে?

গোপা। লিখেছে, তোমরা খুশী হবে একটা খবর শুনে, নিজের খুশির কথা লেখেনি। আমি ভাবছি কি জানো?—

গৌতম। বোধহয় জানি, তবে মৌলির প্ল্যান কি জানি না। আচ্ছা, মৌলি-মঞ্জুর ব্যাপার বন্ধুত্ব না বন্ধুত্বের চাইতে গভীরতর জানো কি? মঞ্জুর চিঠির ভাবে কি মনে হয়?

গোপা। মৌলি মন খুলে কিছু বলছে মনে হয় না, মঞ্জু কষ্ট পাচ্ছে। একটু হাসিয়া বলিল, যেমন আমাকে পেতে হয়েছিল।

গোপার কথা শুনিয়া একটু হাসিল গৌতম। বলিল, মঞ্জু যদি কষ্ট পায় মিথ্যা হবে না তা। Let them wait, দু'জনের বয়স বাড়ুক বছর দুই।

পরদিন মণিমালার চিঠি আসিল গোপার নামে। খামের মধ্যে গৌতমের নামে কিংশুকের কয়েক ছত্রের চিঠি ছিল।

মণিমালা লিখিয়াছে, তাহারা রায়পুরে বেড়াইতে গিয়াছিল লতাদির নিমন্ত্রণ পাইয়া। তাহার নূতন ঘর সংসার দেখিয়া আসিল। গোবিন্দপুরের খাদি আশ্রমের অনুকরণে ছোটখাট আশ্রম তৈয়ারী করিয়াছে লতাদি ও তাহার স্বামী বিনয়বাবু মিলিয়া। দুইজনে সারাদিন কাজ করে। কয়েকটি আদিবাসী ছেলেমেয়ে আশ্রমে মানুষ হইতেছে। বেশ লাগিল লতাদি ও তাহার স্বামীকে দেখিয়া, তাহাদের কাজ দেখিয়া। আবার আসিবার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করিল।

সরিৎ ও প্রসাদ পলাশডাঙা আশ্রমে রহিয়াছে কিছুদিন হইতে। সরিতের চিঠি আসিল গোপার নামে। অন্যান্য কথার পর সরিৎ লিখিয়াছে, তোমরা দু'জন কবে আসছ আশ্রমে? দুর্গা বার বার জিজ্ঞাসা করে তোমাদের আসবার কথা। তারাদি এখানে এসে খুব জমিয়ে নিয়েছেন সকলের সঙ্গে। শেখরদা এখানে পাকাপাকিভাবে থাকবেন মনে হচ্ছে। শেখরদা ও তারাদি একটা কথা তোমাকে জানাতে বললেন। তোমার বোন মঞ্জরী চিঠি লিখেছে তারাদিকে। তুমি তোমার বাবা মাকে লিখো মঞ্জরীর বিয়ে তাঁরা এখন দিতে চান কিনা।

শেখরনাথের চিঠি আসিল গৌতমের নামে। তিনি লিখিয়াছেন, কিছুদিন আগে তোমাকে যে চিঠি লিখেছিলাম তার প্রাপ্তি স্বীকার করেছ মাত্র। সময়

পেলে দু' চার ছত্র জবাব দিয়ো। নূতন একটা উপলব্ধির কথা তোমাকে লিখব বলে আবার কলম ধরলাম।

বেশ শীত পড়েছে এখানে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদে পিঠ দিয়ে শীত উপভোগ করছিলাম ক'দিন। সন্ধ্যাতারার আনা গোলাপের চারার কুঁড়ি বেরিয়েছে দেখলাম। নদীর ওপারে টিলার গায়ে পলাশ গাছে ফুল ফুটেছে বাঁধের 'পার থেকে চোখে পড়ল। গভীর নীল আকাশ, ঝরঝরে আলো, মিষ্ট রৌদ্র-স্নাত পৃথিবীর টলটলে রূপ এই বয়সে প্রায় যৌবনের লঘুতার আমেজ এনেছিল দেহে, মনে। এত সুখ সইলে হয় ভাবছিলাম। সইল না ঠিক। কাল দুপুর থেকে আকাশে বিপর্যয় এনেছে পাঁশুটে রঙের স্তূপ স্তূপ মেঘ, ম্লান হয়ে গেছে পৃথিবীর এত সৌন্দর্য। চেয়ে দেখছিলাম কি বিশ্রী চেহারা মেঘের। বড় খারাপ হয়েছে মন। অনেকদিন পরে হঠাৎ-দেখা-হওয়া ভালবাসার জনের মত যে নরম, সুমিষ্ট, হাল্‌কা ভাবটি এসেছিল মনে, আকাশ-ভরা আবর্জনা স্তূপের মত কদর্য চেহারার মেঘ তাড়িয়েছে সে ভাবকে, তার জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছে মাথায় ঝুড়ি ঝুড়ি বাজে চিন্তা। শুধু বাজে নয়, মন-মরা চিন্তা, আজকার পৃথিবীর মন-মরা ভাবের মতই।

এই বাজে, মন-মরা চিন্তার ভাগ তোমাকে দেব বলে চিঠি লিখতে বসেছি।

আধঘণ্টা ধরে একটা কাণ্ড দেখছি। মাথার ওপরে মরা-আকাশে পলাশী নদীর ওপারে, দূরে, আকাশ যেখানে পৃথিবী ছুঁয়েছে বলে মনে হয় সেই কোণে লালচে বিদ্যুতের রেখা চিকচিকিয়ে উঠছে থেকে থেকে। চেয়ে দেখতে দেখতে একটা কথা মনে এসে গেল, the leopard is licking its wound. সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অনেকদিন আগের এক শিকারের অভিজ্ঞতা, পঞ্চক্রোশীর জয়কালী বাড়ীর পেছনের জঙ্গলে। It was a sad experience. The wounded leopard finished off an unwary beater.

এই সাদৃশ্যের কথা মনে উঠল কেন অনুসন্ধান করতে লাগলাম। আমার sub conscious মনোভাবের ছায়া বোধ হয়। সাব-কনশাস মাইণ্ডে একটি ছদ্মবেশী চিন্তা আনাগোনা করছে বেশ কিছুদিন থেকে, কি হবে এর পর? হঠাৎ একটা প্রবল আঘাত পেয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়েছে জাতির মন। কি হবে এর প্রতিক্রিয়া? যে সাদৃশ্যের কথা মনে এল সেটা কি এই ছদ্মবেশী চিন্তার প্রতিচ্ছায়া? বোধহয়।

তুমি জানো আমার মনের মধ্যে যে অস্বস্তিবোধ জমে উঠেছিল তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, শান্ত আবহাওয়ায় মনের শান্তি ফিরে পাবার আশায় কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছি। বেশ ছিলাম গৌতম। কিন্তু দু'দিন হল আগের সেই

অস্বস্তিবোধ পুরনো কলিক ব্যথার মত হঠাৎ চেগে উঠেছে। চেপে দিতে পারব ভেবেছিলাম, দিয়েও ছিলাম, কিন্তু আকাশে ঐ পাঁশুটে মেঘ চিরে থেকে থেকে চিকচিকিয়ে ওঠা লাগচে, কর্কশ জিহ্বার মত বিদ্যুৎবিকাশ তীব্র করে তুলেছে অস্বস্তিবোধ, অনির্দিষ্ট অস্থিরতা পাঁশুটে মেঘের মত মলিন করছে আমার মনের আকাশ, কেবলই মনে হচ্ছে yes, the leopard is licking its wound.

আরও কিছু লিখব ভেবেছিলাম। পারলাম না, বড্ড বিশ্রী লাগছে।

॥ ছয় ॥

হেম সংপতির সঙ্গে সেদিনের আলাপের ফলে একটা বিশ্রী স্বাদ গৌতমের মনে লাগিয়া রহিয়াছিল, কোনমতে তাহা ভুলিতে পারিতেছিল না। শেখরনাথের চিঠি পড়িয়া অনির্দিষ্ট আতঙ্কবোধ জাগিয়া উঠিল মনে। জোর করিয়া এই আতঙ্কবোধ চাপিয়া রাখিয়া দৈনন্দিন কাজ করিতে লাগিল। দিন দুই কাটিল। তৃতীয় দিন শরীর একটু খারাপ বোধ হওয়াতে সকাল সকাল কলেজ হইতে ফিরিল। ফিরিয়া কি একটা কাজের জন্য হেম সংপতির খোঁজ লইতে পাঠাইল ভৃত্যকে। ভৃত্য খবর আনিল সকালে উঠিয়া সংপতি বাহিরে গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে যাইতেছে, প্রসাদ আসিল।

প্রসাদ আশ্রমে ছিল, সেদিন দুপুরে আসিয়াছে। তাহার আসিবার কথা জানিত না গৌতম। বলিল, কবে এলেন আপনারা?

হাসিয়া প্রসাদ বলিল, আপনারা আসেননি, আমি এসেছি কাজে, পরশু ফিরব। প্রেসে যাচ্ছিলাম, তোমাদের খবর নেবার জন্য নামলাম।

গোপা বাহিরে আসিল খবর পাইয়া। প্রণাম করিয়া বলিল, আসুন চা তৈরী। সরিতদি এলেন না?

প্রসাদ। না। আমি একা এসেছি একটু জরুরী কাজে। তোমাদের খবর নিয়ে গেলাম, এবার যাই।

গোপা। চা তৈরী দাদা, খেয়ে যান। ফিরে এখানে আসবেন, রাত্রের খাবার তৈরী রাখব।

এড়াইতে না পারিয়া চা ও কিছু মিষ্টি খাইয়া প্রসাদ চলিয়া গেল, ফিরিবার পথে

এখানে নামিবে স্বীকার করিয়া। বলিল, অনন্তকে পাঠিয়ে একটু খবর দিয়ো বাড়ীতে।

চা খাইয়া গৌতম উঠিল, বলিল, হাতে কাজ জমেছে, ওপরে যাই, তুমি তো ব্যস্ত থাকবে এখন?

হাসিয়া মাথা হেলাইল গোপা। পড়িবার ঘরে গিয়া বসিল গৌতম।

বার্লিনের একখানি চিঠির উত্তর লিখিতেছিল গৌতম, আধ ঘণ্টা পার হয় নাই কাজে বসিবার পরে, অনন্ত খবর দিল দিলীপবাবু আসিয়াছেন।

গৌতম। ওঁকে বসাও, নীচে যাচ্ছি।

অনন্ত। গাড়ীতে বসে আছেন বাবু, বললেন একটা খবর আছে বাবুকে একটু ডেকে দাও, নামবার সময় নাই।

শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল গৌতম। জামা গায়ে দিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল অফিসের গাড়ীতে বসিয়া আছেন দিলীপবাবু, মুখ গম্ভীর।

গৌতম বলিল, কি ব্যাপার দিলীপবাবু? নামবেন না?

দিলীপবাবু। সময় নাই। খারাপ খবর আছে, কাছে আসুন।

গাড়ীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল গৌতম। নিম্ন স্বরে দিলীপবাবু বলিলেন, খুব খারাপ খবর। দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় পিস্তলের গুলিতে মহাত্মা নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়নি। বোধহয় রেডিওতে খবর পাবেন একটু পরে। অফিসে চললাম।

গাড়ী চলিয়া গেল।

স্তম্ভিত হইয়া চলমান পুলিশের জীপ গাড়ীর দিকে শূন্য দৃষ্টিতে গৌতম চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর নীচের বসিবার ঘরে উঠিয়া আসিল। তাহার পা কাঁপিতেছিল, মুখের চেহারা পাংশু। ঘরে ঢুকিয়া গৌতমের চেহারা দেখিয়া ভয় পাইল অনন্ত। ভিতরে গিয়া সরস্বতীকে বলিল, শীগগির আসুন মাসীমা। দিলীপ বাবুর মুখে কি খবর শুনে কেমন হয়ে গেছেন দাদাবাবু।

চমকিয়া উঠিলেন সরস্বতী, বলিলেন, গোপাকে ডেকে আন।

বসিবার ঘরে ঢুকিয়া গৌতমকে জড়াইয়া ধরিলেন সরস্বতী। বলিলেন, চেয়ারে বোস, পড়ে যাবি যে।

ধরিয়া চেয়ারে বসাইলেন গৌতমকে। উদ্বিগ্ন মুখে গোপা ঘরে আসিল।

স্বামীর পাংশু মুখের দিকে চাহিয়া ভীতভাবে বলিল, কি হয়েছে মাসীমা, অমন মুখের চেহারা হয়েছে কেন ওঁর?

গোপার উদ্বেগ ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে চেতনা ফিরিল গৌতমের। বলিল, দিলীপবাবু এইমাত্র খবর দিলেন মহাত্মা গান্ধীকে কে গুলির আঘাতে হত্যা করেছে দিল্লীতে। শুনে মাথা ঘুরে উঠেছিল।

স্তম্ভিত হইল উভয়ে খবর শুনিয়া। একটু পরে সরস্বতী বলিলেন, শোবার ঘরে ওকে নিয়ে যাও গোপা, কিছুক্ষণ শুয়ে থাক।

গোপার সঙ্গে উপরে উঠিল গৌতম। শয়নকক্ষে না গিয়া উপরে বসিবার ঘরে গিয়া সোফায় দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

পাশে দাঁড়াইয়া স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল গোপা, তাহার দুই চোখে অশ্রু। মৃদু কণ্ঠে বলিল, চলো, শোবে।

মাথা তুলিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিল গৌতম। নত হইয়া আঁচলে স্বামীর চোখ মুছাইয়া গোপা আবার বলিল, শোবে কিছুক্ষণ, চলো।

রেডিও খুলে দিয়ে ব'সো এখানে, গৌতম বলিল।

রেডিওতে খবর আসিল। একটু পরে জানানো হইল মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী ধরা পড়িয়াছে। হত্যাকারী মারাঠি হিন্দু, নাম নাথুরাম বিনায়ক গড়সে।

খবর শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল গৌতমের বুক ভাঙিয়া।

হাতে একখানি খবরের কাগজ লইয়া প্রসাদ ফিরিল ঘণ্টাখানেক পরে। উপরে বসিবার ঘরে গিয়া গৌতমের পাশে বসিল।

নীরবে উভয়ে ভাবিতে লাগিল কত কথা, ভাবনার শেষ নাই।

* * *

পরদিন সকালে প্রসাদ আশ্রমে চলিয়া গেল।

গৌতম ও গোপা উপবাস করিল সেদিন। বিকালে গৌতম খালি পায়ে গঙ্গার ঘাটে গেল অগণিত জনতার সঙ্গে মিলিয়া।

দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ নগ্নপদে ঘাটে চলিয়াছে মহাত্মাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে, তর্পণ করিতে। সংকীর্তনের বহু দল চলিয়াছে গঙ্গার ঘাটের দিকে মহাত্মাজীর প্রিয় ভজন রামধুন গাহিতে গাহিতে

রঘুপতি রাঘব রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।
মঙ্গল পরশন রাজা রাম
পতিত পাবন সীতারাম।...

মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠিতেছে—মহাত্মা গান্ধী কি জয়!

জনতার সঙ্গে চলিতে চলিতে গৌতমের চোখে পড়িল পথের পাশে এক দোকান ঘরের রকের উপরে দাঁড়াইয়া হেম সংপতি জনতার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল গৌতম। দোকানের কাছে আসিতে দেখিল সংপতি দোকানঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। দোকানের মধ্যে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিতেছিল মহাত্মাজীর প্রিয় কবিগুরুর গান

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা
ধারায় এসো—

দেশের বিভিন্ন স্থানে যে অশান্তি এবং দেশময় যে উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশে শোক সভা হইল, মহাত্মাজীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল দেশবাসী। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমে, ভারতের সকল পুণ্যতোয়া নদীতে এবং সাগরের জলে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম বিসর্জন করা হইল। পৃথিবীর বহু দেশের প্রধান ব্যক্তিগণ 'মানুষের রাজা' মহাত্মাজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাইলেন।

মর্মান্তিক আঘাতের বেদনা ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল গৌতমের মনে দৈনন্দিন কর্তব্যের তাগিদে।

ইতিমধ্যে আশ্রম হইতে শেখরনাথের এবং কাশী হইতে কিংশুকের চিঠি পাইয়াছিল গৌতম। শেখরনাথের চিঠি কয়েক ছত্রের এবং ইংরাজিতে লেখা। শেষ ছত্রে লিখিয়াছেন, It is agonising to think that the old man had to pay for 'the sins of omission and commission of others. কিংশুকের চিঠিও সংক্ষিপ্ত। সে লিখিয়াছে, ভারতের আধুনিক ইতিহাসের মহত্তম দেশসেবককে আজীবন দেশসেবার এই চরম পুরস্কার দিবার আয়োজন চলছিল কিছুদিন হতে। কর্তারা না বুঝলেও মহাত্মাজী বুঝেছিলেন, তাই বলেছিলেন কেউ তাঁকে হত্যা করতে চাইলে প্রার্থনা সভা তার উপযুক্ত স্থান। শেষ উপবাস ভঙ্গ করবার পরে মানুষের সেবা করবার জন্য একশ পঁচিশ বছর পরমায়ু কামনা করেছিলেন মহাত্মাজী, কিন্তু ভাল করেই বুঝেছিলেন তিনি যে সেবার পথে অগ্রসর হবার বাধা হয়েছে dead wall. নোয়াখালিতে পেয়েছিলেন মুসলমানের বিরোধিতার dead wall, দিল্লীতে পেলেন হিন্দুর বিরোধিতার dead wall. বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে হয়ত আরও কত অপ্রীতিকর, নিরাশাজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হত দেশের পরিবর্তিত আবহাওয়ায়। এ ভালই হল যে শহীদের মৃত্যু এসে তাঁর দীর্ঘ, কর্মক্লান্ত জীবনের অবসান রচনা করল।

সকলের শেষে আসিল শঙ্করের চিঠি দিল্লী হইতে।

শঙ্কর লিখিয়াছে, পিতার হত্যার পরে দেবদাস গান্ধী বলেছিলেন পাগলের কাণ্ড। পাগলের কাণ্ড যে নয় পুলিশের চেষ্টায় বড় রকমের ষড়যন্ত্রের আবিষ্কারে তা প্রমাণ হয়েছে। এ ষড়যন্ত্রের কথা হত্যার আগে কেন জানা যায় নি এ প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কৈফিয়ৎ দিয়েছেন Intelligence Department-এর শতকরা ৮০ ভাগ পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পাগলের কাণ্ড যে নয় তার আরও প্রমাণ হত্যাকারী বলে ধৃত মারাঠি যুবকের আচরণ ও উক্তি। He is unrepentant. তার কথা he has done a service to the country, ভবিষ্যতে সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ তার কর্মের প্রকৃত মূল্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন।

কয়েকটা জায়গায় যে অশান্তি ঘটেছে তার মূলে কম্যুনিষ্টদের হাত রয়েছে। কম্যুনিষ্টদের শোকপ্রকাশও মেকি এবং উদ্দেশ্যমূলক।

মহাত্মাজীর প্রধান দু'জন সহকর্মীর মধ্যে সর্দার প্যাটেল বেশী আঘাত পেয়েছেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর সত্যই মতভেদ ঘটেছিল। হত্যার দিন তাঁর সঙ্গেই মহাত্মাজীর শেষ আলাপ হয়েছিল প্রার্থনা সভায় যাবার আগে। সর্দার প্যাটেল মন্ত্রীসভা হতে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য গান্ধীজী বুঝাইতেছিলেন। কথাবার্তায় একটু দেরি হওয়ায় সর্দারকে বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনা সভায় আসছিলেন মহাত্মাজী। হত্যাকারী প্রণাম করবার ভঙ্গীতে নত হয়ে তাঁর পথ রোধ করে পিস্তল বের করে তিনটি গুলি চালায়। গুলি লাগতে হে রাম! বলে মহাত্মাজী পড়ে যান মাটিতে। নির্বাক, শোকাভিভূত, বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ সর্দার ৬ মাইল পথ শবানুগমন করেন বিড়লাভবন থেকে যমুনার রাজঘাট পর্যন্ত।

মহাত্মাজীর হত্যার প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল জানিয়েছেন বোমা বিস্ফোরণের পরে বিড়লাভবনে ও প্রার্থনা সভায় কিরূপ বিস্তারিত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রার্থনা সভায় আগত অপরিচিত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাস করিবার প্রস্তাব মহাত্মাজী স্বয়ং বাতিল করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, "The assassination was the direct conseqence of the mistakes that attended the partition." বলেছেন, he warned Mahatmaji that the last fast would lead to dangerous consequences."

অভিজ্ঞ মহল জানে মহাত্মাজীর শেষ উপবাসের উৎসাহদাতা স্বয়ং লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। পার্টিশান নাটকের নায়কও তিনি। তবু এ কথা বলতে হবে

মহাত্মাজীর হত্যার পরে গভর্ণমেণ্ট এবং দেশ যে অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল দ্রুত ব্যবস্থায় তা আয়ত্তে এনে ফেলবার সাফল্যের বড় একটা অংশ লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের। তাঁর সব চাইতে বড় কাজ মহাত্মাজীর মৃতদেহের সম্মুখে প্রধানমন্ত্রী এবং সর্দার প্যাটেলের পুনর্মিলন সাধন। তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময়ে মহাত্মাজী জানিয়েছিলেন উভয়ের পুনর্মিলন ঘটানো তাঁর সব চেয়ে বড় সাধ, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মুখে এই কথা শুনে ভারতের দুই প্রধান ব্যক্তি পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিলেন।

কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে রাজঘাটে মহাত্মাজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে আলোচনা হচ্ছিল। একজন প্রবীণ বিদেশী সাংবাদিক ঈষৎ আদ্র কণ্ঠে কয়েকটি কথা বললেন, গান্ধী হত্যার পাপ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী চোখের জলে ধুয়েছে। শহীদের মৃত্যু গান্ধীর জীবনব্যাপী সেবার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায়। উত্তেজনা ও বিতর্ক শান্ত হয়ে এলে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের রাজা হয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন তিনি। একটা নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন গান্ধী, মানবজীবনের আত্মিক সত্য ও মূল্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন। আবার বললেন, গান্ধী ছিলেন নিউ টেষ্টামেণ্টের বাণী, শত্রুকেও ভালবাসার দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে দেখা যায়। মৃত্যুর পরে মানুষের সর্বকালের সম্পদ হয়ে থাকবেন তিনি।

আরতি রায় গিয়েছিলেন ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম বিসর্জনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাঁর কাছে শুনলাম ভারতের সকল পুণ্যতোয়া নদনদীতে গঙ্গা ও সাগর সঙ্গমে, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, মানস সরোবরে এবং নীলনদের উৎসে মহাত্মাজীর চিতাভস্ম বিসর্জিত হবে। বললেন, এমন মহান পুরুষ বুদ্ধের পরে ভারতবর্ষে আর জন্মেন নাই, তাঁর চিতাভস্ম এইভাবে বিসর্জনের আইডিয়ার মধ্যে sublime grandeur আছে।

আমার এক আমেরিকান সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এক বিচিত্র কাহিনী শুনলাম। যে ভবনে মহাত্মাজী নিহত হয়েছিলেন তাঁর হত্যার সাতদিন পরে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। অর্থমন্ত্রী এবং কয়েকজন ব্যবসায়ী ধণিক এসেছিলেন ভোজসভায়। ভোজনের সময়ে আলোচনা চলল ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের চুক্তি, তুলা, পাট, খাদ্যশস্য আমদানি রপ্তানী ইত্যাদি সম্বন্ধে। বন্ধু বললেন সাতদিন আগে এখানে যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল তার কথা মনে পড়ায় বড় অদ্ভুত লাগল এই দালালী আলোচনা।

ইহার পরে পুনশ্চ দিয়া শঙ্কর লিখিয়াছে, চিঠিখানা দু'দিন আগে লিখেছিলাম,

এখন মনে পড়ছে না আর কি লিখতে চেয়েছিলাম চিঠিতে। ইতিমধ্যে অন্য খবর দু'একটা যা জমা হয়েছে তাই জানিয়ে চিঠি শেষ করছি।

মৌলি বোধ হয় হপ্তা তিনেক পরে কলকাতা যাচ্ছে এখানকার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে। তার বাইরে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়েছে বলল। কাল সে মাদ্রাজ যাচ্ছে, ফিরে এসে বাড়ী যাবে। মৌলির হঠাৎ মাদ্রাজ যাবার কারণ কি বুঝলাম না। ও কিছু বলল না, তাই কোন প্রশ্ন করলাম না। আজ সকালে আরতির কাছে তার মাদ্রাজ যাবার হেতু শুনলাম। বৌমাকে খবরটা দিয়ো।

আরতিও বাইরে যাচ্ছে। যাবার আগে একবার কলকাতা যেতে চায়। তার কথা, আমাকেও যেতে হবে তার সঙ্গে। মাকে কথাটা জানিয়ে যদি অনুমতি পাও please arrange for a short, simple ceremony. ভেতরে ভেতরে ও যে ceremonyর এত ভক্ত সম্প্রতি জানতে পারলাম। মার অনুমতি না পেলে আরতি বিয়েতে রাজি নয়, বলে যেমন চলছে তেমনি চলবে। মাকে আলাদা চিঠি লিখছি।

একটা দরকারী কথা ভুলে গিয়েছিলাম! আরতি দশ কপি Resurrection of India চায়, বাইরে নিয়ে যাবে বলছিল। এইমাত্র চেক ও স্লিপ পাঠিয়েছে লোকের হাতে। বইগুলো এনে নিজের কাছে রেখো।

॥ সাত ॥

শঙ্করের চিঠি পড়িয়া ৩০শে জানুয়ারীর পরে এই প্রথম গৌতমের মুখে স্বচ্ছন্দ হাসি দেখা দিল। গোপাকে দেখাইবে বলিয়া টেবিলে চাপা দিয়া রাখিল। তারপর একটা ফাইল খুলিয়া পড়িতে বসিল।

শাঁখের শব্দ হইল। গোপা সন্ধ্যা দিতেছে। সন্ধ্যা দেওয়া শেষ হইলে গৌতম নিজের ঘরে থাকিলে গোপা আসিয়া বসে কিছুক্ষণ। তারপরে সরস্বতীর কাছে যায়। তাঁহার রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করে। জপ শেষ করিয়া সরস্বতী কিছুক্ষণ গল্প করেন গোপার সঙ্গে।

এই গল্পের বিষয় বেশীর ভাগ পুরাতন কাহিনী। রাজনগরের দুই পরিবার, ভূস্বামী এবং কুলগুরুর পরিবার কেমন করিয়া আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হইল তাঁহার জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মীর গৌতমের পিতা ইন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বিয়ের ফলে সরস্বতী গল্প করেন। রাজনগরের প্রাচীন বৈভবের কথা, সেকালের আনন্দ উৎসব, পূজা পার্বণ,

ব্রত, আচার, রীতিনীতির কথা বলেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী তারাপুরের কথা, তাঁহার স্বামী ব্রজনাথ, দুই দেবর আদিনাথ ও সোমনাথ এবং খুড় শ্বশুর রঘুনাথ কিভাবে স্বদেশ প্রেমের অপরাধে রাজরোষে দগ্ধ হইয়াছিলেন সে ইতিহাস বলেন। তাঁহার অগ্রজ দেবানন্দ যিনি কলেজে পড়িবার সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আটান্ন বছরের জীবনের মধ্যে ত্রিশ বছর, জেল, দ্বীপান্তর, নির্বাসনে কাটিয়াছিল তাঁহার বিচিত্র জীবন কাহিনী বলেন। আরও কত প্রসঙ্গ, কত লোকের কাহিনী, কত সুখদুঃখের কথা আসিয়া পড়ে গল্পের মধ্যে।

মাসীমার মুখে এই গল্প শোনা গোপার কাছে বড় আকর্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইসব কাহিনী শুনিয়া শুধু রাজনগর ও তারাপুরের নয়, বাংলার অতীত দিনের ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের চিত্র তাহার মানসপটে উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত হইতেছিল।

মাঝে মাঝে গৌতমের খাবার সময় না হওয়া পর্যন্ত এই গল্প শোনা চলে। যেদিন আগে গল্প শেষ করেন সরস্বতী, নিজের পড়িবার ঘরের পাশের যে ঘরটি গোপার বিশ্রাম এবং পড়াশোনা করিবার জন্য সাজাইয়া দিয়াছে গৌতম, সেই ঘরে গিয়া বসে কিছুক্ষণ। রাস্তার উপরে বড় জানালার পাশে গোপার চেয়ার ও টেবিল, বিশ্রাম করিবার জন্য কোচ। দুই ঘরের মধ্যে দরজা ছিল না, নূতন দরজা বসানো হইয়াছে। লেসের পরদা ঝোলে দরজায়। শ্বশুরের সংগৃহীত কিছু বই বাছিয়া নিজের ঘরে স্থানান্তরিত করিয়াছে গোপা। তাহার চিঠিপত্র লেখা, বই, কাগজ, পত্রিকা পড়া এই ঘরে চলে।

স্বামীর আহারের সময় হইলে গোপা নীচে নামিয়া যায়। খাবার সাজাইয়া তাঁহাকে ডাকে। রাত্রে স্বামীর সঙ্গে তাহাকেও খাইতে হয়।

শাঁখের শব্দ শুনিয়া পড়িবার টেবিল হইতে উঠিয়া আরাম চেয়ারে বসিল গৌতম। গোপার আবির্ভাবের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাপড় ছাড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে একটু প্রসাধন শেষ করিয়া পরদা সরাইয়া গোপা দেখিল স্বামী আরাম চেয়ারে বসিয়া আছেন, পাশে একখানি চেয়ার সরাইয়া রাখিয়াছেন। বুঝিল কিছু বলিবেন তিনি, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সে ঘরে ঢুকিল।

সোজা হইয়া বসিল গৌতম, বলিল, ব'সো, কিছু কথা আছে।

গোপা দেখিল স্বামীর মুখ প্রফুল্ল।

হাসিমুখে পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল, কি কথা বলো।

গৌতম। অনেক কথা। শঙ্করদার চিঠি পেলাম দিল্লী থেকে। চিঠিখানা পড়ো আগে। বড় চিঠি। পুনশ্চ দিয়ে যা লিখেছেন সেটুকু পড়লেই চলবে।

গোপা। সবটাই পড়ি? অনেক খবর থাকে ওঁর চিঠিতে।

গৌতম। বেশ, পড়ো। টেবিলে চাপা দেয়া রয়েছে চিঠি, ঐ চেয়ারে বসে পড়ো।

সময় লাগিল চিঠি পড়া শেষ করিতে, দুই একটি জায়গা দুইবার করিয়া পড়িল। পড়া শেষ হইলে টেবিলের উপরে চিঠি চাপা দিয়া রাখিয়া স্বামীর পাশে গিয়া বসিল আবার। বলিল, খুব সুন্দর করে লিখতে পারেন উনি, সাহিত্যিক কিনা। মহাত্মাজীর চিতাভস্ম বিসর্জনের কথা পড়তে খুব ভাল লাগল।

একটু অপেক্ষা করিল গৌতম। তারপর বলিল, তোমার সঙ্গে আলোচনা করব পুনশ্চে লিখিত দুটি বিষয় সম্বন্ধে। মৌলি মাদ্রাজে গেল কেন?

হাসিয়া গোপা বলিল, মৌলি মাদ্রাজে যাচ্ছে আমাকে জানাতে লিখেছেন শুধু। কেন যাচ্ছে তার তুমি যতটুকু জানো আমি ঠিক ততটুকুই জানি। প্রশ্ন করছ কেন?

গৌতম। এ জবাবে আমাকে অপ্রতিভ করে দিলে গোপা। শেখরদা ও বৌদি এখুনি মঞ্জরীর সঙ্গে মৌলির বিয়ে দিতে প্রস্তুত ওর মত আছে জানতে পারলে। মৌলি মাদ্রাজে যাচ্ছে কেন কিছুটা বুঝতে পারছি, কিছুটা পারছি না।

গোপা। মৌলি হৃদয়বান ছেলে। ওয়ালটেয়ার থেকে যাবার সময় একজনের মত হেঁয়ালিভরা চিঠি এবং এক বাক্স চকোলেট দিয়ে মৌলি য়ুরোপে চলে যেতে চায় না, বাইরে যাবার আগে মঞ্জরীকে আশ্বস্ত করে যেতে চায় এই আমার মনে হয়।

গৌতম। Thank you। আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। বাকী কথাগুলো তোমার বাক্যালঙ্কার প্রিয়তার পরিচায়ক বলে গ্রহণ করছি।

হাসিয়া গোপা বলিল, তা করো। পণ্ডিত ব্যক্তিদের রীতি তাই।

গৌতম। তুমি এই ধরনের হাসি এখনও মুখে আনতে পারো ভুলে গিয়েছিলাম। এখন মনে পড়ছে। ওয়ালটেয়ারে যেদিন সাগরের ডাক শুনিয়েছিলে বেঙ্কট স্বামীর মন্দিরের—

সলজ্জ হাসিতে আরক্ত মুখ স্বামীর কাঁধে লুকাইল গোপা। মৃদুকণ্ঠে বলিল, দুষ্টু মেয়ের মত মুখের চেহারা বলেছিলে, তাই না?

কিছুক্ষণ কাটিল।

ভালো হয়ে ব'সো, সিরীয়াস আলোচনা করছি এবার, গৌতম বলিল।

সোজা হইয়া বসিল গোপা, বলিল, মানে আরতি রায়ের ব্যাপার? আচ্ছা ওঁকে দেখেছ তুমি? কেমন দেখতে?

গৌতম। ভালই। একবার মাত্র দেখেছি বোধ হয়। মনে, কাজে, ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ওঁর, শঙ্কর দা, কিংশুক, মৌলির চিঠিপত্র থেকে অনুমান করছি। কিন্তু জানো কি আরতি অন্য টাইপের মেয়ে?

গোপা। অন্য টাইপের? সে টাইপটি কি রকম? তোমার আদর্শ টাইপটিই বা কেমন?

গৌতম। এ ইণ্টারেষ্টিং আলোচনা অন্য সময় হবে। তাহলে শঙ্করদাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে আরতি এতদিনে? মাসীমা কি মত দেবেন? বিয়ে করে আরতি তো ঘর সংসার করবে না, সে চলে যাবে য়ুরোপ বা আমেরিকা।

গোপা। তোমার দাদার যদি এই রকম বিয়েতে আপত্তি না থাকে মাসীমা আপত্তি করবেন কেন?

গৌতম। ছেলের বৌ নিয়ে ঘর করবার ইচ্ছা করে না তাঁর?

চট করিয়া উত্তর দিল না গোপা, কি ভাবিয়া লইল। বলিল, করে হয়ত। কিন্তু ছেলে যে এতদিন বিয়ে করলেন না, পেরেছেন তাঁর বিয়ে দিতে? তা যখন পারেন নি সে ইচ্ছাও হয়ত ত্যাগ করেছেন এতদিনে। তা ছাড়া—

গৌতম। কি বলতে গিয়ে থেমে গেলে কেন?

গোপা। এখন থাক, অন্য সময়ে বলব। আমার মনে হয় মাসীমা কোন আপত্তি করবেন না এ বিয়েতে। ভাববেন ছেলে যদি সুখী হয় করুক এ বিয়ে। আমরা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি।

হাসিয়া আবার বলিল, short and simple ceremony. মাসীমার কাছে চিঠি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। চিঠি এলে তিনি কিছু বলবার আগে কথাটা তুলো তুমি। কেন বলছি এ কথা বুঝেছ?

কি ভাবিতে ভাবিতে গৌতম বলিল, থ্যাঙ্ক য়্যু, তোমার পরামর্শ sound বলে মনে হচ্ছে গোপা। তাছাড়া—কি বলছিলে শুনতে পাই কি?

একটু চিন্তা করিল গোপা। বলিল, জিদ্ ধরেছ তাই বলছি। ছেলের বৌ নিয়ে সংসার করবার কথা বলছিলে না? মাসীমার সে ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমরা দু'জনে রয়েছি। নিজের ছেলের চাইতে অনেক বেশী ভালবাসেন তোমাকে মাসীমা। কবে থেকে তোমাদের সংসারে রয়ে গেছেন মাসীমা ভেবে দেখো।

কথাটা সত্য সে জানিত কিন্তু গোপার মুখে এ কথা শুনিয়া কেমন যেন চমকিয়া উঠিল গৌতম।

আরাম চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিল সে। পুরাতন স্মৃতির গভীরে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছিল তাহার সমগ্র সত্তা।

হঠাৎ স্বামীর এই ভাবান্তরে বিস্মিত হইল গোপা, ঈষৎ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাঁহার দিকে। সমস্ত মন কেন্দ্রীভূত করিয়া বুঝিতে চাহিল কি ঘটিল।

কলিকাতার লক্ষ্মী-আবাসের সুসজ্জিত পাঠকক্ষ ছাড়িয়া গৌতমের মন তখন চলিয়া গিয়াছে স্নিগ্ধ বনানীশ্যামল এক পল্লী-প্রাঙ্গণে।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল।

চুপ করিয়া বসিয়াছিল গোপা স্বামীর প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া। অনির্দেয় বেদনায় ম্লান হইতেছিল তাহার অপরূপ সুন্দর মুখ, দুইটি আয়ত নয়নে অশ্রুবিন্দু জমিয়া উঠিতেছিল। আর আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া নত হইয়া স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে বলিল, কি হয়েছে তোমার বলো আমাকে।

গৌতমের সম্বিত ফিরিয়া আসিল। দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কি হয়েছে গোপা? জল কেন তোমার চোখে?

গভীর স্নেহে আবার বলিল, আমি চুপ করে ভাবছিলাম দেখে ভয় পেয়েছ? কি ছেলেমানুষ দেখ।

গোপার চোখের জল মুচাইয়া দিয়া বলিল, ব'সো ভালো হয়ে, কি হয়েছিল বলছি।

উঠিয়া বসিল গোপা, স্বামীর একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিল। বলিল, বলো কি হয়েছিল। শরীর হঠাৎ খারাপ লাগছিল?

গৌতম সস্নেহে হাসিল স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া, বলিল, কিছু হয়নি তো। তুমি বললে মাসীমা কবে থেকে আমাদের সংসারে রয়েছেন, বললে না? শুনে আমার মন চলে গেল সেই ফেলে-আসা ঘর আর ভুলে-যাওয়া সংসারে। একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠছিল মনে, তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলাম। এ রকম তো সব মানুষের হতে পারে, হয়ে থাকে। তুমি এত ভয় পেলে কেন?

স্বামীর হাতখানি জোরে চাপিয়া ধরিল গোপা, ম্লান হাসি মুখে আনিয়া বলিল, ভয় পেলে কেন? আমি সামনে না থাকলে তুমি এই রকম করে ভাবো সে আলাদা কথা। সামনে বসে রয়েছি আর তোমার মন চলে গেল কোথায়, আমার কথা ভুলে গেলে একেবারে। কেমন লাগে আমার ভাবতে বলো তো।

আলগা হাতখানি গোপার কাঁধে রাখিয়া হাসিয়া উঠিল গৌতম। বলিল, তোমার কথা একেবারে ভুলে গেলাম! কি সব অসম্ভব কথা যে তোমার মাথায় আসে গোপা! বেশ। এর পরে আমি তোমাকে ভুলে যাচ্ছি মনে হলে তখনই আমার দৌড়ে-পালানো মনকে চেপে ধরবে, you know how, শুধু শুধু চোখে জল এনো না লক্ষ্মীটি। তোমার চোখে জল দেখলে নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমার।

উঠিয়া দাঁড়াইল গৌতম।

গোপা কি বলিতেছিল, চেয়ার হইতে তাহাকে উঠাইয়া কাছে আনিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল গৌতম। তারপর বলিল, কোন কথা আর শুনব না।

এতক্ষণে ভাল করিয়া হাসি ফুটিল গোপার মুখে।

মাসীমার কাছে তোমার যাবার সময় হল না? গৌতম বলিল।

স্বামীর বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল গোপা, বলিল, সত্যি দেরি হল মাসীমার কাছে যেতে। এবার যাই?

এসো।

দরজার কাছে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া হাসিমুখে বলিল, কাজে ব'সো এবার, ভাবতে ব'সো না।

গোপা চলিয়া গেলে কাজের টেবিলে বসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল গৌতম। মনে পড়িল যাইবার সময়ে গোপা বলিল, কাজে ব'সো। গোপা ঘরে আসিবার আগে একটা কাজ করিতেছিল। কলেজের বিজ্ঞানবিভাগের সম্প্রসারণের জন্য তাহার তৈয়ারী খসড়ায় কিছু সংশোধন আবশ্যক, অধ্যক্ষ আজ বলিলেন, টাকার নির্দিষ্ট অঙ্ক বাড়াইতে কর্তৃপক্ষ অনিচ্ছুক। খসড়াটি পড়িতেছিল সে। হাত বাড়াইয়া খসড়াটি টানিয়া লইল, আবার সেটা সরাইয়া রাখিল। এ ধরণের কাজ করিবার মত মনের অবস্থা নাই এখন, বুঝিতে পারিল। একটা সিগারেট তুলিয়া লইল টিন হইতে।

গোপার একটি কথা মনে পড়িল, 'তোমার সামনে বসে রয়েছি, আমার কথা ভুলে গেলে একেবারে'। যে ভালবাসে ভালবাসার পাত্রের সাময়িক অন্যমনস্কতাও সে সহ্য করিতে পারে না। ভালবাসার বাড়াবাড়ি চাইনা, কিন্তু আমি রয়েছি কাছে, আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতা থাকবে তোমার দৃষ্টিতে। এই কথাই গোপা বলিতে চাহিয়াছিল।

হ্যাঁ, গোপার অভিযোগ ঠিকই, কিন্তু সে জানিত না আর একজন, যাহাকে সে

জন্মাবধি ভালবাসিয়া আসিয়াছে, মনে পড়িয়াছিল তাহার কথা। কত আনন্দ কত বেদনা তাহার স্মৃতিতে মিশিয়া রহিয়াছে সে তো সবটা জানে না।

শৈশব, কৈশোর, যৌবনের শত শত স্মৃতিবিজড়িত ভালবাসার রাজনগরের নানা ঘটনার, তাহার কোলে স্নেহ-স্নিগ্ধ জীবনযাত্রার কথা মনে পড়িয়াছিল তাহার।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া তাহার পূর্বপুরুষদের যত্নে যে সোনার রাজনগর গড়িয়া উঠিয়াছিল সে কি মাত্র এক টুক্‌রা ভূখণ্ড যে বিদেশী-শক্তির চক্রান্তে বিভ্রান্ত রাজনীতিকদের ভাগবাটোয়ারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার কথা ভুলিতে হইবে? তাহা কি সম্ভব? সে কি যাযাবর বংশীয়, গোত্রহীন মানুষ যে এত সহজে ভুলিয়া যাইবে রাজনগরকে?

চিন্তার তরঙ্গে কত কথা আসিতেছিল মনে।

হাতের সিগারেট ধরাইবার কথা ভুলিয়া গেল গৌতম, কখন হস্তচ্যুত হইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল সিগারেট, খেয়াল হইল না। দুই হাতের মধ্যে চিবুকের ভার রাখিয়া ভাবিতে লাগিল।

মনে পড়িল যে স্বাধীনতার জন্য তাহার সাধের রাজনগরের বলিদান হইল সে স্বাধীনতার স্বরূপের কথা, তাহার জন্য যে কল্পনাতীত মূল্য দিতে হইল, দিতে হইতেছে এখনও, তাহার কথা।

সারা দেশে লক্ষ লক্ষ বিধ্বস্ত পরিবারের কথা, মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা, অসহায়, নির্দোষ নরনারী, শিশুর রক্তস্রোতের কথা, অগ্নির তাণ্ডবে, হিংস্র লুণ্ঠকের হাতে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নাশের কথা, নিজের চোখে যে মর্মান্তিক, বর্বরতায় বীভৎস নাটকের অভিনয় হইতে দেখিয়াছে তাহার কথা মনে পড়িল। দেশবিভাগের বিরোধিতা করিলে যে গৃহযুদ্ধ বাধিত তাহাতে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কি ইহা অপেক্ষা বেশী হইত?

দেয়ালঘড়িতে দশটা বাজিবার শব্দে চমকিয়া মাথা তুলিয়া বসিল গৌতম। তারপর চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে নিজের অগোচরে যে বিষণ্ণতার ভার নামিয়া আসিয়াছিল মনে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে জানিত দশটার সময় খাবার দেওয়া হয়। তাহাকে খাইতে ডাকিবার জন্য গোপার ঘরে আসিবার সময় হইয়াছে।

পরদা সরাইয়া গোপা ঘরে আসিল।

হাসিমুখে কি বলিতেছিল, স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে কথা আটকাইয়া গেল।

ত্রস্তপদে কাছে আসিয়া বলিল, কি হয়েছে? অমন হল কেন মুখের চেহারা? আবার কি ভাবছিলে?

ও কিছু নয়, গৌতম বলিল।

তারপর ম্লান হাসিয়া বলিল, দোটানার টান। মাঝে মাঝে টান পড়ে জানো তো।

বুদ্ধিমতী গোপা এ প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেল, বলিল, ও সব কথা থাক এখন, খাবার দেয়া হয়েছে। এসো। স্বামীর হাত ধরিয়া টানিল সে।

অত্যন্ত প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিল গৌতম। গোপা হাত ধরিয়া টানিতে হাসিয়া বলিল, চলো। টাগ-অফ-ওয়ারে তোমার জিত হয়েছে গোপা, তাইতো বেঁচে গেছি। খালি হাত বাড়াইয়া গোপার কাঁধে একটু চাপ দিল সে।

স্বামীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া গোপা বলিল, বিজয়িনী গোপা যে আমি।